শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমৎ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সমস্ত মধ্যলীলার ও শেষলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্র কথিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে যঃ

অনুভাষ্য।

যস্য শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রসাদাৎ অনুকম্পয়া অজ্ঞঃ অনভিজ্ঞঃ অপি সদ্যঃ

১৩৬৪

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥
দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

"কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু যে ভাব প্রকাশ করেন, তাহা শ্রীরূপগোস্বামীর "সোঽয়ং কৃষ্ণ" শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হওয়ায় মহাপ্রভু রূপের প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীদিগের বিরচিত গ্রন্থ সকলের উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে রূপ-সনাতনকে দয়া করেন।

অজ্ঞজন ও তাঁহার প্রসাদে সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত করে, সেই ভগবান্ চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

আদি ১ম ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

আদি ১ম ১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩ ॥

আদি ১ম ১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪ ॥

অনুভাষ্য।

সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ সর্ব্বেষু পারঙ্গতো বিজ্ঞো ভবতি স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবঃ মে মম সংপ্রসীদতু মাং প্রতি প্রসন্নো ভবতু ॥ ১ ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥ ৫ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ৬ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৮ ॥
অতএব তার আমি সূত্র মাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল ॥ ৯ ॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥ ১০ ॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন ॥ ১১ ॥
সেই ভাগে ইহাঁ সূত্র মাত্র লিখিব।
তাঁহা যে বিশেষ কিছু ইহাঁ বিস্তারিব ॥ ১২ ॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য

আদি ১ম ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ ;
শেষলীলার সূত্র ইবে করিয়ে বর্ণন ॥ ১৪ ॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহা যে করিল লীলা আদি লীলা নাম ॥ ১৫ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষলীলা নাম ॥ ১৭ ॥
শেষলীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কয় ॥ ১৮ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ ১৯ ॥
তাহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥ ২০ ॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলা কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ২১ ॥
অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি ॥ ২২ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীতরঙ্গে ॥ ২৩ ॥

নিত্যানন্দ গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥ ২৪ ॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান॥ ২৫ ॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের প্রিয় যিঁহো লওয়াইল সংসার॥ ২৬ ॥
চৈতন্য গোসাঞি যারে বলে বড় ভাই।
তেঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্য গোসাঞি॥ ২৭ ॥
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান॥ ২৮ ॥
চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥ ২৯ ॥
এই মত লোকে চৈতন্য ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন নিন্দুক সবারে নিস্তারিল॥ ৩০ ॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ সনাতন।
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥ ৩১ ॥
ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥ ৩২ ॥
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ় অধম জনেরে তিঁহো করিলা নিস্তার॥ ৩৩ ॥

প্রভু আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৪ ॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত ॥ ৩৫ ॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈল যত কে করু গণন ॥ ৩৬ ॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৩৭ ॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিগূঢ় ভক্তি, পাঠান্তরে নিগূঢ় রস ॥ ৩৪ ॥

ভাগবতামৃত, বৃহৎ ভাগবতামৃত।

দশমটিপ্পনী, দশমস্কন্ধের বৃহৎতোষণী বলিয়া টীকা। দশমচরিত দশম[illegible] কৃষ্ণলীলা চরিত ॥ ৩৫ ॥

গ্রন্থ, অনুষ্টুপ এক শ্লোক পরিমাণে শব্দসংখ্যা ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

আদি দশম ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৫ ॥

গ্রন্থ, অনুষ্টুপ, এখানে পুস্তক নহে। এক শ্লোকে চারি পাদ চারি চরণে বা গ্রন্থ। গদ্য গ্রন্থও তাদৃশ [illegible]। শ্রীরূপগোস্বামী [illegible] ষোড়শ রচিল। আদি দশম ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

দানকেলিকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥ ৩৯ ॥
গোবিন্দ বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন ॥ ৪০ ॥
লঘু ভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৪১ ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তি গ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই ॥ ৪২ ॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

বহু স্তবাবলী—স্তবমালা গ্রন্থ ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দ বিরুদাবলী—স্তবমালার অন্তর্গত।

নাটক বর্ণন—নাটক চন্দ্রিকা ॥ ৪০ ॥

অনুভাষ্য।

আদি দশম ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪২ ॥

ভাগবতসন্দর্ভ। যাহার নামান্তর ষট্‌সন্দর্ভ। প্রথম তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব ও তত্ত্বনিরূপণ। দ্বিতীয় ভগবৎসন্দর্ভে ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার, বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব নিরূপণ, স্বরূপের স্বশক্তিকত্ব, নিরস্তকুহকত্ব, [illegible] জীব অচিন্ত্যত্ব ও [illegible] নিরূপণ, অপ্রাকৃত দেহ, মায়াশক্তি, স্বরূপশক্তি, ভগবানের স্বরূপ-শক্তিত্ব, শ্রীবিগ্রহ নিত্য বিভু সর্ব্বাশ্রয় পূর্ণস্বরূপশক্তি, সর্ব্বপ্রকাশ,

ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

প গুণ লীলাময় অপ্রাকৃত, পূর্ণ স্বরূপ ও পরিচ্ছদ সমূহের স্বরূপাংশত্ব
বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ, ত্রিপাদ বিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য
ভগবত্তায় পূর্ণত্ব, সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তি বিবরণ, ভগবানের
পদভক্তৈক গম্যত্ব। তৃতীয় পরমাত্মসন্দর্ভে পরমাত্মা, তদ্ভেদ, গুণা-
তারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ স্থাপন, বিবর্ত্ত সমাধান,
গৎ ও পরমাত্মার অনন্যত্ব, জগতের সত্যতা ও শ্রীধরস্বামীর মত,
গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব যোজনা, লীলাবতার সমূহের ভক্তের উদ্দেশে
বৃত্তি, ষড়্বিধ চিহ্নদ্বারা ভগবানই তাৎপর্য্য। চতুর্থ কৃষ্ণসন্দর্ভে কৃষ্ণের
য় ভগবত্তা, কৃষ্ণ লীলাগুণ পুরুষাবতারের কর্ত্তা, শ্রীধরস্বামীর সম্মতি,
র্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ-সমন্বয়, বলদেবাদির মহাসঙ্কর্ষণত্ব, কৃষ্ণে সর্ব্বাংশ
প্রবেশ বিচার, তাঁহাতে নিত্য স্থিতি, দ্বিভুজত্ব, গোলোক নিরূপণ,
ন্দাবনাদির নিত্য কৃষ্ণধামত্ব, গোলোক ও বৃন্দাবন একই বস্তু, যাদব
গোপিগণের নিত্য কৃষ্ণপরিকরত্ব, প্রকটাপ্রকট লীলা ব্যবস্থা, প্রকটা-
প্রকট লীলা সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রকাশাতিশয্য, পট্টমহিষীগণের
স্বরূপশক্তিত্ব, তদপেক্ষা গোপীগণের উৎকর্ষ, তাহাদিগের প্রেম ও
অধিকার সর্ব্বোৎকর্ষতা। পঞ্চম ভক্তিসন্দর্ভে ভগবদ্ভক্তির সাক্ষাৎ অভি-
ধেয়ত্ব, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভক্তিতত্ত্ব নিরূপণ, সর্ব্বশাস্ত্র শ্রবণ,
শিষ্টাচার ও অনুভূত জ্ঞান দ্বারা অন্বয়ভাবে; কর্ম্মের অনাদর,
হরিবিমুখ বিপ্রনিন্দা, ভগবদর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর,
জ্ঞানের শ্রমত্ব প্রদর্শন ও অন্যাশ্রয় স্বাতন্ত্র্যের অনাদর দ্বারা তদীয়গণের
অনাদর বিধান; অভক্ত মাত্রের অনাদর, জীবন্মুক্ত পরমমুক্ত শিবাদি

গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর ।

অনুভাষ্য ।

পর্য্যন্ত ভক্তের ভক্তির নিত্যত্ব ও অভিধেয়ত্ব, ভক্তি সর্ব্বফলদাত্রী, নির্গুণা স্বপ্রকাশা ও পরমসুখরূপা, ভগবৎ-প্রীতি-হেতুবিশিষ্ট, ভজনাভাসেও ফললাভ, নিষ্কামা ভক্তি প্রশংসা, অধিকারী-ভেদে পুনর্বার নিষ্কামভক্তি স্থাপন, সাধুসঙ্গের নিদানত্ব, মহাভাগবত-ভেদ ও বিশেষ, সর্ব্বাশ্রয় বিবেক, ভক্তিভেদ নিরূপণে জ্ঞানের লক্ষণ, অহংগ্রহোপসনার লক্ষণ, ভক্তি লক্ষণ, আরোপসিদ্ধাদির লক্ষণ, বৈধ ভক্তিতে শরণাপত্তি, গুরুসেবা, মহাভাগবত প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সাধারণ বৈষ্ণব সেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, অপরাধ, উপশমন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, রাগানুগা বিচার, কৃষ্ণভজনবৈশিষ্ট এবং সিদ্ধির ক্রম। ষষ্ঠ প্রীতিসন্দর্ভে, প্রীতির পরমপুরুষার্থ নিরূপণ, মুক্তিতে সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত মুক্তিভেদ, সকল মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎপ্রীতির আধিক্য, পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে পরমপুরুষার্থ লাভ, সদ্যক্রমমুক্তি, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও ভগবৎসাক্ষাৎকার লক্ষণা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্তমুক্তি। অন্তর্বহির্ভেদে ভগবৎসাক্ষাৎকারলক্ষণা দ্বিবিধা, অন্তঃসাক্ষাৎকার লক্ষণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বহিঃ সাক্ষাৎকার লক্ষণা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্তমুক্তি, সালোক্যাদি ভেদ, সামীপ্যের আধিক্য, ভক্তির মুক্তিত্ব ও উপাদেয়ত্ব ; তদুপপত্তি, প্রীতির স্বরূপ, লক্ষণ, গুণাতীত, প্রীতির তটস্থ লক্ষণ ও আবির্ভাবভেদ, প্রীতিরত্যাদি ভেদ, ব্রজদেবীগণের কামের শুদ্ধপ্রেমত্ব স্থাপন, জ্ঞানভক্ত্যাদির মিশ্রত্ব, পরিকরাভিমানীগণের প্রীত্যুৎকর্ষ। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যানুভবের তারতম্য, গোকুলবাসীগণের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা সখাগণের, পিতৃগণের, গোপীগণের ও রাধিকার উত্তরোত্তর

নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস-পূর ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য।

শৃঙ্গার, অনুকরণ কার্য্যে রসত্ব, লৌকিক-রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আলম্বন বিভাগ, উদ্দীপন বিভাগ, গুণ, ধীরোদাত্তাদি ভেদ, মাধুর্য্যের উৎকর্ষ, অনুভাব, সঞ্চারী, রসের পঞ্চবিধত্ব, গৌণরস সপ্ত, রসাভাস, শান্ত, দাস্য, প্রেয়ান্, বাৎসল্য, উজ্জ্বলে বল্লভভেদ, স্থায়ী, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভভেদ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ও শ্রীরাধিকাদেবীর মহিমা ॥ ৪৩ ॥

শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের দুইটী বিভাগ। পূর্ব্ব ও উত্তর। পূর্ব্ব চম্পূতে তেত্রিশটী পূরণ ও উত্তরে সপ্তত্রিংশ পূরণ। ১৫১০ শকাব্দে পূর্ব্ব চম্পূ লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ব চম্পূতে প্রথম পূরণে বৃন্দাবন ও গোলোক, দ্বিতীয়ে প্রস্তাবনা, পূতনাবধলীলাবর্ণন, যশোদাদেশে গোপীগণের গৃহে গমন, নামকরণের স্থান, স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ ৩। যশোদার স্বপ্ন ৪। জন্মোৎসব ৫। নন্দ-বসুদেবের মিলন, পূতনাবধ। ৬। উত্থানিক লীলা, শকটভঞ্জন, নামকরণ ৭। তৃণাবর্ত্তবধ, মৃদ্ভক্ষণ, বালচাপল্য, চৌর্য্য ৮। দধিমন্থন, স্তন্যপান, দধিভাণ্ড ভঞ্জন, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, যশোদাবিলাপ ৯। বৃন্দাবন প্রবেশ ১০। বৎসাসুর-বধ, বকাসুর বধ, ব্যোমাসুরবধ ১১। অঘাসুরবধ, ব্রহ্মমোহন ১২। গোষ্ঠগমন ১৩। গোচারণ, কালীয়দমন ১৪। গর্দ্দভাসুরবধ, কৃষ্ণলালন ১৫। গোপীগণের পূর্ব্বানুরাগ ১৬। প্রলম্বাসুর বধ, দাবাগ্নিপান। ১৭। গোপীগণের কৃষ্ণচেষ্টা ১৮। গোবর্দ্ধন ধারণ ১৯। কৃষ্ণাভিষেক ২০। বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন, গোপগণের গোলোকদর্শন ২১। কাত্যায়নীব্রতানুষ্ঠান ২২। যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা ২৩। গোপীগণের মিলন ২৪। গোপীবিহার, রাধাকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপী-

এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৪৫ ॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।

অনুভাষ্য।

গর্গের অন্বেষণ ২৫। কৃষ্ণাবির্ভাব ২৬। গোপীগণের সঙ্কল্প ২৭। জলবিহার ২৮। সর্পগ্রস্তনন্দমোক্ষণ ২৯। বিবিধ বংশী ক্রীড়া ৩০। শঙ্খচূড়বধ, বেণুহৃতি ৩১। অরিষ্টাসুরবধ ৩২। কেশীবধ ৩৩। নারদাগমন, গ্রন্থনির্ম্মাণের শক ও সম্বৎ।

উত্তর চম্পূর প্রথমপূরণে ব্রজানুবর্ণনা, দ্বিতীয় অক্রূরক্রূরতা ৩। মাধব-মথুরা প্রস্থান, ৪। মথুরাস্থ প্রদেশনির্দ্দেশ ৫। কংসবধ ৬। ব্রজপতি-নন্দকাকুতি ৭। নন্দের ব্রজপ্রবেশ ৮। অধ্যয়নাদি ৯। গুরুপুত্রানয়ন ১০। উদ্ধবের ব্রজাগমন ১১। ভ্রমর দূতভ্রম ১২। উদ্ধবের প্রত্যাগমন ১৩। জরাসন্ধবন্ধন ১৪। যবন জরাসন্ধ ১৫। বলভদ্র বিবাহ ১৬। রুক্মিণীবিবাহ ১৭। সপ্তবিবাহ ১৮। নরকবধ, পারিজাতহরণ, ষোড়শসহস্র মহিষী বিবাহ ১৯। বাণবিজয় ২০। বলব্রজাগমনকামনা ২১। পৌণ্ড্রক যুদ্ধ ২২। দ্বিবিদ হস্তিনাপুর বিমর্দ্দন ২৩। কুরুক্ষেত্র যাত্রা ২৪। ব্রজবাসীগণের কুরুক্ষেত্র যাত্রা ২৫। উদ্ধব মন্ত্রণা ২৬। রাজ-মোচন ২৭। রাজসূয় ২৮। সাল্ববিনাশন ২৯। ব্রজাগমন বিপ্রযুক্ত বিচার ৩০। কৃষ্ণের ব্রজাগমন ৩১। রাধাদি-বাধাসমাধান ৩২। সর্ব্বসমাধান ৩৩। রাধামাধব অধিবাস ৩৪। রাধাকৃষ্ণের অলঙ্করণ ৩৫। রাধামাধব বিবাহোৎসব ৩৬। রাধামাধবের মিলন ৩৭। গোলোক প্রবেশ ॥ ৪৪।

প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন ॥ ৪৬ ॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভু সঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥ ৪৭ ॥
বিদায় সময় প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥ ৪৮ ॥
প্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৯ ॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈল গতাগতি।
অন্যোন্যে দুহাঁর দুহাঁ বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৫০ ॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৫১ ॥
নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গুণ্ডিচা—শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় সুন্দরাচলনামক স্থানে গুণ্ডিচাখ্যক মন্দিরে গমনকরিয়া নবরাত্র লীলা করেন, সেই জন্য রথযাত্রাকে উড়িষ্যাবাসীগণ গুণ্ডিচা যাত্রা বলে ॥ ৪৮ ॥

প্রভু ও প্রভুভক্তগণ পরস্পর মিলন ব্যতীত সুখী হইতেন না ॥ ৫০ ॥

গোপীদিগের কৃষ্ণবিরহ লীলা প্রভুর অন্তরে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরিত ॥ ৫১ ॥

যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥ ৫৩ ॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৫৪ ॥
পদং। সেইত পরাণ নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু ॥ ৫৫ ॥
এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এভাব অন্তর ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে গোপীগণ তথায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন সুখলাভ করেন। প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিরহভাব উদ্দীপিত ছিল কেবল যে যে সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেই সব সময়ে কুরুক্ষেত্র-মিলন ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইত ॥ ৫৩ ॥

কুরুক্ষেত্রের মিলনে সন্তোষ না হইয়া কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত মিলন করি এই ভাবটী তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উঠিত ॥ ৫৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সুদীর্ঘ মাথুর বিরহ ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান্ প্রাকট্যই জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮২ অধ্যায় বর্ণিত কৃষ্ণদর্শনোৎসুকা গোকুলবাসিনী ব্রজগোপী সকল কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতি দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার

এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ ৫৭ ॥

(কাব্যপ্রকাশে ১ম উঃ, ৪র্থ অঙ্কধৃতঃ)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুরূপে বহিতেছে; সুরতব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

অভিপ্রায়। গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচলমন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন ॥ ৫৩-৫৬ ॥

৫৮। যঃ অন্বয়ঃ কৌমারহরঃ (কৌমারে হরতি অপহরতি) স এব

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৯ ॥
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই ॥ ৬০ ॥
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ॥ ৬১ ॥
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৬২ ॥
হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ সনাতন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একেলা স্বরূপ,—উক্ত শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়কনায়িকা সম্বন্ধে বিরচিত। মহাপ্রভু ইহার যে এত আদরে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্বরূপদামোদর ব্যতীত আর কেহও জানিতেন না ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

হি বরঃ তাঃ এব চৈত্রক্ষপাঃ মধুচৈত্রমাসস্য জ্যোৎস্নাযুক্তাঃ রজন্যঃ তথা তে চ উন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ উন্মীলিতাঃ বিকশিতাঃ যা মালতীপুষ্পাঃ তাভিঃ সুরভয়ঃ সুগন্ধাঃ প্রৌঢ়াঃ ঘনসুখপ্রদাঃ কদম্বানিলাঃ কদম্বসুরভিপূর্ণাঃ সমীরণাঃ বহন্তি সা চ অহমেবাস্মি তথাপি তত্র রেবারোধসি রেবা-নদীতটে বেতসীতরুতলে বেতসীকণ্টকাকীর্ণে নির[illegible] সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ নায়কসঙ্গাৎ মাং অমু পূর্ববৎ তত্রৈব চেতঃ মনঃ সমুৎকণ্ঠতে বিহর্তুং উৎসহতে ॥ ৫৮ ॥

জগন্নাথ মন্দিরে না যান তিন জন ॥ ৬৩ ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল ভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৬৪ ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তারে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম ॥ ৬৫ ॥
দৈবে আসি প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিল।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ॥ ৬৬ ॥
শ্লোক পড়ি আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া।
রূপগোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৬৭ ॥
উঠি মহাপ্রভু তারে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হরিদাসঠাকুর কাজিপুত্র; মন্দিরের মর্য্যাদা ভঙ্গ আশঙ্কায় শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। রূপ সনাতন আপনাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞান করিতঃ নীচজাতির সহিত অধিকার-সামান্য-বুদ্ধিক্রমে শ্রীমন্দিরে যাইতেন না ॥ ৬৩ ॥

উপল ভোগ,—ছত্র ভোগ। জগন্নাথদেবের অন্য সমস্ত ভোগ মণিকোঠার মধ্যে হইয়া থাকে। দিবা দুই প্রহরের পর যে বৃহৎ ভোগ হয়, তাহা গরুড়ের পশ্চাতে একটী বৃহৎ প্রস্তরময় স্থান আছে, তাহার উপর হইয়া থাকে উপল শব্দে প্রস্তর। সেই প্রস্তরময় ভূমির উপর ঐ ভোগটী হয় বলিয়া তাহার নাম উপল ভোগ ॥ ৬৪ ॥

মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে ॥ ৬৯ ॥
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥ ৭০ ॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥ ৭১ ॥
স্বরূপ কহে যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥ ৭২ ॥
প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আলিঙ্গন কৈল সর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭৩ ॥
যোগ্য পাত্র হয় গূঢ় রসবিবেচনে।
তুমিহ কহিও তারে গূঢ় রসাখ্যানে ॥ ৭৪ ॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥ ৭৫ ॥

(শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ উক্তোঽয়ং শ্লোকঃ)

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাঁহি, কোন পাঠে উঠাই ॥ ৬৮ ॥

হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অত কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন,

তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৬ ॥

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন ॥ ৭৭ ॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন ॥ ৭৮ ॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাহাঁ গোপবেশ কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমিও সেই রাধা ; আবার আমাদের উভয়ের মিলন সুখ তাই বটে ; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দ প্লাবিত কালিন্দি পুলিন গত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

হে সহচরি সখি—সঃ মম কান্তঃ অয়ং প্রিয়ঃ প্রাণারামঃ কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্তঃ তথা সা রাধা অহং উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং মিথোমিলনেন যদ্যপি সুখং জাতং তথাপি অন্তঃখেলন্মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে অন্তঃ হৃদয়াভ্যন্তরে বৃন্দাবিপিনমধ্যে বা খেলন্ ক্রীড়ন্ মধুরো যঃ বংশ্যাঃ পঞ্চমো রাগঃ তং জোষতি সেবতে তস্মৈ কালিন্দীপুলিন-বিপিনায় কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ পুলিনং তটস্থলং তস্মিন্ যৎ বিপিনং তরুসমকীর্ণং নির্জ্জনং কাননং তস্মৈ বংশীনিনাদপূর্ণযামুনতটান্তস্থবৃন্দাবনায় মে মম মনঃ স্পৃহয়তি গমনায় সমুৎকণ্ঠিতো ভবতি ॥ ৭৬ ॥

সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৮০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্ক, ৮২ অ, ৩৫ শ্লোকঃ)

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোপীগণ বলিলেন, হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিতজনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ, তোমার পাদপদ্ম যাহা অগাধ বোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদয় হউক্ ॥ ৮১ ॥

কোন কোন পাঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয় ;—

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্ক, ৮৩ অ, ২য় শ্লোকঃ)

তং এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥

অনুভাষ্য।

গোপ্যঃ আহুঃ। হে নলিননাভ পদ্মনাভ অগাধবোধৈঃ বুদ্ধেঃ পারঙ্গতৈঃ যোগেশ্বরৈঃ বিষয়নিবৃত্তৈঃ হৃদি মনসি বিচিন্ত্যং সর্ব্বতোভাবেন চিন্তনীয়ং সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং সংসার এব কূপঃ তস্মিন্ পতিতাঃ যে তেষাং উত্তরণায় উদ্ধারায় অবলম্বং আশ্রয়রূপং বিষয়রতানাং মুক্ত্যুপায়রূপং তে তব পদারবিন্দং চরণকমলং গেহং জুষাং গেহং গোপ-

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য।

ভবনং বৃন্দাবনং জুষাং সেবমানানাং সহজগৃহধর্ম্মনিরতানাং গোপীনাং নঃ অস্মাকং মনসি সদা উদিয়াৎ। সাংসারিকবিষয়রসাবিষ্টানাং উদ্ধরণ-সমর্থং বিষয়রহিতানাং যোগীনাং চ ধ্যানবিষয়াত্মকং তব পদকমলং কিন্তু অস্মাকং সহজগৃহধর্ম্মপরাণাং তব বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাং নোদ্ধর্ত্তুং শক্নুয়াৎ যতঃ বয়ং ন ধ্যানপরা যোগিনঃ ন চ পতিপুত্রাদিকথারতাঃ কৃপণাঃ সংসারিণঃ ॥ ৮১ ॥

গোপীগণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপর। তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বা অন্য তাদৃশ মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেবাপরা নহেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের হাতি ঘোড়া রাজবেশে তাঁহাদের কখনই রুচি নাই। যেরূপ গোপীজন-বল্লভ কৃষ্ণ গোপীদিগের নির্ম্মল প্রেমভাবেই আবদ্ধ, গোপীগণও তাদৃশ গোপীজনবল্লভেরই নিত্য সেবিকা। দুর্ব্বোধবৈভবপতিকে বিষয়নিবৃত্ত তদেকচিত্ত যোগীগণ যেরূপ ধ্যানের দ্বারা অনুশীলন করেন, অথবা বিষয় প্রবৃত্তগণ বিষয়সমৃদ্ধির জন্য নিজদেহপুত্রকলত্রাদির ঐহিকমঙ্গল বা নিজের ভবসংসার হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে হরিপ্রদাশ্রয় করেন গোপীগণের তাদৃশ ধ্যানপরা চেষ্টা বা সৎকর্ম্মনিপুণতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শুদ্ধসেবায়ই নিরতা। নীরসশুষ্ক-তর্কবিচার বা প্রাকৃত রসরাহিত্য বা সাহিত্য উভয় ত্যাগ করিয়া গোপী-গণ তাঁহাদের নিজজন রমণকে অন্যের কার্য্যে ব্যস্ত বা মর্য্যাদাবান্ হইয়া স্থানান্তরে অবস্থিত এরূপ চান না। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে শ্রীবৃন্দাবনে

ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিয়া।
রূপগোস্বামি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥ ৮৩॥

[ললিতমাধবে ১০ অ, ৩২ শ্লোকঃ]

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্॥ ৮৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে কৃষ্ণ, তোমার যে লীলা-রস-গন্ধে বিস্তারী বন সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত মাথুরমণ্ডলীয় মাধুরী দ্বারা পরিবৃত এবং ভাব দ্বারা মুগ্ধমন গোপীগণ যে আমরা, আমাদের কর্তৃক পরিসেবিত ধন্য বৃন্দাবন ভূমি বিলাস করিতেছেন। বংশীবদন; তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই লীলা বিহার কর॥ ৮৪॥

অনুভাষ্য।

স্থাপনপূর্ব্বক গোপিকা কায়মনোবাক্যে কেবল কৃষ্ণসেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধনেই সুখলাভ করেন॥ ৮২॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে অভীষ্টবরপ্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীমতীর উক্তি।

লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা লীলারসস্য ভিনিঃসারিণী যা বন্যা বনসমূহঃ তয়া পরীতা ব্যাপ্তা মাথুরী মথুরাসম্বন্ধিনী মাধুরীভিঃ সৌন্দর্য্যৈঃ বৃতা আবৃতা ধন্যা প্রশংসনীয়া যা তে তব ক্ষৌণী ব্রজভূমিঃ বিলসতি তত্র ব্রজপুর্য্যাং চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ চটুলাঃ চঞ্চলাঃ পশুপীভাবেন

এইরূপ মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাহি হাতে ॥ ৮৫ ॥
ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ পাব এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥
রাধিকা উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি দিনে ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ,—নানাপ্রকার বিবশ চেষ্টা হইতে যে প্রলাপাদি উদয় হয় ॥ ৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

গোপীভাবেন মুগ্ধান্তঃকরণং যাসাং তাভিঃ অস্মাভিঃ গোপীভিঃ সংবীতঃ সম্মিলিতঃ বদনোল্লাসিবেণুঃ বদনাৎ উল্লাসিতুং শীলমস্য ইতি উল্লাসি বংশী যস্য তথাভূতঃ সন্ স্মিতবদনোত্থ-গোপ্যুন্মাদিমুরলীনিনাদকারী ত্বং বিহারং কলয় কুরু ॥ ৮৪ ॥

উন্মাদ, উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি যুক্ত দিব্যোন্মাদ। উজ্জ্বলনীলমণৌ। এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥ উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ। অধিরূঢ় মহাভাবে মোদন এবং মাদন দুই প্রকার ভেদ। মোদনভাব প্রবিশ্লেষ দশায় মোহন নামে প্রসিদ্ধ। মোহনে বিচ্ছেদ জন্য বিবশত্ব-ক্রমে সাত্ত্বিক ভাব সমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রদীপ্ত হয়। কামপি নির্ব্বক্তুমশক্যাং গতিং বৃত্তিমুপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য কাপ্যদ্ভুতা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ। কোন

দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এই মত শেষলীলার বিধান করিল ॥ ৮৮ ॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম ॥ ৮৯ ॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্রগণন ॥ ৯০ ॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
সন্ন্যাস করি চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৯১ ॥
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

অনির্ব্বচনীয়বৃত্তি লব্ধ মোহনের ভ্রমতুল্য বিচিত্রতা পূর্ণ অবস্থাকে দিব্যোন্মাদ বলে। উহার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি নানা ভেদ আছে।

উদ্‌ঘূর্ণা, নানা বৈবশ্যচেষ্টা যুক্ত বিলক্ষণ ভাব। তাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতং। যথা।—শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোতি ক্বচিদিয়ং সা বাসসজ্জায়িতা নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী কচিত্তর্জ্জতি। আবৃর্ণত্যভিসারসম্ভ্রমবতী ধ্বান্তে কচিদ্দারুণে রাধা তে বিরহোদ্ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাং॥ উদ্ধব কৃষ্ণকে বলিলেন, রাধা তোমার বিরহোদ্ভ্রমে প্রমথিত হইয়া কখন কুঞ্জগৃহে বাসকসজ্জা রচনা করিতেছেন কখন বা খণ্ডিতা হইয়া নীলমেঘকে তর্জ্জন করেন, কখন বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন, কোন্ দশাই বা প্রাপ্ত না হইতেছেন ॥৮৭॥

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেলা যমুনা বলিয়া॥ ৯৩॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সংকীর্ত্তন॥ ৯৪॥
মাতা ভক্তগণের তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রিগমন॥ ৯৫॥
পথে নানা লীলা সব দেন দরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপালস্থাপন॥ ৯৬॥
ক্ষীর চুরি কথা সাক্ষী-গোপাল বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন॥ ৯৭॥
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূচ্ছিত হঞা পড়িল ভূমিতে॥ ৯৮॥
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু হইল চেতন॥ ৯৯॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রথমভিক্ষা—সন্ন্যাসের কএক দিন ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈতপ্রভুর ঘরে প্রথম অন্নভিক্ষা গ্রহণ করিলেন॥ ৯৪॥

অনুভাষ্য।

মধ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ॥ ৯১-৯৫॥

মধ্য চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ॥ ৯৬-৯৭॥

পাছে আসি মিলি সবে পাইল আনন্দ ॥ ১০০ ॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বর মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ১০১ ॥
তবেত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥ ১০২ ॥
জিয়ড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥
গোদাবরীতীরবনে বৃন্দাবন ভ্রম।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১০৪ ॥
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থানি কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনামপ্রচারণ ॥ ১০৫ ॥
তবেত পাষণ্ডীগণে করিল দলন।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥
শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ১০১ ॥
মধ্য সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ ১০২ ॥
মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ ১০৩ ॥
মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ ১০৪ ॥

ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস॥ ১০৮॥
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত॥ ১০৯॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভুর শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য গীত কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে॥ ১১০॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দ পুরী সহ তাহাঞি মিলন॥ ১১১॥
তবে ভট্টমারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার;
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার॥ ১১২॥
শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখবিমোচন॥ ১১৩॥
তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার॥ ১১৪॥
অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন॥ ১১৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চাতুর্ম্মাস্য,—আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত॥ ১১০॥

রামজপী, যে বিপ্র রামনাম জপ করিতেছিল॥ ১১২।

তবে প্রভু কৈল সপ্ত তাল বিমোচন।
সেতুবন্ধ স্নান রামেশ্বর দরশন ॥ ১১৬ ॥
তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ তাহাতে লিখন ॥ ১১৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১১৮ ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১৯ ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিয়া ॥ ১২০ ॥
পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১২১ ॥
অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥ ১২২ ॥
ভক্তসঙ্গে দিন কত তাহাঞি রহিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অনবসর,—স্নানযাত্রার পর নবযৌবন দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কএক-দিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে অনবসর বলে ॥ ১২২ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্য নবম পরিচ্ছেদ ॥ ১০৫-১২০ ॥

গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল ॥ ১২৩ ॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিয়া।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ॥ ১২৪ ॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি দিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১২৫ ॥
সবে মেলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন আবেশে প্রভু মনঃ স্থির হৈল ॥ ১২৬ ॥
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তারে আজ্ঞা দিলা ॥ ১২৭ ॥
রাজ আজ্ঞা লঞা তিহোঁ আইলা কত দিনে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দসনে ॥ ১২৮ ॥
কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি মিলন।
পরমানন্দপুরী গোবিন্দ কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২৯ ॥
দামোদরস্বরূপমিলন পরম আনন্দ।
শিখিমাহাতি মিলন রায় ভবানন্দ ॥ ১৩০ ॥
গৌড় হৈতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন ॥ ১৩১ ॥
নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।

অনুভাষ্য।

মধ্য দশম পরিচ্ছেদ ॥ ১২১-১৩০ ॥

শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ॥ ১৩২ ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা মার্জন ॥ ১৩৩ ॥
সবা সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন ॥ ১৩৪ ॥
প্রতাপরুদ্রের কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥ ১৩৫ ॥
প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ১৩৬ ॥
সার্ব্বভৌমঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী ॥ ১৩৭ ॥
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥ ১৩৮ ॥
আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ॥ ১৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্য একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ১৩১-১৩২ ॥

মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ১৩৩ ॥

মধ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রথাগ্রেনর্ত্তন, চতুর্দ্দশে উদ্যানগমন ও প্রতাপরুদ্রকৃপা ॥ ১৩৪।১৩৫ ॥

মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ ১৩৭ ॥

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ১৪০ ॥
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥ ১৪১ ॥
প্রভুরে মিলিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥ ১৪২ ॥
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহসংমার্জ্জন।
রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১৪৩ ॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪ ॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরাপঞ্চমী দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥ ১৪৫ ॥
কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল ॥ ১৪৬ ॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপবন,—যে পথ দিয়া রথ গুণ্ডিচাবাড়ি যায়, তাহার নাম বড়দাণ্ড। তাহার দুইপার্শ্বে যে সকল উদ্যান তাহাকে উপবন বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪৪ ॥

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৪৮ ॥
পুরী গোসাঞি সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥ ১৪৯ ॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা ॥ ১৫০ ॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৃন্দাবন যাইবার সময় গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বিশারদের পুত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অর্থাৎ বিদ্যানগরে প্রভু রহিলেন ॥ ১৫০ ॥

বিদ্যানগরে পাঁচদিন থাকিয়া অনেক লোক সমারোহ দৃষ্টিপূর্ব্বক প্রভু রাত্রযোগে কুলিয়াগ্রামে আসিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে।

"গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া। অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া ॥" সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম। আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর"। নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসীমণি ॥ "কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। "সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায় ॥"

চৈতন্যভাগবতের এই অধ্যায়টী লোচনদাসের বর্ণনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ বলিয়া যে স্থানটী পরিচিত

কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ॥ ১৫২ ॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥ ১৫৩ ॥
পাষণ্ডী নিন্দক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৫৪ ॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥ ১৫৫ ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ, রত্নে বান্ধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥ ১৫৬ ॥
পথে দুইদিকে পুষ্পবকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ ১৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপরপারস্থ তৎকালের কুলিয়াগ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দপণ্ডিত, গোপালচাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপ যাইতে, মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপিও ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, তখনকার কুলিয়াগ্রামে চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি পল্লী এবং কুলিয়ার গঞ্জ যাহাকে কোলেরগঞ্জ এখন বলে সেই সমস্ত ভূমি তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশ আছে ॥ ১৫১ ॥

রত্নবদ্ধ-ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষি-কোলাহল সুধা-সম জল ॥ ১৫৮ ॥
শীতল সমীর বহে নানাগন্ধ লঞা।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিয়া ॥ ১৫৯ ॥
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।
পথবান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে ॥ ১৬০ ॥
নিশ্চয় করিয়া কহে শুন ভক্তগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥
কানাঞির নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।
জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া ॥ ১৬২ ॥
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ ১৬৩ ॥
যাহাঁ যায় প্রভু তাঁহা কোটি সঙ্খ্য লোক।
দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবেন এরূপ কথা হইল, তদীয় পরমভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কানাইনাটশালা পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহাতে নৃসিংহানন্দ কহিলেন, এবার মহাপ্রভু কানাইনাটশাল পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না ॥ ১৬০–১৬২ ॥

যাহা যাহাঁ প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে ॥ ১৬৫ ॥
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥ ১৬৬ ॥
যাহাঁ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥১৬৭॥
গৌড়াধ্যক্ষ যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হইয়া ॥ ১৬৮ ॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেইতো গোসাঞা ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥
কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলন যাহাঁ উহার মন ॥ ১৭০ ॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ১৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রামকেলিগ্রাম,—গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলিগ্রাম, তথায় শ্রীরূপসনাতনের তৎকালীন বাসস্থান ছিল ॥ ১৬৬ ॥

গৌড়াধ্যক্ষ যবনরাজা,—হুসেনসাহা বাদসাহা ॥ ১৬৮ ॥

অনুভাষ্য

চরিতামৃত মধ্য ষোড়শ ॥ ১৪৮-১৬৬ ॥

ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ-পর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥ ১৭২ ॥
যবনে তোমার ঠাঞি করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয়ে আর হানি ॥ ১৭৩ ॥
রাজারে প্রবোধে কেশব, ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল যাইয়া ॥ ১৭৪ ॥
দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তিঁহো লাগিল কহিতে ॥ ১৭৫ ॥
যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া ॥ ১৭৬ ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয় ॥ ১৭৭ ॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ক্ষত্রিয় কেশব মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিল, পাছে বাদসাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার সহ শত্রুতা আরম্ভ করে এই আশঙ্কায় বাদসাহে কথা বাড়িতে দিল না। ১৭১ ॥

রাজাকে সেইরূপ প্রবোধ দিয়া সৈনিক কর্ম্মচারী কেশব, ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া প্রভুকে স্থান ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিল ॥ ১৭৪ ॥

দবিরখাস,—শ্রীরূপের তাৎকালীন যবনরাজ প্রদত্ত নাম ॥ ১৭৫ ॥

তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ সম ॥ ১৭৮ ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেইত প্রমাণ ॥ ১৭৯ ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয় ॥ ১৮০ ॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবির খাস আইলা আপনার ঘরে ॥ ১৮১ ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥ ১৮২ ॥
অর্দ্ধ রাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে ॥ ১৮৩ ॥
তাঁরা দুই জন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥১৮৪॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুহেঁ দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৮৫ ॥
দৈন্য রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল ॥ ১৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাকরমল্লিক,—শ্রীরূপের নাম দবির খাশ যেরূপ হইয়াছিল শ্রীসনাতনেরও তৎকালে রাজপ্রদত্ত নাম সাকরমল্লিক প্রসিদ্ধ ছিল ॥১৮৪॥

উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি॥ ১৮৭॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥ ১৮৮॥
নীচ জাতি নীচসঙ্গী করি নীচ কায।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥ ১৮৯॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১৫ অঃ ধৃতঃ]

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥১৯০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নীচ জাতিতে জন্মিয়াছে যে সকল নীচ লোক তাহাদের সঙ্গী এবং তাহাদের সেবাকর্ম্ম নীচ কায করিয়া থাকি॥ ১৮৯॥

আমার ন্যায় পাপী নাই, আমার ন্যায় অপরাধীও নাই। হে

অনুভাষ্য।

নীচজাতি। পবিত্র কর্ণাট ব্রাহ্মণ কুলে জাত; দৈন্যক্রমে তাদৃশ উক্তি। জন্ম ত্রিবিধ। শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। কুল বা স্বভাব নীচসংসর্গে নীচ হয়। ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবা করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম। গোব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ ভাগবত সপ্তমস্কন্ধোক্ত আদেশ মত যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ। যবনের ভৃত্য বৃত্তিতে জাতির নীচত্ব উক্তি। ভক্তিরত্নাকর প্রথমতরঙ্গ। নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥ ১৮৯॥

পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।
আমা বই জগতে পতিত নাহি আর ॥ ১৯১ ॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥ ১৯২ ॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা নাহি করে নহে নীচের কুর্পর ॥ ১৯৩ ॥
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ॥ ১৯৪ ॥
তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া পরিত্রাণ চেষ্টা করিতে আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১৯০ ॥

অনুভাষ্য।

হে পুরুষোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ মত্তুল্যঃ কশ্চিৎ পাপাত্মা পাপী নাস্তি কশ্চন অপরাধী ন পরিহারে অপরাধক্ষমাপণবিষয়ে 'অপি' মে মম লজ্জা ব্রীড়াত্মকঃ সঙ্কোচঃ। অহং কিং ব্রুবে কথয়ামি। মম প্রার্থনাবসরোপি নাস্তি ॥১৯০॥

জগাইমাধাই যদিও পাপাচারী তথাপি নীচের ভৃত্য হইয়া আত্মবিক্রয় করিয়া প্রভুর জন্য তাহাদের নিন্দ্যকর্ম্ম করিতে হয় নাই। আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও ঘৃণ্য যেহেতু আমরা নীচের কূর্পর অর্থাৎ জানু বা কুণুই। আমাদের অবলম্বনেই মণিব মহাশয় নানাপ্রকার নীচকার্য্য সমাধান করেন ॥ ১৯৩ ॥

সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥ ১৯৫ ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন ॥ ১৯৬ ॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥ ১৯৭ ॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয়বিষ্ঠা গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥ ১৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে আপনার অধিক শ্রম হয় নাই। আমরা ততোধিক অধম আমাদিগকে উদ্ধার করাই বিশেষ কার্য্য। জগাই মাধাই অপতিত ব্রাহ্মণজাতি ছিল এবং মহাতীর্থ নবদ্বীপে তাহাদের বাসস্থান। আমাদের ন্যায় তাহারা কখন নীচসেবা করে নাই, তাহারা নীচলোকের কুর্পর ছিল না অর্থাৎ নীচলোকের দ্বারা পালিত হয় নাই। তাহারা কেবল পাপাচারী ছিল মাত্র। পাপ সকল তোমার নামাভাসে দগ্ধ হয়; তাহারা তোমারি নাম লইয়া তোমাকে নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া সেই নামই তাহাদের পাপমুক্তির কারণ হইল ॥ ১৯২-১৯৫ ॥

ম্লেচ্ছ দুইপ্রকার, অর্থাৎ জন্মদ্বারা ম্লেচ্ছ ও সঙ্গদ্বারা ম্লেচ্ছ। জন্ম হইতে যে ম্লেচ্ছ হয়, সেইরূপ ম্লেচ্ছসঙ্গী আমরা, পতিত হইয়া, অনেক ম্লেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি, বিশেষতঃ গোব্রাহ্মণদ্রোহী যে ম্লেচ্ছ তাহাদের সহিত আমাদের সঙ্গম ॥ ১৯৭ ॥

আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥ ১৯৯॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥ ২০০॥
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥ ২০১॥
মোরে দয়া করি কর সদয় সকল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক্ তোমার দয়াবল॥ ২০২॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যপাদোক্ত-শ্লোকঃ)

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।

অনুভাষ্য।

কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত। ইন্দ্রিয় চেষ্টা সমূহ দ্বারা ভোগ পরবশ হইয়া সংসারে যাহা গৃহীত হয় উহাই বিষয়। যাহাতে পুণ্য উপার্জ্জিত হয় উহা সুবিষয়, পাপার্জ্জন হইলে কুবিষয়। জড়ভোগ সকল ত্যাজ্য বিষ্ঠা জাতীয়। কৃষ্ণ-সেবাই জীবের পরম উপাদেয় গ্রহণীয় বস্তু। ইন্দ্রিয়-সেবা ঘৃণিত বিসর্জ্জনীয় সুতরাং বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাজ্য। তাক্ত বিষ্ঠায় যেরূপ কৃমি কীটের অধিকার তদ্রূপ জীবের আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃমি কীটের ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠায় অবস্থিতিকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করা কৃমিকীটের রুচির অনুবর্ত্তিতা মাত্র। গর্ত্তে পতিত প্রাণী যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে উঠিতে পারে না বিষয়ী জীব তাদৃশ কৃষ্ণোন্মুখতা লাভ করা সত্ত্বেও নিজবলে বিষয়বিষ্ঠা গর্ত্তরূপ, জড়ভোগ-রাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাঃ॥ ১৯৮॥

যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥২০৩॥

আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ ॥ ২০৪ ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥ ২০৫ ॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যপাদোক্ত-শ্লোকঃ)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথজীবিতং ॥ ২০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমাদের ন্যায় অত্যন্ত পতিত জনকে দয়া করিয়া তোমার সদর, অর্থাৎ দয়ালু নাম সফল কর ॥ ২০২ ॥

আপনার নিকট আমি একটী বিজ্ঞাপন করিতেছি তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়, পরমার্থ পরিপূর্ণ, তাহা এই যে যদি আমার প্রতি দয়া না কর তাহা হইলে হে নাথ তোমার উপযুক্ত দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবে ॥ ২০৩ ॥

অনুভাষ্য।

হে নাথ প্রভো মে মম একং পরমার্থং বাস্তবং বিজ্ঞাপনং নিবেদনং অগ্রতঃ প্রথমতঃ শৃণু ন মৃষা মিথ্যা যদি মে মম সম্বন্ধে ময়ি ন দয়িষ্যসে দয়াং করিষ্যসি তদা তব দয়নীয়ঃ দয়ার্হঃ দুর্ল্লভঃ। সর্ব্বাধমাৎ দয়াযোগ্যপাত্রাৎ মম অপকৃষ্টত্বস্য আধিক্যং ॥ ২০৩ ॥

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবির খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥ ২০৭॥
আজি হৈতে দুহাঁর নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥ ২০৮॥
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রী দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার॥ ২০৯॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্বারে।
তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহিল বারে বারে॥২১০॥

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত-শ্লোকঃ]

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং॥ ২১১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্যকিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব॥ ২০৬॥

অনুভাষ্য।

হে নাথ প্রভো প্রশান্ত-নিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ প্রশান্তং নিশ্চলং নিঃশেষং সম্পূর্ণং মনোরথানাং বাসনানাং অন্তরং যস্য সঃ ঐকান্তিকনিত্য-কিঙ্করঃ দৃঢ়নিত্যদাসঃ সন্ অহং সঃ ভবন্তং মম সেব্যং ত্বং এব নিরন্তরঃ সান্দ্রঃ অনুচরন্ পরিচর্য্যাকুর্ব্বন্ ঘনমনুগচ্ছন্ কদা কস্মিন্‌কালে জীবিতং প্রাণান্ প্রহর্ষয়িষ্যামি সর্ব্বতোভাবেন সুখয়ামি॥ ২০৬॥

গৌড় নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা দুহাঁ দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥ ২১২ ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে ॥ ২১৩ ॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২১৪ ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিব উদ্ধার ॥ ২১৫ ॥
এত বলি দুহাঁর শিরে ধরি দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি প্রভুর পদ নিল মাথে ॥ ২১৬ ॥
দুহাঁ আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম সকলে ব্যগ্র হইয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে ॥ ২১১ ॥

অনুভাষ্য।

পরব্যসনিনী নিজপতিভিন্নাপরপুরুষসঙ্গামোদিনী নারী কুলরমণী গৃহ-কর্ম্মসু ব্যগ্রা পতিপুত্রসেবাদিষু সৈবৈকপরতাপ্রদর্শনপরা অপি অন্তঃ হৃদয়াভ্যন্তরে তং নবসঙ্গরসায়নং নবনবকান্তসঙ্গসুখরসস্থানং এব আস্বা-দয়তি। যথা পত্যন্তরভজনপরা নারী স্বাং গৃহধর্ম্মপরাং ভূত্বা সংসারে স্থিত্বাপি জারসঙ্গসুখেন দিনানি যাপয়ন্তি তথা বৈধবর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনেন মূঢ়ান্ বঞ্চয়িত্বা চতুরাণাং বৈষ্ণবানাং হরিদাস্যং ॥ ২১১ ॥

সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে ॥ ২১৭ ॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে ॥ ২১৮ ॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ॥ ২১৯ ॥
সবার চরণে ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি ॥ ২২০ ॥
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলন সময়।
প্রভু পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥ ২২১ ॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কায।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২২২ ॥
তথাপি যবনজাতি না করিহ প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥ ২২৩ ॥
যাহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী ॥ ২২৪ ॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা লোক-চেষ্টাময় ॥ ২২৫ ॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুইজন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২২৬ ॥
প্রাতে চলি আইলা কানাঞির নাটশালা।

দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র লীলা ॥ ২২৭ ॥
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন ॥ ২২৮ ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না হইবে হৈবে রসভঙ্গে ॥ ২২৯ ॥
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে এক জন।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥ ২৩০ ॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি ॥ ২৩১ ॥
এইমত চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥ ২৩২ ॥
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তার ঠাঞি ভিক্ষা ব্যবহার ॥ ২৩৩ ॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ ২৩৪ ॥
জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণচরিত্র লীলা,—তৎকালে গৌড়ের অনেক অনেক স্থানে কানাই-নাটশাল বলিয়া একটী স্থানের ব্যবস্থা ছিল। গৌড়ের সন্নিকটে যে কানাইনাটশাল তথায় কৃষ্ণলীলার নানাবিধ চিত্রবর্ণন দেখিলেন ২২৭ ॥

আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রা কালে ॥ ২৩৫ ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন সঙ্গে প্রভু আইল নীলাচল ॥ ২৩৬ ॥
দিন কথো রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্র্যে না জানে কোন জন ॥ ২৩৭ ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে ॥ ২৩৮ ॥
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ ২৩৯ ॥
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তারে মথুরার বাহির ॥ ২৪০ ॥
গঙ্গাতীর পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তথাই মিলিলা ॥ ২৪১ ॥
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।

অনুভাষ্য।

বলভদ্র। আদি দশম ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

দামোদর। আদি দশম ৩১ সংখ্যা এবং অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ॥ ২৩৬ ॥

দ্বাদশ কানন। কাম্যবন, তালবন, তমালবন, মধুবন, কুসুমবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, ভদ্রবন, খাদিরবন, লোহবন, কুমুদবন ও গোকুল-মহাবন ॥ ২৩৯

পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ২৪২ ॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করাই পাঠান বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥ ২৪৩ ॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁরে করাইলা শিক্ষণ ॥ ২৪৪ ॥
মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল ॥ ২৪৫ ॥
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রবাস ॥ ২৪৬ ॥
আনন্দে ভক্ত সঙ্গে সদা কীর্ত্তন বিলাস।
জগন্নাথ দরশন প্রেমের বিলাস ॥ ২৪৭ ॥
মধ্যলীলার কৈল এই সূত্র বিবরণ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥ ২৪৮ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠারবর্ষ তাহাঁ বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥ ২৪৯ ॥
প্রতিবর্ষ আইসেন তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ।
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ ২৫০ ॥
নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ ॥ ২৫১ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।

বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস ॥ ২৫২ ॥
জগদানন্দ ভবানন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর ॥ ২৫৩ ॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি ॥ ২৫৪ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি বাসুদেব মুরারি যত দাস ॥ ২৫৫ ॥
প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস।
তাসবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৫৬ ॥
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যার কৈল মহোৎসব ॥ ২৫৭ ॥
তবে রূপ গোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তিসঞ্চারণ ॥ ২৫৮ ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্য দণ্ড ॥ ২৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

অন্ত্য একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ২৫৭ ॥

অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ ২৫৮ ॥

ছোট হরিদাস। অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। দামোদর। অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ২৫৯ ॥

তবে সনাতন গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৬০ ॥
তুষ্ট হঞা প্রভু তারে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২৬১ ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥ ২৬২ ॥
তবেত বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাহারে কহিলা ॥ ২৬৩ ॥
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তার গুণে ॥ ২৬৪ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৬৫ ॥
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

সনাতন। অন্ত্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ ২৬০ ॥

কৃষ্ণনামার্থ। অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদ। বল্লভভট্টের বিবরণ। মধ্য ১৯ এবং অন্ত্য সপ্তম দ্রষ্টব্য ॥ ২৬৩॥

অন্ত্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ ২৬৪ ॥

অন্ত্য নবম পরিচ্ছেদ ॥ ২৬৫ ॥

অন্ত্য অষ্টম পরিচ্ছেদ । ২৬৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৬৭ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে।
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে ॥ ২৬৮ ॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেত কীর্ত্তন ॥ ২৬৯ ॥
শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণনাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ॥ ২৭০ ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥ ২৭১ ॥
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে।
জয় কৃষ্ণ-চৈতন্য বলি করে কোলাহলে ॥ ২৭২ ॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র কুমার।
জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার ॥ ২৭৩ ॥
বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥ ২৭৪ ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময় ॥ ২৭৫ ॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি ॥ ২৭৬ ॥

প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন॥ ২৭৭॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হঞা কেনে বাহিরে প্রকাশ॥ ২৭৮॥
কে শিক্ষাল এই লোকে কহে কোন বাত।
ইহা সবারে মুখ ঢাকা দিয়া রাখ হাত॥ ২৭৯॥
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে॥ ২৮০॥
প্রভু কহেন শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মেলি কর মোরে কতেক লাঞ্ছনা॥ ২৮১॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা লোকের পূর্ণ হৈল কাম॥ ২৮২॥
রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিঁড়া দধি মহোৎসব তাহাই করিলা॥ ২৮৩॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে॥ ২৮৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন কোন পাঠে এই পংক্তির পরিবর্ত্তে এইটী দেখা যায়॥ ২৮১॥
সেই সব কর যাতে আমার যাতনা।

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥ ২৮৫ ॥
এইত কহিল মধ্য লীলার সূত্রগণ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্য-লীলা-সূত্রবর্ণনং নাম প্রথম পরিচ্ছেদঃ ॥

অনুভাষ্য।

অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ ২৮৩।২৮৪ ॥

মধ্য দশম পরিচ্ছেদ ॥ ২৮৫ ॥

আদি সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৩১২ সংখ্যায় কথিত, ব্যাসের আচারের অনুগমনে, লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ, আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন লীলার শেষভাগে লিখিয়াছেন। আদিলীলার পঞ্চ বয়োভেদে সূত্রমাত্র লিখিয়া কতিপয় লীলা বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিস্তারিত বর্ণনের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষ লীলা অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্যলীলার সূত্র এই অধ্যায়ে লিখিয়া, শেষ দ্বাদশ বর্ষের সূত্র বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিলেন। ক্রমশঃ, মধ্য ও অন্ত্যলীলা বিস্তারিত বর্ণন করিলেন। উদ্দেশ্য; অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ সংখ্যা। মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা সূত্রগণ। পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন। আমি জরাগ্রস্ত নিকটে জানিয়া মরণ। অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥২৮৬॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশবর্ষের ভাবাস্বাদন লীলার সূত্র বর্ণন করিয়াছেন। মধ্যে শ্লোক উদ্ধার করিবার হেতু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাব গাম্ভীর্য্যের তত্ত্ব সহজে লোকে বুঝিতে পারে না। এই গ্রন্থ বর্ণিত শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন শুনিতে শুনিতে সহজ ভাবভক্ত জীবের উদয় হইবে। কবিরাজ গোস্বামী বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, অতএব অন্ত্যলীলার সূত্র পর্য্যন্ত ভক্তগণের উপকারার্থ এই পরিচ্ছেদে সংগ্রহ করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীস্বরূপগোস্বামীর মতেই ভজন সম্বন্ধে প্রধান মত। রঘুনাথগোস্বামী তাঁহার কৃপায়, তৎকৃত কড়চা কণ্ঠস্থ করিয়া স্বরূপের অন্তর্দ্ধানের পর ব্রজে আগমন করেন। তথায় কবিরাজগোস্বামী উপস্থিত হইলে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের কৃপায় সেই কণ্ঠস্থ কড়চার তাৎপর্য্য জানিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলেন।

প্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র অনুবর্ণনে এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥ ৩ ॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ॥ ৪ ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥ ৫ ॥
লোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিয়োগ—বিচ্ছেদ ॥ ৩ ॥

বাদ—বাক্য ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য।

অস্মিন্ বিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে প্রভোঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্য অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে সন্ন্যাসচরিত্রসূত্রপ্রতি-সংক্রমণে বিষয়ে গৌরস্য গোপীভাবাশ্রিতস্য ভগবতো মহাপ্রভোঃ কৃষ্ণ-বিচ্ছেদপ্রলাপাদিঃ, নিজকান্তবিরহজন্যোন্মত্তবাক্যাদিঃ অনুবর্ণ্যতে ময়া লিখ্যতে ॥ ১ ॥

ভ্রমময় চেষ্টা, উদ্ঘূর্ণা। প্রলাপময় বাদ, চিত্রজল্পাদি দশপ্রকার প্রলাপ-ময় বাক্য ॥ ৫ ॥

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব ॥ ৭ ॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যাযেন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে ॥ ৮ ॥
চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধনভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ ৯ ॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাহাঁ যাই নাচে গায় ক্ষণেক মূর্চ্ছা যান ॥ ১০ ॥
কাহাঁ নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥ ১১ ॥
হস্তপাদের সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হালে—নড়ে ॥ ৬ ॥

গম্ভীরা,—আলিন্দার পর দালান তার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে গম্ভীরা বলে ॥ ৭ ॥

চটকপর্ব্বত,—সমুদ্রতীরে যে সকল বালুর পাহাড় আছে, তাহাকে চটকপর্ব্বত বলে। গুণ্ডিচামন্দির ও সমুদ্রের মধ্যে একটী বড় চটক-পর্ব্বত আছে, সেই স্থানে অনেক সময় গোবর্দ্ধনভ্রমে মহাপ্রভু চলিয়া যাইতেন ॥ ৯ ॥

হস্ত পাদ শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥ ১৩ ॥
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্য হাহা হুতাশ ॥ ১৪ ॥
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥ ১৫ ॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥ ১৬ ॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥ ১৭ ॥

জগন্নাথবল্লভনাটকে ৩য় অঃ ৯ শ্লোকঃ]

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং নচ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হাহা বিধেঃ কা গতিঃ ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমাদের কৃষ্ণ প্রেমচ্ছেদ আঘাতজনিত রোগ অনুভব করিতেছেন না। প্রেমের কথাই বা কি বলিব, তাহা স্থানাস্থান না জানিয়া আঘাত

অনুভাষ্য।

সন্ধিস্থল সমূহে অন্তঃস্থ সংলগ্ন অস্থি বিভিন্ন হইয়া কেবলমাত্র চর্ম্মের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। সন্ধিস্থল বিস্তৃতি প্রমাণ দীর্ঘতা লাভ করে ॥ ১২ ॥

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কায,
পরনারী বধে সাবধান ॥ ১৯ ॥
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখলাগি কৈল প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কবে। মদনের কথাও নাই, কেননা আমরা যে অতিশয় দুর্ব্বলা তাহা সে বুঝিল না। কাহাকেই বা কি বলিব, কেহই অন্যের অখিল দুঃখ বুঝে না। আমাদের জীবন আমাদের বশে নয়। যৌবনও দুই দিন দিনের ন্যায় অল্পক্ষণ স্থায়ী। হায়! এরূপ অবস্থায় হে বিধাতঃ আমাদের কি গতি হইবে। পাঠান্তরে বিধে ॥ ১৮ ॥

অনুভাষ্য।

তায় হরিঃ কৃষ্ণঃ অস্মান্ প্রেমচ্ছেদকজঃ প্রেমাচ্ছাদন তস্য প্রেমভঙ্গেন যাঃ রুজঃ তাঃ বিচ্ছেদরোগার্ত্তাঃ গোপীঃ ন অবগচ্ছতি জানাতি চ প্রেম বা স্থানাস্থানং সদসৎ-পাত্রাপাত্রং ন অবৈতি জানাতি। মদনঃ অপি নঃ অস্মান্ দুর্ব্বলাঃ অবশ্যাঃ অবলাঃ ন জানাতি। অন্যঃ জনঃ অন্য-দুঃখং অপরজনক্লেশং ন বেদ। নঃ অস্মাকং জীবনং আশ্রবং ক্লেশমাত্রং বা। ইদং যৌবনং দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি হা হা বিধেঃ বিধাতুঃ কা গতিঃ কীদৃশী মতিঃ ॥ ১৮ ॥

বুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রুর শঠের গুণডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে ॥ ২১ ॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয় না লয়ে জীবন ॥ ২২ ॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখি,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীমতী কহিতেছেন, আহা! দুঃখের কথা কি বলিব। কৃষ্ণসম্মিলনে আমার প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল। আবার কৃষ্ণবিচ্ছেদে সেই প্রেমাঙ্কুরে আঘাত লাগিয়া এখন দুঃখের প্রবাহ বহিতেছে। এ রোগের কৃষ্ণই একমাত্র চিকিৎসক, কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রেমাঙ্কুর রক্ষা করিবার কোন যত্ন করিতেছেন না। কৃষ্ণের ব্যবহার কি বলিব তিনি বাহ্যে নাগররাজ, অন্তরে শাঠ্য পরিপূর্ণ; পরনারী বধবিষয়েই তাঁহার চেষ্টা। কৃষ্ণের সহিত প্রীতি করার এইরূপ ফল। সখি হে! এই বিধির বিধান না বুঝিতে পারিয়া সুখের জন্য প্রীতি করিয়াছিলাম, কিন্তু এ

কৃষ্ণকৃপা পারাবার,　　কভু করিবেন অঙ্গীকার,
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল,　　যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন জন॥ ২৪॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত,　　জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন ধন,　　যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি॥ ২৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দুঃখিনীর পক্ষে তদ্বিপরীত মহাদুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; এমত কি এখন তখন, প্রাণ যায় এরূপ অবস্থা। আমাদের কৃষ্ণত সেইরূপ, আবার প্রেম বলিয়া যে একটী তত্ত্ব আছেন তাঁহার কথাই বা কি বলিব। প্রেম স্বভাবতঃ কুটিল ও অগেয়ান (অজ্ঞান অন্ধ)। স্থানাস্থান না বুঝিয়া এবং মন্দফলাফল বিচার না করিয়া সেই কৃষ্ণরূপ ক্রূরশঠের গুণরজ্জুতে আমাকে হাতেগলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ছাড়াইতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ ও প্রেম, ইহাঁদের এরূপ কার্য্য। এই প্রীতিকার্য্যে মদন বলিয়া আর একটী তত্ত্ব আছেন। তাহার গুণ এই; তিনি স্বয়ং তনুহীন অথচ পরদ্রোহে বড়ই প্রবীণ। পঞ্চবাণ সন্ধান করিয়া অবলাজনের শরীর বিঁধিয়া জর জর করেন। একবারে যদি জীবন লইতেন ত ভাল হইত, তাহা না করিয়া কেবল দুঃখ দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে বলেন যে একের দুঃখ অন্যে জানিতে পারে না। এ সম্বন্ধে অপরের কথা কি বলিব, আমার ললিতাদি প্রাণসখি সকল আমার দুঃখ বুঝিতে না

অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ ২৬ ॥

এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘারিয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥ ২৭ ॥

(গোস্বামি-পাদোক্ত-শ্লোকঃ)

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পালিয়া, হে সখি! ধৈর্য্য ধর, এই কথা বারম্বার বলিতে থাকেন। হে সখি, তুমি যে বলিতেছ কৃষ্ণ কৃপাসমুদ্র কখন, না কখন তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন, তোমার এ কথা কাযে লাগিবে না। কেননা পদ্মপত্রের জলের ন্যায় জীবের জীবন চঞ্চল। কৃষ্ণকৃপা যতদিনে হইবে, ততদিন কে বাঁচিয়া থাকিবে। মানব শতবর্ষের অধিক বাঁচে না, আবার বিচার করিয়া দেখ, 'কৃষ্ণচিত্তহারী রমণীর যৌবনধন অতি স্বল্পদিন স্থায়ী। যদি বল কৃষ্ণ গুণসমুদ্র অবশ্যই কৃপা করিবেন, তবে বলি অগ্নি যেমন নিজের আলোক দেখাইয়া পতঙ্গীসকলকে আকর্ষণ করিয়া মারিয়া ফেলে, কৃষ্ণগুণ ও তদ্রূপ। গুণের চাকচিক্য দেখাইয়া নারীগণের মন আকর্ষণ করত আবার বিচ্ছেদরূপ দুঃখসমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। ১৯-২৭॥

পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো।
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥ ২৮ ॥

বংশীগানামৃত ধাম,　　লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কায,　　পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাসেবন না করিয়া আমার অখিল ইন্দ্রিয়সকল ব্যর্থ হইতেছে, এখন সেইসকল পাষাণ ও শুষ্ক কাষ্ঠভাব সদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সক্ষম হইব ॥ ২৮ ॥

বংশীগানের অমৃতধামস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতের জন্মস্থানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং শ্রীকৃষ্ণরূপগুণলীলানাং নিষেবণং শুশ্রূষাদিকং বিনা মে মম অহানি দিনানি জীবিতকালানি চ অখিলেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বহৃষীকাণি ভোগাঙ্গবিগ্রহাণি অলং ব্যর্থানি বিফলপ্রদানি ভবন্তি। অহো পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণি পাষাণশুষ্ককাষ্ঠতুল্যো ভারো যেষাং তানি ইন্দ্রিয়াণি কথং বিভর্মি ধারয়ামি। অহং হতত্রপঃ নির্লজ্জঃ ততঃ কৃষ্ণভোগবহিতে জীবিতবিগ্রহে মম স্পৃহা বর্ত্ততে ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন বংশীগানরূপ সুধার আশ্রয় এবং লাবণ্যসুধার আকর। যে গোপীচক্ষু এতাদৃশ পরমরমণীয় কৃষ্ণরূপ দর্শনে বঞ্চিত সেই নয়নের আশ্রয় গোপিকার মস্তকে বজ্রাঘাত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সখি হে শুন মোর হত বিধিবল।

মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥ ৩০ ॥

ধ্রু ॥ কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥ ৩২ ॥

মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

গোপী কৃষ্ণেতর বস্তু দেখিয়া বিরাগপ্রদর্শন বা উদাসীন হন, প্রীত হন না। তাঁহার নয়নাভিরাম সেব্য কৃষ্ণমুখচন্দ্রই চক্ষু ইন্দ্রিয়ের আরাধ্য বস্তু। তাহার অভাবে নেত্রধারক আধাররূপ শিরে বজ্রবাতই বাঞ্ছনীয়। আর বস্বন্তর দেখিতে কৃষ্ণদর্শনরহিত চক্ষু থাকিবার কোন কারণ তাঁহার নিকট উপলব্ধি হয় না ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ কর পদতল,　　কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ।
তার স্পর্শ নাহি যার,　　সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহা সম জানি ॥ ৩৪ ॥
করি এত বিলপন,　　প্রভু শ্রীশচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ।

অনুভাষ্য ।

ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় । আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ । তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ১৭ ॥ তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত । ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ১৮ ॥ শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ । ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ১৯ ॥ বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য । জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ২০ ॥ ভারঃ পরং পট্টকিরিটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং । শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২১ ॥ বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে । পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ২২ ॥ জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু । শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধং ॥ ২৩ ॥ তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ । ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৯-৩৪ ॥

দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥ ৩৫ ॥

(জগন্নাথবল্লভ নাটকে ৩য় অ, ১১ শ্লোকঃ)

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ আমার নয়নগোচর হইলে আমার চিত্তদশন-সৌভাগ্যমদকর্ত্তৃক হত হওয়ায়, আনন্দনামক কোন তত্ত্ব তাহা অপহরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাণভরিয়া সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেয় নাই। আবার যখন পুনরায় সেই কৃষ্ণস্বরূপ দেখিতে পাইব, তখন সেই সময়কে বহুরত্ন দিয়া অলঙ্কৃত করিব ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

যদা যস্মিন্‌কালে স্বপ্নে বা অসৌ মধুরিপুঃ মধুসূদনঃ দৈবাৎ মম ভাগ্যেন লোচনপথং দৃগ্‌গোচরং যাতঃ প্রাপ্তঃ তদা মদনহতকেন মদয়তি হর্ষয়তি ইতি মদনঃ এব হতকঃ শত্রুরূপঃ তেন বৈরিণা মদনেন অস্মাকং চেতঃ মনঃ আহৃতং চোরিতং অভূৎ। পুনঃ যস্মিন্ ক্ষণে এষঃ কৃষ্ণঃ দৃশোঃ নেত্রয়োঃ পদবীং মার্গং এতি তস্মিন্ কালে অখিলঘটিকাঃ মুহূর্ত্ত-ঘটীপলবিপলাদিকাঃ রত্নখচিতাঃ বিধাস্যামঃ মাল্যচন্দনমণিমুক্তাদিনা সমলঙ্কুর্ম্মঃ ॥ ৩৬ ॥

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইল দুই বৈরি।
আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি ॥ ৩৭ ॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী ক্ষণ পল।
দিয়া মাল্যচন্দন, নানা রত্ন আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥ ৩৮ ॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন;
তারে পুছে না আমি চৈতন্য।
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আগে দেখে দুই জন,—স্বরূপদামোদর ও রামরায়ানন্দ। তাঁহাদিগকে দেখিয়া একটু বাহ্য চেষ্টা হইলে রাধাভিমান ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমি না সেই চৈতন্য? ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

দৈন্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ, চতুর্থ লহরী। দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনোর্জ্জিত্যন্তু দীনতা। চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্যচিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ ॥ দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি দ্বারা আপনাকে অতি নিকৃষ্ট মনে হইলে দীনতা

শুন মোর প্রাণের বান্ধব।

নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,

দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥ ৪০ ॥

ধ্রু ॥ পুনঃ কহে হায় হায়, শুন স্বরূপ রাম-রায়,

এই মোর হৃদয় নিশ্চয়।

শুনি করহ বিচার, হয় নয় কহ সার,

এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য।

হয়। দৈন্য হইলে তন্মনী শচএা, হৃদয়ের অপটুতা, অস্বচ্ছন্দতা, নানাভাবনা ও অঙ্গের জড়তা হয় ॥ ৩৯ ॥

নির্ব্বেদ। রসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ চতুর্থ লহরী। মহার্ত্তিবিপ্রযোগের্ষা সদ্বিবেকাদিকল্পিতং। স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে। অত্র-চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্য-দৈন্যনিশ্বাসতাদয়ঃ ॥ অত্যন্ত দুঃখ, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা, অকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের জন্য ও কর্ত্তব্যের অনাচরণ হেতু শোকযুক্ত নিজাপমানকেই নির্ব্বেদ বলে। নির্ব্বেদ হইলে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য ও নিশ্বাসাদি হইয়া থাকে।

বিষাদ। ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা। অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনং। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ ॥ ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, সঙ্কল্পিত প্রারব্ধ কার্য্যে অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ হয় উহাই বিষাদ। বিষাদ হইলে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি হয়।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্ক, ৩১ অ, ১ তোষণীধৃত-ন্যায়ঃ)

কই অবরহিঅং পেম্মং ণহি হোই মানুষে লোএ ।
জই হোই কস্স বিরহে বিরহে হোন্তম্মি ণ কো জীঅই ॥ ৪২ ॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম,　　যেন জাম্বূনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।
যদি হয় তার যোগ,　　না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

এই প্রাকৃতের সংস্কৃতে পরিণতি—কৈতবরহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে । যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে সত্যপি ন কো জীবতি । প্রেম কৈতববর্জ্জিত । মনুষ্যলোকে কখনই উদয় হয় না । যদি উদয় হয় তবে বিরহ হয় না । যদি বিরহ হয় তবে জীবন থাকে না ॥৪২॥

অনুভাষ্য ।

দৈন্য, নির্ব্বেদ ও বিষাদাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব স্থায়ীভাবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া বিচরণ করে । বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ, সাত্ত্বিকানুভাব প্রভৃতিদ্বারা ব্যভিচারীভাব জানিতে হয় । ভাবের গতিকে সঞ্চার করে বলিয়া ব্যভিচারী ভাবকে সঞ্চারী বলিয়া কথিত হয় ॥৪০।৪১॥

কই অবরহিঅং কৈতবরহিতং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদিছলধর্ম্মশূন্যং পেম্মং প্রেম মানুষে লোএ মানুষে লোকে নহি হোই ভবতি যদি কস্স কস্য বিরহঃ প্রেমঃ বিচ্ছেদঃ ভবতি তদা বিরহে বিচ্ছেদে হোন্তম্মি ভবত্যপি ন কঃ জীঅই জীবতি ॥ ৪২ ॥

এত কহি শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুহেঁ এক মন হঞা।
আপন হৃদয় কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥ ৪৪ ॥

(শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদোক্তশ্লোকঃ)

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৪৫ ॥

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণদর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি তাহা বৃথা ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

মে মম হরৌ ভগবতি কৃষ্ণে দরাপি ঈষদপি প্রেমগন্ধঃ প্রেমাভাসঃ ন অস্তি তথাপি সৌভাগ্যভরং "মম প্রেমাস্তি" ইতি সৌভাগ্যাতিশয্যং

যাতে বংশী ধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদ মুখ,
যদ্যপি নাহিক আলম্বন।
নিজ দেহে করি' প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥ ৪৮ ॥
শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥ ৪৯ ॥
এইমত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত।

অনুভাষ্য।

প্রকাশিতুঃ ক্রন্দামি আনন্দলীবঃ দিপাতি। বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা মুরলীনিনাদপর-কৃষ্ণমুখজ্যোৎস্নানিরীক্ষণভিন্ন যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ ক্ষুদ্রপতঙ্গতুল্যপ্রাণান্ ধারয়ামি তৎ বৃথা এব ॥ ৪৬ ॥

রসামৃতসিন্ধু। হন্ত দেহভৃতৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফলপুণ্যফলৈঃ। হায় আমাদের পুণ্যরহিত হতদেহকে পালন করিয়া আর কি হইবে? ॥ ৪৭ ॥

বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত ॥ ৫০ ॥
এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৫১ ॥

(বিদগ্ধমাধবে ২য় অং, ১৮ শ্লোকঃ)

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাতিয়াষ—প্রত্যয় করে ॥ ৪৯ ॥

হে সুন্দরি শ্রীনন্দনন্দনসম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার অন্তরে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্র মধুরভাব বিক্রম সকল স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্প বিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে, অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায় আবার আনন্দের অমৃত মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য।

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিতেছেন।

হে সুন্দরি, পীড়াভিঃ যাতনাভিঃ নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নবকালকূটস্য

যে কালে দেখি জগন্নাথ,   শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ,
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন,   দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
যুড়াইল তনু মন নেত্র ॥ ৫৩ ॥
গরুড়ের সন্নিধানে,   রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড় স্তম্ভের তলে,   আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥ ৫৪ ॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি,   মাটীর উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন।

অনুভাষ্য।

সুতীব্রবিষস্য যঃ কটুভাগর্ব্বঃ অন্যাবজ্ঞাকোপোগ্রতাময়ভাবঃ তস্য নির্ব্বাসনঃ দূরীকরণশীলঃ মুদাং নিস্যন্দেন ক্ষরণেন সুধামধুবিগাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ সুধায়াঃ অমৃতস্য যঃ মধুরিমা মাধুর্য্যঃ তেন যঃ অহঙ্কারঃ গর্ব্বঃ তং সঙ্কোচয়তি খর্ব্বীকরোতি যঃ নন্দনন্দনপরঃ কৃষ্ণোদ্দেশকঃ প্রেমা যস্য অন্তরে হৃদয়ে জাগর্ত্তি অস্য প্রেম্নঃ বক্রমধুরাঃ কুটিলমাধুর্য্যসমন্বিতাঃ বিক্রান্তয়ঃ প্রভাবাঃ তেন জনেন এব স্ফুটং স্পষ্টং জ্ঞায়ন্তে অনুভূয়ন্তে ॥ ৫২ ॥

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে জগমোহনের শেষপ্রান্তে গরুড়স্তম্ভ। তৎপশ্চাৎভাগে তলভূমিতে যে নিম্ন খাল ছিল তাহা ভগবানের প্রেমাশ্রুজলে পূর্ণ হইত ॥ ৫৪ ॥

'হা হা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহা গোপেন্দ্রনন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥ ৫৫ ॥
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান,
কাহা সেই যমুনা পুলিন।
কাহাঁ সে রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্যগীত হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন ॥ ৫৬ ॥
উঠিল নানা ভাবোদ্বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥ ৫৭ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং)

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥৫৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে হরি! হে অনাথ বন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র!, তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রি সকল আমি কিরূপে যাপন করিব ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

হে অনাথবন্ধো অনাথানাং বিরহবিধুরাণাং গোপীনাং বন্ধো! সঃ করুণৈকসিন্ধো দয়ৈকসমুদ্র (কৃপালুত্বে মাধুর্য্যপ্রেমসম্পত্ত্যভাবাৎ কোপাক্তঃ গোপীঃ অনুকম্পয়িতুং ন সমর্থঃ) হরে গোপীজনকায়মনোবাক্যহারিন্

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥ ৫৯ ॥
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝান না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥ ৬০ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৩২ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং)

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চাপল, চাপল্য, চপলতা ॥ ৬০ ॥

হে বংশীবিলাসি কৃষ্ণ, তোমার শৈশব মাধুর্য্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না।

অনুভাষ্য।

ত্বদালোকনং ভবদ্দর্শনং অন্তরেণ বিনা হা হন্ত হা হন্ত অধন্যানি অশুভানি অমনি দিনানি কথং কেন প্রকারেণ তব সেবাং বিনা নয়ামি অতিবাহয়ামি ॥ ৫৮ ॥

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহত আপনি ॥ ৬২ ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি শাবল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য;
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষা।

এই চক্ষুদুইটী দ্বারা বিরলে তোমার মুখাম্বুজদর্শনকরিবার জন্য এখন কি করিব ? ॥ ৬১ ॥

অনুভাষা।

হে মুরলীবিলাসি গোপীচিত্তহাবিবংশীবাদক ত্বৎ তব শৈশবং মৎ মম চাপলং চ ত্রিভুবনাদ্ভুতং ত্রিলোকমধ্যে বিচিত্রং তব বা মম বা অধিগমাং অন্যঃ কোঽপি ন জানাতি। বিরলং দুর্ল্লভদর্শনং নির্জ্জনে বা মুগ্ধং গোপীমনোহরং মুখাম্বুজং বদনকমলং ঈক্ষণাভ্যাং নেত্রাভ্যাং যথেষ্টং অবলোকয়িতুং উদীক্ষিতুং কিং করোমি তদুপায়ং কথয় ॥ ৬১ ॥

সন্ধি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ ৪ লহরী। সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ। সরূপসন্ধি। সন্ধিঃ সরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতুত্থয়োর্মতঃ। ভিন্নরূপ সন্ধি। ভিন্নয়োর্হেতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যপজাতয়োঃ। সমানরূপ অথবা ভিন্নরূপভাবদ্বয়ের যুতি বা মিলনকে

মত্তগজ ভাবগণ,　　　প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজ যুদ্ধে বনের দলন ।

অনুভাষ্য ।

সন্ধি বলে। ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনে সরূপ সন্ধি। একহেতু বা ভিন্ন হেতু ভিন্নরূপভাবদ্বয়ের মিলনকে ভিন্নরূপ সন্ধি বলে। এককারণ বা ভিন্নকারণ জনিত ভাবদ্বয়ের সন্ধি, হর্ষ ও শঙ্কা উভয়ের সন্ধি, হর্ষ ও বিষাদের সন্ধি।

শাবল্য। রসামৃতসিন্ধু দঃ ৪ লঃ। শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরং। ভাবসকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য। গর্ব্ব-বিষাদ দৈন্যমতি স্মৃতি শঙ্কামর্ষ ত্রাস নির্ব্বেদ ধৈর্য্য ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাব-গণের সম্মর্দ্দ হইলে শাবল্য হয়।

ঔৎসুক্য। রসামৃত দঃ ৪ লঃ ৭৯ শ্লো। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্য-মিষ্টেক্ষাপ্তি-স্পৃহাদিভিঃ। মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিশ্বাসস্থিরতাদিকৃৎ। অভীষ্টবস্তু দর্শনেচ্ছা ও অভীষ্টপ্রাপ্তি বাসনা জন্য যে কালবিলম্বসহনের অক্ষমতাকে ঔৎসুক্য বলে। ঔৎসুক্যে মুখশোষ, ব্যস্ততা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস ও স্থৈর্য্য লক্ষিত হয়।

চাপল। রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ। তত্রাবিচার-পারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ ॥ আসক্তি ও বিরক্তি দ্বারা চিত্তের লঘুতাকে চাপল বলে। ইহাতে অবিচার, কর্কশবাক্য ও স্বচ্ছন্দ আচরণাদি হয়।

রোষ। অপরাধ-দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা। বধবন্ধশিরঃ-কম্পভৎসনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥ অপরাধ ও দূষণীয় বাক্যজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বা রোষ কহে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প ভৎসন ও তাড়নাদি হয়।

প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥ ৬৪ ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪০ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং)

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিব্যোন্মাদ, মোহনভাবে ভ্রমের ন্যায় কোন প্রেম বৈচিত্রী দশার নাম দিব্যোন্মাদ ॥ ৬৪ ॥

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একবন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নরঞ্জন! আহা! তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

অমর্ষ। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা। তত্র, স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনং। উপায়ান্বেষণাক্রোশ বৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ॥ অধিক্ষেপ, বা তিরস্কার এবং অপমানাদির জন্য অসহিষ্ণুতাকে অমর্ষ বলে। ইহাতে ঘর্ম, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি হয় ॥ ৬৩ ॥

হে দেব, হে দয়িত প্রিয়, হে ভুবনৈকবন্ধো ব্রজভূম্যেক পালক, হে চপল স্বেচ্ছাচারী, হে করুণৈকসিন্ধো, হে রমণ গোপীজনরমণ, হে

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি, মদ গর্ব্ব ব্যাজ স্তুতি,
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সোল্লুণ্ঠ, স্তুতিবাক্যে নিন্দা ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

নয়নাভিরাম নয়নানন্দ, হে কৃষ্ণ গোপবধূবার্ষক হাহা মে মম দৃশোঃ নয়নয়োঃ পদং গোচরং কদা কস্মিন্ কালে নু কিং ভবিতাসি ॥ ৬৫ ॥

উন্মাদ। রসামৃত দঃ ৪র্থ লহরী। উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ। অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং ॥ প্রলাপধাবন-ক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ ॥ অত্যন্ত আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদি হইতে উদ্ভূত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। উন্মাদে অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চিৎকার ও বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান হয়।

প্রণয়। রসামৃতসিন্ধু পশ্চিম ৩ লহরী। প্রাপ্তায়াং সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটং। তদ্গন্ধেনাপ্যসংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে। সম্ভ্রমাদির স্পষ্টরূপে প্রাপ্তি যোগ্যতা থাকিলেও যথায় সম্ভ্রমগন্ধ স্পর্শ করেনা তাদৃশ রতিকে প্রণয় বলিয়া কথিত হয়।

মান। উজ্জ্বলনীলমণী। স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে। যে চিত্তদ্রব উৎকর্ষপ্রাপ্তি দ্বারা নব নব মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজের ভাব গোপনের জন্য বাহিরে কৌটিল্য ধারণ করে তাহাই মান ॥ ৬৬ ॥

তুমি দেব ক্রীড়া রত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, তাতে বৈসে মোর চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥ ৬৭ ॥
ভুবনের নারীগণ, সবা কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥ ৬৮ ॥
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমিত করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥ ৬৯ ॥
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ বিলাস ॥ ৭০ ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণছাড়ি গেলা জানি,
শুন মোর এ স্তুতি বচন।

অনুভাষ্য।

বৈদগ্ধ। পটুতা, পাণ্ডিত্য, রসিকতা, চতুরতা শোভা বা ভঙ্গী ॥ ৭০ ॥

নয়নের অভিরাম, 'তুমি মোর ধন প্রাণ,
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥ ৭১ ॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৭২ ॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয ॥ ৭৩ ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৬৮ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং)

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনো-নয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখি, সাক্ষাৎ-কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বমাধুর্য্যস্বরূপ, মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য-স্বরূপ, মনোনয়নের অমৃতস্বরূপ, গোপীজনের আনন্দ-প্রদস্বরূপ 'আমার প্রাণবল্লভস্বরূপ ইনিই যে;সাক্ষাৎ নন্দনন্দন আমার দর্শনপথে অভ্যুদিত হইলেন ॥ ৭৪ ॥

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥ ৭৫ ॥
গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥ ৭৬ ॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ ৭৭ ॥

অনুভাষ্য।

মারঃ কন্দর্পঃ নু কিং স্বয়ং নু বিতর্কে মধুরদ্যুতিমণ্ডলং সংস্পর্শ-সুন্দরাঙ্গ-জ্যোতির্বিম্বং নু কিং ন তৎ মাধুর্য্যং এব নু কিং, মনো-নয়নামৃতং হৃদয়নেত্রসুধাস্বরূপঃ নু কিং বেণীমৃজঃ বেণ্যুন্মোচনকারী নু কিং জীবিতবল্লভঃ কৃষ্ণঃ মম লোচনায় লোচনসুখদাতুং অভ্যুদগাৎ মৎসন্নিধৌ প্রকটয়তি ॥ ৭৪ ॥

গুরু শিষ্যগণকে যেরূপ শাসন করিয়া কলা শিক্ষা দেন তদ্রূপ মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাব সমূহ গুরুস্থানীয় হইয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ও মনরূপ শিষ্যবৃন্দকে নানাপ্রকার রীতিতে নৃত্য করান ॥ ৭৬ ॥

পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য-রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ ॥ ৭৮ ॥
লীলাশুক মর্ত্ত্য জন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাতে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছে মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্ব ভাবোদয় ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরীর, শ্রীপরমানন্দপুরী।

মুখ্যরস,—মধুর রস ॥ ৭৮ ॥

লীলাশুক—শ্রীবিল্বমঙ্গলগোস্বামী। ইনি শিক্ষণমিশ্রনামক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। গার্হস্থ্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জীবনযাপন করিতে করিতে চিন্তামণি

অনুভাষ্য।

রায়ের নাটক। জগন্নাথ বল্লভ নাটক। গীতি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ রায়, বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব ইঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির গান ॥ ৭৭ ॥

শ্রীপরমানন্দ পুরী (ব্রজের উদ্ধব) তাঁহার বাৎসল্যরসপ্রধান ভাব, রামানন্দ (অর্জ্জুন বা বিশাখা) শুদ্ধ সখ্যভাব, গোবিন্দাদির সেবাপর শুদ্ধদাস্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধর, জগদানন্দ ও দামোদর স্বরূপের মুখ্য মধুররস এই চারি ভাবে প্রভু তাঁহাদিগের নিকট ভজনসঙ্গসুখ সেবা গ্রহণ করিয়া বাধ্য ছিলেন ॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
সেহ যত্নেহ আস্বাদন নহিল।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥ ৮০ ॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিক্ষাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি ॥ ৮১ ॥
এই গুপ্তভাব সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বেশ্যার উপদেশক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক শান্তিশতক রচনা করেন; পরে কৃষ্ণ বৈষ্ণব কৃপায় ভক্তিলাভ করতঃ বিল্বমঙ্গলগোস্বামী নামপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রেমোন্মত্ত ভাব দেখিয়া লোকে তাঁহাকে লীলাশুক বলিতেন ॥ ৭৯ ॥

প্রভু চৈতন্যদেবের প্রেমচিন্তামণিই ধন, সেই ধনে তিনি ধনী। প্রাকৃতচিন্তামণির কার্য্যের ন্যায় প্রেমচিন্তামণি বহু বহু প্রেমচিন্তামণি উৎপন্ন করিয়াও প্রভুর ভাণ্ডারে তাহা পূর্ণরূপে বিরাজমান। আবার ভক্তগণ প্রভুদত্ত-প্রেম-চিন্তামণি হইতে অনন্ত কোটী চিন্তামণি সর্ব্ব জগতে বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য।

আদি চতুর্থ অধ্যায় ২৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮০ ॥

ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥ ৮২ ॥
কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
যেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যারে,
হও তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ ॥ ৮৩ ॥
চৈতন্যলীলা রত্ন সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিহোঁ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥ ৮৪ ॥
যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই রাধানুগত ভাবতত্ত্বে সাধারণের অধিকার নাই। অযোগ্য পাত্রে কহিলে তাহা সহজিয়া-বাউল প্রভৃতির বিকৃত ভাবের ন্যায় রূপান্তর লাভ করে। পণ্ডিতাভিমানী এই রসতত্ত্বে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহেন ॥৮৩॥

স্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্রে করিয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং স্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ ॥ ৮৪ ॥

প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব চিত্ত নারি আরাধিতে। ৮৫ ॥
নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহা হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার এই গ্রন্থে কোন স্থলে সবিরোধ সিদ্ধান্ত নাই। অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মতের অনুরোধ নাই। আমি সহজতত্ত্ব বিচার করিয়া লিখিয়াছি। জীবের পক্ষে রাগতত্ত্বই সহজ, বিচারতত্ত্ব সহজ নয়। রাগতত্ত্বে যাহা উদিত হয় তাহাই শ্রীমহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজনতত্ত্ব। যদি অন্যমতে বা অন্য প্রকার তর্কসিদ্ধান্তে রাগোদ্দেশ হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতা দূর হয়। সুতরাং জীবের স্বতঃসিদ্ধ সহজতত্ত্ব লিখিত হইতে পারে না ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আচরণ যথাযথ বর্ণন করিতে গিয়া আমি যাবতীয় মতবাদীগণের প্রশংসনীয় হইতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা আমাকে গর্হণ করিবেন ভাবিয়া এস্থলে প্রভুর চরিত্রের প্রকৃত কথা না লিখিয়া বর্জ্জন, বর্দ্ধন, আবরণ বা শোধন করি নাই। এই গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক সংযুক্ত করায় অনেকে তর্ক করিতে পারেন যে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ-জন শ্লোকের প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন না ॥ ৮৫ ॥

এইগ্রন্থে কোন বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া আমি তাহারও সহিত বিরোধ

যেবা নাহি জানে কেহ,　　শুনিতে শুনিতে সেহ;
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত ।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি,　　জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥ ৮৭ ॥
ভাগবত শ্লোকময়,　　টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন ।
ইহা শ্লোক দুই চারি,　　তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য ।

বা কাহারও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু লিখি নাই। কেবল মাত্র সহজ বস্তুর বিবরণ লিখিয়াছি। যদি কেহ রাগের উদ্দেশ লাভ করেন তাহা হইলে তদাবিষ্ট হইলে এই সকল লিখিত বর্ণন সহজেই উপলব্ধি করিবেন। সহজ বস্তু রাগানুগজনের অনুভবনীয়। লিখিতে গেলে তাদৃশ লেখনী রাগাবিষ্ট জনের হৃদয়েই স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে, রাগহীন জন তাহাতে তাদৃশ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। অনুভবনীয় সহজ বস্তুকে জানাইতে এখানে লিখিয়া ফল নাই ॥ ৮৬ ॥

৮৫ সংখ্যার লিখিত বাদীগণের বাদ সম্বন্ধে বলিতে পারি যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সংস্কৃত শ্লোক; তাহার ব্যাখ্যা সকল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তাহা যখন ত্রিভুবনের লোক বুঝিয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ করে তখন এই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার বাঙ্গালা কবিতায় ব্যাখ্যা করিয়া দিলে সকল গৌরভক্তগণ উহা বুঝিতে পারিবেন না কেন ? ৮৮ ॥

শেষ লীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ু শেষ, বিস্তারিব লীলা শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥ ৮৯ ॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ ৯০ ॥
এই অন্ত্যলীলা সার, সূত্র মধ্যে বিস্তার,
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥ ৯১ ॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি তত দিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিস্তার ॥ ৯২ ॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দো সবার চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ ॥ ৯৩ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলী করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥ ৯৪ ॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্য বিলাস সিন্ধু, কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥

অনুভাষ্য।

ভজনবিজ্ঞ, ভজনশীল ও কৃষ্ণনামে দীক্ষিত কৃষ্ণনামকারী এই ত্রিবিধ ছোট বড় ভক্ত সকলে আমাকে কৃপা করুন। তর্কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ভক্ত আপনাকে সিদ্ধান্তহীন কেবল রসিকভক্ত মনে করিয়া লীলার সহ সিদ্ধান্ত সমূহ লিখা আমার পক্ষে পাণ্ডিত্য ভক্তিহীনতা ও কুতর্ক নিষ্ঠার ফল মনে করিয়া দোষী স্থির পূর্ব্বক কৃপা না করেন এই আশঙ্কায় বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি যে আমার নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। আমি যাঁহাদের পাদপদ্মে বিক্রীত সেই শ্রীরূপরঘুনাথ, শ্রীদামোদর স্বরূপের নিকট হইতে শ্রীগৌরলীলাতত্ত্ব যাহা জানিয়াছেন তাহাই আমি লিখিলাম ॥৯৩॥

হরিদাস। পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য অনন্তাচার্য্য। তাঁহার শিষ্য গোবিন্দের সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাসপণ্ডিত গোস্বামী। আদি ৮ম ৪৯-৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৫ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথাসার।

কাটোয়াগ্রামে সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনদিবস রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীক্রমে শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরের পশ্চিমপারে আগমন করিলেন। গঙ্গাকে যমুনাভ্রমে স্তব করিলে পর অদ্বৈতপ্রভু নৌকা লইয়া মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় নবদ্বীপধামবাসী ভক্তগণের ও শ্রীশচীমাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের সহিত মিলনান্তর শচীমাতা পাকাদি করিলে প্রভুদিগের ভোজনে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈতপ্রভুর নানাবিধ কৌতুক হইল। অপরাহ্ণে সম্প্রদায় ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে ভক্তগণ শচীমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকিবার অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিপুরের ভক্তগণকে ও শচীমাতাকে বিদায় দিয়া ছত্রভোগপথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবনগমনেচ্ছা করিলেও, ভ্রান্তচিত্ত

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ৩ ॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ় দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৪ ॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ় দেশে ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হইয়া রাঢ়দেশভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুর পৌঁছিয়া ভক্তগণের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

রাঢ়দেশ,—রাষ্ট্রশব্দ হইতে রাঢ় শব্দ। গঙ্গার পশ্চিমপার গৌড়ভূমিকে রাঢ়দেশ বলে। ইহার অন্যতর নাম পৌণ্ড্রদেশ। পৌণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশ পেঁড়ো তথায় রাষ্ট্রদেশের রাজধানী ছিল ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ গৌরঃ বিশ্বম্ভরঃ ন্যাসং তুর্য্যাশ্রমং বিধায় বেদবিহিতসন্ন্যাসসংস্কারাদিকং গৃহীত্বা তৎপ্রণয়ঃ প্রেমাকৃষ্টঃ সন্ বৃন্দাবনং গন্তুমনা ব্রজগমনোৎসুকমানসঃ ভ্রমাৎ (প্রাকৃতনেত্রেষু ভ্রমপ্রদর্শনাৎ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনপদং প্রাকৃতচেষ্টয়া তুল্যং শুদ্ধভজনলভ্যকৃষ্ণধাম ইতি প্রদর্শয়ন্) রাঢ়ে গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে রাষ্ট্রাখ্যে প্রদেশে ভ্রমন্ শান্তিপুরীং আয়িত্বা গত্বা ইহ অস্মিন্ শান্তিপুর্য্যাং ভক্তৈঃ সহ ননাস তং গৌরং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্ক, ২৩ অ, ৫৩ শ্লোকঃ)

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥৬॥

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥ ৭ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ।
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ দ্বারা এই দুরন্তপাররূপ সংসারতমকে আমি উত্তীর্ণ হইব ॥ ৬ ॥

সন্ন্যাসবেশ গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভু কহিলেন, এই ভিক্ষুক বচনটী সাধু, কেননা, ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবারূপ ব্রত নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য।

আবন্তিক ভিক্ষুগীত।

পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈর্মহদ্ভিঃ মহাভাগবতৈঃ উপাসিতাং সেবিতাং এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং পরঃ (ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং) সর্ব্বস্মাৎ পরঃ যঃ আত্মা তস্মিন্ যা নিষ্ঠা অনর্থনিবৃত্ত্যনন্তরং নৈসর্গিকভজনপরাবস্থিতিঃ তাং সমাস্থায় সম্যক্ প্রকারেণ আদৌ শ্রদ্ধাদিক্রমপন্থানুসারেণ সাধন-ভাবভক্ত্যাখ্যয়া মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়া দুরন্তপারং তমঃ কৃষ্ণসেবারহিতজড়াহঙ্কার-ভোগরূপ-দুষ্পারাখ্যং অজ্ঞানং তরিষ্যামি কৃষ্ণেতর-কৈঙ্কর্য্যবাসনাং ত্যজামি ॥ ৬ ॥

সেই বেশ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া ॥ ৯ ॥
এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি কিবা রাত্রি দিন ॥ ১০ ॥
নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ॥ ১১ ॥
যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ১২ ॥
গোপ বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
হরি হরি বলি ডাকে উচ্চ করিয়া ॥ ১৩ ॥
শুনি তাসবার নিকট গেলা গৌরহরি।
বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ॥ ১৪ ॥
তাসবার স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥ ১৫ ॥
গুপ্তে তাসবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিক্ষাইলা সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥ ১৬ ॥
বৃন্দাবনপথ প্রভু পুছেন তোমারে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

ইহাতে যে সন্ন্যাস বেশ আছে, জড়াত্মনিষ্ঠা নিষেধপূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই ইহার তাৎপর্য্য হইয়াছে ॥ ৭।৮ ॥

গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥ ১৭ ॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন ॥ ১৮ ॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥ ১৯ ॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঁই ॥ ২০ ॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥ ২১ ॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী মাতা লঞা আইস আর ভক্তগণ ॥ ২২ ॥
তারে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয় ॥ ২৩ ॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥
প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন।
তিঁহো কহেন কর এই যমুনা দরশন ॥ ২৫ ॥
এত বলি আনিল তাঁরে গঙ্গা সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে ॥ ২৬ ॥
অহো ভাগ্য যমুনারে পাইল দরশন।

এতবলি যমুনার করেন স্তবন ॥ ২৭ ॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৫ অঙ্ক, ১৩ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণবাক্যং)

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ২৮ ॥

এতবলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥ ২৯ ॥
হেনকালে আচার্য্যগোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।
আইল নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা ॥ ৩০ ॥
আগে আচার্য্য আসি রহিলা নমস্কার করি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রব-স্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন্ ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

চিদানন্দভানোঃ সম্বিৎপ্রতিপ্রকাশকস্য নন্দসূনোঃ কৃষ্ণস্য সদা নিত্যং পরপ্রেমপাত্রী পরমপ্রীতিপ্রদাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী চিৎসলিলরূপা অঘানাং অপরাধানাং লবিত্রী বিনাশয়িত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী জগতাং লোকানাং মঙ্গলবিধাত্রী মিত্রপুত্রী রবিসুতা কালিন্দী নঃ অস্মাকং বপুঃ দিব্যজ্ঞানেন পবিত্রী ক্রিয়াৎ ॥ ২৮ ॥

আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি ॥ ৩১ ॥
তুমিত আচার্য্য গোসাঞি এথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা ॥ ৩২ ॥
আচার্য্য কহে তুমি যাহাঁ সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥ ৩৩ ॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥ ৩৪ ॥
আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ ৩৬ ॥
পশ্চিমধারে যমুনা বহে তাহা কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি, শুষ্ক কর পরিধান ॥ ৩৭ ॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস ॥ ৩৮ ॥
এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুকরুখা ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক ॥ ৩৯ ॥
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ॥ ৪০ ॥
প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।

বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥ ৪১ ॥
তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু পাত্রোপরি ॥ ৪২ ॥
বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভাল মতে ॥ ৪৩ ॥
মধ্যে পীতঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গসূপ ॥ ৪৪ ॥
সাদ্রক বাস্তুক শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর ॥ ৪৫ ॥
চই মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে ॥ ৪৬ ॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকি ॥ ৪৭ ॥
নারিকেল শস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥ ৪৮ ॥
মধুরাম্লবড়া অম্লাদি পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বত্রিশাআঠিয়াকলার আঙ্গটীয়া, বত্রিশ ছড়ার কাঁদি পড়ে এমত আঁটিয়াকলাগাছে। আঙ্গটীয়া অর্থাৎ অখণ্ড কলাপাতে ॥ ৪৩ ॥

মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পীঠা ইষ্ট ॥ ৫০ ॥
বাত্রিশা আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড় ॥ ৫১ ॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পুরিবা।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া ॥ ৫২ ॥
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখেত ধরিয়া ॥ ৫৩ ॥
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লক্লকী।
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি ॥ ৫৪ ॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি ॥ ৫৫ ॥
অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ॥ ৫৬ ॥
তিন শুভ্রপীঠ তার উপরি বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥ ৫৭ ॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল ॥ ৫৮ ॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাল শয়ন।
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন ॥ ৫৯ ॥

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন।
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন ॥ ৬০ ॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল ॥ ৬১ ॥
মুকুন্দ বলে মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু তুমি যাহ ঘরে ॥ ৬২ ॥
হরিদাস বলে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥ ৬৩ ॥
দুই প্রভুরে লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘরে।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥ ৬৪ ॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥ ৬৫ ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মন কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃত্য নাহি সরে, কর্ত্তব্যকার্য্য কিছু বাকি আছে ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে তিনটী ভোগ সমান করাইয়া বাড়াইয়াছিলেন (এই পরিচ্ছেদের ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) তাহার মধ্যে ধাতু-পাত্রোপরি কৃষ্ণের ভোগ ছিল। অপর দুইটী কদলীপত্রে দুই ভোগ ছিল। ধাতুপাত্রস্থ

প্রভু বলে বৈস তুমি করিতে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন ॥ ৬৭ ॥
কোন স্থানে বসিব আর আন দুই পাত।
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন ভাত ॥ ৬৮ ॥
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পিড়ার উপরে।
এতবলি হাতে ধরি বসাইল দুঁহারে ॥ ৬৯ ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ ॥ ৭০ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণের ভোগ, কৃষ্ণকে অদ্বৈতপ্রভু স্বয়ং নি[illegible] [illegible] কলাপাতে। দুই ভোগ শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্য অনিবেদিত অবস্থায় ছিল। তাহা আচার্য্য মনে মনে রাখিয়াছিলেন মহাপ্রভুর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং মহাপ্রভু তিনটী ভোগই কৃষ্ণনৈবেদ্য প্রসাদ মনে করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি ও নিত্যানন্দ কোন স্থানে বসিব। ভোগের পরিমাণ অধিক দেখিয়া আরোও অন্য দুইটী পাত আনিয়া তাহাতেই অন্ন ব্যঞ্জন অল্পপরিমাণে দিতে বলিলেন ॥ ৬৮ ॥

উপকরণ, ডাল তরকারী প্রভৃতি যাহার সাহায্যে অবলীলাক্রমে অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়। সন্ন্যাসীর তাদৃশ মুখরোচক দ্রব্যে অধিকার নাই। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু সেবনে ভোগ-প্রবৃত্তির প্রবলতা হয়। সেইজন্য মহাপ্রভু বৈরাগ্যপ্রধান ভক্তিসম্বন্ধে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে বলিয়াছেন ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে। ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত

আচার্য্য কহে ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥ ৭১ ॥
ভোজন করহ ছাড় বচন চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি ॥ ৭২ ॥
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার রহিবেক আর ॥ ৭৩ ॥
প্রভু বলে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভারিভুরি—গোপ্যকথা ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য।

কখনও অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না। অত্যন্ত সুখপ্রিয় উত্তম উত্তম দ্রব্যই অপধান্ গৃহস্থগণ কৃষ্ণকে ভোগ দিয়া থাকেন। কৃষ্ণবিলাস-সহচর তাম্বূল, অন্যান্য সুগন্ধ মশলা, পুষ্প মালা, পালঙ্ক, বস্ত্র, আভরণাদি প্রসাদীয় বস্তু সমূহ বৈষ্ণবের আদরের বস্তু হইলেও প্রভুর আজ্ঞাক্রমে অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ আপনার দেহকে প্রাকৃত বীভৎস জ্ঞানে তত্তদ্রব্য স্বীকার করিলে অপরাধ হইবে জানিয়া নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করেন। বৈষ্ণবাভিমানী অবৈষ্ণব সহজিয়া প্রভৃতি অনর্থ-প্রবৃত্ত ব্যক্তি-গণ প্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ ॥ ৭০ ॥

সন্ন্যাসীর উচ্ছিষ্ট রাখিতে নাই। ভাগবত একাদশ স্কন্দ ১৮ অধ্যায় ১৯ শ্লোক। বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্যতঃ। বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতং॥ চক্রবর্ত্তীপাদঃ অস্য টীকায়াং।

আচার্য্য বলে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
একেবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥ ৭৫ ॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চগ্রাস ॥ ৭৬ ॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন ॥ ৭৭ ॥
এত বলি জল দিল দুই গোসাঞির হাতে।
হাসিয়া লাগিলা দুহেঁ ভোজন করিতে ॥ ৭৮ ॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ ॥ ৭৯ ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসের অন্নে ॥ ৮০ ॥
আচার্য্য কহে তুমি তৈথিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল মূল খাও কভু উপবাসী ॥ ৮১ ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে যে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও ছাড় লোভ মন ॥ ৮২ ॥
নিত্যানন্দ বলে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।

অনুভাষ্য।

বিভজ্য বিষ্ণুব্রহ্মার্কভূতেভ্যঃ „অশেষমিতি ভোজনপাত্রেঽবশিষ্টং ন রক্ষণীয়মিতি ॥ ১৪ ॥

তত দিতে চাহ যত করিয়ে ভোজন ॥ ৮৩ ॥
শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাহার কিছু পাইয়া পিরীত ॥ ৮৪ ॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস লইয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥ ৮৫ ॥
তুমি খেতে পার দশ বিশ মাণের অন্ন।
আমি তাহা কাহাঁ পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ ৮৬ ॥
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করিহ না ছড়াইও ঝুঠ ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মান, চাবসের কাঠাকে মান বলে ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

সন্ন্যাসের চরম অবস্থা পারমহংস্য। উহারই নামান্তর অবধূতত্ব। অবধূতগণ স্বেচ্ছাচারী। বিষয় গ্রহণ সত্ত্বেও বিষয়বাধ্য নহেন। সন্ন্যাসের চিহ্ন তাঁহারা কখন গ্রহণ করেন, কখন বা পরিত্যাগ করেন। এই সকল অদ্বৈত বাক্য পরিহাসপর প্রকৃত কথা নহে। কেহ কেহ খড়দহে ত্রিপুরাসুন্দরী, শ্যামসুন্দর সহ অধিষ্ঠিত দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর অবধূতাচারকে শাক্তসম্প্রদায়ের কৌলাবধূতাচার বলিয়া ভ্রম করেন; অন্তঃ শাক্তঃ বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ; বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ বৈদিক সন্ন্যাসীর স্বরূপ-ব্রহ্মচারী, স্বয়ং পরমহংস। আবার কেহ কেহ বলেন লক্ষ্মীপতি তীর্থই তাঁহার আচার্য্য। তাহা হইলে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত; বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক নহেন ॥ ৮৫ ॥

এই মত হাস্যরসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥ ৮৮ ॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ৮৯ ॥
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু বলেন আর কত করিব ভোজন ॥ ৯০ ॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥ ৯১ ॥
নানা যত্ন দৈন্যে প্রভু করাল ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥ ৯২ ॥
নিত্যানন্দ কহে আমার পেট না ভরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥ ৯৩ ॥
এত বলি একগ্রাস অন্ন হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হৈয়া ॥ ৯৪ ॥
ভাত দুই চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে ॥ ৯৫ ॥
অবধূতের ঝুঠা মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥ ৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দোনা,—ডোঙ্গা। করেন প্রার্থন—খাইতে প্রার্থনা করেন ॥ ৯০ ॥

তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল ॥ ৯৭ ॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুঠা দিলে বিপ্র বলি ভয় না করিলে ॥ ৯৮ ॥
নিত্যানন্দ বলে এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে ঝুঠা কহিলে কৈলে অপরাধ ॥ ৯৯ ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥ ১০০ ॥
আচার্য্য কহে না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি ধর্ম্ম ॥ ১০১ ॥
এত বলি দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাল শয়ন ॥ ১০২ ॥
লবঙ্গ এলাচী বীজ উত্তম রসবাস।
তুলসী মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্মৃতিধর্ম্ম—স্মার্ত্তধর্ম্ম ॥ ১০১ ॥

অনুভাষ্য।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে। নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ। কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৯৯ ॥

সুগন্ধ চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি দিল হৃদয় উপর ॥ ১০৪ ॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু বলেন বচন ॥ ১০৫ ॥
বহুত নাচাইলে তুমি ছাড় নাচাওন।
মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥ ১০৬ ॥
তবেত আচার্য্য সঙ্গে লইয়া দুই জনে।
করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥ ১০৭ ॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ ॥ ১০৮ ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া ॥ ১০৯ ॥
গৌর দেহ কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রসবাস,—রসযুক্তগন্ধ ॥ ১০৩ ॥

অনুভাষ্য।

সন্ন্যাসীকে উত্তমশয্যা, লবঙ্গ এলাচি চন্দন পুষ্পমালাদান ও অদ্বৈতকে স্বয়ং পাদসম্বাহন চেষ্টা দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন তুমি আমাকে অনেক নাচাইয়াছ একণে নাচান বন্ধ কর ॥ ১০৬ ॥

আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥ ১১১ ॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন ॥ ১১২ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥ ১১৩ ॥
পদং ॥ কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধ্রু ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ওর, সীমা। এই পদটী বিদ্যাপতির ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য।

বিদ্যাপতি রচিত গীত। কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥ আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই ॥ শীতের ওড়নী পিয়া, গিরিষীর বা। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥ শ্রীল রাধামোহনঠাকুর পদামৃত সমুদ্রে এই গীতের প্রথম চারি পংক্তি উদ্ধার করেন নাই। কেহ কেহ মাধব শব্দে মাধবেন্দ্রপুরীকে লক্ষ্য করিয়া অদ্বৈতের গীতি মনে করেন। কিন্তু উহা সঙ্গত নহে। মাথুর বিরহের পর সম্ভোগে ইহার সঙ্গতি অধিকতর জানিতে হইবে ॥ ১১৪ ॥

এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদকম্প পুলকাশ্রু হুঙ্কার গর্জ্জন॥ ১১৫॥
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন্ চরণ।
চরণ ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন॥ ১১৬॥
অনেক দিন তুমি মোরে খেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া॥ ১১৭॥
এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন॥ ১১৮॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভু নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহ বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ॥ ১১৯॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা॥ ১২০॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥ ১২১॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥ ১২২॥
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেক রোদন॥ ১২৩॥
পদং। হাহা প্রাণপ্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জরে॥ ধ্রু॥ ১২৪॥

রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাই।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ তাহা উড়ি যাই ॥ ১২৫ ॥
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥ ১২৬ ॥
নির্ব্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

সম্ভোগ রসের গীতিতে কৃষ্ণসঙ্গাভাবে শ্রীপ্রভুতে বিপ্রলম্ভরাসব পূর্ণ প্রাবল্য দেখিয়া মুকুন্দ তদনুরূপ পদ আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুও নৃত্য বন্ধ করিলেন। (বিদ্যাপতির অনুরূপ পদ; কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়। পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব) ॥ ১২৪।১২৫ ॥

হর্ষ। ভক্তিরসামৃত দক্ষিণ ৪ল। অভীষ্টেক্ষণ-লাভাদি জাতা চেতঃ প্রসন্নতা। হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রুমুখফুল্লতা। আবেগোন্মাদ-জড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ। অভীষ্টদর্শন লাভে যে চিত্তের প্রসন্নতা হয় উহাই হর্ষ। হর্ষ হইলে রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, অশ্রুমুখফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জাড্য ও মোহাদি হয় ॥

গর্ব্ব। সৌভাগ্যরূপতারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্য-হেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥ তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িতা। স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ ॥ ইষ্টবস্তুলাভে নিজ সৌভাগ্য, রূপতারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয়, প্রভৃতি অবলম্বনে অপরকে যে অবহেলা তাহাই গর্ব্ব। ইহাতে স্তুতিবাক্য, উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গদর্শন, নিজের অভিপ্রায়াদি গোপন ও অন্যের বাক্য শ্রবণাদি না করা ॥ ১২৭ ॥

জর জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল শ্বাস নাহিক শরীরে ॥ ১২৮ ॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥ ১২৯ ॥
বোল বোল বলে নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল ॥ ১৩০ ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেত নাচিয়া ॥ ১৩১ ॥
এই মত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে ॥ ১৩২ ॥
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥ ১৩৩ ॥
তবু ত না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিয়া ॥ ১৩৪ ॥
আচার্য্য গোসাঁই তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাল শয়ন ॥ ১৩৫ ॥
এইমত দশদিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপে করি করে প্রভুর সেবন ॥ ১৩৬ ॥
প্রভাতে আচার্য্য রত্ন দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥ ১৩৭ ॥

নদিয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ।
সব লোক আইল হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ ॥ ১৩৮ ॥
প্রাতঃকৃত্য করি করে নাম-সংকীর্ত্তন ।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত ভবন ॥ ১৩৯ ॥
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হৈয়া ।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া ॥ ১৪০ ॥
দোঁহার দর্শনে দুহেঁ হইলা বিহ্বল ।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥ ১৪১ ॥
অঙ্গ মুছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ১৪২ ॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাঞি ।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই ॥ ১৪৩ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন ।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ ॥ ১৪৪ ॥
কান্দিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই ।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ॥ ১৪৫ ॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে ।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

আই, আর্য্যা, শচীমাতা ॥ ১৪৫ ॥

জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥ ১৪৭॥
তুমি যাহাঁ কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥ ১৪৮॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হৈয়া আই কোলে করে বার বার॥ ১৪৯॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥ ১৫০॥
একে একে মিলিল প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ১৫১॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥ ১৫২॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥ ১৫৩॥
বুদ্ধিমন্ত খান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥ ১৫৪॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি॥ ১৫৫॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।
আচার্য্য-মন্দিরে হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥ ১৫৬॥

যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥ ১৫৭ ॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্নপান।
বহুদিন আচার্য্য গোসাঞি কৈল সমাধান ॥ ১৫৮ ॥
আচার্য্য গোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয় ॥ ১৫৯ ॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লৈয়া প্রভু করেন ভোজন ॥ ১৬০ ॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।
রাত্র্যে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ ১৬১ ॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্ব ভাবোদয়।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ প্রলয় ॥ ১৬২ ॥

অনুভাষ্য।

স্তম্ভ। অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের অন্যতম। চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটং। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং। তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী ॥ স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোতি। স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ। তত্র বাগাদি-রাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥ চিত্ত সাত্ত্বিক ভাব লাভ করিলে চঞ্চলাত্মা মনকে প্রাণে বিন্যাস করে। প্রাণ বিকারবিশিষ্ট হইয়া দেহকে ক্ষুব্ধ করে। তৎকালে ভজনশীলের দেহে এই স্তম্ভাদিভাব প্রকাশ পায়। প্রাণ পঞ্চভূতের ভূমিস্থিত হইলে স্তম্ভ হয়। হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, বিষাদ

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া॥ ১৬৩॥

অনুভাষ্য।

ও ক্রোধ হইতে স্তম্ভ জাত হয়। স্তম্ভ হইলে বাক্ পাণি পাদাদির চেষ্টা রাহিত্য, নিশ্চলতা এবং শূন্যতা প্রভৃতি হয়। স্তম্ভ মনের অবস্থা বিশেষ। বাক্যাদি রাহিত্য দেহজ বিকার, বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপিয়া অবস্থিত। পূর্ব্বে সূক্ষ্মাবস্থ পরে স্থূলাবস্থ। বাক্যাদি হীনতা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও শূন্যতা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ারাহিত্য জ্ঞাপক।

কম্প। বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ। বিশেষ ভয়, ক্রোধ ও হর্ষাদি হইতে যে গাত্রের চাঞ্চল্য হয় তাহার নাম বেপথু বা কম্প।

পুলকাশ্রু। হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রুনেত্রে জলোদ্গমঃ। হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে। সর্ব্বত্রনয়নক্ষোভরাগসম্মার্জ্জনাদয়ঃ॥ হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি হইতে বিনা প্রযত্নে চক্ষে যে জল পড়ে উহাই পুলকাশ্রু। হর্ষজন্য অশ্রুতে শীতলত্ব, ক্রোধজন্য উষ্ণত্ব এবং উভয়-প্রকার পুলকে নয়নক্ষোভরাগসম্মার্জ্জনাদি ঘটে।

গদ্গদ। বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবং। বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ॥ বিষাদ, আশ্চর্য্য, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে বৈস্বর্য্য বা স্বরভেদ হয়। এই স্বরভেদই গদ্গদিকাদিকারী।

প্রলয়। প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ। অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপতনাদয়ঃ। সুখ ও দুঃখ উভয় চেষ্টা হইতেই জ্ঞান নিরস্ত হয়। এই প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অনুভাব সকল দেখা যায়।

সর্ব্বভাব অর্থাৎ অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, পুলকাশ্রু ও প্রলয়॥ ১৬২॥

চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাঞির কলেবর।
হাহা করি বিষ্ণু পাশে মাগে এই বর ॥ ১৬৪ ॥
বালককাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার প্রতিফল মোরে দেহ নারায়ণ ॥ ১৬৫ ॥
যে কালে নিমাঞি পড়ে ধরণী উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি শরীরে ॥ ১৬৬ ॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ ভয় দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥ ১৬৭ ॥
শ্রীনিবাসাদি যত বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥ ১৬৮ ॥
শুনি শচী সবাকারে করিল মিনতি।
নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥ ১৬৯ ॥
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥ ১৭০ ॥
যাবৎ আচার্য্য গৃহে নিমাঞির অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবাকারে মাগোঁ দান ॥ ১৭১ ॥
শুনি সব ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার ॥ ১৭২ ॥
মাতার ব্যগ্রতা দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি বলিলা বচন ॥ ১৭৩ ॥

তোমা সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥ ১৭৪ ॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস ॥ ১৭৫ ॥
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥ ১৭৬ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥ ১৭৭ ॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥ ১৭৮ ॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ॥ ১৭৯ ॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥ ১৮০ ॥
তিঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ ॥ ১৮১ ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥ ১৮২ ॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥ ১৮৩ ॥

তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥ ১৮৪ ॥
আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তার যেই সুখ তাহা নিজ সুখ মানি ॥ ১৮৫ ॥
শুনি ভক্তগণ তারে করিল স্তবন।
বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন ॥ ১৮৬ ॥
প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥ ১৮৭ ॥
নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি বলিলা বচন ॥ ১৮৮ ॥
তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব ॥ ১৮৯ ॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ আরাধন ॥ ১৯০ ॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন ॥ ১৯১ ॥
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ॥ ১৯২ ॥
সবা বিদায় দিয়া চলিতে হৈল মন।
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন ॥ ১৯৩ ॥

নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥ ১৯৪ ॥
মুঞি অধম না পাইনু তোমার দরশন।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥ ১৯৫ ॥
প্রভু কহে কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥ ১৯৬ ॥
তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥ ১৯৭ ॥
তবেত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপাত করিয়া ॥ ১৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীহরিদাসঠাকুর শৌক্র যবনকুলে উদ্ভূত হইয়া দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। বৈষ্ণবের নৈসর্গিক দৈন্যক্রমে আপনাকে নিতান্ত হীনজ্ঞানে প্রভুর নিকট আর্ত্তস্বরে নিজের শৌক্র জাতি নিবন্ধন নীলাচলে প্রবেশ করিবার বৈধ অধিকার নাই জানাইলেন। বিশেষতঃ নীলাদ্রিতে চাতুর্বর্ণ ব্যতীত শ্রীমন্দিরের চত্বরের মধ্যে অপরের প্রবেশাধিকার নাই সুতরাং শ্রীমহাপ্রভু যদি নীলাচলের শ্রীমন্দিরের মধ্যে বাস করেন তাহাহইলে তথায় যাইবার তাঁহার অধিকার থাকিবে না। পরে নীলাদ্রিসন্নিধিতে বালুকাখণ্ডে থাকিবার কোন বাধা নাই জানিয়া ঠাকুর হরিদাস তথায় ছিলেন; উহাই এক্ষণে সিদ্ধবকুল মঠ নামে পরিচিত হইয়াছে ॥ ১৯৪ ॥

আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত গৃহে না কৈল গমন ॥ ১৯৯ ॥
আনন্দিত হৈলাচার্য্য শচী ভক্ত সব।
প্রতি দিন করে আচার্য্য মহা মহোৎসব ॥ ২০০ ॥
দিনে কৃষ্ণ রসকথা ভক্তগণ সঙ্গে।
রাত্র্যে মহা মহোৎসব সংকীর্ত্তনরঙ্গে ॥ ২০১ ॥
আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥ ২০২ ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু আগমনে ॥ ২০৩ ॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করিয়া পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥ ২০৪ ॥
এইমত অদ্বৈত গৃহে ভক্তগণ মিলে।
বঞ্চিলা কতকদিন মহা কুতূহলে ॥ ২০৫ ॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে ॥ ২০৬ ॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন ॥ ২০৭ ॥
কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥ ২০৮ ॥

নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥ ২০৯ ॥
এই চারিজন, আচার্য্য দিল প্রভু সনে।
জননী প্রবোধ করি বন্দিল চরণে ॥ ২১০ ॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥ ২১১ ॥
নিরপেক্ষ হৈয়া প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ॥ ২১২ ॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি যোড়হাত।
আচার্য্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাত ॥ ২১৩ ॥
জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কার না রহিবে প্রাণ ॥ ২১৪ ॥
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥ ২১৫ ॥
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু চারিজন সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে ॥ ২১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ছত্রভোগ পথে,—গঙ্গা ধারে ধারে আড়িয়াদহ, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। সে সময়ে গঙ্গা কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া ডায়মণ্ডহারবার সবডিভিসনে মথুরাপুর

চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ২১৭ ॥
অদ্বৈত গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

থানা হইয়া শতধারারূপে সমুদ্রে পড়িলেন। মহাপ্রভু সেই পথ দিয়া মথুরাপুর থানার অন্তর্গত অম্বুলিঙ্গ স্থান ছত্রভোগ পথে গিয়াছিলেন ॥২১৬॥

অনুভাষ্য।

ছত্রভোগ। ২৪ পরগণা জেলায় পূর্ব্ববঙ্গরেলের দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগ্রাষ্টেশন। ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ ৬।৭ ক্রোশ দূরে জয়নগরের নিকট এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এখানে বৈজুকানাথ শিবলিঙ্গ আছেন। তথায় চৈত্রকৃষ্ণাপ্রতিপদে নন্দা মেলা হয়। এক্ষণে এখানে গঙ্গা নাই ॥ ২১৬ ॥

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যদ্বিতীয়াধ্যায়। বঙ্গদেশে আটিসারা গ্রাম, বরাহনগর, অম্বুলিঙ্গছত্রভোগ, উৎকলে প্রয়াগঘাট, সুবর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, বৈতরণী, দশাশ্বমেধঘাট, কটক, মহানদী, ভুবনেশ্বর (বিন্দুসরোবর) কমলপুর, আঠারনালা প্রভৃতি হইয়া শ্রীনীলাচলে প্রবেশ ॥ ২১৭ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ কথাসার ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগপথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর দিয়া উৎকলরাজ্যের একসীমায় উঠিলেন। পথে নানাপ্রকার আনন্দ কীর্ত্তন ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণাগ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিলেন। পরমানন্দে স্বীয় ভক্তগণকে শ্রীঈশ্বরপুরী কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিষয় বর্ণন করিলেন যে শ্রীমাধবপুরী বৃন্দাবনে গিয়া গোবর্দ্ধনে রাত্রিকালে বনমধ্যে গোপাল আছেন, এই স্বপ্ন দেখিলেন। সেই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনবাসীদিগকে লইয়া বন হইতে শ্রীগোপালমূর্ত্তি বাহির করতঃ পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে গোপালের পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব হইল। প্রচার হইলে গ্রাম গ্রাম হইতে বহুজন আসিয়া গোপালের মহোৎসব করিতে লাগিল। গোপাল একরাত্রে পুরীকে এই স্বপ্ন দিলেন যে তুমি অবিলম্বে নীলাচল গিয়া মলয়জ চন্দন সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাখাইয়া আমার তাপ দূর কর। সেই আজ্ঞা পাইয়া পুরীগোস্বামী গৌড় হইয়া উৎকলদেশে রেমুণাগ্রামে পৌঁছিলেন, তথায় শ্রীগোপীনাথের প্রদত্ত ক্ষীরপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম গমন করিলেন। মাধবেন্দ্র-পুরীকে গোপীনাথ, চুরি করিয়া ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইয়াছে। নীলাচলে পৌঁছিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবকদিগের দ্বারা রাজপাত্রদিগের নিকট হইতে একমণ চন্দন ও বিশতোলা শ্রীকর্পূর সংগ্রহপূর্ব্বক দুইজন লোক করিয়া ঐ দ্রব্যদ্বয় রেমুণা পর্যান্ত আনিলে, গোবর্দ্ধনধারী গোপাল তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বপ্নে আজ্ঞা করিলেন যে, এই চন্দন ও কর্পূর গোপীনাথের অঙ্গে মাখাইলে আমার তাপ দূর হইবে। মাধবেন্দ্রপুরী সেই আজ্ঞা পালন করিয়া পুনর্ব্বার নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভু এই আখ্যায়িকা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে শুনাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির অনেক প্রশংসা করিলেন। পুরীকৃত শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। লোকসংঘট্ট দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইলে ক্ষীর (পরমান্ন) প্রসাদ পাইয়া সে রাত্র তথায় যাপন করতঃ পরদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন।

যাঁহাকে ক্ষীর অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপী-নাথের ক্ষীরচোরা নাম হইয়াছিল এবং যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব প্রকাশ হইয়াছিলেন সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

নীলাদ্রিগমন জগন্নাথ দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন॥ ৩॥
এ সকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥ ৪॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য বিহার।
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার॥ ৫॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি॥ ৬॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥ ৭॥
তাঁর সূত্রে আছে তিহঁ না কৈল বর্ণন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"এসকল লীলা" শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য॥ ৫॥

অনুভাষ্য।

গোপীনাথঃ রেমুণাগ্রামস্থস্তন্নামপ্রসিদ্ধঃ বিগ্রহঃ ক্ষীরভাণ্ডং পায়সান্নপূর্ণং পাত্রং চোরয়ন্ যস্মৈ শ্রীমাধবেন্দ্রায় দাতুং ক্ষীরচোরাভিধঃ অভূৎ ক্ষীরচোরা-গোপীনাথেতি সংজ্ঞাং প্রাপ্তবান্। যৎ যস্য মাধবেন্দ্রস্য প্রেম্না বশঃ বশীভূতঃ সন্ শ্রীগোপালঃ বজ্রস্থাপিতবিগ্রহঃ গোবর্দ্ধনধারী প্রাদুরাসীৎ প্রাদুর্ব্বভূব। তং মাধবেন্দ্রং লক্ষ্মীপতিশিষ্যং মাধ্বসম্প্রদায়গুরুং মাধবেন্দ্রপুরীং নতোঽস্মি॥ ১॥

যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন ॥ ৮ ॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার ॥ ৯ ॥
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্ত্তন কুতূহলে ॥ ১০ ॥
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রাম গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥ ১১ ॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তাসবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে ॥ ১২ ॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥ ১৩ ॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দানী ঘাটের মাঝী ॥ ১২ ॥

রেমুণা, বালেশ্বরের নিকটে রেমুণানামে গ্রাম আছে। তথায় ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ বিরাজমান ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য।

রেমুণা, বাঙ্গালা নাগপুর রেলে বালেশ্বর জেলায় সহর বালেশ্বর হইতে আড়াইক্রোশ পশ্চিমে রেমুণাগ্রাম। তথায় গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন এবং শ্যামানন্দ প্রভুর সেবক শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সমাধি অদ্যাপিও বিদ্যমান ॥ ১২ ॥

তাঁর পুষ্প চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥ ১৪ ॥
চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন।
বহু নৃত্যগীত কৈল লৈয়া ভক্তগণ ॥ ১৫ ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেমরূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥ ১৬ ॥
নানারূপে প্রীতে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥ ১৭ ॥
মহাপ্রসাদ ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥ ১৮ ॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেইত আখ্যান ॥ ১৯ ॥
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥ ২১ ॥
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর রাত্রিদিন জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান ॥ ২২ ॥
শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাধবপুরী, মাধবেন্দ্রপুরী ॥ ২০ ॥

স্নানকরি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ॥ ২৩ ॥
গোপ বালক এক দুগ্ধ ভাণ্ড লঞা।
হাসি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া ॥ ২৪ ॥
পুরী এই দুগ্ধ লৈয়া কর তুমি পান।
মাগি কেনে নাহি খাও কিবা কর ধ্যান ॥ ২৫ ॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোগ শোষ ॥ ২৬ ॥
পুরী কহে কে তুমি কাহাঁ তোমার বাস।
কেমতে জানিলে আমি করি উপবাস ॥ ২৭ ॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥ ২৮ ॥
কেহ অন্ন মাগি খায় কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিয়েত আহার ॥ ২৯ ॥
জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখে গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাল ॥ ৩০ ॥
গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভোগ শোষ, আহার বাসনা ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য।

শৈল, গোবর্দ্ধনশৈল। মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ॥ ২৩

পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব ॥ ৩১ ॥
এতবলি গেলা বালক না দেখিয়ে আর।
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥ ৩২ ॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥ ৩৩ ॥
বসি নাম লয় পুরী নাহি নিদ্রা হয়।
শেষরাত্র্যে তন্দ্রা হৈল বাহ্য বৃত্তি লয় ॥ ৩৪ ॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া ॥ ৩৫ ॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত বৃষ্টি বাতাগ্নিতে মহা দুঃখ পাই ॥ ৩৬ ॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লৈয়া রাখ ভাল মতে ॥ ৩৭ ॥
এক মঠ করি তাহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ॥ ৩৮ ॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাট—পথ। উৎকল শব্দ ॥ ৩৩ ॥

কাঢ়—বাহির কর, মঠ,—মন্দির ॥ ৩৭ ॥

তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার ।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥ ৪০ ॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী ।
বজ্রের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী ॥ ৪১ ॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া ।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া ॥ ৪২ ॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে ।
ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে ॥ ৪৩ ॥
এত বলি সেই বালক অন্তর্দ্ধান হৈল ।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥ ৪৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে ।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৫ ॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল স্থির ।
আজ্ঞা পালন লাগি হইলা সুস্থির ॥ ৪৬ ॥

অমৃত প্রবাহ ভাষ্য ।

বজ্রের স্থাপিত,—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র, যাঁহাকে পাণ্ডবগণ দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরায় রাজা করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলার স্থান সকল আবিষ্কার করিয়া কয়েকটী শ্রীমূর্ত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ঐ মূর্ত্তির মধ্যে একটী মূর্ত্তি ॥ ৪১ ॥

প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা ।
সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা ॥ ৪৭ ॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী ।
কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি ॥ ৪৮ ॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে ।
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিতে ॥ ৪৯ ॥
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে ।
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে ॥ ৫০ ॥
ঠাকুর দেখিল মাটি তৃণে আচ্ছাদিত ।
দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত ॥ ৫১ ॥
আবরণ দূর করি করিল চিহ্নিতে ।
মহা ভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে ॥ ৫২ ॥
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র করিয়া ।
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া ॥ ৫৩ ॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল ।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥ ৫৪ ॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা ।
গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিল ছানিয়া ॥ ৫৫ ॥
নবশতঘট জল কৈল উপনীত ।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত ॥ ৫৬ ॥

কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল॥ ৫৭॥
ভোগ সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত॥ ৫৮॥
তুলসী আদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক॥ ৫৯॥
অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥ ৬০॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া॥ ৬১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চগব্য,—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময়। পঞ্চামৃত,—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং চিনি॥ ৬১॥

অনুভাষ্য।

হরিভক্তিবিলাস ৬ষ্ঠ বিলাস ৩০ শ্লোক। ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ ঘণ্টাদিনিঃস্বনৈঃ। মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা॥ ৫৯॥

যবচূর্ণ, গোধূমচূর্ণ, লোধ্রচূর্ণ, কুঙ্কুমচূর্ণ, মসুরচূর্ণ বা মাষচূর্ণ দ্বারা সম্মার্জ্জন। কলায় ও পিষ্টচূর্ণের উদ্বর্ত্তন বা আবাটা দ্বারা এবং উশীরাদি নির্ম্মিত কূর্চ্চ, গোপুচ্ছলোম নির্ম্মিত কূর্চ্চ প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গমলা দূর হয়।

হঃ ভঃ বিলাস। তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিধৌত সুগন্ধিভিঃ। দিব্য-তৈলাদিভির্দ্রব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ। অভ্যঙ্গদ্রব্যাণি। মালতীকুসুম-

পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খগন্ধোদকে কৈল স্নান সমাধান ॥ ৬২ ॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্প মালা অঙ্গে দিল ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শঙ্খ-গন্ধোদক। শঙ্খোদক, শঙ্খে রাখা জল। গন্ধোদক, পুষ্প-চন্দন দ্বারা গন্ধজল ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য।

গাদায় 'সুগন্ধানাস্তু বা পুনঃ। তগন্ধপুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নবাঃ। যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিসমন্বিতৈঃ। অভ্যঙ্গং কুঙ্কুমৈর্বিমিশ্রা-মধ্যে ক্ষিপ্ত্বা তু কুঙ্কুমং। গন্ধতৈলানি দিব্যানি সুগন্ধীনি শুচীনি চ ॥৬০॥ হঃ ভ বি। ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ। দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক পৃথক্ ॥

মহাস্নান। হঃ ভঃ বিঃ। দ্বেসহস্রে পলানাস্তু মহাস্নানে চ সংখ্যযা। দেবপ্রতিষ্ঠাস্থলে ঘৃতদ্বারা স্নান করাইতে হয়। মহাস্নানে ঘৃত ও স্নান-জল প্রত্যেকের পরিমাণ দুইহাজার পল। চারিতোলায় পল হইলে মহাস্নানে আড়াইমণ ঘৃত ও আড়াইমণ জল লাগিবে ॥ ৬১ ॥

হঃ ভঃ বিঃ ৫০। ততঃ কোঞ্চেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা। শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ ॥ চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরু-বাসিতৈঃ। সলিলৈঃ স্নাপয়েৎ মন্ত্রী নিত্যদা বিভবে সতি ॥ জল-পরিমাণম্। স্নানে পলশতং দেয়ং অভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ। পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৬২ ॥

ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥ ৬৪ ॥
সুবাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া সে তাম্বূল নিবেদিল ॥ ৬৫ ॥
আরাত্রিক করি কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম সমর্পণ ॥ ৬৬ ॥
গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূম চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল্ল পূর্ণ ॥ ৬৭ ॥
কুম্ভকার ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন ॥ ৬৮ ॥
দশবিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জনা পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ ॥ ৬৯ ॥
বন্য শাক ফল মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া বড়ি করি করে বিপ্রগণ ॥ ৭০ ॥
জনা পাঁচ সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি ॥ ৭১ ॥
নববস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাতি।
রান্ধি রান্ধি তাঁর উপর রাশি কৈল ভাত ॥ ৭২ ॥
তার পাশে রুটী রাশি পর্ব্বত হইল।
সূপ আদি ব্যঞ্জন ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥ ৭৩ ॥

তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স মথনি সর পাশে ধরি আনি॥ ৭৪ ॥
হেনমতে অন্নকুট করিল সাজন।
পুরী গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥ ৭৫ ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥ ৭৬ ॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত স্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল॥ ৭৭ ॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই॥ ৭৮ ॥
একদিন উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল॥ ৭৯ ॥
আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয়।
আরতি করিল লোকে করে জয় জয়॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাঠা, ঘোল। শিখরিণী ; দধি, দুগ্ধ, চিনি, কর্পূর এবং মরীচ এই পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া শিখরিণী প্রস্তুত করে।
মথনি, নবনীত ও হৈয়ঙ্গব॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

অন্নকুট, অন্নের পর্ব্বত। কুট—দুর্গ, কোট, গড়, পর্ব্বত॥ ৭৫ ॥

শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আদি তার উপরে পাতিয়া॥ ৮১॥
তৃণ টাটি দিয়া চারি দিক্ আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥ ৮২॥
পুরী গোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আবাল বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥ ৮৩॥
সবে বসি ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥ ৮৪॥
অন্য গ্রামের লোক যত দেখি আইল।
গোপাল দেখিয়া সেহ প্রসাদ পাইল॥ ৮৫॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকুট যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥ ৮৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

খড়ক, পানের বিঁড়ে। সঞ্চয়, সংগ্রহ।

দ্বাপরে ব্রজবাসী গোপসকল ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পূজা রহিত করিয়া গিরিগোবর্দ্ধনের পূজা ও তাঁহাকে অন্নকূট ভোজন করান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া নবদিন বর্ষণ করতঃ গোকুল বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপর বর্ষাতপত্ররূপ ধারণ করতঃ গোকুলরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গোবর্দ্ধনপূজায় যে বৃহৎ অন্নকূট হইয়াছিল, মাধবেন্দ্রপুরীও সেইরূপ অন্নকূট করিয়াছিলেন॥ ৮৬॥

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥ ৮৭ ॥
পুনঃ দিন-শেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাল জলপান ॥ ৮৮ ॥
গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।
আশ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥ ৮৯ ॥
একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকুট করে সবে হরষিত হঞা ॥ ৯০ ॥
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরী গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥ ৯১ ॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

পূর্ব্বে 'অন্নকূট', শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমে গোপগণ দ্বাপরান্তে ইন্দ্রপূজা ত্যাগপূর্ব্বক গোব্রাহ্মণ ও গোবর্দ্ধনগিরির পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যরূপ ধারণ করিয়া আমি শৈল, এই বাক্য বলিয়া ভূরি পূজোপকরণ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ভাগবত ১০স্ক ২৪ অধ্যায়। পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ। সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাং ॥ প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ পশুপাস্তদ্‌গৃহ্নন্ত তদ্বচঃ। তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যদাহ মধুসূদনঃ। বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্। উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাং ॥ ৮৬ ॥

অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল ॥ ৯৩ ॥
পূর্ব্বদিন প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥ ৯৪ ॥
ব্রজবাসী লোকে কৃষ্ণের সহজে পিরীতি।
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি ॥ ৯৫ ॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ৯৬ ॥
আশ পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥ ৯৭ ॥
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে ॥ ৯৮ ॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি ॥ ৯৯ ॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসঙ্খ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥ ১০০ ॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাল মন্দির।
কেহ পাক ভাণ্ডার কৈল কেহ প্রাচীর ॥ ১০১ ॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
দশসহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥ ১০২ ॥

গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥ ১০৩ ॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজ-সেবা হয় পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৪ ॥
এইমত বৎসর দুই করিল সেবন।
একদিন পুরী গোসাঞি দেখিল স্বপন ॥ ১০৫ ॥
গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে যুড়ায় ॥ ১০৬ ॥
মলয়জ আন যাঞা নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে ॥ ১০৭ ॥
স্বপ্ন দেখি পুরী গোসাঞি হৈল প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥ ১০৮ ॥
সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড় দেশে করিল গমন ॥ ১০৯ ॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য।

মলয়জ, মলয়দেশোৎপন্ন। ইঁহাকে চন্দনগিরি বলে। মলয়দেশ বা মালেবরদেশ পশ্চিমঘাট নামক গিরিপুঞ্জের দক্ষিণভাগ। নীলগিরিকে কেহ কেহ মলয়পর্ব্বত বলেন। মলয়জ শব্দেও চন্দনকে বুঝায় ॥ ১০৬ ॥

তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যত্ন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া ॥ ১১১ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়গুরু যতিরাজ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে অদ্বৈত-প্রভু দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অভিপ্রায়মত:"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥" উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চরাত্রমতে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত দীক্ষাদানে কাহারও অধিকার নাই। যেহেতু দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষালাভ করিলে দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতা লাভ করেন সুতরাং অব্রাহ্মণের অপরকে ব্রহ্মণ্য সঞ্চার করিবার ক্ষমতা না থাকায় ব্রাহ্মণত্ব দীক্ষাদাতার প্রয়োজনীয় গুণ বিশেষ। যেহেতু বর্ণাশ্রমস্থিত গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় অর্জ্জিত শুক্লবিত্তদ্বারা নানা উপচার সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রদ্বারা ভগবদর্চ্চনে সমর্থ। তাদৃশ অভিজ্ঞ গৃহস্থগুরুর নিকট প্রাকৃত-চেষ্টাপর শিষ্য ভগবৎ-সেবাই বর্ণাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য এবং নিজের গৃহবাসনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা করেন তজ্জন্য গুরুর গৃহস্থ বৈষ্ণব হওয়া আবশ্যক। সন্ন্যাসী গুরুর অর্চ্চনপরতায় নানা অসুবিধা। পারমার্থিক গুরুকরণে সাধারণ বিধি উপেক্ষিত-প্রায় হইলেও বাস্তবিক উপেক্ষিত হয় নাই। শৌক্র বিপ্রত্ব বা শৌক্র শূদ্রত্ব গুরু বিষয়ে ব্রাহ্মণতার লক্ষীভূত বিষয় নহে। সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণত্বই উদ্দেশ্য কেননা শ্রীমহাপ্রভু জীব হৃদয়ের ও সমাজের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া শৌক্র জন্মই একমাত্র সাধারণের জাতি বিষয়ক ধারণা জানিয়া ঐ প্রকার উক্তি করিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন মাত্র যেহেতু কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সাবিত্র্য বা দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দিব্যং

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিয়া হৈল বিহ্বল মন॥ ১১২॥
নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা।
কেয়া কেয়া ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥ ১১৩॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে ইহা কৈল অনুমানে॥ ১১৪॥
যেমত ইহা ভোগ লাগে সকল শুনিব।
তেমত অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব॥ ১১৫॥
এই লাগি পুছিছেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে॥ ১১৬॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগমোহন, মন্দিরের সম্মুখে যে দালান হইতে ভগবদ্দর্শন হয়, তাহার নাম জগমোহন।

কেয়া কেয়া, পাঠান্তরে কাঁহা কাঁহা—ইহার মৎলব "ক্যেয়া ক্যেয়া" (কি, কি,) ভোগ লাগে॥ ১১৩॥

অনুভাষ্য।

জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ। 'গৃহস্থ গুরু' বলিলে গৃহব্রত ইন্দ্রিয়দাসগণকে বুঝায় না। আবার বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলিলে বর্ণাশ্রমস্থিতাভিমানপর ব্যক্তিকে বুঝায় না॥ ১১১॥

দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি অমৃত সমান ॥ ১১৭ ॥
গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ॥ ১১৮ ॥
হেন কালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরী গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥ ১১৯ ॥
অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ ১২০ ॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণু স্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ১২১ ॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহির হৈলা কারে কিছু না কহিল আর ॥ ১২২ ॥
অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥ ১২৩ ॥
প্রেমামৃতে তৃপ্তি নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীর ইচ্ছা হৈল তাহা মানি অপরাধে ॥ ১২৪ ॥
গ্রামের শূন্যহটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ ১২৫ ॥
নিজ কৃত্য করি পূজারী করিল শয়ন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ক্ষীর,—পরমান্ন ॥ ১১৭ ॥

স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি বলিলা বচন ॥ ১২৬ ॥
উঠহ পূজারী কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ॥ ১২৭ ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥ ১২৮ ॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাহাকেত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ॥ ১২৯ ॥
স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিলা বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ॥ ১৩০ ॥
ধড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥ ১৩১ ॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধব পুরীকে চাহিয়া ॥ ১৩২ ॥
ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥ ১৩৩ ॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

শূন্যহট্টে। হাট বসিলে তথায় লোকাকীর্ণ হয়। সন্ধ্যার পরে তথায় লোকশূন্য নির্জ্জন হয় ॥ ১২৫ ॥

এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল ।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল ॥ ১৩৫ ॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী ।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥ ১৩৬ ॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত ।
কৃষ্ণ সে ইহার বশ হয় যথোচিত ॥ ১৩৭ ॥
এত বলি নমস্করি করিলা গমন ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল ।
বহির্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল ॥ ১৩৯ ॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কথন ॥ ১৪০ ॥
ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি ।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি ॥ ১৪১ ॥
সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী ।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ॥ ১৪২ ॥
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল ।
জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥ ১৪৩ ॥

অনুভাষ্য

ঠিকারি, খাপরা, খোলা ॥ ১৩৯ ॥

প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহা সুখ পায়॥ ১৪৪॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈলা খ্যাতি।
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি॥ ১৪৫॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥ ১৪৬॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাইয়া।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াইয়া॥ ১৪৭॥
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥ ১৪৮॥
জগন্নাথের সেবক যত যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল সব গোপাল বৃত্তান্ত॥ ১৪৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা না করিয়া সৎকার্য্য করেন, তাঁহারই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি প্রতিষ্ঠার আশায় সৎকর্ম্ম করেন তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না ইহাই প্রতিষ্ঠার রহস্য॥ ১৪৬॥

অনুভাষ্য।

যদিও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে পলাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন তথাপি গোপালের জন্য চন্দন, প্রতিষ্ঠাসঙ্কুল-নীলাচল-অবস্থিতিরূপ তাঁহার বন্ধনের কারণ হইল॥ ১৪৮॥

গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন ॥ ১৫০ ॥
রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়।
তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥ ১৫১ ॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরীগোসাঞি সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে ॥ ১৫২ ॥
ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞির করে ॥ ১৫৩ ॥
চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কতদিনে রেমুণাতে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৫৪ ॥
গোপীনাথ চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিলা অপার ॥ ১৫৫ ॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কর্পূর, শ্রীকর্পূর; যাহাতে শ্রীজগন্নাথদেবের আরাত্রিক হয়। সেই শ্রীকর্পূর ও মলয়জচন্দন জগন্নাথের সেবকগণ, রাজপাত্রগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুরীগোসাইর সহিত একজন বিপ্র ও একজন সেবক ও তাহাদের পথ খরচ দিলেন ॥ ১৫১,১৫২ ॥

ঘাটী, ঘাটওয়াল যাহারা পথের শুল্ক আদায় করেন। দানী, যাহারা পারের পয়সা লয়। সেই সকলকে ছাড়াইবার জন্য অর্থাৎ তাহাদিগকে

সেই রাত্র্যে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন॥ ১৫৭॥
গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥ ১৫৮॥
কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন॥ ১৫৯॥
গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়॥ ১৬০॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥ ১৬১॥
এতবলি গোপাল গেলা গোসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা॥ ১৬২॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥ ১৬৩॥
ইহাঁকে চন্দন দিলে গোপাল হইবেন শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥ ১৬৪॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পয়সা না দিয়া যাইবার জন্য, 'রাজপাত্রদ্বার, রাজলেখা অর্থাৎ পরওয়ানা পুরীগোসাইর হস্তে দেওয়া হইয়াছে॥ ১৫৬॥

শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥ ১৬৫ ॥
পুরী কহে,—এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন ॥ ১৬৬ ॥
এই মত চন্দন দেই প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥ ১৬৭ ॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥ ১৬৮ ॥
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥ ১৬৯ ॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

এই দুই, পুরীর সহিত যাঁহারা আসিয়াছেন ॥ ১৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

চাতুর্ম্মাস্য। আষাঢ়শুক্লা শয়ন একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকশুক্লা উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চান্দ্রমাস চতুষ্টয় অথবা আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্রমাসচতুষ্টয় অথবা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সৌরমাস চতুষ্টয় কাল চাতুর্ম্মাস্য বর্ষাকাল। এই চারিমাস কালব্যাপীব্রত চারি আশ্রমের সকলেরই পাল্য। উদ্দেশ্য সর্ব্বভোগত্যাগ। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাজ্য। অন্য ভোগযোগ্য বিষয় ত্যাগ শিক্ষা তাৎপর্য্য ॥ ১৬৯ ॥

প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥ ১৭১ ॥
দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবারে স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥ ১৭২ ॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইল।
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিল ॥ ১৭৩ ॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা করি ॥ ১৭৪ ॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরীগোসাঞির প্রেম উথলিল ॥ ১৭৫ ॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল ॥ ১৭৬ ॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

ম্লেচ্ছদেশে, মেদিনীপুর জেলার অনেকাংশ পর্য্যন্ত উৎকল রাজাদিগের রাজ্য ছিল। তাহা হিন্দু রাজার দেশ। তাহার পর প্রায় সমস্ত দেশই ম্লেচ্ছ রাজার অধীন। স্থানে স্থানে ম্লেচ্ছরাজের চর সকল পথিকগণের সহিত ভাল দ্রব্য থাকিলে কাড়িয়া লইত। গৌড়দেশে সে কর্পূর চন্দন দুর্লভ। ঐরূপ জঞ্জাল ঘটিবে এই আশঙ্কায় পুরী-গোসাই বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইতে অনেক কষ্ট মনে করিবেন, সেই কষ্ট

পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ ১৭৮ ॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন ॥ ১৭৯ ॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া ॥ ১৮০ ॥
ভোকে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দন ভার বহি লঞা যায় ॥ ১৮১ ॥
মণেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব এই আনন্দে প্রচুর ॥ ১৮২ ॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহাঁ এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া ॥ ১৮৩ ॥
ম্লেচ্ছদেশে দূর পথ জগাতি অপার।
কেমতে চন্দন নিব নাহি এ বিচার ॥ ১৮৪ ॥

দূর করিবার জন্য রেমুণাস্থ শ্রীগোপীনাথকে চন্দন অর্পণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন ॥ ১৭৬।১৭৭ ॥

ভোকে রহে,—ক্ষুধিত থাকে ॥ ১৮১ ॥

অনুভাষ্য।

গ্রাম্যবার্ত্তা। স্ত্রীপুরুষঘটিত কথা। গ্রামসম্বন্ধীয় সকল কথা ॥১৭৯॥

সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে।
তথাপি উৎসাহ বড় চন্দন লঞা যাতে ॥ ১৮৫ ॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥ ১৮৬ ॥
এই তাঁর গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥ ১৮৭ ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আইল।
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল ॥ ১৮৮ ॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান ॥ ১৮৯ ॥
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝিতেও আমা সবার নাহি অধিকার ॥ ১৯০ ॥
এতবলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥ ১৯১ ॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥ ১৯২ ॥
রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঘাটি,—জগাইত, যাহারা প্রহরীরূপে পথে জাগিয়া থাকে ॥১৮৪॥
বট,—কড়ি। কপর্দ্দক ॥ ১৮৫ ॥

রসকাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥ ১৯৩ ॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥ ১৯৪ ॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥ ১৯৫ ॥
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥ ১৯৬ ॥

(তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুঃশতাঙ্কধৃত মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যং)

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥১৯৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চৌঠজন,—চতুর্থজন অর্থাৎ রাধাঠাকুরাণী, মাধবেন্দ্রপুরী ও মহাপ্রভু এই তিনজনেই এই শ্লোকের আস্বাদন করিয়াছেন। অন্য চতুর্থব্যক্তি ইহা আস্বাদনের যোগ্য ছিলেন না ॥ ১৯৫ ॥

ওহে দীনদয়ার্দ্র নাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে আপনাকে দর্শন করিব। তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত! আমি এখন কি করিব? ॥ ১৯৭ ॥

তাৎপর্য্য। শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যসম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গাররসময়ীভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ সময়ে তত্ত্ববাদীগণের

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ১৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা দ্বারা শৃঙ্গাররসময়ীভক্তির বীজবপন করেন।

ইহাতে ভাব এই যে, শ্রীমতী রাধিকা মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত-শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস করিয়াছিলেন, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায় তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে এই ভাবে ডাকিবেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন লালসায় বলিতেছেন, হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল। বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই। আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধব দর্শনে যে ভাববৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে, শৃঙ্গাররসভক্তির মূল মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার মূলস্কন্ধ। প্রভুর অনুগত ভক্তগণ তাহার শাখাপ্রশাখা ॥ ১৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

অয়ি শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিন্যাঃ স্বরমণং প্রতি মধুরসম্বোধনং হে দীন-দয়ার্দ্র দীনানাং কৃষ্ণবিরহকাতরাণাং গোপীনাং স্বজনানাং সম্বন্ধে বা দয়া তাসাং বিপ্রলম্ভাপনোদিনী সাক্ষাৎরূপগুণলীলা-স্ফূর্ত্তিবিধায়িনী কৃপা

আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥ ১৯৯ ॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে হাসে কান্দে নাচে গায় ॥ ২০০ ॥
অয়ি দীন অয়ি দীন বলে বারবার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার ॥ ২০১ ॥
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ২০২ ॥
এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ ২০৩ ॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল ॥ ২০৪ ॥

অনুভাষ্য।

তস্মা আর্দ্রঃ সরসহৃদয়ঃ উৎকটবিরহতাপার্ত্তগোপীকৃপাপরকোমলচিত্ত হে নাথ মাদৃশগোপীজনৈকবল্লভ হে মথুরানাথ মাথুরজনেশ্বর চেৎ গোপীজনবল্লভাভিমানস্তব বর্ত্ততে তদা অস্মান্ গোপীঃ বিস্মৃত্য কথং ঐশ্বর্য্য-বাসনয়া মাথুর-সাধারণীকান্তামোদার্থং তত্রাবস্থিতিঃ ততঃ গোপীকৃপা-রহিতকঠিনহৃদয় কদা ত্বং বিরহকাতরয়া গোপ্যা তদ্ভাবাশ্রিতেন ময়া অবলোক্যসে। ত্বদলোককাতরং তব দর্শনায় কাতরং ব্যাকুলং উদ্ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদিময়ং গোপীজনহৃদয়ং ভ্রাম্যতি উন্মাদয়তি কিং করোমি তৎ কথয় ॥ ১৯৭ ॥

ঠাকুরে শয়ন করাইয়া পূজারী হৈল বাহির।
প্রভুর আগে আনি দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥ ২০৫ ॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥ ২০৬ ॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥ ২০৭ ॥
গোপীনাথ রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২০৮ ॥
নাম সংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা।
মঙ্গল আরতি দেখি প্রভাতে চলিলা ॥ ২০৯ ॥
এইত আখ্যানে কহিলা দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তপ্রেম সীমা ॥ ২১০ ॥
ভক্ত সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন।
শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরী গোসাঞির গুণ ॥২১১॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥ ২১২ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-
চরিতাস্বাদনং নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যং।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু যাজপুর হইয়া কটকনগরে পৌঁছিলে, তথায় শ্রীসাক্ষীগোপাল দর্শনে গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মুখে গোপালের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলেন। বিদ্যানগরনিবাসী দুইটী ব্রাহ্মণ বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলে, বৃদ্ধবিপ্র যুবাবিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কন্যা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যুবাবিপ্র বৃদ্ধবিপ্রকে বৃন্দাবনস্থ গোপালের সম্মুখে ঐ বিষয় অঙ্গীকার করাইয়া গোপালকে সাক্ষী রাখিলেন। স্বদেশে আসিয়া যুবাবিপ্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে বৃদ্ধবিপ্র স্বীয় পুত্র কলত্রাদির অনুরোধে কহিলেন আমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ নাই। তাহাতে যুবাবিপ্র গোপালের নিকট পুনরায় গিয়া সমস্ত নিবেদন করতঃ ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিয়া দক্ষিণদেশে আনিলেন। গোপাল যুবাবিপ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নূপুরের ধ্বনি করিয়া বিদ্যানগরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া তথায় স্থিত হইলেন। যুবাবিপ্র তদ্দেশস্থ ভদ্রগণকে

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৃদ্ধবিপ্র ও তাঁহার পুত্রকে তথায় উপস্থিত করাইয়া গোপালের সাক্ষ্য দেওযাইলে তাহারা চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধবিপ্রের কন্যার সহিত যুবাবিপ্রের উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করাইল। তদ্দেশীয় রাজা গোপালের প্রতি ভক্তি করিয়া মন্দিরাদি করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেবকে বিদ্যানগরের রাজা জগন্নাথের ঝাড়ুদার বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া স্বীয় কন্যা দিতে অস্বীকার করায় পুরুষোত্তমদেব শ্রীজগন্নাথের সহায়তা লাভ করতঃ ঐ রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন। পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা ও রাজ্য গ্রহণ করিলেন। সেই সময় হইতে বৈষ্ণবরাজ পুরুষোত্তমদেবের ভক্তিডোরেবদ্ধ হইয়া গোপাল কটকনগরে আনীত হন। এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মহা প্রেমের সহিত গোপাল দর্শন করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে শিবদর্শন করতঃ কমলপুরে ভার্গীনদীতীরে কপোতেশ্বর-শিব-দর্শনছলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ড রাখিয়া যান। তিনি দণ্ডটীকে তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন। আঠারনালার নিকটে গিয়া মহাপ্রভু দণ্ড না পাইয়া সঙ্গীগণ রাখিয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন।

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমারূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় তথায় পদচালনপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষীগোপালকে আমি প্রণাম করি॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ গোপালঃ প্রতিমাস্বরূপঃ অর্চ্চাশ্রিতবিগ্রহঃ ব্রহ্মণ্যদেবঃ পদ্ভ্যাং

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুরগ্রাম।
বরাহ ঠাকুর দেখি করিলা প্রণাম ॥ ৩ ॥
নৃত্যগীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্র রহি করিলা গমন ॥ ৪ ॥
কটক আইলা সাক্ষীগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ॥ ৫ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপালে স্তবন ॥ ৬ ॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥ ৭ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষীগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাজপুরগ্রাম,—উৎকল দেশে বৈতরণী নদীতীরে বিরজাক্ষেত্র নাভি-গয়ারূপ তীর্থবিশেষ ॥ ৩ ॥

অনুভাষ্য।

চলন্ বিপ্রকৃতে ব্রাহ্মণস্তোপকারায় হি শতাহগম্যং শতদিবসপ্রাপ্যং দেশং মাথুরমণ্ডলাৎ বিদ্যানগরং যযৌ অহং তং অদ্ভুতেহং অপূর্ব্বচেষ্টাসমন্বিতং সাক্ষিগোপালং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যাজপুর, কটকজেলার এক মহকুমা। ইহাকে নাভিগয়া কহে। এখানে ব্রাহ্মণ নগর পল্লীতে বরাহদেব আছেন ॥ ৩ ॥

সাক্ষীগোপালের কথা শুনি লোকমুখে।
সেই কথা কহেন প্রভু শুনে মহাসুখে ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুইত ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন ॥ ১০ ॥
গয়া বারাণসী প্রয়াগ সকল করিয়া।
মথুরাকে আইলা দুঁহে আনন্দিত হঞা ॥ ১১ ॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাক্ষীগোপাল,—কটক, মহানদীতীরে প্রধান নগর। তথায় সে সময় সাক্ষীগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষীগোপাল দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কটকে কিছুদিন থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথমন্দিরে কিছু দিন রহিলেন। তথায় কোন প্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহারাজ, পুরুষোত্তম হইতে তিনক্রোশ দূরে একটী সত্যবাদী নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটী পাকা মন্দিরে সাক্ষীগোপাল বিরাজমান ॥ ৮ ॥

দ্বাদশবন,—যথা, ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডির ও মহাবন এই পাঁচটী বন যমুনার পূর্ব্বে। মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন এই শেষ সাতটী বন যমুনার পশ্চিমে। এই দ্বাদশবন দেখিয়া শেষে পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবননামক স্থানে গমন করিল। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বাদশবন মধ্যে যে বৃন্দাবন তাহা এই বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ হইয়া

বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরের গোপালের মহা সেবা হয় ॥ ১৩ ॥
কেশী তীর্থ কালীয়-হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাহা করিলা বিশ্রাম ॥ ১৪ ॥
গোপাল সৌন্দর্য্য দুহাঁর মন নিল হরি।
সুখ পাঞা রহে তাহা দিন দুই চারি ॥ ১৫ ॥
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রায়।
আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায় ॥ ১৬ ॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাহ্বার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৭ ॥
বিপ্র বলে তুমি মোর বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া আর তীর্থ করাইলা ॥ ১৮ ॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥ ১৯ ॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥ ২০ ॥
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নন্দগ্রাম, বর্ষাণ পর্য্যন্ত ষোল্‌ক্রোশ ব্যাপৃত। তন্মধ্যে পঞ্চক্রোশ বৃন্দাবন নামক গ্রাম ॥ ১২ ॥

অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয় ॥ ২১ ॥
মহাকুলীন তুমি বিদ্যা ধনাদি প্রবীণ।
আমি অকুলীন আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥ ২২ ॥
কন্যা দান পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার ॥ ২৩ ॥
ব্রাহ্মণ সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়য় ॥ ২৪ ॥
বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি ইথে কি বিস্ময় ॥ ২৫ ॥
ছোট বিপ্র বলে তোমার স্ত্রীপুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠি তোমার বহুত বান্ধব ॥ ২৬ ॥
তা সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যা দান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ ২৭ ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

ভাগবত ১০ স্ক ৫২ অধ্যায়। রাজাসীদ্ভীষ্মকো নাম বিদর্ভাধিপতি-র্মহান্। তস্য পঞ্চাভবন্ পুত্রাঃ কন্যৈকা রুচিরাননা॥ রুক্ম্যগ্রজা। বন্ধুনামিচ্ছতাং দাতুং কৃষ্ণায় ভগিনীং নৃপ। ততো নিবার্য্য কৃষ্ণদ্বিট্ রুক্মী চৈদ্যমমন্যত॥ ৫৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণঃ সুনন্দায়। তথাহমপি

বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজধন।
নিজ ধন দিতে নিষেধিবে কোনজন ॥ ২৯ ॥
তোমাকে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার ॥ ৩০ ॥
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে আছে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ ৩১ ॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল ॥ ৩২ ॥
ছোট বিপ্র বলে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদ্যন্যথা দেখি ॥ ৩৩ ॥
এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ॥ ৩৪ ॥
দেশে আসি দুই জনে গেলা নিজ ঘরে।
কত দিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তরে ॥ ৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

তচ্চিন্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি। বেদাহং রুক্মিণা দ্বেষান্মমোদ্বাহো নিবারিতঃ ॥ বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠপুত্র রুক্মী কৃষ্ণসহ ভগিনীর বিবাহে কুকথা বলিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধকালে বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে, রুক্মিণী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জীবন লাভ করেন। কৃষ্ণ অসি দ্বারা তাহার শ্মশ্রুকেশ ছাঁটিয়া লইয়া বিরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥

তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিব নিশ্চয়॥ ৩৬॥
এক দিন নিজ লোক একত্র করিল।
তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল॥ ৩৭॥
শুনি সব গোষ্ঠি তাহার করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিবে আর॥ ৩৮॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস॥ ৩৯॥
বিপ্র বলে তীর্থ বাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক সে হউক আমি দিব কন্যা দান॥ ৪০॥
জ্ঞাতি লোক কহে মোরা তোমাকে ছাড়িব।
স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥ ৪১॥
বিপ্র বলে সাক্ষী বোলায়া করিবেক ন্যায়।
জিতে কন্যা লবে মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম হায়॥ ৪২॥
পুত্র বলে প্রতিমা সাক্ষী সেহ দূর দেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥ ৪৩॥
নাহি কহি না কহি এ মিথ্যা বচন।
সবে কবে মোর কিছু নাহিক স্মরণ॥ ৪৪॥
তুমি যদি কহ আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥ ৪৫॥

এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হইল মন ।
একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ ॥ ৪৬ ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজ জন ।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইনু স্মরণ ॥ ৪৭ ॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল ।
আর দিন লঘু বিপ্র তার ঘরে আইল ॥ ৪৮ ॥
আসিয়া পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি ।
বিনয় করিয়া কহে কর দুই যুড়ি ॥ ৪৯ ॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার ।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্যবহার ॥ ৫০ ॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি ।
তার পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি ॥৫১॥
অরে অধম মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ।
বামন হঞা চন্দ্র যেন চাহসি ধরিতে ॥ ৫২ ॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল ।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥ ৫৩ ॥
সব লোক বড় বিপ্রে ডাকিয়া আনিল ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

'আমি কন্যা দিব বলি নাই' এরূপ মিথ্যা বচন না কহিবে, কেবল এই মাত্র কহিবে ইহা স্মরণ নাই ॥ ৪৪ ॥

তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ৫৪ ॥
এহোঁ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন পুছ ইহঁার ব্যবহার ॥ ৫৫ ॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেন না দেহ যদি দিয়াছ বচন ॥ ৫৬ ॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ ॥ ৫৭ ॥
এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্য ছল পাঞা।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া ॥ ৫৮ ॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন ॥ ৫৯ ॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি এই সঙ্গে একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল ॥ ৬০ ॥
সব ধন লঞা কহে চোরে লইল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন ॥ ৬১ ॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥ ৬২ ॥
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥ ৬৩ ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।

ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন ॥ ৬৪ ॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা ॥ ৬৫ ॥
তবে মুঞি নিষেধিনু শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥ ৬৬ ॥
কাহাঁ তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাহাঁ মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন ॥ ৬৭ ॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিব তুমি করহ স্বীকার ॥ ৬৮ ॥
তবে আমি কহিলাম শুন মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥ ৬৯ ॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥ ৭০ ॥
কন্যা তোরে দিব দ্বিধা না করিহ চিত্তে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে ॥ ৭১ ॥
তবে আমি কহিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ সুদৃঢ় বচন ॥ ৭২ ॥
তবে ইহোঁ গোপালেরে আসিয়া কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥ ৭৩ ॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।

কহিলাম তাঁর পদে প্রণত হইয়া ॥ ৭৪ ॥
যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যা দান।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায় হইও সাবধান ॥ ৭৫ ॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥ ৭৬ ॥
তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা ॥ ৭৭
তবে কন্যা দিব আমি জানিহ নিশ্চয়।
তার পুত্র কহে এই ভাল বাত হয় ॥ ৭৮ ॥
বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিবে প্রমাণ ॥ ৭৯ ॥
পুত্রের মনে প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
এই বুদ্ধ্যে দুই জন হইয়া সম্মতে ॥ ৮০ ॥
ছোট বিপ্র বলে পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি চলে এসব বচন ॥ ৮১ ॥
তবে সব লোক মেলি পত্র ত লিখিল।
দুঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল ॥ ৮২ ॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্ব্বজন।
এই বিপ্র সত্য-বাক্ ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥ ৮৩ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন।

স্বজন মৃত্যু ভয়ে কহে অসত্য বচন ॥ ৮৪ ॥
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইব।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥ ৮৫ ॥
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে ॥ ৮৬ ॥
তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ॥ ৮৭ ॥
ব্রহ্মণ্য দেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ ৮৮ ॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ ॥ ৮৯ ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী নাহি দেই তার পাপ হয় ॥ ৯০ ॥
কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবনে।
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥ ৯১ ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥ ৯২ ॥
বিপ্র বলে যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥ ৯৩ ॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।

সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্ব লোক শুনে ॥ ৯৪ ॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥ ৯৫ ॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ ॥ ৯৬ ॥
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ ৯৭ ॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে ॥ ৯৮ ॥
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥ ৯৯ ॥
এক সের অন্ন রান্ধি করিহ সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥ ১০০ ॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥ ১০১ ॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিপ্রের উপকারের জন্য তুমি তোমার অনাচরণীয় কার্য্য সকল করিয়া থাক ॥ ৯৬ ॥

এই মতে চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা ।
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা ॥ ১০৩ ॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবনে ।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর গমনে ॥ ১০৪ ॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ।
ইহা যদি রহেন তবু নাহি কিছু ভয় ॥ ১০৫ ॥
এত ভাবি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল ।
হাসিয়া গোপাল দেব তথায় রহিল ॥ ১০৬ ॥
ব্রাহ্মণেরে কহে তুমি যাহ নিজ ঘর ।
এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর ॥ ১০৭ ॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥ ১০৮ ॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ।
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে ॥ ১০৯ ॥
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত ।
প্রতিমা চলিয়া আইলা শুনিয়া বিস্মিত ॥ ১১০ ॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা ।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১১১ ॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল ।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যা দান কৈল ॥ ১১২ ॥

তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর ॥ ১১৩ ॥
দুহাঁ সত্যে তুষ্ট হইলাম দুহেঁ মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর ॥ ১১৪ ॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে ॥ ১১৫ ॥
গোপাল রহিলা দুহেঁ করেন সেবন।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক জন ॥ ১১৬ ॥
সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিয়া ॥ ১১৭ ॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষীগোপাল বলি তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥ ১১৮ ॥
এই মত বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করিয়াছেন চিরকাল ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

বিদ্যানগর। ত্রৈলঙ্গদেশে গোদাবরী নদী পূর্ব্ব সমুদ্রে বঙ্গোপসাগরে যথায় মিলিতা হইয়াছেন তাহা কোটদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যা রাজের তৎপ্রদেশে এক প্রাদেশিক রাজধানী ছিল, তাহার নাম বিদ্যানগর। ঐ নগর গোদাবরী নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত ছিল। উৎকলরাজ পুরুষোত্তম সেই দেশ নিজাধিকারে আনয়ন করিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দ্বারা রাজ্য করিতেন। বর্ত্তমান গোদাবরীর

উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
সেই দেশ জিতি নিল করিয়া সংগ্রাম ॥ ১২০ ॥
সেই রাজা জিনি নিল তার সিংহাসন।
মাণিক্য সিংহাসন নাম অনেক রতন ॥ ১২১ ॥
পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্ত রাজ।
গোপাল চরণে মাগে চল মোর রাজ ॥ ১২২ ॥
তার ভক্তিবশে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটক আইল ॥ ১২৩ ॥
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য সিংহাসন।
কটকে গোপাল সেবা করিল স্থাপন ॥ ১২৪ ॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে।
ভক্তি করি বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ ১২৫ ॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হইল মনেতে চিন্তয় ॥ ১২৬ ॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।

অনুভাষ্য।

উত্তর তটস্থিত রাজ মহেন্দ্রী হইতে বিদ্যানগর ২০।২৫ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ পারে অবস্থিত। প্রতাপরুদ্রের কালে রামানন্দরায় তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভিজিয়া নগরম্ ভিজিয়ানা গ্রাম বা বিজয়নগর এই বিদ্যানগর নহে ॥ ১১৯ ॥

তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥ ১২৭ ॥
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে ॥ ১২৮॥
বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়া ছিল বহু যত্ন করি ॥ ১২৯ ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥ ১৩০ ॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজাকে কহিল।
রাজাসহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ ১৩১ ॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিয়া।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥ ১৩২ ॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষীগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ॥ ১৩৩ ।
নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত সহিত ॥ ১৩৪ ॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণে দেখে যেন দুহেঁ এক মূর্ত্তি ॥ ১৩৫ ॥
দুহেঁ এক বর্ণ দুহেঁ প্রকাণ্ড শরীর।
দুহেঁ রক্তাম্বর দুহাঁর স্বভাব গম্ভীর ॥ ১৩৬ ॥
মহা তেজোময় দুহেঁ কমল নয়ন।

দুহাঁর ভাবাবেশে দুহেঁ চন্দ্রবদন ॥ ১৩৭ ॥
দুহাঁ দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে ॥ ১৩৮ ॥
এই মত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া ॥ ১৩৯ ॥
ভুবনেশ্বর পথে যৈছে কৈল দরশন।
বিস্তারি বর্ণিযাছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১৪০ ॥
কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য।

১ চৈতন্যভাগবত অন্ত্য দ্বিতীয়। তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর। গুপ্তকাশী বাস যথা করেন শঙ্কর ॥ সর্ব্বতীর্থজল যথা বিন্দু বিন্দু আনি। বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি। শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য। স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥ স্কন্দপুরাণে শিবের একাম্রকানন লাভের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। কাশীরাজ নামে একরাজা পূজা করিয়া শিবকে সন্তোষ করিয়া কৃষ্ণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শিব তাঁহার সহায়তা করেন; পরে কাশীরাজ বিনষ্ট হইলে, শিবের পাশুপতঅস্ত্র বিফল হইলে, কৃষ্ণ কাশীদগ্ধ করেন। শিব, কৃষ্ণমাহাত্ম্য অবগত হইয়া নিজাপরাধ ক্ষমাপণ করাইয়া শ্রীনীলাচলের নিকট একাম্রকানন লাভ করেন। এখানে কেশরীবংশীয় রাজগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া কয়েকশতাব্দী উৎকলদেশে রাজ্য করেন ॥ ১৪০ ॥

কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে॥ ১৪২ ॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্ত সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যলীলা, ২য় অধ্যায়ে। কটক হইতে রাজপথে বাহির হইয়া বালিহন্তা বা বালকাটিচটি হইয়া ভুবনেশ্বর ২।৩ ক্রোশ ॥১৪০॥

ভার্গীনদী, এক্ষণে দণ্ডভাঙ্গানদী বলিয়া বিখ্যাত। পুরীর তিন ক্রোশ উত্তর ॥ ১৪১ ॥

কপোতেশ্বর, দণ্ডভাঙ্গা নদীর নিকটে ॥ ১৪২ ॥

দণ্ড,—সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভু যে দণ্ডটী পাইয়াছিলেন, তাহা নিত্যানন্দপ্রভুর হস্তে রাখিয়া কপোতেশ্বর যান, নিত্যানন্দপ্রভু ঐ দণ্ডকে তিনখণ্ড করিয়া ভার্গীর জলে ভাসাইয়া দেওয়ায়, ভার্গীর নাম দণ্ডভাঙ্গা হইয়াছে। কায, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড ধারণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড ধারণবিধি। শ্রীমহাপ্রভুর সেরূপ দণ্ডধারণ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, নিত্যানন্দপ্রভু তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন ॥ ১৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

দণ্ড। শ্রীগৌরসুন্দর কাটোয়ায় শাঙ্করভারতী সম্প্রদায়ের একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই সন্ন্যাসদণ্ড তিন ভাগে ভাঙ্গিয়া ভার্গী (বর্ত্তমানকালে দণ্ডভাঙ্গা) নদীতে ফেলিয়া দেন। কুটীচক ও বহূদক অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়। হংস ও পরমহংস অবস্থায় দণ্ড

জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ১৪৪ ॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥ ১৪৫ ॥
হাসে কান্দে নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হৈল সহস্র-যোজন ॥ ১৪৬ ॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা।

অনুভাষ্য।

ত্যাগ করাই বিধেয়। চতুর্দ্দশ ভুবনপতি গৌরহরির অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় ন্যূনাধিকার প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই জানিয়া নিত্যানন্দ স্বরূপ উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেন ॥ ১৪৩ ॥

দেউল, দেবালয়। অনঙ্গভীমরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৃহৎস্থান-শ্রীজগন্নাথের মন্দির। উপলভোগের মন্দির লোগবন্ধন খণ্ড এবং বাহিরের উচ্চ চত্বর তৎকালে নির্ম্মিত হয় নাই ॥ ১৪৪ ॥

রাজমার্গ। জগন্নাথদর্শনের যাত্রিগণ বঙ্গদেশ হইতে যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষোত্তম গমন করেন ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীমহাপ্রভু তিনক্রোশ দূর হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দির দর্শন করিয়া বিরহাতিশয্যে সাত্ত্বিক বিকার লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। উৎকট বিপ্রলম্ভে যে প্রকার ক্ষণকালের বিরহ যুগপৎ প্রতীত হয়, চক্ষুর পলক থাকার জন্য গোপীগণ যে প্রকার বিধির মূর্খতা নির্দ্দেশ করেন তদ্রূপ তিন ক্রোশপথ মহাপ্রভুর নিকট সুদূর সহস্রযোজন বলিয়া অনুমিত হইল ॥ ১৪৬ ॥

তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥ ১৪৭ ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে দণ্ড হৈল তিন খণ্ড ॥ ১৪৮ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ তেরচে দণ্ড উপরে পড়িনু ॥ ১৪৯ ॥
দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই দণ্ড কাহাঁ পড়িল কিছু না জানিল ॥ ১৫০ ॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড ॥ ১৫১ ॥
শুনি কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিল।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আঠাবনালা, পুরীনগরে প্রবেশ হইবার যে সেতু আছে তাহার নাম আঠারনালা। তাহাতে ১৮টী খিলান আছে ॥ ১৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর বেধসন্ন্যাস দণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা জানিয়া বৈধ-সন্ন্যাস দণ্ড বহন হইতে প্রভুকে অব্যাহতি দেন, তাহাতে মহাপ্রভু তাদৃশ দণ্ডত্যাগকার্য্যে বিবিৎসা সন্ন্যাসপর অযোগ্য দণ্ডীগণের যোগ্যতার পূর্ব্বে বৈদিক বিধি শিথিল হইবে ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। মহতের আচরণ জগতের অন্যান্য লোক অনুবর্ত্তন করেন, তজ্জন্য শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি কথিত ভক্ত্যনুকূল বৈধমার্গ অবহেলা পূর্ব্বক তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যাঁহারা

নীলাচলে আসি মোর সবে হিত কৈলা ।
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা ॥ ১৫৩ ॥
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে ।
কিবা আমি আগে যাই না যাহ সহিতে ॥ ১৫৪ ॥
মুকুন্দদত্ত কহে প্রভু তুমি যাহ আগে ।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমার সঙ্গে ॥১৫৫॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি ।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥ ১৫৬ ॥
ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তিঁহো কেনে ভাঙ্গায় ।
ভাঙ্গাইয়া ক্রোধ তিঁহো এহোঁত দোষায় ॥ ১৫৭ ॥
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম গম্ভীর ।
সেই বুঝে দুহাঁর পদে যার ভক্তি ধীর ॥ ১৫৮ ॥

অনুভাষ্য ।

বিশৃঙ্খলমার্গকে অনুরাগ পথ বা অবধূতাচার মনে করেন তাদৃশ ভ্রান্তচিত্তের অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া এই ক্রোধ প্রদর্শন লীলা ॥ ১৫২ ॥

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে প্রকৃতপ্রস্তাবে ধীরভাবে যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহাদের প্রভুদ্বয়ের স্বরূপ ও দণ্ডভঙ্গ লীলার তাৎপর্য্য ধারণা হইবে। পূর্ব্বমহাজনগণ কৃষ্ণপদসেবা দ্বারা গৃহীতদণ্ড হইয়া সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। মহাপ্রভুও সাধকভাবে মহাজন পথের অনুগমন করিয়া বৈধসন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। বিদ্বৎসন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিদিষা বা বিষয়ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনু-

ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ॥ ১৫৯ ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেইজন।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল চরণ ॥ ১৬০ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষিগোপাল চরিত্র বর্ণনং নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ॥

অনুভাষ্য।

কৃপ অনুষ্ঠান লোকশিক্ষার্থে সাধকজীবনে আবশ্যক ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ, প্রভু গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ড বহন কার্য্য উচ্চ পরমহংসাধিকারে প্রয়োজন নাই জানিয়া, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুকে কুটীচক বা বহূদক অবস্থায় স্থিত এরূপ ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে তজ্জন্য মানবদিগের পরমোচ্চতম অবস্থায় স্থিত আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ড ত্যাগ করান ॥ ১৫৮ ॥

১। শ্রীগোপালমূর্ত্তি নিত্য সত্যবিগ্রহ। ২। স্বয়ং সত্যবিগ্রহ জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ৩। ব্রাহ্মণ জীবনে সত্যে অবস্থান বিশেষ প্রয়োজন। ৪। ব্রহ্মণ্যের স্থাপনকর্ত্তা, ও ব্রহ্মণ্যের বশীভূত স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণাশ্রিত ব্রহ্মণ্য কেবল মায়িক নহে ॥ ১৫৯ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ং।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ কথাসার।

মহাপ্রভু জগন্নাথদর্শনে মহাপ্রেমে মহাভাবরূপে সাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হওয়ায় সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজগৃহে উঠাইয়া লইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথাচার্য্য মুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও নীলাচল আগমনের কথা শুনিলেন। লোকপরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করতঃ সকলেই সার্ব্বভৌমের ভবনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দাদি সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত জগন্নাথদর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয়প্রহরে মহাপ্রভুর চৈতন্য হইল। সার্ব্বভৌম যত্নপূর্ব্বক সকলকে মহাপ্রসাদ সেবা করাইলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে স্বীয় মাতৃস্বসাগৃহে বাসাঘর করিয়া দিলেন। গোপীনাথাচার্য্য মহাপ্রভুকে ঈশ্বর-বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত অনেক বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং পাণ্ডিত্যক্রমে ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হন না, এইসকল কথা গোপীনাথ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু যে সাক্ষাৎ ভগবান্,

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহা ভাগবত ও ভারত হইতে প্রতিপন্ন করিলেন। তথাপি সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য সে কথার প্রতি পরিহাস করিলে ঐ সব কথা মহাপ্রভুর কর্ণ-গোচর হইল। মহাপ্রভু কহিলেন, ভট্টাচার্য্য আমাদের গুরু, স্নেহ করিয়া যাহা বলেন তাহা আমাদের মঙ্গলজনক। ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকারপূর্ব্বক সপ্তদিন পর্য্যন্ত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, হে কৃষ্ণচৈতন্য তুমি বেদান্ত বুঝিতে পার না। প্রভু উত্তর করিলেন, আপনি শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতেছি। ব্যাসকৃত সূত্রগুলি আমি বেশ বুঝিতে পারি; কেবল আপনি যে মায়াবাদিভাষ্য পড়িতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু উপনিষদ্ ও বেদান্ত ব্যাখ্যা পূর্ব্বক সবিশেষবাদ স্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন মায়া-বাদীর মতে ব্রহ্ম নিরাকার ও শক্তিহীন। মায়াবাদীদিগের এই দুইটী মহাভ্রম। বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদমতে ঈশ্বর ও জীব যুগপৎ স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ নিত্য ভিন্ন এবং নিত্য অভিন্ন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই বেদ ও বেদান্তের মত। মায়াবাদীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার করিয়া পরাস্ত হইয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনামত আত্মারামশ্লোকের অষ্টাদশপ্রকার অর্থ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের যখন জ্ঞানোদয় হইল, প্রভু তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইলেন।

আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে ।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

ভট্টাচার্য্য শতশ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে একদিবস মহাপ্রভু অরুণোদয়কালে শয্যোত্থানলীলা দর্শনপূর্ব্বক পাকালপ্রসাদ লইয়া ভট্টাচার্য্যকে দিলেন। ভট্টাচার্য্য তখন মতবাদ-জনিত জাড্যশূন্য হইয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। অন্য-দিবস ভট্টাচার্য্য ভক্তির শ্রেষ্ঠসাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিলেন। আর একদিবস সার্ব্ব-ভৌম 'তত্তেঽনুকম্পা' শ্লোকের শেষাংশে মুক্তিপদের পরিবর্ত্তন করিয়া ভক্তিপদে, এই শব্দযোজনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। প্রভু কহিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ-পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। 'মুক্তিপদ' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়। ভট্টাচার্য্য সে সময়ে শুদ্ধভক্তির পাত্র হইয়া কহিলেন যদিও 'মুক্তিপদ' শব্দে কৃষ্ণ এই অর্থ হয়, তথাপি আশ্লিষ্য-দোষে 'মুক্তিপদ' শব্দটা ব্যবহার করিতে রুচি হয় না। 'ভক্তিপদ' বলিলে ভক্তের বড় সুখ হয়। ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ হইতে নিস্তার কথা শুনিয়া নীলাচলবাসী পণ্ডিতগণ প্রভুর শরণাগত হইলেন।

যে সর্ব্বভূমাপুরুষ কুতর্ক কর্কশ হৃদয় সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকে ভক্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য ।

যঃ গৌরচন্দ্রঃ সর্ব্বভূমা সর্ব্বেভ্যঃ দেবীধামান্তর্গত-সর্ব্বোপাধিধারিভ্যঃ দেবনরেভ্যঃ ব্রহ্মলোক-বৈকুণ্ঠগোলোকান্তর্বস্থিতেভ্যঃ কৃষ্ণেতর-সর্ব্ববস্তুভ্যঃ

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা॥ ৪॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন।
পড়িছা মারিতে তেহোঁ কৈল নিবারণ॥ ৫॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্ময় অপার॥ ৬॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥ ৭॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারা নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া॥ ৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পড়িছা, শ্রীমন্দিরের দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারী বিশেষ। সেই পড়িছা সার্ব্বভৌমের শিক্ষাশিষ্য ছিল॥ ৫॥

অনুভাষ্য।

ভূমা মহত্ত্বং যস্য সঃ পরমপরমাত্মা কুতর্ককর্কশাশয়ং কুতর্কেণ স্বরূপ-স্ববৃত্ত্যাদিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণসেবনেতর-চেষ্টয়া কুজ্ঞানাশ্রিতেন কর্কশঃ জড়াভিমানঃ আশ্রয়ঃ যস্য তং সার্ব্বভৌমং বাসুদেবাখ্যং ভক্তিভূমানং শুদ্ধভক্তি-পূর্ণং আচরৎ স্বপদসেবকং চকার, তং গৌরচন্দ্রং নৌমি॥ ১॥

ঘরে, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তৎকালে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে বালুখণ্ডে মার্কণ্ডের সরস্তটে বাস করিতেন। ঐ গৃহ পরে বর্ত্তমানকালে গঙ্গামাতামঠ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে॥ ৮॥

শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥ ৯ ॥
সূক্ষ্মতুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥ ১০ ॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥ ১১ ॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রণয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব হয় ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্য তৃতীয় ১৬২-সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

সূদ্দীপ্ত। অষ্টসাত্ত্বিকবিকারের গোপনচেষ্টা দ্বিবিধা। ধূমায়িত ও জ্বলিতা। ধূমায়িতা। অদ্বিতীয়া অমীভাবাঃ অথবা সদ্বিতীয়কাঃ। ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতা। এক অথবা দুইটীভাব সহজ ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হইলে যে ভাবের গোপন সম্ভব-পর হয় সেই ভাবকে ধূমায়িত বলে। জ্বলিতা। দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যুগপদ্ যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাং। শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ। এককালে দুই বা তিন সাত্ত্বিকভাব প্রকাশমান হইলে তাহা কষ্টে সঙ্গোপন সম্ভব হইলে তাহাকে জ্বলিতা বলে। দীপ্তা। প্রৌঢ়াস্ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্গতা। সম্বরিতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতা। তিন চারিটী প্রৌঢ় ভাব এককালীন উদয়ে সম্বরণ করিবার চেষ্টা বিফল হইলে ভাবজ্ঞ ধীরগণ তাহাকে দীপ্তা বলেন। উদ্দীপ্তাঃ। একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা। আরূঢ়াঃ

অধিরূঢ় মহাভাব যার তার এ বিচার।

অনুভাষ্য।

পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ। একৈকালে পাঁচটী অথবা সকল ভাব প্রকাশিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষতায় আরোহণ করিলে তাহাকে উদ্দীপ্তা বলে। উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ। সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষকোটীমাত্রৈব বিভ্রতি। উদ্দীপ্ত ভাব সমূহের প্রকারভেদই কোন কোন স্থলে সূদ্দীপ্ত আখ্যাত হয়। সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোটীগুণিত হইয়া পরমোৎকর্ষতা লাভ করিলে প্রেমপরাকাষ্ঠা সুন্দররূপে প্রকাশ হইলে সূদ্দীপ্ত সংজ্ঞা লাভ করে॥

নিত্যসিদ্ধভক্ত। পার্ষদভক্ত। দিব্যসূরি। চরিতামৃত মধ্য ২৪। বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ দাস। সখা, গুরু, কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ॥ ১২॥

অধিরূঢ় মহাভাব। উজ্জ্বলনীলমণৌ। অনুরাগঃ। সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ নায়িকার যে রাগ, প্রীতিপাত্র নায়কের রূপ গুণ মাধুর্য্য পূর্ব্বে নিত্য আস্বাদন করা সত্ত্বেও অনাস্বাদিত বোধে নায়িকার অনুভবে নায়ককে নূতন নূতন বোধ করায় সেই রাগ নূতন নূতন হইয়া অনুরাগ নামে কথিত হয়। ভাবঃ। অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে। নিজানুরাগ দ্বারা অনুরাগের সম্বেদনযোগ্যদশা লাভ করিয়া প্রকাশ যুক্ত হইলে যদ্যপি অনুরাগ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে ভাব বলে। প্রকাশ বিশিষ্ট না হইলে যাবদাশ্রয়বৃত্তির অভাববশতঃ আপনার দ্বারা সম্বেদনযোগ্য-দশায় কেবলমাত্র অনুরাগ থাকে তাহাকে ভাব বলা যায় না। মুকুন্দ-

মনুষ্যের দেহে দেখে বড় চমৎকার ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য।

মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥ বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ। স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ। রূঢ়ঃ উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে ॥ অধিরূঢ়ঃ। রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবাঃ দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥ এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কেবল ব্রজগোপীগণেরই এই মহাভাব একমাত্র সম্বেদ্য অর্থাৎ গোপী ব্যতীত অন্য ললনায় মহাভাব লক্ষিত হয় না। লৌকিক আস্বাদনীয় বস্তু সমূহের মধ্যে অমৃতের অধিক শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। অমৃতসদৃশ মহাভাব নামক প্রেমের অবস্থাবিশেষ হইতে পৃথক্ ভাবে মনের স্থিতি হয় না অর্থাৎ মন মহাভাবাত্মক হয়। ইন্দ্রিয় সমূহের মনোবৃত্তিরূপা গোপীগণের মন প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গণের মহাভাবরূপত্ব-নিবন্ধন সেই সেই ব্যাপারে সকল গুলিরই শ্রীকৃষ্ণের অতিবশ্যত্ব যুক্তি-সিদ্ধ। পট্টমহিষীগণের সম্ভোগেচ্ছাবশতঃ পৃথক্ অবস্থিত বলিয়া মন সম্যক্ প্রেমাত্মিকা নহে সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে মহাভাবের সম্ভাবনা নাই। মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাব সমূহ উদ্দীপ্ত তাহাই রূঢ় ভাব। রূঢ়ভাবে কথিত অনুভাব সমূহ হইতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বিশিষ্টতা লাভ করিলে যে অনুভাব লক্ষিত হয় তাহাই অধিরূঢ় মহাভাব। সূদ্দীপ্ত ভাব নহে। অধিরূঢ় ভাবে মোদন ও মাদন ভেদ আছে। রাধাকৃষ্ণের সাত্ত্বিক ভাব সমূহ যে অধিরূঢ় মহাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সুষ্ঠুতা লাভ করে তাহাই মোদন। হ্লাদিনী সার প্রেম যদি সর্ব্বভাবের উদ্গমনে উল্লাসশীল হয় তাহা

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ১৪ ॥
তাহা শুনি লোক কহে অন্যান্য বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ ॥ ১৫ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে ॥ ১৬ ॥
শুনি সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৭ ॥
নদীয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা ॥ ১৮ ॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তার হইল বিস্ময় ॥ ১৯ ॥
মুকুন্দ তাহারে দেখি কৈল নমস্কার।
তিহেঁা আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

হইলে তাহাকে মাদন বলে। ইহা পরাৎপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতেই সতত সম্ভাবনা হয়॥ ১৩॥

বিশারদ। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহাধ্যায়ী মহেশ্বর বিশারদ সমুদ্রগড়ের নিকটবর্ত্তী বিদ্যানগরে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম। জামাতা গোপীনাথাচার্য্য ॥ ১৭ ॥

মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহা হৈল আগমনে ।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥ ২১ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ।
সবে মেলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আর বার ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবা লঞা ॥ ২৩ ॥
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে ।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে ॥ ২৪ ॥
অন্যান্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল ।
সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভু অনুমান কৈল ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন ॥ ২৬ ॥
তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন ।
দৈবে সেই ক্ষণে পাইল তোমার দরশন ॥ ২৭ ॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন ।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন ॥ ২৮ ॥
এত শুনি গোপীনাথ সবারে লইয়া ।
সার্ব্বভৌম ঘরে গেলা হরষিত হঞা ॥ ২৯ ॥
সার্ব্বভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ।
প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল ॥ ৩০ ॥

সার্ব্বভৌমে জানাঞা সবা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ গোসাঞিরে তিঁহো কৈল নমস্কারে ॥৩১॥
সবা সহিত যথা যোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি সবার হৈল হর্ষ মন ॥ ৩২ ॥
সার্ব্বভৌম পাঠাল সবা দর্শন করিতে।
চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে ॥ ৩৩ ॥
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৪ ॥
সবে মেলি ধরি তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ৩৬ ॥
উচ্চ করি করে সবে নাম-সংকীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥ ৩৭ ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলী ॥ ৩৮ ॥
সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহা-প্রসাদান্ন ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দর্শন করিতে, জগন্নাথদেব দর্শন করিতে ॥ ৩৩ ॥

সমুদ্র স্নান করি প্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৪০ ॥
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা ॥ ৪১ ॥
সুবর্ণ থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥ ৪২ ॥
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ॥ ৪৩ ॥
পীঠাপানা দেহ তুমি ইহা সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে ॥ ৪৪ ॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদে কর আস্বাদন ॥ ৪৫ ॥
এত বলি পীঠাপানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা ॥ ৪৬ ॥
আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্য লইয়া।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

লাফরা ব্যঞ্জন। নানাদ্রব্য ঘণ্টকরিয়া মিশাইয়া জিরামরিচ সরিষা দিয়া যে তরকারী প্রস্তুত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে লাফরাকে লাবড়া বলে ॥ ৪৩॥

নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতি রহু বলি গোসাঞি কহিল ॥ ৪৮ ॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল ॥ ৪৯ ॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম ॥ ৫০ ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর ॥ ৫১ ॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভুর ভোজনের পর সার্ব্বভৌম তাঁহার আজ্ঞা লইয়া গোপীনাথাচার্য্যের সহিত ভোজন করিয়া পুনরায় প্রভুর নিকট আসিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীগণকে ওঁ নমো নারায়ণায় বলিয়া সম্বোধন করার প্রথা আছে। সন্ন্যাসীগণের নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে কিন্তু বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ আপনাকে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণসেবনই সর্ব্বোত্তম জানিয়া জগতের সকলেরই কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি হউক এই করুণাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বাশ্রম। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে গৃহাবস্থান কালে কোন্ নামে পরিচিত ছিলেন ও কোন্ স্থানে বাস করিতেন ॥ ৫০ ॥

সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥ ৫৩ ॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি মানি ॥ ৫৪ ॥
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥
সহজেই পূজ্য তুমি আরেত সন্ন্যাস।
অতএব হও তোমার আমি নিজ দাস ॥ ৫৬ ॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন ॥ ৫৭ ॥
তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

তোমার নৈসর্গিক বৃত্তির ঔৎকর্ষ বিচার করিলে তুমি আমার পূজনীয়। আবার বাহ্যিক আশ্রমবিচারে তুমি সন্ন্যাসগ্রহণ করায় আমাদের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমীর পূজ্য। সুতরাং আমি তোমার ভৃত্য তুমি আমার সেব্য ॥ ৫৬ ॥

তুমি জগতের গুরু পদাসীন, বেদান্তাধ্যাপক, অনভিজ্ঞ ছাত্রগণের শিক্ষাদাতা, সন্ন্যাসীগণের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহাদিগকে বেদান্তার্থ শ্রবণ করাইয়া বৈরাগ্য উপদেশ দিয়া অজ্ঞান দূর করিয়া থাক। ভিক্ষুগণকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া তাহাদের উপকার কর ॥ ৫৮ ॥

আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি ॥ ৫৯ ॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহাঁ আগমন।
সর্ব্ব প্রকারে করিবে আমার পালন ॥ ৬০ ॥
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে করিলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥ ৬১ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে একলে তুমি না যাইহ দর্শনে।
আমার সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক সনে ॥ ৬২
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব ॥ ৬৩ ॥
গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে করাইহ দরশন ॥ ৬৪ ॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান।
তাহা বাসা দেহ কর সর্ব্ব সমাধান ॥ ৬৫ ॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল ॥ ৬৬ ॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া।

অনুভাষ্য।

শ্রীজগন্নাথদর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম, তুমি আমার শুশ্রূষাভার গ্রহণ করিয়া অজ্ঞান নিরসন পূর্ব্বক চেতন করিয়াছ ॥ ৬১ ॥

শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা ॥ ৬৭ ॥
মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌম স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তারে বলিলা বচনে ॥ ৬৮ ॥
প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহু প্রীতি বাড়ে ইহার উপর ॥ ৬৯ ॥
কোন সম্প্রদায় সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কি নাম ইহাঁর শুনিতে হয় মন ॥ ৭০ ॥
গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহা ধন্য ॥ ৭১ ॥
সার্ব্বভৌম কহে ইহাঁর নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম ॥ ৭২ ॥
গোপীনাথ কহে ইহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায় নাহিক অপেক্ষা ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শয্যোত্থান ;—জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভুর নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মচারী উপাধি চৈতন্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনাম সর্ব্ব নামাপেক্ষা উত্তম। ৬৯ সংখ্যায় প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী উল্লেখে বুঝা যায় মহাপ্রভু প্রকৃত সন্ন্যাসীর অধিকার গ্রহণ করিয়াও দৈন্যতাক্রমে সন্ন্যাসীর শিষ্য ব্রহ্মচারী নামেই পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করেন। বাস্তবিক সন্ন্যাসী হইয়া ব্রহ্মচারী পরিচয় নৈসর্গিক বিনয়ের

ভট্টাচার্য্য কহে ইহাঁর প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হবেক রক্ষণ॥ ৭৪॥
নিরন্তর ইহাঁকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব॥ ৭৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই মায়িকজগতকে কাকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞানমূলক কেবল-অদ্বৈতপথে প্রবেশ করাইয়া দিব॥ ৭৫॥

অনুভাষ্য।

আদর্শ। শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসীগণের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম ও সরস্বতী সর্ব্বোচ্চ। শৃঙ্গেরীমঠে সরস্বতী উত্তম, ভারতী মধ্যম ও পুরী কনিষ্ঠ এই ত্রিবিধ সন্ন্যাসীর উপাধি আছে। শ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বোচ্চ সরস্বতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ না করিয়া মধ্যম সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহার কারণ তাঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই। অন্তরে মর্য্যাদা অভিলাষ থাকিলে মানব মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইবার প্রয়াস করেন। অকিঞ্চন হইয়া দীনভাবে হরিভজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভারতী সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক সরস্বতী সম্প্রদায়ে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা হয় না॥ ৭২।৭৩॥

সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বদা বেদান্তবাক্যানুশীলন করিয়া বিষয় বিরাগ উৎপন্ন করেন এবং কৌপীনাশ্রিত হইয়া কৌপীনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সর্ব্বদা শমদমাদি সাধন-ষট্‌কে পারদর্শী হইতে হইলে ভক্তি রহিত বিচারকের যুক্তিতে জ্ঞানবৈরাগ্যের উপাসনা আবশ্যক। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই মায়িক বস্তুর পরাক্রম জন্য আশঙ্কা সুতরাং জ্ঞানবৈরাগ্য বিশিষ্ট করাইয়া অদ্বৈত পথে প্রবেশ করাইলে বয়োচিত যৌবনোত্থ চেষ্টা সমূহ বলবান্ হইতে পারিবে না॥ ৭৪।৭৫॥

কহেন যদি পুনরপি যোগ-পট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া ॥ ৭৬ ॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দুহেঁ দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৭৭ ॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইহাঁর না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীমা ॥ ৭৮ ॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥ ৭৯ ॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যোগপট্ট, সন্ন্যাসীদিগের বেশ বিশেষ। উত্তম সম্প্রদাযযোগ্য যোগপট্ট অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার্য্য বস্ত্র দিয়া পুনরায সংস্কার করিয়া দিব ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

মহাপ্রভু যদি উচ্চ সরস্বতী সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পুনরায় সরস্বতী সম্প্রদায়স্থ সন্ন্যাসী দ্বারা তাঁহাকে যোগ-পট্টাদি ত্যাগীর ঔপকরণিক বিধান সমূহ প্রদান করিয়া উন্নত করাইতে পারেন। শৌক্রব্রাহ্মণেতর কোন বর্ণ উচ্চ সরস্বতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিধির শৈথিল থাকায় উচ্চসম্প্রদায়ের বিচারে ভারতীগণের মধ্যমতা ও পুরীগণের কনিষ্ঠতা সিদ্ধ ॥ ৭৬ ॥

শিষ্য কহে ঈশ্বর তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥ ৮১॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥ ৮২॥
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয়ত যাহারে।
সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ ৮৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিজ্ঞের যে তত্ত্বগোচর হয় তাহা অজ্ঞলোকের নিকট কিছুই নয়, এই কারণেই তুমি ইহাঁকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া স্থির করিতেছ। বস্তুতঃ ইহাঁতে ভগবত্তালক্ষণের সীমা আছে। সার্ব্বভৌমের শিষ্যগণ গোপীনাথকে কহিল, তুমি কোন প্রমাণে ইহাঁকে ঈশ্বর বল? গোপীনাথ উত্তর করিলেন। বিজ্ঞজন যে লক্ষণে ঈশ্বর স্থাপন করেন আমি সেই লক্ষণে ইহাঁকে ঈশ্বর বলি। শিষ্যগণ কহিল, ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানের দ্বারা জানা যায়। ব্যাপ্তিজ্ঞান লক্ষণ অনুমান। যথা 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' যেখানে ধূম দেখা যাইবে সেখানে অগ্নি আছে জানিতে হইবে। ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব পর্ব্বতে অগ্নি আছে, এইটী সাধিত হয়। ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান এরূপ কার্য্য করে; যত বস্তু দেখা যায় সকলেরই কারণ আছে। এই পরিদৃশ্য-জগৎ একটী বস্তু। সুতরাং ইহার একটী কারণ না থাকিলে হয় না। ঈশ্বর বিশ্বের কারণ, এই তত্ত্বটী সাধিত হইল। আমরা এই প্রণালীতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করি। আপনি দেখান যে এই সন্ন্যাসী এই যুক্তিক্রমে ঈশ্বর হইতে পারেন, তবে মানিতে পারি। গোপীনাথ উত্তর করিলেন, ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে হইলে

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ১৪শ অ, ২৮ শ্লোকঃ]

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ৮৪ ॥

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্র-জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥ ৮৫ ॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অনুমান প্রমাণরূপে কার্য্য করিতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না ॥ ৭৮-৮৩ ॥

হে দেব, তোমার পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশপ্রাপ্ত-ব্যক্তি কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারে না ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মস্তব।

হে দেব তব মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ তথাপি তে তব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশানুগৃহীতঃ চরণকমলদ্বয়ানুকম্পাকণয়া সুভগান্বিতঃ এব হি জনঃ ভগবন্মহিম্নঃ ভগবতস্তব মহিম্নঃ ঐশ্বর্য্যস্য তত্ত্বং জানাতি। অন্যঃ কৃষ্ণপ্রসাদ-রহিতঃ একঃ কশ্চিৎ অপি চিরং দীর্ঘকালং বিচিন্বন্ বিচারয়ন্ অপি ন চ জানাতি ॥ ৮৪ ॥

অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥ ৮৬ ॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে ॥ ৮৭ ॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥ ৮৮ ॥
আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে হয়ে বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য।

কঠ প্রথমঅধ্যায় দ্বিতীয়বল্লী ২৩ মন্ত্র। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং॥ ৯ মন্ত্র। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। পরমাত্ম-ভগবদ্ বস্তু ব্যাখ্যানদ্বারা লভ্য হয় না। স্বকীয় প্রজ্ঞাবলে লভ্য হয় না। শ্রুতিপারম্পর্য্যক্রমে শ্রবণদ্বারা লভ্য হয় না। কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন তদ্দ্বারা তিনি দৃষ্ট বা লভ্য হন। ভক্তগণ ভগবৎ কৃপার বিষয় তজ্জন্য তাঁহাদিগকেই কৃপা করিয়া নিজ তনু প্রদর্শন করান। এই ব্রহ্মগোচরা মতি তর্কদ্বারা আনয়ন বা অপনয়ন কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮৭ ॥

সার্ব্বভৌম তর্কাবলম্বনে স্বীয় ভগিনীপতি গোপীনাথকে বলিলেন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় নাই সত্য কিন্তু তোমার প্রতি ভগবৎ কৃপাই বা কি প্রকারে হইয়াছে বুঝাইয়া দাও। তদুত্তরে আচার্য্য গোপীনাথ বলিলেন বস্তু ও বস্তুশক্তি এক বলিয়া বস্তু বিষয় হইতেই বস্তু-জ্ঞান হয়। বস্তু অখণ্ড জ্ঞানময় অদ্বিতীয়, শক্তি বহুপ্রকার। অখণ্ড

ইহার শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহা প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥ ৯০ ॥
তবুত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়া এই বলি ব্যবহার ॥ ৯১ ॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম বলিল বচন ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

অদ্বয়জ্ঞানময় বস্তু খণ্ডজ্ঞানের জ্ঞেয় নহে কিন্তু বস্তু বিষয়ক অনুভূতি হইতে বস্তু জ্ঞান হয়। বস্তুর বিষয় বা শক্তি দ্বারা বস্তু জ্ঞানের উদয়। দাহিকা শক্তির জ্ঞানে অগ্নি জ্ঞান। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুর উপলব্ধির নিদর্শন কেবল মাত্র তাঁহার কৃপা (৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। তিনি যাঁহাকে নিজ কৃপা দ্বারা স্বস্বরূপ দেখাইবেন তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। বস্তু বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় অবলম্বনে বস্তু জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কৃপা ব্যতীত তাঁহার দর্শন বা বস্তু জ্ঞান হয় না। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন তাঁহারা তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপা ভিক্ষু আছেন ; ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন না ॥ ৮৯ ॥

তুমি ভগবানের মহাপ্রেমাবেশ দেখিয়াছ। সেই অলৌকিক প্রেমময় পুরুষকে ঈশ্বর জানিতে না পারিয়া ভগবানের তাদৃশ লীলাকেও মায়িক ব্যবহারিক প্রকার মাত্র মনে করিতেছ ॥ ৯১ ॥

যাহাদের অন্তঃকরণে মায়াতীত কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উদয় হয় নাই তাহাদের নিজ ভোগময় কর্ম্মবুদ্ধিতে বস্তু বিষয় অনুভব করিলেও প্রেমময় ভগবৎস্বরূপ, বাহ্য বিষয় জ্ঞানে দৃষ্ট হয় না ॥ ৯২ ॥

ইষ্টগোষ্ঠি বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইহ দোষ ॥ ৯৩ ॥
মহা-ভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥ ৯৪ ॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান ॥ ৯৫ ॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে ॥ ৯৬ ॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥ ৯৭ ॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

ইষ্টগোষ্ঠী। অভীষ্ট লোক অর্থাৎ অভীষ্ট লাভের উদ্দেশে একত্রিত মণ্ডলী মধ্যে ॥ ৯৩ ॥

ত্রিযুগ। ভাগবত ৭ স্ক ৯ অ ৩৭ শ্লোকে। ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্। ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং ॥ শ্রীধরঃ। যতস্ত্রিষ্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবংভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ৯৫ ॥

আদি ৩য় ৪৯ সংখ্যা এবং ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৭ ॥

কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম ॥ ৯৯ ॥
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোপীনাথ কহিলেন, শাস্ত্রে ইহাই নিরূপণ করিয়াছেন যে পাণ্ডিত্যাদিগুণে ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না, সুতরাং তোমার ইহাতে দোষ কি? এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া সার্ব্বভৌম কহিলেন, আচার্য্য তুমি একটু সাবধানে কথা কও। তোমার প্রতি ঈশ্বরের যে কৃপা হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি? গোপীনাথ উত্তর করিলেন, পরমতত্ত্ব বস্তু বিষয়ে যে জ্ঞান তাহাকেই বস্তুজ্ঞান বলে এবং বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ। তুমিই ইহার মহপ্রেমাবেশরূপ ঈশ্বর লক্ষণ দেখিয়াছ। তবুও ঈশ্বরের মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলে না। বহির্ম্মুখজন তাঁহাকে দেখিলেও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। সার্ব্বভৌম হাস্য করিয়া বলিলেন, কেবল নিস্তর্ক ছাড়িয়া অভিলষিত সত্যবিচারকারীদিগের মতে শাস্ত্রদৃষ্টি পূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিতেছি শুন, এই চৈতন্যগোসাঞি পরমভাগবত বটে, কেন না কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না, এজন্যই ত্রিযুগ একটী বিষ্ণুর নাম। গোপীনাথ উত্তর করিলেন, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতেছ, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান যে ভাগবত ও মহাভারত সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে তোমার মনোযোগ নাই। সেই দুই গ্রন্থে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার আছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিতে ভগবানের লীলাবতার নাই সত্য

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮ম অ, ৯ম শ্লোকঃ)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ১০১॥

(তত্রৈব ১১শ স্কন্ধে, ৫ম অ, ২৮ শ্লোকঃ)

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ১০২॥

(তত্রৈব ৫ম অ, ৩০ শ্লোকঃ)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ১০৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই জন্যই তাঁহাকে ত্রিযুগ বলিয়াছেন। কলিযুগে কৃষ্ণের যুগাবতার হয় তাহা তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে তুমি বুঝিতে পার না॥ ৮৭-১০০॥

অনুভাষ্য।

লীলাবতার। বিবিধ বিচিত্রতাযুক্ত, চেষ্টারহিত, নিত্যনবনব উল্লাস-তরঙ্গোদ্দেশক, নিজেচ্ছাপরতন্ত্র লীলাবিশিষ্ট অবতারকে লীলাবতার বলে। মধ্য ২০ অধ্যায় সনাতন শিক্ষায়; লীলাবতারের ইবে শুন সনাতন। লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন॥ প্রধান করিয়া কহি দিগ্দরশন। মৎস্যকূর্ম্মরঘুনাথনৃসিংহ-বামন। বরাহাদি লেখা যায় না হয় গণন॥ ৯৯॥

আদি ৩য় ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১০১॥

হে উর্ব্বীশ নিমে জগদীশ্বরং পঞ্চরাত্রাদিকথিতেন বাসুদেবাদি চতুষ্টয়ং অর্চ্চনবিধিনা স্তুবন্তি পূজাং কুর্ব্বন্তি তথা কলৌ অপি নানাতন্ত্রবিধানেন যেন বিধিনা স্তুবন্তি তৎ শৃণু॥ ১০২॥

(মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯ শ্লোকঃ)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১০৪ ॥

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ ১০৫ ॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥ ১০৬ ॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে, ৪র্থ অ, ২৮ শ্লোকঃ)

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদ-সংবাদ-ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গজরাজ কহিলেন, বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সম্বাদ উৎপত্তি করে এবং উঁহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহু জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্ত গুণ স্বরূপ ভূমাপুরুষকে আমি নমস্কার করি ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

আদি ৩য়, ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৩ ॥

আদি ৩য়, ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৪ ॥

(তত্রৈব ১১শ স্কন্ধে, ২২ অ, ৩য় শ্লোকঃ)

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটং ॥ ১০৯ ॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥ ১১০ ॥
প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আসি আমারে করাইহ শিক্ষা ॥ ১১১ ॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে, কেন না, মদীয় মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটনপটীয়সী শক্তি; সুতরাং অনেক স্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল গৌতম জৈমিনী কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসার বাক্য যুক্তবাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য।

যচ্ছক্তয়ঃ যস্য বহিরঙ্গামায়াবিদ্যাঃ শক্তয়ঃ বদতাং বাদিনাং পূর্ব্বোত্তর-পক্ষাশ্রিতানাং বিবাদসংবাদভুবঃ বিবাদস্য কচিৎ সংবাদস্য চ ভুবঃ উৎপত্তি-হেতবঃ ভবন্তি এষাং বিবাদশীলানাং মুহুঃ পুনঃ পুনঃ আত্মমোহং কুর্ব্বন্তি তস্মৈ অনন্তগুণায় সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টায় ভূম্নে পরমাত্মনে নমঃ ॥ ১০৮ ॥

যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে নির্ণীতবন্তঃ তদ্‌যুক্তং চ সর্ব্বত্র সন্তি মদীয়াং মায়াং উদ্‌গৃহ্য স্বীকৃত্য বদতাং জনানাং কিং দুর্ঘটং ন ॥ ১০৯ ॥

নিন্দা স্তুতি হাস্য শিক্ষা করান আচার্য্য ॥ ১১২ ॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ॥ ১১৩ ॥
গোসাঞির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১১৪ ॥
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্য নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা ॥ ১১৫ ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥ ১১৬ ॥
আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে ॥ ১১৭ ॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ১১৮ ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তার মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥ ১১৯ ॥
বেদান্ত পড়াতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা ॥ ১২০ ॥
বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ ১২১ ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।

সেই সে কর্ত্তব্য তুমি যেই মোরে কহ ॥ ১২২ ॥
সপ্ত দিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভালমন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ॥ ১২৩ ॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥ ১২৪ ॥
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা জানিতে না পারি ॥ ১২৫ ॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥ ১২৬ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি ॥ ১২৭ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি সেহ পুছে পুনর্ব্বার ॥ ১২৮ ॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি ॥ ১২৯ ॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়েত বিকল ॥ ১৩০ ॥

অনুভাষ্য।

বেদান্ত। এখানে শঙ্করপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্য। বেদান্ত-শ্রবণ, সদা ব্রহ্মস্তঃ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥ ১২১ ॥

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১৩১ ॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥ ১৩২ ॥
উপনিষদ্ শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥ ১৩৩ ॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা ॥ ১৩৪ ॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ॥ ১৩৫ ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয় ॥ ১৩৬ ॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সূত্রের যে যথার্থভাষ্য তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিবে, তুমি যে ভাষ্য কহিতেছ তাহা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে ॥১৩১॥

অনুভাষ্য।

ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অভিধাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে মুখ্য অর্থ হয় তাহা ব্যাখ্যা না করিয়া সূত্রার্থ আচ্ছাদন করিয়া লক্ষণা দ্বারা কল্পিতার্থ করিতেছ ॥ ১৩২ ॥

লক্ষণা করিতে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে ॥ ১৩৭ ॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥ ১৩৮ ॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ ॥ ১৩৯ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥ ১৪০ ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপনিষদ্ বাক্য সমূহের যে মুখ্য অর্থ বেদব্যাস তাহাই নিজকৃতসূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা করা যায় তাহা অমঙ্গলজনক। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে, শ্রুতিপ্রমাণ অর্থাৎ শব্দ প্রমাণ সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্যার্থ তাহাই প্রমাণ। দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য বলে মহাপবিত্র হইয়াছে? বৈদিক বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদীগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে।

[শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশাঙ্ক-ধৃত-হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচনং]

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহে একমাত্র ব্রহ্মকে নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্বধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্বস্তু স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়ে। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত সুতরাং তাহা নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বলে তাহারা কেবল প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষ স্থাপন করে। অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত-সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে॥ ১৩৩-১৪১ ॥

হয়শীর্ষ—যে যে শ্রুতি প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করে। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ সেই ভগবানের দুইটী গুণই নিত্য. ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেন না জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না॥ ১৪২ ॥

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ ১৪৩ ॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥ ১৪৪ ॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন ॥ ১৪৫ ॥
সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এই পাওয়া যায় যে এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লয় হয়। এই সব বেদবাক্যদ্বারা পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণকারকস্বরূপ তিনপ্রকার লক্ষণ আছে। এই তিনপ্রকার নিত্য লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন তখন "স ঐক্ষত" এই বাক্যমতে প্রাকৃত-

অনুভাষ্য।

যা যা শ্রুতিঃ বেদমন্ত্রঃ নির্বিশেষং ব্রহ্মণঃ বিশেষরহিতভাবং কেবল-চিন্মাত্রং জল্পতি প্রকাশয়তি সা সা শ্রুতিঃ সবিশেষং নামরূপগুণলীলাদি-রূপং এব অভিধত্তে মুখ্যয়া অভিধয়া বৃত্ত্যা বদতি হন্ত তাসাং শ্রুতীনাং বিচারযোগে সতি সূক্ষ্মানুশীলনেন প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবেন সবিশেষং এব রূপীয়ঃ বেদবচনানাং মুখ্যতাৎপর্য্যং ॥ ১৪২ ॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।

অনুভাষ্য।

ঐতরেয়। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ। স ইমান্ লোকানসৃজত। শ্বেতাশ্বতরে। ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ তৃতীয় অধ্যায়ে ভৃগুবল্ল্যাং প্রথমোঽনুবাকঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম। বারুণিভৃগু পিতা বরুণের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বরুণের বাক্য। এই মন্ত্রে যতঃ অপাদান কারক যে ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উদয়, যেন করণ কারক যে ব্রহ্মকর্তৃক বিশ্বপালিত, যৎ যস্মিন্ অধিকরণ কারক যে ব্রহ্মে বিশ্বের প্রবেশ। রাঘবেন্দ্র যতিকৃত টীকা। অন্নময়ং প্রাণময়ং চক্ষুর্ম্ময়ং শ্রোত্রময়ং মনোময়ং বাঙ্ময়ং বিজ্ঞানময়ং আনন্দময়ঞ্চ ইত্যেবং নামৈকদেশেনামগ্রহণ-ন্যায়েন অয়ং নির্দ্দেশো জ্ঞেয়ঃ। বিজ্ঞানময়ানন্দময় এবাপ্যপলক্ষ্যৌ এতেন ব্রহ্মবল্ল্যাং পঞ্চরূপোক্তিরূপলক্ষণম্। চক্ষুর্ম্ময়বাঙ্ময়শ্রোত্রময়া অপি গ্রাহ্যা ইত্যুক্তং ভবতি। তথাহ্যুক্তং বাধূলশাখায়াং। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ অন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বাঙ্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বাঙ্ময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা চক্ষুর্ম্ময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মাচ্চক্ষুর্ম্ময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা শ্রোত্রময়ঃ। চক্ষুর্ম্ময়ত্বাদেস্তু পূর্ণদর্শনশক্তিত্বাচ্চক্ষুর্ম্ময় ইতীরিতঃ ইতি ঐতরেয়ভাষ্যোক্তরীত্যা পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব-পূর্ণশ্রবণশক্তিত্ব পূর্ণবক্তৃত্বশক্তিত্বরূপম্ বা। যৎপ্রযন্তি প্রলয়ে। যদভিমেচ্ছয়াসংবিশন্তি মুক্তৌ তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। ভাগবত। ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরঃ যতো জগৎস্থাননিরোধ-সম্ভবাঃ ॥ ১৪৩।১৪৪ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১৪৭ ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥ ১৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে সময় প্রাকৃতমননয়নের সৃষ্টি হয় নাই। তবে ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে মন নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র মন ছিল ইহা সর্ব্ববেদসম্মত। উপনিষদ্বাক্যে সর্ব্বত্র প্রায় ব্রহ্মশব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্ম পূর্ণ অবস্থায় স্বয়ং ভগবান ইহাই বেদসম্মত এবং শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা কৃষ্ণই সেই স্বয়ং ভগবান্ তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বেদে এরূপ স্পষ্টবাক্য নাই তবে বিচার করিয়া দেখ, বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত

অনুভাষ্য।

ছান্দোগ্য ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বিতীয়খণ্ড। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৈত্তিরীয় দ্বিতীয় বল্লী ৬। সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ১৪৫ ॥

সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে প্রাকৃতশক্তিতে অবলোকন করিবার পূর্ব্বে তিনি অপ্রাকৃত চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। সেই দর্শনকালে প্রাকৃত চক্ষু সৃষ্ট হয় নাই যেহেতু প্রাকৃত সৃষ্টি তৎপূর্ব্বে হইয়া থাকিলে তাঁহার সৃষ্টিপ্রবৃত্তি উল্লেখের আবশ্যক হয় না। তখন সবিশেষ ব্রহ্মের নিত্য অপ্রাকৃত মন ছিল যদ্দ্বারা তিনি প্রাকৃত সৃষ্টির মনন করিয়াছিলেন এবং নিত্য অপ্রাকৃত চক্ষু ছিল যদ্দ্বারা তিনি প্রকৃতি শক্তিতে অবলোকন করিয়াছিলেন ॥ ১৪৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্কন্ধে, ১৪ শ অ, ৩১ শ্লোকঃ]

অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনং ॥ ১৪৯ ॥

অপাণি-পাদ শ্রুতি বর্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥ ১৫০ ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদবাক্য-তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ১৪৩-১৪৮ ॥

নন্দ-গোপব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য।

নন্দ-গোপব্রজৌকসাং নন্দরাজপ্রমুখ-পঞ্চরসাবস্থিতানাং-ব্রজবাসিনাং অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং যৎ যেষাং ব্রজবাসিনাং মিত্রং সনাতনং নিত্য-কালপ্রকটিতং পূর্ণং অখণ্ডং পরমানন্দং সচ্চিদ্ঘনানন্দং ব্রহ্ম ॥ ১৪৯ ॥

শ্বেতাশ্বতর তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯ মন্ত্র। অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং ॥ ১৫০ ॥

পূর্ব্ব উল্লিখিত শ্রুতি বচন সমূহ ব্রহ্মে বিশেষত্বই নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু মুখ্য অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ মতবাদ স্থাপন করেন। লক্ষণাসিদ্ধ নির্ব্বিশেষত্বও বিশেষবাদের, অন্যতম

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ ১৫২ ॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁর করহ নিশ্চয় ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" এই শ্রুতি। আদৌ প্রাকৃত হস্ত পদ ব্রহ্মের নাই বলিয়া পরে শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে এই বাক্য দ্বারা অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে বলিয়া ব্রহ্মকে সবিশেষ করিতেছে। শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণাবৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছে। মায়াবাদীগণ ব্রহ্মকে নিত্য নিরাকার বলিয়া সংস্থাপন করেন পরন্তু শাস্ত্রমতে সেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদীগণ ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়া স্থির করেন কিন্তু "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই বেদবাক্যমূলক বহুশাস্ত্রবাক্যে সেই ব্রহ্মের তিনটী স্বাভাবিক শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে ॥ ১৫০-১৫৩ ॥

অনুভাষ্য।

একটীমাত্র পরিচয়। উহার উদ্দেশ্য জড়বিশেষ হইতে পার্থক্য স্থাপনমাত্র ॥ ১৫১ ॥

কেবলাদ্বৈতবাদী শক্তিকে অজ্ঞান প্রসূত অনিত্য সুবন্ধবিশেষ মনে করায় নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মত্বের লক্ষীভূত বিষয় জ্ঞান করে। কিন্তু ব্রহ্মে তিন শক্তি নিত্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বে অধ্যারোপবাদ প্রভৃতি বিচার সাহায্যে ব্রহ্মকে শক্তিহীন নিশ্চয় করার প্রয়োজন হয় না ॥ ১৫৩ ॥

(শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিদেবমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং' ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্টিতম-শ্লোকঃ)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥১৫৪॥

দ্বিতীয় স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়াঙ্কধৃত বহুরূপ ইত্যস্য চক্রবর্ত্তিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতৌ বিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়স্যৈকষষ্টিতমশ্লোকৌ)

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১৫৫ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই জীবশক্তি। সেই জীবশক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়া-[শ]ক্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারগত অখিলতাপ নিত্য ভোগ

অনুভাষ্য।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা শ্রেষ্ঠা শক্তিঃ প্রোক্তা কথিতা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা ক্ষেত্রং-[জ]ানাতি যা সা তদাখ্যজীবশক্তিঃ তথা অপরা। অন্যা বিষ্ণুশক্তিজীবশক্তি-[ব্য]তিরিক্তা অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞা জীবস্বরূপভ্রমকারিণী অবিদ্যা-সুখদুঃখ-ভোগপরা-[ক]র্ম্মাখ্যা তৃতীয়া শক্তিঃ ইষ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

হে নৃপ সর্ব্বগা' চিজ্জড়োভয়গামিনী যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা অবিদ্যয়া [ভ]গবদ্বিমুখয়া মায়য়া বেষ্টিতা আবৃতা অত্র দেহীধামনি সংসারে সন্ততান্ [না]নাকর্ম্মফলভোগজন্যান্ অখিলান্ নানাবিধান্ তাপান্ অবাপ্নোতি [ভু]ঙ্‌ক্তে ॥ ১৫৫ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্য দ্বাদশাধ্যায়ৈকচত্বারিংশ-শ্লোকঃ)

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয়্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে ॥ ১৫৭ ॥

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥ ১৫৮ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানী ॥ ১৫৯ ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করেন। আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞনামাশক্তি অবিদ্যা-কর্ম্মাবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিত মায়াশক্তি অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবরিত হইয়া অর্থাৎ চিৎশক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করতঃ উচ্চনীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন ॥ ১৫৫-১৫৬ ॥

অনুভাষ্য।

হে ভূপাল, তয়া অবিদ্যয়া তিরোহিতত্বাৎ গুণমায়াসঙ্গহীনাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা শক্তিঃ জীবশক্তিঃ। ভগবদ্বৈমুখ্যবিধায়িন্য্যবিদ্যাবর্ত্তমানে সর্ব্ব-ভূতেষু তারতম্যেন বর্ত্ততে অবিদ্যয়া বরাবরং মন্যতে ॥ ১৫৬ ॥

আদি ৪র্থ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৫৭ ॥

বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি ॥ ১৬০ ॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস ।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ ১৬১ ॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥ ১৬২ ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে ।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ॥ ১৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

বেদবেদান্তমতে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ ও সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। প্রথমে ঈশ্বর স্বরূপ জানা প্রয়োজন। সচ্চিদানন্দ-ময়ত্বই ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবানের চিচ্ছক্তি সৎ চিৎ ও আনন্দ এই রূপ তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পান। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিদ্, সেই সম্বিদই কৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞান। ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি তিনস্বরূপে প্রকাশ হয়। অন্তরঙ্গা অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, তটস্থা অর্থাৎ জীবশক্তি, বহিরঙ্গা অর্থাৎ মায়াশক্তি। এই তিন প্রকাশে হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিতের ক্রিয়ানুসারে তিন তিন ভাব বুঝিতে হইবে। চিচ্ছক্তি, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ সংবেতসার জীবকে প্রদান করিয়া, জীবশক্তি তাহা গ্রহণ করিয়া এবং মায়াশক্তি নিষ্কপট চিচ্ছক্তিভাবে দূরীভূত, হইয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেমভক্ত্যধিকারী করেন। পরমেশ্বরের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস। তাঁহাকে নিরাকার নিঃশক্তি বলিলে নিতান্ত অবৈদিক বাক্যের প্রয়োগ হয়, ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর; জীব স্বভাবতঃ অণুচৈতন্যতা প্রযুক্ত মায়াবশ। মুণ্ডকে বলেন,

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ম অ, ৪র্থ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং]

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥" অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভুলিলে জীব দণ্ডনীয় হন। মায়া ঈশ্বরের কারাকর্ত্রী সেই অপরাধে জীবকে কারাবদ্ধ করিয়া দণ্ডবিধান করেন। এস্থলে ঈশ্বরের স্বভাবে মায়ার অধীশ্বরতাই প্রতিপন্ন হয়, মায়াবশ্যতা নয়।

জীবের স্বভাবে নিত্যাধিকসত্ত্বা থাকিলেও মায়াবশ্যতারূপ একটী ধর্ম্ম আছে। ইহারই নাম তটস্থ। যখন স্বভাবগত ও স্বরূপগত একটী নিত্য ভেদ আছে, তখন কোন অবস্থায়ই জীব ও ঈশ্বরকে অভেদ বলিতে পারে না। আবার গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলিয়াছেন, তখন "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বেদান্ত সূত্রমতে ঈশ্বরের সহিত জীবকে অভেদ করিতে বাধ্য আছ। জীবতত্ত্বের এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-রহস্য ১৫৮-১৬৩।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী আমারই অপরাশক্তির বৃত্তিবিশেষ। জীবতত্ত্ব ইহা হইতে পৃথক্ ॥১৬৪॥

অনুভাষ্য।

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহঙ্কার চ এব ইতি অষ্টধা মে মম ভিন্না প্রকৃতিঃ বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ। ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহা-

[তত্রৈব পঞ্চমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং]

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১৬৫ ॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥ ১৬৬ ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥ ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বেদশাস্ত্রমতে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নিত্য। নিরাকার ধর্ম্ম প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বৈপরীত্যরূপ বিকার বিশেষ। অর্থাৎ জড়ীয়সত্ত্বে যে আকার আছে তন্নিষেধক ভাববিশেষ। প্রকৃতির অতীত যে চিন্ময়বিগ্রহ তাহার আকার ও চিন্ময়। মায়িকসত্ত্বের নিরাকারত্ব তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এরূপ শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে পাষণ্ডী মধ্যে গণ্য ॥১৬৬-১৬৭॥

অনুভাষ্য।

ভূতানি সূক্ষ্মভূতৈঃ রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শাদিভিঃ সহৈকীকৃত্য সংগৃহ্যন্তে। অহঙ্কারশব্দেন তত্তৎকার্য্যভূতানীন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি তত্তৎকারণভূতমহত্তত্ত্বমপি গৃহ্যতে। বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রাধান্যাৎ ॥ ১৬৪ ॥

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬৫ ॥

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬৬ ॥

যিনি ভগবানের নিত্য রূপগুণলীলাময় বিগ্রহ, প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার, অজ্ঞান সমষ্টির আধার মাত্র বুঝিয়া অপ্রাকৃত বিগ্রহের নিত্য

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়েত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক-বাদ বৌদ্ধেকে অধিক ॥ ১৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায় তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক বাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয়। কেন না স্পষ্টশত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্নশত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর ॥ ১৬৮ ॥

অনুভাষ্য।

সেবাপর হন না তিনি পাষণ্ডী অর্থাৎ অনিত্য কাল্পনিক পঞ্চদেবতার মিথ্যা উপাসনার সহিত সাম্যজ্ঞানে কৃষ্ণ নিত্য কৈঙ্কর্য্য হইতে চ্যুত হন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্পর্শ করেন না, দর্শন করেন না যেহেতু তিনি ন্যায় ও অন্যায়ময় কর্ম্মরাজ্যে ভ্রমণ করিয়া জড়ভোগের জন্য বা ভোগ-ত্যাগের জন্য অনাত্মাকে আত্মজ্ঞানে বরণ করায় শ্রীভগবানের নিত্য বিগ্রহ ও লীলাকে নিজ ভোগতাৎপর্য্যের অন্যতম জ্ঞান করেন। জড়-ভোগের ফল যমদণ্ড তাঁহার ভাগ্যে অব্যর্থ। কেবলমাত্র ভক্তগণ পাষণ্ড বা যমদণ্ড্য নহেন ॥ ১৬৭ ॥

বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ। কেবলাদ্বৈতবাদ। বেদত্যাগ করিয়া শাক্য সিংহ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরলোকে সচ্চিদানন্দ রাহিত্য বিগ্রহ বিরাজ-মান। মায়াবাদী বেদ গ্রহণ করিয়া বৈদিক নিজভোগপর অজ্ঞানবাচ্য কর্ম্মানুষ্ঠানফলে কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং নৈষ্কর্ম্ম্য স্থাপন করেন। তাঁহার পরলোকে নির্ব্বোধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিরাজমান।

জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥ ১৬৯॥
পরিণাম-বাদ ব্যাসের সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥ ১৭০॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময়বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। কেন না, ব্রহ্মের সহিত অভেদবাঞ্ছারূপে দুরাশাপ্রদত্ত অভিমান দ্বারা শুদ্ধভক্তিনাশ হইবার এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বর মানা হয় না॥ ১৬৯॥

অনুভাষ্য।

অজ্ঞানস্থিতাভিমানী জ্ঞানবাদী সচ্চিদানন্দ জ্ঞানকে খণ্ডজ্ঞান বা অজ্ঞানের প্রতিফলন বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে কোন সম্বিৎবৃত্তির অনুশীলন নিজ অজ্ঞানের প্রকারভেদ মাত্র মনে করিয়া নিরস্ত হন। সুতরাং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অনুভূতি অজ্ঞান-বিগ্রহ-জ্ঞানবাদীর গম্য বস্তু নহে যেহেতু তাঁহার সিদ্ধান্তে নিঃশক্তিক ব্রহ্ম জড়ময় জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা অবস্থা-রহিত এবং জড়াভিমানগ্রস্ত বিচার-নিপুণতারূপ অজ্ঞান প্রবল হওয়ায় সচ্চিদানন্দত্ব চিন্ময় জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতাধর্ম্মবিশিষ্টও নহে উহা অজ্ঞানাবস্থিত উক্তি বিশেষ মাত্র। এজন্য প্রকৃত বস্তু জ্ঞানে অনস্তিত্ব বুদ্ধি॥ ১৬৮॥

জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥ ১৭১ ॥

অনুভাষ্য।

জন্মাদ্যস্য সূত্রের সম্মত পরিণামবাদ। অসংখ্য অনন্ত নিত্য শক্তি যাঁহাতে জাত, স্থিত ও অব্যক্ত, শক্তি সমূহ যাঁহার অধীন এতাদৃশ শক্তির প্রভু ঈশ্বর। জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় অনন্ত বিরাজমান নিত্যানিত্য শক্তি, আত্মানাত্মশক্তি প্রভৃতির যুগপৎ ঈশ্বরে অবস্থিতি কিরূপভাবে সম্ভব তাহা মায়া শক্তির অধীনে থাকা কালে বুঝিতে পারে না তজ্জন্য মানবজ্ঞানে অচিন্ত্য অথচ ঈশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানাহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ সাহায্যে মিথ্যা কল্পনা-দ্বারা বিপুল জ্ঞান করিয়া যে শক্তি রাহিত্যরূপ একটী অবস্থাকে ব্রহ্ম কল্পনা করে তাহা চিন্ত্য শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। তদ্দ্বারা জগৎ ঈশ্বরের পরিণাম বুঝিতে গেলে বিবর্ত্তবাদ অবশ্য গ্রহণীয় হয় কিন্তু ঈশ্বরে অচিন্ত্য নিত্যশক্তিমত্ত্ব নিহিত বুঝিলে ঈশ্বর বহিরঙ্গ মায়াশক্তি পরিণতি করিয়া খণ্ডজ্ঞান গম্য রাজ্যেও প্রকাশিত হইয়াছেন বুঝা যায়। কোন মণিতে এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে মণি হইতে স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও মণি নিজমণিত্বকে অন্য প্রকারে পরিণত করে না ; স্বর্ণ সৃষ্টির পূর্ব্বে মণি যেরূপ ছিল স্বর্ণ প্রসবের পরে তদ্রূপই থাকে। যেপ্রকার প্রকৃত অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে মণি নিজে বিকার লাভ না করিয়া মণি ভিন্ন অপরবস্তু স্বর্ণ প্রসব করিয়াও মণিতে অবস্থিত হয় তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর মায়াশক্তি পরিচালন করিয়া তাদৃশশক্তিকে বিকারযোগ্য গুণময় জগদ্রূপে পরিণত করিতে পারেন। ঈশ্বর নিজের অন্যতম শক্তিদ্বারা বিকারময় জগৎরূপে পরিণত হইয়াও নিজস্বরূপ বিকাররহিত রাখিতে পারেন এ নিত্য শক্তি তাঁহাতে আছে ॥ ১৭১ ॥

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥ ১৭২ ॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র হয় ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরিণামবাদ মানিলে ঈশ্বর বিকারী হইবেন এবং ব্যাসকে সুতরাং তখন ভ্রান্ত বলিতে হইবে, এই বলিয়া সূত্রের মুখ্যার্থে দোষ দিয়া গৌণার্থ করতঃ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৭২ ॥

অনুভাষ্য।

সেই সূত্রে। 'ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সূত্রের উত্তরে প্রথমেই জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্র। এই সূত্র পরিণামবাদ উদ্দেশে লিখিত। যতো বা ইমানি ভূতানি তৈত্তিরীয় বাক্য, যথোর্ণনাভেঃ সৃজতে বিশ্বমেতৎ ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিণামবাদ। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদ গ্রহণ করিলে পাছে জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্র দুষ্ট সূত্র ও তল্লেখক ব্যাসদেব ভ্রান্ত বলিয়া কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তি বাদীদিগের আক্রমণের পাত্র হন তাহার প্রতিষেধার্থে নিজ গুরু ব্যাসকে ও জন্মাদ্যস্য সূত্রকে পরিণামবাদী ও পরিণামবাদ বলিয়া গ্রহণ না করে তদুদ্দেশে কাল্পনিক যুক্তিবিস্তার পূর্ব্বক বেদের অংশ-বিশেষে লিখিত অন্যতাৎপর্য্য জ্ঞাপক বিবর্ত্তবাদই সত্য বলিয়া স্থাপন করিলেন ॥ ১৭২ ॥

নিত্য কৃষ্ণদাস নির্ম্মলজীব, কর্ম্মফলভোগপর স্থূল সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে ভ্রমক্রমে যে আমি বুদ্ধি করেন ঐ বুদ্ধি মিথ্যা। উহাই বিবর্ত্তবাদের

প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ব বেদ জগতে উৎপত্তি ॥ ১৭৪ ॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥ ১৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবের চিন্ময়সত্তা বুঝাইবার জন্য তত্ত্বমসি বাক্যটী বেদের এক প্রদেশে পাওয়া যায়। তাহা মহাবাক্য নয় ॥ ১৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

স্থল। জীবাত্মা নিত্য অনিত্য কালবশযোগ্য ব্রহ্মের অজ্ঞানজন্য তাৎকালিক স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীরমাত্র নহে। বিশ্ব বস্তুতঃ মিথ্যা নহে তবে কালদ্বারা পরিবর্ত্তন যোগ্য। বিশ্ব-ভোগ বুদ্ধিতে জীবাত্মার বিবর্ত্ত আছে, বিশ্বের স্বরূপ শক্তি পরিণাম। মায়াবাদী জীব স্বরূপে ও বিশ্বের স্বরূপে বিবর্ত্ত বিচার করেন কিন্তু উভয়ই শক্তি পরিণাম ॥ ১৭৩ ॥

প্রণব ঈশ্বরের নামবিগ্রহ উহাই মহাবাক্য। নাম স্বরূপ ওঙ্কার হৈতে এই নশ্বর জগতে থাকা কালেও বিবর্ত্ত বুদ্ধিবলে সমস্ত অপ্রাকৃত স্বরূপ উদয় হয় ॥ ১৭৪ ॥

ঈশ্বর জীবও জগতের স্বরূপকে বিবর্ত্তবাদের বিষয় করায় ওঙ্কারের রূপ নামাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রবৃত্তি। কিন্তু জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া মিথ্যাভ্রম উদয় না হয় তজ্জন্য উহা কেবল ভ্রান্তজীবের উদ্দেশেই প্রাদেশিক বাক্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপ বেদজীবন প্রণব নামকে অনাদর করা হইয়াছে ॥ ১৭৫ ॥

এই মত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥ ১৭৬॥
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥ ১৭৭॥
ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন, বেদে তিনবস্তু কয়॥ ১৭৮॥
আর যে যে কিছু কহে সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে না করে লক্ষণা॥ ১৭৯॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥ ১৮০॥

[পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্রনামকথনে ৬২ অ, ৩১ শ্লোকঃ]
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।

অনুভাষ্য।

বিতণ্ডা,—নিজমত স্থাপন না করিয়া কেবল পরমত খণ্ডন। ছল, শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে অপর কাল্পনিক বিষয়ারোপে খণ্ডন। নিগ্রহ, পরপক্ষ পরাজয়॥ ১৭৭॥

মায়াবদ্ধ-ভাবাতীত নির্ম্মলজীব ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার সম্বন্ধ ভগবান্, অভিধেয় ভক্তি এবং প্রয়োজন প্রেম ইহাই বেদশাস্ত্রে কথিত হয়। জীব নিঃশক্তিক ব্রহ্ম এরূপ সম্বন্ধ, অভিধেয় জ্ঞানবৈরাগ্য, প্রয়োজন মুক্তি ইহা বদ্ধজীবের কল্পনা মাত্র। বেদ স্বয়ং প্রমাণ; উহাতে লক্ষণা করিতে গেলে কল্পনা হয়॥ ১৭৯॥

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ১৮১ ॥
[তত্রৈব উত্তরখণ্ডে ২৫ অ, ৭ম শ্লোকঃ]

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥ ১৮২ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন, কল্পিত স্বাগমদ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর, আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্মুখ জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে ॥ ১৮১ ॥

মহাদেব কহিলেন, আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎ শাস্ত্র দ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বিধান করিব ॥ ১৮২ ॥

অনুভাষ্য।

হে শিব ত্বং কল্পিতৈঃ সত্যাদুষ্টৈঃ মিথ্যানির্ম্মিতৈঃ স্বাগমৈঃ নিজ-তন্ত্রাদিকৈঃ জনান্ জড়বিষয়রতান্ মদ্বিমুখান্ হরিভজনবিমুখান্ কর্ম্মজ্ঞান-নিরতান্ কুরু মাঞ্চ গোপয় যেন উত্তরোত্তরা এষা সৃষ্টিঃ সংসারপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ॥ ১৮১ ॥

মায়াবাদং ঈশ্বরজীববিশ্বস্বরূপত্রয়মায়াকল্পিত-মিথ্যাবিকারমাত্রং ব্রহ্মণঃ ভিন্নমিতি বিচারপরং অসচ্ছাস্ত্রং নিত্যভগবদ্বহির্ম্মুখকর্ম্মজ্ঞানপরং অনিত্যোপদেশময়ং গ্রন্থং প্রচ্ছন্নং বেদবিচারাবৃতং বৌদ্ধং নাস্তিকবৌদ্ধ-মতানুগতং উচ্যতে। হে দেবি, ময়া ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা মালবরদেশোদ্ভূতেন শঙ্করাখ্যেন দেহেন কলৌ বিবাদযুগারম্ভে মায়াবাদমতং এব বিহিতং কার্য্যম্ ॥ ১৮২ ॥

মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৮৩ ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর' বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম-পুরুষার্থ হয় ॥ ১৮৪ ॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ ॥ ১৮৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে, ৭ম অ, ১০ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং]

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৮৬ ॥

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয় ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আত্মাতে যাহাদিগের রতি এরূপ বাসনা গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। কেন না, জগতের চিত্তহারী হরির এইরূপ একটী গুণ আছে ॥ ১৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

আত্মারামাঃ আত্মনি ভগবতি রমন্তে যে তে কৃষ্ণক্রীড়নশীলাঃ মুনয়ঃ ভোগপরজড়বিষয়রহিতাঃ নির্গ্রন্থাঃ হৃদয়জড়গ্রন্থিহীনাঃ অপি উরুক্রমে কৃষ্ণে অহৈতুকীং অন্যাভিলাষশূন্যাং কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতাং শুদ্ধাং কৃষ্ণানুশীলনীং ভক্তিং সেবাং কুর্ব্বন্তি। ইত্থম্ভূতগুণঃ মুক্তামুক্ত-সর্ব্বাবস্থজীবাকর্ষণধর্ম্মযুক্তঃ হরিঃ কৃষ্ণঃ। অলৌকিকগুণাধারঃ হরিঃ মায়াবাদনিরতানাং তত্তন্মতবাদাৎ মোচয়িত্বা কৃপয়া স্বচরণং প্রযচ্ছতি ॥ ১৮৬ ॥

প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি ॥ ১৮৮ ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান ॥ ১৮৯ ॥
নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা।
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৯০ ॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কার নাহি শক্তি ॥ ১৯১ ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥ ১৯২ ॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল ॥ ১৯৩ ॥
আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥ ১৯৪ ॥
তত্তৎ পদ-প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ॥ ১৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্লোকের এগারটী শব্দের এগারটী অর্থ এবং শ্লোকমধ্যে মুনয়ঃ, নির্গ্রন্থ, উরুক্রম, অহৈতুকী, ভক্তি, গুণ ও হরি এই সাতটী প্রধান-পদে আত্মারাম যোগ করিয়া সাতটী অর্থ একত্রে ১৮ অর্থ ॥ ১৯৪।১৯৫ ॥

ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন ॥ ১৯৬ ॥
অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধ সাধকের মন ॥ ১৯৭ ॥
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ॥ ১৯৮ ॥
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তিনে, ভগবান, ভগবচ্ছক্তি ও ভগবদ্ গুণগণ ॥ ১৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

১। আত্মারামাঃ ২। চ ৩। মুনয়ঃ ৪। নির্গ্রন্থাঃ ৫। অপি ৬। উরুক্রমে ৭। কুর্ব্বন্তি ৮। অহৈতুকীং ৯। ভক্তিং ১০। ইত্থম্ভূতগুণঃ ১১। হরিঃ ॥ ১৯৫ ॥

জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী দলে যতপ্রকার সম্বন্ধ ও অভিধেয় কল্পিত হয় তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া এই অচিন্ত্য প্রভাববিশিষ্ট ভগবান্, তৎশক্তি ও তদ্গুণগণ এই তিনটী, সাধক ও সিদ্ধের মন হরণ করেন ॥ ১৯৭ ॥

সনকাদি ও শুকদেব প্রভৃতি মুক্তমনীষিবৃন্দের কৃষ্ণাকৃষ্টিই ইহার উদাহরণ। চরিতামৃত মধ্য ২৪। মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তি। জন্ম হৈতে শুকসনকাদি ব্রহ্মময়। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়। সনকাদ্যের কৃষ্ণ কৃপায় সৌরভে হরে মন। গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন। ব্যাস কৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥ ১৯৮ ॥

প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥ ১৯৯ ॥
ইহোঁত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিঞা।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া ॥ ২০০ ॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ২০১ ॥
নিজ রূপ প্রভু তারে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ রূপ প্রভু হইলা তখন ॥ ২০২ ॥
দেখাইল তারে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ ॥ ২০৩ ॥
দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি পড়ি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি ॥ ২০৪ ॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেমদান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব ॥ ২০৫ ॥
শত শ্লোক কৈল দণ্ড এক না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ॥ ২০৬ ॥
শুনি সুখে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ২০৭ ॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।

অনুভাষ্য।

শ্রীসার্ব্বভৌমকৃত সুশ্লোক শতক গ্রন্থ ॥ ২০৬ ॥

নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি ॥ ২০৮ ॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত মন ।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ ॥ ২০৯ ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি ।
সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি ॥ ২১০ ॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে ।
জগন্নাথ ইহাঁরে কৃপা কৈল ভালমতে ॥ ২১১ ॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল ।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥ ২১২ ॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেই অল্প কার্য্য ।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥ ২১৩ ॥
তর্ক শাস্ত্রে জড় আমি বৈছে লৌহপিণ্ড ।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥ ২১৪ ॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা ।
ভট্টাচার্য্যে আচার্য্য দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥ ২১৫ ॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে ।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে ॥ ২১৬ ॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা ।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা ॥ ২১৭ ॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া ।

ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা ॥ ২১৮ ॥
অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥ ২১৯ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥ ২২০ ॥
বাহিরে প্রভুর তিহোঁ পাইল দরশন।
আস্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন ॥ ২২১ ॥
বসিতে আসন দিয়া দুহেঁত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তার হাতে দিলা ॥ ২২২ ॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল।
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥ ২২৩ ॥
চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ॥ ২২৪ ॥

(পদ্মপুরাণং)

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥২২৫॥

অনুভাষ্য।

অরুণোদয় কাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড কালকে অরুণোদয় কাল বলে ॥ ২১৯ ॥

শুষ্কং রসরহিতং পর্য্যুষিতং পূর্ব্বপূর্ব্বদিনপক্কং দূরদেশতঃ সুদূরবিদেশাৎ

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ ২২৬ ॥

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ ২২৭ ॥
দুইজনে ধরি দুহেঁ করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্য দুহাঁ স্পর্শে দুহেঁ ফুলে মন ॥ ২২৮ ॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দুহেঁ আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২২৯ ॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, প্রদত্তমাত্রে ভক্ষণ করাই বিধি, ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্র শিষ্টলোক ভোজন করিবেন ইহাতে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই। ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ২২৫।২২৬ ॥

অনুভাষ্য।

নীতং আনীতং কৃষ্ণপ্রসাদং প্রাপ্তমাত্রেণ লাভমাত্রেণ ভোক্তব্যং সাদরেণ গৃহীতব্যং অত্র প্রসাদগ্রহণবিষয়ে কালবিচারণা ন ॥ ২২৫ ॥

তত্র প্রসাদগ্রহণবিষয়ে দেশনিয়মঃ ন তথা কালনিয়মঃ ন, প্রাপ্তমন্নং কৃষ্ণপ্রসাদং দ্রুতং তৎকালমেব শিষ্টৈঃ বৈষ্ণবৈঃ ভোক্তব্যং প্রসাদার্চ্চনে স্থানকালব্যবধানাদিকং ন গ্রাহ্যং ইতি হরিরব্রবীৎ ॥ ২২৬ ॥

আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥ ২৩০ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥ ২৩১ ॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইয়া সদয় ॥ ২৩২ ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥ ২৩৩ ॥
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ২৩৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে, ৭ম অ, ৪১ শ্লোকে নারদ প্রতি ব্রহ্মবাক্য]

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকং।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ২৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

স অনন্তঃ ভগবান্ যেষাং একান্তপ্রপন্নানাং দয়য়েৎ অনুকম্পাং কুর্য্যাৎ যদি নির্ব্যলীকং নিষ্কপটং যথা স্যাৎ তথা সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বতোভাবেন ন তু অংশেন আশ্রিতপদঃ কৃষ্ণপাদৈকপ্রপন্না ভবন্তি। তে দুস্তরাং তর্তুমশক্যামপি দেবমায়াং অতিতরন্তি। এষাং প্রপন্নানাং শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে পশু-ভোজনযোগ্যে দেহে অহং মমতা ইতি ধীর্বুদ্ধির্ন ॥ ২৩৫ ॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিলাভিমানে ॥ ২৩৬ ॥
চৈতন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান ॥ ২৩৭ ॥
গোপীনাথাচার্য্য তার বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া ॥ ২৩৮ ॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু স্থানে ॥ ২৩৯ ॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্ব দুর্ম্মতি ॥ ২৪০ ॥
ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীর্ত্তন ॥ ২৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্ত স্বরূপ ভগবান্, যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন তাঁহারা এই দুষ্পারা দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। যাঁহাদের শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য এই প্রাকৃতশরীরে আমি আমার বুদ্ধি আছে তাহাদের প্রতি ভগবান্ দয়া করেন না ॥২৩৫॥

চতুঃষষ্টি সাধনভক্তির মধ্যে কোন্ অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাপ্রভু কহিলেন, নামসংকীর্ত্তনই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ ॥ ২৪১ ॥

[হরিভক্তিবিলাসস্থ ১১শ বিলাসে, ২৪২ শ্লোকধৃত-বৃহন্নারদীয়বাক্যং]

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২৪২ ॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাল করিয়া বিস্তার ।
শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার ॥ ২৪৩ ॥
গোপীনাথাচার্য্য বলে আমি পূর্ব্বে যে কহিল ।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেইত হইল ॥ ২৪৪ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে ।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ॥ ২৪৫ ॥
তুমি মহা ভাগবত আমি তর্ক অন্ধে ।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে ॥ ২৪৬ ॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
কহিল করহ যাঞা ঈশ্বর দরশন ॥ ২৪৭ ॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা ।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া ॥ ২৪৮ ॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

আদি সপ্তম পরিচ্ছেদ ৭৬ সংখ্যা ॥ ২৪২ ॥

[কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ]
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥]

নিজ বিপ্র হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা ॥ ২৪৯ ॥
নিজ কৃত দুই শ্লোক লিখিল তালপাতে।
প্রভুকে দিহ বলি দিল জগদানন্দ হাতে ॥ ২৫০ ॥
প্রভু স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ পত্রী লঞা।
মুকুন্দদত্ত পত্র নিল তার হাতে পাঞা ॥ ২৫১ ॥
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল ॥ ২৫২ ॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র চিরিয়া ফেলিল।
ভিত্তে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল ॥ ২৫৩ ॥

[শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৬অ, ৩২অ ধৃতৌ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-কৃত-শ্লোকৌ]
বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥২৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগশিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী একটী সনাতন পুরুষ, সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই ॥ ২৫৪ ॥

অনুভাষ্য।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং কৃষ্ণেতরবস্তুবিবক্তিপবেশানুভূতি-নিজকৃষ্ণনামরূপগুণলীলাময়-সেবনযোগোপদেশনিমিত্তং একঃ পুরাণঃ সনাতনঃ কৃপাম্বুধিঃ জড়াসক্তজনেষ্বপি পরমোত্তম-মুক্তজনোচিত-ব্রজ-প্রেমদানরূপদয়ার্ণবঃ পুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব শরীরং ধর্ত্তুং শীলমস্য অহং তং প্রপদ্যে আশ্রয়ামি ॥ ২৫৪ ॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥২৫৫॥

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠ মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার ॥ ২৫৬ ॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন ॥ ২৫৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসূত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম ॥ ২৫৮ ॥
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু আগে আইলা।
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৫৯ ॥
ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে কৃষ্ণচৈতন্যনামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক্ ॥ ২৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

কালাৎ অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানজড়াশক্তিপ্রাবল্যাৎ কালধর্ম্মবশেন নষ্টং লুপ্তং নিজং কৃষ্ণনামরূপগুণলীলাময়ং ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং পুনঃ প্রকটয়িতুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা সন্ আবির্ভূতঃ প্রকাশিতঃ তস্য পাদারবিন্দে চরণকমলে চিত্তভৃঙ্গঃ চঞ্চলমনোভ্রমরঃ গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং নিমগ্নো-ভবতু ॥ ২৫৫ ॥

শ্লোক শেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা ॥ ২৬০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ১৪শ অ, ৮ম শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভিবির্দিধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২৬১॥

প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহা পাঠ হয়।
ভক্তিপদে কেনে পড় কি তোমার আশয় ॥ ২৬২ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি সম নহে মুক্তি ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥ ২৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা তোমাতে ভক্তিবিধান করিয়া জীবনযাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন। এই শ্লোকটী পাঠ কালে সার্ব্বভৌম "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৬১ ॥

ভট্টাচার্য্য কহিলেন ভক্তিই ভক্তির সর্ব্বোত্তম ফল, মুক্তি ভক্তির ফল নয়। ভগবদ্ভক্তিবিমুখ পুরুষের পক্ষে সাযুজ্যমুক্তি কেবল এক প্রকার দণ্ড ॥ ২৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

তৎ তস্মাৎ তে তব অনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ সম্যক্ প্রতীক্ষমাণঃ আত্মকৃতং নিজানুষ্ঠিতং বিপাকং কর্ম্মফলং ভুঞ্জানঃ এব হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ কায়মনোবাক্যৈঃ তে তুভ্যং নমঃ বিদধৎ যঃ জীবেত সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ ভবতি ॥ ২৬১ ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥ ২৬৪ ॥
সেই দুইর দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি ॥ ২৬৫ ॥
যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥২৬৬॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ ২৬৭ ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ ২৬৮ ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥ ২৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য এই পঞ্চ প্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম সালোক্যাদি চারিটী তত নিন্দনীয় নয়, কেন না তাহা ভগবৎ সেবার দ্বারস্বরূপ। তথাপি কৃষ্ণভক্ত উক্ত চারি প্রকার মুক্তিও অঙ্গীকার করেন না, কেন না তাঁহারা জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তির বাসনাই করিয়া থাকেন। সাযুজ্য শব্দ শুনিবামাত্র ভক্তের তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা, ভক্তিবিরোধরূপে অপরাধ বলিয়া ভয় হয় ॥ ২৬৭।২৬৮ ॥

সাযুজ্য দুইপ্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বৈদান্তিকের মতে জীবের চরমফল ব্রহ্মসাযুজ্য। পাতঞ্জল মতে কৈবল্য

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য়,স্ক, ২৯অ, ১১ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং)

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ॥ ২৭০॥

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥ ২৭১॥
মুক্তি পদে যার সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥ ২৭২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবস্থায় ঈশ্বরসাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্য নির্ব্বিশেষজ্ঞান দ্বারা নির্ব্বিশেষগতি লাভ। কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বর ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয় তাহা বাসনা দোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ। "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালানবচ্ছেদাৎ।" এতদ্দ্বারা সবিশেষ ঈশ্বরের নিত্যত্ব দেখা যায়। পুনরায় কৈবল্যপাদে "পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" এই সূত্রদ্বারা সাধকের সিদ্ধাবস্থায় অন্য পুরুষ ঈশ্বরের অনুসন্ধানাভাব। সবিশেষতত্ত্ব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য্য এই যে সবিশেষতত্ত্বের উপাসনায় সবিশেষ ফল না হইয়া,অত্যন্ত সুদূরবর্ত্তী ধিক্কার যোগ্য ফল হইল॥ ২৬৯॥

যাঁহার চরণে মুক্তি আছে তিনি মুক্তিপদ অর্থাৎ দশমপদার্থ শ্রীকৃষ্ণ। অথবা নবমপদার্থ যে মুক্তি তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ॥ ২৭২॥

দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে ও পাঠ কহিতে না পারি ॥ ২৭৩ ॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে।
তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহন না যায়ে ॥ ২৭৪ ॥
যদ্যপিহ মুক্তিশব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্ত্যে কহে তভু সাযুজ্যে প্রতীতি ॥ ২৭৫ ॥
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয়েত উল্লাস ॥ ২৭৬ ॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৭৭ ॥
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তার ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদ ॥ ২৭৮ ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥ ২৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আশ্লিষ্যদোষ—যাহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। তাহাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি এই দোষ ॥ ২৭৪ ॥

রূঢ়িবৃত্তি,—মুখ্যবৃত্তি ॥ ২৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭০ ॥

আদি ২য় পরিচ্ছেদ ৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭২ ॥

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮০ ॥
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভু পদে আসি ॥ ২৮১ ॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা বিবরণ ॥ ২৮২ ॥
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ২৮৩ ॥
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন।
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম মিলন ॥ ২৮৪ ॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥ ২৮৫ ॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্যচরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারণো নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদের কথাসার।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুনমাসে নীলাচলে বাস করিলেন। ফাল্গুনমাসে দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন। বৈশাখমাসে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। একক দক্ষিণভ্রমণ করিবেন এই প্রস্তাব করায় নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার সহিত কৃষ্ণদাস বলিয়া একটী ব্রাহ্মণকে দিলেন। গমনসময়ে সার্ব্বভৌম প্রভুর সহিত চারি কৌপীনবহির্ব্বাস দিয়া রামানন্দরায়ের সহিত গোদাবরী-তীরে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আলালনাথ পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভু প্রভৃতি কয়েকটী ভক্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে স্বীকার করতঃ মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন। যে গ্রামে রাত্রিবাস করেন তথায় শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব করিতে আজ্ঞা দেন। তাঁহারা আবার অন্যান্য লোককে ভক্তিশিক্ষা দিয়া অন্যান্য গ্রামে পাঠাইয়া ভক্তসংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় কূর্ম্মনামক ব্রাহ্মণকে কৃপা করিলেন,

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এই মতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥ ৩ ॥
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৪ ॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল ॥ ৫ ॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বং বাসুদেব নামক বিপ্রকে গলিতকুষ্ঠ রোগ হইতে উদ্ধার করিলেন। সুদেবকে উদ্ধার করিয়া বাসুদেবামৃতপ্রদ বলিয়া প্রভুর একটী নাম টল।

যিনি দয়ার্দ্রবুদ্ধি হইয়া বাসুদেব নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত রিয়া সুন্দররূপে পুষ্ট করতঃ ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ধন্য চতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ দয়ার্দ্রধীঃ দয়য়া আর্দ্রা ধীর্যস্য সঃ বাসুদেবং কুষ্ঠরোগাক্রান্তং ইকুষ্ঠং বিগতকুষ্ঠরোগং রূপপুষ্টং সৌন্দর্য্যময়ং ভক্তিতুষ্টং চকার তং ন্যং চৈতন্যং নৌমি ॥ ১ ॥

নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥ ৭ ॥
তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি ॥ ৮ ॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥ ৯ ॥
এবে সবা স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সবে মেলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ॥ ১০ ॥
বিশ্বরূপ উদ্দেশে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব কেহো সঙ্গে না লইব ॥ ১১ ॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ ॥ ১২ ॥
বিশ্বরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥ ১৩ ॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
নিঃশব্দ হইলা সবে শুকাইল মুখ ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বরূপের যে তৎপূর্ব্বে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহা তিনি সমুদায় জানিতেন, পরন্তু দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিবেন এই ছল বাহির করিলেন ॥ ১৩ ॥

নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ॥ ১৫ ॥
এক দুই সঙ্গে চলুক না পড় হঠরঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে ॥ ১৬ ॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি ॥ ১৭ ॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও তৈছে নর্ত্তন আমার ॥ ১৮ ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত ভবন ॥ ১৯ ॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য্য ভঙ্গ ॥ ২০ ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥ ২১ ॥
কভু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥ ২২ ॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস ধর্ম্ম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন ॥ ২৩ ॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥ ২৪ ॥

আম্রিত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ডধরি॥ ২৫॥
ইহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥ ২৬॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণ কৃপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে॥ ২৭॥
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিন কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে॥ ২৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দামোদর আমাকে সর্ব্বদা এরূপ শিক্ষাদণ্ড দেন, যাহাতে এরূপ প্রতীত হয় যে, আমি ইহাঁর সম্মুখে যেন একজন ব্যবহার-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি॥২৫।২৬॥

দামোদরপণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণকৃপা অধিক বলিয়া ইহাঁরা লোকাপেক্ষা না করিয়া আমাকে অনেক প্রকার বিষয় ভোগ করাইতে চাহেন, কিন্তু আমি দীন সন্ন্যাসী, লোকাপেক্ষা ছাড়িতে না পারিয়া, যথাধর্ম্ম ব্যবহার করিয়া থাকি॥ ২৭॥

অনুভাষ্য।

সন্ন্যাসের ধর্ম্মপালন জন্য আমি শীতকালেও তিনবার স্নান করি এবং শয্যারহিত হইয়া ভূমিতে শয়ন করি দেখিয়া মুকুন্দ দুঃখিত হন। আমার জন্য মুকুন্দের মনে দুঃখ হয় জানিয়া তজ্জন্য আমি দ্বিগুণ দুঃখিত হই॥ ২৪॥

সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর গুরু। তজ্জন্য ব্রহ্মচারী হইয়া সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া অসঙ্গত॥ ২৫॥

ইহা সবার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে।
দোষ রূপ ছলে করে গুণ আস্বাদনে॥ ২৯॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য অকথ্য কথন।
আপনে বৈরাগ্য দুঃখ করেন সহন॥ ৩০॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥ ৩১॥
গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ-বৈরাগ্য করিয়া॥ ৩২॥
তবে চারিজন বহু বিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল॥ ৩৩॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যে হউক কর্ত্তব্য আমার॥ ৩৪॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥ ৩৫॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে সবে এই মাত্র॥ ৩৬॥

অনুভাষ্য।

পূর্ব্বকথিত ভক্তগণের যে যে গুণে প্রভু বাধ্য হইয়াছিলেন ঐ গুলিকেই ছলপূর্ব্বক দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভক্তগণের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন॥ ২৯॥

তোমার দুই হস্ত বন্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥ ৩৭॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এসব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ॥ ৩৮॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥ ৩৯॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা, কর কিছু না বলিবে॥ ৪০॥
তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকারে।
তাহা সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম ঘরে॥ ৪১॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি তবে আসনে বসিল॥ ৪২॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাহারে।
তোমার ঠাঞি আইলাম আমি আজ্ঞা মাগিবারে॥৪৩॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।

অনুভাষ্য।

সংখ্যা নাম গণনা করিবার জন্য প্রভুর দুই হস্ত আবদ্ধ থাকিত সুতরাং অঙ্গে কমণ্ডলু ও বহির্ব্বাসাদি না বহিলে প্রয়োজনকালে ব্যবহার্য্য দ্রব্য পাইবেন না। প্রেমাবেশে অচেতন হইলে তৎকালে দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার লোকের আবশ্যক॥ ৩৭।৩৮॥

অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটে আসিব ॥ ৪৫ ॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর ॥ ৪৬ ॥
বহুজন্মের পুণ্যফলে পাই তোমা সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥ ৪৭ ॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥ ৪৮ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কথো রহ দেখি তোমার চরণ ॥ ৪৯ ॥
তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিল দিবস কথো না কৈল গমন ॥ ৫০ ॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন ॥ ৫১ ॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম ষাঠির মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিহোঁ, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥ ৫২ ॥
আগেত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।

অনুভাষ্য।

লেউটে,—পশ্চিমদেশীয় শব্দ লৌট, ফিরিয়া আসা ॥ ৪৫ ॥

এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা-সমাচার ॥ ৫৩ ॥
দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্য স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥ ৫৪ ॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ মন্দিরে গেলা ॥ ৫৫ ॥
দর্শন করি ঠাকুর পাশ আজ্ঞা মাগিলা।
পূজারী মালা-প্রসাদ প্রভুরে আনি দিলা ॥ ৫৬ ॥
আজ্ঞা মালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণ দেশে চলে গৌরহরি ॥ ৫৭ ॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ জন।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥
সমুদ্র তীরে তীরে আলালনাথ পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য গোপীনাথে ॥ ৫৯ ॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস-রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সমুদ্রতীরদিয়া দক্ষিণ যাইতে পুরী হইতে চারিক্রোশ পরে আলালনাথগ্রাম, আলালনাথ চতুর্ভুজ বাসুদেববিগ্রহ। বনমধ্যে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহার মন্দির। তথায় অতি উৎকৃষ্ট পরমান্ন ভোগ হয়; উষ্ণ পরমান্নের দাগ এখন সেই বিগ্রহে দেখাইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে ॥ ৬১ ॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে ॥ ৬২ ॥
শূদ্র-বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবে ॥ ৬৩ ॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো এক জন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥ ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অধিকারী,—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী।

বিদ্যানগরকে আজকাল পুরবন্দর বলে ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য।

শূদ্র,—উৎকলদেশীয় সমাজে করণ জাতি শৌক্র শূদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানন্দ করণ জাতিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন তজ্জন্য লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি শৌক্রশূদ্র বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ।

বিষয়ী, স্ত্রীপুত্রাদি কথাবত অথবা বাহ্য-রূপরসগন্ধ-শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি প্রযুক্ত, করিয়া তাহাতে প্রমত্ত। রামানন্দ কৌপীনবিশিষ্ট সন্ন্যাসী নহেন তজ্জন্য লৌকিক দৃষ্টিতে রাজভৃত্য বিষয়ী।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে বৈষ্ণব না থাকিলেও রামানন্দরায়ের নৈসর্গিক বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আবার শ্রীপ্রভুর কৃপায় ভক্ত হইবার পর রামানন্দের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে অধিকারী রসিকভক্ত বুঝিয়াছিলেন। ৬৩ ॥

পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহেঁর তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥ ৬৫ ॥
অলৌকিক বাক্য-চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ॥ ৬৬ ॥
তোমার প্রসাদে হবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥ ৬৭ ॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৬৮ ॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥ ৬৯ ॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাহাঁ পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥ ৭০ ॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত মন ॥ ৭১ ॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প সম কোমল কঠিন বজ্রময় ॥ ৭২ ॥

(ভবভূতিকৃত-বীরচরিত্রাখ্যোত্তরচরিত্রে তৃতীয়াঙ্কে ২৩শ শ্লোকঃ)

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥৭৩॥

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইলা।

তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইলা ॥ ৭৪ ॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ ।
বস্ত্র প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ॥ ৭৫ ॥
সবা সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ।
নমস্কার করি তারে বহু স্তুতি কৈলা ॥ ৭৬ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যত জন ॥ ৭৭ ॥
চৌদিকেতে সব লোক বলে হরি হরি ।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥ ৭৮ ॥
কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন ।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥ ৭৯ ॥
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার ।
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্তগুলি বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু। অন্যে তাহা বুঝিবার যোগ্য হয় না ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য ।

বজ্রাৎ অপি কঠোরাণি কুসুমাৎ পুষ্পাৎ অপি মৃদুনি কোমলানি লোকোত্তরাণাং অসাধারণালৌকিকানাং চেতাংসি অন্তঃকরণানি বিজ্ঞাতুং বোদ্ধুং কঃ হি ঈশ্বরঃ সমর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ আবাল ॥ ৮১ ॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে ॥ ৮২ ॥
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি সৃজিল উপায় ॥ ৮৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া ॥ ৮৪ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে আইলা দেবতা মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥ ৮৫ ॥
তবে দুই প্রভুরে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল ॥ ৮৬ ॥
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কলরব করে ॥ ৮৭ ॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥ ৮৮ ॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায় ॥ ৮৯ ॥

অমৃতভাষ্য।

অতিকাল,—সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় ॥ ৮৩ ॥

এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ সঙ্গে ।
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ৯০ ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিলা গমন ।
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥ ৯১ ॥
মূচ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা ।
তাহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ॥ ৯২ ॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা ।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ॥ ৯৩ ॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঞি রহিলা ।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥ ৯৪ ॥
মত্তসিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন ।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥

(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য বাক্যং)

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে ।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে ॥
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাং ।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাং ॥
রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রক্ষ মাং ।
কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! পাহি মাং ॥৯৬॥
এই শ্লোক পথে পড়ি চলিলা গৌরহরি ।

লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি ॥ ৯৭ ॥
সেই লোক প্রেমমত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণ ॥ ৯৮ ॥
কতক্ষণে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৯৯ ॥
সেইজন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥ ১০০ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ॥ ১০১ ॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তাঁর দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম ॥ ১০২ ॥
সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্য গ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রক্ষ মাং,—আমাকে রক্ষা করুন্।

পাহি মাং,—আমাকে পালন করুন্ ॥ ৯৬ ॥

শক্তি সঞ্চারিয়া,—হ্লাদিনীশক্তির সারভাগ ও সম্বিৎশক্তির সারভাগ দুই একত্রে ভক্তিশক্তি হয়। কৃষ্ণ বা ভক্ত কৃপা করিয়া সেই শক্তি যাহাকে সঞ্চার করেন, তিনি পরম ভক্ত হন। মহাপ্রভু যাঁহাকে কৃপা করিতেন তাঁহাকে সেইরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার-ভার অর্পণ করিতেন ॥ ৯৯ ॥

সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ ॥ ১০৪ ॥
এই মত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ॥ ১০৬ ॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগত ॥ ১০৭ ॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১০৮ ॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশ নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥ ১০৯ ॥
প্রভুকে যে ভজে তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এসব লীলা সত্য করি লয় ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেতুবন্ধ,—সেতুবন্ধরামেশ্বর, সমুদ্রতীরে রামনদের অপর পার। (ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে) ॥ ১০৮ ॥

নবদ্বীপ ধাম হইলেও তথায় তৎকালে ন্যায় ও স্মৃতির বিশেষ প্রবলতা থাকায় সেই সেই শাস্ত্রের অধ্যাপকদিগের মধ্যে অনেকগুলি বহির্ম্মুখ ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভু কোন বিশেষ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। এইজন্য গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ ॥ ১১১ ॥
প্রথমেই কহিল প্রভুর যে রূপে গমন।
এই মত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ ॥ ১১২ ॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণামে ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কূর্ম্মস্থান,—বলিয়া তীর্থ আছে। তথায় কূর্ম্মদেবের মন্দির আছে। প্রপন্নামৃতে কথিত আছে, যে জগন্নাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রীরামানুজস্বামীকে কূর্ম্মতীর্থে রাত্রে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন ॥১১৩॥

অনুভাষ্য।

কূর্ম্মস্থান, বেঙ্গল নাগপুর রেলের গঞ্জামজেলায় চিকাকোল রোড রেল ষ্টেশন হইতে আটমাইল পূর্ব্বে কূর্ম্মাচল বা শ্রীকূর্ম্মম্। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ শকশতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে শিবমূর্ত্তিজ্ঞানে তৎকালে তিনি উপবাস করেন পরে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন। পরে এই মন্দির শ্রীমাধবমঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়নগররাজের অধিকারে ছিল। ১২০৩ শকীয় শ্রীমাধবসম্প্রদায় গুরু শ্রীনরহরিতীর্থ কর্থোল্লেখে যে নবশ্লোক প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার বঙ্গানুবাদ এই

১ম শ্লোক। পুণ্যশ্লোক যতি পুরুষোত্তম বিজ্ঞের উপদেষ্টৃরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ছিলেন।

প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল।
দেখি সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৪ ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে ॥ ১১৫ ॥

অনুভাষ্য।

২য় শ্লোক। তাঁহার বাক্যাবলী জগতে সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কুঞ্জর-বিধ্বংসনের ন্যায় বিবাদীগণের যুক্তিসমূহ পরাভূত হইয়াছিল।

৩য় শ্লোক। আনন্দতীর্থ তাঁহার নিকট সংস্কার লাভ করেন। তিনি ব্যাসের বিপথগামী গবাদিকে নিজ গৃহীত সন্ন্যাসদণ্ডদ্বারা সুপথে আনয়ন করেন।

৪র্থ শ্লোক। তাঁহার কথামালা বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় এবং বৈকুণ্ঠসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ।

৫ম শ্লোক। তাঁহার ভক্তিশিক্ষা সমূহ মানবকে হরিপাদপদ্মদানে সমর্থ।

ষষ্ঠশ্লোক। নরহরিতীর্থ তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হন এবং কলিঙ্গ প্রদেশে রাজ্য করেন।

সপ্তমশ্লোক। নরহরিতীর্থ শবরগণের সহ যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

অষ্টমশ্লোক। নরহরিতীর্থের অসীম সাহস ছিল।

নবমশ্লোক। শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে বুধবারে কামতদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অশেষ কল্যাণদাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশে স্বানন্দে উৎসর্গীকৃত হইল। অধ্যাপক কিলহর্ণ বলেন ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ শনিবার ॥ ১১৩॥

দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণ, হরি।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি॥ ১১৬॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥ ১১৭॥
এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল॥ ১১৮॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥ ১১৯॥
যেই গ্রামে যায় তাহাঁ এই ব্যবহার।
এক ঠাঞি কহিল না কহিব আর বার॥ ১২০॥
কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ ১২১॥
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ প্রক্ষালন।
সেই জল সবংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥ ১২২॥
অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল॥ ১২৩॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥ ১২৪॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধন॥ ১২৫॥

কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ তরঙ্গে ॥ ১২৬ ॥
প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণ নাম নিরন্তর লৈবা ॥ ১২৭ ॥
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥ ১২৮ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥ ১২৯ ॥
এই মত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করায় এই শিক্ষা ॥ ১৩০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভুকে যাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া সেবা করিতে সঙ্কল্প করেন ভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের ভজন স্বীকার করিয়া এই শিক্ষা দেন যে গৃহে থাকিয়া অর্থাৎ উৎকট ভজন পরায়ণ অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক গৃহবাসরূপ দৈন্যের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণ নাম গ্রহণরূপ আচরণ করিয়া শুদ্ধকৃষ্ণনাম ভজন প্রচার কর। আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয় এই উৎকটভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনাম গ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম প্রচাররূপ গুরুর কার্য্যে বিষয় তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, সনাতন, জীব ও রঘুনাথদাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মাগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান ও শ্রীনরোত্তম মধ্ব রামানুজাদির বহুশিষ্যকরণ ভক্ত্যঙ্গের বাধা ও বিষয় তরঙ্গ কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্ত-

পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে ॥ ১৩১ ॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্ব ঠাঞি।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥১৩২॥
অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥ ১৩৩ ॥
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥ ১৩৪ ॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহু দূর আইলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ॥ ১৩৫ ॥
বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময় ॥ ১৩৬ ॥
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞ ॥ ১৩৭ ॥
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

গণের চরণে অপরাধী হন তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজ ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্য করিয়া নিজভজন বৃদ্ধি করুন, তজ্জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষা ॥১৩০॥

প্রভুর গমন কূর্ম্ম মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ১৩৯ ॥
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙ্গিলা ॥ ১৪০ ॥
প্রভু স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ ১৪১ ॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন ॥ ১৪২ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ৮১অ, ১৫শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য রুক্মিণীব্রাহ্মণবাক্যং]

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৪৩ ॥

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতে এই হয় ॥ ১৪৪ ॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৪৫ ॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
ইবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥ ১৪৬ ॥
প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।

অনুভাষ্য।

আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৪৩ ॥

নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥ ১৪৮ ॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥ ১৪৯ ॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃতপ্রদ হৈল প্রভুর নাম ॥ ১৫০ ॥
এইত কহিল প্রভুর প্রথম আগমন।
কূর্ম্ম দরশন বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১৫১ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ ॥ ১৫২ ॥
চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥ ১৫৩ ॥
ইথে অপরাধ মোর না লইও ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণযাত্রা বাসুদেবোদ্ধার-নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীসার্ব্বভৌম কৃত শ্রীচৈতন্যের শতনামে এই নামটী আছে ॥ ১৫০ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——:‡✱‡:——

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে,স্বভক্তিসিদ্ধান্তচযামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈস্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ কথাসার।

মহাপ্রভু জিয়ড়নৃসিংহ দর্শনপূর্ব্বক গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে স্নান জন্য আগত রায়রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিচিত হইলা রামানন্দ তাঁহাকে সেইগ্রামে কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুরোধে কোন বৈদিকবৈষ্ণবব্রাহ্মণের বাটীতে তিনি অবস্থিত হইলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দরায় দীনবেশে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্য নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। রামানন্দ রায় প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সজ্জনসামান্যধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া কর্ম্মার্পণ, পরে আসক্তি শূন্যকর্ম্ম, পরে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ও অবশেষে জ্ঞানশূন্যাশুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে কএকটী শ্লোক পাঠ করিলে মহাপ্রভু শেষটীকে সাধ্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। আবার ভক্তিসম্বন্ধে উচ্চ অধিকার বর্ণিতে বলিলে, প্রথমে শুদ্ধা কৃষ্ণরতিরূপা প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, পরে সখ্যপ্রেম, পরে বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তভাবগত প্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহাও বিবিধরূপে কহিলেন। প্রভু তাঁহাকে সাধ্যাবধি বলিয়া অঙ্গীকার—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করিল রাধিকার প্রেম বর্ণিত হইল। পরে কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। তাহার পর মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে, প্রেমবিলাসবিবর্তরূপ বিপ্রলম্ভগত-অধিরূঢ়ভাবময় স্বীয় কৃত একটী গীত রামানন্দ রায় বলিলেন। অবশেষে, রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবারূপ পরম সাধ্যবস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ ব্রজসখীর আনুগত্য বিশেষরূপে বিরচিত হইল। কএক দিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর, মহাপ্রভুর মূলতত্ত্ব ও স্বস্বরূপ দেখিতে পাইয়া রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইলেন। কয়েকদিন পরে রামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম যাইতে আজ্ঞাকরতঃ প্রভু দক্ষিণযাত্রা করিলেন। এই সমস্ত বিবরণ স্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারে কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন।

সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দনামক ভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চরণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা রূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন॥ ১॥

অনুভাষ্য।

গৌরাব্ধিঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ এব অব্ধিঃ সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্রঃ রামাভিধভক্তমেঘে রামানন্দনামকে এব সিদ্ধান্তামৃতবর্ষকমেঘে তস্মিন্ স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি সঞ্চার্য্য অমুনা রামানন্দমেঘেন এতৈঃ স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃতৈঃ বিস্তীর্ণৈঃ তত্ত্বজ্ঞরত্নালয়তাং তানি সিদ্ধান্তামৃতানি জানাতি যঃ সঃ এব তত্ত্বজ্ঞঃ তস্য ভাবঃ তত্ত্বজ্ঞত্বং এব রত্নং তস্য আলয়তাং সিদ্ধান্তামৃতাভিজ্ঞস্বরূপসমুদ্রতাং প্রয়াতি প্রাপ্নোতি॥ ১॥

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
পূর্ব্ব রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্রে কত দিনে গেলা ॥ ৩ ॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীতস্তুতি ॥ ৪ ॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥ ৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্ক, ৯ম অ, ১ম শ্লোকস্থ শ্রীধরস্বামীব্যাখ্যায়াংধৃতাগমবচনঃ

উগ্রোহপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও, স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র,

অনুভাষ্য।

জিয়ড়নৃসিংহক্ষেত্র। ভিজিগাপটম্ বা বিশাখাপত্তনের অব্যবহিত ৫ মাইল মধ্যে সিংহাচল নামক স্থান। সিংহাচল নামে রেলষ্টেশন আছে। শ্রীমন্দির পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে। তথায় শ্রীনৃসিংহের সেবকবৃন্দ ও অন্যান্য অধিবাসীগণ বাস করেন। এক্ষণে পর্ব্বতোপরি শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন অনেক যাত্রী থাকিবার স্থানও অনেক গৃহ আছে। বিজয়মূর্ত্তি আলোকে এবং মূল নৃসিংহমূর্ত্তি অভ্যন্তরে বিরাজমান। কতিপয় রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণবগণ বিজয়নগর রাজের অধীনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ॥ ৭ ॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন ॥ ৮ ॥
প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্ বিদিক্ নাহি জ্ঞান রাত্রি দিবসে ॥ ৯ ॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্ব লোকগণে।
গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কত দিনে ॥ ১০ ॥
গোদাবরী দেখি হইল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥ ১১ ॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হঞা তাহা কৈল স্নান ॥ ১২ ॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল সন্নিধানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহ পূর্ণ ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য।

অন্যেষাং স্বপাল্যশাবকভিন্নানাং গজব্যাঘ্রাদীনাং সম্বন্ধে উগ্রবিক্রমঃ প্রচণ্ডপরাক্রমঃ স্বপোতানাং নিজশাবকানাং সম্বন্ধে শান্তঃ কেশরী সিংহঃ ইব অয়ং উগ্রঃ প্রচণ্ডবিক্রমঃ নৃকেশরী নৃসিংহদেবঃ স্বভক্তানাং নিজ-পাল্যদাসানাং সম্বন্ধে অনুগ্রহঃ শান্তঃ বৎসলঃ ॥ ৬॥

বসি প্রভু করে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনে ॥ ১৩ ॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায় ॥ ১৪ ॥
তার সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তিহোঁ স্নানাদিতর্পণ ॥ ১৫ ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রামরায়।
তাহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ॥ ১৬ ॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥ ১৭ ॥
সূর্য্যশতসমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল-লোচন ॥ ১৮ ॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ ১৯ ॥
উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তারে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ২০ ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিহোঁ কহে হও মুঞি দাস শূদ্র মন্দ ॥ ২১ ॥
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন ॥ ২২ ॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।

দুঁহাতে আলিঙ্গিয়া দুহেঁ ভূমিতে পড়িলা ॥ ২৩ ॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ।
দুঁহার মুখেতে শুনি গদ্গদ কৃষ্ণবর্ণ ॥ ২৪ ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥ ২৫ ॥
এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন ॥ ২৬ ॥
এই মহারাজ পাত্র পণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ॥ ২৭ ॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ ॥ ২৮ ॥
সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাধাকৃষ্ণের বিশাখাসখীর প্রতি ও বিশাখাসখীর রাধাকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম তাহাই উদয় হইল ॥ ২৩ ॥

অনুভাষ্য।

বিজাতীয় লোক। স্বজাতীয় আশ্রয় বিশিষ্ট রামানন্দ অন্তরঙ্গ ভক্ত। রামানন্দের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণাদি কর্ম্মনিষ্ঠগণ অন্তরঙ্গ ভক্ত হওয়া দূরে থাকুক শুদ্ধভক্তও নহে তজ্জন্য বিজাতীয় অভক্ত। কর্ম্মীগণ বহির্ম্মুখ বুঝিয়া পরস্পরের প্রীতি প্রকাশ হওয়ায় তাহা গোপন করিলেন ॥ ২৮ ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল, তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে ॥ ৩০ ॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন ॥ ৩১ ॥
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য জ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥ ৩২ ॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম ॥ ৩৩ ॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥ ৩৪ ॥
কাহাঁ তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাহাঁ মুঞি রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম ॥ ৩৫ ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয়।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥ ৩৬ ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥ ৩৭ ॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রামানন্দ রায় কহিলেন, সার্ব্বভৌম আমাকে স্বীয় দাস জানিয়া পরোক্ষেও অর্থাৎ অনুপস্থিতিতেও আমার হিতচেষ্টা করেন ॥ ৩২ ॥

পরম দয়ালু তুমি পতিত পাবন ॥ ৩৮ ॥
মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তাঁর ঘর ॥ ৩৯ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্কন্ধে, ৮মঅ, ২য় শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যং]

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥ ৪০ ॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণহরি নাম শুনি সবার বদনে।
সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষা।

হে ভগবন, দীনচেতা গৃহীলোকদিগের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য মহৎ-ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অন্যকারণে গমন করেন না ॥৪০॥

অনুভাষ্য।

নিন্দাকর্ম্ম। সন্ন্যাসীর বিষয়ী দর্শন ও শূদ্রসঙ্গ অবিধেয় ও নিন্দনীয়। তথাপি তোমার অসীম কৃপায় আমার জন্য ইহাও স্বীকার করিয়াছ ॥৩৭॥

গর্গের প্রতি নন্দরাজের উক্তি।

হে ভগবন্ গর্গ মহদ্বিচলনং মহতাং নিজাশ্রমাৎ কুত্রাপি বিচলনং গমনং ন স্যাৎ যদি ক্বচিৎ বিচলনং ভবতি তদা দীনচেতসাং নিরন্তরংস্বস্থানাং সর্ব্বমর্দ্দৈর্মুক্তানাং গৃহিনাং গৃহতাপক্লিষ্টানাং ন তু গৃহব্রতানাং নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় কল্যাণপ্রাপ্তয়ে কল্পতে অন্যথা নিজস্বার্থায় ন ঘটতে ॥ ৪০ ॥

আকৃত্যে প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ ৪৩ ॥
প্রভু কহে তুমি মহা-ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥ ৪৪ ॥
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি ॥ ৪৫ ॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥ ৪৬ ॥
এইমত দুহেঁ স্তুতি করে দুহাঁর গুণে।
দুহেঁ দুহাঁর দরশনে আনন্দিত মনে ॥ ৪৭ ॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আকৃতিতে অর্থাৎ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল আকারে, প্রকৃতিতে পরমদয়ালু স্বভাবে, তুমি ঈশ্বর বলিয়া লক্ষিত হইতেছ ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

মহাভাগবত। অর্চ্চনমার্গে পদ্মপুরাণে। তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিৎ বিপ্রঃ মহাভাগবতোত্তমঃ। ভাবমার্গে ভাগবতে। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥

নিমন্ত্রণ মানিল তারে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাঁসিয়া ॥ ৪৯ ॥
তোমা মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥ ৫০ ॥
রায় কহে আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিত্তে ॥ ৫১ ॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥ ৫২ ॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ॥ ৫৩ ॥
প্রভু যাই সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল ॥ ৫৪ ॥
প্রভু স্নান কৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৫ ॥
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে কৃষ্ণকথা কয় সেই স্থানে ॥ ৫৬ ॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সন্ন্যাসীরা ত্রিসবন স্নান করিয়া থাকেন। সেই বিধি অনুসারে সন্ধ্যাকালে প্রভু স্নান করিয়া বসিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ৫৭ ॥

অনুভাষ্য।

রামানুজঃ বেদার্থসংগ্রহে— এবংবিধ পরভক্তিরূপজ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্ব্বোক্তাহরহরুপচীয়মানজ্ঞানপূর্ব্বককর্ম্মানুগৃহীতভক্তিযোগ এব যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ বর্ণাশ্রমেতি নিখিলজগদুদ্ধারণায়াবনিতলেঽবতীর্ণঃ পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মেতদুক্তবান স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ইতি যথোদিতক্রমপরিণতভক্ত্যেকলভ্য এব ভগবদ্বোধায়নটঙ্কদ্রমিড়গুহদেবকপর্দ্দিভারুচি প্রভৃত্য-বিগীত-শিষ্টপরিগৃহীত--পুরাতনবেদবেদান্তব্যাখ্যান--সুব্যক্তার্থ--শ্রুতিনিকর-নিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ ॥

ভক্তিই নিরতিশয়প্রিয়, একমাত্র প্রয়োজনীয়, অন্যান্য সকল বস্তুতে বিতৃষ্ণাজনক জ্ঞান বিশেষ। সেই ভক্তিযুক্ত আত্মা দ্বারা ভগবান্ বরণীয় এবং ভক্তগণের লভ্য। এই প্রকার পরম ভক্তিরূপ জ্ঞান-বিশেষের উৎপাদক পূর্ব্বকথিত নিরন্তর সমৃদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানু-গৃহীত ভক্তিযোগ। ভগবান্ পরাশর বর্ণাশ্রমাচারবতা শ্লোকে যেরূপ বলিয়াছেন। সমগ্র জগতের উদ্ধারকল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পরব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম স্বয়ংই বলিয়াছেন মানব নিজ নিজ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা শ্রবণ কর। যে ভগবান্ হইতে প্রাণীগণ উদ্ভূত হইয়াছে যে ভগবৎ কর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, মানব নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকেই বিশেষভাবে অর্চ্চন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবে। এই কর্ম্মানুগৃহীত যথোদিত ক্রম পরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য। বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড় গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি

[বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকঃ]

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্ ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু কহিলেন, হে রামানন্দ রায়, সাধ্যতত্ত্বনির্ণয়কারী শাস্ত্রশ্লোক পাঠ কর। রায় কহিলেন মানবদিগের স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ৫৭ ॥

পরমেশ্বর বিষ্ণু, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম আচার যুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক, আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই।

তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করাই সাধ্যতত্ত্ব। মানবগণ স্বীয় স্বীয় স্বভাব অনুসারে নির্ণীত বর্ণধর্ম্ম ও অবস্থানুসারে নির্ণীত আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ। প্রতিবর্ণের যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, তাহাই আচরণ করিয়া মনুষ্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য,

অনুভাষ্য।

শিষ্টগণই এই পন্থারই অনুমোদন করেন। পুরাতন বেদবেদান্তব্যাখ্যা সুন্দররূপে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রুতিসমূহের ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা। রামানুজীয় সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ বলেন ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চ শাস্ত্রাধিগত তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বক-স্বকর্ম্মানুগৃহীতভক্তিনিষ্ঠা-সাধ্যানবধিকাতিশয়প্রিয়-বিশদ-তমপ্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যানরূপপরভক্তিরেব। বর্ণাশ্রমাচারবত্তোক্তরীত্যা ন সন্ন্যাসনিয়তা নাপি যৎকিঞ্চিদেকবর্ণনিয়তা কিন্তু স্বস্ববর্ণাশ্রমনিয়তা। কর্ম্মাঙ্গকং জ্ঞানমেব জ্ঞানং ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যং, নাপি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমসমুচ্চয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম। স্বীয় স্বীয় আশ্রম-বিহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিবে। ইহাতে ব্যভিচার হইলে মানবের প্রত্যবায় ও নরক গমন হয়। পরমার্থ পথ ধরিতে হইলে প্রথমেই ধর্ম্মজীবনের প্রয়োজন। জীবননির্ব্বাহকারী ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের ব্যক্তিদের জন্য স্বভাবতঃ পৃথক্ পৃথক্।

মানুষের জন্ম, সংসর্গ, শিক্ষা হইতে স্বভাব উদয় হয়। স্বভাব অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রায় চতুর হইতে পারে না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারি প্রকার। ঈশ্বর ও বিদ্যা যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ। শৌর্য্য ও রাজ্যশাসন যাঁহাদের স্বভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহারা ক্ষত্রিয়। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম তাঁহারা বৈশ্য। ত্রিবর্ণের সেবা মাত্রই যাঁহাদের স্বভাব তাঁহারা শূদ্র। নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে এবং অবস্থাক্রমে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন নির্ব্বাহদ্বারা বিষ্ণুকে আরাধন করিতে করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

বর্ণাশ্রমাচারবতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রবর্ণাচারপালনরতেন ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থভিক্ষ্বাশ্রমাচারপালনপরেণ চ স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ পুরুষোত্তমঃ বিষ্ণুঃ আরাধ্যতে তৎ তস্য বিষ্ণোঃ অন্যঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিনাশী কোপি পন্থা মার্গঃ তোষকারণং প্রীত্যর্থং ন ভবতি ॥৫৮॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৯ ম অ, ২৭ শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গীতায় বলিয়াছেন, হে কৌন্তেয়, তুমি যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবন কর, যাহাই দান কর, এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই আমি যে কৃষ্ণ আমাতে আপনি অর্পণ কর।

রায়ের প্রথম উত্তরে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মান্তর্গত কৃষ্ণারাধনাকে সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হওয়ায় প্রভু তাহাকে বাহ্য বলিয়া তাঁহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর

অনুভাষ্য।

সাধ্য অর্থাৎ সাধনযোগ্য বা সাধনীয় নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামানন্দ আদৌ ব্রহ্মাণ্ডান্তবর্ত্তী সাধকের বুদ্ধিগ্রহণ করিয়া অন্যাভিলাষিতা নিরসন পূর্ব্বক নীতিবাদীগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করিলেই বিষ্ণু তুষ্টি হয় এই সাধ্য প্রমাণ বলিলেন। নির্ণয়কারীর অস্মিতার সম্বন্ধোপলব্ধি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, সুতরাং তাদৃশ অস্মিতার বৃত্তি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত এজন্য বাহ্য। শ্রীভগবান্, নিজধাম বৈকুণ্ঠের বা গোলোকের বহিঃরাজ্যে অবস্থিত ব্যক্তির বাহ্যানুভূতিকে বাহ্য সাধ্য বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে বলিলেন। পূর্ব্বোক্ত সাধ্যবিষয়ক প্রমাণ বিষ্ণুর বিশেষত্বের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ করে নাই তজ্জন্য ঐ শ্রেণীর সাধকগণ কর্ম্মমার্গে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয়প্রকার বিষ্ণু আরাধনা লক্ষ্য করিতে পারেন বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বিশেষতত্ত্বপরত্ব ত্যাগ করিয়া সবিশেষত্বে কর্ম্মোদ্দেশের তাৎপর্য্য জ্ঞাপক প্রমাণ বলিলেন ॥ ৫৯ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ এই সাধ্য সার ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিগের জন্য সামান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা আছে তাহা বলিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে রায় উত্তর করিলেন, সেই বর্ণাশ্রম-গত সকল কর্ম্মই কৃষ্ণার্পণ করাই সকল সাধ্যের সার বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৯।৬০ ॥

একথা শুনিয়াও প্রভু কহিলেন, ইহাও বাহ্য, আমার প্রশ্নের উত্তর ইহাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে, তাহা বল। তদুত্তরে রায় কহিলেন, স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্যসার। অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয়মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এবং অপর বর্ণসকল তদনুসারে বৈরাগ্যলক্ষণ গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। এই সন্ন্যাসের নাম স্বধর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মত্যাগ। ত্যাগধর্ম্মে হরিতোষণ লাভ হয় ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য।

হে কৌন্তেয় অর্জ্জুন যৎ কর্ম্ম করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ দদাসি যৎ জুহোষি যৎ তপস্যসি তৎ সর্ব্বং মদর্পণং কুরুষ্ব ॥ ৬০ ॥

যদিও মদর্পণং শব্দে জড়নির্ব্বিশেষ নিরসন করিয়া স্বতন্ত্র সবিশেষতত্ত্ব কৃষ্ণকে অর্পণ বুঝায় তথাপি সাধকের স্বস্থিতার উপলব্ধি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ও সাধনীয় বৃত্তি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত তজ্জন্য ইহাও বাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মকারী জীব বাহ্যানুভূতিযুক্ত বাহ্যকর্ম্মসমূহ কর্ম্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তুকে প্রদান করিবার উপদেশ মাত্র লাভ করিতেছেন। তখন রামানন্দ ঐ ভাব শোধন করিয়া কর্ম্মাসক্ত জীবের যেরূপ ধারণার উন্নতি করিতে হইবে তদ্ভাববিশিষ্ট হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগের দ্বারা সাধ্য এরূপ প্রমাণ বলিলেন ॥ ৬১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১১ অ, ৩২ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং]

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥৬২॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অ, ৬৭ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ॥ ৬২ ॥

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান, আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ সাধকঃ গুণান্ দোষান্ প্রাকৃতসদসদ্ভাবাদীন্ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বা অপি ময়া বৈদিককর্ম্মোপদেশকেন কর্ম্মরতান্ আদিষ্টান্ উপদিষ্টান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান লৌকিকবিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রবর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থসন্ন্যাসাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ সংত্যজ্য দূরে সম্যক্ বিহায় মাং বিশেষতত্ত্বাশ্রয়ং স্বতন্ত্রং ভগবন্তং কৃষ্ণং ভজেৎ স তু সত্তমঃ সাধূনাং শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাবরব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবর্ণধর্ম্মান্ ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থতুর্য্যব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ পরিত্যজ্য দূরে বিহায় একং তুদতীতং মাং সবিশেষতত্ত্বং ভগবন্তং কৃষ্ণং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসাধ্য সার ॥ ৬৪ ॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮শ অ,' ৫৪ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং]

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু এই উত্তর শুনিয়া ইহাকেও বাহ্য বলিয়া, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা কহিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে রায় কহিলেন, জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিকে সাধ্যসার বলা যায় ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

সর্ব্বপাপেভ্যঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতেভ্যঃ অকৃতাকার্য্যেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি উদ্ধারয়ামি মা শুচঃ অনিত্যধর্ম্মজন্য-শোকং মা কুরু ॥ ৬৩ ॥

কর্ম্মোন্নত জীবোপলব্ধিতে অস্মিতা ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বিরজানদীতে, তথায় গুণত্রয়ের অভাব মাত্র আছে। অন্তরঙ্গাশক্তি প্রকটিত বৈকুণ্ঠ ও বহিরঙ্গাশক্তি প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ড এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মলোক ও বিরজানদী। ঐ স্থানদ্বয় জড়বিরক্ত ও জড়নির্ব্বিশেষ জীবোপলব্ধির আশ্রয়। সুতরাং বৈকুণ্ঠ না হওয়ায় উহা বহির্ভূত বলিয়া বাহ্য। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সর্ব্বধর্ম্মত্যক্ত সাধকের অনুভূতিতে বৈকুণ্ঠ বা গোলোকের অনুভূতি না থাকায় তাদৃশ সাধ্যবৃত্তি জড়ভোগত্যক্ত হইলেও অচিৎ নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদক এজন্য বাহ্য। রামানন্দ তখন সেই ভাবকে বাহ্য সাধ্যভাব জানিয়া জ্ঞানমিশ্রাভক্তিই তদুন্নত সাধ্য তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিলেন ॥ ৬৪ ॥

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য-ভক্তি সাধ্য সার ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গীতায় বলিয়াছেন,—

অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা, শোক ও বাঞ্ছা রহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া আমার পরাভক্তি প্রাপ্ত হয় তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে কর্ম্মমিশ্রাভক্তির উল্লেখ হইয়াছিল তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ॥ ৬৫ ॥

একথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, ইহাও বাহ্য। ইহার পর যাহা আছে তাহা বল। রায় কহিলেন, যে জ্ঞানশূন্যভক্তি সাধ্যগণের সার ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবোধমর্ত্ত্যঃ নির্ব্বিশেষমাত্রানুভবপরঃ প্রসন্নাত্মা অভাব-ধর্ম্মরহিতঃ ন শোচতি জড়াভাবে তস্য শোকঃ নাস্তি আকাঙ্ক্ষা চ ন বর্ত্ততে সর্ব্বেষু ভূতেষু মদন্যেষু উচ্চাবচেষু সমঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৬৫ ॥

এই অবস্থায়ও অস্মিতা ও তদ্বৃত্তি শুদ্ধবৈকুণ্ঠস্থ বা বৈকুণ্ঠোদ্দিষ্ট নহে বলিয়া ইহাও বাহ্য। জড়বাধ্যতা না থাকিলেই অথবা জড়াতিরিক্ত নির্ম্মল অনুভবপরতাতে বাস্তব সত্য বস্তুর স্বতন্ত্র বিশেষ উপলব্ধি না হওয়ায় নিত্যানুভূতি ও নিত্যশুদ্ধবৃত্তি বহির্ম্মুখিনী। বাস্তবিক উহাও শুদ্ধজীবের সাধ্য নহে। নির্ব্বিশেষত্ব কল্পনায় সচ্চিদানন্দ বিশেষসমূহ লুপ্ত। তৎপূর্ব্বে কাল্পনিক বিচারময় কার্য্য ও নির্ব্বিশেষ ধ্যান মাত্র তাৎপর্য্যবিশিষ্ট সুতরাং তাদৃশ নির্ব্বিশেষপর-বুদ্ধিরহিত কাল্পনিকবস্তু-সেবাপর মুক্ত অবস্থা ও বাহ্য ॥ ৬৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১৪শ অ, ৩ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবচনং]

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ৬৭॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

ভাগবতে কহিয়াছেন,—

হে ভগবন্, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন॥ ৬৭॥

এইকথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, এখন সাধ্য নির্ণীত হইল বটে, ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা আছে তাহা বল। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল

অনুভাষ্য।

জ্ঞানে জ্ঞানার্থং প্রয়াসং চেষ্টাজন্য-ক্লেশাদিকং উদপাস্য দূরে নিরাস্য সন্মুখরিতাং সদ্ভিঃ মহাভাগবতৈঃ মুখরিতাং নিসর্গপ্রকটিতাং শ্রুতিগতাং কর্ণকুহরপ্রাপ্তাং ভবদীয়বার্ত্তাং হরি-নামরূপগুণলীলাময়ীঃ কথাং যে স্থানস্থিতাঃ, স্বস্থানে স্থিতাঃ সন্তঃ তনুবাঙ্মনোভিঃ কায়মনোবাক্যৈঃ নমন্তঃ সর্ব্বতোভাবেন অঙ্গীকুর্ব্বন্তঃ এব জীবন্তি হে "অজিত অভক্তৈঃ অপরৈঃ অনভিভাব্য অপরাধীন অপি প্রায়শঃ ত্রিলোক্যাং তৈঃ ত্বং অজিতোঽপি জিতঃ বশীকৃতঃ অসি॥ ৬৭॥

রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ ধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও সে সমুদায় বাহ্য। কেন না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধাভক্তি তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধাভক্তি কখনই শুদ্ধাভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না। স্বরূপসিদ্ধাভক্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। তাহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপসন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধা-ভক্তির লক্ষণ এই যে, অন্যাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্য ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, ইহাই সাধ্যবস্তু কেন না সাধ্য অবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়। প্রভুর শেষ প্রশ্নের উত্তরে রায় কহিলেন, প্রেমভক্তিই সর্ব্ব-সাধ্যসার। শুদ্ধভক্তি প্রথমাবস্থায় শান্তভক্তিরূপে প্রতীত। তাহাতে কৃষ্ণের প্রতি মমতা বুদ্ধি থাকে না ॥ ৬৮ ॥

অনুভাষ্য।

জ্ঞানে প্রয়াস শ্লোক সাধ্যনির্ণয়ে কথিত হইলে মহাপ্রভু ঐ বৃত্তিকে সাধ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাই সাধনভক্তি বলিয়া কথিত হয়। পরে আরও অগ্রসর হইতে আদেশ করিলে রামানন্দ রায় সাধন-ভক্তির পরে প্রেমভক্তিই সাধ্য বলিলেন। সাধনভক্তি বলিলে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনানুষ্ঠান, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবকে বুঝায় ॥ ৬৮ ॥

[পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃতরামানন্দরায়কৃতশ্লোকঃ]

নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্বু ভক্ষ্যপেয়ে ॥ ৬৯ ॥

[পদ্যাবল্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃতস্তস্যৈব শ্লোকঃ]

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥৭০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

যেমত জঠরে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা পিপাসা থাকে ততক্ষণই ভক্ষ্য পেয় বস্তু সকল সুখদায়ক হয়। সেইরূপ আর্ত্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও ভক্তগণের হৃদয়ে তাহা প্রেমযুক্ত হইলে আনন্দে গলিত হয় ॥ ৬৯ ॥

কোটীজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, আবার লোভরূপ একটী সামান্য মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়; এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত-মতি যাহা হইতেই পাও ক্রয় করিয়া ফেল। উক্ত দুইটী কবিতার মধ্যে প্রথমটী শ্রদ্ধামূলক প্রেমভক্তির সূচনা করিতেছে। দ্বিতীয়টী লোভমূলক রাগানুগাভক্তির সূচনা করিতেছে। এই রাগানুগাভক্তি

অনুভাষ্য।

যাবৎ জঠরে উদরে জরঠা অতিশায়িনী ক্ষুৎপিপাসা চ অস্তি তাবৎ নন্বু ভক্ষ্যপেয়ে যথা সুখায় আনন্দায় ভবতঃ তথা আর্ত্তবন্ধোঃ দীননাথস্য নানোপচারকৃতপূজনং বিবিধষোড়শোপচারসমন্বিতার্চ্চনাদিকং ভক্তহৃদয়ং প্রেম্ন এব সুখবিদ্রুতং আনন্দেন দ্রবীভূতং স্যাৎ ॥ ৬৯ ॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবলম্বন করিয়াই রায় রামানন্দের ইহার পরে কথিত বচনগুলি ব্যবহৃত হইবে, অর্থাৎ এখন হইতে তিনি রাগভক্তিসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতেছেন। বৈধীভক্তির রূপ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৭০ ॥

এপর্য্যন্ত শুনিয়া প্রভু কহিলেন, ইহাই বটে; কিন্তু ইহার পরে যাহা আছে তাহা বল। রায় উত্তর করিলেন, দাস্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। প্রেমলক্ষণভক্তিতে মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্যপ্রেম হয়। প্রেমসাধারণে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় না। ভগবান্ আমার প্রভু, এইরূপ মমতাভাব তাহাতে যুক্ত হইলে, সাধারণপ্রেম দাস্যপ্রেম হইয়া পড়ে। ইহা সাধারণ-প্রেম অপেক্ষা উচ্চ ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতমতিঃ কৃষ্ণসেবারসভাবনাময়ী বুদ্ধিঃ যদি কুতঃ অপি লভ্যতে, তদা তস্যাঃ (ভক্তেঃ) ক্রীয়তাং মূল্যপ্রদানেন অবশ্যমেব গ্রহণীয়া। তত্র মতিক্রয়বাণিজ্যে একম্ এব লৌল্যং লোভঃ এব মূল্যং যতঃ তন্মতিঃ জন্মকোটীসুকৃতৈঃ বহুজন্ম-জন্মান্তরসঞ্চিতভাগ্যৈঃ ন লভ্যতে সা পরমদুর্ল্লভা এব ॥ ৭০ ॥

উপরিলিখিত শ্লোকদ্বয় প্রেমভক্তিকে সাধারণতঃ সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করায় শ্রীমহাপ্রভু রামানন্দকে আরোও অগ্রসর হইয়া ঐ সাধ্য বিশেষভাবে ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। তখন দাস্য প্রেম-ভক্তি সাধ্য বলিয়া প্রমাণিত করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ স্ক, ৫ অ, ১১ শ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসাবচনং]

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৭২ ॥

(তথাহি শ্রীযামুনাচার্য্যপাদোক্তশ্লোকঃ)

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।

কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥৭৩॥

প্রভু কহে এহো হয় কিছু আগে আর।

রায় কহে সখ্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন,—

"যাঁহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব নির্ম্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস, তাঁহাদের আর কি অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে"॥ ৭২ ॥

এইকথা শুনিয়া প্রভু কহিলেন, আর কিছু আগে যাহাতে পারিলেই সর্ব্বসার মিলিবে। রায় তাহাতে উত্তর করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সখ্যপ্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। রায়ের তাৎপর্য্য এই যে, দাস্যপ্রেমে মমতা থাকিলেও তাহাতে ভগবান্ প্রভু এই বুদ্ধিজনিত একটী ভয় ও সম্ভ্রম সহজে উদয় হয়। সেই ভয় ও সম্ভ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিস্রম্ভ অর্থাৎ একান্ত

অনুভাষ্য।

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ যস্য ভগবতঃ নামশ্রবণেনৈব পুমান্ জীবঃ নির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ ভবতি তস্য তীর্থপদঃ তীর্থং পদে যস্য সঃ, তস্য ভগবতঃ দাসানাং কিঙ্করাণাং কিং বা অবশিষ্যতে ন কিঞ্চিদেব ॥ ৭২ ॥

মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ২০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৭৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ১২ অ, ১১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং)

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৭৫॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ ৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিশ্বাসকে বরণ করিতে পারিলে প্রেম সখ্যপ্রেম হয়। এই প্রেমে কৃষ্ণে এবং তৎসখাগণের মধ্যে একটী সমতা ভাব উদয় হয় ॥ ৭৪ ॥

শ্রীভাগবতে কহিয়াছেন,—

যিনি জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে, দাস্যরসের ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিতব্যক্তিদিগের নিকট নরবালকরূপে প্রকাশ পান, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজরাখালগণ বহুসুকৃতিফলে সখ্যরসে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥

প্রভু কহিলেন, সখ্যরস দাস্যরস অপেক্ষা উত্তম বটে তথাপি আর একটু অগ্রগামী হইলে সাধ্যসার পাওয়া যাইবে। রায় উত্তরে কহিলেন, বাৎসল্যভাবের প্রেমই সর্ব্বসাধ্যসার। সখ্যরসের যে

অনুভাষ্য।

ইত্থং এবম্প্রকারেণ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ কৃতঃ অনুষ্ঠিতঃ পুণ্যানাং পুঞ্জঃ সমূহঃ যৈঃ গোপবালকাঃ সতাং নির্ব্বিশেষজ্ঞানিনাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ব্রহ্মানন্দানুভবৈকস্বরূপেণ সহ দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন সহ মায়াশ্রিতানাং ভগবন্মায়ামোহিতানাং নরদারকেণ নরদারকরূপেণ ভগবতা সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ বিহারাণি চক্রুঃ ॥ ৭৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮ অ, ৩৬ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং]

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৭৭ ॥

[নবমাধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৭৮

অমৃত প্রবাহভাষ্য।

বিশ্রম্ভাত্মক প্রেম তাহাতে অধিকরূপে স্নেহসংযুক্ত হইলে বাৎসল্যরসের উদয় হয় ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে কহিয়াছেন,—

হে ব্রহ্মন্, নন্দ এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন, যে কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ররূপে উদয় হইয়াছিলেন। যশোদাই বা কি সুকৃতি করিয়াছিলেন, যাহা হইতে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহাকে মা বলিয়া তাঁহার স্তনপান করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

যশোদা গোপী সাধারণের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে

অনুভাষ্য।

রামানন্দের সখ্যপ্রেমের সাধ্যনির্ণয় শুনিয়া মহাপ্রভু দাস্যপ্রেম অপেক্ষা উত্তম বলিলেন এবং আরোও অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলে রামানন্দ তখন বাৎসল্য-প্রেমকে সাধ্য বলিলেন ॥ ৭৬ ॥

হে ব্রহ্মন্ নন্দঃ এবং মহোদয়ং মহান্ শ্রেষ্ঠঃ উদয়ঃ উৎকর্ষঃ তৎ অপূর্ব্ব-ফলোদয়ং শ্রেয়ঃ মঙ্গলপ্রদং কর্ম্ম কিং অকরোৎ মহাভাগা অতিশয়-সৌভাগ্য-শালিনী যশোদা বা কিমকরোৎ হরিঃ যস্যাঃ যশোদায়াঃ স্তনং পপৌ ॥ ৭৭ ॥

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তভাব প্রেমসাধ্যসার ॥ ৭৯ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৪৭ অ, ৫৪ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং]

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

[illegible] কহিলেন, তাহা বলা, 'সখ্য' বা বাৎসল্যাপেক্ষা [illegible] নাই। ৭৮ ॥

প্রভু কহিলেন ইহা পরম [illegible] হইয়াছে বটে, তথাপি ইহাকে অতিক্রম করিয়া আর কোনটী বড় থাকে, তাহাকেই সাধ্যসার বলিতে পার। রায় উত্তর করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কান্তভাবই প্রেমের [illegible] সাধ্যসার। [illegible] এই, দাস্যের [illegible] অভাব, [illegible] বিশ্রাম অভাব, বাৎসল্যরসের সঙ্কোচ অভাবরূপ, [illegible] সাধ্যপ্রেমের পূর্ণতা হয় নাই। কৃষ্ণে যখন কান্তভাব উদয় হয় তখন প্রেমরূপ অভাবশূন্য একটী অখণ্ডপ্রেমতত্ত্বরূপ সকলসাধ্যের সার পাওয়া যায় ॥ ৭৯ ॥

অনুভাষ্য।

গোপী সহিত [illegible] উদ্ধবঃ [illegible] যং প্রসাদং প্রাপ তং ইমং [illegible] ন বক্ষঃস্থিতাপি ন [illegible] শিরোপি ন অঙ্গসংশ্রয়া পত্নী শ্রীঃ লক্ষ্মী অপি ন লেভে ॥ ৮০ ॥

সখ্যপ্রেম অপেক্ষা বাৎসল্যপ্রেম উত্তম। আরোও অগ্রসর হইতে বলিলে রামানন্দ কান্তভাব প্রেমের সাধ্যত্ব উল্লেখ করিলেন। ৭৯ ॥

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ৮০ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩২ অ, ২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি তারতম্য বহুত আছয় ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

শ্রীবৃন্দাবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত বক্ষঃস্থিত লক্ষ্মীপর্য্যন্ত লক্ষ্মীগণের প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিব ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

রাসোৎসবে রাসক্রীড়াকালে অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং ভুজদণ্ডাভ্যাং বাহুভ্যাং গৃহীতঃ আশ্লিষ্টঃ কণ্ঠঃ গলদেশঃ যেন তেন লব্ধাঃ প্রাপ্তাঃ আশিষঃ সফলমনোরথাঃ যাভির্গোপীভিস্তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং গোপললনানাং যঃ অয়ং প্রসাদঃ উদগাৎ আবির্বভূব নলিনগন্ধরুচাং নলিনস্য পদ্মস্য ইব গন্ধো রুক্ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং স্বর্যোষিতাং দেবরামাণাং ন অভূৎ উ অহো অঙ্গে বক্ষসি নিতান্তরতেঃ অনন্যানুরক্তায়াঃ শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ অপি অয়ং প্রসাদঃ নাভূৎ অন্যাঃ স্ত্রিয়স্তু কুতঃ এবং অনুগ্রহবিষয়াঃ ভবন্তি ॥ ৮০ ॥

আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮১ ॥

কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তরতম ॥ ৮৩ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং ২২ শ্লোকঃ]

যথোত্তরমসৌ স্বাদুবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৮৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভো, আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে সাধ্য অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির বহুবিধ উপায় কহিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র ভেদ আছে যে, উপায়-বিশেষ অনুসারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বিচার করিতে হইবে। মানবগণ যে যে উপায় অবলম্বন করিবার অধিকারী সেই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তদবস্থা-যোগ্য সাধ্যবস্তু যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ রসলাভের অধিকারীদিগের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিপ্রকার রসই উত্তম। যিনি যে রসের অধিকারী তাঁহার পক্ষে সেই রসই সর্ব্বোত্তম। রসবিষয়ে যে রাগোদয় হয় তাহাতে আবিষ্ট হইয়া রস চতুষ্টয়ের তারতম্য দেখা যায় না। কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে ঐ রসের তারতম্য আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসে ক্রমশঃ তারতম্য আছে। শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতারূপ গুণটী, দাস্যরসে মমতা যুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ। আবার সখ্যরসে কৃষ্ণৈকান্তনিষ্ঠতা ও মমতা বিশ্রম্ভের সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, বাৎসল্যরসে আবার শান্ত-দাস্য-সখ্যের গুণত্রয় স্নেহাধিক্যে

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥৮৬॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পরভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ৮৭ ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সহিত যুক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয়। কান্তভাবরূপ মধুর রসে ঐ চারিটী গুণ সঙ্কোচশূন্য হইয়া অতিশয় মাধুরী লাভ করে। ইহাতে গুণাধিক্য ক্রমে স্বাদাধিক্য বৃদ্ধি হয়। সুতরাং তটস্থবিচারে মধুর রস, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৮২-৮৬ ॥

রসের তারতম্য বুঝাইবার জন্য একটী প্রাকৃত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটী মহাভূত। আকাশে শব্দরূপ একটী গুণ আছে। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ দুইটী গুণ আছে। অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী গুণ আছে। জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী গুণ আছে। মৃত্তিকায় শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ আছে। এখন দেখুন, আকাশাদি পর-পর-ভূতে ক্রমশঃ গুণসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্চগুণই পৃথিবীতে লক্ষিত হইল। সেইরূপ শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরে ক্রমশ গুণবৃদ্ধি হইয়া মধুররসে পাঁচটীগুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া গেল। অতএব

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্কন্ধে ৮২ অ ৩২ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৮৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ৯০ ॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে ॥ ৯১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩২ অ, ২২ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি মধুর বা শৃঙ্গাররসরূপ-প্রেমেতেই পাওয়া যায়। ভাগবতে বলেন, মধুর রসোৎফুল্ল-প্রেমে কৃষ্ণ নিতান্ত বশ হন ॥ ৮৭-৮৮ ॥

কৃষ্ণের এইটী সাধারণ প্রতিজ্ঞা যে, যিনি তাঁহাকে যেরূপ ভজন করিবেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে সেইরূপে ভজন করিবেন। অন্যান্য রস ভক্তের ভজনানুরূপ প্রতিভজনে কৃষ্ণ সক্ষম হন। কিন্তু মধুররসোৎফুল্লপ্রেমের ভজনের অনুরূপ প্রতিভজন না দেখিতে পাইয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে ব্রজসুন্দরীগণ, আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না ॥ ৯০।৯১ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৯ ॥

যা মাভজন্ দুর্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ৯২॥

যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণমাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য॥ ৯৩॥

(ভাগবত দশমে ৩৩অ, ৬ষ্ঠ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥ ৯৪॥

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥ ৯৫॥
রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যই কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, তথাপি ব্রজদেবীর সঙ্গ হইলে সে মাধুর্য্য অনন্তগুণে বৃদ্ধি হয়। সুতরাং গোপীদের ভ-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভক্তের সারাৎসার। ইহাতে ভক্তের যেরূপ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এরূপ আর রসের কোন অবস্থাতেই নয়॥ ৯৩॥

দেবকীসুত ভগবান সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার হইলেও ব্রজদেবীর সঙ্গে হৈম-মণিদিগের মধ্যে মহামারকতের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন॥৯৪॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৯২॥

তত্র বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে হৈমানাং সুবর্ণখচিতানাং মণীনাং মধ্যে মহামারকতঃ যথা ইব তাভিঃ ব্রজদেবীভিঃ বেষ্টিতঃ সন্ ভগবান্ দেবকী-সুতঃ অতিশুশুভে॥ ৯৪॥

এত দিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥ ৯৬ ॥

ইহার মধ্যে রাধার প্রেমসাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ৯৭ ॥

(শ্রীভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে ৪১ অ ধৃতপদ্মপুরাণং)

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৯৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৩০ অ, ২৫ শ্লোক)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এতাবৎ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীগোপীজনবল্লভ-প্রেমই সাধ্যতত্ত্বের অবধি বটে। তথাপি যদি কিছু আরও থাকে তাহা বল ॥ ৯৫ ॥

গোপীসাধারণের যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তন্মধ্যে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য শিরোমণি তত্ত্ব। সাধারণ জীবের পক্ষে ভাবস্থলীয় ভাবগ্রহণের উপদেশ নাই। কিন্তু সেইভাবের অনুগত অর্থাৎ তদনুরূপ কৃষ্ণপ্রেমের অত্যাচ্চভাব গ্রহণ করিতে সিদ্ধাবস্থায় জীবের যোগ্যতা হইতে পারে। সাধনাবস্থায় রাধিকার সখী ও তৎপরিচারিকাগণের ভাব অনুকরণীয়। উদ্ধবদর্শনে রাধিকার যে ভাব মহাপ্রভুতে লক্ষিত হয় তাহা জীবের সাধ্য নয়। কিন্তু কথঞ্চিৎ অল্পাকারে অনুকরণীয় ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৮ ॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥ ১০০ ॥
চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণ ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥১০১॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥ ১০২ ॥
রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা ॥ ১০৩ ॥
গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥ ১০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, অন্য সমস্ত গোপীর সহিত একত্রে রাধিকার সহিত নিরপেক্ষ প্রেম হইল না, অন্যাপেক্ষা বশতঃ প্রেমের গাঢ়তার স্ফূর্ত্তি হইল না। তন্নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের ভয়ে রাধিকাকে রাসস্থলী হইতে চুরি করিয়া অন্য গোপীগণ হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। "কংসারিরপি" শ্লোকটী (২৬শ্লো) এই স্থলের উদাহরণীয় ॥ ১০১।১০২ ॥

শ্রীরাধিকা রাস মণ্ডলীতে গোপীগণের সাধারণপ্রেমের সমতা দৃষ্টি-পূর্ব্বক কৌটিল্যবামতা প্রযুক্ত রাসমণ্ডলী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা শ্রীমতী রাসলীলার রস পুষ্টি করেন, তদভাবে শ্রীকৃষ্ণ খিন্ন

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৯ ॥

(শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়-শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং)

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥১০৫॥

(তৃতীয়সর্গে প্রথম-শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং)

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১০৬ ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥ ১০৭ ॥

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস-বিলাস।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

ইহার বিলাপ করিতে করিতে শ্রীমতীর অন্বেষণে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥

অনঙ্গবাণক্ষতদ্বারা খিন্নমানস কৃতানুতাপ হইয়া মাধব, কলিন্দনন্দিনী-তটস্থিত বনে ইতস্ততঃ রাধিকাকে অন্বেষণে না পাইয়া কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য।

অনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ কামদেবশরক্ষেণখিন্নং মানসং যস্য সঃ মাধবঃ ইতস্ততঃ তাং রাধিকাং অনুসৃত্য অন্বিষ্য কৃতানুতাপঃ কৃতঃ অনুতাপঃ অনুপশ্চাত্তাপো যেন সঃ রাধিকানাদরকৃত নিজাচরিতকৃতানুশোচনঃ সন কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে যমুনাতটপ্রান্তকুঞ্জে বিষসাদ বিষণ্ণো ভূৎ ॥ ১০৫ ॥

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৬ ॥

তার মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধা পাশ ॥ ১০৮ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥ ১০৯ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ৪৩ শ্লোকে শ্রীরূপবাক্যং)

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ১১০ ॥

ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি ॥ ১১১ ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ১১২ ॥
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভাঁর চিত্তে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দুই দুই গোপীর মধ্যে রাসমণ্ডলে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পার্শ্বে একমূর্ত্তি কৃষ্ণ এইরূপ প্রকাশ হইয়াছিল। রাধিকা তাহাতে স্বীয় কুটিল প্রেমের বামতা প্রকাশ করিলেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে—

সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলাগতি; এতন্নিবন্ধন, যুবক যুবতীর মধ্যে অহেতু ও সহেতু এই দুই প্রকার মান উদয় হয় ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য।

অহেঃ সর্পস্য ইব প্রেম্ণঃ গতিঃ স্বভাবকুটিলা নিসর্গতঃ বক্রা ভবেৎ অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ হেতোঃ কারণোদয়াৎ অহেতোঃ চ কারণাভাবাদপি যূনোঃ কান্তাকান্তয়োঃ মানঃ উদঞ্চতি ॥ ১১০ ॥

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ১১৩ ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাঁহো রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥ ১১৪ ॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ১১৫ ॥
প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে ॥ ১১৬ ॥
এবে জানিল সেব্য সাধন নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয় ॥ ১১৭ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন তত্ত্ব, প্রেম কোন তত্ত্বরূপ ॥ ১১৮ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে ॥ ১১৯ ॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও সেই কহি বাণী ॥ ১২০ ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥ ১২১ ।
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥ ১২২ ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।

ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥ ১২৩ ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্ব কহ তাহারে পুছিল ॥ ১২৪ ॥
তিঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি এথা ॥ ১২৫ ॥
তোমার ঠাঞি আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া ॥ ১২৬ ॥
কিবা বিপ্র কিবা সন্ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। শূদ্রদিগের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত এরূপ মনে করিও না। কেননা বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতে ব্রাহ্মণ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞান সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্ব-জ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসী হউন, গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য পুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষী বৈষ্ণবপর। অর্থাৎ সংসারে যাহারা প্রচলিত বিধিমতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগাভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত

যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে বর্ণে বা যে আশ্রমে পাওয়া যায় তাঁহাকে গুরু বলিয়া রচনা করেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বচন,—(পদ্মপুরাণে)

ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রাঃ যে ন ভক্তাঃ জনার্দ্দনে। ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ। বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাং শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ১২৭॥

অনুভাষ্য।

বর্ণে ব্রাহ্মণই হউন ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ গৃহস্থই হউন যে কোন বর্ণ বা যে কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরু বাছা তা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। শ্রীমহাপ্রভুর এই আদেশ শাস্ত্রীয় আদেশের বিরুদ্ধ নহে। এই তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীবিশ্বম্ভর মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ শৌক্রব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্রব্রাহ্মণেতরবংশ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট শ্রীরামগদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণ রাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন ॥ ১২৮ ॥

অনুভাষ্য।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্ম্মব্যাধাদি অনেকেই শিক্ষাগুরু হইবার বাধক হন না। মহাভারতীয় স্পষ্ট আদেশসমূহ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায় ৩৫শ্লোকে যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ইহাতে বিশিষ্ট প্রমাণ। বৈষ্ণব বিশ্বাসানুগমনে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার প্রকৃত ব্রাহ্মণতা স্বীকৃত হয়। সুতরাং বর্ণপরিচিত শৌক্র সম্বন্ধ ব্যতীত ব্রাহ্মণতা যেখানে হইতে পারে না তৎস্থলে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে শৌক্রশূদ্রও সাবিত্র ব্রাহ্মণের ন্যায় করিয়া গুরু হইতে পারেন ইহাই শ্রীমহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন। যে সকল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ করেন না তাঁহারা দৈক্ষ্যব্রাহ্মণ মাত্র। কিন্তু নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক সময় ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয়গামী হন। তজ্জন্য রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দদাসের বংশে, নরোত্তম ঠাকুরের বংশে সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতা আবহমান চলিয়া আসিতেছে। ভজনানন্দী দৈক্ষ্যগণ সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহাই যে একমাত্র বিধি হইবে এরূপ নহে। বৈষ্ণবগণ লক্ষণদ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিয়া থাকেন কিন্তু নির্ব্বোধগণ তাদৃশ লক্ষণদ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই শাস্ত্রতাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন। হরিভক্তিবিলাসে সংগৃহীত সিদ্ধান্ত শ্রীমহাপ্রভুর নিজ আদর্শাচার ও উপদেশের সহিত এক হইলেও নির্ব্বোধের বিচারে ভিন্ন প্রতীতি হয়। উহা তাহাদের অপরাধের ফলমাত্র ॥ ১২৭ ॥

যদ্যপি রায় প্রেমি মহাভাগবতে।
তার মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥ ১২৯ ॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।
জানিতেহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥ ১৩০ ॥
রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেই মত নাচাও সেই মত চাহি নাচিবার ॥ ১৩১ ॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণা-ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥ ১৩২ ॥
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান ॥ ১৩৩ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার ॥ ১৩৪ ॥
সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব রসপূর্ণ ॥ ১৩৫ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ১ম শ্লোকঃ).

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

সূত্রধার। বর্ত্তনীয়তয়া সূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে। রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে॥ নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট ॥ ১৩১ ॥

আদিলীলা দ্বিতীয় অধ্যায় ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৬ ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।

অনুভাষ্য।

বৃন্দাবন। ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম অধ্যায় ৫৬ শ্লোক। শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ। স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্ নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে॥ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে সকলই চিন্ময়। অপ্রাকৃত লক্ষ্মী বা গোপীসমূহ কান্তা, পরমপুরুষ কৃষ্ণ সকলের কান্ত, তথাকার বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণ-সমন্বিত, সলিল অমৃত, কথা গান, গমন নাট্য, বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দ চন্দ্রসূর্য্যাদি, সেই জড়ভাবই শ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত চিন্ময়ভাবই আস্বাদ্য বা অনুশীলনীয়। তথায় চিন্ময় গোসকল হইতে ক্ষীরসমুদ্র প্রবহমান হয়; নিমেষার্দ্ধকাল ও নিত্যকাল অথবা কাল অতিবাহিত হইয়া ভিন্ন কালে পরিণত হয় না। আমি, এই প্রপঞ্চোদিত বৃন্দাবন যে ধামকে কতিপয় দুর্ল্লভ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুগণ গোলোক বলিয়া জানেন সেই শ্বেতদ্বীপের ভজন করি। জড়বুদ্ধিযুক্ত নিজেন্দ্রিয় প্রাপ্য ও ভোগ্য পার্থিবজ্ঞানে বৃন্দাবন দর্শন ঘটে না। বৃন্দাবন কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত ক্ষেত্র।

অপ্রাকৃত নবীন মদন। জড় বা প্রাকৃত ও তদ্বিপরীত চিন্ময় বা অপ্রাকৃত উভয় অবস্থাবিশিষ্ট কাম। জড়কাম কালদ্বারা ক্ষুব্ধ হয় অর্থাৎ প্রকাশকালেই ইহার অনুভূতি হয় এবং পরক্ষণে মলিন হয় ও থাকে না। অপ্রাকৃত কাম নিত্য নবনবায়মান অর্থাৎ কালে তাহার সমাপ্তি

কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ ১৩৭ ॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।

অনুভাষ্য।

নাই সর্ব্বদাই উজ্জ্বল থাকে। জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কাম তাৎকালিক মাত্র চিদিন্দ্রিয়ের সেবা মদন মন্মথমন্মথ কৃষ্ণচন্দ্র নিত্য নবীন।

কাম গায়ত্রী। গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা। যে মন্ত্র গানকারীকে ত্রাণ করে বা গানদ্বারা ত্রাণ করে। মধ্যলীলা ২১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণস্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়। সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥ [illegible] কামদেবের বিগ্রহে পুষ্পবাণের [illegible] প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম-সংহিতা ৫।২৮ শ্লোক। অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী গতিঃ। স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ। গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ। [illegible] ত্রয্যা প্রবুদ্ধোঽথ বিধির্বিজ্ঞাততত্ত্ব-সাগরঃ। তুষ্টাব বেদসারেণ স্তোত্রেণানেন কেশবম্। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনির ত্রয়ীমূর্ত্তিমতী গতি [illegible] ত্রিবিধ অক্ষরী [illegible] ত্রিবিধ স্বরূপ [illegible] প্রকাশিত হইয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মুখপদ্মে সহসা প্রবিষ্ট হইল। পদ্মযোনি ব্রহ্মা বেণুনিঃসৃত গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদি-গুরু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সংস্কার লাভ করিয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ত্রয়ীময়ী অর্থাৎ সমস্ত বেদজ্ঞানময়ী ও [illegible] গায়ত্রী স্মরণ দ্বারা জাগরিত হইয়া ব্রহ্মা তত্ত্বসমুদ্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন এবং এই বেদসার স্তোত্র দ্বারা কেশবকে সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি লাভ করিলেন। কামগায়ত্রী অপ্রাকৃত। সাধক, অপ্রাকৃত-অনুভূতিতে অপ্রাকৃত-বর্ণ অবলম্বন দ্বারা উপাসনা করেন।

সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥ ১৩৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্কন্ধে, ৩২ অ, ২য় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবচনং)

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

চিন্ময়ধামস্বরূপ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত অভিনব মদনস্বরূপে বিরাজমান। মদনশব্দে সামান্যতঃ জড়কবি সকল যাহাকে অর্থ করেন, তাহা প্রাকৃত জগতে মাংসপিণ্ডের পরস্পর আকর্ষী নিতান্ত প্রাকৃত ও হেয়, কামতত্ত্ব। জীবসকল জড়ে বদ্ধ হইয়া দেহে আত্মাভিমান করতঃ সেই কামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধতত্ত্ব জানিতে পারিলে জীবের অপ্রাকৃত চিন্ময় অবস্থাতে অবস্থিতি হয়। সেই অবস্থা দুই প্রকার। স্বরূপগত ও বস্তুগত। তত্ত্বপ্রতীতি হইয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ এখনও জড়সম্বন্ধ বিগত হয় নাই এমত অবস্থায় চিন্ময়তত্ত্ব বর্দ্ধিষ্ণুদশা হইলে স্বরূপতঃ বৃন্দাবনাবস্থিতি হয়। কিন্তু বস্তুতঃ হয় না। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়তত্ত্বের সহিত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে সম্বন্ধগন্ধ রহিত হইলে বস্তুতঃ বৃন্দাবন অবস্থিতি হয়। স্বরূপ-অবস্থিতিতে সাধনা আছে। সেই সময় চিন্ময় কামগায়ত্রী ও চিন্ময় কামবীজে কৃষ্ণের উপাসনা হইতে থাকে। পুরুষ বা স্ত্রী, স্থাবর বা জঙ্গম, সকলকেই সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক

অনুভাষ্য ।

কামবীজ। কামবীজ অপ্রাকৃত ক্লীং। ব্রহ্মসংহিতা ৫ অধ্যায় ৩ শ্লোক। 'প্রেমানন্দমহানন্দরসেনাবস্থিতং হি যৎ।' জ্যোতীরূপেণ মনুনা কামবীজেন সঙ্গতং ॥

অপ্রাকৃত কামবীজ সংযুক্ত অপ্রাকৃত কামগায়ত্রী দ্বারা অপ্রাকৃত নিত্য নূতন মদনমোহন বিগ্রহের অপ্রাকৃত উপাসনা হয় ॥ ১৩৭ ॥

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৩৯ ॥

নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।

সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥ ১৪০ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যলহর্য্যাং ১ম শ্লোকঃ)

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।

কলিতশ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মন্মথমন্মথ রূপ কৃষ্ণ আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কামগায়ত্রী, ২৪॥০ অক্ষরে একটী বেদমন্ত্রবিশেষ। কামবীজ, কৃষ্ণোপাসনায় যে বীজ জপিত হয় তাহাই ॥ ১৩৭।১৩৮ ॥

পূর্ব্বকথিত পঞ্চপ্রকার রসামৃত উপাসনায় ভক্তই সেই রসের আশ্রয় এবং উপাস্য শ্রীকৃষ্ণই সেই রসের বিষয় ॥ ১৪০ ॥

ভক্তিরসামৃতে ;—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি প্রসরণশীল কান্তিদ্বারা তারকা-পালি-নাম্নী সখীদ্বয়ের অবরুদ্ধকারী, শ্যামা ও ললিতাসখীর বশকারী, এবম্বিধ রাধার অত্যন্ত প্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন্। তাৎপর্য্য এই, যিনি যে রসেই তাঁহাকে ভজন করুন্ শ্রীকৃষ্ণ সেই রসামৃতমূর্ত্তি হইয়াও রাধিকার রসের একমাত্র পরম বিষয় ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৯ ॥

বিষয়, কৃষ্ণ। আশ্রয়, রসাশ্রিত ভক্ত ॥ ১৪০ ॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ অখিলাঃ শান্ত্যাদ্যাঃ পঞ্চমুখ্যরসাঃ হাস্যাদ্যাঃ সপ্ত-

শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত-হর ॥ ১৪২ ॥

(গীতগোবিন্দ প্রথমসর্গে দ্বাদশ-শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং)

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥১৪৩॥

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন ॥ ১৪৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০মস্কন্ধে ৮৯অ, ৩২ শ্লোকে ভূমাপুরুষবাক্যং]

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শৃঙ্গার রসরাজ। তন্ময়মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ। এতন্নিবন্ধন কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণের পর্য্যন্ত চিত্ত হরণ করে॥ ১৪২ ॥

অনুভাষ্য।

গৌণরসাশ্চ যস্মিন্ তদেব অমৃতং পরমানন্দময়ঃ এব মূর্ত্তিঃ যস্য সঃ প্রস্মর-রুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ প্রস্মরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকাপালী যেন সঃ কলিতশ্যামাললিতঃ কলিতে আত্ম-সাৎকৃতে শ্যামা চ ললিতা চ যেন সঃ রাধাপ্রেয়ান্ রাধায়াঃ প্রেয়ান্ প্রিয়তমঃ বিধুঃ জয়তি ॥ ১৪১ ॥

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২২৪ শ্লোক ॥ ১৪৩ ॥

কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥ ১৪৫ ॥

লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ১৪৬ ॥

[তত্রৈব ১০মস্কন্ধে ১৬অ, ৩২শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং]

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভূমাপুরুষ কহিলেন, হে কৃষ্ণার্জ্জুন, তোমাদিগকে দেখিবার মানসে আমি ব্রাহ্মণকুমারদিগকে এখানে আনিয়াছি। তোমরা জগতের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কলার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ। অবনীর ভাররূপ অসুরদিগকে মারিয়া পুনরায় শীঘ্র আগমন কর। তাৎপর্য্য এই, ভূমাপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রূপ দেখিবার মানসে দ্বিজকুমারদিগকে অপহরণ ছল করিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ॥ ১৪৫ ॥

হে দেব, যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল

অনুভাষ্য।

ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনকে বলিলেন।

ধর্ম্মগুপ্তয়ে ধর্ম্মসংরক্ষণায় কলাবতীর্ণৌ কলাভিঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ অবতীর্ণৌ প্রকটৌ যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা মে মম ভুবি দ্বিজাত্মজাঃ ময়া উপনীতা আনীতা ভূয়ঃ পুনরপি অবনেঃ পৃথিব্যাঃ ভরাসুরান্ হত্বা ইহ মে অন্তি সমীপায় ত্বরয়েতং প্রস্থাপয়েতম্ ॥ ১৪৫ ॥

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন ।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৮ ॥

[ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে ২৮শ শ্লোকে]

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৪৯ ॥

এইত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধা-তত্ত্বরূপ ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

সমস্তকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয়সর্প যে কি সুকৃতিদ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না ॥ ১৪৭ ॥

অনুভাষ্য ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নাগপত্নীর উক্তি—

যদ্বাঞ্ছা যৎ যস্য পাদপদ্মরেণুস্পর্শাধিকারস্য বাঞ্ছয়া ইচ্ছয়া শ্রীর্ললনা শ্রীঃ এব ললনা স্ত্রী সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় ধৃতব্রতা সতী সুচিরং তপঃ অচরৎ অস্য সর্পযোনিলব্ধজীবস্যাপি তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ তাদৃশ দুর্ল্লভপদরজস্পর্শনে অধিকারঃ সামর্থ্যঃ কস্য অনুভাবঃ ফলং এতৎ ন বিদ্মহে জানীমঃ ॥ ১৪৭ ॥

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম॥ ১৫১॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি সবার উপরে॥ ১৫২॥

[ভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বংরজস্তম ইতি ত্রিবিদেকং ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয় ৭ম অ, ৬০ শ্লোকঃ]

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ১৫৩॥

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥ ১৫৪॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥ ১৫৫॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাংশীয় ১২ অ, ৬৯ শ্লোকঃ)

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ১৫৬॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।

অনুভাষ্য।

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৫৩॥
আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৫৬॥

সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥ ১৫৭ ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥ ১৫৮ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥ ১৫৯ ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥ ১৬০ ॥

[উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠতা কথনে ২য় শ্লোকঃ]

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১৬১ ॥

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমের ভাবিত;
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥ ১৬২ ॥

[ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, ৩৭শ শ্লোকঃ]

আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এইস্থলে আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিলে এই সকল ভালরূপ বুঝা যাইবে ॥ ১৪৮-১৬২ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬১ ॥

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৬৩ ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি-সার।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর ॥ ১৬৪ ॥

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ ॥ ১৬৫ ॥

রাধা প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ ॥ ১৬৬ ॥

কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥ ১৬৭ ॥

লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা শ্যাম-পট্ট সাটী পরিধান ॥ ১৬৮ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬৩ ॥

সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন, সৌগন্ধযুক্ত আবাটা বদ্দারা অঙ্গের মল দূরীভূত হয়। তাতে ঐ কৃষ্ণস্নেহ-আবাটা মাখায় দেহ সৌগন্ধপূর্ণ ও উজ্জ্বলবর্ণ ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীমতী রাধিকার স্বরূপ কৃষ্ণাভিলাষপূর্ণকারী মহাভাব-চিন্তামণি। ললিতাদি সখী তাঁহার কায়ব্যূহ সদৃশ বা প্রকাশবিন্যাস। কৃষ্ণস্নেহ আবাটা মাখিয়া প্রথম স্নানের জল কারুণ্যামৃত; পৌগণ্ড অতিক্রম করিয়া প্রথম কৈশোরে করুণাবিশিষ্ট নবযৌবন। মধ্যম বা মধ্যাহ্ন স্নানের জল তারুণ্যামৃত বা ব্যক্তযৌবন। তদুপরি স্নান বা অপরাহ্ণ স্নানের জল

কৃষ্ণ অনুরাগে দ্বিতীয় অরুণ বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ ১৬৯ ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখী-প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর, তিন অঙ্গে বিলেপন ॥ ১৭০ ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর ॥ ১৭১ ॥
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য ধম্মিল্য-বিন্যাস।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস ॥ ১৭২ ॥

অনুভাষ্য।

লাবণ্যামৃত বা পূর্ণযৌবন। কায়িক গুণের বয়স, রূপ ও লাবণ্য উহাই ত্রিবিধ স্নান জল। বসন দ্বিবিধ। অধোবসন ও উত্তরীয়। অধোবসন লজ্জারূপা উহা শ্যামপট্টসূত্রদ্বারা নির্ম্মিত সাটী। উত্তরীয় দ্বিতীয় বসন অরুণবর্ণ তাহাই কৃষ্ণানুরাগ। কৃষ্ণপ্রণয়মানরূপ কাঁচুলি দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত। কায়িক গুণের সৌন্দর্য্যই কুম্কুম্, অভিরূপতা সখীপ্রণয়রূপ-চন্দন, মাধুর্য্য স্মিতকান্তিরূপ কর্পূর এই তিন বস্তু অঙ্গে লেপন অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা ও মাধুর্য্য ভূষিত। কৃষ্ণের উজ্জ্বলরসই মৃগমদ কস্তুরী। ইহাই মার্দ্দব কায়িক গুণ ॥ ১৬৪-১৭১ ॥

প্রচ্ছন্নমান, অন্তরে বক্রতাবিশিষ্ট হইয়াও প্রকাশ্যে দক্ষিণাভাব প্রদর্শন। বাম্য, সরলতার অভাব বক্রতাযুক্ত। ধম্মিল্ল, খোঁপা।

ধীরাধীরাত্মক গুণ। উজ্জ্বলনীলমণৌ "ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা স-বাষ্পং বদতি প্রিয়ং। ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে ॥ যে নায়িকা প্রিয়তমকে ধীরাধর্ম্ম-বক্রোক্তি দ্বারা ও অধীরাধর্ম্ম অশ্রুপূর্ণ

রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জ্বল ॥ ১৭৩ ॥
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥ ১৭৪ ॥
কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি ভূষিত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি, বিংশতিভাব যথা ;—অঙ্গজ,—ভাব, হাব, হেলা। আয়ুজ,—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য। স্বভাবজ,—কিলকিঞ্চিত, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত ॥

অনুভাষ্য।

নয়নে বাকা বলিয়া থাকেন তিনি ধীরাধীরা। ধীরাধীরা মধ্যার যে গুণ ধীরাধীরা প্রগল্‌ভাব ও তাহাই। প্রগল্‌ভা, মধ্যা ও মুগ্ধা এই তিনের মধ্যে প্রগল্‌ভা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া তাড়নপরায়ণা, মধ্যা অপূর্ণ রোষাবিষ্টা হইয়া কঠোরোক্তি এবং মুগ্ধা অল্পরোষপরায়ণা হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকেন। খণ্ডিতা অবস্থায় বিশেষরূপে এই গুণের প্রকাশ হয়। পট্টবাস, পাগড়ি রেশমের উত্তরীয় বস্ত্র একপাটা। পাঠান্তরে পটবাস, বস্ত্রগন্ধ, গন্ধচূর্ণ, পিটালি, শাটী ॥ ১৭২ ॥

কৃষ্ণরাগই তাম্বূলের বর্ণ তদ্দ্বারা অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্যই নয়নদ্বয়ের কজ্জল ॥ ১৭৩ ॥

গুণশ্রেণী পুষ্পমালা। চরিতামৃত মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদ। উজ্জ্বল-নীলমণি লিখিত পঞ্চবিংশতি গুণ। বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা

গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥ ১৭৫ ॥
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম-বৈচিত্ত্য-রত্ন, হৃদয় তরল ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গুণশ্রেণীপুষ্পমালা,—শ্রীমতীর গুণ তিনপ্রকার,—শারীরিক, বাচিক, মানসিক। কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা, কারুণ্য ইত্যাদি মানসিক, কর্ণের আনন্দ-দায়কবাক্‌প্রযোগাদি বাচিকগুণ, বয়স, রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি কায়িকগুণ ॥ ১৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

হরেরিব। ইত্যঙ্গোক্তিমনস্তাস্তে পরসম্বন্ধগাস্তথা। গুণা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা ইহ প্রোক্তাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ হরির ন্যায় শ্রীমতী রাধিকার অসংখ্য গুণ-সমূহ। অধিক আর কি বলিব। গুণগুলি চারিভাগে বিভক্ত। অঙ্গস্থ, উক্তিস্থ, মনস্থ ও পরসম্বন্ধগ। অঙ্গস্থ গুণ ছয়টী; ১। মধুরা বা চারু ২। নববয়া বা কৈশোর ৩। চলাপাঙ্গা ৪। উজ্জ্বলস্মিতা ৫। চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা বা পাদাদিস্থিত চন্দ্ররেখা ৬। গন্ধোন্মাদিতমাধবা। উক্তিস্থ গুণ তিনটী; ১। সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা ২। রম্যবাক্‌ ৩। নর্ম্ম-পণ্ডিতা। মনস্থ গুণ দশটী; ১। বিনীতা ২। করুণাপূর্ণা ৩। বিদগ্ধা ৪। পাটবান্বিতা ৫। লজ্জাশীলা বা আভিজাত্য ও শীলতাদির হেতু ৬। সুমর্য্যাদা বা সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা ৭। ধৈর্য্যশালিনী বা দুঃখ-সহিষ্ণু ৮। গাম্ভীর্য্যশালিনী ৯। সুবিলাসা ১০। মহাভাবপরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী। পরসম্বন্ধগ গুণ ছয়টী; ১। গোকুলপ্রেমবসতি ২। জগচ্ছ্রেণী-লসদ্‌যশা ৩। গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা ৪। সখীপ্রণয়িতাবশা ৫। কৃষ্ণপ্রিয়া-বলীমুখ্যা ৬। সন্ততাশ্রবকেশবা ॥ ১৭৫ ॥

মধ্য বয়স সখী স্কন্ধে কর ন্যাস।

কৃষ্ণলীল-মনোবৃত্তি সখী আশপাশ ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী,—কৃষ্ণলীলনরূপ শ্রীমতীর অষ্টমনোবৃত্তি অষ্টসখী ও তদনুবৃত্তি অপরাপর মঞ্জরীগণ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীরাধিকার গুণবর্ণনায় কবিরাজগোস্বামী শ্রীরঘুনাথগোস্বামীকৃত প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবটীকে অবলম্বন করিয়াছেন :—

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তা-রত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাং। সখীপ্রণয়সদ্গন্ধ বরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাং ॥ ১ ॥ কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া। লাবণ্যামৃত-বন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাং ॥ ২ ॥ হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্য-ঘুসৃণাঞ্চিতাং। শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরী-বিচিত্রিতকলেবরাং ॥ ৩ ॥ কম্পাশ্রু-পুলকস্তম্ভ-স্বেদগদ্গদরক্ততা। উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ ॥ ৪ ॥ ক্লৃপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীং। ধীরাধীরাত্ব-

অনুভাষ্য।

সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব। মধ্য, তৃতীয় ১৬২। মধ্য ষষ্ঠ ১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। হর্ষাদি ৩৩টী সঞ্চারী ভাব। মধ্যলীলা তৃতীয় ১২৭ সংখ্যা।

প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে। প্রেমোৎকর্ষ স্বভাব হইতে প্রিয়ের সন্নিকটে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদভয়ে যে ক্লেশের উদয় হয় তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রেমবৈচিত্ত্যই রত্ন। তরল, হারের মধ্যস্থিতমণি ধুক্‌ধুকি ॥ ১৭৬ ॥

মধ্যবয়স কিশোরীভাবই সখীস্কন্ধে করন্যাস।

কৃষ্ণলীল-মনোবৃত্তি রূপা নিকটবর্ত্তিনী সখী ॥ ১৭৭ ॥

নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক ।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

সদ্বাসপটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাং ॥ ৫ ॥ প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাং । কৃষ্ণনামযশঃশ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাং ॥ ৬ ॥ রাগতাম্বূলরক্তৌষ্ঠীং প্রেম-কৌটিল্য-কজ্জলাং । নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দস্মিতকর্পূরবাসিতাং ॥ ৭ ॥ সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া । নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্যবিচলত্তরলাঞ্চিতাং ॥ ৮ ॥ প্রণয়ক্রোধসচ্চোলী-বন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং । সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষি যশঃশ্রীকচ্ছপীরবাং ॥ ৯ ॥ মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধ-লীলান্যস্তকরাম্বুজাং । শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলী পরিবেশিকাং ॥ ১০ ॥ ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ । স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতং ॥ ১১ ॥ ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ । অতো গান্ধর্ব্বিকে, হাহা মুঞ্চৈনং নৈব তাদৃশং ॥ ১২ ॥ প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্যং স্তবরাজমিমং জনঃ । শ্রীরাধিকা-কৃপাহেতুং পঠংস্তদ্দাস্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

মহাভাবে উজ্জ্বলচিন্তামণিনির্ম্মিতবিগ্রহ, কৃষ্ণপ্রতি সখীর যে প্রণয় তাহাই সগন্ধকুঙ্কুমাদি দ্বারা সুন্দর কান্তিপ্রাপ্ত ॥ ১ ॥ পূর্ব্বাহ্ণে কারুণ্যামৃতে, মধ্যাহ্নে তারুণ্যামৃতে ও সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতে স্নাত যাঁহার বিগ্রহ ॥ ২ ॥ লজ্জারূপ পট্টবস্ত্রপরিধান, সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুমশোভিত শ্যামবর্ণ, শৃঙ্গাররসরূপ কস্তুরী দ্বারা চিত্রকলেবর ॥ ৩ ॥ কম্প অশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ গদ্গদস্বর রক্ততা উন্মাদ ও জড়তারূপ নয়টী উত্তমরত্ন

অনুভাষ্য ।

নিজাঙ্গরূপ সৌরভালয় । গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্ক খাট ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-প্রবাহ বচনে ॥ ১৭৯ ॥
কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥ ১৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অলঙ্কৃত ॥ ৪ ॥ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিগুণ সকল পুষ্পমালারূপে যাঁহার শরীরে বিরাজমান। ধীরা ও অধীরা ভাবকে তিনি পটবাস অর্থাৎ কর্পূরাদি দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ প্রচ্ছন্নরূপে মানই যাঁহার ধম্মিল্ল অর্থাৎ বদ্ধকেশপাশ, সৌভাগ্যরূপতিলকে যাঁহার কপাল উজ্জ্বল। কৃষ্ণ-নাম ও যশঃশ্রবণই যাঁহার কর্ণভূষণ ॥ ৬ ॥ অনুরাগরূপ-তাম্বুল দ্বারা যাঁহার ওষ্ঠ রক্তিমায় রঞ্জিত। প্রেমকৌটিল্যকেই যিনি কজ্জলরূপ ধারণ করিয়াছেন। নর্ম্ম অর্থাৎ উপহাস হইতে মৃদু হাসিরূপ-কর্পূরদ্বারা যিনি সুবাসিত ॥ ৭ ॥ সৌরভরূপ-অন্তঃপুরে যিনি গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্কে-শায়িত হইয়া বিপ্রলম্ভরূপ-প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ-হারে তরলরূপে দোলায়িত ॥ ৮ ॥ প্রণয়ক্রোধরূপ-কাঁচুলীদ্বারা যাঁহার স্তনযুগল আবৃত। সপত্নীগণের মুখবক্ষ-শোষণকারী যশশ্রী যাঁহার কচ্ছপী বীণা ॥ ৯ ॥ যৌবনরূপ-সখীর স্কন্ধে স্বীয় লীলারূপ-করকমল রাখিয়াছেন। যিনি বহুগুণযুক্তা হইয়াও কৃষ্ণকন্দর্পানন্দী মধু পরিবেশন করিতেছেন। এবম্ভূত শ্রীরাধাকে দশ্তে

অনুভাষ্য।

অবতংস কর্ণের অলঙ্কারবিশেষ। কৃষ্ণনামগুণযশই কর্ণালঙ্কার। কৃষ্ণনামগুণযশ বাক্যাবলী স্রোতরূপ সোমরস মধু তাহাই কৃষ্ণকে পান করান ॥ ১৮০ ॥

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর ।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ-কলেবর ॥ ১৮১ ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১১শ সর্গে ১১২ শ্লোকঃ)

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা ।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা ॥১৮২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

তৃণধারণপূর্ব্বক প্রার্থনা করি এই সুদুঃখিতজনাকে শ্রীদাস্যরূপ-অমৃত দানে জীবিত করুন'॥ ১১ ॥ হে গান্ধর্ব্বিকে, দয়াময়কৃষ্ণ শরণাগত-জনকে যেমন পরিত্যাগ করেন না তুমিও তদ্রূপ আশ্রিতজনকে ত্যাগ করিও না ॥ ১২ ॥ ১৬৪-১৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি কে ? একা শ্রীমতী রাধিকা । কৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রেয়সী কে ? একা রাধিকা, অন্যে নয় । কেশে কুটিলতা, চক্ষে তরলতা, কুচদ্বয়ে নিষ্ঠুরতা, রাধিকারই আছে । একা রাধিকাই হরির বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য সমর্থা আর কেহই নয় ॥ ১৮২ ॥

অনুভাষ্য ।

শ্রীমতী রাধিকা, কৃষ্ণের নির্ম্মল প্রেমরূপ রত্নের আকর, অতুলনীয় গুণসমূহে পরিপূর্ণ শ্রীরাধিকার দেহ ॥ ১৮১ ॥

কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ প্রণয়স্য জন্মভূমিঃ কা একা রাধিকা । অস্য কৃষ্ণস্য প্রেয়সী প্রেমপাত্রী কা ; অনুপমগুণাঃ অতুলনীয়গুণসমন্বিতা একা রাধিকা ন চ অন্যা । অস্যাঃ রাধিকায়াঃ কেশে জৈহ্ম্যং কৌটিল্যং, দৃশি

যাঁহার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ॥ ১৮৩ ॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥ ১৮৪ ॥
যাঁর সদ্‌গুণ গণনের কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ ১৮৫ ॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দুহাঁর বিলাস মহত্ত্ব ॥ ১৮৬ ॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাহাঁর চরিত ॥ ১৮৭ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১১৫ শ্লোকঃ)

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ১৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিলাসমহত্ত্ব,—উভয়ের প্রেমবিলাসের মহিমা ॥ ১৮৬ ॥

চতুর, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, চিন্তাশূন্য প্রেয়সীবশ যে পুরুষ তিনি ধীরললিত ॥ ১৮৮ ॥

অনুভাষ্য।

নয়নে তরলতা চঞ্চলতা, কুচে নিষ্ঠুরত্বং কাঠিন্যং, হরেঃ বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ বাসনাপূরণায় প্রভবতি সমর্থান্বিতা ন চ অন্যা কাপি তাদৃশী ॥ ১৮২ ॥

বিদগ্ধঃ রসিকঃ নবতারুণ্যঃ নবযৌবনযুক্তঃ পরিহাসবিশারদঃ স্বয়ং

রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে।
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে ॥ ১৮৯ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১২৪ শ্লোকঃ)

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা প্রাগল্ভ্যযা রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিত-লোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১৯০॥

প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥ ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে রামানন্দ, তুমি যে সাধ্য নির্ণয় করিলে, রাধাকৃষ্ণবর্ণন করিলে, এবং উভয়ের বিলাসমহত্ত্ব বলিলে তাহাই সত্য। কিন্তু ইহার পর যে আর কিছু আছে, তাহা বল। রায় কহিলেন, ইহার পর বুদ্ধির আর গতি দেখিতে পাই না। তবে প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত বলিয়া একটী ভাব আছে, তাহা বলিতেছি, ইহা শুনিয়া তোমার সুখ হয় কি না বলিতে পারি না। তাৎপর্য্য এই, এ পর্য্যন্ত আমি প্রেমবিলাসের স্বরূপ বর্ণন করিলাম। প্রেমবিলাসতত্ত্বে দুইপ্রকার ভাব আছে, অর্থাৎ সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফুর্ত্তি হয় না।

অনুভাষ্য।

নিপুণঃ নিশ্চিন্তঃ উদ্বেগরহিতঃ ধীরললিতঃ নায়কঃ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ প্রেয়সীনাং প্রেমতারতম্যেন বশীভূতঃ স্যাৎ ভবতি ॥ ১৮৮ ॥

আদিলীলা চতুর্থপরিচ্ছেদে ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৯০ ॥

যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয় ॥ ১৯২ ॥
এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল ॥ ১৯৩ ॥

গীতং। পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জানি।
এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁ কো মিলনে মধ্যেতে পাঁচবাণ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিচ্ছেদের নাম বিপ্রলম্ভ। তাহাই প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগ-অভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তি। রায়রামানন্দ নিজকৃত ঐ রসের একটী সঙ্গীত গান করিতে করিতে মহাপ্রভু স্বীয়ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন। গীতটী বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর উক্তি, সুতরাং বিপ্রলম্ভ দশায় সম্ভোগস্ফূর্ত্তি ॥ ১৯১-১৯৩ ॥

আহা! মিলনের পূর্ব্বরাগ সময়ে পরস্পরের নয়নঈক্ষণ হইতে রাগ জন্মিয়া একটী ভাব উদয় হয়। সেই রাগ বাড়িতে বাড়িতে অবধি না হয়বা প্রাপ্ত হইল না। সেই রাগ আমাদের উভয়ের অভাদয়ক্রমিক।

অবশেহি বিরাগ তুহুঁ ভেলি

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রমণস্বরূপ কৃষ্ণই যে তাহার কারণ তাহা নহে, বা রমণীস্বরূপ আমিই যে তাহার কারণ তাহা নহি। পরস্পর দর্শনে যে রাগ উদিত হইল তাহাই মনোভব অর্থাৎ মদন হইয়া আমাদের উভয়ের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। এখন বিচ্ছেদের সময়, সে সব প্রেমকাহিনী, হে সখি! কৃষ্ণ যদি ভুলিয়া থাকেন এরূপ বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কহিও মিলন সময়ে আমরা কোন দূতীকে অন্বেষণ করি নাই। অথবা অন্য কাহাকেও কোন অনুরোধ করি নাই। অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের দুইজনের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার এখন বিচ্ছেদ-সময়ে সেই রাগ বিরাগ হইয়া অর্থাৎ বিশিষ্টরাগ বা বিচ্ছেদগতরাগ বা অধিরূঢ়ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কার্য্য করিতেছ। সুপুরুষের প্রেমেতে এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখিবে। তাৎপর্য্য এই, সম্ভোগকালে রাগ অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ, বিপ্রলম্ভকালে সেই রূপ অধিরূঢ়ভাবাপন্না দূতী

অনুভাষ্য।

পহিলহি, প্রথমে। রাগ, পূর্ব্বরাগ। রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে। নয়নভঙ্গ পরস্পরদর্শন। নয়নভঙ্গী অপাঙ্গদর্শনে পরস্পরের চিত্তবৃত্তিসংযোজক ইঙ্গিত। অনুদিন বাঢ়ল, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবধি না গেল, সীমা রহিল না। সমর্থরতিস্বরূপ প্রৌঢ়ে লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা। সমঞ্জসে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, সবিলাপ উন্মাদ। সাধারণে ষোল প্রকার অর্থাৎ প্রৌঢ় ও সমঞ্জসার সবিলাপ

সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি ১৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হইয়া প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগস্ফূর্ত্তি কার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে তাহাকে শ্রীমতী সখী বলিয়া সম্বোধন করতঃ এই কথাটী বলিতেছেন। মূল তাৎপর্য্য এই, প্রেমবিলাস সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ়মহাভাবরূপ সর্পে রজ্জু ভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্তভাবাপন্ন একরূপ সম্ভোগ উদয় হয় ॥ ১৯৪ ॥

অনুভাষ্য।

পর্য্যন্ত। সো, সেই রমণ শ্রীকৃষ্ণ, হাম্ আমি শ্রীরাধিকা রমণী আমরা উভয়েই উহার কারণ নহি বা আমাদের পার্থক্য বুঝি নাই। মনোভাব কন্দর্প উহা জানিয়া, রমণ ও রমণী উভয়ের মনকে (পেশল) পেষণ করিয়াছিল। প্রেম কাহিনী প্রেম বিলাস সমূহ। কানু ঠামে কৃষ্ণের স্থানে নিকটে। কহবি বলিবে। বিছুরল বিস্মরণ হইয়াছেন জানিয়া। খোজলু অন্বেষণ করা। দূতী, যে মধ্যবর্ত্তিনী নায়ক নায়িকাকে একত্র করায়। দূতী দুইপ্রকার স্বয়ং দূতী ও আপ্তদূতী। স্বয়ংদূতী কটাক্ষ এবং বংশীধ্বনি। আপ্তদূতী বীরা বৃন্দা প্রভৃতি। না খোজলু, আন। সাধারণ-দূতী শিল্পকারিণী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী প্রভৃতি। দুঁহকে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ এই দুইজনের। মিলনে উভয়ের সংহতিতে। মধ্যে পাঁচবাণ রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শজনরণকক। অব, এক্ষণে। সেই, রাগ। বিরাগ বিপ্রলম্ভে অধিরূঢ় মহাভাব। তুঁহু তুমি দূতী হইলে। সুপুরুখ উত্তমনায়কের। প্রেমক, প্রেমের। ঐছন, ঐপ্রকার রীতি ॥ ১৯৪ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবকথনে ১১০ শ্লোকঃ)

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী ॥১৯৫॥

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ ১৯৬ ॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায় ॥ ১৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতনিকুঞ্জবাসী করিরাজ, রাধিকা ও তোমার চিত্ত-লাক্ষাকে অন্তর্বাহ্য সাত্ত্বিকবিকাররূপ ধর্ম্মদ্বারা দ্রবীভূত করতঃ পরস্পরের ভেদভ্রম দূর করিয়া শৃঙ্গারশিল্পশাস্ত্রনিপুণ বিধাতা ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যমধ্যে নবরাগ হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং জগতের আশ্চর্য্য সম্বর্দ্ধনার্থ অভিনব রঞ্জিত করিয়াছেন ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য।

হে অদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জারণ্যগজপতে, শৃঙ্গার-কারুকৃতী শৃঙ্গারকারুকর্ম্মণি সুনিপুণঃ রাধায়াঃ ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈঃ চিত্তে এব জতুনী লাক্ষে স্বেদৈঃ অন্তর্বহির্দ্রবরূপাভিঃ অগ্নিতাপৈর্বা ক্রমাৎ শনৈঃ শনৈঃ বিলাপ্য দ্রবীকৃত্য নির্ধূতভেদভ্রমং নির্ধূতঃ ভেদ এব ভ্রমঃ যুঞ্জন্ ইহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে ব্রহ্মাণ্ডমেব হর্ম্ম্যং তস্যোদরে চিত্রায় চিত্রার্থং ভূয়োভিঃ নানাবিধৈঃ নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ স্বয়ং অন্বরঞ্জয়ৎ ॥ ১৯৫ ॥

রায় কহে যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥ ১৯৮ ॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ॥ ১৯৯ ॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥ ২০০ ॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ॥ ২০১ ॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥ ২০২ ॥

অনুভাষ্য।

সখী। উজ্জ্বলে। প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভ-রত্নপেটী চ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা ও বিহারাদির সম্যগ্‌রূপে বিস্তার-কারিণীকে সখী বলে। সখী কৃষ্ণের বিশ্বাসরূপ রত্ন মঞ্জুষা স্বরূপা। সখীগণের বৃত্তি। মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা। অভিসার-দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণং। নর্ম্মাশ্বাসন-নেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং। ছিদ্রসম্বৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা। শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ। তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা॥ নায়িকা-প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ। ১। নায়কনায়িকার পরস্পরের প্রেমগুণোৎকীর্ত্তন ২। একের অন্যের প্রতি আসক্তি বিবর্দ্ধন ৩। উভয়ের অভিসার করান ৪। কৃষ্ণে সখীসমর্পণ ৫। পরিহাস ৬। আশ্বাস-

সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥ ২০৩ ॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তারে করে অনুগতি ॥ ২০৪ ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভু এতাবৎ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সাধ্যবস্তু সমগ্র কথিত হইল, এখন এই চরমসাধ্যবস্তু পাইবার যে সাধন বা উপায় আছে, তাহা বল। রায় রামানন্দ তদুত্তরে বলিলেন, দাস্য বাৎসল্যাদি-রসে এই গূঢ়তত্ত্ব পাওয়া যায় না, ব্রজসখী বিনা এই লীলায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব। ব্রজসখীর ভাবগ্রহণপূর্ব্বক সখীর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই ॥ ২০৩-২০৫ ॥

অনুভাষ্য।

প্রদান ৭। নায়কনায়িকার বেশকরণরূপ নেপথ্য ৮। মনোগত ভাবপ্রকাশ করণে নিপুণতা ৯। নায়িকার দোষ গোপন ১০। পতি প্রভৃতির বঞ্চনা ১১। শিক্ষা ১২। যথোচিত কালে নায়কনায়িকার সম্মিলন করান ১৩। চামরাদি ব্যজন ১৪। উভয়ের প্রতি তিরস্কার ১৫। সংবাদ প্রেরণ ১৬। নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ যত্ন। আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২০২ ॥

(শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে ১০ম সর্গে ১৭শ শ্লোকঃ)

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥ ২০৬।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাধাকৃষ্ণের ভাব স্বপ্রকাশ ও সুখ বিভু অর্থাৎ অনন্ত হইলেও সখীগণ ব্যতীত একক্ষণও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না, যেরূপ ঈশ্বরের চিদ্বিভূতিব্যতিরেকে ঈশ্বরত্ব পুষ্টিলাভ করে না, তদ্রূপ। অতএব তৎপ্রবিষ্ট কোন রসজ্ঞ সখীদিগের পদাশ্রয় না করেন? ॥ ২০৬ ॥

অনুভাষ্য।

রাধাকৃষ্ণয়োর্ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বয়োঃ ভাবঃ চিদ্বিলাসঃ বিভুঃ পরমমহান্ অপি সুখরূপঃ সচ্চিদানন্দঘনময়ঃ স্বপ্রকাশঃ স্বয়ং প্রকাশরূপঃ অপি স্বাঃ নিজসম্বন্ধিন্যঃ কায়ব্যূহস্বরূপিণ্যঃ যাঃ সখীঃ ঋতে বিনা রসপুষ্টিং ন হি প্রভবতি যথা ঈশঃ ঈশ্বরঃ চিদ্বিভূতীঃ ইব সচ্চিদানন্দঃ ঈশ্বরঃ নিজনিত্য-চিদৈশ্বর্য্যাদিকং বিনা পুষ্টিং ন প্রাপ্নোতি তথা। অতঃকারণাৎ কঃ রসজ্ঞঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কৃতী আসাং সখীনাং পদং ন শ্রয়তি আশ্রয়তি সর্ব্বে সুনিপুণাঃ মধুররসজ্ঞাঃ ভক্তাঃ সখীপদং আশ্রয়ন্তীত্যর্থঃ। যথা কেবলা-দ্বৈতবাদীনাং কল্পনাশ্রিতবিগ্রহঃ অজ্ঞানসমষ্ট্যধিষ্ঠাতৃদেবঃ ঈশ্বরঃ অজ্ঞান-ব্যষ্ট্যধিষ্ঠাতৃমলিনসত্ত্ববিকারাখ্যজীবাদিবিভূতিময়োঽপি ষণ্ডবৎ নিত্যসত্তা-বিলাসরহিতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীনাং আরাধ্যঃ নিত্যসচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ঈশ্বরঃ নিত্য চিদানন্দময়ঃ স্বগতসজাতীয়বিজাতীয়নিত্যবিশেষবিভূতিভিঃ শান্ত-

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥ ২০৭ ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥ ২০৮ ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ ২০৯ ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥২১০॥

(শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে ১০ম সর্গে ১৬শ শ্লোকঃ)

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা স্বরূপ এবং সখীগণ সেই লতার পল্লবপুষ্পপাতা। লতারূপ রাধিকার পদাশ্রয়পূর্ব্বক লতাতে জলসিঞ্চন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লতা হয়। পল্লবাদিতে জলসিঞ্চনে যেরূপ পল্লবাদির প্রফুল্লতা হয় না সেইরূপ গোপীদের কৃষ্ণমিলনসুখ হইতে, রাধাকৃষ্ণমিলনদ্বারা অধিক সুখ হয় ॥ ২০৯।২১০ ॥

অনুভাষ্য।

দাস্যসখ্যমাধুর্য্যরসপুষ্টিং করোতি তথা পরিপূর্ণৌ সুখরূপৌ শ্রীবার্ষভানবীব্রজেন্দ্রনন্দনৌ স্বয়ং প্রকাশরূপৌ সতাপি সখীভিঃ নিত্যরসপুষ্টিং কুরুতঃ ॥ ২০৬ ॥

সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রং ॥২১১॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥ ২১২ ॥
নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥ ২১৩ ॥
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রসপুষ্ট।
তাসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥ ২১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রজসখিগণ শ্রীরাধার তুল্য এবং ব্রজকুমুদচন্দ্রের হ্লাদিনীনাম্নীশক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধিকার সারাংশপ্রেমবল্লীর কিসলয়দল পুষ্পাদি স্বরূপ কৃষ্ণ-লীলামৃতরসসমূহদ্বারা পরমোল্লাসময়ী শ্রীরাধিকা সিক্তা হইলে সখীগণ আপনাদিগের সিঞ্চন হইতে শতগুণ অধিক জাতোল্লাসা হন। ইহা বিচিত্র নয় ॥ ২১১ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রজকুমুদবিধোঃ ব্রজবাসিকুমুদানন্দকৃষ্ণচন্দ্রস্য হ্লাদিনীনামশক্তেঃ হ্লাদিন্যাখ্যশক্তেঃ সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ সারাংশঃ যঃ প্রেমা স এব বল্লী লতা তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ সখ্যঃ ললিতাদিপ্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ, কিশলয়দল-পুষ্পাদিতুল্যাঃ নবীনপত্রকুসুমাদিসমাঃ অতএব স্বতুল্যাঃ কৃষ্ণলীলামৃত-রসনিচয়ৈঃ অমুষ্যাং রাধায়াং উল্লসন্ত্যাং চ সত্যাং তাঃ সখ্যঃ স্বসেকাৎ শতগুণং অধিকং জাতোল্লাসাঃ ভবন্তি ইতি যৎ তৎ ন চিত্রম্ ॥ ২১১ ॥

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ ২১৫॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৫ শ্লোকঃ)

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ২১৬॥

নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥ ২১৭॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার॥ ২১৮॥

অনুভাষ্য।

অন্যান্য পয়ার সরল। শ্রীরাধিকা ও তাঁহার সখীগণ নিজনিজসুখবাঞ্ছায় কোন প্রকার চেষ্টাশীলা না হইয়া এক অঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করাইয়া প্রেমপুষ্টি করান। তদ্দর্শনে কৃষ্ণের তুষ্টি হয়॥ ২১৪॥

আদিলীলা চতুর্থপরিচ্ছেদ ১৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২১৬॥

কাম; সদ্বিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণের সেবাপর নহে। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুর সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। প্রেম কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য ও কৃষ্ণসেবাময়। গোপিকার কামের নাম প্রেম যে হেতু গোপিকা নিজেন্দ্রিয় সুখপরা নহেন কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য স্বজাতীয় সখীর দ্বারা সেবা করাইয়া এবং তাদৃশ সখীদ্বারা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-কাম স্বীকার করেন মাত্র॥ ২১৮॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ৩১ অ, ২০শ শ্লোকঃ)

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ২১৯ ॥

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ২২০ ॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২১ ॥
ব্রজলোকের কোনভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায ব্রজে ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

৬৪ অঙ্গভজনরূপ বৈধীভক্তি। তৎপ্রতি নির্ম্মলশ্রদ্ধা থাকিলেই তাহাতে অধিকার জন্মে। ব্রজজনের কৃষ্ণপ্রতি যে স্বাভাবিকরাগ, তদনুষ্ঠে সেই পথে যাঁহাদের লোভ হয়, সেই গোপীভাবামৃত লোভই রাগানুগামার্গের অধিকার দিয়া থাকে। রাগানুগামার্গভজনে বর্ণাশ্রমাদিবৈদিকধর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ সহজে প্রয়োজন ॥ ২২০।২২১ ॥

ব্রজে রক্তকপত্রকাদি কৃষ্ণদাস, শ্রীদামসুবলাদি কৃষ্ণসখা, নন্দ যশোদাদি

অনুভাষ্য।

আদিলীলা চতুর্থপরিচ্ছেদ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১৯ ॥

রাগানুগামার্গ। মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ॥ ২২১ ॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২২৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮৭ অ, ১৯ শ্লোকে বেদস্তুতি)

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽংঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥২২৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

কৃষ্ণের পিতামাতা, ইহাঁরা নিজ নিজ রসভাবে কৃষ্ণকে ভজন করেন। কৃষ্ণরসভজনে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত কোন রসবিশেষে যাঁহার লোভ হয় তিনি সেই ভাবযোগ্য চিৎস্বরূপ লাভ করিয়া সিদ্ধকালে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। উপনিষদ্ শ্রুতিগণই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রুতিগণ দেখিলেন, গোপীগণের আনুগত্য না করিলে ব্রজে কৃষ্ণভজনের অধিকার পাওয়া যায় না, তখন তাঁহারা গোপীর আনুগত্য গ্রহণ করত রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজিয়াছিলেন ॥ ২২২।২২৩ ॥

মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিশ্বাসজয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মে ভগবানের শত্রু সকলও তাঁহার অনুধ্যানবলে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্পশরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্র বিষ কর্তৃক জড়বুদ্ধি হইয়া তাঁহার পাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার পাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি ॥ ২২৪ ॥

সমদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।
সমা শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি ॥ ২২৫ ॥
অংঘ্রিপদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ২২৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ৯ অ, ১৬ শ্লোকঃ)

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্লোকের চতুর্থপাদ সমদৃশশব্দে গোপীভাবে অনুগতি ব্যাখ্যা করে এবং সমাশব্দে শ্রুতিগণের গোপীদেহ প্রাপ্তি ব্যাখ্যা করে। অংঘ্রিসরোজসুধা শব্দে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ ব্যাখ্যা করে ॥ ২২৫।২২৬ ॥

যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহীদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ ; আত্মভূত জ্ঞানীদিগের পক্ষে সেরূপ নন ॥ ২২৭ ॥

অনুভাষ্য।

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ নিভৃতানি মরুৎ মনঃ অক্ষাণি চ যৈঃ তে সংযতপ্রাণেন্দ্রিয়মনসঃ দৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজশ্চ তে অবিচলিতপরাত্মরক্তাঃ মুনয়ঃ যৎ হৃদি উপাসতে অনুভবন্তি তৎ অরয়ঃ কৃষ্ণবিদ্বেষিণঃ অপি স্মরণাৎ বৈরচিন্তনাৎ যযুঃ নির্বিশেষতাং প্রাপুঃ উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ উরগেন্দ্রস্য সর্পস্য ভোগঃ দেহঃ তত্তুল্যয়োঃ ভুজদণ্ডয়োঃ বিষক্তা ধীঃ যাসাং তাঃ স্ত্রিয়ঃ তে তব অংঘ্রিসরোজসুধাঃ বয়ং অপি সমাঃ গোপীকায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ সমদৃশঃ তদ্ভাবানুগতচিত্তাঃ শ্রুতয়ঃ সত্যঃ তাঃ অনুভবামঃ ॥ ২২৪ ॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥ ২২৮ ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ ২২৯ ॥

অনুভাষ্য।

অয়ং গোপিকাসুতঃ যশোদানন্দনঃ ভগবান্ ইহ যথা ভক্তিমতাং সুখাপঃ অনায়াসলভ্যঃ দেহিনাং দেহাভিমানিনাং তপোব্রতপরাণাং জ্ঞানিনাং আত্মভূতানাং চ তথা ন সুখাপঃ ॥ ২২৭ ॥

সিদ্ধদেহ। বর্ত্তমান জড়দেহ ও মানসসূক্ষ্মদেহাতিরিক্ত চিন্ময় রাধাকৃষ্ণ সেবনোপযোগী দেহ। যেরূপ জড়কর্ম্মফলে জীব জড়দেহ লাভ করেন আবার কালে সেই দেহ পরিবর্ত্তন হইয়া স্থূল ভোগবাসনায় পুনরায় জড়দেহ প্রাপ্ত হন, যেরূপ সূক্ষ্ম জড়ভোগবাসনায় মানস দেহ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক মনের দ্বারা জড়বিষয় ভোগ করিয়া পুনরায় তাদৃশ পরিবর্ত্তিত সূক্ষ্মশরীর লাভ করেন তদ্রূপ শুদ্ধজীবাত্মা কাম ভোগবাসনাবশে জড়ভোগ্য দেবীধামে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম কালক্ষুব্ধ দেহদ্বয় পরিগ্রহণের পরিবর্ত্তে চিন্ময় গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল চিন্ময় দেহদ্বয় লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা করিয়া থাকেন। জড় বা সূক্ষ্ম দেহ, জড়াতীত বস্তুর বা নিজভোগাতীত বস্তুর চিন্তা করিতে অক্ষম তজ্জন্য ত্রিগুণাতীত—তত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া তদুপযোগী নিজ সিদ্ধদেহস্থ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সাহায্যে অপ্রাকৃত বস্তুর চিন্তা করিয়া অপ্রাকৃত সেবা করিতে করিতে অপ্রাকৃত সখীভাবে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ চরণ লাভ করেন ॥২২৯॥

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥ ২৩০॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২৩১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ৪৭ অ, ৫৪ শ্লোকঃ)

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং॥ ২৩২॥

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন॥ ২৩৩॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দুহেঁ গেলা॥২৩৪॥
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে বিনতি করিয়া॥ ২৩৫॥
মোরে কৃপা করি তোমার ইহাঁ আগমন।

অনুভাষ্য।

ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে বিধিমার্গে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভজন হয় না। মাধুর্য্যা-কলাপে গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করিলেই কৃষ্ণলাভ ঘটে॥ ২৩০॥

এই পরিচ্ছেদের ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৩২॥

দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্টমন ॥ ২৩৬ ॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাঞি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥ ২৩৭ ॥
প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ॥ ২৩৮ ॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানে তুমি সীমা ॥ ২৩৯ ॥
দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ॥ ২৪০ ॥
নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥
এত বলি দুহেঁ নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥ ২৪২ ॥
অন্যোন্য মিলি দুহেঁ নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠি কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২৪৩ ॥
প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ॥ ২৪৪ ॥

অনুভাষ্য।

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসের স্বরূপ তুমিই জানিয়াছ। সেই জ্ঞানে তুমি পারঙ্গত সিদ্ধ সুতরাং তুমিই শেষ সীমা ॥ ২৩৯ ॥

প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥২৪৫॥
কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥ ২৪৬ ॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর সেই বড় ধনী ॥ ২৪৭ ॥
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥ ২৪৮ ॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।

অনুভাষ্য।

বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা প্রশ্নে রায়ের উত্তর কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা সর্ব্বোত্তমা। জড়-ভোগ বিদ্যা ও জড়াতীত ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা বিষ্ণুভক্তিবিদ্যার উন্নতস্তরে কৃষ্ণভক্তিবিদ্যা ॥ ২৪৫ ॥

কৃষ্ণভক্তখ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কীর্ত্তিবিশিষ্ট। জড়বিষয় লোলুপতা-ক্রমে জীব জড়ের স্থূল সেবনকেও বহুমানন করেন। দেবীধামের কোন পরিচয়ে অনিত্য ভাবে কীর্ত্তিত হওয়া বা জড়াতীত রাজ্যে ব্রহ্মজ্ঞ খ্যাতি লাভের অপেক্ষা বিষ্ণুভক্ত খ্যাতির উন্নতস্তরে কৃষ্ণভক্ত খ্যাতি ॥ ২৪৬ ॥

জীব জড়ভোগ পরায়ণ হইয়া অধিক ভোগ বাসনা পরিতর্পণকারী ধনকেই প্রাপ্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করেন। কিন্তু সম্পত্তির তারতম্য বিচারে হংস অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তুল্য সম্পত্তি আর কিছুই নাই প্রতীত হয় ॥ ২৪৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥ ২৪৯ ॥
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥ ২৫০ ॥
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর ॥ ২৫১ ॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ ॥ ২৫২ ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান প্রধান ॥ ২৫৩ ॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবনভূমি যাঁহা নিত্য-লীলারাস ॥ ২৫৪ ॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন ॥ ২৫৫ ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠউপাস্য যুগল রাধা কৃষ্ণ নাম ॥ ২৫৬ ॥
মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাহাঁ দুহাঁর গতি।

অনুভাষ্য।

২৪৮ সংখ্যা হইতে ২৫৬ পর্য্যন্ত জড়বস্তু ও অপ্রাকৃত বস্তু বিচার তারতম্যে জড়বিচারের হেয়তা ও জড়স্বার্থ শূন্য অপ্রাকৃত গোলোকের বস্তু বা বিষয় সমূহের শ্রেষ্ঠতা, প্রশ্নসমূহের উত্তরে কথিত হইয়াছে॥ ২৪৮-২৫৬॥

স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥ ২৫৭ ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥ ২৫৮ ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥ ২৫৯ ॥
এইমত দুই জন কৃষ্ণকথা রসে।
নৃত্য গীত রোদনে হৈল রাত্রি শেষে ॥ ২৬০ ॥
দোঁহে নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"প্রভু কহে কোন বিদ্যা" আরম্ভ হইয়া "স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি" পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদ্যের প্রথমপংক্তি প্রভুর প্রশ্ন ও দ্বিতীয় পংক্তি রায়ের উত্তর। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৭ম অঙ্কে এই কথোপকথনটী আছে ॥ ২৪৫-২৫৭ ॥

অনুভাষ্য।

জড়ভোগহীন মুক্তিবাদীগণ চরমে স্থাবর দেহ ও জড়ভোগযুক্ত ভুক্তিবাদী পরলোকে দেবদেহ লাভ করেন। মুক্ত্যৈ যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ। গোতমং তং বিজানীথ যথাবিথ তথৈব সঃ ॥২৫৭॥

জ্ঞান, নিম্বফলসদৃশ আস্বাদনের অযোগ্য, কর্কশতর্কনিষ্ঠকাকাবস্থ জীবভক্ষ্য। প্রেম আম্রমুকুল আস্বাদনে প্রিয় সুমিষ্ট রসাস্বাদক কোকিলাবস্থ কৃষ্ণভক্তের আস্বাদনীয় ॥ ২৫৮ ॥

দুর্ভাগা জ্ঞানীর ভাগ্যে আস্বাদনীয় বস্তু নীরসজ্ঞান। ভাগ্যবান্ ভক্তের পানীয় বস্তু সরস কৃষ্ণপ্রেমামৃত ॥ ২৫৯ ॥

সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আর দিনে ॥ ২৬১ ।
ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ ।
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন ॥ ২৬২ ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্বসার ।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৩ ॥
এততত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন ।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥ ২৬৪ ॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয় ।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥ ২৬৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্ক, ১ম অ, ১ম শ্লোকঃ)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥২৬৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত হয়, অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থে বা ব্যাপারে একমাত্র পরম জ্ঞতত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া স্থির হন ; যিনি দৃশ্যমান-জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্ররাজা ; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন ; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে ; যাঁহাতে তেজোবারি-মৃত্তিকা

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ ২৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপ সত্তা; যাঁহাতেই তিন প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিৎউদয়রূপ সৃষ্টি, জীব প্রকটরূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি সত্যরূপে বর্ত্তমান; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য কুহক-শূন্য পরম সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি ॥ ২৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

যতঃ যস্মাৎ শক্তিমতঃ অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং (যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি; ব্রহ্মসূত্র ১।১।২) অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যঃ অর্থেষু। অন্বয়াৎ চিন্ময়রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শযোগ্য ব্যাপারেষু আসক্তঃ সন্ ব্যতিরেকাৎ জড়রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শবিষয়েষু অসংস্পৃষ্টঃ সন্ অভিজ্ঞঃ অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন সামান্যতঃ বিশেষতশ্চ সর্ব্বং জানাতি স্বরাট্ স্বেন এব রাজতে যৎ যস্মিন্ পরমসত্যে সূরয়ঃ ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ ব্রাহ্মণাদয়ঃ মুনয়শ্চ (ভাগবত দশমস্কন্ধ চতুর্দ্দশঅধ্যায়ে; তলবকারোপনিষৎ, দত্তাত্রেয়-দুর্ব্বাসা-বশিষ্ঠ-শঙ্কর-বিদ্যারণ্যাদয়ঃ) অপি মুহ্যন্তি মোহং প্রাপ্নুবন্তি পরমসত্যনির্দ্ধারণে অসমর্থাঃ ভবন্তি তৎ ব্রহ্ম তত্ত্বং (বদন্তি তত্ত্ববিদঃ ইত্যাদি) আদিকবয়ে ব্রহ্মণে হৃদা মনসি (ব্রহ্মসংহিতা ৫অধ্যায় ২৭।২৮ শ্লোকঃ। মুণ্ডকোপনিষৎ) যঃ তেনে প্রকাশিতবান্ যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্ অন্যাবভাসঃ, ত্রিসর্গঃ ত্রয়াণাং রজস্তমঃসত্ত্বানাং নশ্বরঃ সর্গঃ পক্ষান্তরে অন্তরঙ্গবহিরঙ্গ-তটস্থশক্তিত্রয়াণাং নিত্যপ্রকাশঃ যত্র পরমসত্যে ভগবৎস্বরূপে সচ্চিদানন্দমূর্ত্তৌ অমৃষা সত্যঃ স্বেন ধাম্না অপ্রাকৃতাভরণসচ্ছিক্তাদিতদ্রূপ-

পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ ॥ ২৬৮ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ ২৬৯ ॥
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন ॥ ২৭০ ॥
এইমত তোমা দেখি হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ ২৭১ ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৭২ ॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ ॥ ২৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভো! তোমাকে আমি প্রথমে একটী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিলাম। এখন তোমাকে শ্যাম-গোপরূপ দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটী কাঞ্চন পুত্তলিকা দেখিতেছি। সেই পুত্তলিকার গৌরকান্তি দ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত করিয়াছে, তথাপি তোমার রং যেমন প্রকটভাবে প্রতীত। আবার তোমার বামলোচন অনেক ভাবেতে

অনুভাষ্য।

বৈষ্ণবেন বলেন সদা নিরস্তকুহকং নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিন্ তং সত্যস্বরূপং পরং সর্ব্বস্মাৎ পরং ধীমহি ধ্যায়েম ॥ ২৬৬ ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥ ২৭৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে, ২য় অ, ৪৫ শ্লোকে)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৭৫ ॥

(তত্রৈব ১০ম স্ক, ৩৫ অ, ৫ম শ্লোকে)

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চঞ্চল। প্রভো, তোমার ঐরূপ চমৎকার ভাবের কারণ কি তাহা অকপটে বল। প্রভু কহিলেন, যাঁহাদের কৃষ্ণে গাঢ়প্রেম সুতরাং তাঁহারা ভাগবতোত্তম। তাঁহাদের প্রেমের স্বভাব এই যে, তাঁহারা স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন তাহাতে স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি না দেখিয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণভাবই দেখেন ॥ ২৬৮-২৭৩ ॥

যিনি ভাগবতোত্তম তিনি সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মারূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন। আত্মার আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্তভূতকে দেখিতে পান ॥ ২৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ সর্ব্বভূতেষু চেতনাচেতনাত্মকেষু সর্ব্বেষু আত্মনঃ ভোগাজড়াতীতস্য অপ্রাকৃতস্য ভগবদ্ভাবং ভূতানাং ভগবৎসেবোপযোগিসিদ্ধস্বরূপাদিকং পশ্যেৎ ভূতানি আত্মনি ভগবতি নিজসিদ্ধরূপেণ অপ্রাকৃতনিত্যসেবাপরাঃ পশ্যেৎ এষঃ ভাগবতোত্তমঃ। অপ্রাকৃতভাবপ্রাবল্যেন মহাভাগবতাঃ সর্ব্বত্র সেব্য-সেবকভাবান্বিতাঃ কৃষ্ণকার্ষ্ণান্ পশ্যন্তি বহির্মুখৈরভাবাৎ ॥ ২৭৫ ॥

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥২৭৬॥

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥ ২৭৭ ॥
রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥ ২৭৮ ॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥২৭৯ ॥
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ ২৮০ ॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার ॥ ২৮১ ॥
তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

পুষ্পফলাঢ্য বনলতা, তরুসকল ও ভাবদ্বারা অবনত প্রেম পুলকিত শরীরময় বনস্পতি সকল, আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করতঃ মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল ॥ ২৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

প্রণতভারবিটপাঃ ভারাবনতাঃ তরবঃ পুষ্পফলাঢ্যাঃ ফলকুসুমান্বিতাঃ প্রেমহৃষ্টতনবঃ কৃষ্ণপ্রেমোৎফুল্লকলেবরাঃ বনলতাঃ তরবঃ চ আত্মনি স্বীয়ে বিগ্রহে বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ প্রকাশমানাং সূচয়ন্ত্যঃ ইব মধুধারাঃ ববৃষুঃ স্ম ॥ ২৭৬ ॥

রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ ॥ ২৮২ ॥
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৮৩ ॥
প্রভু তাঁরে হস্তস্পর্শি করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন ॥ ২৮৪ ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে অন্যজন ॥ ২৮৫ ॥
মোর তত্ত্বলীলা রস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে ॥ ২৮৬ ॥
গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥২৮৭॥
তাঁর ভাবে ভাবিত করি আত্ম মন।
তবে কৃষ্ণমাধুর্য্যরস করি আস্বাদন ॥ ২৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রসরাজরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা দুই মিলিত হইয়া যে একতত্ত্ব সেই স্বরূপ দেখাইলেন। অর্থাৎ "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ" দেখাইলেন। ইহাতে যে একতত্ত্বে দুই এবং দুই তত্ত্বই এক, এরূপ একটী অপূর্ব্ব স্বরূপ দেখাইলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হন, তাঁহারাই শ্রীস্বরূপগোস্বামীর কৃপায় সেই নিত্যস্বরূপ সেবা করিতে পান ॥ ২৮২ ॥

হে রামানন্দ, তুমি আমাকে পৃথক্ একটী গৌরপুরুষ বলিয়া দেখিতেছ

তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম ।
লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥ ২৮৯ ॥
গুপ্তে রাখিহ কাহাঁ না করিহ প্রকাশ ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ॥ ২৯০ ॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল ।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল ॥ ২৯১ ॥
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে ।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ২৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

আমি তাহা নই । আমি সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, রাধাঙ্গস্পর্শনরূপ আমার এই গৌরভাবই নিত্য । রাধিকা, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না । শ্রীরাধিকার ভাবে আমার স্বরূপ ও মন ভাবিত করিয়া আমি আমার কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া থাকি ॥ ২৮৭।২৮৮ ॥

অনুভাষ্য ।

এইসকল কথা তর্কনিষ্ঠজগতে তাহাদের কেবল জড়াসক্তিবশতঃ হাস্যের বিষয় হইবে সুতরাং তুমি ইহা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রকাশ করিও না । কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইলে তর্কনিষ্ঠ সাংসারিক জড়চেষ্টাসমূহ লুপ্ত হয় ও রাগানুগাভাবের প্রেমচেষ্টাসমূহ সাধারণ ভোগপরদৃষ্টিতে বাতুলতা মাত্র মনে হয় । জড়বিচারে আমি বাতুল ও তুমি বাতুল উভয়ের তুল্যতা থাকায় আমরা উভয়ে কৃষ্ণপ্রেমের কথায় মত্ত ; অন্যের উপহাসের পাত্র ॥ ২৯১ ॥

নিগূঢ় ব্রজের রস লীলার বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার ॥ ২৯৩ ॥
তাঁমা কাঁসা রূপা সোনা রত্নচিন্তামণি।
কেহ যদি কাহাঁ পোঁতা পায় এক খনি ॥ ২৯৪ ॥
ক্রমে উঠাইতে সেই উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রামরায় ॥ ২৯৫ ॥
আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা ॥ ২৯৬ ॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে ॥ ২৯৭ ॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ২৯৮ ॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তারে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥ ২৯৯ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রজে যমুনাসলিল, পুলিনবালুক, কদম্ববৃক্ষাদি, গো-বেত্রবেণু প্রভৃতি শান্তরসের বিগ্রহ সমূহ, চিত্রকপত্রকরক্কাদি দাস্যরসের বিগ্রহসমূহ, শ্রীদামসুদামাদি সখ্যরসের বিগ্রহ সমূহ, নন্দযশোদাদি বাৎসল্যরসের বিগ্রহ সমূহ এবং শ্রীমতী রাধিকা ললিতাদি গোপরামা সমূহ মিত্রমধুর-রসে ধনী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর পাঁচটী পরপর তামা, কাঁসা, রূপা, সোণা, রত্নচিন্তামণির খনি তুল্য ॥ ২৯৪ ॥

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান।
তারে নমস্করি প্রভু দক্ষিণে করিলা প্রয়াণ ॥ ৩০০ ॥
বিদ্যাপুরে নানা মত লোক বৈসে যত।
প্রভুদর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত ॥ ৩০১ ॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥ ৩০২ ॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ॥ ৩০৩ ॥
সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন দুগ্ধপুর।
রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥ ৩০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীরামানন্দরায় শ্রীমহাপ্রভুর প্রশ্নে প্রথমে পাঁচটী (এই পরিচ্ছেদের ৫৭ সংখ্যা হইতে ৬৬ পর্য্যন্ত) উত্তর দিয়াছেন। তাহার প্রথমটী তামার ন্যায় সাধারণ ধাতু। ২য়টী কাঁসার ন্যায় তদুৎকৃষ্ট ধাতু। ৩য়টী রূপার ন্যায় তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধাতু ৪র্থটীও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণ ধাতু। ৫মটী জ্ঞানশূন্যভক্তি রত্নচিন্তামণি সাধ্যবস্তু। যাহার প্রভাবে অন্য চারিটী ধাতুত্বলাভ করে আবার ৬ষ্ঠ উত্তরকে (৬৮-৭৯ সংখ্যা) প্রথম জ্ঞান করিলে, তাহার পর পর যে পাঁচটী প্রেমবিষয়ক উত্তর আছে, তাহাতেও সেইরূপ তুলনা বুঝিতে হইবে ॥ ২৯৪ ॥

হনুমান্—বিদ্যানগরে হনুমানের মূর্ত্তি পূজা হয়। সেই গ্রাম্য-দেবতাকে নমস্কার করিয়া দক্ষিণে গেলেন ॥ ৩০০ ॥

রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন ॥ ৩০৫ ॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥ ৩০৬ ॥
রসতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥ ৩০৭ ॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিহ চিত্তে ॥ ৩০৮ ॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর ॥ ৩০৯ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন ॥ ৩১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যের চরিত্র ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধস্বরূপ, রামানন্দচরিত্র তাহাতে খণ্ড বা গাড় অর্থাৎ চিনি বিশেষ, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা তৎসংযুক্ত দুগ্ধ শ্রীকর্পূর ॥ ৩০৪।৩০৫ ॥

অনুভাষ্য।

বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা হইতেই ক্রমাবলম্বন পূর্ব্বক এই লোকাতীত পরম গোপনীয় শ্রীকৃষ্ণলীলা অনুভূতি হয়। জড়তর্ক অবলম্বনে জড়ভোগ প্রবৃত্তিপ্রাচুর্য্যে চিন্ময়লীলা দূরে পড়ে। কঠোপনিষৎ প্রথমঅধ্যায় দ্বিতীয়বল্লী নবমমন্ত্র। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব

রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার।
যার মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ ৩১১ ॥
দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন লীলা করিল প্রচারে ॥ ৩১২ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দরায়-সঙ্গোৎসবোনামাষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

স্বজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ। মুণ্ডকোপনিষদ তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয়-মন্ত্রঃ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ তর্কা-প্রতিষ্ঠানাৎ। মানব প্রাকৃত লৌকিকবিচারপূর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে অলৌকিকতত্ত্ব বুঝিতে গিয়া বস্তু হইতে দূরে পড়েন কেন না বিচার্য্য বিষয় অলৌকিক। যে বস্তুর বিচার হইল মনে করেন, তাহা লৌকিক সুতরাং তাদৃশ প্রয়াস নিরর্থক। তাদৃশ বিচার ত্যাগ করিয়া যিনি বিষ্ণুতত্ত্বে একমাত্র শ্রদ্ধাবিশিষ্ট তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞান অনায়াস লভ্য ও শুদ্ধ ॥ ৩০৮-৩১০ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

——:।:*:।:——

নানামতগ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নবম পরিচ্ছেদ কথাসার।

এই পরিচ্ছেদ বিদ্যানগর হইতে মহাপ্রভু গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপদী, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চি, বিষ্ণুকাঞ্চি, ত্রিকালহস্তি, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পর্য্যন্ত গিয়া শ্রীবেঙ্কটভট্টকে সপরিবারে কৃষ্ণভক্ত করিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে ঋষভপর্ব্বতে গিয়া পরমানন্দপুরী গোঁসাইর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুরীগোস্বামী পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন এবং মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। শ্রীশৈলপর্ব্বতে ব্রাহ্মণবেশে অবস্থিত শিবদুর্গার সহিত আলাপন করিলেন। তথা হইতে কামকোষ্টিপুরী ছাড়াইয়া দক্ষিণ-মথুরা পৌছিলেন। তথায় রামভক্ত বিরক্ত ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথন হইল। পরে কৃতমালায় স্নান করিয়া মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করিলেন। তথা হইতে সেতুবন্ধ গিয়া ধনুতীর্থে স্নান ও রামেশ্বর দর্শন করিয়া কূর্ম্মপুরাণের মায়াসীতা সম্বন্ধীয় পুরাতনপত্র সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রামদাসবিপ্রকে আনিয়া দিলেন। তদনন্তর পাণ্ডুদেশে তাম্রপর্ণী, পরে নয়ত্রিপদী, চিয়ড়তল, তিলকাঞ্চি, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর,

কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয়পর্ব্বত, কন্যাকুমারী হইয়া মল্লারদেশে ভট্টমারীগণকে দেখিলেন। তাঁহাদিগের হস্ত হইতে কালাকৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। পরে পয়স্বিনীতীরে ব্রহ্মসংহিতা সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে পয়োষ্ণি, শৃঙ্গবেরপুরীমঠ, মৎস্যতীর্থ হইয়া উড়ুপকৃষ্ণগ্রামে মধ্বাচার্য্যের গোপাল দর্শন করিলেন। তত্ত্ববাদীদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ফল্গুতীর্থ, ত্রিকূপ, পঞ্চাপ্সরা, সূর্পারক, কোলাপুর হইয়া পাণ্ডারপুরে পৌঁছিয়া শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তির সংবাদ পাইলেন। কৃষ্ণবেণ্বাতীরে বৈষ্ণবব্রাহ্মণদিগের সমাজে শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। তথা হইতে তাপী, মাহিষ্মতীপুর, নর্ম্মদাতীর, ধনুতীর্থ, ঋষ্যমুখপর্ব্বত হইয়া দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল উদ্ধার করিলেন। তথা হইতে পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, গোদাবরীর জন্মস্থান কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি বহুতীর্থ দর্শন করিয়া বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যানগর হইতে পূর্ব্বপথ দিয়া আলালনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন।

বৌদ্ধ জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

সঃ গৌরঃ নানামতগ্রহগ্রস্তান্ নানামতানি এব গ্রহাঃ নক্রকুম্ভীরমকরাঃ তৈঃ গ্রস্তান্ কবলিতান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ দাক্ষিণাত্যজনাঃ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥ ৩ ॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥ ৪ ॥
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থ গমন হয় ফেরাফেরি ॥ ৫ ॥
অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥ ৬ ॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন।
যে গ্রামে যায়ে সেই গ্রামের যত জন ॥ ৭ ॥
সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি ॥ ৮ ॥
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী কেহ কর্ম্মী পাষণ্ডী অপার ॥ ৯ ॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে।

অনুভাষ্য।

এব দ্বিপাঃ হস্তিনঃ তান্ কৃপারিণা কৃপাচক্রেণ তেভ্যঃ বিমুচ্য অবৈষ্ণবনক্রবাদাৎ উদ্ধৃত্য এতান্ বৈষ্ণবান্ চক্রে ॥ ২ ॥

নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ॥ ১০ ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাষণ্ডী,—শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞানী ও কর্ম্মবাদী ॥ ৯ ॥

রাম উপাসক,—রামাৎ বৈষ্ণব।

অনুভাষ্য।

তত্ত্ববাদী, শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণকে শ্রীশাঙ্করমায়াবাদীগণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশে মাধ্ববৈষ্ণবগণকে তত্ত্ববাদী বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদের কুযুক্তিপুষ্ট ব্রহ্মবাদ তত্ত্ববাদাচার্য্যগণ নিরসন করিয়া ভগবত্তত্ত্ব স্থাপন করেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়া তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি প্রচার করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্ব হইলে ও তত্ত্ববাদী সংজ্ঞা লাভ করেন নাই।

শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের মূল গুরু লক্ষ্মী বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন। মাধ্ববৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবৈষ্ণব।

তত্ত্ববাদীগণ শ্রীকৃষ্ণোপাসক হইলেও এবং শ্রীবৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক হইলেও উভয়ের মধ্যেই রাম উপাসনার প্রবলতা লক্ষিত হয়।

তত্ত্ববাদসম্প্রদায়ের বর্ত্তমানকালের লেখক শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য বলেন আমাদের প্রধান প্রধান শ্রীমাধ্বমঠগুলিতে শ্রীরামসীতা বিগ্রহই বিশেষভাবে পূজিত হন। অধ্যাত্মরামায়ণ-নামক গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল শ্রীরামসীতামূর্ত্তির কাহিনী এরূপভাবে লিখিত আছে। কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যহ দর্শন না করিয়া তিনি কোন দ্রব্য ভোজন করিবেন না। একদা

কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তত্ত্ববাদী,—মাধ্বমতের তত্ত্ব স্বীকারপূর্ব্বক যাঁহারা শুদ্ধদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। শ্রীবৈষ্ণব,—রামানুজসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ ॥ ১১ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরামচন্দ্র কার্য্যগতিকে সপ্তাহকাল প্রজাসমক্ষে আসিতে সমর্থ হন নাই তজ্জন্য বামদর্শননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সপ্তাহের মধ্যে জলবিন্দু গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে অনাহারীতে নবমদিবসে ব্রাহ্মণ শ্রীরামসমীপে উপনীত হইয়া দর্শন লাভ করেন। ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা শ্রবণকরতঃ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যে তাঁহার নিজগৃহে রক্ষিত রামসীতা মূর্ত্তি-যুগল এই প্রকৃত ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাউক্। ব্রাহ্মণ উহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনাবধি ঐ বিগ্রহদ্বয়ের সেবা করেন এবং মৃত্যুকালে শ্রীহনুমানকে দিয়া যান। শ্রীহনুমান্ ঐ বিগ্রহদ্বয় বক্ষে বহুকাল ধারণ করিয়া সেবা করেন পরে যেকালে ভীম গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করেন তথা হইতে বিদায়কালে ঐ বিগ্রহদ্বয় ভীমসেনকে প্রদান করেন। ভীম রাজপ্রাসাদে উহা সংরক্ষণ করেন। ঐ রাজবংশীয় শেষরাজা ক্ষেমকায়ের কাল পর্য্যন্ত ঐ বিগ্রহ রাজপ্রাসাদে সেবিত হন। পরে উৎকলের গজপতি রাজগণের উহা করায়ত্ত হয় এবং তাঁহাদের রাজকোষে সংরক্ষিত ছিল। শ্রীমধ্বাচার্য্য তদীয় শিষ্য শ্রীনরহরিতীর্থপাদকে রাজকোষ হইতে সেই মূল রামসীতা বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া সেবা করিবার অনুমতি করেন। এই রামসীতা বিগ্রহ ইক্ষ্বাকু রাজারসময় হইতে সূর্য্যবংশীয়গণের প্রাসাদে রক্ষিত হইয়া রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্ব হইতে

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল লয় কৃষ্ণ নামে ॥ ১২ ॥

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাং।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাং ॥১৩॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকবিরাজগোস্বামী যে তীর্থদর্শন বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ভৌগলিকক্রম নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ দাসকৃত কড়চায় যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহা অনেকটা ভৌগলিক বিবরণের সহিত ঐক্য হয়। পাঠকবর্গ সেই গ্রন্থের ক্রম দেখিয়া বিচার করিবেন। গোবিন্দ দাসের মতে রাজমাহেন্দ্রী হইতে

অনুভাষ্য।

দশরথ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেন। পরে লক্ষ্মণ উহার সেবা করিবার কালে রামচন্দ্রের আদেশে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়। শ্রীমধ্বের তিরো-ভাবের তিনমাস যোলদিন পূর্ব্বে ঐ বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া উড়ুপীগ্রামের মূল উত্তরাঢী মঠে স্থাপিত করেন। তদবধি শ্রীমাধ্ব আচার্য্যগণ উহার অধিকারী আছেন।

রামানুজীয় সম্প্রদায় মধ্যে শ্রীরামায়ণ গুরুকরণ পন্থা প্রচলিত আছে। শ্রীরামমূর্ত্তি তিরুপতিতেও অন্যান্য স্থানে রামানুজীয়গণের দ্বারা পূজিত হন। রামানুজীয় সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত রামানন্দী কুমারং বা রামাৎ সম্প্রদায়ে রামসীতা উপাসনা প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রামানুজীয়গণ কৃষ্ণ অপেক্ষা রামের অধিক অনুগত ॥ ১১ ॥

গৌতমী গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গাস্নান ॥ ১৪ ॥
মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোক কৃষ্ণ নাম লওয়াইল ॥ ১৫ ॥
দাসরাম মহাদেবে করিল দর্শন।
অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥ ১৬ ॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ॥ ১৭ ॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন।
তাহাঁ এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৮ ॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
রাম রাম বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥ ১৯ ॥
সেই দিন তার ঘরে রহি ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ॥ ২০ ॥
স্কন্দক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভু ত্রিমন্দ গিয়াছিলেন ও তথা হইতে ঢুণ্ডীরাম তীর্থ যান। এই গ্রন্থে রাজমাহেন্দ্রী হইতে গৌতমী গঙ্গায় গমন করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে গমন করেন ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

গৌতমী গঙ্গা, গোদাবরীর ধারা বিশেষ ॥ ১৪ ॥

ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥ ২১ ॥
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥ ২২ ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥ ২৩ ॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম।
এবে কেন নিরন্তর লও কৃষ্ণ নাম ॥ ২৪ ॥
বিপ্র বলে এই তোমার দর্শন প্রভাবে।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ॥ ২৫ ॥
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥ ২৬ ॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রাম নাম দূরে গেলা ॥ ২৭ ॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জন্ম হইতে রামনামজপা যে স্বভাব হইয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণনামজপা স্বভাব হইয়া পড়িল ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য।

স্কন্দ, কার্ত্তিক। হাইদ্রাবাদের মধ্যে ॥ ২১ ॥

(পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে অষ্টমঃশ্লোকঃ)

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

(শ্রীধরস্বামিধৃতো মহাভারতস্য উদ্যোগপর্ব্বীয় ৭১ অঃ ৪র্থ শ্লোকঃ)

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

পরংব্রহ্ম দুইনাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অনন্ত সত্যানন্দচিদাত্মাস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগী সকল রমণ করেন। এই জন্যই পরম ব্রহ্মবস্তুকে রামনামে অভিহিত করা যায় ॥ ২৯ ॥

কৃষধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা বাচক, ণ শব্দে নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ বাচক। কৃষ্ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য লইলে, রাম ও কৃষ্ণনামে পরব্রহ্ম সমানার্থ তথাপি শাস্ত্রে আরও কিছু বলিয়াছেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য।

যোগিনঃ বিষয়নিবৃত্তাঃ অনন্তে জড়াতীতে সত্যানন্দে চিদাত্মনি রমন্তে। ইতি রামপদেন অসৌ রামচন্দ্রঃ পরংব্রহ্ম অভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

কৃষিঃ শব্দঃ ভূবাচকঃ সত্তানির্দ্ধারকঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ আনন্দাভিধঃ, তয়োঃ দ্বয়োঃ ঐক্যং কৃষ্ণঃ পরংব্রহ্ম ইতি অভিধীয়তে কথ্যতে ॥ ৩০ ॥

(পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবমশ্লোকস্তথা তত্রৈবচ উত্তর-খণ্ডে ৭২ অঃ শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্র-শেষ-শ্লোকঃ)

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৩২ ॥

(হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে ২৫৮ শ্লোকধৃতব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনং)

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাম রাম রাম বলিয়া মনোরম যে রাম তাহাতে আমি রমণ করি। হে বরাননে, একটী রামনাম সহস্রনামের তুল্য ॥ ৩২ ॥

পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই, এক রামনাম সহস্রনামের তুল্য ; এক কৃষ্ণনাম তিনবার সহস্র নামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের যে ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায় ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

রাম ও কৃষ্ণ এই দুই নামই পরংব্রহ্ম। তাহাতে সমত্ব। পরন্তু শাস্ত্রে এই নামপরব্রহ্মদ্বয়ের তারতম্য, বিশেষ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিশেষ বুঝিলাম ॥ ৩১ ॥

হে বরাননে অহং রাম রামেতি রামেতি সংকীর্ত্ত্য মনোরমে মনোহরে রামে রমে আনন্দং প্রাপ্নোমি। একং রামনাম সহস্রনামভিঃ বিষ্ণুসহস্রনামভিঃ তুল্যং ॥ ৩২ ॥

তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ॥ ৩৪ ॥
ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রিদিন গাই ॥ ৩৫ ॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥ ৩৬ ॥
সেই কৃষ্ণ তুমি ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ৩৭ ॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব দরশনে ॥ ৩৮ ॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রামে।
ব্রাহ্মণ সমাজ তাহা করিল বিশ্রামে ॥ ৩৯ ॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে না যায় গণনে ॥ ৪০ ॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।

অনুভাষ্য।

পুণ্যানাং পবিত্রাণাং সহস্রনাম্নাং বিষ্ণুসহস্রনাম্নাং ত্রিরাবৃত্ত্যা বারত্রয়-পঠনেন যৎ ফলং প্রাপ্নোতি কৃষ্ণস্য নামৈকং একাবৃত্ত্যা সকৃদুচ্চারণেন তৎ ফলং তু প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

বৃদ্ধকাশী, কেহ কেহ কালহস্তিপুরকে বৃদ্ধকাশী বলেন। রামানুজের মাতৃষসাপুত্র গোবিন্দ এই শিবের অনেকদিন সেবা করেন ॥ ৩৮ ॥

সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বদেশ ॥ ৪১ ॥
তার্কিক মীমাংসক যত মায়াবাদীগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম ॥ ৪২ ॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্ব মত দুষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥ ৪৪ ॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এই মতে বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ ॥ ৪৫ ॥
পাষণ্ডীগণ আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥ ৪৬ ॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহা পণ্ডিত বিজন বনেতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তার্কিক গৌতমীয় নৈয়ায়িক ও কণাদীয় বৈশেষিক। মীমাংসক, জৈমিনীমত স্থাপক। মায়াবাদী, শঙ্করীয় মত স্থাপক। সাংখ্য—কাপিল-মত। পাতঞ্জল,—যোগশাস্ত্র। স্মৃতি,—মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতিধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় সংহিতা। পুরাণ;—মহাপুরাণ অষ্টাদশ ও উপপুরাণ অষ্টাদশ। আগম,—তন্ত্রশাস্ত্র ॥ ৪২ ॥

শাস্ত্রোদ্গ্রাহে,—শাস্ত্র সংস্থাপনে ॥ ৪৩ ॥

প্রভুমতে,—বেদ, বেদান্ত ও ব্রহ্মসূত্র স্থাপিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই প্রভুর মত ॥ ৪৫ ॥

প্রভুর আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা বলিতে ॥ ৪৭ ॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিল প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥ ৪৮ ॥
তর্ক প্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে ॥ ৪৯ ॥
বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রশ্ন সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥ ৫০ ॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয় ॥ ৫১ ॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাষণ্ডীগণ,—বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ ও আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবহির্ভূত মতবাদীগণকে পাষণ্ডী বলা যায় ॥ ৪৬ ॥

অসম্ভাষ্য,—সম্ভাষণযোগ্য নয়, যে হেতু বেদ বিরুদ্ধ, ভক্তিবহির্মুখ। দেখিতে অযুক্ত,—নিরীশ্বর বৌদ্ধাদিকে দর্শন করিলে "সচেলং জলমাবিশেৎ" শাস্ত্রবাক্যে নাস্তিক বৌদ্ধাদির দর্শন অযুক্ত ॥ ৪৮ ॥

বৌদ্ধমতে হীনায়ন ও মহায়ন দুইপ্রকার পন্থা। সে পন্থা গমনের প্রস্থানস্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত যথা ;—(১) বিশ্ব অনাদি অতএব ঈশ্বর শূন্য ; (২) জগৎ অসত্য (৩) অহংতত্ত্ব (৪) জন্মজন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব লাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরম তত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধদর্শনই দর্শন, (৮) বেদ মানব রচিত (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ জীবন ॥ ৫৯ ॥

সকল বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥ ৫২ ॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া।
প্রভু আগে নিল মহাপ্রসাদ বলিয়া ॥ ৫৩ ॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ঠোঁটে করি থালি সহ অন্ন লঞা গেল ॥ ৫৪ ॥
বৌদ্ধগণের উপরে, অন্ন অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥ ৫৫ ॥
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটি গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়াচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ ৫৬ ॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি প্রভু পদে লইল শরণ ॥ ৫৭ ॥
তুমিত ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াও আমার গুরু করহ প্রসাদ ॥ ৫৮ ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি ॥ ৫৯ ॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
গুরুকর্ণে কহে সবে কৃষ্ণ রাম হরি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অপবিত্র,—বৈষ্ণবের গ্রহণের অযোগ্য ॥ ৫৩ ॥

চেতন পাইয়া আচার্য্য বলে হরি হরি ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥ ৬২ ॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পায় দর্শন ॥ ৬৩ ॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি বেঙ্কটাদ্রে্য চলে ॥ ৬৪ ॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥ ৬৫ ॥
স্বপ্রভাবে লোক সবার করাইয়া বিস্ময়।
পানানৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥ ৬৬ ॥
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

পানা নৃসিংহ,—চিনির পানা অর্থাৎ শরবৎ যেখানে ভোগ হয় ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

ত্রিপদী, ত্রিরুপটুর উত্তর আর্কট। রেলষ্টেশন আছে। বেঙ্কটাচল পর্ব্বতের উপত্যকায় অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র মূর্ত্তি আছেন। ত্রিমল্লয় ত্রিরুপদীর প্রাচীনকালের নামান্তর।

বেঙ্কটাদ্রি, এখানে পর্ব্বতের উপর চতুর্ভুজ শ্রী ও ভূশক্তিদ্বয়যুক্ত বালাজী শ্রীবিগ্রহ আছেন। ইহাকে বেঙ্কটক্ষেত্র বলে ॥ ৬৪ ॥

পানানৃসিংহ। কৃষ্ণাজিলায় অবস্থিত ॥ ৬৬ ॥

প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥ ৬৭ ॥
শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব দরশন।
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ ॥ ৬৮ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥ ৬৯ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল ॥ ৭০ ॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকালহস্তী স্থানে।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল প্রণামে ॥ ৭১ ॥
পক্ষতীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধকোল তীর্থে তবে করিলা গমন ॥ ৭২ ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্করি।
পীতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌরহরি ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

শিবকাঞ্চী। কঞ্জিভিরাম্। এখানে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছেন কৈলাসনাথের মন্দির অতি প্রাচীন ॥ ৬৮ ॥

বিষ্ণুকাঞ্চী। কঞ্জিভিরাম্। এখানে বরদরাজ বিষ্ণুবিগ্রহ আছেন অনন্তসরোবর ॥ ৬৯ ॥

ত্রিমলয়, ট্যাঞ্জোর বা তৌণ্ডীর মণ্ডলের মধ্যে। ত্রিকালহস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকোল চিঙ্গলীপট জিলায় ॥ ৭১ ॥

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥ ৭৪ ॥
গোসমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল বন্দন ॥ ৭৫ ॥
অমৃতলিঙ্গ শিব দেখি বন্দন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব হইল ॥ ৭৬ ॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন।
শ্রীবৈষ্ণবের সঙ্গে তাহা গোষ্ঠি অনুক্ষণ ॥ ৭৭ ॥
কুম্ভকর্ণ কপালের দেখি সরোবর।
শিব ক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৭৮ ॥
পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কুম্ভকর্ণ কপালে, কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে যে সরোবর হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

শিয়ালি, তাঞ্জোর জিলায়। তথা হইতে ত্রিচিনপল্লী জিলায় কোলিরন্ বা কাবেরি নদীতীরে আসিলেন ॥ ৭৪ ॥

কুম্ভকর্ণকপাল বর্ত্তমান কম্বাকোণাম্ জিলা ॥ ৭৮ ॥

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কোলিরন্ নদীর উপর শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির ভারতের যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা

কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

দুর্দ্দৎ। ইহার সাতটী প্রাকার আছে। শ্রীরঙ্গমের সাতটী রাস্তার প্রাচীন নাম ১। ধর্ম্মবর্ম্মের পথ ২। রাজমহেন্দ্রের পথ ৩। কুলশেখরের পথ ৪। আলিনাডণের পথ ৫। তিরুবিক্রমের পথ ৬। মাড়মাড়িগাইসের তিরুবিডি পথ ৭। অডইয়াবলইন্দানের পথ। চোলরাজ আদিকুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে রাজমহেন্দ্র রাজ্য করেন। তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবর্ম্ম ও তৎপূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমের পত্তন হয়। কুলশেখর প্রভৃতি কয়েক জন ও আলবন্দারু শ্রীরঙ্গ মন্দিরে বাস করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, সুদর্শনাচার্য্য প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। লক্ষ্ম্যবতার গোদাদেবী যিনি দ্বাদশ সিদ্ধদিব্যসূরির মধ্যে অন্যতমা শ্রীরঙ্গনাথের সহিত পরিণীতা হইয়া ভগবদ্দেহে প্রবেশ করেন। কার্ম্মুকাবতার তিরুমঙ্গই আলোবর দস্যুবৃত্তি দ্বারা সঞ্চিতধনে শ্রীরঙ্গনাথের চতুর্থ প্রাকার বা প্রাচীর ও অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে ২৮৯ কল্যব্দে তোণ্ডরডিপ্পড় আলোবার জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তিযাজন করিতে করিতে কোন বারমুখীর প্রলোভনে পতিত হন। শ্রীরঙ্গনাথ সেবকের দুর্দ্দশা-দর্শনে তাঁহাকে উদ্ধার মানসে নিজের একটী স্বর্ণপাত্র কোন সেবক দ্বারা ঐ নারীর গৃহে পাঠাইয়া দেন এবং পরে অনুসন্ধানে উহা তাহার গৃহে পাওয়া গেলে রঙ্গনাথ কৃপায় ভক্তের ভ্রম নিরসন হইল। তিরুমঙ্গইর আবির্ভাবকালের পূর্ব্বে রঙ্গনাথের তৃতীয় প্রাকারে ইনি তুলসী কানন করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য কুরেশ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরাম পিল্লাইর পুত্র বাগ্‌বিজয়ভট্ট, তাঁহার পুত্র বেদব্যাসভট্ট, সেই শ্রীসুদর্শনা-

প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥ ৮১ ॥
শ্রীবৈষ্ণব এক ব্যেঙ্কট ভট্টনাম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্যেঙ্কটভট্ট ও তদীয় ভ্রাতা ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী ইঁহারা পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ে আচার্য্যস্বরূপ ছিলেন, ব্যেঙ্কটভট্টের পুত্রের নাম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য।

চার্য্যের বৃদ্ধকালে মুসলমানগণ রঙ্গনাথ মন্দির আক্রমণ করেন এবং দ্বাদশ সহস্র শ্রীবৈষ্ণবকে হনন করেন। শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়নগর রাজের গিঞ্জির শাসন কর্ত্তা শ্রীবৈষ্ণবব্রাহ্মণ কম্পন্ন উদৈয়র বা গোপ্পনার্য্য শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রার্থনামত শ্রীরঙ্গনাথ দেবকে তিরুপতি হইতে সিংহব্রহ্মে আনয়ন করিয়া তিন বৎসর রাখেন ও পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের প্রথম প্রাকারের পূর্ব্বগাত্রে বেদান্ত দেশিক রচিত নিম্ন শ্লোকদ্বয় খোদিত আছে।

আনীয়ানীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিতজগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রে-
শ্চেণ্যামারাধ্য কঞ্চিৎ সময়মথনিহত্যোদ্ধনুষ্কা তুরুষ্কান্।
লক্ষ্মীক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং
সম্যগ্‌বর্য্যাং সপর্য্যাং পুনরকৃতযশোদর্পণো গোপ্পণার্য্যঃ ॥ ১ ॥
বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপ্পণঃ ক্ষোণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীং নিজবলনিহতোৎসিক্ততৌলুষ্কসৈন্যঃ।

প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮২ ॥
নিজ ঘরে লয়ে কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল লয়ে কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥ ৮৩ ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন ॥ ৮৪ ॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় উদ্ধার আমারে ॥ ৮৫ ॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা রসে।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥ ৮৬ ॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥ ৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতমৃগসহিতাং তত্ত্বলক্ষ্মীমহীভ্যাং
সংস্থাপ্যাত্মাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুত সাধুসর্গ্যাং সপর্য্যাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবেঙ্কটভট্ট;—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র প্রবাসী জনৈক শ্রীসম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মণ। শ্রীরঙ্গম তামিলদেশের অন্তর্ভুক্ত। তজ্জন্য তথাকার অধিবাসীর বেঙ্কট, তিরুমলয় প্রভৃতি নাম বর্ত্তমানকালে হয় না। এই বংশ সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছিলেন। বেঙ্কটভট্ট বড়গলই শাখায় রামানুজীয় বৈষ্ণব। ইহাঁর অগ্রভ্রাতা ত্রিদণ্ডী রামানুজীয়াচার্য্যস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইহাঁর পুত্র শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ॥ ৮২ ॥

সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে দেখে খণ্ডে দুঃখ শোক ॥ ৮৮ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুকে দেখিতে ॥ ৮৯ ॥
কৃষ্ণ নাম বিনা কেহ নাহি কহে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার ॥ ৯০ ॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৯১ ॥
এক একদিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥ ৯২ ॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি করে গীতা আবর্ত্তন ॥ ৯৩ ॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোক করে উপহাসে ॥ ৯৪ ॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ—গোবিন্দের কড়চায় এই ব্রাহ্মণের নাম যুধিষ্ঠির বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৯৩ ॥

পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৯৬ ॥
মহাপ্রভু পুছিল তারে শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥ ৯৭ ॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি ॥ ৯৮ ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে যেন শ্যামল সুন্দর ॥ ৯৯ ॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥ ১০০ ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥ ১০১ ॥
প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার ॥ ১০২ ॥
এত বলি সেই বিপ্র কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু পদে ধরি বিপ্র করেন রোদন ॥ ১০৩ ॥
তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ হেন তুমি মোর মনে লয় ॥ ১০৪ ॥
কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥ ১০৫ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে করাল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিহ প্রকাশন ॥ ১০৬ ॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভু সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥ ১০৭ ॥
এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণকথানন্দ ॥ ১০৮ ॥
শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী নারায়ণ।
তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥ ১০৯ ॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য পরিহাস দুহেঁ সখ্যের স্বভাব ॥ ১১০ ॥
প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি ॥ ১১১ ॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥ ১১২ ॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার ॥ ১১৩ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক, ১৬শ অ, ৩৩ শ্লোকঃ]

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ১১৪ ॥

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥ ১১৫ ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥ ১১৬ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৩২শ্লোকঃ]

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি সুতরাং কৃষ্ণ হইতে তাঁহার স্বরূপ দ্বিভুজ-চতুর্ভুজভেদ হইলেও পৃথক্ নয়। নারায়ণে কৃষ্ণের ন্যায় লালিত্য থাকিলেও কৃষ্ণের বৈদগ্ধ্যাদিরূপ লীলা নাই। কৃষ্ণই যখন বিলাসমূর্ত্তিতে নারায়ণ, তখন নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পতিব্রতা ধর্ম্ম যায় না। অতএব কৃষ্ণসঙ্গমে লক্ষ্মীর কৌতুক হওয়া স্বাভাবিক ॥ ১১৫।১১৬ ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপ, রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয় ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৪ ॥

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস ॥ ১১৮ ॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস ॥ ১১৯ ॥
প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ ১২০ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৪৭অ, ৫৩ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যম্।]

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ১২১ ॥

লক্ষ্মী কেনে না পাইল কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥ ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লক্ষ্মী দেখিলেন যে কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্মের নাশ হয় না অথচ রাসবিলাসরূপ অধিকলাভ কৃষ্ণসঙ্গেই পাওয়া যায়, নারায়ণ সঙ্গে তাহা পাওয়া যায় না ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

সিদ্ধান্ততঃ বস্তুতস্তঃ শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ নারায়ণকৃষ্ণতত্ত্বয়োঃ অভেদে সতি অপি রসেন কৃষ্ণরূপং উৎকৃষ্যতে এষা রসস্থিতিঃ স্বভাবঃ ॥ ১১৭ ॥

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৮০ সংখ্যা ॥ ১২১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৮৭ অ, ১৯ শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ)

নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজদণ্ড-বিষক্ত-ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ১২৩ ॥

শ্রুতি পায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥১২৪॥
আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর ॥ ১২৫ ॥
তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ জান নিজকর্ম্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম ॥১২৬॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ ॥ ১২৭ ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাহার চরণ।
তারে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

'সজীবলক্ষণ,' ক্রিয়ালক্ষণ। পাঠান্তর 'স্বভাবলক্ষণ,' ইহার অর্থ স্পষ্ট। অন্য পাঠ 'স্বভাববিলক্ষণ,' কৃষ্ণের স্বভাব অন্যের স্বভাব হইতে অন্য প্রকার অথবা বিলক্ষণ শব্দে বিশিষ্টলক্ষণ ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে ২২৪ সংখ্যা ॥ ১২৩ ॥

কেহ তারে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তার কান্ধে ॥ ১২৯ ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি সম্বন্ধ মানন ॥ ১৩০ ॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক, ৯ অ, ১৬ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উদুখল,—উদূখল অর্থাৎ ঢেঁকির কার্য্য করে এরূপ কার্য্যের একটী যন্ত্রবিশেষ ॥ ১২৯ ॥

ব্রজবাসীগণ নন্দনন্দন বলিয়া তাঁহাকে জানেন। পরম ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর বলিয়া তাঁহার সহিত যে একটী অন্য সম্বন্ধ আছে তাহা তাঁহারা মানেন না। ব্রজবাসীদিগের দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চারিপ্রকারের কোন ভাব গ্রহণ করিয়া যিনি পরমতত্ত্বকে ভজন করেন তিনি চরমাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে শুদ্ধরূপে ব্রজধামে প্রাপ্ত হন ॥ ১৩০।১৩১ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ২২৭ সংখ্যা ॥১৩২ ॥

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা॥ ১৩৩॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥ ১৩৪॥
গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥ ১৩৫॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপীরাগানুগা হঞা না কৈল ভজন॥ ১৩৬॥
অন্য দেহ না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব নায়ং শ্লোক কহে বেদব্যাস॥ ১৩৭॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয় স্বয়ং ভগবান্॥ ১৩৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া যখন সফল হইলেন না, এবং কেবল হৃদগত গোপীভাব লইয়া ও যখন প্রবেশ হইতে পারিলেন না তখন বাহ্যে গোপীদেহ ও অন্তরে গোপীভাব, গ্রহণ করতঃ গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসে প্রবেশ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি, গোপীগণই তাঁহার প্রেয়সী, দেবীরূপে কি অন্য স্ত্রীরূপে কৃষ্ণসঙ্গম পাওয়া যায় না। লক্ষ্মী নিজ দেবদেহে কৃষ্ণের সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গোপীদিগের স্বাভাবিক অনুরাগের অনুগত হইয়া ভজন করেন নাই। এইজন্যই গোপী হইতে পৃথক্

তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরিকক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণবের ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥ ১৩৯ ॥
এই তার গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥ ১৪০ ॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না করিহ সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এইত নিশ্চয় ॥ ১৪১ ॥
কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥ ১৪২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্ক, ৩ অ, ২৮ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেহেতু রাসবিলাস লাভ করিতে পারেন নাই। এতন্নিবন্ধন ব্যাসদেব "নায়ং সুখাপো" ভগবান্ এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন। বেঙ্কটভট্টের মনে একটী অভিমান ছিল এই যে পরব্যোমস্থ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার ভজনই সর্ব্বোপরিতন স্তরবিশেষ। সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভজনই সর্ব্বোপরি। এই বৃথা গর্ব্ব খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু পরিহাস দ্বারা এই বিচারটী উঠাইয়াছিলেন ॥ ১৩৩-১৪০ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৬৭ সংখ্যা ॥ ১৪৩ ॥

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥ ১৪৪॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক সে হয় প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥ ১৪৫॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ২য় লহর্য্যাং ৩২ শ্লোকঃ)

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ১৪৬॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীনারায়ণে ষাট্‌গুণ; সেই ষাট্‌গুণের উপরে আরও শ্রীকৃষ্ণের চারি অসাধারণ গুণ আছে, তাহা শ্রীনারায়ণে নাই, যথা,—সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার লীলাসমুদ্রবিশিষ্টতা, অতুলমধুর-প্রেমপরিশোভিতপ্রিয়-মণ্ডলযুক্ততা, ত্রিজগৎ মানসাকর্ষীগীতপরায়ণতা ও সমোর্দ্ধরহিত চরাচর বিস্ময়কারী রূপ শ্রীযুক্ততা। এই অসাধারণ গুণচতুষ্টয় প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীর অনুক্ষণ তৃষ্ণা জন্মে। 'সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি, যে শ্লোক তুমি পড়িলে তাহাতে কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা স্থির হয় কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রযুক্ত লক্ষ্মীর মনহরণ করেন। গোপিকার মনহরণ উপযোগী গুণ-চতুষ্টয় শ্রীনারায়ণে না থাকায়, তিনি গোপিকার মনহরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা দূরে থাকুক শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণ-রূপে প্রকাশ হইলে গোপীগণের তাহাতে অনুরাগ হয় নাই॥ ১৪৪-১৪৯॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ১১৭ সংখ্যা॥ ১৪৬॥

গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥ ১৪৭ ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ॥ ১৪৮ ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে ॥ ১৪৯ ॥

(ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে ১৩ শ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সুবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যং)

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে, শ্রীরূপগোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহার অনেক দিবস পরে বিরচিত হয়। তখন শ্রীবেঙ্কটভট্ট কিরূপে ঐ গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণস্থলে পাঠ করিয়াছিলেন? আমরা সিদ্ধান্ত করি এই যে ভক্তিরসামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের যে যে শ্লোক ঐ গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই শ্লোক বহু প্রাচীন কৃষ্ণভক্তদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। শ্রীরূপগোস্বামী তাহাই নিজগ্রন্থমধ্যে ব্যবহারে আনিয়াছেন এবং কবিরাজ গোস্বামীর রচনার পূর্ব্বে শ্রীরূপের গ্রন্থসকল প্রণীত হওয়ায় সেই সেই গ্রন্থোদ্ধৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকস্থলে কবিরাজগোস্বামী ভাবনায় অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বগোস্বামীদিগের শ্লোক কথোপকথনে প্রবেশ করাইয়াছেন ॥ ১৪৬ ॥

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া॥ ১৫১॥
দুঃখ না ভাবিহ ভট্ট কৈলুঁ পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস॥ ১৫২॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয়ে এক রূপ॥ ১৫৩॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি জানিহ স্বরূপ॥ ১৫৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভু পরিহাস বাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে কহিলেন, ওহে ভট্ট তুমি দুঃখ করিও না। কৃষ্ণ ও নারায়ণে যেরূপ অভেদ, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধিকা একই বিগ্রহে নানাকাররূপ প্রকাশ করেন। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ সঙ্গাস্বাদন করেন। ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাবভেদে একই চিদ্বিগ্রহে নানাকাররূপের ধ্যানভেদ মাত্র জানিতে হইবে॥ ১৫১-১৫৬॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ২৮১ সংখ্যা॥ ১৫০॥

যেরূপ কৃষ্ণ এবং নারায়ণ বস্তুতঃ অভেদ অর্থাৎ একই বস্তু তদ্রূপ গোপী এবং লক্ষ্মী। রস দ্বারা লক্ষ্মী অপেক্ষা গোপীর উৎকর্ষতা হইলেও সিদ্ধান্তঃ অভেদ জানিতে হইবে॥ ১৫৩॥

গোপী দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বর ভক্তে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥ ১৫৫ ॥
এক ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ ১৫৬ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং ৩৯ অ., ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনং ;
মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥ ১৫৭ ॥

ভট্ট কহে কাহাঁ আমি জীব পামর।
কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

বৈদূর্য্যমণি যেরূপ নানাবর্ণসম্বন্ধস্ফূর্ত্তিভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে যুক্ত হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্তভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয় ॥ ১৫৭ ॥

অনুভাষ্য।

মণির্বৈদূর্য্যঃ নীলাদিভির্বর্ণৈর্যুতঃ সন্ যথা বিভাগেনোপলক্ষিতো ভবতি যথা বিভাগেনোপলক্ষিতঃ সন নীলাদিভিন্নো ভবতি তথা অচ্যুতঃ চ্যুতিরহিতঃ যদ্বা নাস্তি চ্যুতং ক্ষরণং ভক্তানাং যস্মাৎ (কাশীখণ্ডে। ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স হরিঃ পরিগীয়তে।) ধ্যানভেদাৎ উপাসনাভেদাৎ রূপভেদং চতুর্ভুজ-দ্বিভুজাদ্যাকারভেদং শুক্লরক্তশ্যামাদিকং অবাপ্নোতি। ঔদার্য্যপরাঃ আদৌ গৌরাদিকং ততঃ মাধুর্য্যপরভাবাপন্নাঃ গৌরাভিন্নরূপং শ্যামাদিকং পশ্যন্তি ॥ ১৫৭ ॥

অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি ॥ ১৫৯ ॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ দরশন ॥ ১৬০ ॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥ ১৬১ ॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিলে কৃপা করি ॥ ১৬২ ॥
এত বলি ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে।
কৃপা করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ১৬৩ ॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টে আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥ ১৬৪ ॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৬৫ ॥
প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈল অচেতন।
এই রঙ্গলীলা করে শচীর নন্দন ॥ ১৬৬ ॥
ঋষভ পর্ব্বতে চলি আইল গৌরহরি।

অনুভাষ্য

ঋষভ পর্ব্বত। দক্ষিণ কর্ণাটে কুটকাচলের উপবনে যে স্থলে ঋষভদেব দাবানল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন ॥ ১৬৭ ॥

নারায়ণ দেখি তাহাঁ নতি স্তুতি করি ॥ ১৬৭ ॥
পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞির পাশ ॥ ১৬৮ ॥
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬৯ ॥
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সেই বিপ্র ঘরে দুহেঁ রহে এক সঙ্গে ॥ ১৭০ ॥
পুরীগোসাঞি বলে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥ ১৭১ ॥
প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥ ১৭২ ॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥ ১৭৩ ॥
এত বলি তার ঠাঞি আজ্ঞা লইয়া।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥ ১৭৪ ॥
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে ॥ ১৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীশৈল। শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যাঃ সহ মহাদ্যুতিঃ। ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ। মহাভারতে ২৫ অধ্যায় ৪২।৪২

শিবদুর্গা রহে তাহাঁ ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে ॥ ১৭৬ ॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্তবার্ত্তা কহে দুই জন ॥ ১৭৭ ॥
তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠি।
আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরী কামকোষ্ঠি ॥ ১৭৮ ॥
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠি হৈতে।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে ॥ ১৭৯ ॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন ॥ ১৮০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্লোক। খাববাড় জিলায় অবস্থিত শ্রীশৈল ইহা না হইতে পারে যেহেতু উহা বেলগ্রামের দক্ষিণ তথায় অনাদিলিঙ্গ মল্লিকার্জ্জুন (মধ্য নবম পরিচ্ছেদ ১৫ সংখ্যা) বিরাজমান ॥ ১৭৫ ॥

দক্ষিণ মথুরা, বর্ত্তমানকালে যাহাকে মাদুরা বলে। এখানে রামেশ্বর, সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষি দেবী আছেন। এই মন্দির সুবৃহৎ ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। পাণ্ড্যবংশীয় রাজগণের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। মুসলমান আক্রমণে সুন্দরলিঙ্গের মন্দিরের অনেকাংশ বিধ্বংসিত হয়। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দ কম্পন্ন উদৈয়র মদুরা সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা কুলশেখর এই পুরী নিশ্মাণ পূর্ব্বক এখানে ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। অনন্তগুণপাণ্ড্য কুলশেখর হইতে একাদশ অধস্তন। ইহা শৈব ক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। এই স্থান পর্ব্বত ও বনে পূর্ণ ॥ ১৭৯ ॥

কৃতমালায় স্নান করি আইলা তার ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র পাক নাহি করে ॥ ১৮১ ॥
মহাপ্রভু কহে তারে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহি হয় ॥ ১৮২ ॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সংপ্রতি ॥ ১৮৩ ॥
বন্য শাক ফল মূল আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন ॥ ১৮৪ ॥
তার উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥ ১৮৫ ॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।
অনির্ব্বিঘ্ন সেই বিপ্র উপবাস করে ॥ ১৮৬ ॥
প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখ কেনে করহ হুতাশ ॥ ১৮৭ ॥
বিপ্র কহে মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥ ১৮৮ ॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।

অনুভাষ্য।

কৃতমালা। বর্ত্তমান বৈগাই নদী। সুরুলী, বরাহনদী ও বটিল গুণ্ডু ধারাত্রয় বৈগাই নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে ॥ ১৮১ ॥

রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কানে শুনি ॥ ১৮৯ ॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায় ।
এই দুঃখে জ্বলি দেহ প্রাণ নাহি যায় ॥ ১৯০ ॥
প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর ।
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে না করহ বিচার ॥ ১৯১ ॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি ।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥ ১৯২
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শনে ।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥ ১৯৩ ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল ।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল ॥ ১৯৪ ॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর ।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য ।

কাঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে যষ্ঠবল্ল্যাং । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং । সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং । অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ । ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং । হৃদা মনীষী মনসাভিক্লিপ্তঃ । × × । নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ॥ ভাগবতে দশম চতুরশীতিতম অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোক । যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রা-

বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥ ১৯৬ ॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ ॥ ১৯৭ ॥
তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিল গমন।
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেসন ॥ ১৯৮ ॥
দুর্ব্বেসনে রঘুনাথে কৈল দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥ ১৯৯ ॥
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ২০০ ॥

অনুভাষ্য।

দিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১৯৫ ॥

তিনিভেলির নিকট এই পর্ব্বতের প্রান্তে ত্রিচেনগুড্ডি নগর। পশ্চিমে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য। রামায়ণে মহেন্দ্রশৈলের উল্লেখ আছে ॥ ১৯৯ ॥

সেতুবন্ধ ও ধনুস্তীর্থ। মণ্ডপম্ ও পম্বম্ দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে বালুকাময় কতকাংশ জলময় পথ। পম্বম্ দ্বীপ দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচক্রোশ ও প্রস্থে তিন ক্রোশ। পম্বম্ বন্দর হইতে চারি মাইল উত্তরে রামেশ্বর মন্দির। দেবীপত্তনমারভ্য গচ্ছেয়ুঃ সেতুবন্ধনম্। এইখানে চব্বিশটী তীর্থ আছে। তন্মধ্যে ধনুষ্কোটীতীর্থ অন্যতম। উহা রামেশ্বর হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরে। বিভীষণের প্রার্থনামত অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র নিজ ধনুর কোটিদ্বারা সেতুভঙ্গ করেন। এই ধনুস্তীর্থ

বিপ্র সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম পুরাণ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা উপাখ্যান ॥ ২০১ ॥
পতিব্রতা শিরোমণি জনক নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী ॥ ২০২ ॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ ॥ ২০৩ ॥
মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ॥ ২০৪ ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥ ২০৫ ॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥ ২০৬ ॥

অনুভাষ্য।

দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ধনুতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়।

রামেশ্বর। পম্বম্ দ্বীপে সেতুবন্ধে রামেশ্বর শিবমূর্ত্তি আছেন। রাম ঈশ্বর যাঁহার এরূপ ভক্তাবতার শিবমূর্ত্তি ॥ ২০০ ॥

কূর্ম্মপুরাণ। বর্ত্তমান কালের কূর্ম্মপুরাণে কেবলমাত্র পূর্ব্ব ও উপরি-ভাগ খণ্ডদ্বয় পাওয়া যায়। বাস্তবিক কূর্ম্মপুরাণ ছয় হাজার শ্লোক বিশিষ্ট নহে। ইহাতে সপ্তদশ সহস্র শ্লোক ছিল। তৎ সপ্তদশসাহস্রং সুচতুঃসংহিতং শুভং। সপ্তদশসহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পানুষঙ্গিকম্। ইহা অষ্টাদশ মহা পুরাণের অন্যতম পঞ্চদশম পুরাণ ॥ ২০১ ॥

তবে মায়াসীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান ॥ ২০৭ ॥
এসব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র নিল ॥ ২০৮ ॥
নূতন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে দেওয়াইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল ॥ ২০৯ ॥
পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণমথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা ॥ ২১০ ॥

[কূর্ম্মপুরাণে]

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ ২১১ ॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥ ২১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অগ্নিজালে,—অগ্নিতে বা জালেতে।

সীতা স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি তাঁহার চিদাকৃতির ছায়াস্বরূপ মায়াসীতা রাবণ হরণ করিয়াছিল।

সীতা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি ছায়াসীতা প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল। মূলসীতা বহ্নিপুরে রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ

পত্র পাঞা বিপ্রের আনন্দিত হৈল মন।
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন ॥ ২১৩ ॥
বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন ॥ ২১৪ ॥
মহা দুঃখ হইতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥ ২১৫ ॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে ॥ ২১৬ ॥
এত বলি সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল।

অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য।

করিলেন, অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলেন ॥ ২১১।২১২ ॥

কূর্ম্মপুরাণগ্রন্থে নূতনপত্র লিখাইয়া রামদাসের প্রতীতির জন্য যে পুরাতনপত্র মহাপ্রভু আনিয়াছিলেন, সেই পত্র পাইয়া বিপ্রের মন আনন্দিত হইল ॥ ২১৩ ॥

অনুভাষ্য।

সীতয়া জনকনন্দিন্যা বহ্নিঃ অগ্নিদেবঃ আরাধিতঃ অর্চ্চিতঃ সন্ অগ্নিঃ ছায়াসীতাং মায়াময়ীং তাদৃশীং মূর্ত্তিং অজীজনৎ প্রকটিতবান্। দশগ্রীবঃ রাবণঃ তাং ছায়াসীতাং নতু মূলসীতাং জহার। মূলসীতা বহ্নিপুরং গতা। পরীক্ষাসময়ে সা ছায়াসীতা বহ্নিং বিবেশ। বহ্নিঃ তৎপুরস্তাৎ সীতাং মূলসীতাং সমানীয় অনীনয়ৎ ॥ ২১১-২১২ ॥

উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥ ২১৭ ॥
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি তারে কৃপা করি।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥ ২১৮ ॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণী তীরে।
নয়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে ॥ ২১৯ ॥
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥ ২২০ ॥
গজেন্দ্র-মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখিল সীতাপতি ॥ ২২১ ॥
চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ॥ ২২২ ॥

অনুভাষ্য।

পাণ্ড্যদেশ। দক্ষিণাত্যে কেরল ও চোল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। এখানে অনেকগুলি পাণ্ড্য উপাধিধারী রাজাগণ মাদুরাতে ও রামেশ্বরে রাজ্য করেন। রামায়ণে। তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীং। সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিণীং। যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ ॥

তাম্রপর্ণী। তিনিভেলি জিলায় তাম্রপর্ণী নদী। ইহাকে পরুনৈ বলে। পশ্চিম ঘাট গিরি হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভাগবতে। তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥ ২১৮ ॥

মলয় পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যা কুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥ ২২৩ ॥
আমলি তলাতে দেখি শ্রীরাম গৌরহরি।
মল্লার দেশেতে আইলা যথা ভট্টমারি ॥ ২২৪ ॥
তমাল কার্ত্তিক দেখি আইল বেতাপাণি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী ॥ ২২৫ ॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহ তাঁহা হৈল দরশন ॥ ২২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভট্টমারি,—যাহাদিগকে ভাষায় কোন কোন দেশে ভাটওয়ারী বলে। ইহাদের ঘর দ্বার নাই। যেখানে যখন থাকে তথায় শিরকী অর্থাৎ সামান্য শিবিরে বাস করে। বাহিরে সন্যাসীর বেশ, চৌর্য্য ও প্রতারণা ব্যবসা। প্রতারণা করিয়া সংগ্রহ করতঃ অনেক স্ত্রীলোককে শিরকির মধ্যে রাখে। অপর অপর লোককে স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল বাড়াইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেরূপ বেদের টোল, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ভারতে সেরূপ ভাটওয়ারীদিগের শিরকি ॥ ২২৯ ॥

অনুভাষ্য।

মলয় পর্ব্বত। দাক্ষিণাত্যে কেরল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত গিরিশৃঙ্গ ॥ ২২৩ ॥

মল্লার দেশ। ম্যালেবার দেশ। উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া, পূর্ব্বে কুর্গ, ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর ॥ ২২৪ ॥

স্ত্রীধন দেখাইয়া তারে লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ ২২৭ ॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥ ২২৮ ॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥ ২২৯ ॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ তুমিহ সন্ন্যাসী।
মোরে দুঃখ দেহ তোমার ন্যায় নাহি বাসি ॥ ২৩০ ॥
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥ ২৩১ ॥
তার অস্ত্র তারি অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারি ভিতে ॥ ২৩২ ॥
ভট্টমারি ঘরে তাহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিল গমন ॥ ২৩৩ ॥
সেই দিন চলি আইলা পয়স্বিনী তীরে।
স্নান করি গেলা আদি-কেশব মন্দিরে ॥ ২৩৪ ॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি স্তুতি নৃত্য গীত বহুত করিলা ॥ ২৩৫ ॥
প্রেম দেখি লোকে হৈল মহা চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥ ২৩৬ ॥

মহা ভক্তগণ সহ তাহা গোষ্ঠি কৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুথি তাহাঁ পাইল ॥ ২৩৭ ॥
পুথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ বিকার ॥ ২৩৮ ॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।
গোবিন্দ মহিমা তত্ত্ব পরম কারণ ॥ ২৩৯ ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতিসার ॥ ২৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রহ্ম সংহিতাধ্যায়,—ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমঅধ্যায় যাহা এখন বঙ্গদেশে শ্রীজীবগোস্বামীর টীকার সহিত পাওয়া যায় ॥ ২৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়। ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়। ইহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত, অভ্যাস, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, আত্মা, আত্মারাম, কর্ম্ম, কামগায়ত্রী, কামবীজ, কারণাব্ধিশায়ী, কৃষ্ণধামের চিদ্বিশেষ, গণেশ, গর্ভোদকশায়ী, গায়ত্র্যুৎপত্তি, গোকুল, গোলোক, গোবিন্দ রূপ, স্বরূপ তত্ত্ব ও ধাম, জীবতত্ত্ব, জীবের প্রাপ্যস্বরূপ, দুর্গা, তপ, পঞ্চভূত, প্রেম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মার দীক্ষা, ভক্তিচক্ষু, ভক্তিসোপান, মন, মহাবিষ্ণু, যোগনিদ্রা, রমা, রাগমার্গীয় ভক্তি, রামাদি অবতার, লিঙ্গাদি শব্দতাৎপর্য্য, বদ্ধজীব, তাহার সাধন, বিষ্ণুতত্ত্ব, বেদসারস্তব, শম্ভু, শ্রুতি, স্বকীয়, পারকীয়, সদাচার, সূর্য্য ও হৈমাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৩৭-২৪০ ॥

বহু যত্নে সেই পুঁথি লইল লিখিয়া।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥ ২৪১ ॥
দিন দুই পদ্মনাভের কৈল দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন॥ ২৪২ ॥
দিন দুই তাহাঁ করি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পয়োষ্ণি আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ॥ ২৪৩ ॥
শৃঙ্গেরি মঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে।

অনুভাষ্য।

অনন্ত পদ্মনাভ। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের শ্রীবিগ্রহ॥ ২৪১ ॥

শৃঙ্গেরি মঠ। শৃঙ্গবের পুরীতে দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার চারিটি শিষ্য দ্বারা ভারতের উত্তরে বদরিকায় জ্যোতির্ম্মঠ, পুরুষোত্তমে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ এবং দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরি মঠ স্থাপন করেন। শৃঙ্গেরি মঠে সরস্বতী, ভারতী ও পুরী ত্রিবিধ দণ্ডী, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গের্য্যাং বর্ত্ততে মঠঃ। সম্প্রদায়ো ভূরিবারঃ ভূভুবঃ গোত্র উচ্যতে॥ পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতীভারতীপুরী। বারাহো দেবতা যত্র ক্ষেত্রং রামেশ্বরং বদেৎ। তীর্থঞ্চ তুঙ্গভদ্রাখ্যং শক্তিঃ কামাক্ষিকা স্মৃতা॥ চৈতন্য ব্রহ্মচারীতি হস্তামলকদেশিকঃ। আন্ধ্র দ্রবিড় কর্ণাট কেরলাদি প্রভেদতঃ। শৃঙ্গের্য্যধীনা দেশাস্তে হ্যবাচীদিগবস্থিতাঃ॥ স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ। সংসার সাগরাসারহন্তাসৌ হি সরস্বতী। বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজন্। দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্ত্যতে॥ জ্ঞানতত্ত্বেন

মৎস্য তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥ ২৪৪ ॥

অনুভাষ্য ।

সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনাম্না স উচ্যতে ॥ শৃঙ্গেরিমঠের গুরুপরম্পরা । ১। শঙ্করাচার্য্য ২২ শক। ২। সুরেশ্বরাচার্য্য ৩০ শক । ৩। বোধধনাচার্য্য ৬৮০ শক। ৪। জ্ঞানধনাচার্য্য ৭৬৮ শক। ৫। জ্ঞানোত্তমশিবাচার্য্য ৮২৭ শক। ৬। জ্ঞানগিরি আচার্য্য ৮৭১ শক। ৭। সিংহগিরি আচার্য্য ৯৫৮ শক। ৮। ঈশ্বরতীর্থ ১০১৯ শক। ৯। নরসিংহ তীর্থ ১০৬৭ শক। ১০। বিদ্যাতীর্থ বিদ্যাশঙ্কর ১১৫০। পদ্মতীর্থ। ১১। ভারতী কৃষ্ণতীর্থ ১২৫০ শক। ১২। বিদ্যারণ্য ১২৫৩ শক। ১৩। চন্দ্রশেখর ভারতী ১২৯০ শক। ১৪। নরসিংহ ভারতী ১৩০৯ শক। ১৫। পুরুষোত্তম ভারতী ১৩১৮ শক। ১৬। শঙ্করানন্দ ১৩৫০ শক। ১৭। চন্দ্রশেখর ভারতী ১৩৭১ শক। ১৮। নরসিংহ ভারতী ১৩৮৬ শক। ১৯। পুরুষোত্তম ভারতী ১৩৯৪ শক। ২০। রামচন্দ্র ভারতী ১৪৩০ শক। ২১। নরসিংহ ভারতী ১৪৭৯ শক। ২২। নরসিংহ ভারতী ১৪৮৫ শক। ২৩। ধনমড়ি নরসিংহ ভারতী ১৪৯৮ শক। ২৪। অভিনব নরসিংহ ভারতী ১৫২১ শক। ২৫। সচ্চিদানন্দ ভারতী ১৫৪৪ শক। ২৬। নরসিংহ ভারতী ১৫৮৫ শক। ২৭। সচ্চিদানন্দ ভারতী ১৬২৭ শক। ২৮। অভিনব সচ্চিদানন্দ ১৬৬৩ শক। ২৯। নৃসিংহ ভারতী ১৬৮৯ শক। ৩০। সচ্চিদানন্দ ভারতী ১৬৯২ শক। ৩১। অভিনব সচ্চিদানন্দ ১৭৩৬ শক। ৩২। নরসিংহ ভারতী ১৭২৯ শক। ৩৩। সচ্চিদানন্দ শিবাভিনব বিদ্যানরসিংহ ভারতী ১৭৮৮ শকাব্দ। বর্ত্তমান কালে ইনি শৃঙ্গেরিমঠে শঙ্করাচার্য্য আছেন।

মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।

অনুভাষ্য।

শঙ্করাচার্য্য। দাক্ষিণাত্য কেরল দেশান্তর্গত কালাডি নামক গ্রামে ৬০৮ শকে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম শিবগুরু। শৈশবকালেই ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া নর্ম্মদা তীরস্থ গোবিন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর কিয়দ্দিবস গোবিন্দের নিকট থাকিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে বারাণসী গমন করেন এবং তথা হইতে বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। পরে দশউপনিষৎ, গীতা, সনৎসুজাতীয় ও নৃসিংহ তাপনীয় প্রভৃতি গ্রন্থের ও ভাষ্য রচনা করেন।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও ত্রোটক এই চারিজন প্রধান। শঙ্করাচার্য্য বারাণসী হইয়া প্রয়াগে গমন পূর্ব্বক কুমারিল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কুমারিল মুমূর্ষু কালে তাঁহার সহিত নিজে বিচার না করিয়া তাঁহার প্রধান শিষ্য মণ্ডনের নিকট মাহিষ্মতি নগরে পাঠাইয়া দেন। তথায় তিনি মণ্ডনকে বিচারে পরাস্ত করেন। মণ্ডনের সহধর্ম্মিণী সরস্বতী তাঁহাদের বিচার কালে মধ্যস্থ ছিলেন; তিনি শঙ্কর সহ কামশাস্ত্র বিষয়ে বিচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শঙ্কর আকুমার ব্রহ্মচারী সুতরাং কামশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তিনি উভয় ভারতীর নিকট একমাস সময় লইয়া যোগবলে একটি সদ্যোমৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া অভীপ্সিত বিষয় অনুধাবন করেন এবং উভয় ভারতীর নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। তিনি আর বিচার না করিয়া শঙ্করের প্রার্থনা মত তাঁহার শৃঙ্গেরীমঠে অচলা থাকিলেন এই

উড়ুপীতে কৃষ্ণ দেখি তাহাঁ হৈল প্রেমাস্বাদী ॥ ২৪৫

অনুভাষ্য।

বব দিয়া এই সংসার হইতে বিদায় লইলেন। মণ্ডন শঙ্করাচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সুরেশ্বর নামে আখ্যাত হন।

শঙ্করাচার্য্য ক্রমে ক্রমে প্রায় ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নানা মতাবলম্বী লোকদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। তিনি ৩৩ তেত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দেহত্যাগ করেন ॥ ২৪৪ ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্য। দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানারা। দক্ষিণকানারা জিলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গেলোর, তদুত্তরে উড়ুপী। উড়ুপী গ্রামে পাজকা ক্ষেত্রে শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে শ্রীমধ্বাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে মধ্বাচার্য্য বাসুদেব নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী অলৌকিক আখ্যায়িকা কথিত হয়। উড়ুপী হইতে পাজকাক্ষেত্রে প্রত্যাগমনকালে নির্ব্বিঘ্নে আগমন, মাতার অনুপস্থিতি কালে জ্যেষ্ঠা ভগিনী সমক্ষে ক্রন্দননিবৃত্তিছলে একনাদা গবাদি ভোজ্য ভূশি ভোজন, প্রচণ্ড ষণ্ডের পুচ্ছে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলন, এবং উত্তমর্ণের ঋণ আদায় জন্য ধরণা দিয়া থাকায় তেঁতুলবীজ অর্থরূপে পরিণত করিয়া দ্বারা পিতৃঋণ শোধন প্রভৃতি বাল্যের ঘটনা। পৌগণ্ডে নেড়িউরু গ্রামের উৎসবে মধ্বের নিরুদ্দেশ ও পরে উড়ুপী অনন্তেশ্বরের মন্দির-প্রান্তে তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি, নেয়াম্পল্লি গ্রামে শিব নামক ব্রাহ্মণের ভ্রম-প্রদর্শন প্রভৃতি। পঞ্চমবর্ষে তিনি, উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। মহা-ভাবত কথিত মণিমান নামক অসুর সর্পাকার লাভ করিয়া তথায় বাস করিত। উপনয়নের পরেই বাসুদেব, পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই সর্পের সংহার

নর্ত্তক গোপাল দেখি পরম মোহনে।

অনুভাষ্য।

করেন। মাতা অস্থিরা হইলে তিনি লম্ফ প্রদান করিয়া মাতৃসমক্ষে উপনীত হন। এই কালে পাঠাভ্যাসে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি অচ্যুতপ্রেক্ষ্যের নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম-কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ নাম লাভ করেন। দক্ষিণ দেশে নানা দেশ পর্য্যটন ও শৃঙ্গেরীমঠাধিপ বিদ্যাশঙ্কর সহ নানা বিচার হয়। বিদ্যাশঙ্করের অত্যুচ্চ স্থান মধ্বের নিকট অবনত হইল। সত্য-তীর্থ নামক যতির সহ শ্রীমধ্ব বদরিকা গমন করেন। শ্রীব্যাসকে গীতা-ভাষ্য শ্রবণ করাইয়া সম্মতি গ্রহণ করেন। ব্যাসের নিকট হইতে অল্প-কাল মধ্যে নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বদরিকা হইতে আনন্দমঠে প্রত্যাবর্ত্তনকালেই শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয়। সত্যতীর্থ তাহা লিখিয়া দেন। বদরি হইতে মধ্ব, গঞ্জামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। উঁহারাই শ্রীমধ্ব পরম্পরায় পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরিতীর্থ নাম লাভ করেন। উডুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একদিন সমুদ্রস্নানে যাইতে যাইতে দ্বাদশ অধ্যায় স্তোত্র রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর হইয়া বালুকোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন একখানি দ্বারকার দ্রব্যপূর্ণ নৌকা সমুদ্রে বিপন্ন হইয়াছে। নৌকা-খানি বালুকায় প্রোথিত হইতে দেখিয়া নৌকা ভাসিবার উদ্দেশে মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন তাহাতে নৌকাখানি তটে আসিতে পারিল। নৌবাহীগণ তাঁহাকে কিছু দিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি নৌকাস্থিত কিছু গোপীচন্দন গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এক বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড

মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥ ২৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

গ্রহণ করিয়া পথে আনিতে আনিতে বড়বন্দেশ্বর নামক স্থানে উহা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্যে এক সুন্দর বালকৃষ্ণমূর্ত্তি পাওয়া গেল। মূর্ত্তির এক হস্তে একটি দধি মথন দণ্ড, অপর হস্তে মন্থন রজ্জু। কৃষ্ণলাভে তাঁহার দ্বাদশ স্তোত্রের অবশিষ্ট সাত অধ্যায় সেই দিনই রচিত হইল। ত্রিশজন বলবান লোকে কৃষ্ণমূর্ত্তি'ক তুলিতে অক্ষম হইলে মধ্ব স্বয়ং মাধবকে তুলিয়া উড়ুপীতে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন। তাঁহার ৮ জন প্রধান শিষ্য সন্ন্যাসী, উড়ুপীর অষ্টমঠের অধিপতি ছিলেন। বৃন্দারণ্যের অষ্টগোপিকা যে প্রকার কৃষ্ণসেবা করেন তদ্রূপ এই বালকৃষ্ণের সেবা শ্রীমধ্ব স্বয়ং ও তৎপরে উত্তরাঢী মঠের অধিপতি শ্রীমধ্বাচার্য্যগণ, অষ্টমঠাধিপ যতিগণের সাহায্যে পর পর করাইয়া থাকেন। আজও তাহাই চলিতেছে। উড়ুপী অষ্ট মঠের মূল পুরুষ ও মঠ সমূহের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

১। বিষ্ণুতীর্থ, শোদমঠ।
২। জনার্দ্দনতীর্থ, কৃষ্ণপুরমঠ।
৩। বামনতীর্থ, কন্নুর মঠ।
৪। নরসিংহতীর্থ, অধমরমঠ।
৫। উপেন্দ্রতীর্থ, পুত্তুগীমঠ।
৬। রামতীর্থ, শিরুর মঠ।
৭। হৃষীকেশতীর্থ, পলিমর মঠ।
৮। অক্ষোভ্যতীর্থ, পেজাবর মঠ।

গোপীচন্দন তলে আছিল ডিঙ্গাতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে উড়ুপী গ্রামে মধ্বাচার্য্যের গাদি, সেই সম্প্রদায়ী আচার্য্যদিগকে 'তত্ত্ববাদী' বলে। সেইস্থানে নর্ত্তকগোপাল শ্রীমূর্ত্তি আছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য জলমগ্ন ডিঙ্গা অর্থাৎ বড় নৌকার মধ্যে গোপীচন্দনের তলে গোপালকে পাইয়াছিলেন॥ ২৪৫-২৪৭॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমধ্ব, দ্বিতীয়বার বদরি যাত্রা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্য দিয়া গমনকালে তথাকার মহাদেব নামক রাজা জনবর্গের দ্বারা সাধারণ উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। রাজার আদেশমত শ্রীমধ্বও সশিষ্যে মৃত্তিকা খনন কার্য্যে বাধ্য হওয়ায় রাজদর্শন করিয়া রাজাকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া সহসা অগ্রসর হইলেন। গাঙ্গ প্রদেশের একপারে হিন্দুরাজ্য অপরপারে মুসলমান রাজ্যের পরস্পর বিবাদ ফলে এতাদৃশ হইয়াছিল যে পারে যাইবার নৌকা পাওয়া গেল না। সুবিস্তৃত নদীর অপর পারে বিরুদ্ধ সেনা সর্ব্বদা বাধা দিতেছিল। মধ্ব সেই সকল অগ্রাহ্য করিয়া সাঁতার দিয়া সকলে নদী সন্তরণ করেন। তীরে উঠিয়াই সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেন। তিনি রাজাদেশ অমান্য করায় স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করায় মুসলমানরাজ তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য দানে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মধ্ব উহা গ্রহণ করিলেন না। পথে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীমবলে তাহাদের বিনাশ সাধন করেন এবং সত্যতীর্থ ব্যাঘ্রাক্রান্ত হইলে ব্যাঘ্রকে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিদূরিত করেন। ব্যাসসহ সাক্ষাতে ৮ মূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। এই কালের পরেই তিনি মহাভারত তাৎপর্য্য রচনা করেন।

মধ্বাচার্য্য ঠাঞি কৃষ্ণ আইলা কোনমতে ॥ ২৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমধ্বের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরিমঠাধিপ পদ্মতীর্থ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। শাঙ্কর মতাবলম্বীগণ আপনাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইতে দেখিয়া মধ্বনির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মাধ্ব মতাবলম্বীগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। মাধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় প্রতিপন্নের প্রয়াস হইল। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীকপুরী নামক জনৈক শাঙ্করমতবাদী পণ্ডিত লইয়া আচার্য্যের সহ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহৃত হইল। পরে বিশেষ উদ্বেগের পর ঐগুলি পুনরায় পাওয়া গেল। পুণ্ডরীক পরাজিত হইলেন। কুম্লাধিপতি জয়সিংহ শ্রীমধ্বাচার্য্যের গ্রন্থ-প্রাপ্তির সহায়তা করিলেন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী ত্রিবিক্রমাচার্য্য দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার শিষ্য হইলেন। ইঁহারই পুত্র শ্রীনারায়ণাচার্য্য শ্রীমধ্ববিজয়ের রচয়িতা। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুতীর্থ নামে অভিহিত হন। পূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। কড়ঞ্জড়ি নামক এক বল-বান পুরুষ ৩০ জন পুরুষের বলধারী বলিয়া আস্ফালন করেন। আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ করিলেও অসামান্যবলী তাহার অমিত বলপ্রয়োগেও কৃতকার্য্য হইল না। কাছুর জিলার মুড়গেরী গ্রামের প্রস্তরফলকে লিখিত আছে শ্রীমধ্বা-চার্য্যেরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা। তিনি একটী বৃহদাকার বালকের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইতে বলিলে বাহকের আদৌ ভারবোধ হয় নাই। মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে ঐতরেয় উপনিষদ্ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে

মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ ॥ ২৪৮ ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে বহু প্রভু নৃত্য গীত কৈল ॥ ২৪৯ ॥
তত্ত্ববাদীগণ প্রভুকে মায়াবাদীজ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে ॥ ২৫০ ॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার ॥ ২৫১ ॥
বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি।
ঈষৎ হাঁসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥ ২৫২ ॥
তা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তাহা সবা সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ ॥ ২৫৩ ॥
তত্ত্ববাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তারে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥ ২৫৪ ॥
সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥ ২৫৫ ॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।

অনুভাষ্য।

করিতে অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। চরিতামৃত আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৪৫ ॥

এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ২৫৬ ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥ ২৫৭ ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফলের পরম সাধন ॥ ২৫৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে, ৫ম অ, ১৮ শ্লোকঃ]

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ২৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভুর শাঙ্কর সন্ন্যাসলিঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধদ্বৈতবাদপরায়ণ তত্ত্ববাদীগণ প্রথমে প্রভুকে সম্ভাষণ করে নাই; পরে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব বোধে সৎকার অর্থাৎ সেবা করিয়াছিল। তত্ত্ববাদী-গণের অন্তঃকরণে বৈষ্ণবাভিমান ছিল, তদ্দর্শনে প্রভু ঈষদ্ হাঁসিয়া তাহাদের সহিত আলাপন করিয়াছিলেন। প্রভু কহিলেন, আমি সাধ্যসাধন ভালরূপ জানি না। আপনারা কৃপা করিয়া তাহা আমাকে শিক্ষা দিন্। তত্ত্ববাদ্যাচার্য্য উত্তর করিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠসাধন, এবং সেই সাধনবলে শ্রেষ্ঠসাধ্যরূপ পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া সিদ্ধব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করেন। প্রভু

অনুভাষ্য।

তত্ত্ববাদীগণের সাধন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। মহাপ্রভু প্রদর্শিত শাস্ত্রের সাধন শ্রবণ কীর্ত্তন। তত্ত্ববাদীগণের সাধ্য পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ গমন। মহাপ্রভু প্রদর্শিত শাস্ত্রের সাধ্য কৃষ্ণপ্রেমা ॥ ২৫৮ ॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ২৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহাতে বলিলেন যে, শাস্ত্রমতে শ্রবণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন। সেই সাধনবলে কৃষ্ণপ্রেমসেবারূপ সাধ্যফলের লাভ হয় ॥ ২৫৫-২৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণসম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়। ইহাই শাস্ত্রের উত্তমতাৎপর্য্য ॥ ২৫৯।২৬০ ॥

অনুভাষ্য।

বিষ্ণোঃ শ্রবণং নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনং নামরূপগুণপরিকরলীলাময়শব্দানাং উচ্চারণং। বিষ্ণোঃ স্মরণং নামরূপগুণপরিকরলীলাময়কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং। বিষ্ণোঃ পাদসেবনং কালদেশাদ্যুচিতপরিচর্য্যা। বিষ্ণোঃ অর্চ্চনং বিষ্ণুপূজা। বিষ্ণোর্বন্দনং নমস্কারঃ। বিষ্ণোর্দাস্যং তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানিঃ। বিষ্ণোঃ সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয়হিতাশংসনং। আত্মনিবেদনং দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণং ইতি নবলক্ষণা নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা অধীতেন পুংসা অর্পিতা চেদ্ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ অদ্ধা সাক্ষাদেব নতু জ্ঞানকর্ম্মাদের্ব্যবধানেন ক্রিয়েত সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত নতু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত নতু কর্ম্মার্পণরূপ পরম্পরা ইয়ং ভক্তিঃ। তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা নতু ধর্ম্মার্থাদিষু অর্পিতা এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্যে। অস্মিন্ প্রসঙ্গে নামাদিশ্রবণভক্ত্যঙ্গক্রমঃ শ্রীজীবপাদেন বিস্তরেণ লিখিতঃ ॥ ২৬০ ॥

শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ পুরুষার্থের সীমা ॥ ২৬১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৩য় অ, ৩৮ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং]

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬২ ॥

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রবণকীর্ত্তনরূপ নববিধ সাধনভক্তি হইতে কৃষ্ণে যে প্রেমভক্তি উদয় হয় তাহাই পঞ্চমপুরুষার্থ এবং তাহাই পুরুষার্থের সীমা। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী সকৈতব পুরুষার্থ; প্রেমরূপ পুরুষার্থ অকৈতব পুরুষার্থ ॥ ২৬১ ॥

কর্ম্ম প্রতিপাদকশাস্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ ও প্রশংসা বহুস্থানে থাকিলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

অনুভাষ্য।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধারণতঃ ইহাই চারি পুরুষার্থ। কৃষ্ণ-প্রেমা এই চারি পুরুষার্থের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি হইতে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। অন্য প্রকার ভক্তি আচরণ করিতে হইলেও কীর্ত্তন সংযোগে কর্ত্তব্য ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২৬১ ॥

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৬২ ॥

কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ ২৬৩ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ১১শ অ, ৩২ শ্লোকে, উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ২৬৪ ॥

[শ্রীভগবদ্গীতাযাং ১৮শ অ, ৬৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥২৬৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মার্পণ ইত্যাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থ যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তি উদয় হইবার সর্ব্বত্র সম্ভাবনা নাই। কেননা সৎসঙ্গজনিত শ্রবণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে ॥ ২৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

অসৎকর্ম্ম অপেক্ষা সৎকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাদৃশ কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় হয় না। কর্ম্ম জীবের সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তির কারণ। জীবের সুখ বা দুঃখপ্রাপ্তির ফলে ভক্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের সুখপ্রাপ্তির জন্য সেবাই ভক্তি। নিজ ভোগতাৎপর্য্যের নিন্দা এবং তাহার ত্যাগ সকল শাস্ত্রে এমন কি জ্ঞান শাস্ত্রেও কথিত আছে ॥ ২৬৩ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২০ অ, ৯ম শ্লোকঃ]

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ২৬৬ ॥

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ ২৬৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২৯ অ, ১১ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং)

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যেপর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উদয় না হয়, অথবা সৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেইপর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্ম কৃত হউক ॥ ২৬৬ ॥

ভক্তিসাধক-কর্ম্মসম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও শুনিলেন, এখন দেখুন ভক্তগণ পঞ্চবিধমুক্তিপিপাসা অবশ্য ত্যাগ করিবেন। কেন না তাঁহারা মুক্তিকে নরকের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকেন ॥ ২৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৬৪ ॥

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৬৫ ॥

যাবতা ন নির্ব্বিদ্যেত যাবন্নির্ব্বেদো কুকৈতবকথাসু বৈরাগ্যোন জায়তে মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে তাবৎ কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি কুর্ব্বীত ॥ ২৬৬ ॥

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৬৮ ॥

(তত্রৈব ৫ম স্কন্ধে ১৪ অ ৪৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥ ২৬৯ ॥

(তত্রৈব ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৭ অ, ২৩ শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং)

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ২৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

অপরিত্যাজ্য সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন, অর্থ ও পত্নী, এবং প্রধান প্রধান দেবতাদিগের প্রার্থনীয় সদয় দৃষ্টিযুক্ত রাজশ্রীকেও যে ভরতমহারাজা অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিত। যেহেতু তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্তমন সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ তখন পার্থিব সুখেরত কথাই নাই॥ ২৬৯॥

অনুভাষ্য।

যঃ ভরতঃ নৃপঃ দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্ ভূমিপুত্রবন্ধুদ্রবিণকলত্রাদীন্ সুরবরৈঃ দেবৈঃ প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সদয়াবলোকং ভরতস্য দয়া মৎ ভবত্যেবমবলোকো যস্যা ইতি যদ্বা ভরতো বৈরাগ্যোত্থং শারীরকষ্টং মা স্বীকরোতু মম লালয়ানো গৃহে এব তিষ্ঠতু ইতি সদয়োঽবলোকো যস্যাস্তাং নৈচ্ছৎ। মধুদ্বিট্-সেবানুরক্তমনসাং মধুদ্বিষঃ সেবায়াং অনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং মহতাং তদুচিতং। যতস্তেষাং মহতাং অভবঃ মোক্ষোঽপি ফল্গুস্তুচ্ছঃ এব॥ ২৬৯॥

মুক্তি কর্ম্ম দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন ॥ ২৭১ ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঞি সাধ্যসাধন লক্ষণ ॥ ২৭২ ॥
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ২৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বর্গ, অপবর্গ ও নরককে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণ ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না ॥ ২৭০ ॥

হে তত্ত্ববাদাচার্য্য, শুদ্ধভক্তমাত্রেই মুক্তি ও কর্ম্ম এই দুইটীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি সেই মুক্তিকে সাধ্য ও কর্ম্মকে সাধন বলিয়া স্থাপনা করিলেন ॥ ২৭১ ॥

অনুভাষ্য।

নারায়ণপরাঃ বিষ্ণুভক্তাঃ ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি সর্ব্বে অকুতোভয়াঃ। যতস্তে সুখধামস্বর্গাপবর্গেষু ক্লেশধামনরকাদিষু তুল্যফলদ্রষ্টারঃ। কুলশেখরেণ। নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তুমিতি। নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌ভবিতব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপং এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেহপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥ ২৭০ ॥

তত্ত্বাচার্য্য। উত্তরাঢী মঠের গুরুপরম্পরা এই গ্রন্থের ২৫৬ পৃষ্ঠায় অনুভাষ্যে

আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥ ২৭৪ ॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ ॥ ২৭৫ ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ ২৭৬ ॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে ॥ ২৭৭ ॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি ॥ ২৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু কহিলেন, ওহে তত্ত্ববাদী আচার্য্য, তোমার সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ। তথাপি ঈশ্বরের সত্য ও নিত্যবিগ্রহ স্বীকার করা একটি মহদ্ গুণ তোমার সম্প্রদায়ে দেখিতেছি। তাৎপর্য্য এই যে, মদীয় পরমগুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী এই প্রধান সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ২৭৭ ॥

অনুভাষ্য।

প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীরঘুবর্য্যতীর্থ মধ্বাচার্য্য ছিলেন ॥ ২৭৩ ॥

সদাচারস্মৃতৌ। ধর্ম্মেণেজ্যাসাধনানি সাধয়িত্বা বিধানতঃ। সর্ব্ববর্ণাশ্রমৈর্বিষ্ণুরেক এবেজ্যতে সদা ॥ আনন্দতীর্থমুনিনা ব্যাসবাক্যসমুদ্ধৃতিঃ। সদাচারস্য বিষয়ে কৃতা সংক্ষেপতঃ শুভা ॥ ২৭৫ ।

ত্রিতকূপ বিশালায় করিল দর্শন।
পঞ্চাপ্সরা তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৭৯ ॥
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নি।
সূর্পারক তীর্থে আইলা ন্যাসীশিরোমণি ॥ ২৮০ ॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি দেখে ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গগণেশ দেখি দেখে চোর পার্ব্বতী ॥ ২৮১ ॥
তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাণ্ডুপুর,—ভীমানদীতীরে পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর নগর। অনুসন্ধানে জানা-যায় যে, এইস্থানে মহাপ্রভু তুকারামআচার্য্যকে হরিনাম

অনুভাষ্য।

পঞ্চাপ্সরা তীর্থ। শাতকর্ণি মতান্তরে মাণ্ডকর্ণি মতান্তরে অচ্যুত ঋষির তপস্যাভঙ্গোদ্দেশে ইন্দ্র প্রেরিত লতা, বুদ্বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী ও বর্গা এই পঞ্চাপ্সরা অভিশপ্তা হইয়া কুম্ভীর হইয়া সরোবরে বাস করে। রামচন্দ্র এই সরোবর দেখেন। নারদ বাক্যে জানা যায় যে অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া কুম্ভীর যোনি হইতে অপ্সরা পাঁচটিকে মোচন করেন। এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে ॥ ২৭৯ ॥

কোলাপুর। বোম্বাইপ্রদেশান্তর্গত দেশীয়রাজ্য। উত্তরে সাঁতারা, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বেলগাঁও, পশ্চিমে রত্নগিরি। এখানে উর্ণা নদী ॥ ২৮১ ॥

পাণ্ডরপুর বা পণ্ডরপুর। বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জিলার অন্তর্গত মহকুমা। এখানে বিঠ্ঠল বা বিঠোবা দেব ঠাকুর আছেন।

বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ॥ ২৮২ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু কীর্ত্তন নর্ত্তন
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ২৮৩ ॥
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥ ২৮৪ ॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥ ২৮৫ ॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছে দেখিল তাঁহারে ॥ ২৮৬ ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড পরণাম।
অশ্রু পুলক কম্প সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥ ২৮৭ ॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠহ শ্রীপাদ বলি বলিলা বচন ॥ ২৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। তুকারামকৃত অভঙ্গ তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম হইতে সে প্রদেশে মৃদঙ্গাদি-বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছে ॥ ২৮২ ॥

অনুভাষ্য।

তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এই নগর ভীমানদীতীরে। এখানে তুকারাম নামক বৈষ্ণব সাধু পঞ্চদশ শক শতাব্দীতে ছিলেন ॥ ২৮২ ॥

শ্রীপাদ ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥ ২৮৯।
এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥ ২৯০ ॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা।
ঈশ্বর পুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥ ২৯১ ॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল।
দুঁহে মান্য করি দুঁহে আনন্দে বসিল ॥ ২৯২ ॥
দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি দিনে।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে ॥ ২৯৩ ॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে কন নবদ্বীপ নাম ॥ ২৯৪ ॥
শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তিঁহ নদীয়ানগরী ॥ ২৯৫ ॥
জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল ॥ ২৯৬ ॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী তেঁহ মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা ॥ ২৯৭ ॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করে সন্ন্যাসী ভোজনে ॥ ২৯৮ ॥

তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স ॥ ২৯৯ ॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল ॥ ৩০০ ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহ মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥ ৩০১ ॥
এই মত দুইজনে ইষ্ট গোষ্ঠি করি।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥ ৩০২ ॥
দিন চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমানদী স্নান করি করেন বিঠ্ঠল দর্শন ॥ ৩০৩ ॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা তীরে।
নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে ॥ ৩০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শঙ্করারণ্যস্বামী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেশভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডারপুর তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ চিন্ময়ধামে প্রবেশ করেন। মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য এবং ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই শ্রীরঙ্গপুরী এই সংবাদ মহাপ্রভুকে দিলেন ॥ ৩০০ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণবেণ্বা। মহাবলেশ্বর সহ্যাদ্রিশিখর হইতে কৃষ্ণাধারাদ্বয়ের উৎপত্তি। এই নদীতীরেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বসতি ছিল। বেণ্বার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ বলেন বীণা, কেহ পিনা ও কেহ ভীমা ॥ ৩০৪ ॥

ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥ ৩০৫ ॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল॥ ৩০৬ ॥
কর্ণামৃত সমবস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমজ্ঞানে॥ ৩০৭ ॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণ লীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥ ৩০৮ ॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহা যত্ন করি পুঁথি আইলা লঞা॥ ৩০৯ ॥
তাপী স্নান করি আইলা মাহিষ্মতীপুরে।

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণকর্ণামৃত। শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল রচিত ১১২ শ্লোকবিশিষ্ট গীতিগ্রন্থ। এই নামে দুই তিন খানি ভিন্ন ভিন্ন গীতিগ্রন্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামী কৃত এই গ্রন্থের দুইটী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পাঠ্য টীকা আছে॥ ৩০৫ ॥

ব্রহ্মসংহিতা। ২৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৩০৯ ॥

তাপী। বর্ত্তমান নাম তাপ্তি। মধ্যভারত হইতে উদ্ভূত হইয়া সৌরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে।

মাহিষ্মতীপুর। মহাভারত সভাপর্ব্ব সহদেব দিগ্বিজয়ে ৩১ অধ্যায় ২১ শ্লোক। ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ। তত্র নীলেন

নানা তীর্থ দেখি তাহাঁ নর্ম্মদার তীরে ॥ ৩১০ ॥
ধনু তীর্থ দেখি করিলা নির্বিন্ধ্যে স্নানে।
ঋষ্যমূক গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥ ৩১১ ॥
সপ্ততাল বৃক্ষ দেখে কানন ভিতর।
অতি বৃদ্ধ অতি স্থূল অতি উচ্চতর ॥ ৩১২ ॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥ ৩১৩ ॥
শূন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার ॥ ৩১৪ ॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম ॥ ৩১৫ ॥
প্রভু আঁসি কৈল পম্পা সরোবর স্নান।

অনুভাষ্য।

রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নর্ম্মদাতঃ ॥ লাটদেশ ভরুকচ্ছের পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান ॥ ৩১০ ॥

নির্ব্বিন্ধ্যা নদী। উজ্জয়িনীর নিকটস্থ পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। পারা-নদীর পশ্চিমে এবং পাবনী নদীর দক্ষিণে।

ঋষ্যমূক। কাহার মতে মধ্যপ্রদেশে বর্ত্তমান নাম রাম্প কাহার মতে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অবস্থিত এবং কাহার মতে অনাগুন্ডির নিকট, তুঙ্গভদ্রায় আসিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে পম্পা মিলিত হইয়াছে।

পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম ॥ ৩১৬ ॥
নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥ ৩১৭ ॥
সপ্ত গোদাবরী আইলা তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥ ৩১৮ ॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৩১৯ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া ॥ ৩২০ ॥
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুহাঁকার মন ॥ ৩২১ ॥

অনুভাষ্য।

পম্পা। ঋষ্যমূকস্য পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ। পম্পা সরোবর কেহ কেহ বলেন ত্রিবাঙ্কুরের পম্বে নদী।

পঞ্চবটী। দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটী বন। বর্ত্তমান নাসিক হর। এখানে লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাসা ছেদন করেন। নাসিক সহরে ম্বক নামক মহাদেব আছেন ॥ ৩১৬।৩১৭ ॥

কুশাবর্ত্ত। পশ্চিম ঘাট বা সহ্যাদ্রির কুশট্ট নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরীর মূলধারা সমূহ উদ্ভূত হয়। উহা নাসিকের নিকটবর্ত্তী ॥ ৩১৭ ॥

গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান হইতে বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদের উত্তরাংশ দিয়া চাল হইয়া উত্তর সকাশে কলিঙ্গদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন ॥ ৩১৮ ॥

কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হইয়া।
নানা ইষ্টগোষ্ঠি করে একত্র বসিয়া॥ ৩২২ ॥
তীর্থযাত্রা কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥ ৩২৩ ॥
প্রভু কহে তুমি যে প্রেম সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুস্তকে সেই রস সাক্ষী দিলে॥ ৩২৪ ॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।
প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া॥ ৩২৫ ॥
গোসাঞি আইলা গ্রামে হৈল কোলাহল।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল॥ ৩২৬॥
লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজ ঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥ ৩২৭ ॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুই জনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ॥ ৩২৮ ॥
দুই জনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্রি দিনে।
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥ ৩২৯ ॥
রামানন্দ কহে প্রভু তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিল আমি বিনয় করিয়া॥ ৩৩০ ॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে।
চলিবার উদেযাগ আমি লাগিয়াছি করিতে॥ ৩৩১ ॥

প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্তে আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥ ৩৩২ ॥
রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচলে।
মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহলে ॥ ৩৩৩ ॥
দিন দশে ইহা সবার করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥ ৩৩৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥ ৩৩৫ ॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈল আগমন।
সেই পথে চলিলা দেখি সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ॥ ৩৩৬ ॥
যাহাঁ যায় লোক উঠে হরিধ্বনি করি।
দেখি আনন্দিত মন হৈলা গৌরহরি ॥ ৩৩৭ ॥
আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণ বোলাইল ॥ ৩৩৮ ॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥ ৩৩৯ ॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিতে চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ ৩৪০ ॥
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগি পাঞা ॥ ৩৪১ ॥

প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন ॥ ৩৪২ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ৩৪৩ ॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৪ ॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে ॥ ৩৪৫ ॥
জগন্নাথ দরশনে প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল ॥ ৩৪৬ ॥
বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল আইলা সবে মালা প্রসাদ লঞা ॥ ৩৪৭ ॥
মালা প্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥ ৩৪৮ ॥
কাশীমিশ্র আসি প্রভুর পড়িলা চরণে।
মান্য করি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৩৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাণ্ডাপাল,—শ্রীজগন্নাথকে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা পাণ্ডা। যাঁহারা অন্যপ্রকার টহল করেন তাঁহারা পড়ুপাল। এই দুয়ের একত্রে পাণ্ডাপাল হইয়াছে ॥ ৩৪৭ ॥

প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ৩৫০ ॥
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা।
পীঠা পানা আদি জগন্নাথ যে খাইলা ॥ ৩৫১ ॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা করিলা আসিয়া ॥ ৩৫২ ॥
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥ ৩৫৩ ॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥ ৩৫৪ ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল জাগরণ ॥ ৩৫৫ ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন ॥ ৩৫৬ ॥
এক রামানন্দরায় বহু সুখ দিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সার্ব্বভৌম ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৮মাঙ্কে এইরূপ কথিত আছে যথা ;—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সার্ব্বভৌম, এতাবদ্ভ্রং পর্য্যটিতং ভবৎসদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টঃ, কেবলমেব রামানন্দরায়ঃ, সতু অলৌকিক এব ভবতি ॥

ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল ॥ ৩৫৭ ॥
তীর্থযাত্রা কথা এই কৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ৩৫৮ ॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥ ৩৫৯ ॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥ ৩৬০ ॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সার্ব্বভৌম। দেব, অতএব নিবেদিতং সোঽবশ্যমেব দ্রষ্টব্যঃ ইতি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কিন্তু এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব নিরবন্তং ন ভবন্তি তেষাং মতং। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ, পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য, রামানন্দমতমেব মে রুচিতং ॥ ৩৫৫-৩৫৭ ॥

অন্যজীবের প্রতি স্বাভাবিক দয়ার সহিত অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি হিংসাবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া মুখে হরি হরি বল। এই কলি-

অনুভাষ্য।

এই পরিচ্ছেদের ৭৪ সংখ্যায় "শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিয়ালী শ্রীভূবরাহ করি দরশন।" হইবে। শিয়ালী এবং চিদম্বরমের নিকট সুবিখ্যাত শ্রীমুষ্ণম্ মন্দির। তথায় শ্রীভূবরাহ-দেব বিগ্রহ আছেন। চিদম্বরম্ তালুকের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ আর্কট জিলায় শিয়ালীর সন্নিকট ভূবরাহদেব। ভৈরবী দেবী নহে ॥ ৩৫৮ ॥

মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি ॥ ৩৬১ ॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম ॥ ৩৬২ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর ॥ ৩৬৩ ॥
চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় প্রেমধন ॥ ৩৬৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থ-
ভ্রমণং নাম নবম পারিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

কালে অন্যধর্ম্ম নাই শুদ্ধবৈষ্ণবসেবা, শুদ্ধবৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করাই একমাত্র ধর্ম্ম ॥ ৩৬১।৩৬২ ॥

অনুভাষ্য।

বৈষ্ণবগণের ও বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের সার কথা এই যে শ্রীচৈতন্যলীলা বিশ্বাসসহ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে জীবের মাৎসর্য্য থাকিতে পারে না। নির্ম্মৎসর তত্ত্ব জীবের শ্রীগৌরপাদাশ্রিত হইয়া হরিনামকীর্ত্তনই কলিকালে একমাত্র ধর্ম্ম ॥ ৩৬২ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

—–‡•‡—–

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দশম পরিচ্ছেদ কথাসার।

মহাপ্রভু দক্ষিণ-যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌমের সহিত রাজা-প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত কোন প্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসীবৈষ্ণবদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দরায় মহাপ্রভুর নিকট বাণীনাথপট্টনায়ককে রাখিলেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারিসংযোগ দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া তাহার দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে এবং গৌড়দেশ সর্ব্বত্রে প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ পাঠাইলেন। নবদ্বীপাদি স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে আসিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পরমানন্দপুরী নদীয়া-নগরে আসিয়া প্রভুর নীলাচল পৌঁছান সংবাদ শ্রবণে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া

বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যানজীবয়ৎ ॥ ১ ॥

। অমৃতপ্রবাহভাষ্য

পর্য্যায়ক্রমে মহাপ্রভুর নিকটে পৌছিলেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তমাচার্য্য বারাণসীতে চৈতন্যানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করতঃ স্বরূপ নাম গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর দেহান্তে তদীয় দাস গোবিন্দ তদাজ্ঞায় মহাপ্রভুর নিকট পৌছিলেন। কেশবভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দভারতী প্রভুর মান্য; তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন। প্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় মহাপ্রভু সে কথাকে অতিস্তুতি বলিয়া অনাদর করিলেন। কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদে সমুদ্রে নদনদমিলনের ন্যায় বহুদেশস্থিত ভক্তগণের মহাপ্রভুর সহিত মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

যিনি স্বীয় দর্শনামৃত বর্ষণ দ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টি দ্বারা ম্লান হইয়া থাকা ভক্ত শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি ॥ ১॥

অনুভাষ্য।

যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ স্বস্য নিজশ্রীমূর্ত্তেঃ দর্শনামৃতৈঃ নিজদর্শনমেব অমৃতং জলং পীযূষং বা তৈঃ বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যানি বিচ্ছেদঃ অনুপস্থিতিজন্য বিরহঃ এব অবগ্রহঃ বর্ষণাভাবঃ তেন ম্লানানি ভক্তরূপশস্যানি অজীবয়ৎ প্রাণরক্ষাং অকরোৎ তং গৌরজলদং শ্রীচৈতন্যমেঘং বন্দে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥ ৩
বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাহারে ॥ ৪ ॥
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা তিঁহ মহা কৃপাময় ॥ ৫ ॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥ ৬ ॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সব সত্য হয়।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৭ ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহ রহেন নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করেন তিঁহ রাজদরশনে ॥ ৮ ॥
তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তিঁহ দক্ষিণ গমন ॥ ৯ ॥
রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেনে গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা ॥ ১০ ॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥ ১১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৩শ অ, ৮ম শ্লোকে]

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১২ ॥

বৈষ্ণবের হয় এক স্বভাব নিশ্চল।
তিঁহ জীব নহে, হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে।
পায় পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে ॥ ১৪ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহ স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তেঁহ নহে পরতন্ত্র ॥ ১৫ ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব রাখিতে নারিল ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ এবং সেই ছলে সংসারাসক্ত লোকের নিস্তার করা বৈষ্ণবের এই একটী নিশ্চল স্বভাব। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীব নন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তথাপি প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হইয়া বৈষ্ণবগণের স্বভাব গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২ ॥

শ্রীভাগবতগণ গমন দ্বারা তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী সাংসারিকজনগণকে সেই তীর্থগমন ছলে উদ্ধার করেন কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু পরতত্ত্ব ভক্তবৃত্তিতে লীলা করিলেও স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ॥ ১৩ ॥

রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥ ১৭॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হৈলে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥ ১৮॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহ আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥ ১৯॥
ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জ্জনে।
এমত নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥ ২০॥
রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥ ২১॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া॥ ২২॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥ ২৩॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যতজন।

অনুভাষ্য

কাশীমিশ্রের ভবন—শ্রীপুরুষোত্তমে মন্দিরের দক্ষিণ বালিসাহিতে অর্থাৎ বর্ত্তমান শ্রীরাধাকান্তমঠ। শ্রীমহাপ্রভু তথায় বাস করিতেন। শ্রীবক্রেশ্বর শিষ্য শ্রীগোপালগুরু ও তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। সেইস্থান শ্রীজগন্নাথদেব ঠাকুরের নিকটবর্ত্তী ও তৎকালে নির্জ্জন ছিল। ২১॥

প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইল ॥ ২৫ ॥

শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে আসি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥ ২৬ ॥

প্রভু সহিত আমা সবার করাহ দর্শন।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ ॥ ২৭ ॥

ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাহা মিলাব সবারে ॥ ২৮ ॥

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ ২৯ ॥

মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিল সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩০ ॥

দর্শন করিয়া প্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র ঘরে ॥ ৩১ ॥

কাশীমিশ্র আসি পড়িলা প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

কাশীমিশ্র স্বীয়গৃহ ও স্বীয় সেবাযোগ্য শরীর প্রভুর চরণে নিবেদন
[illegible]

প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তারে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তারে আলিঙ্গন কৈল॥ ৩৩॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥ ৩৪॥
সুখী হৈলা দেখি প্রভু বাসার সংস্থান।
যেইত বাসায় হয় সর্ব্ব সমাধান॥ ৩৫॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু যোগ্য তোমার বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর কাশীমিশ্রের আশা॥ ৩৬॥
প্রভু কহে এই দেহ তোমা সবাকার।
যেই তুমি কহ সেই কর্ত্তব্য আমার॥ ৩৭॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥ ৩৮॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে॥ ৩৯॥
তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার।
তৈছে এই সব সবাকারে অঙ্গীকার॥ ৪০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কাশীমিশ্রের আশা এই যে আপনি তাঁহার গৃহে বাসা করেন, ইহা আপনি কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করুন॥ ৩৬॥

জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী।
শিখিমাহাতি নাম এই লিখনাধিকারী ॥ ৪২ ॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথের মহাসোয়ার ইহঁ দাস নাম ॥ ৪৩ ॥
মুরারি মাহাতি ইহঁ শিখিমাহাতির ভাই।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাহি ॥ ৪৪ ॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পতিতপাবনে,—তোমাতে এই সব, সবা কর অঙ্গীকার। অর্থাৎ যেমন চণ্ডালাদিক জীবের জন্য অবতীর্ণ হও, তদ্রূপ এই সকল উৎকলবাসী তোমার দর্শনের জন্য দুঃখিত। সবা, সবে অর্থাৎ সকলকে অঙ্গীকার কর ॥ ৪০ ॥

অনবসরে,—স্নানযাত্রার পর নবযৌবন পর্য্যন্ত দর্শন অনবসর সময় ॥ ৪১ ॥

লেখন অধিকারী, এক্ষণে উৎকরণ পদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, যিনি মাতলা পাঁজি লিখিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য।

শিখি মাহাতি। উৎকলে সাড় তিনজন অধিকারী বৈষ্ণবের অন্যতম। অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ ॥ ৪২ ॥

প্রদ্যুম্নমিশ্র। চরিতামৃত অন্ত্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণুদাস ইহঁ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥ ৪৫ ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইহঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহাঁর সংহতি ॥ ৪৬ ॥
এসব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥ ৪৭ ॥
তবে সবে ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গিল প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৮ ॥
হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ॥ ৫০ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ ॥ ৫১ ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না হয় ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাসোয়ার, মহাসুপকার। প্রধানপাককর্ত্তা। মহানসাধিকারী ॥ ৪১ ॥

প্রহররাজ ;—পহারাজ ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

চারি পুত্র। রামানন্দ রায় ব্যতীত বাণীনাথ গোপীনাথ নামক ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় ॥ ৪৯ ॥

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি ॥ ৫৩ ॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
তবে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥
নিজ গৃহ বৃত্তি ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥ ৫৫ ॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে ॥ ৫৬ ॥
আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥ ৫৭ ॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ তুমি নহ পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৮ ॥
দিন পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥ ৫৯ ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
তার পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

আমাকে আত্মীয় জানিবেন, আত্মীয় বলিয়া কৃপা করিবেন। কোন বিষয়ে সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক নাই ॥ ৫৭ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥ ৬১॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করাইল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে বোলাইল॥ ৬২॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য শুনহ ইহার চরিত্র।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইহঁ আমার সহিত॥ ৬৩॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইহায় আনিল উদ্ধারিয়া॥ ৬৪॥
ইবে আমি ইহাঁ আনি করিলা বিদায়।
যাঁহা যাহ আমা সনে নাহি আর দায়॥ ৬৫॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিল।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি গেল॥ ৬৬॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।

অনুভাষ্য।

কালা কৃষ্ণদাস। বড়গাছি নিবাসী কালীয় কৃষ্ণদাস। শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর। ভট্টমারিদিগের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গত্যাগের চেষ্টা দেখাইলে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে ম্লেচ্ছসঙ্গ হইতে উদ্ধার করেন। এক্ষণে পুরী আসিয়া তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিবর্জ্জনের প্রস্তাব করিলে ভক্তগণ তাঁহাকে গৌড়দেশে সর্ব্বাগ্রে শ্রীঅদ্বৈতাদির স্থানে প্রেরণ করেন। ৬২॥

চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ॥ ৬৭ ॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন ।
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন ॥ ৬৮ ॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন ॥ ৬৯ ॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া ।
এত কহি তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥ ৭০ ॥
আর দিন প্রভুস্থানে কৈল নিবেদন ।
আজ্ঞা দেহ গৌড় দেশে পাঠাই একজন ॥ ৭১ ॥
তোমার দক্ষিণ গমন শুনি শচী আই ।
অদ্বৈতাদি ভক্তসব আছে দুঃখ পাই ॥ ৭২ ॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার ।
প্রভু কহে সেই কর যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৭৩ ॥
তবে সেই কৃষ্ণদাস গৌড়ে পাঠাইল ।
বৈষ্ণব সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৭৪ ॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালা কৃষ্ণদাস ।
নবদ্বীপে গেল তিঁহ শচী আই পাশ ॥ ৭৫ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

অন্তর ;—গোপনে বা দূরে গিয়া ॥ ৬৭ ॥

দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার ॥ ৭৬ ॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৭৮ ॥
আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৭৯ ॥
শুনি আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য গীত হুঙ্কার কৈল ॥ ৮০ ॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ ॥ ৮১ ॥
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮২ ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর ॥ ৮৩ ॥
রাঘবপণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ ॥ ৮৪ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মেলি গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥ ৮৫ ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন।

আচার্য্য গোসাঞি সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৬ ॥
দিন দুই তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে আচার্য্য যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৮৭ ॥
সবে মেলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥ ৮৮ ॥
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা সবে আসি ॥ ৮৯ ॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।

অনুভাষ্য।

আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১। শ্রীরঘুনন্দন ২। কানাই ৩। মদন রায়, বংশীবদন।

৩। মদন রায় ৪। ভগবান, রামচন্দ্র, গোপীবল্লভ, বৃন্দাবন, অনন্ত।

৪। ভগবান ৫। রতিকান্ত, বল্লভ, ঘনশ্যাম।

৫। রতিকান্ত ৬। শচীনন্দন, প্রাণবল্লভ, যাদবেন্দ্র।

৬। শচীনন্দন ৭। মনোহর ৮। কীর্ত্তনানন্দ ৯। অনুপ,

১০। চৈতন্যপ্রসাদ, জগন্নাথপ্রসাদ।

১০। চৈতন্যপ্রসাদ ১১। ব্রজবিলাস, রুক্মিণীবিলাস।

১১। ব্রজবিলাস ১২। রমণীবিলাস, প্রেমবিলাস, বৃন্দাবন।

১২। প্রেমবিলাস ১৩। মুরলীবিলাস।

১১। রুক্মিণীবিলাস ১৪। কৃষ্ণবিলাস, গৌরবিলাস, গোবিন্দবিলাস, রাধিকাবিলাস, দ্বারিকাবিলাস, বিপিনবিলাস, নদীয়াবিলাস।

আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৯০ ॥

অনুভাষ্য।

১১। কৃষ্ণবিলাস ১৩। উপেন্দ্রবিলাস, যুগলবিলাস।

১৩। উপেন্দ্রবিলাস ১৪। গোপীবিলাস, গোপাল বিলাস, গোবর্দ্ধন বিলাস, ভবেন্দ্রবিলাস।

১৩। যুগলবিলাস ১৪। রামানন্দ, নিত্যানন্দ, দেবানন্দ, শ্রীমানন্দ।

১২। গৌরবিলাস, ১৩। পুলিনবিলাস, মুকুন্দবিলাস, নরহরি বিলাস।

১৩। পুলিন বিলাস। ১৪। অদ্বৈতবিলাস, শিবানন্দ, প্রবোধানন্দ।

১৩। নরহরি বিলাস। ১৪। জগদানন্দ।

১২। গোবিন্দবিলাস ১৩। গোপাল বিলাস।

১২। দ্বারিকাবিলাস ১৩। কিশোর বিলাস, নিকুঞ্জবিলাস।

১২। নদীয়াবিলাস, ১৩। নৃসিংহ বিলাস, নবদ্বীপবিলাস, সেবাবিলাস।

১০। জগন্নাথ প্রসাদ ১১। বাসবিলাস, বনবিলাস।

১১। বাসবিলাস। ১২। পারিবিলাস।

১২। পারিবিলাস ১৩। মদন বিলাস, হরিবিলাস।

১৩। মদনবিলাস ১৪। গোকুলবিলাস, বলাইবিলাস, যষ্ঠীবিলাস, অদ্ভুতবিলাস, শচীবিলাস, গোপাল বিলাস।

৬। প্রাণবল্লভ ৭। কমলাক্ষ, তুলারাম।

৭। শ্রীকৃষ্ণ ৮। কৃষ্ণ, সনাতন, রূপ, স্বরূপানন্দ।

৮। কর্ণপানন্দ ৯। অচ্যুতানন্দ, রসানন্দ, সদানন্দ, তরুণানন্দ পতিতপাবনানন্দ

৯। অচ্যুতানন্দ ১০। নৃসিংহানন্দ।

১০। নৃসিংহানন্দ ১১। ব্রহ্মানন্দ, ললিতানন্দ, ভক্তিআনন্দ।

সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।

অনুভাষ্য।

১১। ব্রজানন্দ ১২। গোবিন্দানন্দ, গোপিকানন্দ।
১২। গোপিকানন্দ ১৩। জগদানন্দ, যুগলানন্দ।
১৩। যুগল ১৪। গৌরগুণানন্দ ১৫। যশোদা।
১১। ললিতানন্দ ১২। প্রেমানন্দ, কেশব।
১২। প্রেমানন্দ ১৩। সর্ব্বানন্দ, কিশোরানন্দ, দ্বারিকানন্দ।
১৩। সর্ব্বানন্দ ১৪। রামানন্দ, জীবানন্দ।
১৩। দ্বারিকানন্দ ১৪। কৃষ্ণানন্দ।
১২। কেশব ১৩। কাঞ্চনানন্দ, রাখালানন্দ, বনয়ারি।
১৩। রাখাল ১৪। পূর্ণানন্দ, নিমানন্দ, নিত্যানন্দ, শ্যামানন্দ।
৯। রসানন্দ ১০। বলদেব, হারাণচন্দ্র।
১০। বলদেব ১১। সুবোধ, ঈশ্বরানন্দ, হৃদয়।
১১। ঈশ্বরানন্দ ১২। নদীয়ানন্দ, গোকুলানন্দ, গোলোকানন্দ।
১২। নদীয়ানন্দ ১৩। রাধিকানন্দ, (মহানন্দের পোষ্যপুত্র)
১২। গোকুলানন্দ ১৩। মন্মথ, মহেন্দ্র।
১১। হৃদয়ানন্দ ১২। বিনোদ, নিমাইচন্দ্র, শ্যামানন্দ।
৯। চন্দ্রানন্দ ১০। হরি, সুধানন্দ।
৯। পণ্ডিত পাবনানন্দ ১০। প্রকাশ, মাধব।
৮। স্বরূপানন্দ ৯। জনানন্দ, ভক্তানন্দ, পূর্ণানন্দ।
৯। ভক্তানন্দ ১০। মথুরা ১১। পূর্ণানন্দ ১২। মহানন্দ।
১২। মহানন্দ ১৩। রাধিকানন্দ ১৪। সর্ব্বানন্দ, যাদবেন্দ্র।

গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী ॥ ৯১ ॥

অনুভাষ্য।

১৪। সম্বিদানন্দ ১৫। সচ্চিদানন্দ, ত্রিভুবন।

৬। যাদবেন্দ্র ৭। শ্যামসুন্দর, করুণাময়।

৭। করুণাময় ৮। দয়াময়, কৃপাময়, প্রেমময়, আনন্দময়।

৮। দয়াময় ৯। সুখময়, কাঞ্চনময়, সুধাময়।

৯। সুখময় ১০। গুণময় ১১। সদ্গুণময় ১২। কিশোরময় ১৩। মধুময়।

৮। কৃপাময় ৯। বিচিত্রময়।

৮। আনন্দময় ৯। বিলাসময়।

৫। বনশ্যাম। ৬। পুরুষোত্তম ৭। [illegible], রাসবিহারী।

৭। কল্যাণময় ৮। নিত্যচন্দ্র, মদনচন্দ্র, [illegible]।

৮। মদনচন্দ্র ৯। শ্রীচন্দ্র কালাচাঁদ, [illegible] চন্দ্র।

৯। শচীচন্দ্র ১০। গোবিন্দচন্দ্র, গৌরচন্দ্র।

১০। গোবিন্দচন্দ্র ১১। হরচন্দ্র ১২। [illegible], গোবিন্দ [illegible]চন্দ্র।

১২। গোবিন্দচন্দ্র ১৩। শ্যামচন্দ্র, [illegible], নিতাই চন্দ্র।

৯। কালাচাঁদ ১০। রসিকচন্দ্র ১১। দয়াময়, আনন্দ।

৮। সত্যচন্দ্র ৯। কেশবচন্দ্র।

৭। লালবিহারী ৮। কৃষ্ণচন্দ্র, গোপীচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, গোলোক।

৮। কৃষ্ণচন্দ্র ৯। নবদ্বীপ, মোহন, অনঙ্গ।

৮। গোপীচন্দ্র ৯। মণীন্দ্র, পুলিন, পূর্ণ।

আজির মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম॥

অনুভাষ্য।

৪। রামচন্দ্র ৫। রাধামাধব।

৪। গোপীবল্লভ ৫। হরিবল্লভ, গৌরচরণ, রসিক, ক্ষীরোদ।

৫। হরিবল্লভ ৬। বৈষ্ণব।

৫। গোরচরণ ৬। বিশ্বম্ভর, কুঞ্জলাল, লালবিহারী।

৬। বিশ্বম্ভর ৭। রাধানাথ, ৮। লালানাথ ৯। ব্রজনাথ।

৬। কুঞ্জলাল ৭। [illegible]কিনাথ।

৭। বৃন্দাবন ৮। গোকুল, নন্দরাম, দুর্লভ।

৪। [illegible] ৬। কাশীরাম ৭। সুধরাম, চৈতন্যপ্রসাদ।

[illegible] ৮। দেবনাথ ৯। নবনীনাথ, কিশোরীনাথ।

৯। [illegible]নাথ ১০। [illegible] ১১। অঘনাথ, পঞ্চানন, [illegible] কৃষ্ণনাথ।

৫। নন্দরাম ৬। নয়নানন্দ, বঙ্কবিহারী।

৬। বঙ্কবিহারী ৭। বিশ্বম্ভর।

৩। দুর্লভ ৬। পীতবল্লভ।

৪। অনন্ত ৫। গোবিন্দ, জগন্মোহন, ব্রজবল্লভ, গদাধর।

৫। গোবিন্দ ৬। কৃষ্ণকিঙ্কর, ব্রজনাথ, বল্লভীকান্ত।

৬। কৃষ্ণকিঙ্কর ৭। ভাগবত, ভাবত, ভগীরথ, মন্মথ।

৭। ভাগবত ৮। উৎসব।

৭। মন্মথ ৮। মদন ৯। নিত্যানন্দ, গৌরচন্দ্র।

আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

৯। নিত্যানন্দ ১০। মাণিক, মদন, মহতানন্দ, হরদেব।

১০। মানিক ১১। যদীশানন্দ, মাধুর্য্য।

১১। যদীশানন্দ ১২। মনোহর, মধুসূদন।

১২। মনোহর ১৩। প্রাণবল্লভ, জগজ্জনানন্দ, গোপীজন।

১৩। প্রাণবল্লভ ১৪। গৌরগুণানন্দ, বলদেব।

১২। মধুসূদন ১৩। সকল, অদ্বৈত, হরিগুণ।

১৩। সকল ১৪। কানাই।

১৩। অদ্বৈত ১৪। লোচন, ভোলানাথ।

১০। মহতানন্দ ১১। নয়ন, হৃদয়।

১১। নয়ন ১২। কিশোর।

১১। হৃদয় ১২। অক্রূর।

১০। হরদেব ১১। হরিহর, রাধানন্দ, গোপিকানন্দ।

১১। হরিহর ১২। গৌরগুণানন্দ, কৃষ্ণনাথ, পোষ্যপুত্র হরি।

১১। রাধানন্দ ১২। বিনোদ।

১১। গোপিকানন্দ ১২। সদানন্দ, প্রবোধ।

৬। ব্রজনাথ ৭। রাধামদন।

৬। বল্লভীকান্ত ৭। রাধাকান্ত।

৫। জগমোহন ৬। ভুবন, জীবন।

৬। ভুবন ৭। সর্ব্বেশ্বর ৮। কমলমোহন ৯। অরুণ, সুলোচন।

প্রভুর আগমন তেহঁ তাহাঞি শুনিল।

অনুভাষ্য।

৯। অরুণলোচন ১০। পোষ্যপুত্র যাদব বিনোদ ১১। গোকুল

৯। সুলোচন ১০। রামলোচন।

৬। জীবন ৭। আশানন্দ, গগন।

৭। আশানন্দ ৮। মথুর, অনুপ।

৮। অনুপ ৯। প্রকাশ।

৭। গগন ৮। নবকিশোর, প্রেমানন্দ, চন্দ্রানন্দ।

৫। গদাধর ৬। নটবর, লবঙ্গদুলাল, প্রেমচাদ, শ্রীদামচন্দ্র, শ্যামসুন্দর, ঈশ্বর।

৬। নটবর ৭। গোলোকচাঁদ, তিলকচন্দ্র, লীলাচন্দ্র, তিনকড়ি নবদ্বীপচন্দ্র।

৭। গোলোকচাঁদ ৮। নদীয়াচাঁদ ৯। বঙ্কিম ১০। নবীন

৭। তিনকড়ি ৮। রাধাবিনোদ।

৬। লবঙ্গদুলাল ৭। উদয়চাঁদ, কালাচাঁদ, রমণচন্দ্র।

৭। রমণচন্দ্র ৮। কুঞ্জচন্দ্র।

৬। শ্যামসুন্দর ৭। আশুচন্দ্র, সুখচন্দ্র, দীনদয়াল।

৭। সুখচন্দ্র ৮। হারাণচন্দ্র।

৬। হৃদয়ানন্দ ৭। মথুরচন্দ্র, সুবলচন্দ্র।

৭। মথুর চন্দ্র ৮। রাধাবিনোদ, হর্ষবিনোদ, বিদ্যাবিনোদ, সুধা।

৮। রাধাবিনোদ ৯। নিধুবিনোদ।

শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ ৯৩ ॥

অনুভাষ্য।

৮। বিদ্যাবিনোদ ৯। কিশোরবিনোদ, বিপিনবিনোদ, গৌরবিনোদ, নিমাইবিনোদ, গোবিন্দবিনোদ, যাদব বিনোদ, কৃষ্ণবিনোদ

৯। নিমাই বিনোদ ১০। যুগলবিনোদ।

৯। গোবিন্দবিনোদ ১০। শচীবিনোদ, গৌরচন্দ্রবিনোদ

১০। শচীবিনোদ ১১। ভাগবতবিনোদ।

১। হংসবদন ৪। বিনোদ ৫। প্রসাদ চন্দ্র, ঈশ্বরবার, কালিন্দী।

৫। প্রসাদ চন্দ্র ৬। পরমানন্দ, কেশব, উদ্ধব।

৬। পরমানন্দ ৭। নিত্যানন্দ ৮। সদানন্দ, জগৎ, কৃষ্ণ।

৮। সর্ব্বানন্দ ৯। লোকানন্দ।

৮। কৃষ্ণ ৯। সচ্চিৎ, চিদানন্দ।

৯। চিদানন্দ ১০। নয়ন, সুন্দর, গোপীজন, ব্রজ।

১০। গোপীজন ১১। গৌরগুণ, রাধা, সকল, গোকুল।

১১। গৌরগুণ ১২। সদানন্দ।

১১। রাধা ১২। দেব।

১১। সকল ১২। সত্য, সগুণ, নটীতানন্দ।

১১। গোকুল ১২। অচ্যুত, জ্ঞানানন্দ, যশোদানু

৬। কেশব ৭। রাম ৮। বিচিত্র ৯। প্রবোধ

১০। উজ্জ্বল, সুধা, রসিক।

১০। সুধা ১১। ললিত, উপেন্দ্র।

প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।

অনুভাষ্য।

১১। উপেন্দ্র ১২। শচী, যুগল।

১২। শচী ১৩। গৌরগুণ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত।

১০। রসিক ১১। মহানন্দ, নবীন, হৃদয়।

১১। নবীন ১২। কৃষ্ণগুণ ১৩। শ্রীশানন্দ, হরিগুণ।

৬। উদ্ধব ৭। শ্যাম, গুণানন্দ, রাধা।

৭। শ্যাম ৮। অপূর্ব্ব ৯। ব্রজ ১০। মহেন্দ্র ১১। হরি-গুণ, কৃষ্ণ, ক্ষেত্র।

১১। ক্ষেত্র ১২। পোষ্যপুত্র নিকুঞ্জবিলাস।

৭। রাধা ৮। ভজন ৯। অখিল ১০। সুন্দর, হৃদয় যশোদান, শ্রীচন্দ্রানন্দ।

১০। সুন্দর ১১। নদীয়া।

১০। বঙ্কিম ১১। বলদেব।

১০। শ্রীচন্দ্রানন্দ ১১। নিত্যানন্দ।

৫। হরিরাম ৬। মুরলীধর ৭। উদ্ধব, শ্রীশানন্দ, সদানন্দ।

৭। রসানন্দ ৮। অনূপ, লোচন।

৫। কালিন্দী ৬। কিশোর

শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশপ্রণালী উপরে লিখিত হইল। ইঁহারা অনেকে আনন্দ সংযুক্ত নামে অভিহিত। আনন্দযোগে তাঁহাদের নাম পাঠ্য। সংখ্যাগুলি পিতৃপরম্পরা॥ ৯০॥

তাঁরে লঞা নীলাচল করিলা প্রয়াণ ॥ ৯৪ ॥
সত্বরে আসিয়া তিহঁ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাহারে ॥ ৯৫ ॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন।
তেহঁ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥ ৯৬ ॥
প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥ ৯৭ ॥
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাঙ নীলাচল পুরী ॥ ৯৮ ॥
দক্ষিণ হইতে শুনি তোমার আগমন।
শচীর আনন্দ আর যত ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে ॥ ১০০ ॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর ॥ ১০১ ॥

অনুভাষ্য।

আই, আর্য্যা, শ্রীশচীমাতার গৃহে শ্রীমায়াপুরে ॥ ৯২ ॥

শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এই সংবাদ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কালাকৃষ্ণদাসের নিকট হইতে শ্রীমায়াপুরেই পরমানন্দ পুরী জ্ঞাত হইলেন ॥ ৯৩ ॥

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর ॥ ১০২ ॥
পুরুষোত্তম আচার্য্য তার নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহ প্রভুর চরণে ॥ ১০৩ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইযা।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ ১০৪ ॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাহারে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥ ১০৫ ॥
পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত ॥ ১০৬ ॥

অনুভাষ্য।

স্বরূপদামোদর। বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসী গণের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত এই বিধি দেখা যায় যে তীর্থ ও আশ্রমাখ্য দণ্ডীদ্বয়ের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণার্থী হইলে দণ্ডীগুরু মহাশয় শিষ্যকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিধানানুসারে ব্রহ্মচারী সংজ্ঞা প্রদান করেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, দামোদর স্বরূপ ব্রহ্মচারী নাম লাভ করেন। সন্ন্যাসের যোগপট্ট প্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর স্বরূপ উপাধির বদলে তীর্থ বা আশ্রম, সন্ন্যাসের উপাধি হয় ॥ ১০২ ॥

কবিকর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে লিখিয়াছেন :—সমন্নহামায় তুরীয়-শমঃ জগ্রাহ বৈরাগ্যবশেন কেবলম্। শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ পরাগরাগত-চৌড়কারৈণমহো বহুরপি ॥ ১০৩ ॥

নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণে।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥ ১০৭ ॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ রূপ।
যোগপট্ট না দিল নাম হৈল স্বরূপ ॥ ১০৮ ॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে।
রাত্রি দিনে কৃষ্ণ-প্রেম আনন্দ বিহ্বলে ॥ ১০৯ ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি বাক্য নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে লোক সব নাহি জানে ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরুষোত্তমাচার্য্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া শিখাসূত্রত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্বরূপদামোদর তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তিনি স্বীকার করিলেন না। কেননা তাঁহার সন্ন্যাস কোন প্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য ছিল না। কেবল নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করিব এই মানসেই স্বীকৃত হইল ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজাহোম, শিখামুণ্ডন, সূত্রত্যাগ, প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাস নাম ও দণ্ডাদি গ্রহণ অপেক্ষা না করায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নাম দামোদর স্বরূপ রহিয়া গেল ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ ১১১ ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভু পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে ॥ ১১২ ॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১৩ ॥
অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করান শ্রবণ ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা। তাঁহার দেহ সাক্ষাৎ প্রেমরূপ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ উদয় হইয়াছেন ॥ ১১১ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ,—অচিন্ত্যভেদাভেদই ভক্তিসিদ্ধান্ত, ইহার বিরুদ্ধ যাহা তাহাই ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। রসাভাস অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে কিন্তু রস নয়। এই দুই প্রকার হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য। কেন না, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধবাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয়। রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে

অনুভাষ্য।

যাহাতে কৃষ্ণ ভজনের ব্যাঘাত হয় তাদৃশ সিদ্ধান্তই ভক্তি বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ। শুদ্ধভক্তগণ তাদৃশ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন অথবা রসাভাসপরায়ণ বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত বিশিষ্ট জীবকে ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা রসাভাস পুষ্ট হইয়া যে সকল কুমত

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥ ১১৫ ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সহজিয়া, বাউল ও ভভরসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১১৩ ॥

বিদ্যাপতি, মিথিলাদেশস্থ প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। চণ্ডীদাস, নান্নুর-গ্রামস্থ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিবিশেষ। শ্রীগীতগোবিন্দ,—শ্রীজয়দেবপ্রণীত কৃষ্ণরসাশ্রিত সংস্কৃত গীত সমূহ ॥ ১১৫ ॥

স্বরূপগোস্বামী সঙ্গীতশাস্ত্রে ও সাধারণশাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে গানবিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই দামোদর নাম দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসগুরুর প্রদত্ত স্বরূপ নামে দামোদর সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম স্বরূপদামোদর হইয়াছিল। 'সঙ্গীতদামোদর' নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য।

জগতে চলিতেছে লোকাপেক্ষা যুক্ত হইয়া সাধারণের নিকট আদর লাভ করিবার জন্য যাঁহারা অসৎ ভক্তিবিরোধী সিদ্ধান্তকে আদর করেন তাঁহারা গৌর গণ বলিয়া অভিমান করিলেও শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী তাহাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন না এবং শ্রীমহাপ্রভুর নিকট যাইতে দেন না ॥ ১১৪ ॥

অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ সম ॥ ১১৭ ॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ১১৯ ॥

অমৃত প্রবাহ ভাষ্য।

হে দয়ানিধে, শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহার পরমানন্দ আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, যদুদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহার রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্তা বিধান করে যাহার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে সেই মাধুর্য্য মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী দয়া আমার প্রতি উদয় হউক ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য তব অমন্দোদয়া অমন্দঃ কুণ্ঠঃ তদ্রহিত উদয়ো যস্যাঃ সা দয়া ময়ি ভূয়াৎ ভবতু। হেলোদ্ধূলিতখেদয়া হেলয়া অবহেলয়া উদ্ধূলিতো দূরীকৃতঃ খেদো মনস্তাপো যয়া বিশদয়া নির্ম্মলতয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া প্রোন্মীলদামোদয়া প্রকর্ষেণ উন্মীলন্ আমোদঃ পরমানন্দো যস্যাং সা তয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া শাম্যন্ শাস্ত্রাণাং বিবাদঃ যদ-

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ১২০ ॥
কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হইল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥ ১২২ ॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোরে ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ ॥ ১২৩ ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ ॥ ১২৪ ॥

অনুভাষ্য।

প্রতিবাদো যস্যাং সা তয়া বদান্যতা মধুবাদিবস্তু দদাতীতি বদান্য তয়া চিত্তার্পিতোন্মাদনঃ চিত্তে অর্পিত উন্মাদঃ দেহাদৌ অনভিনিবেশঃ যয়া সা তয়া শশ্বদুক্তিবিনোদয়া শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিং বিনোদয়তি স্বভাবেন প্রেরয়তি সা তয়া, সদয়া বৈনয়ার্হিতয়া মাধুর্যামর্যাদয়া মাধুর্যানাং মর্যাদা সীমা যস্যাং সা তয়া বিশেষণে প্রণমার্থে তৃতীয়া।

ঔদার্যময় প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্র তিন প্রকারে স্বীয় করুণা সুকৃতিসম্পন্ন জীবে বিতরণ করেন। জীব প্রাকৃত অভাবে বিমর্ষ হইয়া নানা উপায় দ্বারা ক্লেশ অপনোদন করিবার প্রয়াস করিয়া কৃতকার্য্য হন না। ভগবানের দয়া জীবের আয়াস দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জীবের হৃদয়ে ভগবৎ কৃপায় কৃষ্ণগন্ধের বিকাশ হয়। তাহা হইলে চিত্ত-

মুঞি তোমা ছাড়িনু তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা ॥ ১২৫ ॥
তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥ ১২৬ ॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

খেদ রূপ ধূলী অনায়াসেই উড়িয়া যায় সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। শাস্ত্র-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ প্রতিবাদ করে। ভগবৎ কৃপা লাভ করিলে লব্ধকৃপহৃদয় ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয়। বিবাদাতীত কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততা ভগবৎকৃপাবলেই উদয় হয় সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। মাধুর্য্যমর্য্যাদা নিরন্তর কৃষ্ণ-চরণে অবস্থিতি করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে কেবল প্রেম-ভক্তিতে প্রীতিলাভ করেন। কৃষ্ণ কৃপা নির্ম্মলা। কৃষ্ণকৃপা রসদা ও কৃষ্ণকৃপা মদদা। কৃষ্ণকৃপাক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলে অভাব জনিত খেদমল থাকে না। কৃষ্ণ কৃপাবশতঃ রসলাভ করিলে শাস্ত্র বিবাদ প্রশমিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয় সুতরাং চিত্ত কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত হয়। কৃষ্ণকৃপা ক্রমে সমস্ত লাভ করিয়া মাধুর্য্য গৌরবে স্থিরতর ভক্তিতেই বিনোদলাভ ঘটে। জীব প্রথমতঃ ঈশবিমুখ বিষয় খিন্ন, দ্বিতীয়তঃ ঈশানুসন্ধান পর ও অবশেষে ভগবদ্ভক্ত। ভগবানের দয়ায় প্রথমতঃ তাঁহার অনর্থ নিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং হৃদয় নির্ম্মলের পরিণামে কৃষ্ণামোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত

পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥১২৮॥
মহাপ্রভু দিল তারে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি পরিচর্য্যা লাগি দিল এক কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥
আর দিন সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত সঙ্গে।
বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ১৩০ ॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন ॥ ১৩১ ॥
ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥ ১৩২ ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য নিকটে যাই সেবিহ তাঁহারে ॥ ১৩৩ ॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।

অনুভাষ্য।

শান্ত, তজ্জনিত বলাধিপ্রান্ত প্রেমোন্মত্ততা। ভগবানের দয়ায় শেষতঃ ভক্তিতে আসক্তি তজ্জনিত সর্ব্বত্র ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি এবং স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্যপরাকাষ্ঠা। জীব ভগবৎকৃপায় নিরস্তকুণ্ঠ হইলে, অন্তর বিরাগ, ক্রমাক্রমে ভাবোর্ম্মি লাভ করিয়া পরমাত্মানুভূতি, কৃপাবলে শ্রবণ ও মনোভিলাষী হইলে ভক্তিতে অবস্থিত হন। সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয়িতব্য ॥ ১১৯ ॥

প্রভু আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা পদে ধাঞা॥ ১৩৪ ॥
গোসাঞি কৈল, পুরীশ্বর বাৎসল্য করে মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঁঞি পাঠাইলা তোমারে ॥ ১৩৫ ॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল।
পুরী গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাহাতে রাখিল॥ ১৩৬॥
প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কাশীশ্বর ও গোবিন্দ দুইজনে শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ছিলেন। কাশীশ্বর অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট পরে আসিবেন। গোবিন্দ শ্রীঈশ্বরপুরীর সিদ্ধিপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

ঈশ্বর পুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণব সন্ন্যাসী। তিনি শূদ্রবংশ্য বৈদ্য ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে সেবক বলিয়া কিরূপে শিষ্য করিয়াছিলেন এই সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের কারণ ছিল। স্মার্ত্তমতে ব্রাহ্মণ অপর বর্ণকে শিষ্য বা সেবক রূপে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ-গুরুর পাতিত্য হয়। ঈশ্বর পুরী সদাচার সম্পন্ন হইয়াও স্মার্ত্তবিহিত আদেশ কিরূপে লঙ্ঘন করিলেন? ১৩৬ ॥

তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন আমার গুরুদেব ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের প্রভু সুতরাং তিনি সাধারণ জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ গুরুদেবের কৃপা বৈদিক শাসনাধীন নহে॥ ১৩৭ ॥

ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে ॥ ১৩৮ ॥
স্নেহ সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৯ ॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটী সুখ স্নেহ আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম শ্রবণে ॥ ১৪০ ॥
এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন ॥ ১৪১ ॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥ ১৪২ ॥
তাহারে আপন সেবা করিতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায় ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণকৃপার আর কিছু অপেক্ষা নাই, কেবল স্নেহসেবাকেই অপেক্ষা করে। সেবা দুই প্রকার, স্নেহসেবা ও মর্য্যাদাসেবা। যেস্থলে স্নেহসেবা সেই স্থলেই কেবল কৃষ্ণকৃপা হইয়া থাকে। যেখানে মর্য্যাদাসেবা সেখানে কৃষ্ণকৃপা সহজ নয়। কৃপায় জাতিকুলের বিচার থাকে না ॥১৩৯॥

গুরুর কিঙ্কর সহজে মাননীয়, তাঁহাকে নিজের সেবা দেওয়া উচিত নয়। ১৪২।১৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

পরমেশ্বর জগদগুরু কৃষ্ণ জাতিকুলের লৌকিক বিচার তুচ্ছ করাইয়া বিদুরের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন। আমার প্রভু, কৃপা করিয়া

ভট্ট কহে গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান।
গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে শাস্ত্র প্রমাণ ॥ ১৪৪ ॥

[তথাহি রঘুবংশে ১৪ সর্গে সীতা-বনবাসপ্রসঙ্গে ত্রিষষ্ট্যাঙ্কঃ শ্লোকঃ।

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ১৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পিতৃআজ্ঞায় পরশুরামকর্তৃক তন্মাতা শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুর আজ্ঞা অবিচারণীয়া ॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

গোবিন্দের শৌক্রজন্মাদির বিচার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে দীক্ষাবিপ্রযোগ্য জানিয়া দীক্ষা প্রদান ও সেবক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩৮ ॥

গুরুর সেবক শিষ্যের মাননীয়। তাঁহাকে নিজ সেবায় নিযুক্ত করা অযুক্ত হইলেও গুর্বাদেশ পালনের জন্য তাহা স্বীকার কিরূপে করা যাইবে তদ্বিষয়ে বিচার ॥ ১৪১ ॥

ভার্গবেণ জামদগ্ন্যেন পিতুর্নিয়োগাৎ জমদগ্ন্যাদেশেন মাতরি রেণুকায়াং দ্বিষদ্বৎ শত্রুবৎ প্রহৃতং শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্, সঃ লক্ষ্মণঃ অগ্রজশাসনং সীতাবনবাসনরূপং শ্রীরামচন্দ্রস্য আদেশং প্রত্যগ্রহীৎ প্রতিপালিতবান্ যতঃ গুরূণাং আজ্ঞা অবিচারণীয়া উচিতানুচিতাদিবিচারানর্হা হি নিশ্চিতং ॥ ১৪৫ ॥

[তথাহি বাল্মীকিরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশতিসর্গে শ্রীরামচন্দ্রস্য বনবাসপ্রসঙ্গে নবমশ্লোকঃ] ;

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥১৪৬॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪৭ ॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৮ ॥
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৯ ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৫০ ॥
আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাত্মা গুরুর আজ্ঞা নির্ব্বিচারপূর্ব্বক আমার অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, এবং আমারও বিশেষতঃ শ্রেয়ঃ আছে ॥ ১৪৬ ॥

সমাধান,—সেবাকার্য্য ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য।

ময়া মহাত্মনঃ গুরোঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য আজ্ঞা নির্ব্বিচারং কার্য্যা পালনীয়া ভবত্যাশ্চ এবং শ্রেয়ো হি বিশেষতঃ মম এবচ ॥ ১৪৬ ॥

আজ্ঞা দেহ তাঁরে যদি আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে গুরু তিহঁ যাব তাঁর ঠাঞি ॥ ১৫২ ॥
এত বলি-মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে ॥ ১৫৩ ॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥ ১৫৪ ॥
দেখিয়াত ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাঞি।
মুকুন্দেরে পুছে কাহাঁ ভারতী গোসাঞি ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ছদ্ম,—ছল, কপট ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী শাঙ্কর দশনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম। মৃগচর্ম্ম বা তৃণ-বল্কলাদি বস্ত্র তাপসগণের পরিধেয়। মানবধর্ম্মশাস্ত্র ষষ্ঠ অধ্যায়। গ্রামা-দরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। বসীত চর্ম্মচীরং বা। কুল্লুক ভট্ট। মৃগাদিচর্ম্মবস্ত্রখণ্ডং বা আচ্ছাদয়েৎ। লোকসংগ্রহের জন্য দাম্ভিক দশনামী হইয়া চর্ম্মবস্ত্র পরিধান করিলেই যে সংসার হইতে উদ্ধার হওয়া যায় এরূপ নহে। মানবশাস্ত্র ৬ অধ্যায় ৬৭ শ্লোক। ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকং। ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি। কুল্লুক। কতকবৃক্ষস্য ফলং কলুষজলস্বচ্ছতাজনকং তথাপি তন্নামোচ্চারণমাত্রাৎ ন প্রসীদতি কিন্তু ফলপ্রক্ষেপেণ। এবং ন লিঙ্গধারণমাত্রং ধর্ম্মকারণং ॥ ১৫৪ ॥

মুকুন্দ কহে এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে তেঁহ নহে তুমি অগেয়ান ॥ ১৫৬ ॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ॥ ১৫৭ ॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইহাঁরে ॥ ১৫৮ ॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর পরিধানে সংসার না তরি ॥ ১৫৯ ॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর ॥ ১৬০ ॥
চর্ম্মাম্বর ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥ ১৬১ ॥
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাঙ চিত্তে ॥ ১৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

না ভায়,—শোভা পায় না ॥ ১৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

বহির্বাস। কৌপীনের বহির্ভাগে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড ॥ ১৬০ ॥

লোকশিক্ষার জন্য তোমার আচার। যদ্যপি তোমার অভিপ্রেত সদাচার আমি পালন না করি তাহা হইলে তুমি পুনর্ব্বার আমাকে নমস্কার না করিয়া উপেক্ষা করিবে এজন্য ভীত হইতেছি ॥ ১৬২ ॥

সম্প্রতিক দুইব্রহ্ম ইহা চলাচল।
জগন্নাথ অচল তুমি ব্রহ্ম সচল॥ ১৬৩॥
তুমি গৌরবর্ণ তেঁহ শ্যামবরণ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগত তারণ॥ ১৬৪॥
প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥ ১৬৫॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তোমার গৌর ব্রহ্মচল।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন অচল॥ ১৬৬॥
ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইয়া।
ইহার সনে আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥ ১৬৭॥
ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সম্প্রতিক—বর্ত্তমান কালে। এই পুরুষোত্তমে চল ও অচল দুইটী ব্রহ্ম দেখিতেছি॥ ১৬৩॥

ইঁহার সহিত আমার বিচার মন দিয়া শুন। ব্রহ্ম ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক জীব অণু অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। যিনি চর্ম্ম ঘুচাইয়া আমাকে শোধন করিলেন তিনি ব্যাপক ও আমি ব্যাপ্য। এস্থলে

অনুভাষ্য।

শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ অচল ব্রহ্ম এবং তুমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সচল ব্রহ্ম। তোমরা দুইজন চলাচল মায়াধীশ ব্রহ্মবস্তুদ্বয় এক্ষণে শ্রীপুরুষোত্তমে বিরাজমান॥ ১৬৩॥

জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ১৬৮ ॥

চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমারে শোধন।

দোঁহার ব্যাপ্য ব্যাপকত্বে এইত কারণ ॥ ১৬৯ ॥

[মহাভারতে দানধর্ম্মে ১৪৯অ, সহস্রনাম্নি ৯১ শ্লোকঃ]

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১৭০ ॥

এই সব নামের ইহ হয় নিজাস্পদ।

চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর দ্বিভুজ অঙ্গদ ॥ ১৭১ ॥

ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।

প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয় ॥ ১৭২ ॥

গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে শিষ্য সত্য পরাজয়।

ভারতী কহে এ নহে অন্য হেতু হয় ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রহ্মা[illegible]স্বরূপ তুমি বা কৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপ উনি ব্রহ্ম হইলেন বিচার ক[illegible] ॥ ১৬৮-১৬৯ ॥

“সুবর্ণ[illegible]” শ্লোকে যে সকল নাম আছে তাহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই [illegible] তাঁহাতে স্থান পাইয়াছে। চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর ইহার দুই বাহুতে অঙ্গদ স্বরূপ ॥ ১৭১ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৭০ ॥

ভক্ত ঠাঞি হার তুমি এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥ ১৭৪॥
আজন্ম করিনু মুঞি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান॥ ১৭৫॥
কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥ ১৭৬॥

অনুভাষ্য।

শিষ্যবাক্যের সত্যতা থাকিলেও গুরুবাক্যই শিষ্যের বাক্যের উপর জয় লাভ করে। গুরুবাক্য সর্ব্বকাল শিষ্যবাক্যাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। মহাপ্রভু বলিলেন সেই ন্যায়মতে ব্রহ্মানন্দ ভারতী গুরু এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে তাঁহার শিষ্যাভিমান করায় ব্রহ্মানন্দের বাক্য শ্রবণাঙ্গ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এক্ষণে মহাপ্রভুর কথিত গুরুশিষ্য ন্যায়াবলম্বনে পরাজয়ের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেন না। অন্য হেতু আছে বলিলেন। ভগবান ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন ইহাই ভগবানের স্বভাব। ভাগবত ১ম স্কন্ধ নবম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক। ভীষ্মবাক্য। স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ। ধৃতরথচরণোঽভ্যযাচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ১৭৩।১৭৪॥

আমি জীবনাবধি নিরাকার ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ছিলাম। তোমার সাক্ষাৎকারে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদয় হইয়াছেন। আমার মুখে ও মনে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং নেত্রে কৃষ্ণদর্শন হইতেছে। আবার তোমাতে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া হৃদয় তৃষ্ণান্বিত

বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার।
ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার ॥ ১৭৭ ॥

তক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে শাস্তভক্তিরসলহর্য্যাং
বিংশতাঙ্কধৃতঃ বিল্বমঙ্গল-শ্লোকঃ।

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ১৭৮ ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য স্বীয় আত্মানন্দসিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও কোন গোপবধূলম্পট শঠ কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি ॥ ১৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

হইয়াছে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল পূর্ব্ব জীবনে অদ্বৈতবাদী নিরাকার ব্রহ্ম-ধ্যানপর ছিলেন পরে কৃষ্ণভক্ত হইয়া নিজকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমারও সেই দশা ঘটিল ॥ ১৭৫-১৭৭ ॥

অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ অদ্বৈতং স্বগতসজাতীয়বিজাতীয়দ্বিতীয়ভেদ-রহিতং এব বীথী পন্থা তস্যাং যে পথিকাঃ কেবলাদ্বৈতবাদিনঃ তৈঃ নিরাকারব্রহ্মবাদিভিঃ উপাস্যাঃ পূজনীয়াঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ আত্মানন্দ এব সিংহাসনং উচ্চপীঠঃ তস্মিন্ লব্ধা প্রাপ্তা দীক্ষা যৈঃ এবম্ভূতাঃ বয়ং কেনাপি নন্দনন্দনেন গোপবধূবিটেন গোপীলম্পটেন শঠেন কপটেন হঠেন বলাৎকারেণ দাসীকৃতা স্বদাস্যে নিযুক্তাঃ ॥ ১৭৮ ॥

ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন ॥ ১৮০ ॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার ॥ ১৮১ ॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতি স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥ ১৮২ ॥
এতবলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা।
ভারতী গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ১৮৩ ॥
রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু পদে রহিলা দুহেঁ ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন তুমি ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রেমময় মহাভাগবত সুতরাং তোমার সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? ভট্টাচার্য্য উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন মহাভাগবত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে মহাপ্রভুর এই বাক্য সত্য যেহেতু কৃষ্ণ মহাভাগবতের সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া থাকেন কিন্তু ভক্তের প্রেমাধিক্য ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। ইঁহার অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ইঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে ॥ ১৭৯-১৮১ ॥

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের বাক্যে লজ্জিত হইয়া বিষ্ণু বিষ্ণু শব্দ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন কোন ব্যক্তিকে অতিস্তুতি করিলে বস্তুতঃ তাঁহাকে নিন্দা করাই হয় ॥ ১৮২ ॥

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে ॥ ১৮৫ ॥
প্রভুকে করান লঞা ঈশ্বর দরশন।
লোক ভিড় আগে সব করি নিবারণ ॥ ১৮৬ ॥
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥ ১৮৭ ॥
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সবায় রাখিল নিজ স্থানে ॥ ১৮৮
এইত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

রামভদ্রাচার্য্য। আদিলীলা ১০ প ১৪৮ সংখ্যা।

ভগবান্ আচার্য্য। আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কাশীশ্বর। আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৩৮-১৪২। মুরারি কড়চা। অথভক্তগণাঃ সর্ব্বে যে যে গৌড়নিবাসিনঃ। গন্তুমিচ্ছন্তি গৌরাঙ্গদর্শনায় নীলাচলম্ ॥ শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীত্যাদি ॥ ১৮৫ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:‡•‡:—

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।

অনুভূতিপ্রবাহভাষ্য।

একাদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন। গজপতি মহারাজের সহিত, রামানন্দরায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা নিজের দৈন্যপ্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের একটী উপায় বলিয়া দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হইলে ভগবদ্দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভু আলালনাথ গেলেন। গৌড় হইতে ভক্তদল আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণ আসিবার সময়, স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভু-দত্ত মালা লইয়া তাঁহাদিগকে আনিতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবাগমন দেখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামত শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত রাজার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব ও সমাগত বৈষ্ণবদিগের ক্ষৌরোপবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদান্ন-সেবন সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা বৈষ্ণব-

নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে।
অভয়দান দেহ যদি করি নিবেদনে ॥ ৩ ॥

প্রভু কহে কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব অযোগ্য হৈলে নয় ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিগের বাসাবাটী ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেবদত্তাদি বৈষ্ণবগণের সহিত অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিলেন। হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া টোটা মধ্যে তাঁহাকে একটু নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাসের স্থানে রহিতে বলিলেন। তাহার পর জগন্নাথের মন্দিরে চারিসম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন হইলে বৈষ্ণবগণ প্রভুর আজ্ঞায় নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃতশরীর শ্রীগৌরচন্দ্র অতিশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া স্বমাধুর্য্যদ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়া ছিলেন। ১॥

অনুভাষ্য।

নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ বিবিধভাবাভরণভূষিতদেহঃ গৌরচন্দ্রঃ শ্রীজগন্নাথ-গেহে শ্রীজগন্নাথদেবস্য মন্দিরে ভক্তৈঃ সহ স্বধাম্না, অলৌকিকস্বমাধুর্য্যেণ অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং অতিমনোজ্ঞনৃত্যাদিকং কুর্ব্বন বিশ্বং চিদ্রসহীনং জড়-রসপরং ভুবনং প্রেমবন্যানিমগ্নং চক্রে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গৈঃ প্লাবয়ামাস ॥ ১ ॥

সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠা হঞাছে তোমা মিলিবারে চায়॥ ৫॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥ ৬॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥ ৭॥

[তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮অ, ২৪ শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ ৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু॥ ৮॥

অনুভাষ্য।

ভবসাগরস্য সংসারসমুদ্রস্য পরং পারং জিগমিষোঃ গন্তুকামস্য নিষ্কিঞ্চনস্য নিষ্কিঞ্চনস্য নিষ্বিষয়িনঃ ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য কৃষ্ণসেবাপরস্য বিষয়িনাং কৃষ্ণেতরবিষয়সেবাপরাণাং যোষিতাং চ ভোগ্যবুদ্ধ্যা সন্দর্শনং অবলোকে-

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম ॥ ৯ ॥
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠ নারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥ ১০ ॥

[তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮অ, ২৫ শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং]

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথা হের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সার্ব্বভৌম কহিলেন প্রভো, তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্রদেব জগন্নাথ সেবক এবং ভক্তোত্তম। প্রভু কহিলেন, জগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম হইলেও রাজা কালসর্পাকার। দেখ, কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীকে স্পর্শ করিলে যেরূপ কোনপ্রকার বিকার জন্মিতে পারে তদ্রূপ ভক্তোত্তম রাজার সন্দর্শনে বিরক্ত ব্যক্তির অনর্থ জন্মিতে পারে ॥ ৯।১০ ॥

অনুভাষ্য।

নাস্তিকং চ ইহ তন্ত্র প্রেরিতশব্দে বিষভক্ষণতঃ আত্মবিনাশগরলাস্বাদনাৎ অপি অসাধু অকল্যাণকরং ॥ ৮ ॥

স্ত্রীণাং যে নিত্যং বিষয়িণাং ইন্দ্রিয়সেবিনাং অপি ভোক্তৃভোগ্যানাং আকারাৎ কৃত্রিমরূপাৎ অপি কৃষ্ণৈকসেবিভিঃ পরমার্থপরৈঃ ভেতব্যম্। যথা অহেঃ ভুজঙ্গস্য মনসঃ ক্ষোভঃ ভয়ং ভবতি তথা তস্য সর্পস্য আকৃতেঃ সদৃশাকারাৎ অপি ভয়ং ভবতি ॥ ১১ ॥

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥ ১২ ॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলা ॥ ১৩ ॥
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তম আইলা।
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা দর্শনে চলিলা ॥ ১৪ ॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহু রঙ্গে ॥ ১৫ ॥
রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥
রায় সঙ্গে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সর্ব্ব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে মনের ক্ষোভ জন্মে সেইরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

গজপতি,—যেরূপ অন্যান্য কোন কোন বিশেষ রাজাদিগের ছত্রপতি, নরপতি, অশ্বপতি ইত্যাদি পদ ছিল, গজপতি সেইরূপ উড়িষ্যার সম্রাট রাজাদিগের উপাধি ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য।

গঙ্গাবংশীয় প্রতাপরুদ্র রাজার কটকনগরে রাজধানী ছিল। কটক হইতে খুরদায় পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ॥ ১৪ ॥

রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার আজ্ঞায় রাজা বিষয় ছাড়াইল ॥ ১৮ ॥
আমি কহি আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥ ১৯ ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥ ২০ ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহা প্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি বিশেষ ॥ ২১ ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্যচরণ ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দক্ষিণকলিঙ্গের শাসনকর্তৃত্বপদে তুমি যে বর্ত্তন অর্থাৎ পরিশ্রমের অর্থ বা বেতন পাইতে এখন তোমাকে কার্য্য হইতে অবসর করিয়া দেওয়া গেল, তথাপি তুমি সেই বেতন পাইবে ॥ ২২ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্য, অষ্টমপরিচ্ছেদ ২৯৬।২৯৭ সংখ্যা। মহাপ্রভুর আজ্ঞা। বিদায়ের কালে তারে এই আজ্ঞা দিলা। বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে। আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥ দুইজনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে। সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ এই কথা রামানন্দ রায় প্রতাপরুদ্র রাজাকে কহিলে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়গত রাজা প্রতাপরুদ্র রামানন্দের বিষয় ছাড়াইয়া দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে তার সফল জীবনে ॥ ২৩ ॥
পরম কৃপালু তিঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥ ২৪ ॥
যে তাহার প্রেম আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক প্রেমলেশ নাহিক আমাতে ॥ ২৫ ॥
প্রভু কহে তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্ ॥ ২৬ ॥
তোমাকে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার ॥ ২৭ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্ত্যামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃতং আদিপুরাণে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রামানন্দ কহিলেন, প্রভো রাজার যে প্রেমবেদনা তাঁহাতে দেখিলাম, তাহার একলেশ আমাতে ও নাই ॥ ২৫ ॥

হে পার্থ যাহারা কেবল আমার ভক্ত তাহারা বস্তুত আমার ভক্ত নয়। কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহাদিগকে আমার উত্তম ভক্ত বলিয়া জানি ॥ ২৮ ॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥ ২৯ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং ॥ ৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের বিশেষপূজা, সর্ব্বভূতে মৎসম্বন্ধবুদ্ধি, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা, আমার গুণ-ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট কার্য্য, আমাতে মন অর্পণ এবং সর্ব্বকাম বিসর্জ্জন, এই সকল ভক্তের লক্ষণ ॥ ২৯। ৩০ ॥

অনুভাষ্য।

হে পার্থ অর্জ্জুন যে মম ভক্তজনাঃ যে তে মে মম ভক্তাঃ জনাঃ ন। যে চ মদ্ভক্তানাং ভক্তাঃ তে মে মম ভক্ততমাঃ শ্রেষ্ঠসেবকাঃ মতাঃ সম্মতাঃ ॥ ২৮ ॥

মম পরিচর্য্যায়াং সেবায়াং আদরঃ সর্ব্বাঙ্গৈঃ অষ্টাঙ্গৈঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিভিঃ অভিবন্দনং ভক্তঃ অভ্যধিকা শ্রেষ্ঠা মদ্ভক্তপূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ প্রাণী-মাত্রেষু ভগবদ্বুদ্ধিদর্শনং ॥ ২৯ ॥

মদর্থেষু অঙ্গচেষ্টা চ কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্যে অখিল-চেষ্টাবান্ বচসা বাক্য-বারেণ অলং মদ্গুণৈঃ কৃষ্ণগুণকথনাদিভিঃ মনসঃ ময়ি কৃষ্ণে অর্পণং সমর্পণং সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং কৃষ্ণেতরবাসনাহীনং ॥ ৩০ ॥

[তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিববাক্যং ।]

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৩১ ॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিংশতিশ্লোকে মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুরবচনং ।]

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা-বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু ।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

অন্যান্য দেবতার আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ হে দেবি, বিষ্ণু আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১ ॥

দেব দেব জনার্দ্দনকে যাঁহারা নিত্য গান করেন, সেই বৈকুণ্ঠপথগামী কৃষ্ণদাসদিগের সেবা অল্পতপস্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য ।

হে দেবি সর্ব্বেষাং আরাধনানাং উপাসনানাং মধ্যে বিষ্ণোঃ ভগবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য আরাধনং পূজনং পরং শ্রেষ্ঠং তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণোপাসনাৎ অপি তদীয়ানাং মধুররসে শ্রীরূপবার্ষভানব্যাদীনাং বাৎসল্যে নন্দযশোদাদীনাং সখ্যে শ্রীদামসুবলাদীনাং দাস্যে চিত্রকাদীনাং সমর্চ্চনং দৃঢ়পূজনং পরতরং প্রশস্ততরম্ ॥ ৩১ ॥

যত্র মহৎসু সাধুষু নিত্যং সর্ব্বদা দেবদেবঃ সর্ব্বদেবময়ঃ জনার্দ্দনঃ কৃষ্ণঃ উপগীয়তে তত্র বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বৈকুণ্ঠলোকস্য বা বর্ত্মসু মার্গভূতেষু হরিজনেষু সেবা অল্পতপসঃ ক্ষীণপুণ্যজনস্য হি দুরাপা দুর্লভা ॥ ৩২ ॥

পুরী ভারতী গোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥ ৩৩ ॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন।
যথা যোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥ ৩৪ ॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমলনয়ন।
রায় কহে ইবে যাই পাব দরশন ॥ ৩৫ ॥
প্রভু কহে রায় তুমি কি কার্য্য করিলে।
ঈশ্বর না দেখি কেনে আগে এথা আইলে ॥ ৩৬ ॥
রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।
যাহাঁ লঞা যায় তাহাঁ যায় জীব রথী ॥ ৩৭ ॥
আমি কি করিব মন ইহাঁ লঞা আইলা।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈলা ॥ ৩৮ ॥
প্রভু কহে শীঘ্র গিয়া কর দরশন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরী—পরমানন্দপুরী। ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। স্বরূপ—প্রসিদ্ধ দামোদর স্বরূপ। নিত্যানন্দ,—প্রভু নিত্যানন্দ। এই চারি গোসাঞির রামানন্দ চরণ বন্দনা করিলেন ॥ ৩৩।৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

জীব রথারোহীতুল্য, জীবের চরণ রথ সদৃশ, জীবের মন রথচালক সারথি সদৃশ। সুতরাং মন রূপ সারথি যেখানে জীবরূপ আরোহীকে চরণ রথযোগে লইয়া যান তথায় জীব গমন করে ॥ ৩৭ ॥

ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন ॥ ৩৯ ॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেমভক্তি রীতি বুঝে কোন জনে ॥ ৪০ ॥
ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাহারে পুছিলা ॥ ৪১ ॥
মোর লাগি প্রভুপদে কৈলে নিবেদন।
সার্ব্বভৌম কহে কৈনু অনেক যতন ॥ ৪২ ॥
তথাপি না করে তেহঁ রাজদরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ি যাবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥ ৪৩ ॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৪৪ ॥
পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥ ৪৫ ॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবে জগত নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করি করিয়াছেন অবতার ॥ ৪৬ ॥

[তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে সপ্তত্রিংশ-শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্রবাক্যং।]

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগন্নাথ দর্শন করিয়া একেবারে নিজ ঘরে গিয়া কুটুম্বদিগকে মিলন কর। ৩৯ ॥

মদেকবর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোঽবতার দেবঃ ॥৪৭॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা মোর না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮ ॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা ধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥ ৪৯ ॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ৫০ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥ ৫১ ॥
তেহঁ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অদর্শনীয় নীচজাতিসকলকে দর্শন দিতেছেন তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না। আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ? ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

স গৌরচন্দ্রঃ অদর্শনীয়ান্ দ্রষ্টুমনর্হান্ নীচজাতীন্ নীচকুলোদ্ভূতান্ অনধ্যাত্মজ্ঞানিনান্ অপি বীক্ষতে করুণয়া অবলোকয়তি কৃপয়তি চ তথাপি মাং ন বীক্ষতে, মদেকবর্জ্জ্যং মামেকং উৎসৃজ্য অন্যান্ কৃপয়িষ্যতি ইতি কিং নির্ণীয় স্থিরীকৃত্য সঃ দেবঃ গৌরহরিঃ অবতারঃ প্রকটোঽভবৎ ॥ ৪৭ ॥

তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় করি প্রভু দেখিবে যাহায় ॥ ৫৩ ॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৪ ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ।
সেই কালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ ॥ ৫৫ ॥
কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে যাই মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥ ৫৬ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি ॥ ৫৭ ॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম গুণ।
প্রভু আগে কহিলেন প্রভুর ফিরি গেল মন ॥ ৫৮ ॥
শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥ ৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম স্কন্ধে, ২৯-৩৩ অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণের রাস পঞ্চাধ্যায়ের কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে আপনি একলা গিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিবেন ॥ ৫৬ ॥

অনুভাষ্য।

পুষ্পোদ্যানে, শুণ্ডিচায় ॥ ৫৫ ॥

স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥ ৬০ ॥
রাজা প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয়।
স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥ ৬১ ॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল বড় দুঃখ ॥ ৬২ ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া।
আলালনাথ গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥ ৬৩ ॥
পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদন ॥ ৬৪ ॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা রাজা ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥ ৬৫ ॥
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য ॥৬৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অনবসর সময়ে জগন্নাথদর্শন না পাইয়া প্রভু, বিরহে ব্যাকুল অবস্থায় আলালনাথ গিয়া থাকিতেন ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

অনবসর, স্নানযাত্রায় শ্রীজগন্নাথদেবের অঙ্গরাগ মলিন হয় তজ্জন্য অঙ্গরাগাদির উদ্দেশে, দর্শনার্থীগণের দৃষ্টি হইতে শ্রীবিগ্রহের অন্তর্ অবস্থিতি ঘটে। এই কালকে অনবসর বলে ॥ ৬২ ॥

গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুইশত ।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ॥ ৬৭ ॥
নরেন্দ্র আসিয়া সবে হৈলা বিদ্যমান ।
তাহা সবারে চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান ॥ ৬৮ ॥
রাজা কহে পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ।
বাসা আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব ॥ ৬৯ ॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে ।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে ॥ ৭০ ॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন ॥ ৭১ ॥
আমি কাহু নাহি চিনি চিনিতে মন হয় ।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে করাবে পরিচয় ॥ ৭২ ॥
এত বলি তিন জন অট্টালি চড়িলা ।
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইলা ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

নরেন্দ্র,—নরেন্দ্রনামক পুষ্করিণী, যাহাতে চন্দন যাত্রায় উৎসব হয়। আজও গৌড়ীয়ভক্তগণ পুরুষোত্তমে প্রবেশ করতঃ নরেন্দ্রপুষ্করণীর জলে হস্তপদ ধৌত করিয়া শ্রীমন্দিরে যান ॥ ৬৮ ॥

সার্ব্বভৌম কহিলেন আমি কাহাকেও চিনি না, চিনিতে ইচ্ছা হয় ॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য ।

গোপীনাথাচার্য্য ; আদি দশম ১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৭২ ॥

দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন।
মালা প্রসাদ লঞা যাহ যাহাঁ বৈষ্ণবগণ ॥ ৭৪ ॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইলা দুহাঁরে।
রাজা কহে এই দুই কোন্ চিনাহ আমারে ॥ ৭৫ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর হয় ইহঁ দ্বিতীয় কলেবর ॥ ৭৬ ॥
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য ইহা দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥ ৭৭ ॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয়মালা আনি তাঁরে দিল ॥ ৭৮ ॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে নাহি চিনে আচার্য্য পুছিল দামোদরে ॥ ৭৯ ॥
দামোদর কহে ইহার গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বর পুরীর সেবক অতি গুণবান ॥ ৮০ ॥
প্রভু সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু তারে নিকটে রাখিল ॥ ৮১ ॥
রাজা কহে যারে মালা দিল দুই জন।
আশ্চর্য্য তেজ বড় মহান্ত কহ কোন্ জন ॥ ৮২ ॥
আচার্য্য কহে ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র সর্ব্ব শিরোধার্য্য ॥ ৮৩ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত ঞিহ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ঞিহ পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮৪ ॥
আচার্য্যরত্ন ঞিহ পণ্ডিত পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ঞিহ পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ৮৫ ॥
এই মুরারি গুপ্ত ঞিহ পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর ঞিহ ভুবনপাবন ॥ ৮৬ ॥
এই হরি ভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত এই শিবানন্দ ॥ ৮৭ ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ এই বাসুঘোষ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আচার্য্য কহে,—গোপীনাথাচার্য্য কহিলেন ॥ ৮৩ ॥

গোবিন্দ ঘোষ, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, ইহাঁকেই ঘোষঠাকুর বলে। ঘোষ ঠাকুরের মেলা অগ্রদ্বীপে হইয়া থাকে।

বাসুঘোষ, মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক গীত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা মহাজনী গীতের মধ্যে অগ্রগণ্য ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য।

বিদ্যানিধি আচার্য্য। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। চরিতামৃত আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইহাঁর বংশের একাদশ অধস্তন ১১। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার। তাঁহার পুত্র ১২। হরকুমার স্মৃতিতীর্থ ১৩। নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

রাঘব পণ্ডিত ইঁহ আচার্য্যনন্দন।
শ্রীমান পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ ॥ ৮৯ ॥
শুক্লাম্বর দেখ এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয় ॥ ৯০ ॥
কুলীন গ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান।
রামানন্দ আদি সব দেখ বিদ্যমান ॥ ৯১ ॥
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥ ৯২ ॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
চৈতন্যের গণ সব চৈতন্যজীবন ॥ ৯৩ ॥
রাজা কহে দেখি মোর হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥ ৯৪ ॥
কোটি সূর্য্য সম সব উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন ॥ ৯৫ ॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাহাঁ নাহি দেখি ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ৯৬ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই মধুর বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সংকীর্ত্তন ॥ ৯৭ ॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৯৮ ॥

সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেইত সুমেধা আর কলিহতজন ॥ ৯৯ ॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রিংশৎ-শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন-বাক্যং ।]

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০০ ॥

রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হয় কৃষ্ণ ।
তবে কেনে পণ্ডিত সবে তাহাতে বিতৃষ্ণ ॥ ১০১ ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপা লেশ হয় যারে ।
সেই সে তাহারে কৃষ্ণ করি লইতে পারে ॥ ১০২ ॥
তাঁর কৃপা নহে যারে পণ্ডিত নহে কেনে ।
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর না মানে ॥ ১০৩ ॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ঊনত্রিংশৎশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ।]

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কলিকালে সংকীর্ত্তনযজ্ঞে যিনি কৃষ্ণচৈতন্যকে আরাধনা করেন তিনি সুমেধা । যাহারা সেরূপ ভজন করে না, সে সকল ব্যক্তি কলি-হত অর্থাৎ কলিকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি ॥ ৯৯ ॥

যাহার প্রতি তাঁহার কৃপা নাই সে পণ্ডিত হউক না কেন, তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুনিলেও তাঁহার কৃপা অভাবে কৃষ্ণ-চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে না ॥ ১০৩ ॥

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোপি চিরংবিচিন্বন্ ॥১০৪॥

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা গৃহে চলিলা ধাইয়া ॥ ১০৫ ॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেম রীত।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥ ১০৬ ॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তারে সঙ্গে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥ ১০৭ ॥
রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
প্রসাদ লইয়া সঙ্গে চলে পাঁচ সাত ॥ ১০৮ ॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ চাহি কহ কি কারণ ॥ ১০৯ ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তারা লঞা ॥ ১১০ ॥
রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাজা কহিলেন, 'তীর্থে প্রবেশ করিলে সে দিন উপবাস করিতে হয় ও তথায় ক্ষৌর করিতে হয়, এরূপ শাস্ত্রের বিধান আছে। এই

অনুভাষ্য।

আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০০ ॥

মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৪ ॥

তীর্থে গমন করিয়া পাপ বিনাশের জন্য পূর্ব্বদিবস সংযম করিয়া

তাহা না করিয়া কেনে খাইবে অন্নপান ॥ ১১১ ॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম মর্ম্ম ॥ ১১২ ॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভোজন ॥ ১১৩ ॥
তাহাঁ উপবাস যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদত্যাগে হয় অপরাধ ॥ ১১৪ ॥
বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কেনে করিবে উপোষণ ॥ ১১৫ ॥
পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ অন্ন আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল ॥ ১১৬ ॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈষ্ণবসকল কি কারণে অন্ন জল সেবা করিবেন। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, 'আপনি যাহা কহিলেন তাহাই বৈধধর্ম্ম, কিন্তু রাগমার্গে ধর্ম্মের আর একটী সূক্ষ্মধর্ম্ম আছে। ক্ষৌরোপোষণ ভগবান ঋষিদিগের দ্বারা পরোক্ষরূপে শাস্ত্রে আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং প্রসাদ ভোজনের আজ্ঞাপ্রচার করিয়াছেন ॥ ১১২।১১৩ ॥

অনুভাষ্য।

পরদিবস উপবাস করিবে। শিরোগত পাপ ধ্বংসের জন্য মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। এই সকল বৈধিক কর্ম্মবিধান পরিত্যাগ করিয়া ভোজনাদি করিবার উদ্দেশ্য কি? ১১১ ॥

কৃষ্ণাশ্রয় হয় ছাড়ে বেদ লোক ধর্ম ॥ ১১৭ ॥

[তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশৎ শ্লোকে প্রাচীনবর্হিষং প্রতি নারদবাক্যং।]

যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ১১৮ ॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলেতে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র দুহেঁ আনাইলা ॥১১৯ ॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভু স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে ॥ ১২০ ॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ নহে যেন বাধ ॥ ১২১ ॥
প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুহেঁ সাবধান হঞা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যখন যাঁকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণা- দ্বারা অনুগ্রহ করেন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি তাহা পরিত্যাগ করেন ॥ ১১৮ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবান্ যদা আত্মভাবিতঃ সন্ যস্য যং অনুগৃহ্নাতি কৃপয়তি তদা সঃ লোকে লৌকিকব্যবহারে বেদে বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে চ পরিনিষ্ঠিতাং মতিং জহাতি ত্যজতি ॥ ১১৮ ॥

আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত জানিয়া ॥ ১২২ ॥
এত বলি বিদায় দিল সেই দুই জনে ।
সার্ব্বভৌম দেখিতে আইলা বৈষ্ণব মিলনে ॥১২৩॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ।
দুই দেখে দূরে প্রভু বৈষ্ণব সম্মিলন ॥ ১২৪ ॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণে ।
কাশীমিশ্র গৃহ পথে করিলা গমন ॥ ১২৫ ॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে ।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে বহু রঙ্গে ॥ ১২৬ ॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন ।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

পড়িছা,—পরীক্ষাশব্দ হইতে পড়িছাশব্দ, অতএব তত্ত্বাবেক্ষণ কর্ত্তাই পড়িছার কর্ম্ম ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য ।

মহাপ্রভুর নিকট যে সকল ভক্ত গৌড়াদি দেশ হইতে সমাগত হইয়াছেন তাঁহাদের ভাল বাসস্থান, ভাল প্রসাদ এবং উত্তমরূপে জগন্নাথদর্শনাদির কোন প্রকার অসুবিধা না হয় দেখিবার জন্য পড়িছা ও পাত্রকে প্রতাপরুদ্র রাজা বলিয়া দিলেন। ভক্তগণের স্বচ্ছন্দাদির উদ্দেশে মহাপ্রভুর প্রকাশ্য আদেশ না পাইলেও তোমরা ইঙ্গিত জানিয়া যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহাও সম্পন্ন করিও ॥ ১২১।১২২ ॥

প্রেমানন্দে হৈলা দুহেঁ পরম অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১২৮ ॥
শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥ ১২৯ ॥
একে একে সর্ব্ব ভক্তেরে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ ১৩০ ॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ ॥ ১৩১ ॥
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল।
আপনি স্বহস্তে সবারে মাল্য গন্ধ দিল ॥ ১৩২ ॥
ভট্টাচার্য্য আইলা তবে মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে ॥ ১৩৩ ॥
অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে ॥ ১৩৪
অদ্বৈত কহে ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১৩৫ ॥
তথাপিহ ভক্ত সঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥ ১৩৬ ॥
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা।
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৭ ॥

যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাতে দেখিতে ॥ ১৩৮ ॥
বাসু কহে মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম ॥ ১৩৯ ॥
ছোট হঞা মুকুন্দ ইবে হইল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪০ ॥
পুনঃ প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে ॥ ১৪১ ॥
স্বরূপের কাছে আছে লহ তা লিখিয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ॥ ১৪২ ॥
প্রত্যেকে বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাসু কহে মুকুন্দ,—বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত। মুকুন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন ॥ ১৩৯ ॥

বাসুদেব কহিলেন মুকুন্দ আমার পূর্ব্বেই আপনার চরণাশ্রয় করিয়াছে, আমি পরে করিলাম, সুতরাং মুকুন্দের পারমার্থিক জন্ম পূর্ব্বে হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমি কনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম ॥ ১৩৯।১৪০ ॥

অনুভাষ্য।

দুই পুস্তক, শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ১৪১ ॥

শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমার চারি ভাইর আমি হইনু বিক্রীত॥ ১৪৪॥
শ্রীবাস কহেন কেন কহ বিপরীত।
কৃপা মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত॥ ১৪৫॥
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥ ১৪৬॥
শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে॥ ১৪৭॥
দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
তবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥ ১৪৮॥
শিবানন্দে কহে প্রভু তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥ ১৪৯॥
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দামোদরপণ্ডিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও শঙ্করপণ্ডিত কনিষ্ঠভ্রাতা। প্রভু কহিলেন, দামোদর, তোমার প্রতি আমার সগৌরব প্রীতি অর্থাৎ মান্যের সহিত প্রীতি, কিন্তু শঙ্করের প্রতি, কেবল শুদ্ধপ্রেম। তুমি এখন শঙ্করকে আপনার সঙ্গে রাখ। দামোদর কহিলেন প্রভু আপনার স্নেহাধিক্য প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কর আমার ছোটভাই হইয়াও বড়ভাই হইয়া পড়িল॥ ১৪৬-১৪৮॥

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥ ১৫০ ॥

[তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে অষ্টমাঙ্কে অশীতি শ্লোকে শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবং প্রতি শিবানন্দসেনবাক্যং]

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কুলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥১৫১॥

প্রথমে মুরারি গুপ্তে প্রভু না দেখিয়া।
বাহিরেতে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৫২ ॥
মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহু জন ॥ ১৫৩ ॥
তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা ॥ ১৫৪ ॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে।

অমৃত প্রবাহভাষ্য।

হে অনন্ত, ভবার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া বহুদিন পরে আপনাকে কুলস্বরূপ লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্ আপনি আমাকে লাভ করিয়া আপনার দয়ার অতি উত্তম পাত্র পাইলেন। এই শ্লোকটী যামুনাচার্য্য কৃত আলবন্দার স্তোত্রান্তর্গত ॥ ১৫১ ॥

অনুভাষ্য।

হে অনন্ত ভবার্ণবান্তঃ সংসারদুঃখজলধৌ নিমজ্জতঃ উত্থানশক্তিরহিতস্য মগ্নস্য মে মম চিরায় কুলং তটং ইব ত্বং ভগবান্ অধুনা লব্ধঃ অসি হে ভগবন্ ত্বয়া অপি দয়ায়াঃ অনুত্তমং পাত্রং লব্ধম্ প্রাপ্তম্ ॥ ১৫১ ॥

পাছে ভাগে মুরারি লাগিল কহিতে ॥ ১৫৫ ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু মুঞি ত পামর।
তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে এই কলেবর ॥ ১৫৬ ॥
প্রভু কহে মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥ ১৫৭ ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫৮ ॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
গঙ্গাদাস হরিভট্ট আচার্য্য পুরন্দর ॥ ১৫৯ ॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণ গান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥ ১৬০ ॥
সবারে সম্মানি প্রভু হইলা উল্লাস।
হরিদাস না দেখিয়া কহে কাহাঁ হরিদাস ॥ ১৬১ ॥
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া।
রাজপথ প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৬২ ॥
মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥ ১৬৩ ॥
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমার মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে ॥ ১৬৪ ॥
হরিদাস কহে আমি নীচ জাতি ছার।

মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥ ১৬৫ ॥
নিভৃতে টোটামধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ একলে কাল গোয়াঙ ॥ ১৬৬ ॥
জগন্নাথ-সেবক মোরে স্পর্শ নাহি হয়।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥ ১৬৭ ॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হইল ॥ ১৬৮ ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥ ১৬৯ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখি সুখ বড় পাইলা।
যথাযোগ্য সবা সনে আনন্দে মিলিলা ॥ ১৭০ ॥
প্রভুপদে দুই জনে কৈল নিবেদনে।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধানে ॥ ১৭১ ॥
সবার করিয়াছি বাসা গৃহ স্থান।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥ ১৭২ ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ বৈষ্ণব লঞা।
যাহাঁ যাহাঁ কহে বাসা তাহা দেহ লঞা ॥ ১৭৩ ॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ স্থানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

টোটা মধ্যে,—উদ্যান মধ্যে ॥ ১৬৬ ॥

সর্ব্ব বৈষ্ণব ইহাঁ করিবে সমাধানে ॥ ১৭৪ ॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে ॥ ১৭৫ ।
সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাহাঁ করিব স্মরণ ॥ ১৭৬ ॥
মিশ্র কহে সব তোমার,চাহ কি কারণে।
আপন ইচ্ছায় লহ যেই তোমার মনে ॥ ১৭৭ ॥
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যে চাহি সেই আজ্ঞা দেহ কৃপা করি ॥ ১৭৮ ॥
এত কহি দুই জন বিদায় করিল।
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে নিল ॥ ১৭৯ ॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসাঘর।
বাণীনাথ ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥ ১৮০ ॥
বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লঞা।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আপনার যাহা চাই কৃপা করিয়া তাহা আজ্ঞা করিয়া দিন। আমরা দুই জন আপনার আজ্ঞাকারী ভৃত্য ॥ ১৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

এক্ষণে এইস্থান সিদ্ধবকুলমঠ নামে খ্যাত আছে ॥ ১৭৫ ॥

মহাপ্রভু কহে শুন সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন ॥ ১৮২ ॥
সমুদ্রস্নান করি কর চূড়া দর্শন।
তবে আজি ইহাঁ আসি করিবে ভোজন ॥ ১৮৩ ॥
প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসা স্থান দিলা ॥ ১৮৪ ॥
মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস মিলনে।
হরিদাস করে প্রেম নাম সংকীর্ত্তনে ॥ ১৮৫ ॥
প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তারে উঠাইয়া ॥ ১৮৬ ॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু গুণে ভৃত্য বিকল প্রভুভৃত্য গুণে ॥ ১৮৭ ॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইও মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥ ১৮৮ ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥ ১৮৯ ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থ স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপো দান ॥ ১৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চূড়া,—জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়া ॥ ১৮৩ ॥

নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন ॥ ১৯১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩৩অ ৮ম শ্লোকে]

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥১৯২

এত বলি তারে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তারে দিল বাসা স্থানে ॥ ১৯৩ ॥
এইস্থানে রহি কর নাম সংকীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন ॥ ১৯৪ ॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপ করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত ॥ ১৯২ ॥

অনুভাষ্য।

অহো বত যৎ যস্য জিহ্বাগ্রে তুভ্যং তব নাম বর্ত্ততে সঃ শ্বপচঃ শৌক্রনীচকুলোদ্ভূতঃ অপি অতঃ দৈক্ষ্যবিপ্রাপ্তিবিধানাৎ গরীয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ তে তব নাম যে গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি তে তপঃ তেপুঃ তপবিলোহিকাঃ জুহুবুঃ সস্নুঃ আর্য্যাঃ ব্রহ্মানূচুঃ সাঙ্গং বেদমধীতবন্তঃ ॥ ১৯২ ॥

শ্রীহরিদাস ঠাকুর লৌকিক স্মৃতিবিধানমতে শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে আপনাকে অযোগ্য জানিয়াছেন জানিয়া শ্রীমহাপ্রভু

এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥ ১৯৫ ॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।
হরিদাস মিলি সবে পাইল আনন্দ ॥ ১৯৬ ॥
সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইলা নিজ স্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥ ১৯৭ ॥
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাস আইলা করিতে ভোজন ॥ ১৯৮ ॥
সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্যক্রম করি।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥ ১৯৯ ॥
অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে।
দুই তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে ॥ ২০০ ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
ঊর্দ্ধ হস্তে বসি রহে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥ ২০১ ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ॥ ২০২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যোগ্যক্রম করি, যাহার পর যাহার বসা উচিত, সেরূপ করিয়া ॥ ১৯৯

অনুভাষ্য।

তাঁহাকে দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়ার অগ্রভাগে সুদর্শনচক্র দেখিয়া প্রণাম করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সিন্ধুকূলে তোমার জন্য মহা-প্রসাদ আসিবে ॥ ১৯৫ ॥

তোমা সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ।
গোপীনাথাচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥ ২০৩ ॥
আচার্য্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥ ২০৪
নিত্যানন্দ লয়ে ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥ ২০৫ ॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিলা।
যত্ন করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইলা ॥ ২০৬ ॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥ ২০৭ ॥
স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে তিন জনে আনন্দ ॥ ২০৮ ॥
নানা পিঠাপানা খায় আনন্দ করিয়া।
মধ্যে মধ্যে হরি কহে আনন্দিত হঞা ॥ ২০৯ ॥
ভোজন সমাপ্ত হৈল কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥ ২১০ ॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ॥ ২১১ ॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে।
প্রভু মিলাইল তারে সব বৈষ্ণবগণে ॥ ২১২ ॥

সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥ ২১৩ ॥
সন্ধ্যা মধ্যে নৃত্য করে শচীর-নন্দন।
ধূপ দীপ জ্বালি আরম্ভিল সংকীর্ত্তন ॥ ২১৪ ॥
পড়িছা আসি সবারে দিল মাল্য চন্দন।
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করেন কীর্ত্তন ॥ ২১৫ ॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে সবে বলে ভাল ভাল ॥ ২১৬ ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥ ২১৭ ॥
কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম উথলি চলিল।
নীলাচলবাসী লোক ধাইয়া আইল ॥ ২১৮ ॥
কীর্ত্তন দেখি সবার মনে হৈল চমৎকার।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥ ২১৯ ॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলেন নর্ত্তন করিয়া ॥ ২২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাঠান্তরে, সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন। পড়িছা আসিয়া দিল মাল্য চন্দন ॥ চারি দিকে চারিসম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ২১৪ ॥

আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥ ২২১ ॥
অশ্রু পুলক কম্প স্বেদ গম্ভীর হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার ॥ ২২২ ॥
পিচকারি ধারা জিনি অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥ ২২৩ ॥
বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করয়ে কীর্ত্তন ॥ ২২৪ ॥
চারিদিকে নাচে সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ॥ ২২৫ ॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ২২৬ ॥
এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায়ে।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়ে ॥ ২২৭ ॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায় ভিতর ॥ ২২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লোকসব করয়ে সিনানে, চারিদিগের লোক সব অশ্রুজলে স্নান করে ॥ ২২৩ ॥

বেড়া নৃত্য, মন্দির বেড়িয়া নৃত্য ॥ ২২৪ ॥

মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন॥ ২২৯॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।
সবে কহে প্রভু করে আমারে দর্শন॥ ২৩০॥
চারি জনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥ ২৩১॥
দর্শনে আবেশ তার দেখি মাত্র জানে।
কেমনে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥ ২৩২॥
পুলিন ভোজন যেন কৃষ্ণ মধ্য স্থানে।
চৌদিকের সখা কহে আমারে নেহানে॥ ২৩৩॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ২৩৪॥
মহানৃত্য মহাপ্রেম মহা সংকীর্ত্তন।
দেখি প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচলজন॥ ২৩৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যখন পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাখালগণ বসিয়া সকলেই দেখিতেছিল, কৃষ্ণ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভোজন করিতেছেন। সেইরূপ মহাপ্রভু যখন নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া মুখ দর্শন করিতেছিলেন, ইহাই একটী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। নেহানে,—দেখে॥২৩৩॥

গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন মহত্ত্ব।
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ সহিত ॥ ২৩৬ ॥
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥ ২৩৭ ॥
কীর্ত্তন সমাপ্তি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি ॥ ২৩৮ ॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥ ২৩৯ ॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥ ২৪০ ॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে।
প্রতি দিন এইমত করে কীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ২৪১ ॥
এইত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস।
যেবা ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২৪২ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়াকীর্ত্তনবিলাস-
বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুষ্পাঞ্জলি,—জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি ॥ ২৩৮ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

——⁘✱⁘——

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ সম্মার্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে রাজা অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ সকলভক্ত-সঙ্গে লইয়া রাজার চিত্ত ভাব প্রভুকে জানাইলেন। মহাপ্রভু তথাপি অস্বীকার করায় নিত্যানন্দপ্রভু একটি বহির্বাস মহাপ্রভুর নিকট হইতে লইয়া রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন। রামানন্দরায় অন্যদিবসে রাজাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত না হইয়া, রাজার পুত্রকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। রাজপুত্রের কৃষ্ণোদ্দীপক বেশ দেখিয়া মহাপ্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন। রথযাত্রার পূর্ব্বেই স্বীয়ভক্তগণ সহিত মহাপ্রভু গুণ্ডিচাবাড়ী ধৌত ও মার্জ্জিত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্নে স্নান করিয়া উপবনে সমস্ত বৈষ্ণব লইয়া মহাপ্রভু প্রসাদসেবা করিলেন। মন্দিরমার্জ্জনসময়ে কোন গৌড়ীয় মহাপ্রভুর চরণে জল দিয়া সেই জল পান করায় একটী প্রেমরহস্য উদয় হইল। আবার অদ্বৈত-পুত্র শ্রীগোপাল মূর্চ্ছিত হইলে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় না দেখিয়া, মহাপ্রভু তাহাকে চেতন করিলেন। প্রসাদসেবন সময়ে অদ্বৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুতে একটু প্রেমকলহ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু কহিলেন, অজ্ঞাতকুলশীল নিত্যানন্দের সহিত এক

স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পংক্তিতে ভোজন করা গৃহস্থব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নয়। তদুত্তরে প্রভু নিত্যানন্দ বলিলেন; অদ্বৈতাচার্য্য অদ্বৈতসিদ্ধান্তে নিপুণ। ভক্তলোকে তাঁহার সঙ্গে ভোজন করিলে চিত্ত কিরূপ হইয়া উঠে? এই উভয় প্রভুর কথায় অত্যন্ত গূঢ় রহস্য আছে; তাহা সম্ভক্ত লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারেন। স্বরূপাদি সজ্জন বৈষ্ণবদিগের সেবা হইলে পরে গৃহমধ্যে প্রসাদ সেবা করিলেন। শ্রীনবযৌবন দর্শন দিনে ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু জগবন্ধু দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন।

গৌরচন্দ্র আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জন করতঃ স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন যোগ্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ নিজভক্তগণৈঃ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরং সম্মার্জ্জয়ন্ মলাদিকং অপসারয়ন্ সন্ ক্ষালনতঃ প্রক্ষালনাদিনা স্বচিত্তবৎ আত্মহৃদয়বৎ শীতলং ত্রিতাপহীনং উজ্জ্বলং দীপ্তিবিশিষ্টং চ কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং কৃষ্ণস্য বাসযোগ্যং স্থানং চকার ॥ ১ ॥

পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪ ॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঞি।
প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই ॥ ৫ ॥
ভট্টাচার্য্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল ॥ ৬ ॥
প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাসবারে করিহ নিবেদন ॥ ৭ ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥ ৮ ॥
তাসবার প্রসাদে মিলো শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥ ৯ ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী ॥ ১০ ॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥ ১১ ॥
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ বিবরণ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন ॥ ১২ ॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় ॥ ১৩ ॥

সবে কহে প্রভু তারে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি দুঃখ সে মানিবে ॥ ১৪ ॥
সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব কহিব রাজব্যবহার ॥ ১৫ ॥
এতবলি সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে ॥ ১৬ ॥
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখিয়ে কহিতে চাহ না কহ কি কারণ ॥ ১৭ ॥
নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিত্তে ॥ ১৮ ॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥ ১৯ ॥
কাণে মুদ্রা লই মুঞি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সার্ব্বভৌম কহিলেন আমরা সকলে একত্র হইয়া মহাপ্রভুর নিকটে রাজার শ্রীবৈষ্ণব ব্যবহের কীর্ত্তন করিব। রাজাকে দর্শন দিবার জন্ত অনুরোধ করিব না ॥ ১৫ ॥

কাণে মুদ্রা,—পশ্চিমদেশে যোগীদিগকে কাণফাটা যোগী বলে যোগীরা কাণে শঙ্খের অস্থিদ্বারা একটী চিহ্ন ধারণ করেন।

দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥ ২১ ॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥ ২২ ॥
তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটকেতে গিয়া ॥ ২৩ ॥
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥ ২৪ ॥
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

রাজা প্রতাপরুদ্র, গোবিন্দদেব দর্শন বিনা রাজ্য ভোগ চিত্তে নহে, অর্থাৎ ভাল লাগে না ॥ ২০ ॥

পরমার্থবিচারে সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন দোষাবহ। সে দোষেরত কথাই নাই, আবার সন্ন্যাসীর স্বল্পদোষ দেখিলে লোকে নিন্দা করে। লোকনিন্দা পরিত্যাগের একটু তাৎপর্য্য আছে। জগতে ধর্ম্মপ্রচার সন্ন্যাসীর কর্ম্ম। জগতে যদি নিন্দা হইল তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রচারকার্য্য ভালরূপে হয় না। সুতরাং এতন্নিবন্ধন লোকরক্ষা করাও প্রয়োজন। লোকনিন্দার কথা দূরে থাকুক আমার নিকট এই যে দামোদর পণ্ডিত আছেন, ইঁহার হাতে নিস্তার পাওয়া কঠিন, ইনি অবশ্য ভর্ৎসন করিবেন। তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না। যদি দামোদর মিলন করিতে বলেন তাহা হইলে পারি। প্রভুর এই

দামোদর কহে যবে মিলি তবে তারে ॥ ২৫ ॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥ ২৬ ॥
আমি কোন ক্ষুদ্রজীব তোমাকে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তারে তাহাও দেখিব ॥ ২৭ ॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ ॥ ২৮ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র ॥ ২৯ ॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে কর রাজদরশন ॥ ৩০ ॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে। দামোদরের ভক্তিবশ হইলেও তাঁহার বাক্দণ্ড অনেক সময় প্রভুর পক্ষে অযোগ্য, এই কথায় দামোদরের সেই প্রবৃত্তি ছাড়িত হইবে ॥ ২৪।২৫ ॥

অনুভাষ্য।

যদিও তুমি ঈশ্বর কাহারও নিকট কোন প্রকারেই বাধ্য নও তথাপি তোমার নিজস্বভাবক্রমে ঐকান্তিক ভক্তগণের প্রীতিতে বাধ্য ॥ ২৯ ॥

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণলাগি পতি আগে ছাড়িলেক প্রাণ॥ ৩২॥
এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে রহে তার প্রাণ॥ ৩৩॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥ ৩৪॥
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাখাল ও গরুপাল লইয়া মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলে রাখালদিগের ক্ষুধা হইল। কৃষ্ণ কহিলেন, নিকট বনে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট গিয়া আমার নামে অন্নভিক্ষা কর। রাখালগণ গিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিলে কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা অন্ন দিলেন না। ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ রাখালদিগের যাচ্ঞা শ্রবণ করতঃ পতিগণের যজ্ঞপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন দিবার জন্য অনেক বিভ্রাট স্বীকার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে ভগবত্তত্ত্বে অনুরাগ থাকিলে তাঁহার সেবাভাবে ভক্ত প্রাণ ছাড়িতে প্রস্তুত হয়॥ ৩১।৩২॥

অনুভাষ্য।

তোমার দর্শন-প্রাপ্তি রাজার ভাগ্যে কিছুতেই ঘটিবে না এবং সেই দর্শনাভাবজন্য তাহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে একণে যদি তোমার একখানি পরিধেয় বহির্ব্বাস কৃপা করিয়া তাহাকে প্রদান কর তাহা-হইলে তাহার প্রতি তোমার দয়া আছে এবং ভবিষ্যতে তাহার অভি-

যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥ ৩৫ ॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥ ৩৬ ॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌমপাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাল ॥ ৩৭ ॥
বস্ত্র পাইয়া রাজার হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥ ৩৮ ॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥ ৩৯ ॥
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা।
আপনি মিলন লাগি কহিতে লাগিলা ॥ ৪০ ॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥ ৪১ ॥
এক সঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।

অনুভাষ্য।

লাষ পূরণ হইতে পারে এরূপ আশায় রাজা প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

প্রভুকে যেরূপ আগ্রহসহ রাজা পূজা করিবেন মনে করিয়াছিলেন প্রভুদত্ত বহির্বাস খণ্ডকে প্রভুসদৃশ জ্ঞান করিয়া তাদৃশ পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ৪২ ॥
প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার ॥ ৪৩ ॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজপ্রীতি কহি দ্রবাইল প্রভুর মন। ৪৪ ॥
উৎকণ্ঠেতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ॥ ৪৫ ॥
রামানন্দ প্রভু পায় কৈল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥ ৪৬ ॥
প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজাকে মিলিতে যুযায় সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ৪৭ ॥
রাজার মিলন ভিক্ষুকের দুইকুল নাশ।
পরলোক রহু লোকে করে উপহাস ॥ ৪৮ ॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র ॥ ৪৯ ॥
প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রামানন্দ রাজমন্ত্রীত্বে রাজকীয় ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয়ে বড়ই নিপুণ ছিলেন, সুতরাং রাজার যে মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি তাহা বর্ণন করিয়া প্রভুর চিত্ত দ্রব করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৫০ ॥
শুক্লবস্ত্রে মসি বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥ ৫১ ॥
রায় কহে যত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥ ৫২ ॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ ॥ ৫৩ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্ব গুণবান।
তাহারে মলিন কৈল এক রাজনাম ॥ ৫৪ ॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ তুমি তাহার তনয় ॥ ৫৫ ॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি ॥ ৫৬ ॥
তবে রায় যাই সবে রাজারে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা ॥ ৫৭ ॥
সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামল বরণ।
কিশোর বয়স দীর্ঘ কমলনয়ন ॥ ৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

আমি চতুর্থাশ্রমস্থ মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নই। সুতরাং কায়মনোবাক্যে লৌকিক ব্যবহারের আশঙ্কা করি অর্থাৎ পরাপেক্ষা করিয়া থাকি ॥ ৫০ ॥

পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তিহঁ হৈলা উদ্দীপন ॥ ৫৯ ॥
তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা ॥ ৬০ ॥
এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥ ৬১ ॥
কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইহার দর্শনে।
এতবলি কৈল তারে পুনঃ আলিঙ্গনে ॥ ৬২ ॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ ॥ ৬৩ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন।
তার ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥ ৬৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায মিলিহ এই আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫ ॥
বিদায় হঞা রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥ ৬৬ ॥
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥ ৬৭ ॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান রাজার নন্দন।
প্রভুভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন ॥ ৬৮ ॥

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ৬৯ ॥
আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভু নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥ ৭০ ॥
এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥ ৭১ ॥
প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌমে বোলাইয়া নিল ॥ ৭২ ॥
তিন জন পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দিরমার্জ্জন সেবা মাগি নিল ॥ ৭৩ ॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

গুণ্ডিচা মন্দির :—শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। রথযাত্রাকালে তথায় শ্রীজগন্নাথদেব সপ্তাহের জন্য গমন করেন পরে পুনরায় রথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জনশ্রুতিমূলে জানা যায় শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন রাজপত্নী গুণ্ডিচা নামে পরিচিতা ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থে গুণ্ডিচামন্দিরের উল্লেখ আছে। গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ২৮৮ হাত ও প্রস্থে ২১৫ হাত। মূল মন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৬ হাত প্রস্থে ৩০ হাত। নাট মন্দির দৈর্ঘ্যে ৩২ হাত প্রস্থে ৩০ হাত ॥ ৭৩ ॥

বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই সেই শীঘ্র করিবারে ॥ ৭৫ ॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন।
এই এক লীলা কর যে তোমার মন ॥ ৭৬ ॥
কিন্তু ঘট সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে ॥ ৭৭ ॥
নূতন এক শত ঘট শত সম্মার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি ॥ ৭৮ ॥
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥ ৭৯ ॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥ ৮০ ॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥ ৮১ ॥
ভিতর মন্দির উপর সকল মার্জ্জিল।
সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল ॥ ৮২ ॥
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জনশোধন।

অনুভাষ্য।

গুণ্ডিচার মূলমন্দিরের মধ্যে ১২ হাত দীর্ঘ ও দুই হাত উচ্চ এক রত্নবেদী আছে। ইহাই সিংহাসন ॥ ৮২ ॥

পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥ ৮৩ ॥
চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু শিখান সবারে ॥ ৮৪ ॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম ॥ ৮৫ ॥
ধূলী ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাহাঁ কাহাঁ অশ্রুজলে করে সংমার্জ্জন ॥ ৮৬ ॥
ভোগমন্দির শোধন করি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাসক্রমে করিল শোধন ॥ ৮৭ ॥
তৃণ ধূলী ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥ ৮৮ ॥
এই মত ভক্তগণ করি নিজ বাসে।
তৃণ ধূলী বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে ॥ ৮৯ ॥
প্রভু কহে কে কত করিয়াছ সংমার্জ্জন।
তৃণ ধূলী দেখিলে জানিব পরিশ্রম ॥ ৯০ ॥
সবার ঝ্যাটান্য বোঝা একত্র করিল।

অনুভাষ্য।

শ্রীজগমোহন মূলমন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী মন্দির ৩২ হাত দীর্ঘ ॥ ৮৩ ॥

ভোগমন্দির দৈর্ঘে ৪০ হাত এবং প্রস্থে ১৭ হাত ॥ ৮৭ ॥

সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥ ৯১ ॥
এই মত অভ্যন্তর করিলা মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥ ৯২ ॥
সূক্ষ্ম ধূলা তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধন কর প্রভুর অন্তঃপুর ॥ ৯৩ ॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥ ৯৪ ॥
আর শত জন শত ঘটে জলভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ॥ ৯৫ ॥
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল ॥ ৯৬ ॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি গৃহ মধ্য সিংহাসন ॥ ৯৭ ॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥ ৯৮ ॥
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন।
প্রভু আগে জল আনি দেয় ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥
ভক্তগণ করে গৃহ মধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥ ১০০ ॥
কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে।

কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে ॥ ১০১ ॥
কেহ লুকাইয়ে করে সেই জল পান।
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান ॥ ১০২ ॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥ ১০৩ ॥
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥ ১০৪ ॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥ ১০৫ ॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥ ১০৬ ॥
শত শত জন জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে ॥ ১০৭ ॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥ ১০৮ ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত স্বরূপ ভারতী পুরী।
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥ ১০৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

প্রণালিকায়,—নরদামায় ॥ ১০৩ ॥

ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোক লঞা আইল॥ ১১০॥
জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥ ১১১॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটসমর্পণ॥ ১১২॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ নাম হইল সঙ্কেত সর্ব্বকাম॥ ১১৩॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একলে প্রেমাবেশে করে শতজনের কাম॥ ১১৪॥
শত হস্তে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন।
প্রতি জন পাশে যাই করাণ শিক্ষণ॥ ১১৫॥
ভাল কর্ম্ম দেখি তারে করে প্রশংসন।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন॥ ১১৬॥
তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।

অনুভাষ্য

বৈষ্ণবগণ জলানয়ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত, দামোদর স্বরূপ, ব্রহ্মানন্দ ভারতী ও পরমানন্দপুরী এই পাঁচ জন মহাপ্রভুর সহিত জলগ্রহণ করিয়া মার্জ্জন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন॥ ১০৯॥

এই মত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে ॥ ১১৭ ॥
একথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা।
ভাল মতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া ॥ ১১৮ ॥
তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন।
ভোগমন্দির আদি তবে কৈল প্রক্ষালন ॥ ১১৯ ॥
নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ।
পাকশালা আদি করি করিল প্রক্ষালন ॥ ১২০ ॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভাল মতে ধুয়াইল ॥ ১২১ ॥
হেনকালে গৌড়িয়া এক সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল ॥ ১২২ ॥
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর মনে রোষ হৈল ॥ ১২৩ ॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি বাহিরে মহারোষ ॥ ১২৪ ॥
শিক্ষা লাগি স্বরূপ ডাকি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে ॥ ১২৫ ॥

অনুভাষ্য।

সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীদামোদর স্বরূপের অধীন তজ্জন্য 'তোমার'॥ ১২৫ ॥

ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল আপনি লইয়া পান কৈল ॥ ১২৬ ॥
এই অপরাধে মোর কাহাঁ হৈবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক দুর্গতি ॥ ১২৭ ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি পুরী বাহির রাখিলেন লঞা ॥ ১২৮ ॥
পুনঃ আসি প্রভু পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥ ১২৯ ॥
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
সারি করি দুই পাশে সবারে বসাইল ॥ ১৩০
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ কাঁকর কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥ ১৩১ ॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।
যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপানা লব ॥ ১৩২ ॥
এই মত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন ॥ ১৩৩ ॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি পানী বহাইল।

অনুভাষ্য।

ভগবন্মন্দিরে পদধৌতি প্রভৃতি সেবাপরাধ ॥ ১২৬ ॥
পুরী, গুণ্ডিচাপুরী ॥ ১২৮ ॥

নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥ ১৩৪ ॥
এই মত পুরদ্বার আগে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ॥ ১৩৫ ॥
নৃসিংহমন্দির ভিতর বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল ॥ ১৩৬ ॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্তসিংহসম ॥ ১৩৭ ॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্য পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার ॥ ১৩৮ ॥
চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥ ১৩৯ ॥
মহা উচ্চ সংকীর্ত্তন আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥ ১৪০ ॥
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নৃসিংহমন্দির,—গুণ্ডিচাবাড়ির সন্নিকটে একটী সুন্দর ও পুরাতন নৃসিংহমন্দির আছে। তথায় নৃসিংহচতুর্দ্দশীর দিবস মহামহোৎসব হয়। মুরারিগুপ্তরচিত শ্রীচৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ ধামেও নৃসিংহ-মন্দির সংস্কারণলীলা বর্ণিত আছে। ১৩৬॥

এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া।
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় জানিয়া॥ ১৪২ ॥
আচার্য্য গোসাঞিের পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল গৌরধাম॥ ১৪৩ ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে॥ ১৪৪ ॥
আস্তে ব্যস্তে আচার্য্য তারে কৈল কোলে।
শ্বাস রহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে॥ ১৪৫ ॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥ ১৪৬ ॥
অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন কান্দে সব ভক্তগণ॥ ১৪৭ ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হস্ত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চৈঃস্বরে কৈল॥ ১৪৮ ॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সর্ব্বভক্তগণ॥ ১৪৯ ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপে করি করিল বর্ণন॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগোপাল, চরিতামৃত আদি দ্বাদশ ১৮।১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৪৩॥

তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা॥ ১৫১ ॥
তীরে উঠি পরেন প্রভু শুষ্ক বসন।
নৃসিংহ দেব নমস্করি গেলা উপবন॥ ১৫২ ॥
উদ্যানে বসিয়া প্রভু ভক্তগণ লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা॥ ১৫৩ ॥
কাশীমিশ্র তুলসী পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোকে যত করয়ে ভোজন॥ ১৫৪ ॥
তত অন্ন পিঠাপানা সব পাঠাইল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥ ১৫৫ ॥
পুরী গোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥ ১৫৬ ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্কর ন্যায়াচার্য্য আর রাঘব বক্রেশ্বর॥ ১৫৭ ॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লঞা ভক্তগণ॥ ১৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইন্দ্রদ্যুম্নপুষ্করিণী ও গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট সেই পুষ্করিণীতে প্রভু স্নান করিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করত উপবনে গেলেন॥ ১৫১।১৫২ ॥

তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥ ১৫৯ ॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন ॥ ১৬০ ॥
ভক্ত সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এসঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার ॥ ১৬১ ॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তারে ॥ ১৬২ ॥
স্বরূপ গোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর ॥ ১৬৩ ॥
পরিবেশন করে তাহাঁ এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥ ১৬৪ ॥
পুলিন ভোজন কৃষ্ণ পূর্ব্বে যৈছে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥ ১৬৫ ॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা অস্থির।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥ ১৬৬ ॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লাফরা ব্যঞ্জন,—সামান্য চচ্চড়ীর ন্যায় এক প্রকার ব্যঞ্জনবিশেষ। মোটা অন্নের সহিত তাহা মিশাইয়া দুঃখী লোককে পরিবেশন করে।

পিঠাপানা অমৃত গুটিকা দেই ভক্তগণে ॥ ১৬৭ ॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায় ।
তারে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ দ্বারায় ॥ ১৬৮ ॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥ ১৬৯ ॥
যদ্যপি দিলেন প্রভু তারে করেন রোষ ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ ॥ ১৭০ ॥
পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥ ১৭১ ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ।
তার আগে কিছু খান মনে এই ত্রাস ॥ ১৭২ ॥
স্বরূপ গোসাঞি ভাল মিষ্ট প্রসাদ লঞা ।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া ॥ ১৭৩ ॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন ।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥ ১৭৪ ॥
এত বলি আগে কিছু করে সমর্পণ ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ॥ ১৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

অমৃতগুটিকা,—ক্ষীরে ফেলা মোটা পুরী, তাহাকে সচরাচর অমৃতরসাবলি বলে। ১৬৭ ।

এইমত দুইজন করে বারবার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার ॥ ১৭৬ ॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসায়েছেন বাম পাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাঁসে ॥ ১৭৭ ॥
সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বারবার করান ভোজন ॥ ১৭৮ ॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দেন প্রসাদ প্রভু আজ্ঞা মানি ॥ ১৭৯ ॥
কাহাঁ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড় ব্যবহার।
কাহাঁ এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥ ১৮০ ॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি ॥ ১৮১ ॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয় ॥ ১৮২ ॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি ॥ ১৮৩ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে স্মার্ত্তবিচারপর থাকিয়া প্রাকৃত জড়-বিশ্বাস পোষণ করিয়া প্রসাদ, গোবিন্দ, নাম ও বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট ছিলেন না এক্ষণে মহাপ্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত দর্শনে বিশ্বস্ত হইয়া প্রসাদাদিতে পরমানন্দ লাভ করিলেন ইহাই আলোচ্য বিষয় ॥ ১৮০ ॥

কাহাঁ বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গসুধা সমুদ্রতরঙ্গে॥ ১৮৪॥
প্রভু কহে পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি॥ ১৮৫॥
ভক্ত মহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে॥ ১৮৬॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তের নাম লঞা।
পিঠাপানা দেয়াইল প্রসাদ করিয়া॥ ১৮৭॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুইজনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই॥ ১৮৮॥
অদ্বৈত কহে অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি।

অনুভাষ্য।

বহির্ম্মুখ, যাহারা বাহ্যিক রূপরসাদিতে ভোক্তাভিমান করিয়া নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত এবং কৃষ্ণসেবা বিমুখ তাহারাই বহির্ম্মুখ। মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাং। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাং॥ ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ জড়বিষয়-ভোগপর অভিজ্ঞান হইতে কৃষ্ণসেবার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। অপ্রাকৃততত্ত্বের বহির্দ্দেশে দেবীধাম অবস্থিত। তথাকার বস্তু সমূহ প্রাকৃত। স্বরূপ বিভ্রান্তি ক্রমে তাহাই বদ্ধজীবের সেব্যবস্তুরূপে প্রতীত হয়॥ ১৮৪॥

ভোজন করিলা জানি হবে কোন গতি ॥ ১৮৯ ॥
প্রভুত সন্ন্যাসী উহাঁর নাহি অপচয় ।
অন্ন দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥ ১৯০ ॥
নান্নদোষেণ মস্করী এই শাস্ত্র প্রমাণ ।
আমিত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার দোষ স্থান ॥ ১৯১ ॥
জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার ।
তার সঙ্গে এক পংক্তি বড় অনাচার ॥ ১৯২ ॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত আচার্য্য ।
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বাধে শুদ্ধ ভক্তিকার্য্য ॥ ১৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

নান্নদোষেণ মস্করী,—মস্করী অর্থাৎ সন্ন্যাসীর, অন্নদোষ লাগে না ॥ ১৯১ ॥

নিত্যানন্দ কহিলেন, তুমি অদ্বৈত আচার্য্য । তোমার সিদ্ধান্ত সকল অদ্বৈতবাদ । তাহাতে শুদ্ধভক্তিকার্য্যের বাধা হয় । তোমার সিদ্ধান্তে যিনি আসক্তি করেন তিনি একরস ব্রহ্ম বই আর কিছুই

অনুভাষ্য ।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত । সেব্যসেবক লীলা নিত্য সত্য, ইহা অদ্বৈতবাদীগণের সিদ্ধান্তে অনুমোদিত নহে । তাহারা কৃষ্ণসেবারূপ অপ্রাকৃত ভক্তি-কার্য্যকে মানবের সুখদুঃখ-ভোগপর কর্ম্মফলান্তর্গত অন্যতম প্রাকৃত বিষয় জ্ঞান করে । সুতরাং তাদৃশ সিদ্ধান্ত নামরূপগুণলীলা-বিচিত্রময় নির্ম্মল ভক্তিকার্য্যের প্রতিবন্ধক ॥ ১৯৩ ॥

তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় নাহি মানে॥ ১৯৪॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥ ১৯৫॥
এই মত দুই জনে করে বোলাবোলি।
ব্যাজ স্তুতি করে দুঁহে যেন গালাগালি॥ ১৯৬॥
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের নাম লইয়া।
মহাপ্রসাদ দেন মহা অমৃত সিঞ্চিয়া॥ ১৯৭॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥ ১৯৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

দেখিতে পান না। এবম্বিধ তোমার সঙ্গ আমাদের ত্যাজ্য হইলেও তোমার সহিত একত্র ভোজন ঘটিতেছে। ইহাতে আমার মন লয় না। ১৯৪।১৯৫॥

ব্যাজস্তুতি,—ছলস্তুতি অর্থাৎ বাহিরে নিন্দাবোধ ভিতরে মাহাত্ম্য-সূচক॥ ১৯৬॥

মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে মহাপ্রসাদ দেওয়াইলেন তাহাতে প্রভুর কৃপারূপ-অমৃত সিঞ্চিত হওয়ায় অত্যধিক উপাদেয় হইল॥ ১৯৭॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরূপ উপদেশামৃতে,— দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণং॥ এতদ্ভোজনাদি সঙ্গবিষয়ক বিচার শুদ্ধ ভক্তের পালনীয়॥ ১৯৫॥

তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিল মাল্যচন্দনে ॥ ১৯৯ ॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ২০০ ॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ॥ ২০১ ॥
ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ কিছু মাগি নিল।
সেই অবশেষ গোবিন্দ আপনি পাইল ॥ ২০২ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
ধোয়াপাখলা নাম কৈল এই এক লীলা ॥ ২০৩ ॥
আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান ॥ ২০৪ ॥
পক্ষাদিন দুঃখী লোক প্রভু অদর্শনে।
দর্শন করিলা লোক সুখ পাইল মনে ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

ধোয়াপাখলা,—এই গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলার নাম উৎকল ভাষায় ধোয়াপাখলা বলে ॥ ২০৩ ॥

নেত্রোৎসব,—স্নানের সময় জগন্নাথের বর্ণ-ধৌত হওয়ায় অনবসরকালে শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের অঙ্গরাগ হয়। নবযৌবন দিবসেই প্রাক্‌কালে নেত্রোৎসব অর্থাৎ চক্ষুর অঙ্গরাগ হয় ॥ ২০৪ ॥

পক্ষদিন,—পনর দিবস ॥ ২০৫ ॥

মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন ॥ ২০৬ ॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল করঙ্গ লইয়া ॥ ২০৭ ॥
প্রভুর আগে পুরী ভারতী দুঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুঁহে পার্শ্বে দুই জন ॥ ২০৮ ॥
পাছে পাছে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ ভবন ॥ ২০৯ ॥
দর্শন লোভেতে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগ মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥ ২১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

মর্য্যাদা লঙ্ঘন,—শাস্ত্রের যে বিধি অনুসারে দেব দর্শন করিতে হয় সেই বিধির নাম মর্য্যাদা। দর্শন লোভে অনেকেই সে মর্য্যাদা লঙ্ঘন-পূর্ব্বক নবযৌবন দর্শনে গেলেন ॥ ২১০ ॥

অনুভাষ্য।

পূর্ণিমায় স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি এক পক্ষকাল দর্শকের নেত্রানন্দের বিষয় হন না। সেদিন দর্শনার্থী পক্ষকাল অনবসরের পর ভগবানকে দর্শন করিয়া স্বীয় চক্ষুর সফলতা বিধান করেন ঐ বিয়োগ-পক্ষান্তের পর প্রথম দর্শনকে নেত্রোৎসব বলে ॥ ২০৫ ॥

করঙ্গ, চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর জলপাত্র ॥ ২০৭ ॥

তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল।
গাঢ় তৃষ্ণা পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল ॥ ২১১ ॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন যুগল।
নীলমণি দর্পণ কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥ ২১২ ॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ ॥ ২১৩ ॥
শ্রীমুখ সুন্দর কান্তি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি ভক্ত নেত্র ভৃঙ্গ করে মধুপানে ॥ ২১৪ ॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নীলমণি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত দর্পণের কান্তির ন্যায় জগন্নাথদেবের গণ্ডস্থল ঝলমল করিতেছিল ॥ ২১২ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু জগমোহনের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা গরুড় স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশ হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন। পক্ষকাল দর্শন না পাইয়া প্রবল বিপ্রলম্ভপুষ্ট চেষ্টাক্রমে জগমোহন অতিক্রম করিয়া ভোগমণ্ডপে গিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিলেন। দর্শনীয় বস্তুর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মর্য্যাদার লঙ্ঘন বুঝিতে হইবে। পিপাসাক্লিষ্ট ভ্রমর যেরূপ পুষ্পমধুপানে সুদৃঢ় পানচেষ্টা প্রদর্শন করে তদ্রূপ প্রভুর নেত্রযুগল ভ্রমরদ্বয় এবং জগন্নাথের শ্রীমুখ পদ্মপুষ্প। গাঢ়তৃষ্ণাবশে কৃষ্ণমুখদর্শনরূপ পানকার্য্যে পিপাসাক্লিষ্টদ্বয় ॥ ২১০।২১১ ॥

মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্রে না যায় অন্তর ॥ ২১৫ ॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন ॥ ২১৬ ॥
স্বেদকম্প অশ্রু জল বহে সর্ব্বক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥ ২১৭ ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥ ২১৮ ॥
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভু লঞা গেলা ॥ ২১৯ ॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥ ২২০ ॥
গুণ্ডিচাগৃহ মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥ ২২১ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচাগৃহমার্জ্জনং
নাম দ্বাদশপরিচ্ছেদঃ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু যতই শ্রীমুখদর্শন করিতে লাগিলেন তাঁহার দর্শন পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। প্রভুর চক্ষু ও কৃষ্ণমুখপদ্ম উভয়ের মধ্যে ভেদ বা অন্তরায় ঘটিল না ॥ ২১৫ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

:‡•‡:-

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোপি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

প্রাতঃস্নান করিয়া প্রভু জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার পাণ্ডুবিজয়ের সহিত রথারোহণ দর্শন করিলেন। সেইসময় রাজা সুবর্ণ-মার্জ্জনীর দ্বারা পথসম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচা-বাড়ী চলিলেন। বালুকাময় সুপ্রশস্ত পথ দুই দিকে গৃহ উদ্যানাদি, সেই পথমধ্য দিয়া গৌড়গণ রথ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহাপ্রভু নিজগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনসময়ে মহাপ্রভুর বহুবিধ ভাব উদয় হইতে লাগিল। এমন কি যেন জগন্নাথ ও মহাপ্রভু পরস্পর ভাববিনিময়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বলগণ্ডি পর্য্যন্ত রথ আসিলে তথায় সাধারণের একটী ভোগ নিবেদন হইতে লাগিল। উদ্যানের নিকটবর্ত্তী উপবনে মহাপ্রভু নৃত্য পরিশ্রমের কিছু শান্তি করিলেন।

জগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং জগন্নাথ স্বয়ং বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন করি এক মন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন ॥ ৩ ॥
আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ॥ ৪ ॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ॥ ৫ ॥
আপনি প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয় দর্শন ॥ ৬ ॥
অদ্বৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে পট্টডোর বাঁধিয়া সেবকগণ মন্দির হইতে যে প্রণালীতে সিংহদ্বারের নিকট রথে উঠাইয়া দেন, তাহাকে পাণ্ডুবিজয় বলে ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ মহাপ্রভুঃ শ্রীরথাগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবস্য রথস্য সম্মুখে ননর্ত্ত যেন নর্ত্তনমাধুর্য্যেণ জগতাং লোকানাং চিত্তং কুতূহলং আসীৎ জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ ॥ ১ ॥

পাণ্ডুবিজয় বা পাহাণ্ডি। সিংহাসন হইতে রথারোহণ ॥ ৫ ॥

বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি॥ ৮॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম চরণ॥ ৯॥
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥ ১০॥
উচ্চদৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলি হৈতে ত্বরায় আর তুলি আনে॥ ১১

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দয়িতাগণ,—দয়িত শব্দ হইতে দয়িতা হইয়াছে। দয়িতানামে এক শ্রেণীর সেবক আছে। ইহারা জাতিতে ভদ্র নয়, কিন্তু জগন্নাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রের সম্মান লাভ করিয়াছে। স্নানের দিন হইতে রথ হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত দয়িতাগণের শ্রীজগন্নাথে বিশেষ অধিকার থাকে। দয়িতাগণকে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে শবর বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের দয়িতা-পতি বলে। ইহারা জগন্নাথদেবকে অনবসর কালে মিষ্টান্ন ভোগ দেন এবং সকল সময়ে প্রাতঃকালে বাল্যভোগ মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইহারা অনবসর কালে জগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে বলিয়া ঔষধি অর্পণ করেন। কথিত এই যে শ্রীজগন্নাথ আবির্ভাবের পূর্ব্বে শবরদের মধ্যে শ্রীনীলমাধবমূর্ত্তি ছিলেন সেই নীলমাধবমূর্ত্তি পরে জগন্নাথে পরিণত হওয়ায় শবরদয়িতাদিগের জগন্নাথের অন্তরঙ্গ সেবায় অধিকার জন্মিয়াছে॥ ৮॥

প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১২ ॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥ ১৩ ॥
মহাপ্রভু মণিমা মণিমা করে ধ্বনি।
নানা বাদ্য কোলাহল কিছুই না শুনি ॥ ১৪ ॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫ ॥
চন্দন জলেতে করে পথ নিসিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ সিংহাসনে ॥ ১৬ ॥
উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ ১৭ ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সেই সেবা হৈতে ॥ ১৮ ॥
রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তুলি,—আবরিত তুলা। তুলার ছোট ছোট গদি; বালিসের ন্যায় ॥ ১১ ॥

মণিমা,—উৎকলীয় লোকেরা পূজনীয়পাত্র ও রাজাকে 'মণিমা' বলিয়া সম্বোধন করে ॥ ১৪ ॥

নব হেমময় রথ সুমেরু আকার ॥ ১৯ ॥
শত শত সুচামর দর্পণ উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্ম্মল ॥ ২০ ॥
ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ ২১ ॥
লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর ॥ ২২ ॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ২৩ ॥
তাহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ॥ ২৪ ॥
সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্নানের পর যে একপক্ষ নিভৃতে থাকেন তাহাকে অনবসর নিভৃত কাল বলে। তাহার পর লক্ষ্মীর অনুমতি লৈয়া রথে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অনুভাষ্য।

অনবসরকালে জগন্নাথদেব পক্ষকাল নির্জ্জনে মহালক্ষ্মীসহ মর্য্যাদান্বিত হইয়া অবাধে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এক্ষণে লক্ষ্মীর সম্মতিক্রমে অনুরাগমার্গীয় কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তগণের আনন্দবিধানার্থে রথে চড়িয়া

রথে চড়ি জগন্নাথ করিলা গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন ॥ ২৬ ॥

গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৭ ॥

ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় চলে না চলে কার বলে ॥ ২৮ ॥

তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ।
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য চন্দন ॥ ২৯ ॥

পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥ ৩০ ॥

অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত স্পর্শে দুহাঁর হইল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য চন্দন।
স্বরূপ শ্রীবাস যাহাঁ মুখ্য দুই জন ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গৌড়,— উৎকল লোকারা দিগকে গৌড় বলে ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

স্বচ্ছন্দ বিহারে বহির্গত হইতেন। বলা বাহুল্য স্বকীয় স্থান এস্থলে স্থল। রথগমনের পথ যমুনার পুলিনসদৃশ স্বচ্ছ শ্বেতবালুকাপূর্ণ। পথের দুই পার্শ্বে বৃন্দাবনের মত কানন বেষ্টিত ॥ ২৩-২৫ ॥

চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন ॥ ৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পালিগান,--দোহার ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

সাত সম্প্রদায়ের বিবরণ ॥ ৩৩-৪৮ ॥

জগন্নাথের রথাগ্রে।

সম্প্রদায়সংখ্যা	প্রধান	গায়ক	নর্ত্তক
প্রথম	দামোদর স্বরূপ	১। দামোদর ২। নারায়ণ দত্ত ৩। গোবিন্দ ৪। রাঘব পণ্ডিত ৫। গোবিন্দানন্দ।	অদ্বৈত
দ্বিতীয়	শ্রীবাস	১। গঙ্গাদাস ২। হরিদাস ৩। শ্রীমান্ ৪। শুভানন্দ ৫। শ্রীরাম।	নিত্যানন্দ
তৃতীয়	মুকুন্দ	১। বাসুদেব ২। গোপীনাথ ৩। মুরারি ৪। শ্রীকান্ত ৫। বল্লভসেন।	হরিদাস
চতুর্থ	গোবিন্দ ঘোষ	১। হরিদাস ২। বিষ্ণুদাস ৩। রাঘব ৪। মাধব ৫। বাসুঘোষ।	বক্রেশ্বর

রথের বামপার্শ্বে।

সম্প্রদায়সংখ্যা	প্রধান	গায়ক	নর্ত্তক
পঞ্চম		কুলীনগ্রামীগণ	রামানন্দ সত্যরাজ

তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায় দিল গায়ন বাঁটিয়া ॥ ৩৪ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ৩৫ ॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালিগান ॥ ৩৬ ॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৭ ॥
অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৮ ॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৩৯ ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাহাঁ গায়।

অনুভাষ্য।

সম্প্রদায়সংখ্যা	গায়ক	নর্ত্তক
	রথের দক্ষিণ পার্শ্বে।	
ষষ্ঠ	অদ্বৈতানুগতগণ	অচ্যুতানন্দ
	রথের পশ্চাতে।	
সপ্তম	খণ্ডবাসীগণ	নরহরি রঘুনন্দন

মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৪০ ॥
শ্রীকান্ত বল্লভসেন আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥ ৪১ ॥
গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায় ॥ ৪২ ॥
মাধব বাসুদেব ঘোষ দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ ৪৩ ॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ।
তাহাঁ নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ ৪৪ ॥
শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সব গায় ॥ ৪৫ ॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৬ ॥
জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ ৪৭ ॥
সাত সম্প্রদায় বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাতসম্প্রদায়,—পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের সহিত কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়, শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিত হইয়া সাত

বৈষ্ণবের ঘটামেঘে হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দ সব বর্ষে নেত্র জল ॥ ৪৯ ॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ৫০ ॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জগন্নাথ বলে হস্তযুগ তুলি ॥ ৫১ ॥
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥ ৫২ ॥
সবে কহে প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যান আমারে দয়ায় ॥ ৫৩ ॥
কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধ ভক্তি ॥ ৫৪ ॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সম্প্রদায় হইলে, দুই দুই মাদল (খোল) হিসাবে চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন হইল ॥ ৪৮ ॥

যেরূপ রাসে ও মহিষী-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ বহু হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদ্রূপ সেই শক্তিপ্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক-সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেছিলেন যে, প্রভু আমার সম্প্রদায়ে আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই ॥ ৫২ ॥

সংকীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥ ৫৫ ॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে শরীর যার হৈল প্রেমময় ॥ ৫৬ ॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥ ৫৭
সার্ব্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ ৫৮ ॥
যারে তাঁর কৃপা সেই জানিবারে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥ ৫৯ ॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন।
সেইত প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন ॥ ৬০ ॥
সাক্ষাৎ না দেয় দেখা পরোক্ষেতে দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥ ৬১ ॥
সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।

অনুভাষ্য।

রহস্য দর্শন। শ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুর নৃত্যগীতাদি দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিজ রথের গতি স্তব্ধ করিলেন। মহাপ্রভু ও তাঁহার সম্মুখে নৃত্যাদি দ্বারা জগন্নাথের আনন্দ বিধান করিলেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এখানে এক রস হইলেও লীলা-বিচিত্রতাক্রমে এই অদ্ভুত রহস্যের প্রকাশ, মহাপ্রভুর কৃপায় রাজা বুঝিতে পারিলেন। সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগপৎ অবস্থিতি রহস্যের অন্তর। রাজায় তাহাও উপলব্ধি হইল ॥ ৬০ ॥

রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময় ॥ ৬২ ॥
এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপনে গায়েন নাচান নিজ ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥
কভু এক মূর্ত্তি কভু হন বহু মূর্ত্তি।
কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৪ ॥
লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলা শক্তি করে সমাধান ॥ ৬৫ ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৬৬ ॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য রঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৮ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণলীলায় যে প্রকার রাসস্থলীতে কৃষ্ণের দেহ এবং মহিষী বিবাহে যে প্রকার একই মূর্ত্তি অনেক হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন তদ্রূপ গৌরলীলায় সাতটী ভিন্ন ভিন্ন কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট ও প্রত্যক্ষ-বাদী দ্রষ্টাদিগের চক্ষে ভগবান্ গৌরসুন্দর অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন। ভক্ত ব্যতীত তাঁহার লোকাতীত লীলাদর্শনে অন্যের অধিকার হয় না। রাসে ও মহিষী বিবাহে কৃষ্ণের যুগপৎ অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইবার প্রমাণ আছে ॥ ৬৭ ॥

এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৬৯ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা গমন ।
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥ ৭০ ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ।
আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭১ ॥
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭২ ॥
শ্রীবাস রামাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ ॥ ৭৩ ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন ।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন ॥ ৭৪ ॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় ।
আর সব সম্প্রদায় চারি দিকে গায় ॥ ৭৫ ॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত ।
উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥ ৭৬ ॥

[বিষ্ণুপুরাণে ১ম অং, ১৯ অ, ৪৮ শ্লোঃ
ভাবভক্তিবিলাসধৃত মহাভারতে]

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৭৭ ॥

[পদ্যাবল্যাং ১০৮ অঙ্কধৃত মুকুন্দদেববাক্যং]

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের হিতস্বরূপ, জগতের মঙ্গলস্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

এই দেবকীনন্দন দেবতা জয়যুক্ত হউন। এই বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। এই নবজলধর শ্যাম কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

গোব্রাহ্মণহিতায় গবাং বিপ্রাণাং মঙ্গলাকরণস্বরূপভাবধারিণে ব্রহ্মণ্য-দেবায় ব্রহ্মণ্যানাং উপাস্যায় জগদ্ধিতায় লোককল্যাণবিধায়িনে গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ নমঃ অসকৃৎ প্রণতিঃ ॥ ৭৭ ॥

অসৌ দেবকীনন্দনঃ ইতি প্রসিদ্ধো দেবঃ জয়তি জয়তি। বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ বৃষ্ণীনাং যদূনাং ব্রজজনানাঞ্চ বংশং কুলং প্রদীপয়তি যঃ সঃ বৃষ্ণিকুলোজ্জ্বলকারী কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি। মেঘশ্যামলঃ নবঘনশ্যামলবর্ণঃ অঙ্গো যস্য সঃ ইন্দ্রনীলমণিশ্যামঃ; কোমলাঙ্গঃ কোমলং যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহমিত্যাদি-শ্লোকোদিতং সুকোমলং অঙ্গং যস্য সঃ কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি। পৃথ্বীভারনাশঃ কৃষ্ণাভক্তার্দিতধরাভারক্লেশনাশনবীরঃ মুকুন্দঃ জয়তি জয়তি ॥ ৭৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৯০অ, ২৪ শ্লোক]

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ, যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহু দ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবরজঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য-মুখের দ্বারা ব্রজ-পুরবনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন॥ ৭৯ ॥

অনুভাষ্য।

জননিবাসঃ জনেষু গোপযাদবাদিষ্বেব নিবাসো যস্য সঃ দেবকীজন্মবাদঃ দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ অথবা দেবক্যোর্নন্দ-বসুদেবপত্ন্যোর্[illegible] বাদঃ সম্বাদো যস্য সঃ [illegible] যদুবরৈঃ [illegible] যস্য সঃ স্বৈর্দোর্ভিঃ [illegible] ধর্ম্মপ্রতিপক্ষমসুরসংঘং তস্য দূরীকুর্ব্বন্ [illegible] স্থিরচরবৃজিনং সংসারদুঃখং [illegible] ব্রজপুরস্ত্রীণাং [illegible] হন্তীতি সঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন শোভনং [illegible] তেন স্বভাবত এব শ্রীমতা মুখেন [illegible] ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ মথুরা দ্বারকাপুরবাসিনীনাং [illegible] কামদেবং কামস্তাসৌ দিব্যতীতি দেবোহপ্রাকৃতত্বং স্বরূপভূতস্তং বর্দ্ধয়ন্ উদ্দীপয়ন্ সন্ জয়তি॥ ৭৯ ॥

[পদ্যাবল্যাং ৬৩অ ধৃত-শ্রীসার্ব্বভৌমোক্ত-শ্লোকঃ]

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৮০ ॥

এত পড়ি পুনরপি করিল প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান ॥ ৮১ ॥
উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। কিন্তু উদ্ভাসিত নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দেই ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

অহং বিপ্রো ন প্রাকৃতবুদ্ধ্যা লোকপ্রসিদ্ধবৈদিক-ত্রিবর্ণজন্মাভিমানী ব্রাহ্মণোঽপি ন চ নরপতিঃ বৈশ্যো ন শূদ্রো ন। নাহং বর্ণাভিমানীত্যর্থঃ। অহং বর্ণী ব্রহ্মচারী ন গৃহপতিঃ গৃহস্থো ন চ বনস্থঃ বানপ্রস্থঃ ন তুরীয়াশ্রমী ন যতির্বা ন। নাহং আশ্রমাভিমানী। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধেঃ প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্যন্ উদয়মাবিষ্কুর্বন্ যো নিখিলপরমানন্দঃ স এব পূর্ণামৃতাব্ধিস্তস্য গোপীভর্ত্তুঃ গোপীজনবল্লভস্য পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ত্রিগুণাতীতঃ কৃষ্ণদাসঃ ॥ ৮০ ॥

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥ ৮৩ ॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৪ ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে ভূমে গড়ি যায়।
স্বর্ণ পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥ ৮৫ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হাত প্রসারিয়া।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥ ৮৬ ॥
প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিবোল হরিবোল বলে বার বার ॥ ৮৭ ॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার,—অর্থাৎ অঙ্গারচক্রের ন্যায় চক্রভ্রমী রূপ ভ্রমিতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য।

অলাতচক্র—অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড সত্বর দ্রুতভাবে ঘুরাইলে অবিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত চক্রের ন্যায় প্রতিভাত হয় বাস্তবিক জ্বলন্ত চক্র নয় তদ্রূপ মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে একই বিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বত্র ব্যাপকরূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥ ৮৯ ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মণ্ডল হইয়া করে লোক নিবারণ ॥ ৯০ ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ॥ ৯১ ॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ৯২ ॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও এক পাশ ॥ ৯৩ ॥

অনুভাষ্য।

তিন মণ্ডল। লোক-বিমর্দ্দন-নিবারণ-কল্পে মহাপ্রভুকে কেন্দ্রস্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভক্তগণ আপনাদিগকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া তিনটী তিন বৃত্ত রচনা করিলেন। প্রথম বৃত্তে অন্যান্য ভক্তের সহ নিত্যানন্দ প্রভু, প্রথম বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় চক্রাকারে বেষ্টন পূর্ব্বক কাশীশ্বর মুকুন্দাদি, এবং দ্বিতীয় বৃত্তকে কেন্দ্রস্থানে লোকসমূহদ্বারা বেষ্টন করাইয়া প্রতাপরুদ্র রাজা তৃতীয়মণ্ডল রচনা করেন। তৃতীয়মণ্ডল দ্বারা আবরণ করিয়া দ্বিতীয়, প্রথম ও তদন্তঃস্থিত শ্রীমহাপ্রভুকে লোক ভিড় হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। উদ্দেশ্য—তৃতীয় মণ্ডল, লোকের ভিড়ে বিপর্য্যস্ত হইলে দ্বিতীয় এবং তাহাও সম্মর্দ্দিত হইলে প্রথম মণ্ডল কার্য্যে আসিবে। ৮৮ ॥

নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে তেহোঁ ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৯৪ ॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন ॥ ৯৫ ॥
ক্রুদ্ধ হঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥ ৯৬ ॥
ভাগ্যবান্ তুমি ইহাঁর হস্ত স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা ॥ ৯৭ ॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকে হৈল চমৎকার।
অন্য আছুক জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৯৮ ॥
রথ স্থির কৈল আগে না করে গমন।
অনিমিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ ৯৯ ॥
সুভদ্রা বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস ॥ ১০০ ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল ॥ ১০১ ॥
মাংস ব্রণ-সম রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ ১০২ ॥

অনুভাষ্য।

একই কালে আটপ্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয় ॥ ১০১ ॥

একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ১০৩ ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ তাতে রক্তোদ্গম।
জজ গগ, জজ গগ গদ্গদ বচন ॥ ১০৪ ॥
জলযন্ত্র ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল।
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০৫ ॥
দেহ কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম ॥ ১০৬ ॥
কভু স্তম্ভ প্রভু কভু ভূমিতে লোটায়।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ হস্ত না চলয় ॥ ১০৭ ॥
কভু ভূমি পড়ে কভু শ্বাস হয় হীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ ১০৮ ॥
কভু নেত্র নাসা জল মুখে পড়ে ফেণ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্ব বহে যেন ॥ ১০৯ ॥
সেই ফেণ লঞা শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণ প্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য।

রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া লোমকূপের মাংস ব্রণসদৃশ পুষ্ট হইল ॥ ১০২ ॥

জজগণ। জগন্নাথ বলিতে তাঁহার অস্ফুট বাক্য ॥ ১০৪ ॥

জলযন্ত্র, পিচকারী অথবা জল সেচন যন্ত্র বা ফোয়ারা ॥ ১০৫ ॥

এইমত তাণ্ডব নৃত্য কৈল কতক্ষণ।
ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ ১১১ ॥
তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥ ১১২ ॥

তথাহি পদং ॥ ধ্রুং ॥

সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু ॥ ১১৩ ॥

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥ ১১৪ ॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন।
আগে নৃত্য করি চলেন শচীর নন্দন ॥ ১১৫ ॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে গায়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়িয়া মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদয় হইল। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটী স্বভাবতঃ আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য।

ভবানন্দ, চরিতামৃত আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদ ১১০ সংখ্যায় এবং মধ্যলীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৩ ॥

. চরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে ৫৩ হইতে ৫৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ॥ ১১৩ ॥

কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥ ১১৬ ॥
জগন্নাথ-মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥ ১১৭ ॥
গৌর যদি পাছে চলে শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥ ১১৮ ॥
এইমত গৌর শ্যাম দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে সময় গৌরচন্দ্র গীতের অভিনয় করিতে করিতে পেছু হাটেন, জগন্নাথ তখন স্থির হইয়া দাঁড়ান। গৌর যখন আগে চলেন, জগন্নাথ তখন ধীরে ধীরে অগ্রগত হন ॥ ১১৮ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভুর ভাব এই যে ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যলীলায় মত্ত হন। পরে কুরুক্ষেত্র মিলনে তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করেন। এস্থলে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে রাধাভাব-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্যলীলা ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র নীলাচল হইতে মাধুর্য্য লীলাভূমি সুন্দরাচলের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শ্রীরাধা-ভাবে গৌরহরির পশ্চাদ্‌পদ হইবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজভাব বিস্মৃত হওয়ায় তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়াছেন তথাপি তাঁহাদের চেষ্টায় পুনরায় কৃষ্ণের ব্রজগত মাধুর্য্যের উদয়ে ঐশ্বর্য্যলীলা হইতে মধুর লীলার উৎকর্ষ উপলব্ধি হওয়ায় রথ-বিজয়। ব্রজজনের প্রতি আত্যন্তিক সৌন্দর্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ যাইতেছেন বিনা কথা তাঁহার অভিপ্রায়

নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর ॥ ১২০ ॥

[কাব্যপ্রকাশে ১ম উঃ, ৪র্থ অঙ্কধৃত তথা পদ্যাবল্যাং ৩৮০ অঙ্কধৃতবচনং]

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীস্বরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥ ১২১ ॥

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥ ১২২ ॥

অনুভাষ্য।

অত্র উদ্দেশ্য আছে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিরাকরণ জন্য শ্রীমহাপ্রভু পিছাইয়া পড়িতেছেন। মহাপ্রভুর অন্তর্গত ভাব অবগত হইয়া জগন্নাথ-দেব স্বীয় গতি বন্ধ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ বৃন্দাবনেশ্বরীর অভাবে ব্রজভাবের সৌষ্ঠব সম্ভাবনা নাই। জগন্নাথকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া গোপীভাবের সামর্থ বুঝিয়া উৎসাহিত হইয়া গৌরসুন্দর অগ্রসর হইলে শ্রীজগন্নাথদেব লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। জগন্নাথদেবের গৌরানুগমন ও গৌর-জন্য অপেক্ষা-যোগ্যতা দেখা যায়। মহাপ্রভুর জগন্নাথের প্রতি ভাব এবং জগন্নাথের মহাপ্রভুর প্রতি ভাব এই প্রকার ঠেলাঠেলি বা সম্বর্দ্ধে সংপ্রকৃষ্ট কলবান্ ॥ ১১৮।১১৯ ॥

মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২১ ॥

এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপ আখ্যান ॥ ১২৩ ॥
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ ১২৪ ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিলা।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইলা ॥ ১২৫ ॥
অবশেষে রাধাকৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম ॥ ১২৬ ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ ॥ ১২৭ ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গপিকনাদ শুনি ॥ ১২৮ ॥
এই রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলীবাদন ॥ ১২৯ ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ ॥ ১৩০ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়েত পূরণে ॥ ১৩১ ॥
ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১৩২ ॥

সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক।
সেই সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক ॥ ১৩৩ ॥
স্বরূপ গোসাঞি জানে না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপ গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥ ১৩৪ ॥
স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১৩৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮২ অ, ৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং]

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১৩৬ ॥

অস্যার্থঃ যথা রাগঃ।

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অন্যলোকের মনই হৃদয়; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন হইতে পৃথক্ নয়। মন ও বৃন্দাবনকে এক করিয়া আমি জানি ॥ ১৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৬ ॥

প্রাণনাথ শুন মোর নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন, তাহে তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ধ্রু ১৩৮ ॥
পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ জ্ঞানে কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে করিতে না যুয়ায় ॥ ১৩৯ ॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা কর, লোক হাসাইয়া মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে কৃষ্ণ, তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন উদ্ধবহস্তে জ্ঞানযোগ উপদেশ দিয়া জ্ঞানযোগে তোমাকে পাওয়া যায় এই কথা বলিয়াছিলে সম্প্রতি এই কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মিলনেও সেইরূপ জ্ঞানযোগ বলিতেছ। প্রেমময় আমার হৃদয়, ইহাতে জ্ঞানযোগের স্থল নাই। এইরূপ জানিয়াও তোমার এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। আমি তোমা

অনুভাষ্য।

প্রাকৃত মানব সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়কে মন বলিয়া জানে। প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার কৃষ্ণ-সেবাপর-চিত্তকে আমি রাধাকৃষ্ণ বিহারস্থল বৃন্দাবন বলিয়া জানি। প্রাকৃত বিষয় চেষ্টা রহিত মনকে বৃন্দাবনের সহ অভেদ জানি ॥ ১৩৭ ॥

নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি গোপীর আর বাড়ে রোষ ॥ ১৪১ ॥
দেহ স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহসমুদ্রজলে, কামতিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ তার পার ॥ ১৪২ ॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সে ব্রজের ব্রজজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হৈতে চিত্ত উঠাইয়া লইয়া বিষয়ে লাগাইতে চাহিলেও তাহা করিতে পারি না তোমার এরূপ আসক্তিই যখন আমার স্বভাব তখন আমাকে ধ্যানশিক্ষা দেওয়া কেবল লোকহাস্যকর মাত্র। অতএব তুমি স্থানাস্থান বিচার কর নাই। গোপী যোগেশ্বর নয়, যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আনন্দ লাভ করিবে। তোমার বাক্যের পারিপাট্য যথেষ্ট থাকিলেও গোপীকে ধ্যান শিখান একটী কুটীনাটী। ইহা শুনিয়া গোপীর অধিক অভিমান জন্মে। গোপীগণের স্বভাবতঃ দেহস্মৃতি নাই তখন সংসার কূপ বলিয়া তাঁহাদের কিছুই নাই; সুতরাং মুক্তিজনক

বিদগ্ধ মৃদু সদ্গুণ, সুশীল স্নিগ্ধ করুণ,
তুমি, তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে আমার দুর্দ্দৈব বিলাস ১৪৪ ॥
না দেখি আপন দুঃখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ॥ ১৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ধ্যানপদ্ধতি তাহাদের পক্ষে বিফল। তোমার বিরহ সমুদ্রে পতিত গোপীগণকে কেবল তোমার সেবা-কামরূপ তিমিঙ্গিল (মৎস্যবিশেষ) গিলিতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমি তোমার সেই ব্রজজন অর্থাৎ মাতা পিতা বন্ধুগণকে কিরূপে ভুলিয়া গেলে। তুমি বিশুদ্ধপুরুষ, মৃদু সদ্গুণদ্বারা সর্ব্বদা সুশীল স্নিগ্ধ করুণ, অতএব তোমার এরূপ ব্যবহার দোষাভাষও নয়, তবে যে তুমি ব্রজজনকে আর স্মরণ কর না তাহা কেবল আমার দুর্দ্দৈববিলাস আমি নিজের দুঃখ দেখিতেছি না, ব্রজেশ্বরী যশোদার দুঃখ দেখিয়া ব্রজজনের হৃদয় বিদারিত হয়। তুমি ব্রজবাসীকে বিচ্ছেদের দ্বারা কখন মৃতবৎ কর কখন সংযোগের দ্বারা জীবিত কর। কেন যে দুঃখ সহাইবার জন্য জীবিত রাখ বলিতে পারি না। তোমার যে মাথুর ও রাজবেশাদি এবং ব্রজ হইতে পৃথক্ স্থানে অবস্থান এবং মহিষীগণের সঙ্গ তাহা ব্রজজনের ভাল লাগে না। ব্রজজনের এই এক বিচিত্র কথা যে

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥ ১৪৬ ॥
তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি সকল ব্রজের সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজপদ ॥ ১৪৭ ॥

পুনর্যথা রাগেণ।

শুনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজপ্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ঋণী মানি,
করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন ॥ ১৪৮ ॥
প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর এসত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ১৪৯ ধ্রু ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহারা ব্রজভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। অথচ তোমাকে না দেখিলে মরিয়া থাকে। অতএব ব্রজজনের কি উপায় হইবে তাহা তুমিই জান ॥ ১৩৯-১৪৬ ॥

ঝুরোঁ—রোদন করিয়া থাকি ॥ ১৪৯

ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন ॥ ১৫০ ॥
তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূর দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ১৫১ ॥
প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এসত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৫২ ॥
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জনসুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয়া স্ত্রী, প্রিয়াসঙ্গহীন প্রিয়পুরুষ বাঁচিতে পারে না —এই সত্য প্রমাণ, তথাপি এইজন্য বাঁচিয়া থাকে, যে আমি মরিয়াছি শুনিলে তাহারও মৃত্যু হইবে ॥ ১৫২ ॥

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তার শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাহাঁ তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি ॥ ১৫৪ ॥
মোর ভাগ্য মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৫৫ ॥
যাদবের বিপক্ষ, দুষ্ট যত কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়।
আছে দুইচারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
আইলাম আমি জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫৬ ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তুমি আমার নিত্যপ্রিয়া, আমার বিরহে তুমি বাঁচিবে না, ইহা জানিয়া আমি নারায়ণের সেবা করতঃ তাঁহার বিভূষণশক্তিবলে প্রতিদিন ব্রজে আসিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া পুনরায় যদুপুরী ফিরিয়া যাই; অতএব ব্রজে থাকিয়া তুমি আমার স্ফূর্ত্তিলাভ মনে করিয়া থাক ॥ ১৫৪ ॥

সেবা স্ত্রী পুত্র ধন, করি রাজ্য আবরণ,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫৭ ॥
তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবন্ধু তোমা সনে,
বিলসিব রজনী দিবসে ॥ ১৫৮ ॥
এত তাঁরে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীতি হইল ॥ ১৫৯ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধ ৮২অ ৩২ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ১৬০ ॥

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে ॥ ১৬১ ॥
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ মুখ চাঞা ॥ ১৬২ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬০ ॥

স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায় বাক্য মন ॥ ১৬৩ ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন ॥ ১৬৪ ॥
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমি লিখে অধোমুখ হঞা ॥ ১৬৫ ॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর ॥ ১৬৬ ॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান ॥ ১৬৭ ॥
শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ কমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল ॥ ১৬৮ ॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিমল ॥ ১৬৯ ॥
প্রভুর হৃদয় আনন্দসিন্ধু উথলিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বরূপদামোদর যখন এই সকল ভাবের গান করেন তখন প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ অর্থাৎ চক্ষুকর্ণপ্রভৃতি স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া গান আস্বাদন করিতে থাকে অর্থাৎ একচিত্ততা ও একতানতা প্রকৃষ্ট রূপে উদয় হয় ॥ ১৬৪ ॥

উন্মাদ ঝঞ্ঝা বাত তৎক্ষণে উঠিল ॥ ১৭০ ॥
আনন্দে উন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ।
নানা ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ রঙ্গ ॥ ১৭১ ॥
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য।
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী স্বভাব প্রাবল্য ॥ ১৭২ ॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভাব পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥ ১৭৩ ॥
দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত মন।
প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥ ১৭৪ ॥
জগন্নাথ সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যত জন ॥ ১৭৫ ॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঝঞ্ঝাবাত—ঝাঁকে ঝাঁকে তেজ বাতাস ॥ ১৭০ ॥

ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধিশাবল্য;—ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য ॥ ১৭২ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৭২

প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল ॥ ১৭৭ ॥
অন্যের কি কায জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলিলা মন্থর ॥ ১৭৮ ॥
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী ॥ ১৭৯ ॥
এইমত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৮০ ॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল ॥ ১৮১ ॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছিছি বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥ ১৮২ ॥
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান।
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি ছিলা অন্য স্থান ॥ ১৮৩ ॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবনে।
প্রসন্ন হঞাছে তারে মিলিবারে মনে ॥ ১৮৪ ॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চৌগুণমঙ্গল,—চতুর্গুণ মঙ্গলধ্বনি ॥ ১৭৭ ॥
মন্থর, ধীরে ধীরে গমন ॥ ১৭৮ ॥

বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥ ১৮৫ ॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয় ॥ ১৮৬ ॥
তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ ॥ ১৮৭ ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন ॥ ১৮৮ ॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হঞা।
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ ১৮৯ ॥
ঠেলিতে চলিল রথ হড় হড় করি।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে হরি হরি ॥ ১৯০ ॥
তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ ১৯১ ॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথাগ্রে আইলা।
জগন্নাথ আগে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ১৯২ ॥
চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডি স্থানে।
জগন্নাথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে ॥ ১৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বলগণ্ডি স্থানে,—শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনীমন্দীর মধ্যে যে স্থানটী তাহার নাম বলগণ্ডি ॥ ১৯৩ ॥

বামে বিপ্রশাসন নারিকেল বন ।
ডাহিনেতে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ১৯৪ ॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ॥ ১৯৫ ॥
সেই স্থলে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম ।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ ১৯৬ ॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ ।
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ॥ ১৯৭ ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র মিত্রগণ ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন ॥ ১৯৮ ॥
নানা দেশের যাত্রিক দেশী যত জন ।
নিজ নিজ ভোগ তাহাঁ করে সমর্পণ ॥ ১৯৯ ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে উদ্যানের বনে ।
যেই যাহা পায় লাগায় নাহিক নিয়মে ॥ ২০০ ॥
ভোগের সময়ে লোকের মহা ভিড় হৈল ।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥ ২০১ ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা ।
পুষ্পোদ্যান গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥ ২০২ ॥

অনুভাষ্য ।

উৎকলদেশে ব্রাহ্মণপল্লীকে বিপ্রশাসন বলে ॥ ১৯৪ ॥

নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর যেছে ঘনঘর্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন ॥ ২০৩ ॥
যত ভক্ত কীর্তনীয়া আসিয়া আরাম।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ॥ ২০৪ ॥
এই ত কহিল প্রভুর মহাসংকীর্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্তন ॥ ২০৫ ॥
রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্তন।
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছে বর্ণন ॥২০

[স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে ৭ম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং]

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আসিয়া আরাম,—উদ্যানে আসিয়া ॥ ২০৪ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরূপগোস্বামী তিনটী শ্রীচৈতন্যাষ্টক রচনা করেন। তন্মধ্যে এইটি প্রথম অষ্টকের সপ্তম শ্লোক ॥ ২০৬ ॥

রথারূঢ়স্য রথোপরিস্থিতস্য নীলাচলপতেঃ জগন্নাথদেবস্য আরাৎ সমীপে অধিপদবি প্রধানবর্ত্মনি অদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশ অদভ্রেণ অধিকেন প্রেমোর্ম্মিণা প্রেমতরঙ্গেণ স্ফুরিতঃ প্রকটিতঃ য নটনোল্লাসঃ নর্তনবিলাসাধিক্যং যেন বিবশঃ সহর্ষং সানন্দং পার্ষদৈ

সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ২০৭ ॥

ইহা যেই শুনে সেই শ্রীচৈতন্য পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয় ॥ ২০৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ॥

রথারূঢ় নীলাচলপতির সম্মুখে অধিক প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত নাট্যোল্লাসে বিবশ হইয়া আমাদের সহিত সঙ্কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা পরিবৃত সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় দৃষ্টিপথে আসিবেন? ॥ ২০৭ ॥

অনুভাষ্য।

কীর্ত্তনপরৈঃ বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃততনুঃ হরিজনবেষ্টিতবিগ্রহঃ সঃ চৈতন্যঃ গৌরচন্দ্রঃ মে মম দৃশোঃ পদং পুনরপি কিং যাস্যতি ॥ প্রবোধানন্দঃ রাধারসসুধানিধৌ। নিবদ্ধং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপ-প্রসূনচ্ছবিং প্রোদ্ধৃত্য ভুজদণ্ডং হরিহরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ। নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্ব্বীতলং গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং ভজে ॥ ২০৭ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

বলগণ্ডি-উদ্যানে প্রভুর প্রেমাবেশ হইলে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব একা বৈষ্ণববেশ ধারণপূর্ব্বক ভাগবত-শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর পদ-সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সেবন করিলেন। তদনন্তর রথ না চলায় রাজা অনেক মত্তহস্তী লাগা-ইয়া রথ চালাইতে না পারিলে মহাপ্রভু স্বয়ং মাথা দিয়া রথ ঠেলিয়া চালাইলেন। ভক্তগণ সেই সময় কাছি টানিতে লাগিল। গুণ্ডিচার নিকটে আইটোটায় মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থান হইল। জগন্নাথ সুন্দরাচলে বসিলে মহাপ্রভুর বৃন্দাবনলীলা স্ফূর্ত্তি হইল। গণসহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরো-বরে প্রভুর জলখেলা হইয়াছিল। নবরাত্রযাত্রায় মহাপ্রভুর জগন্নাথ-বল্লভে অবস্থিতি। পঞ্চমীদিবসে হোরাপঞ্চমীর লীলা দর্শনে লক্ষ্মী ও গোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। রাধিকার ভাবের সর্ব্বোৎকর্ষতা শ্রীস্বরূপের মুখ হইতে শুনিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করিলেন। পুনর্যাত্রা সময় কীর্ত্তনাদি হইলে কুলীনগ্রামী রামানন্দ-

শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন ॥ ৩ ॥
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥ ৪ ॥
সার্ব্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণব বেশে করিল প্রবেশ ॥ ৫ ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড় হাত হঞা।
প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

সত্যরাজকে প্রতিবৎসর পট্টডোরী আনিবার জন্য মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলেন।

লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত দর্শন করতঃ, এবং গোপীদিগের রসোল্লাস শ্রবণ করতঃ হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

সঃ গৌরঃ আত্মবৃন্দৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং পশ্যন্ গোপীরসোল্লাসং গোপীনাং পারকীয়রসাতিশয্যং শ্রুত্বা হৃষ্টঃ সন্ প্রেম্না পরময়া প্রীত্যা ননর্ত্ত ॥ ১ ॥

আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসম্বাহন ॥ ৭ ॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন।
জয়তি তেঽধিকং অধ্যায় করেন পঠন ॥ ৮ ॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি প্রভু বলে বার বার ॥ ৯ ॥
তব কথামৃত শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১০ ॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিল আলিঙ্গন ॥ ১১ ॥
এতবলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥ ১২ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৩১অ, ১০ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং]

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জয়তি তেঽধিকং অধ্যায়,—রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে গোপীগীতা। ১০স্ক, ৩২ অধ্যায় ॥ ৮ ॥

হে প্রিয়, বহুজন্মের বহুসুকৃতিকারী পুরুষগণ, জগতে আসিয়া তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবন স্বরূপ, কবিদিগের সঙ্গীত, কলুষ-

ভূরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে ইহোঁ হয় কোন জন ॥ ১৪ ॥
পূর্ব্ব সেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল ॥ ১৫ ॥
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥ ১৬ ॥
প্রভু বলে কে তুমি করিলা মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥ ১৭ ॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর এই মোর আশ ॥ ১৮ ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কারে না কহিবে এই নিষেধ করিল ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁরা, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত গান করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য।

যে জনাঃ ভুবি সংসারে তপ্তজীবনং বিরহতাপক্লিষ্টানাং প্রাণস্বরূপং কবিভিঃ কৃষ্ণরসবিদ্ভিঃ ঈড়িতং আরাধিতং কল্মষাপহং বিরহজ্বরদুঃখ-বিনাশকং শ্রবণমঙ্গলং কর্ণরসায়নং শ্রীমৎ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং তব হরেঃ কথামৃতং সুধাত্মকং আততং বিস্তৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বদান্যবরাঃ ॥ ১৩ ॥

রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সকল জানেন বাহিরে উদাস ॥ ২০ ॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত মনে ॥ ২১ ॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড় হস্ত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥ ২২ ॥
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা করিলা গমন ॥ ২৩ ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথে দিয়া।
প্রসাদ পাঠাল রাজা বহুত করিয়া ॥ ২৪ ॥
বলগাণ্ডিভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যার নাহি অন্ত ॥ ২৫ ॥
ছানা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলিক আর বীজতাল ॥ ২৬ ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিসকড়ি—দধি, ক্ষীর, ফল, মূল প্রভৃতি যাহা সকড়ি নয় ॥ ২৫ ॥
পৈড়—ডাব ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য।

বীজতাল, তালশাঁস ॥ ২৬ ॥

বাদাম ছোয়ারা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর ॥ ২৭ ॥
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার।
অমৃত গুটীকা আদি ক্ষীরসা অপার ॥ ২৮ ॥
অমৃত মণ্ডা সেবতী আর কর্পূর কুপী।
রসামৃত সরভাজা আর সরপুপী ॥ ২৯ ॥
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর মালতী।
ডালিম মরিচালাড়ু নবাত অমৃতি ॥ ৩০ ॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।
বিয়ড়ি কদমা তিলখাজার প্রকার ॥ ৩১ ॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফুল ফল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥ ৩২ ॥
দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি ॥ ৩৩ ॥
লেম্বু কুলি আদি নানা প্রকার আচার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নারঙ্গ ছোলঙ্গ—চিনিতে প্রস্তুত নারঙ্গ ছোলঙ্গ প্রভৃতি নেবু ও আম্রবৃক্ষের আকার ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

বীজপুর, বেদানা বা ডালিম।

ছোয়ারা, পেস্তা। দ্রাক্ষা, আঙ্গুর ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রকান্তি, কলাইর ডালে প্রস্তুত চাকতি ॥ ৩১ ॥

লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥ ৩৪ ॥
প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ॥ ৩৫ ॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর যুড়ায় নয়ন ॥ ৩৬ ॥
কেয়াপত্র দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ সাত।
একেক জনে দশ দোনা দিল এত পাত ॥ ৩৭ ॥
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায়।
তাসবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥ ৩৮ ॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইল।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিল ॥ ৩৯ ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপ গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥ ৪০ ॥
আপনে বৈসেন প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে ॥ ৪১ ॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।

অনুভাষ্য।

দেবের আচার ও কুলের আচার ॥ ৩৪ ॥
পাঁতি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ॥ ৩৯ ॥

ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৪২ ॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন ।
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন ॥ ৪৩ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে ।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করায়ে ভোজনে ॥ ৪৪ ॥
কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি ।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি ॥ ৪৫ ॥
হরিবোল বলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায় ।
ঐছনে অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥ ৪৬ ॥
ইহাঁ জগন্নাথের রথ চলন সময় ।
গৌড় সব রথ টানে আগে নাহি যায় ॥ ৪৭ ॥
টানিতে না পারে গৌড় রথ ছাড়ি দিল ।
পাত্র মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥ ৪৮ ॥
মহামল্লগণ দিল রথ চালাইতে ।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে ॥ ৪৯ ॥
ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত হাতীগণ ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥ ৫০ ॥
মত্ত হস্তীগণ টানে যত তার বল ।
এক পদ না চলে রথ হইল অচল ॥ ৫১ ॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা ।

মত্তহস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া ॥ ৫২ ॥
অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চিৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার ॥ ৫৩ ॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ কাছি টানিবারে দিল ॥ ৫৪ ॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ॥ ৫৫ ॥
ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায়।
আপনে চলিল রথ টানিতে না পায় ॥ ৫৬ ॥
আনন্দে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বহি' আর নাহি শুনি ॥ ৫৭ ॥
নিমিষেতে গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোক চমৎকার ॥ ৫৮ ॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোক করে ধন্য ॥ ৫৯ ॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥ ৬০ ॥
পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসনে ॥ ৬১ ॥
সুভদ্রা বলরাম নিজ সিংহাসনে আইলা।

জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিল ॥ ৬২ ॥
আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ ৬৩ ॥
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি সব লোক প্রেমসাগরে ভাসিল ॥ ৬৪ ॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ৬৫ ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥ ৬৬ ॥
আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্যে যত দিন।
এক এক দিন করি করিল বণ্টন ॥ ৬৭ ॥
চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আইটোটা,—গুণ্ডিচার নিকটে একটী উদ্যান বিশেষ ॥ ৬৫ ॥

গৌড় হইতে যে সকল অদ্বৈতাদি ভক্তগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রভুকে এক এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন। গুণ্ডিচাবাটীতে নবদিন উৎসব হয়। ইহার নাম নবরাত্র যাত্রা সেই নবদিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত আইটোটাতে বাসা লন। অদ্বৈতাদি প্রধান প্রধান নয়জন ভক্ত ঐ নবদিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্যের এক এক দিন করিয়া বাঁটিয়া লইয়াছিলেন ॥ ৬৬।৬৭ ॥

এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি।
এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥ ৬৯ ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সংকীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ ॥ ৭০ ॥
কভু অদ্বৈত নাচায় কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচায় কভু অচ্যুতানন্দ ॥ ৭১ ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে ॥ ৭২ ॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥ ৭৩ ॥
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা এই হৈলা জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥ ৭৪ ॥
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনলীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে করে জলখেলা ॥ ৭৫ ॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥ ৭৬ ॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জলমধ্যে ভেক যেরূপ ডাকে সেইরূপ যে যন্ত্রের ধ্বনি হয়, সেই যন্ত্র বাজাইয়া মণ্ডলাকারে জলকেলি হইতে লাগিল ॥ ৭৭ ॥

জলমণ্ডুক বাদ্য সবে বাজায় করতল ॥ ৭৭ ॥
দুই দুই জনে মেলি করে জল রণ।
কেহ হারে কেহ জিনে প্রভু করে দর্শন ॥ ৭৮ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ জল ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ॥ ৭৯ ॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে।
গুপ্ত দত্ত জলকেলি করে দুই জনে ॥ ৮০ ॥
শ্রীবাস সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥ ৮১ ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দুহাঁর হৈল শিশুপ্রায় ॥ ৮২ ॥
মহাপ্রভু তাহা দুহাঁর চাঞ্চল্য দেখি।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥ ৮৩ ॥
পণ্ডিত গম্ভীর দুঁহে প্রামাণিক জন।
বাল্য চাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন ॥ ৮৪ ॥
গোপীনাথ কহে তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

জলমণ্ডুক বাদ্য, জলে করতল বাজাইয়া ভেকের ন্যায় শব্দ করা ॥৭৭॥

গুপ্ত, মুরারি গুপ্ত। দত্ত, বাসুদেব দত্ত ॥ ৮০ ॥

মেরু মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ড শৈল ইহার কা কথা॥ ৮৬॥
শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥ ৮৭॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তারে শেষ-শয্যা কৈল॥ ৮৮॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষশায়ী লীলা প্রভু করে প্রকটন॥ ৮৯॥
অদ্বৈত নিজ শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া॥ ৯০॥
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥ ৯১॥
পুরী ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন॥ ৯২॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥ ৯৩॥
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিলা শয়ন॥ ৯৪॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ॥ ৯৫॥

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন বিহার করে ভক্তগণ লঞা ॥ ৯৬ ॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে ॥ ৯৭ ॥
প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥ ৯৮ ॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥ ৯৯ ॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ॥ ১০০ ॥
প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিক্‌বিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥ ১০১ ॥
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা।
নরেন্দ্র সরোবরে গেলা করিতে জল খেলা ॥ ১০২ ॥
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ১০৩ ॥
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাথ ॥ ১০৪ ॥
জগন্নাথ বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।
নবদিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥ ১০৫ ॥

হোরা পঞ্চমীর দিন আইলা জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥ ১০৬ ॥
কল্য হোরাপঞ্চমী হবে লক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর যেন কভু নাহি হয় ॥ ১০৭ ॥
মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১০৮ ॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্রবস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র চামরে ॥ ১০৯ ॥
ধ্বজাবৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগন্নাথবল্লভ,—গুণ্ডিচাবাড়ী ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি জগন্নাথ-বল্লভ নামক একটী উদ্যান আছে। সেই উদ্যানে দনাচুরিলীলা হইত [illegible] অর্থাৎ শ্রীমদনমোহন গিয়া দনা-নামক সুগন্ধ পত্র চুরি করি[illegible] [illegible] ॥

হেরা পঞ্চমীর দিন,—রথযাত্রার পরে পঞ্চমীতে হেরাপঞ্চমী বলে। লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের অন্বেষণে গুণ্ডিচায় গিয়া জগন্নাথকে হেরেন। তজ্জন্য উৎকলদেশের লোকেরা হেরাপঞ্চমী বলে। ঐ দিন জগন্নাথকে [illegible] লক্ষ্মী তাঁহাকে খুঁজিতে যান বলিয়া আবার কেহ বলিয়া [illegible] হোরাপঞ্চমী বলে। যাহাই হউক, কবিরাজগোস্বামী ঐ পঞ্চমীকে হোরাপঞ্চমী বলিয়া লিখিয়াছেন ॥ ১০৬ ॥

অনুভাষ্য।

চিত্রবস্ত্র, ছোপান কাপড়। কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্রঘণ্টা ॥ ১০৯ ॥

নানাবাদ্য নৃত্যে দোলা করহ সাজন ॥ ১১০ ॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥ ১১১ ॥
সেইত করিহ, প্রভু লঞা ভক্তগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া করে যৈছে দরশন ॥ ১১২ ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা ॥ ১১৩ ॥
নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥
কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া।
সগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা ॥ ১১৫ ॥
রসাবেশে প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ॥ ১১৬ ॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥ ১১৭ ॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিতে হয় উৎকণ্ঠা অপার ॥ ১১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

* সুন্দরাচল,—শ্রীমন্দিরকে যেরূপ নীলাচল বলা যায়, গুণ্ডিচামন্দিরকে সেরূপ সুন্দরাচল বলিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

বৃন্দাবন সম এই উপবন গণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥ ১১৯ ॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ॥ ১২০ ॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ॥ ১২১ ॥
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥ ১২২ ॥
বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥ ১২৩ ॥
প্রভু কহে যাত্রাছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন ॥ ১২৪ ॥
গোপী সঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে।

অনুভাষ্য।

জগন্নাথদেব জীবের প্রতি করুণ হইয়া নীলাচলে মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণের দ্বারকালীলার প্রকট করেন। বৎসরের মধ্যে তাঁহার একবার মাত্র বৃন্দাবনসদৃশ সুন্দরাচল দেখিবার জন্য পরমোৎকণ্ঠা হয় ॥ ১১৮-১১৯ ॥

বৃন্দাবনলীলায় লক্ষ্মীঠাকুরাণীর অধিকার না থাকায় জগন্নাথ সুন্দরাচলে গমন কালে লক্ষ্মীকে সঙ্গে গ্রহণ করেন না। ইহাই কারণ ॥ ১২২ ॥

যাত্রাছলে, রথযাত্রা হেতুবাদে ॥ ১২৪ ॥

নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥
অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ॥ ১২৬ ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এইত স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য লেশে হয় ক্রোধভাব ॥ ১২৭ ॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলা করিয়া আরোহণ ॥ ১২৮ ॥
ছত্রচামরধ্বজা পতাকার গণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥ ১২৯ ॥
তাম্বুল সম্পুট ঝারা ব্যজন চামর।
সাথে দাসী শত হার দিব্য ভূষাম্বর ॥ ১৩০ ॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥ ১৩১ ॥
জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদেবী দাসীগণ করেন বন্ধন ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগন্নাথ যে সময়ে রথে যাত্রা করেন, সেই সময় লক্ষ্মীকে এই বলিয়া যান যে আমি কল্যই ফিরিয়া আসিব। ২।৩ দিন বিগত হইলে

অনুভাষ্য।

* বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রথমখণ্ড সপ্তমঅধ্যায় দ্রষ্টব্য। ১২৬ ॥

সম্পুট, ডিবা। ঝারী, গন্ডুষপ্রদায়ক বস্তুবিশেষ ॥ ১৩০ ॥

বান্ধিয়া আনিয়া পড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করে যেন লয় নানা ধনে ॥ ১৩৩ ॥
অচেতনবৎ তার করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড বচনে ॥ ১৩৪ ॥
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ॥ ১৩৫ ॥
দামোদর কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাহোঁ দেখি শুনি নাহি আর ॥ ১৩৬ ॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি নখে লেখে মলিন বদন ॥ ১৩৭ ॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিধান ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগন্নাথ না আসায় প্রেমবতী লক্ষ্মীর কান্তের ঔদাস্য দোষ দেখিয়া স্বভাবতঃ ক্রোধ উদয় হয়। লক্ষ্মীর যে সকল দাসী আছেন তাঁহাদের দল বিমানে সজ্জীভূত হইয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া পড়েন। এই সময়ে, জগন্নাথের মন্দিরে একটী পরম রহস্য হইয়া উঠে। লক্ষ্মীর পরিচারিকাগণ জগন্নাথের প্রধান প্রধান পরিচারকগণকে বাঁধিয়া আনিয়া ফেলেন ॥ ১৩২।১৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্য অষ্টমপরিচ্ছেদ ১৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৮ ॥

ইহাঁ সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজিয়া ॥ ১৩৯ ॥
প্রভু কহে কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদী শতধার ॥ ১৪০ ॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহু ভেদ।
সেই ভেদ নানা প্রকার মানের উদ্ভেদ ॥ ১৪১ ॥
সম্যক্ গোপিকা মান না যায় কথন।
এক দুই ভেদে করাই দিক্ দরশন ॥ ১৪২ ॥
মানে কেহ হয় ধীরা কেহত অধীরা।
এই তিন ভেদে কেহ হয় ধীরাধীরা ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

স্বরূপগোস্বামী লক্ষ্মীর এই প্রগল্ভতা দর্শন করিয়া ব্রজজনের প্রেম-সম্পত্তির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য কহিলেন, প্রভো, লক্ষ্মীর এই মানের প্রকার আমি কখন কোথাও শুনি নাই। প্রিয়া মানিনী হইলে উৎসাহহীন হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগ করতঃ মলিন বদনে ভূমে বসিয়া নখ দ্বারা তাহা লিখিয়া থাকেন। ব্রজে গোপীগণের মান এই প্রকার পুরবাসিনী সত্যভামার মান এইরূপ শুনা গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মান বিপরীত দেখিতেছি। ইনি নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া সৈন্য সাজাইয়া প্রভুর উপর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন ॥ ১৩৬-১৩৯ ॥

নায়িকার স্বভাব ও প্রেমবৃত্তি নানাপ্রকার সেই ভেদক্রমে প্রতি নায়িকার মানের উদয় হয় ॥ ১৪১ ॥

ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকট আসিতে করে আসন প্রদান ॥ ১৪৪ ॥
হৃদয়ে কোপ মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয়ে আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন ॥ ১৪৫ ॥
সরল ব্যবহার করে মানের পোষণ।
কিম্বা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয়নিরসন ॥ ১৪৬ ॥
অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায়ে বন্ধন ॥ ১৪৭ ॥
ধীরাধীরা বক্র বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ॥ ১৪৮ ॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধী বিভেদ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মানিনীগণ সংক্ষেপতঃ তিনভাগে বিভক্তা,—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ॥ ১৪৩ ॥

নায়িকা তিনপ্রকার,—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। মুগ্ধাগণ মান চাতুর্য্যের কোন প্রকারই জানে না। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ইঁহারাই ধীরাদি ভেদে তিনপ্রকার ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৪৩ ॥

সোল্লুণ্ঠ, স্তুতিবাক্য ॥ ১৪৬ ॥

মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের প্রিয়বাক্য শুনি হয় পরসন ॥ ১৫০ ॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ॥ ১৫১ ॥
কেহ প্রখরা কেহ মৃদু কেহ হয় সমা।
স্বস্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম সীমা ॥ ১৫২ ॥
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥ ১৫৩ ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কহ কহ দামোদর বলে বার বার ॥ ১৫৪ ॥
দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিক শেখর।
রস আস্বাদক রসময় কলেবর ॥ ১৫৫ ॥
প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্ত প্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেম রসগুণে গোপিকা প্রবীণ ॥ ১৫৬ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥ ১৫৭ ॥

অনুভাষ্য।

রসাভাস। ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ উত্তরবিভাগে নবমলহর্য্যাম্। পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসাঃ রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ॥ স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক ৩৩ অ, ২৫ শ্লো পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং]

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ১৫৮ ॥

বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা এক গণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই প্রকারে শরৎকালীয় ও কাব্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কথার রসাশ্রয়-রূপ অবলাগণ দ্বারা অনুরত চন্দ্রকিরণশোভিত সেই সকল নিশিতে চিন্ময় ভাবাবরুদ্ধ সত্যকাম শৃঙ্গাররসময় পুরুষ রাসলীলা করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে গোপীসকল শুদ্ধচিন্ময়ী, শ্রীবৃন্দাবন শুদ্ধচিন্ময়ধাম, সে আনন্দময় রাত্রিসকলও চিন্ময়ব্যাপার। যে রাসলীলা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। তাহাতে জড়ব্যাপার বিন্দুমাত্র স্পর্শ হয় নাই। কৃষ্ণ কখনই জড়ীয় বৃত্তি উদ্দীপন করেন না। চিজ্জগতে তাঁহার সমস্ত লীলা অবরুদ্ধ। তাঁহার সৌরতব্যাপার সমস্তই চিন্ময় ব্যাপার মাত্র॥ ১৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

প্রৌঢ়াঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যসৌ ক্রমাৎ॥ পূর্ব্ব কথিত রসলক্ষণ হইতে অপসারিত; লক্ষণহীন রসাভাস রস শাস্ত্রে রসিকগণ সেই লক্ষণহীন বস্তুকেই রসাভাস বলেন। রসাভাস ত্রিবিধ; উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। উপরস, অনুরস ও অপরস॥ ১৫৭ ॥

এবং কথিতভাবেন সত্যকামঃ নিত্যানন্দময়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অনুরতাবলাগণঃ অনুরতঃ আকৃষ্টঃ অবলাগণঃ যস্মিন্ তাদৃশঃ আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ

নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন ॥ ১৫৯ ॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেম রত্নখনি ॥ ১৬০ ॥
বয়সে মধ্যমা তিঁহো স্বভাবেতে সমা।
গাঢ় প্রেমভাব তিঁহো নিরন্তর বামা ॥ ১৬১ ॥
বাম্য স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর ॥ ১৬২ ॥

অনুভাষ্য।

অবরুদ্ধাঃ সৌরতাঃ স্মরতন্ত্রব্যাপারাঃ যেন এবম্ভূতঃ সঃ শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ শরৎকালোচিতকাব্যকথারসাঃ তেষাং আশ্রয়ভূতাঃ তাঃ তাঃ শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ শশাঙ্কস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতাঃ শোভমানাঃ সত্যঃ এব নিশাঃ নিষেবে ॥ ১৫৮ ॥

বামা। উজ্জ্বলনীলমণৌ, সখীপ্রকরণে, দ্বাদশ সংখ্যা। মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে ॥ যে নায়িকা মানগ্রহণে সর্ব্বদা উদ্যোগবিশিষ্টা ও মানের শৈথিল্যে কোপবিশিষ্টা, নায়কের বশ্য নহে ও তাঁহার প্রতি প্রায় কঠিনা তাঁহারাই বামা।

দক্ষিণা। তত্রৈব চতুর্দ্দশ সংখ্যা। অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ মানগ্রহণে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগকারিণী, নায়কের সৌষ্ঠবাক্যে প্রসন্না নায়িকা দক্ষিণা ॥ ১৫৯ ॥

[উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ধৃত শ্লোকে]

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্ম্মান উদঞ্চতি ॥ ১৬৩ ॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ সাগর।
কহ কহ কহে প্রভু বলে দামোদর ॥ ১৬৪ ॥
অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যৈছে দগ্ধবান্ হেম ॥ ১৬৫ ॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥ ১৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

গোপীগণ দুই প্রকার,—বামা ও দক্ষিণা। গোপীদিগের মধ্যে নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্নের খনি-স্বরূপা রাধাঠাকুরাণীই শ্রেষ্ঠা, তিনি বয়সে মধ্যমা, স্বভাবেতে সমা এবং নিরন্তর বামা। তাঁহার বাম্য স্বভাব হইতেই মানের উদয় হয় ॥ ১৫৯-১৬২ ॥

দগ্ধবান্ হেম—জ্বলিত অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চন ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৬৩ ॥

অধিরূঢ় মহাভাব। উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবপ্রকরণে ১২৩ সংখ্যা। রূঢ়োক্তেভ্যোহনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥ রূঢ়ভাবলক্ষণে যে সকল সাত্ত্বিক অনুভাব অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা লাভ করে সেই অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত সাত্ত্বিক ভাব সমূহকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে ॥ ১৬৫ ॥

আট সাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারী যার।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥ ১৬৭ ॥
কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অষ্টসাত্ত্বিক,—সাত্ত্বিকবিকার আটপ্রকার ;—(১) স্তম্ভ, (২) স্বেদ, (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বরভঙ্গ, (৫) বেপথু, (৬) বৈবর্ণ্য, (৭) অশ্রু, ও (৮) প্রলয়।

ব্যভিচারি,—ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ৩৩টী। (১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ, (১২) অপস্মার, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃতি, (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থ, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) ঔগ্র্য, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চাপল, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি, ও (৩৩) প্রবোধ।

ভাব,—বিংশতি অলঙ্কার এই অঙ্গজা,—(১) ভাব, (২) হাব, (৩) হেলা। অযত্নজা,—(৪) শোভা, (৫) কান্তি, (৬) দীপ্তি, (৭) মাধুর্য্য, (৮) প্রগল্‌ভতা, (৯) ঔদার্য্য, (১০) ধৈর্য্য। স্বভাবজা,—(১১) লীলা, (১২) বিলাস, (১৩) বিচ্ছিত্তি, (১৪) বিভ্রম, (১৫) কিলকিঞ্চিত, (১৬) মোট্টায়িত, (১৭) কুট্টমিত, (১৮) বিব্বোক, (১৯) ললিত ও (২০) বিকৃত ॥ ১৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

কিলকিঞ্চিত ; মধ্য ১৪ পরিচ্ছেদ ১৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কুট্টমিত ; ১৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বিলাস, ১৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ললিত, ১৯২ সংখ্যা

বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ্য চকিত॥ ১৬৮

এত ভাবভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণসুখাব্ধিতরঙ্গ॥ ১৬৯॥

কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাব-ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ মন॥ ১৭০॥

রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি পথে যবে বর্জ্জেন গমন॥ ১৭১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যখন শ্রীমতীর ভাবভূষা দেখিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবার ইচ্ছা করেন তখন হয় দানঘাটপথে কিম্বা পুষ্পকাননে সেইলীলা সম্পাদন করেন

অনুভাষ্য।

দ্রষ্টব্য। বিব্বোক, উজ্জ্বলনীলমণৌ অনুভাবপ্রকরণে ৭৫ সংখ্যা, ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ। গর্ব্ব ও মানবশে প্রিয় জন বা তদ্দত্ত বস্তুর অনাদরকে বিব্বোক বলে। মোট্টায়িত, তত্রৈব। কান্তস্মরণ-বার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে॥ প্রিয়তমের স্মৃতি ও কথা জনিত হৃদয়ে তাঁহার ভাবনা হইলে যে অভিলাষের উদয় হয় তাহাই মোট্টায়িত। মৌগ্ধ্য, তত্রৈব। জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতং। কান্তের সম্মুখে নায়িকা, জানিয়াও জানেন নাই প্রকাশ করিয়া যে জিজ্ঞাসা করেন উহাই মৌগ্ধ্য। চকিত, তত্রৈব। প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ। কান্তের সম্মুখে ভীত না হইয়া নায়িকা যে মহাভীতা হইয়াছেন প্রদর্শন করেন উহাই চকিত॥ ১৬৮॥

যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে ॥ ১৭২ ॥
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদ্গম।
প্রথমে হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ ॥ ১৭৩ ॥

[উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে ৭১ শ্লোকে]

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥ ১৭৪ ॥
আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দানঘাটিপথ এইপ্রকার, যে পথে শ্রীমতী পসার লইয়া গমন করিতেছেন, সেই পথে বা পারঘাটে থাকিয়া কৃষ্ণ বলেন যে তুমি যে পর্য্যন্ত শুল্ক না দিবে সে পর্য্যন্ত এইপথে তোমার যাইতে নিষেধ, এই ছলে যে কেলি দানকেলিরূপ লীলা উদ্গান করেন। আবার রাধিকা যখন পুষ্প উঠাইতে যান তখন কৃষ্ণ পুষ্প [illegible] অধিকারী হইয়া আমার পুষ্পচুরি করিতেছ বলিয়া এক [illegible] লীলা [illegible] করেন। এই সব সময়ে কিলকিঞ্চিত ভাবের উদ্গম হয় [illegible]

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সাতটী ভাবের, হর্ষে শঙ্করীকরণ অর্থাৎ মিশ্রকরণকে কিলকিঞ্চিত বলে॥ ১৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

হর্ষাৎ হর্ষঃ এব হেতুঃ তস্মাৎ গর্ব্বাভিলাষশুষ্করুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং গর্ব্বাদীনাং সপ্তানাং ভাবানাং সঙ্করীকরণং মিশ্রণং যুগপৎপ্রাকট্যং কিলকিঞ্চিতং উচ্যতে ॥ ১৭৪

অষ্টভাব সম্মিলনে মহাভাব হয়॥ ১৭৫ ॥

গর্ব্ব অভিলাষ ভয় শুষ্করুদিত।
ক্রোধ অসূয়া হয় আর মন্দস্মিত ॥ ১৭৬ ॥

নানা স্বাদু অষ্ট ভাব একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন ॥ ১৭৭ ॥

দধি খণ্ড ঘৃত মধু মরীচ কর্পূর।
এলাচি মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥ ১৭৮ ॥

এই ভাব যুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায়ে কোটি গুণ ॥ ১৭৯ ॥

[দানকেলি-কৌমুদ্যাং ১ম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যং]

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

৫ শ্রীরাধার গর্ব্বাদি সপ্তভাবমিলিত হর্ষজনিত কিলকিঞ্চিতভাবো দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। দানবাটিপথে শ্রীকৃষ্ণ আ তাঁহার গতিরোধ করিলে রাধার অন্তঃকরণে হাসির উদয় হয়

অনুভাষ্য।

হর্ষ মূলকারণে গর্ব্বাদি সাতভাব মিলিত হইয়া অষ্টভাব সম্মি কিলকিঞ্চিত মহাভাব হয়। ১৭৫ ॥

পথি দানঘট্টমার্গে মাধবেন শুল্কগ্রহণচ্ছলেন রুদ্ধায়াঃ রাধায়াঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা অন্তঃ অবাক্তয়া স্মেরতয়া ঈষদ্ধাস্যযুক্ততয়া উ দৃষ্টিবিশিষ্টা যস্যাঃ সা (স্মিতং) জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুর জলকণৈ

রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনীদৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ১৮০॥

[গোবিন্দলীলামৃতে ৯ম সর্গে ১৮ শ্লোকে]

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতং ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

তখন তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইল, নিবোদগত পক্ষগুলি নেত্রজলে পূর্ণ হইল, অপাঙ্গ দুইটী ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, রসোচ্ছ্বাস-হেতু চক্ষুতে উৎসাহ উদয় হইল। নয়নাশ্রু স্বল্প নির্গলিত হইতে লাগিল এবং অতি সুন্দর-ভাবে নয়নতারা দুইটী উদ্ধগতি লাভ করিল ॥ ১৮০ ॥

রাধিকার বাষ্পদ্বারা আকুলিত অরুণাঞ্চল চঞ্চল হইল; রসোল্লাস ও কন্দর্পভাবে অধর কম্পিত হইল, ভ্রূযুগল কুটিল হইল। মুখপদ্মে ঈষৎ

অনুভাষ্য।

কীর্ণা বিক্ষিপ্তাঃ পক্ষাঙ্কুরা নেত্রলোমাগ্রভাগা যস্যাঃ সা (বেদনং) কিঞ্চিৎপাটলতাঞ্চলা শ্বেতরক্তাভনয়নপ্রান্তদেশা শোভমা স্বাভাবিক এব বক্রিমা ক্রোধাৎ (ক্রোধঃ) রসিকতোৎসিক্তা রসিকতয়া উৎকর্ষেণ সিক্তা (গর্ব্বঃ অভিলাষো বা) পুরঃ অগ্রতঃ এব কুঞ্চতী (ভবৎ) মধুর-ব্যাভুগ্নতারে রবা মধুরা ব্যাভুগ্না বক্রা যা তারা কনীনিকা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা (অভিলাষঃ গর্ব্বাসূয়ে বা) কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী কিলকিঞ্চিতরূপা যঃ স্তবকঃ গাত্রীর্ষ্যমরন্দ দফুটা ভাববিশেষো নানাভাবপুষ্পগুচ্ছস্তবতী দৃষ্টিঃ বঃ যুষ্মাকং শ্রিয়ং ক্রিয়াৎ ॥ ১৮০ ॥

অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ রাধায়াঃ বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং বাষ্পৈঃ অশ্রুজলৈঃ ব্যাকুলিতে অরুণং অঞ্চলং যয়োঃ এবম্ভূতে চঞ্চলে নেত্রে

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্নগীর্গোচরঃ ॥ ১৮১

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৮২ ॥
বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন ॥ ১৮৩ ॥
তবেত স্বরূপ গোসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ॥ ১৮৪ ॥
রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাহাঁ আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পায় ॥ ১৮৫ ॥
দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।
সে বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস ভূষণ ॥ ১৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হাস উপস্থিত হইল এবং কিলকিঞ্চিত ভাবজনিত সুখ ব্যক্ত হই-তেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখদর্শনে সঙ্গম অপেক্ষা কোটীগুণ যে সুখলাভ করিলেন তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না ॥ ১৮১ ॥

অনুভাষ্য।

যস্মিন্ তৎ রসোল্লাসিতং হেলোল্লাসচলাধরং ভাববিশেষাতিশয়েন কম্পমানোষ্ঠং কুটিলিতভ্রূযুগ্মং উদ্যৎস্মিতং উদ্যন্নন্দকান্তং কিলকিঞ্চিতাঞ্চিত-ভাবযুক্তং আননং মুখং বীক্ষ্য সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তং আনন্দং অবাপ প্রাপ্তবান্ যঃ আনন্দঃ গীর্গোচরঃ বাক্যবিষয়ঃ ন অভূৎ ॥ ১৮১ ॥

[উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে ৬৭ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যং]

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং ॥ ১৮৭ ॥

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।
এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয ॥ ১৮৮ ॥

[গোবিন্দলীলামৃতে ৯ম সর্গে ১১শ শ্লোকে]

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ১৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রিয়সঙ্গ হইতে উৎপন্ন প্রিয়সঙ্গমস্থানে গমন, অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদির অঙ্গের সেই সময় যে বৈশিষ্ট্য উদয় হয় তাহাকে বিলাস বলে ॥ ১৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটীল ভাব ধারণ করিল। তাঁহার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প আচ্ছাদিত হইলেও নয়নতারাদ্বয় বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হইল এবং বিলাসাখ্যালঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণসুখোৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮৯ ॥

অনুভাষ্য।

গতিস্থানাসনাদীনাং কান্তায়াঃ গমনাবস্থানোপবেশনাদিকানাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং চ আঙ্গিকক্রিয়াণাং প্রিয়সঙ্গজং কান্তসম্মিলনজাতং তাৎকালিকং কান্তমিলনকালিকং বৈশিষ্ট্যং বৈচিত্র্যং তু বিলাসঃ ॥ ১৮৭ ॥

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া।
তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥ ১৯০॥
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার॥ ১৯১॥

[উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে ৭৫ শ্লোকে]

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতং॥ ১৯২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যেস্থলে অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি ও ভ্রূবিলাস মনোহর ও সুকুমার হয় সে স্থলে ললিতালঙ্কার উক্ত হয়॥ ১৯২॥

অনুভাষ্য।

অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ গতিঃ পুরঃ অগ্রতঃ কৃষ্ণালোকাৎ কৃষ্ণদর্শনে স্থগিতকুটিলা স্থগিতা স্তব্ধা কুটিলা মন্দা চ অভূৎ শ্রীমুখমপি তিরশ্চীনক্রীভূতং কৃষ্ণাম্বরদরকৃতং শ্যামবাসেন ঈষৎ আবৃতঞ্চ অভূৎ। চলন্তী তারা যত্র তৎ স্ফারং বিস্তৃতং নয়নযুগং নেত্রদ্বয়ং আভুগ্নং বক্র অভূৎ ইতি সা রাধা প্রিয়মুদে কৃষ্ণানন্দবর্দ্ধনায় বিলাসাখ্যালঙ্করণ বলিতা বিলাসাভিধেয়েন স্বেন নিজেন অলঙ্করণেন ভূষণেন বলিতা সংবিতা আসীৎ॥ ১৮৯॥

তিন অঙ্গ, গ্রীবা, কটি ও চরণ (জানু)॥ ১৯০॥

উদ্গার, ফুটিয়া বাহির হয়॥ ১৯১॥

যত্র অঙ্গানাং সুকুমারা অতিকোমলা বিন্যাসভঙ্গিঃ রচনাচাতুর্য্য ভ্রূবিলাসমনোহরা ভবেৎ তৎ ললিতং উদাহৃতম্॥ ১৯২॥

ললিত ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ।
দুহেঁ দুহাঁ মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৯৩ ॥

[গোবিন্দলীলামৃতে ৯ম সর্গে ১৪শ শ্লোকে]

হ্রিয়া তির্য্যগ্ গ্রীবা-চরণ-কটিভঙ্গীসুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।
প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যখন রাধিকা ললিতালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া কৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন, তখন তাঁহার গ্রীবা লজ্জায় বক্রভাব, চরণ ও কটির ভঙ্গি সুমধুর ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনু ও পরাজিত হইতেছে এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাস কর্ত্তৃক উল্লসিত ললিতভাবে অঙ্গ লক্ষিত হইতেছে ॥ ১৯৪ ॥

অনুভাষ্য।

হ্রিয়া লজ্জয়া তির্য্যগ্‌গ্রীবাচরণকটিভঙ্গীসুমধুরা তির্য্যগ্‌ভাবেন সুষ্ঠু-বিন্যস্তকন্ধরা-চরণকটাঙ্গত্রয়া চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ চলন্তী কম্পনবতী চিল্লীভ্রূঃ চিল্লীপক্ষিণীব ভ্রূঃ ক্লিন্নাক্ষী বা সা এব বল্লী লতা তয়া দলিতঃ বিজিতঃ রতিনাথস্য কামদেবস্য ঊর্জ্জিতং ধনুর্যয়া সা প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ প্রিয়স্য কান্তস্য কৃষ্ণস্য প্রেম্ণা যঃ উল্লাসঃ তেন উল্লসিতা, যা ললিতা তয়া লালিততনুঃ লালিতা সেবিতাতনুর্যস্যাঃ সা রাধা প্রিয়প্রীত্যৈ কান্তস্য প্রেমবর্দ্ধনায় উদিতললিতালঙ্কৃতি-যুতা উদিতং প্রকাশিতং ললিতভাববিশেষং তদেব অলঙ্কারেণ যুতা ললিতালঙ্কারসমন্বিতা আসীৎ ॥ ১৯৪ ॥

লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ ॥ ১৯৫ ॥
বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সুখ মন।
কুট্টমিত নাম এই ভাব বিভূষণ ॥ ১৯৬ ॥

[উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে ৭৩ শ্লোকে তল্লক্ষণে]

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ১৯৭ ॥

কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ॥ ১৯৮ ॥
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥ ১৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কঞ্চুলী ও মুখবস্ত্র ধারণসময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও সম্ভ্রমক্রমে বাহ্যে ক্রোধব্যথিতের ন্যায় লক্ষণকে কুট্টমিত বলে ॥ ১৯৭ ॥

অনুভাষ্য

কঞ্চুক, কাঁচুলি, কবচ, আঙরাখা, বস্ত্র ॥ ১৯৫ ॥

স্তনাধরাদিগ্রহণে বক্ষঃওষ্ঠস্পর্শনে হৃৎপ্রীতৌ মনসি লব্ধানন্দে সতি অপি সম্ভ্রমাৎ লোক-গৌরবাৎ বহিঃ সখিদৃষ্টিপথে ব্যথিতবৎ আর্ত্তজনোচিতঃ ক্রোধঃ ক্রোধান্বিতা ভবেৎ বুধৈঃ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ভিঃ কুট্টমিতং প্রোক্তং ॥ ১৯৭ ॥

[গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ]

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥২০০॥

এইমত আর সব ভাব বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ॥ ২০১ ॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন ॥ ২০২ ।
শ্রীবাস হাসিয়া কহে শুন দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥ ২০৩ ॥
বৃন্দাবনের সম্পদ দেখ পুষ্প কিসলয়।
গিরিধাতুশিখিপিচ্ছগুঞ্জাফলময় ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

কৃষ্ণের চক্ষুরোধকরণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও করভোরু রাধিকা তাহা মধুরস্মিতগর্ভা ভৎসনা ও শুষ্করোদনের সহিত রোধ করিলেন ॥ ২০০ ॥

অনুভাষ্য।

করভোরুঃ করিশাবকবৎ ঊর্জ্জিতোরুদেশা রাধিকা মাধবস্য অবিরোধিতবাঞ্ছং ন বিরোধিতা বাঞ্ছা যস্মিন্ তৎ পাণিরোধং করস্পর্শনিবারণং মধুরস্মিতগর্ভাঃ মধুরং মৃদু স্মিতং মন্দহাস্যং গর্ভে যেষাং তথাভূতা ভর্ৎসনাঃ চ মুখে অপি হারিশুষ্করুদিতং কৃষ্ণমনোহারি কপটরোদনং চ কুরুতে ॥ ২০০ ॥

শ্রীবাস দাস্যরসের ঐশ্বর্য্যে অবস্থিত অভিমান করিয়া দামোদরস্বরূপকে ব্রজবাসী জানিয়া প্রেমকলহ করিতেছেন ॥ ২০৩ ॥

বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।
শুনি লক্ষ্মী দেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥ ২০৫ ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন।
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥ ২০৬ ॥
তোমার ঠাকুর দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি।
পত্র ফল ফুল লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥ ২০৭ ॥
এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ শিরোমণি।
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ॥ ২০৮ ॥
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ।
কটি বস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর নিজগণ ॥ ২০৯ ॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।
ধন দণ্ড লয় আর করায় মিনতি ॥ ২১০ ॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আসোয়াথ—অসূয়াযুক্ত, স্বল্প ঈর্ষাযুক্ত ॥ ২০৫ ॥

লক্ষ্মীর দাসীগণ বলিতেছেন, ওহে জগবন্ধুসেবকসকল, দেখ এত সম্পত্তি ছাড়িয়া ফল-পত্র-ফুল-লোভে তোমাদের ঠাকুর পুষ্পবাড়ী গেলেন। লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে নিজপ্রভুকে আনিয়া দেও ॥ ২০৭।২০৮ ॥

অনুভাষ্য।

আসোয়াথ, অস্বাস্থ্য ॥ ২০৫ ॥

চোর প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥ ২১১ ॥
সব ভৃত্যগণ কহে যোড় করি হাত।
কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥ ২১২ ॥
তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ ঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য অগোচর ॥ ২১৩ ॥
দুগ্ধ আউটি দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥ ২১৪ ॥
নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস ॥ ২১৫ ॥
প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব।
ঐশ্বর্য্যভাব তোমার ঈশ্বর প্রভাব ॥ ২১৬ ॥
দামোদর স্বরূপ ইঁহো শুদ্ধ ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধ প্রেমে ভাসি ॥ ২১৭ ॥
স্বরূপ কহে শ্রীবাস শুন সাবধানে।
বৃন্দাবনসম্পদ তোমার নাহি পড়ে মনে ॥ ২১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

দণ্ড অর্থাৎ লাঠির দ্বারা গুণ্ডিচাদ্বারস্থিত রথের উপর তাড়ন করেন ॥ ২১১ ॥

অনুভাষ্য।

আউটি আবর্ত্তন করিয়া ॥ ২১৪ ॥

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ তার এক বিন্দু ॥ ২১৯ ॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম ॥ ২২০ ॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ-ভূষণ ॥ ২২১ ॥
কল্প বৃক্ষ লতা যাহাঁ সাহজিক বন।
পুষ্প ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥ ২২২ ॥
অনন্ত কামধেনু তাহাঁ ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥ ২২৩ ॥
সহজে লোকের কথা যাহাঁ দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য প্রতীত ॥ ২২৪ ॥
সর্ব্বত্র জল যাহাঁ অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদু যাহাঁ মূর্ত্তিমান্ ॥ ২২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ যেস্থলে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্রপুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহারই নাম বৃন্দাবনধাম। সেই বৃন্দাবনধামে চিন্তামণিময় ভূমি অর্থাৎ চিন্ময়ভূমি, চিন্ময়রত্নের ভবন, চিন্ময়ী চরণপরিচারিকা, চিন্ময়কল্পবৃক্ষলতাপূর্ণ সহজসিদ্ধবন, যেখানে ফলপুষ্প বিনা অন্য কোন ধন কাহারও বাঞ্ছা নাই ॥ ২২০-২২২ ॥

লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ বংশী করে যাহাঁ প্রিয়সখী কায॥ ২২৬॥

[ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, ৭২ শ্লোকঃ]

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥ ২২৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাজয়পূর্ব্বক অনন্তকোটী মাধুর্য্যলক্ষ্মী যথায় বিরাজমানা॥ ২২৬॥

সেই বৃন্দাবনের কান্তা ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ, কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। বৃক্ষ সকলই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়। জল অমৃত, কথা সঙ্গীত, গমন নাট্য এবং বংশী প্রিয়সখী এবং চিদানন্দজ্যোতি সর্ব্বত্র অনুভূত, অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য॥ ২২৭॥

অনুভাষ্য।

তত্র অপ্রাকৃতভূমৌ পরমপুরুষঃ কান্তঃ একঃ দ্বিতীয়-ভোক্তারহিতঃ শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যঃ গোপ্যঃ কান্তাঃ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণাশ্রিতাঃ দ্রুমাঃ কদম্বাদ্যা বৃক্ষাঃ কল্পতরবঃ সকলফলদাতারঃ ভূমিঃ চিন্তামণিগণময়ী বিবিধরত্নপূর্ণা তোয়ং অমৃতং কথা গানং গমনমপি নাট্যং বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং পরং জ্যোতিঃ চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ তদাস্বাদ্যং তথা তদেব তেষাং সর্ব্বং জড়ভাব-রহিতং অপ্রাকৃতং ভোগ্যং অপি চ॥ ২২৭॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে
বিভাবলহর্য্যাং ধৃত শ্রীবিল্বমঙ্গল-শ্লোকঃ]

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥ ২২৮ ॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট অট্ট হাস ॥ ২২৯ ॥
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥ ২৩০ ॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
বোল বোল বলি প্রভু পাতে নিজ কান ॥ ২৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীবৃন্দাবন ব্রজাঙ্গনাদিগের চিন্তামণিচরণভূষণ, লীলাস্থকুল পুষ্পতরু বল্পবৃক্ষ এবং কামধেনুই ব্রজের পরম ধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন পরমানন্দবিভূতিস্বরূপ প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২২৮ ॥

অনুভাষ্য।

বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং গোপীনাং চরণভূষণং চিন্তামণিঃ সুরাণাং তরবঃ কল্পদ্রুমাঃ শৃঙ্গারপুষ্পতরবঃ শৃঙ্গারার্থং বেশবিন্যাসায় কুসুমবিটপিনঃ কামধেনুবৃন্দানি চ ব্রজধনং গোকুলবাসিনাং ধনং অহো বৃন্দাবনস্য সুখসিন্ধুঃ আনন্দামৃতসমুদ্রঃ বিভূতিঃ অতুলনীয়ং মহৈশ্বর্য্যম্ ॥ ২২৮ ॥

ব্রজরসগীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥ ২৩২ ॥
লক্ষ্মী দেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল দ্বিতীয় প্রহর ॥ ২৩৩ ॥
চারি সম্প্রদায় গান করি প্রভু শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ২৩৪ ॥
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি ॥ ২৩৫ ॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকট না আইসে কিছু রহে দূরদেশ ॥ ২৩৬ ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায় না রহে কীর্ত্তন ॥ ২৩৭ ॥
ভঙ্গি করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ২৩৮ ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্ন স্নানে ॥ ২৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু রাধাপ্রেমাবেশে রাধিকামূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন দেখিয়া অধিকার বিরোধ প্রযুক্ত প্রভুনিত্যানন্দ দূরে রহিলে স্বরূপ-গোস্বামী ভঙ্গিক্রমে প্রভুর ভাবাবেশ ভঙ্গ করাইলেন ॥ ২৩৫-২৩৮ ॥

জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥ ২৪০ ॥
সবা লঞা নানা রঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যা স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ ২৪১ ॥
জগন্নাথ দেখি করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥ ২৪২ ॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্য-ভোজন।
এইমত ক্রীড়া কৈল প্রভু অষ্ট দিন ॥ ২৪৩ ॥
আর দিনে জগন্নাথ ভিতর বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥ ২৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

কোন কোন বিটল ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর প্রসাদ পাইতে বিতর্ক করেন, এস্থলে দেখুন শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া সেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, লক্ষ্ম্যাদি সমস্ত শক্তিই ভগবানের পরিচারিকা। যখন যে ভক্তগণ তাঁহাদিগকে সুখাদ্য দ্রব্য অর্পণ করেন, শক্তিগণ স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে তাহা নিবেদন করিয়া সেবন করেন। এতন্নিবন্ধন ভগবদ্দাস-দাসার প্রসাদান্ন ভগবদ্ প্রসাদান্ন বলিয়া সর্ব্বদা সেবনীয়। এস্থলে একটু বিচার্য্যবিষয় রহিল, মায়াবাদী আস্তিকদিগের নিবেদিত খাদ্য দ্রব্য ভগবৎশক্তিগণ গ্রহণ করেন কি না, ইহা সন্দেহের বিষয়। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবার্পিত ভগবদ্দাসদাসীর প্রতি নিবেদিতান্ন সেবন করাই বৈষ্ণব-দিগের যোগ্য ॥ ২৪০।২৪১ ॥

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন ॥ ২৪৫ ॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু বিজয় হইল ।
এক গুটি পট্ট ডোরী তাহা টুটি গেল ॥ ২৪৬ ॥
পাণ্ডু বিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায় ।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ॥ ২৪৭ ॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান ।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥ ২৪৮ ॥
এই পট্ট ডোরীর তুমি হও যজমান ।
প্রতিবৎসর আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥ ২৪৯ ।
এতবলি দিল তারে ছিণ্ডা পট্ট ডোরা ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

ভিতর বিজয়,—গুণ্ডি[illegible]বে রত্নবেদী হইতে [illegible], [illegible] ও সুভদ্রা তিনমূর্ত্তি জগন্নাথ[illegible] তাহাদিগকে একসময়ে রথে তোলা হয় । রত্নবেদী হইতে [illegible]কাল পর্য্যন্ত থাকেন তাহার নাম ভিতর [illegible] ॥ ২৪৪ ॥

যে সকল পট্ট ডোরী দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের [illegible] সেই সকল ডোরী [illegible]দেশ হইতে আসিত ও আসিয়া থাকে। [illegible] জেলান্তর্গত কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তি অনেক গ্রামে পট্টবস্ত্র নির্ম্মাণের স্থান থাকায় পট্টডোরী

অনুভাষ্য ।

ভিতর বিজয় । পুনর্যাত্রায় শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমনজন্য যাত্রা । গুণ্ডিচামন্দির হইতে বহির্বিজয় করিয়া পুনরায় মন্দিরাভিমুখে গমন ॥২৪৪॥

ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥ ২৫০ ॥
এই পট্ট ডোরীতে হয় শেষ অধিষ্ঠান।
দশ মূর্ত্তি হঞা যিহোঁ সেবে ভগবান্ ॥ ২৫১ ॥
ভাগ্যবান সেই সত্যরাজ রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ॥ ২৫২ ॥
প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে।
পট্ট ডোরী লয়ে আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩ ॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লঞা ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥
এই মত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলা অনন্ত অপার।
সহস্র বদনে যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমী-
যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আনিতে রামানন্দ-সত্যরাজখাঁকে পট্ট যজমান নিযুক্ত করিলেন ॥ ২৪৯ ॥

শেষ অধিষ্ঠান,—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান। দশমূর্ত্তি, আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১২৩-... সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৫১ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

রথযাত্রা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্পতুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রস্থ শেষ পুষ্পতুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে 'যোঽসি সোঽসি' মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসবদিবসে প্রভু স্বগণে গোপবেশ ধারণ পূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়াদশমী দিবসে লঙ্কাবিজয় উৎসবে নিজের ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমান আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা দেখিয়া সমাগত ভক্তদিগকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। প্রভু নিত্যানন্দকে ও রামদাস গদাধর দাস প্রভৃতি কএকটী বৈষ্ণবের সহিত গৌড়দেশে পাঠাইলেন। স্বীয় জননীর প্রতি অনেক দৈন্যোক্তির সহিত প্রসাদ বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘবপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবের অনেক গুণব্যাখ্যানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নমতে গৃহস্থবৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণবৈষ্ণব-সেবায় অনুমতি

অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতাগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিলেন। খণ্ডবাসীদিগের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য, সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতির যশঃ সঙ্কীর্ত্তন এবং মুরারীগুপ্তের রামচরণনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবের সম্পূর্ণ বৈষ্ণব প্রার্থনা অনুসারে কৃষ্ণের জগন্মোচন সামর্থ্য বিচার করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের ভিক্ষাগ্রহণ সময়ে অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধি হইলে সে পরদিন প্রাতে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত করতঃ কৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করিলেন।

সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক অমোঘভট্টাচার্য্যকে স্পষ্ট অঙ্গীকার করতঃ গৌরচন্দ্র নিজের ভক্তিবশ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে ভট্টাচার্য্যভবনে ভুঞ্জন্ ভিক্ষাং স্বীকুর্ব্বন্ স্বনিন্দকং নির্জ্জনিন্দাকারকং অমোঘকং তন্নামকং সার্ব্বভৌমদুহিতুঃ পতিং অঙ্গীকুর্ব্বন নিজদাসমধ্যে গণয়ন্ স্বাং নিজাং ভক্তবশ্যতাং অনুগতজনবাধ্যতাং স্ফুটাং ব্যক্ততাং চক্রে কৃতবান্ ॥ ১ ॥

নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে ॥ ৪ ॥
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন ।
নৃত্যগীত করে দণ্ড প্রণাম স্তবন ॥ ৫ ॥
উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয় ।
হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয় ॥ ৬ ॥
ঘরে বসি করে প্রভু নামসংকীর্ত্তন ।
অদ্বৈত আসিযা করে প্রভুর পূজন ॥ ৭ ॥
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন ;
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভু সুগন্ধি চন্দন ॥ ৮ ॥
গলে মালা দেন মাথায় দিল তুলসী মঞ্জরী ।
যোড হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি ॥ ৯ ॥
পূজাপাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল ।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥ ১০ ॥
যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে এই মন্ত্র পড়ে ।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ॥ ১১ ॥

অমৃত ছায়া ।

মধ্যাহ্নকালে ভোগবন্দন থাণ্ড ভোগ লাগিলে শ্রীমন্দিরের বাহিরে গমন করেন। তৎপূর্ব্বে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবনাদি করেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে সিদ্ধবকুল হরিদাস ঠাকুরের সাক্ষাৎ করিয়া নিজবাসস্থলী কাশীমিশ্রভবনে আগমন করেন ॥৬॥

এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভু নিমন্ত্রণ করে আচার্য্য বার বার ॥ ১২ ॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য কথন।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥
পুনরুক্তি হয় তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪ ॥
একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্ত সব ॥ ১৫ ॥
চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥ ১৭ ॥
দধিদুগ্ধ ভার প্রভু নিজ স্কন্ধে করি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

'তুমি যে হও, সে হও তোমাকেই আমি নমস্কার করি,' এই মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

অনুভাষ্য

কেহ বলেন, রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাহসি সাহসি নমো নিত্যং যোহসি সোহসি নমোঽস্তু তে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিন, জন্মাষ্টমীর পরদিবস নন্দোৎসব ॥ ১৭ ॥

মহোৎসব স্থানে আইলা বলি হরি হরি ॥ ১৮ ॥
কানাঞি খুটিয়া আছেন নন্দ বেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহাতি হঞাছেন ব্রজেশ্বরী ॥ ১৯ ॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্রকাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী ॥ ২০ ॥
ইহা সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ।
দধি দুগ্ধ হরিদ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ২১ ॥
অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ ॥ ২২ ॥
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥ ২৩ ॥
শিরের উপরে সম্মুখে পৃষ্ঠে দুই পাশে।
পাদসন্ধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥ ২৪ ॥
অলাত চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।

অনুভাষ্য।

খুটিয়া উৎকল ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। মাহাতি, উৎকলদেশীয় করণের উপাধিবিশেষ ॥ ১৯ ॥

পাত্র, উৎকলদেশীয় সম্মানিত জনের উপাধি ॥ ২০ ॥

লগুড়, লাঠিখেলায় গোপ বা গোড়গণ অগ্রগণ্য ॥ ২২ ॥

পাদসন্ধ্যে, পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ॥ ২৪ ॥

দেখি সর্ব্ব লোক চিত্তে চমৎকার হয় ॥ ২৫ ॥
এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাহা দুঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ২৬ ॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী।
জগন্নাথ-প্রসাদ-বস্ত্র এক লয়ে আসি ॥ ২৭ ॥
বহু মূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর গণেরে পরাইল ॥ ২৮ ॥
কানাঞি খুটিয়া জগন্নাথ দুইজন।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন ॥ ২৯ ॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
মাতা পিতাজ্ঞানে দুহেঁ নমস্কার কৈল ॥ ৩০ ॥
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এই মত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ ৩১ ॥
বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৩২ ॥
হনুমান আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।

অনুভাষ্য।

অলাতচক্র, জ্বলিত অঙ্গার খণ্ড ঘুরাইলে যেরূপ ব্যাপক অগ্নিময় চক্র প্রতীয়মান হয় সেইরূপ দ্রুতভাবে লাঠি ঘুরাইয়া সর্ব্বত্র লগুড়ের অবস্থান প্রদর্শন ॥ ২৫॥

লঙ্কাগড়ে চড়ি ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৩ ॥
কাহাঁরে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥ ৩৪ ॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক জয় জয় করে বার বার ॥ ৩৫ ॥
এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থান দ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি ॥ ৩৬ ॥
এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৭ ॥
কিবা যুক্তি কৈল দুহেঁ কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৩৮ ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিল ॥ ৩৯ ॥
সবারে কহিল প্রতিবৎসর আসিয়া।

অমৃতভাষ্য।

লঙ্কাগড় লঙ্কানগরীর চতুষ্পার্শ্বে গড় বা পরিখা বেষ্টিত ॥ ৩৩ ॥

জগন্মাতা, সীতাদেবী ॥ ৩৪ ॥

দীপাবলী, দেওয়ালী কার্ত্তিকী অমাবস্যা।

উত্থান দ্বাদশী যাত্রা, কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী। চাতুর্ম্মাস্যান্তব্রত, সমুদ্র স্নান, নগর পরিক্রমা প্রভৃতি যাত্রিক কৃত্য ॥ ৩৬ ॥

গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥ ৪০ ॥
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান ॥ ৪১ ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪২ ॥
রামদাস গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে ॥ ৪৩ ॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব ॥ ৪৪ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তারে মধুর বচন ॥ ৪৫ ॥
তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব ॥ ৪৬ ॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৭ ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গদাধর,— আড়িয়াদহবাসী গদাধর দাস ॥ ৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

গদাধর। আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

ধর্ম্ম নহে করি আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ ॥ ৪৮ ॥
তার প্রেম বশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিযাছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৪৯ ॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয দোষ।
এত জানি মাতা মোরে না করয রোষ ॥ ৫০ ॥
কি কায সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন ॥ ৫১ ॥
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে ॥ ৫২ ॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তিহোঁ তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ৫৩ ॥
এক দিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত ॥ ৫৪ ॥
লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধখণ্ড সার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥ ৫৫ ॥
প্রসাদ লইযা কোলে করেন ক্রন্দন।

অমৃত ভাষ্য।

আমি সন্ন্যাস করায় মাতৃসেবারূপ ধর্ম্ম পালন না করিযা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইযাছি ॥ ৪৮ ॥

ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত। নিম্বপাতাসহ পটোল ভাজা ॥ ৫৪ ॥

নিমাঞির প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন ॥ ৫৬ ॥
নিমাঞি নাহিক এথা কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ ৫৭ ॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ৫৮ ॥
কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ॥ ৫৯ ॥
কিবা মোর মনঃ কথায় ভ্রম হয়ে গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল ॥ ৬০ ॥
কিবা আমি অন্নপাত্রে ভ্রমে না বাড়িল।
এত চিন্তি পাক পাত্র যাইযা দেখিল ॥ ৬১ ॥
অন্নব্যঞ্জনে পূর্ণ দেখি সকল ভাজনে।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥ ৬২ ॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৩ ॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

ভাজন, আধার, পাত্র ॥ ৬২ ॥

ঈশান। আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৩ ॥

তার প্রেমে আনি আমায় করায় ভোজনে ।
অন্তরে সুখ মানে তিঁহ বাহ্যে নাহি মানে ॥ ৬৫ ॥
এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি ।
তাহাঁকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রীতি ॥ ৬৬ ॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য করিলা ॥ ৬৭ ॥
রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস ।
তোমার নিষ্ঠা প্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥ ৬৮ ॥
ইহাঁর কৃষ্ণ সেবার কথা শুন সর্ব্বজন ।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥ ৬৯ ॥
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা ।
পাঁচ গণ্ডা করি নারিকেল বিকায় তথা ॥ ৭০ ॥
বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল ।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭১ ॥
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারিপণ ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭২ ॥
প্রতিদিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া ।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাইয়া ॥ ৭৩ ॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি সংস্কারি ।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি।
কভু শূন্য ফল রাখেন কভু জল ভরি ॥ ৭৫ ॥
জল শূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য করি শত পাত্র পূরিত ॥ ৭৬ ॥
শস্য সমর্পণ করি বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ ৭৭ ॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৭৮ ॥
এক দিন দশফল সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ॥ ৭৯ ॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফল পাত্র হাতে সেবক দ্বারে রহিল ॥ ৮০ ॥
দ্বারের উপর ভিতে তিঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮১ ॥
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে গতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে ॥ ৮২ ॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥ ৮৩ ॥

অনুভাষ্য

উপর ভিতে, উপর দেওয়ালে; তিঁহো, রাঘব পণ্ডিতের সেবক ॥৮১॥

এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া ॥ ৮৪ ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ॥ ৮৫ ॥
এইমত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
যাহাঁ যাহাঁ দূর গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥ ৮৬ ॥
বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
এই মত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এই মত চিড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল ॥ ৮৮ ॥
এইমত পিঠাপানা ক্ষীর-ওদন।
পরম পবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮৯ ॥
কাশমর্দ্দি আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সর্ব্ব দ্রব্য সার ॥ ৯০ ॥
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

হুড়ুম—শস্যবিশেষ। ইহার খই উৎকল প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত ॥৮৮॥
কাশমর্দ্দি, কাসুন্দি ॥ ৯০ ॥

অনুভাষ্য।

ক্ষীরওদন, দুগ্ধে অন্নের পায়স ॥ ৮৯ ॥

যাহা দেখি সর্ব্ব লোকের যুড়ায় নয়ন ॥ ৯১ ॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণ ॥ ৯২ ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৩ ॥
পরম উদার ইঁহো যে দিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৪ ॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ নাহি হয় ॥ ৯৫ ॥
ইহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৬ ॥
প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥ ৯৭ ॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥ ৯৮ ॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহাঁ একবাক্যে তাঁর আছে প্রেমময় ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সরখেল, তত্ত্বাবধারক ॥ ৯৬ ॥

নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত ॥ ১০০ ॥
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর ॥ ১০১ ॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১০২ ॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে ॥ ১০৩ ॥
প্রভু কহেন কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ॥ ১০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণ[illegible]গ্রন্থবিশেষ। অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থই [illegible] ৯৯ ॥

বসু-রামানন্দ ও [illegible] ইহারা বঙ্গদেশোজ্জ্বল কায়স্থ-সুবংশজাত গৃহস্থবৈষ্ণব। [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সাধন [illegible] উত্তর করিলেন, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন। তাহাতে সত্যরাজ প্রশ্ন করেন, কৃষ্ণ-

অনুভাষ্য।

গুণরাজ খান, শ্রীমালাধর বসু উপাধি গুণরাজখান। ইনি সত্যরাজ খানের পিতা। ১৩৯৫ শকাব্দায় শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন ॥ ৯৯ ॥

সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥ ১০৫ ॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেবা ও কৃষ্ণনামকীর্ত্তন সম্বন্ধে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বৈষ্ণবসেবন কার্য্যাদি বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বড়ই কঠিন হয়। অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কে এবং তাঁহার সামান্য লক্ষণ কি? প্রভু উত্তর করিলেন, যাঁর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, সেই সবাকার শ্রেষ্ঠ পূজ্য বৈষ্ণব ॥ ১০২-১০৬ ॥

অনুভাষ্য।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয় এরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। কৃষ্ণনামে তাঁহার কোমল শ্রদ্ধা বশতঃ তিনি নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন না। শ্রীরূপ গোস্বামী উপদেশামৃতে। কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ। যিনি শ্রীনামকে অপ্রাকৃত চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহ পূর্ণশুদ্ধ নিত্যমুক্ত এবং নাম নামী অভিন্ন জানিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন অথচ ভক্তির উপাদান গুলিকে ও ভক্তকে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত বুঝিতে না পারিয়া নিজ বদ্ধাবস্থাকে গণনা করেন তাঁহার সর্ব্বপাপক্ষয় হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি হয়। ভাগবত একাদশ স্কন্ধে। অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ। সনাতন-শিক্ষায় মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ। যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৭ ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

উত্তম। রতি-প্রেম তারতম্যে ভক্তি-উত্তম ॥ শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি ॥ ১০৬ ॥

নববিধ ভক্তি। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা ॥

নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয়েই সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হইয়া জীবের পুণ্যাপাপমূলক প্রারব্ধ ভোগবাসনা সমস্ত বিনষ্ট হয়। শ্রীনাম গ্রহণই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। শ্রীনাম ভজন হইতেই নবধা-ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে ॥ ১০৭ ॥

দীক্ষা। শ্রীজীবপাদধৃত আগমবাক্য ভক্তিসন্দর্ভে। দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ। যাহা হইতে অপ্রাকৃত দিব্য জ্ঞানের উদয় এবং পাপের সম্যক্‌রূপে ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে সংজ্ঞা দিয়াছেন।

পুরশ্চর্য্যা। পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ। হোমব্রাহ্মণ-ভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে। গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি। পঞ্চাঙ্গোপাসনা সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে। প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্যহোম ও নিত্য-

অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।

অনুভাষ্য।

ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গকে পুরশ্চরণ বলে। গুরুর প্রসাদক্রমে প্রাপ্ত-মন্ত্রের সিদ্ধিজন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গোপাসনা, তাহাই বিধান।

দীক্ষাবিধি। 'দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু। তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥ অনুপনীত বিপ্রের যেরূপ স্বকর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, উপবীত গ্রহণের পর অধিকার হয় তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্রদেবতা পূজাদিতে অধিকার হয় না। এজন্য আত্মাকে মঙ্গলপূত করিবার উদ্দেশে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং। পশুযোনি-মবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥ অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥ যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

পুরশ্চর্য্যাবিধি। বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি। কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলং॥ পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রোহি ফলদায়কঃ। অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া। পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে। বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শ্রীজীবপাদ ভক্তিসন্দর্ভে। শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চন-মার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ। মন্ত্রদীক্ষাদ্যপেক্ষা যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং

চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥ ১০৯ ॥

[পদ্যাবল্যাং ১৮ অঙ্কধৃত-শ্রীধরস্বামীকৃত-শ্লোকঃ]

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যামনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য।

মানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে কর্হিচৎ চিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। রামার্চনচন্দ্রিকায়াং। নৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা পমাত্রেণ সিদ্ধিদা। ভাগবত স্কন্ধ ৭ম, অধ্যায় ৫ম, শ্লোক ১৮ ॥

পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করাইয়া প্রাকৃতাভিনিবেশ নাশ করে। অপ্রাকৃত হইলে মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন বুদ্ধি হয়। নাম মন্ত্রে শব্দ সামান্য বুদ্ধি করিলে নরকে অবস্থিতি হয়। অপ্রাকৃত চিত্তে মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন বিধেয়। দীক্ষা পূর্ব্ব বিধানানুসারে মন্ত্র গ্রহণ বিধি। কিন্তু কৃষ্ণনাম বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই আদরণীয়। বদ্ধজন কৃষ্ণনাম গ্রহণে প্রাকৃতজ্ঞান হইতে মুক্ত হন আবার মুক্ত হইয়াই শুদ্ধ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র হইলেও পাঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নহে।

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। নাম মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ ফলেই উচ্চারণকারীর প্রাপ্য ফললাভ ঘটে তজ্জন্য পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই ॥১০৮॥

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই ত বৈষ্ণব, করিহ তাহার সম্মান ॥ ১১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ স্বরূপ, পাপনাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্যের বশকারী, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মন্ত্র রসনাস্পর্শ মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষা সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ এ সকলকে কিঞ্চিৎমাত্র অপেক্ষা করে না ॥ ১১০ ॥

সুতরাং গৃহস্থলোকের বৈষ্ণবসেবার জন্য এক কৃষ্ণনামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়, দীক্ষিতমন্ত্র বৈষ্ণবকে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই। ইহার কারণ এই, বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান শূন্যতা-বশতঃ মায়াবাদাদি দোষে দূষিত থাকিতে পারেন। কিন্তু নামাপরাধ-শূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে সব দোষ থাকিবার সম্ভব নাই।

অনুভাষ্য।

কৃতচেতসাং মুক্তকুলানাং সুমহতাং ত্রিগুণাতীতানাং (সুমনসামিতি পাঠে মনস্বীনাং) আকৃষ্টিঃ আকর্ষকঃ (আকৃষ্টকৃতচেতসামিতিপাঠে আকৃষ্টং কৃতং চেতো যাভিঃ তেষাং) অংহসাং প্রাকৃতাভিনিবেশজ-চেষ্টানাং পুণ্যপাপানাং উচ্চাটনং উন্মূলনং আচণ্ডালং চণ্ডালপর্য্যন্ত অমূকলোকসুলভঃ অমূকলোকানাং মূকব্যতিরিক্তানাং জনানাং বাক্‌শক্তিমতাং সুলভঃ সহজপ্রাপ্যঃ মুক্তিশ্রিয়ঃ বশ্যঃ মোক্ষাশ্রয়চিন্তামণিস্বরূপস্য বশীকারকঃ চ দীক্ষাং পাপনাশ-দিব্যজ্ঞানসাধনময়ীং সৎক্রিয়াং ফলসিদ্ধার্থাং দক্ষিণাং পুরশ্চর্য্যাং চ পঞ্চাঙ্গোপাসনাত্মিকাং ক্রিয়াং মনাক্ ঈষৎ ঈষদপি নাপেক্ষতে শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ অয়ং মন্ত্রঃ রসনাস্পৃগে জিহ্বাস্পর্শমাত্রেণৈব ফলতি ॥ ১১০ ॥

খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিন জন ॥ ১১২ ॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১৩ ॥
কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তার তনয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ ১১৪ ॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৫ ॥
আমা সবার কৃষ্ণ-ভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে ॥ ১১৬ ।
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥ ১১৭ ॥
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১১৮ ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম ॥ ১১৯

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

দীক্ষিতমন্ত্র ব্যক্তি বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনামকরিয়াছেন, তিনি মন্ত্রকনিষ্ঠ হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণব। গৃহস্থবৈষ্ণব সইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন ॥ ১১১ ॥

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজ-সেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥ ১২০ ॥
এক দিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে ॥ ১২১ ॥
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়াণি।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ॥ ১২২ ॥
শিখিপিচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ১২৩ ॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হৈল মরণ।
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন ॥ ১২৪ ॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঞি।
মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা পাই নাই ॥ ১২৫ ॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥ ১২৬ ।

অমৃতভাষ্য।

মুকুন্দ লোকচক্ষে রাজবৈদ্যগিরি চাকরী করিতেন কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে নাই ॥ ১২০ ॥

উচ্চ টুঙ্গিতে, উচ্চস্থানে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে।

আড়াণি, রৌদ্র নিবারক ছাতা, (গ্রন্থে) আড়ভাবে দিবার দ্রব্য, বৃহৎ পাখা ॥ ১২২ ॥

মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তার মহাসিদ্ধ জ্ঞানে ॥ ১২৭ ॥
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার ঘাটের উপরে ॥ ১২৮ ॥
কদম্বের এক বৃক্ষ ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে ॥ ১২৯ ॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার কার্য্য ধর্ম্ম ধন উপার্জ্জন ॥ ১৩০ ॥
রঘুনন্দনের কার্য্য কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অন্য নাহি মন ॥ ১৩১ ॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে ॥ ১৩২ ॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতভাষ্য।

মহাবিদগ্ধ, বিশেষ নীতি চতুর। মহাসিদ্ধ, মুক্ত অলৌকিক পুরুষ ॥১২৭॥

অবতংস, ভূষণ, কর্ণভূষণ, শিরোভূষণ তজ্জন্য ॥ ১২৯ ॥

শ্রীমহাপ্রভু মুকুন্দকে অত্যন্ত প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া জানিতেন তজ্জন্য ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রের কার্য্য বিভাগকালে মুকুন্দের ধর্ম্ম ও ধনউপার্জ্জন, রঘুনন্দনের শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও নরহরির, ভক্তসহ অবস্থান নিরূপণ করিলেন ॥ ১৩২ ॥

দারু জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দর্শন স্নানে করে জীবের মুকতি ॥ ১৩৪ ॥
দারুব্রহ্ম রূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্মসম ॥ ১৩৫ ॥
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মেরে সেবন ॥ ১৩৬ ॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহি শুন ভক্তগণ ॥ ১৩৭ ॥
পূর্ব্বে আমি ইহারে লোভাইল বার বার।
পরম মধুর, গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৩৮ ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমসর্ব্বরসময় ॥ ১৩৯ ॥
সকল সদ্গুণ বৃন্দ রত্ন রত্নাকর।
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক শেখর ॥ ১৪০ ॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সার্ব্বভৌম, তুমি দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথদেবকে আরাধনা কর হে বিদ্যাবাচস্পতি, তুমি শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জলব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর ॥ ১৩৬ ॥

এই কথা বলিয়া আমি কৃষ্ণভজনে অধিক লোভ দিয়াছিলাম আমি বলিয়াছিলাম, গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার পরম মধুর ॥ ১৩৮ ॥

চাতুর্য্য বৈদগ্ধ করে যার লীলা রস ।। ১৪১ ।।
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয় ।। ১৪২ ।।
এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরে গেল মন ॥ ১৪৩ ॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥ ১৪৪ ॥
এতবলি ঘরে গেল চিন্তি রাত্রিকালে।
রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তা হইল বিকালে ॥ ১৪৫ ॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে্য প্রভু মোর করাহ মরণ ॥ ১৪৬ ॥
এই মত সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রে করেন জাগরণ ॥ ১৪৭ ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥ ১৪৮ ॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা মনে পাই ব্যথা ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ।। ১২৯ ।।

শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায়॥ ১৫০॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হয় যাউক সংশয়॥ ১৫১॥
এত শুনি আমি বড় মনে সুখ পাইল।
ইহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈল॥ ১৫২॥
সাধু সাধু গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না চলিল মন॥ ১৫৩॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ান না যায়॥ ১৫৪॥
এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ ১৫৫॥
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ কমল॥ ১৫৬॥
সেই মুরারি গুপ্ত এই মোর প্রাণ সম।
ইহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥ ১৫৭॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার গুণ কহে হঞা সহস্র বদন॥ ১৫৮॥
নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া॥ ১৫৯॥

জগত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ॥ ১৬০ ॥
করিতে সমর্থ তুমি হও দয়াময়।
তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয় ॥ ১৬১ ॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥ ১৬২ ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ ॥ ১৬৩ ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥ ১৬৪ ॥
তোমার বিচিত্র নহে তুমি সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥ ১৬৫ ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য বাঞ্ছাপূর্ত্তি বিনা নাহি অন্য কৃত্য ॥ ১৬৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ ১৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

পাশ্চাত্য রাজ্যে খৃষ্টভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস তাঁহাদের গুরু একমাত্র যীশুখৃষ্টই জীবের সর্ব্বপাপভার গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হন; শ্রীগৌরপার্ষদমধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত জড় স্বার্থত্যাগরূপ তদপেক্ষাও উন্নত উদারভাব জীবকে শিক্ষা দিলেন ॥ ১৬২।১৬৩

অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল।

তোমাকে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপ ফল॥ ১৬৮॥

তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব।

বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥ ১৬৯॥

[ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, ৬০ শ্লোকে]

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-

বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।

কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং,

গোবিন্দমাদিপুরুষং সমহং ভজামি॥ ১৭০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি ইন্দ্রগোপরূপ কীট সকল হইতে দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত জীবনিচয়ের স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপ ফল ভাজন বিস্তার করেন, কিন্তু যিনি ভক্তিমান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্ম নির্দ্দহন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি॥ ১৭০॥

অনুভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি সমস্ত জীবকে তাঁহাদের জড়ভোগবাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন। তুমি সমদৃক্ হইয়া উচ্চাবচ সকল জীবের পক্ষ হইতে মঙ্গল প্রার্থনা করিলে সুতরাং তোমার প্রার্থনানুসারে পাপভোগ ব্যতীত সকলের উদ্ধার হইবে। তন্নিমিত্ত তোমাকে তাহাদের জন্য পাপফলভোগ করিতে হইবে না। তুমি যাহাদিগের মঙ্গল বাঞ্ছা করিলে তাহারা বৈষ্ণব হইবে এবং বৈষ্ণবের প্রাক্তন দুষ্কৃত সমূহের ফলভোগ হইতে কৃষ্ণ তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। তাহারা পাপ পুণ্যের সেবা ত্যজিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক হইবে॥ ১৬৭-১৬৯॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ॥ ১৭১ ॥
একই উডুম্বর বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ ১৭২ ॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই পদ্যসকলের শব্দার্থ সরল। ভাবার্থ কঠিন। ভাবার্থ এই যে, জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবন্ধনে পড়িলে মায়া অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সেই জীববৃন্দকে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফলস্বরূপ কর্ম্মভোগ করান কৃষ্ণবহির্ম্মুখলোকের কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণসম্মুখ ব্যক্তিদিগের সেই কর্ম্মবন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় একেবারে বিনষ্ট হয়

অনুভাষ্য।

যঃ গোবিন্দঃ তু ইন্দ্রগোপং রক্তবর্ণক্ষুদ্রকীটবিশেষং অথবা ইন্দ্রং দেবাধিপতিং স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফলভাজনং সৃষ্ট্বা কর্ম্মবন্ধানুরূপস্য ফলস্য-ভাজনং আত্মনোঽপি ফলং বিদধাতি কিন্তু ভক্তিভাজাং হরিসেবাপরাণাং চ কর্ম্মাণি ভোগযোগ্যানি ফলানি নির্দহতি বিনাশয়তি তং আদিপুরুষং মূলদেবং গোবিন্দং তদাখ্যং দেবং অহং ভজামি ॥ ১৭০ ॥

অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামের বহির্ভাগে বিরজা নদী। আলোকময় ব্রহ্মধামে মণ্ডিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ। নদীর অপর পারে দেবীধাম প্রাকৃতরাজ্য তথায় ত্রিগুণ বিরাজমান। বিরজা নদীতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থা বিরাজ-মানা ॥ ১৭২ ॥

ঐছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৪ ॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
তার গড়খাই কারণাব্ধি যার নাম ॥ ১৭৫ ॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড় খাইতে ভাসে যেন রাই পূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৬ ॥
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ড নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইহাতে যদি বিতর্ক করা যায় যে, ভক্ত হইলেই যদি কর্ম্মচ্ছেদ হইল এবং কোন ভক্ত বাঞ্ছা করিলেই যদি বিনাদণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার হয়, তবে ভক্তের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড থাকে না থাকে, এরূপ হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে কৃষ্ণের জগৎ কিরূপে সুষ্ঠু নিয়মিত হইতে পারে। প্রভু কহিলেন, কৃষ্ণের চিজ্জগৎ অনন্ত ও অপরিমেয়, স্বরূপশক্তির গণসকল কামধেনুস্বরূপে পতিরূপ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকে, সেই চিজ্জগৎ ত্রিপাদ। সেই চিজ্জগতের ছায়ারূপ মায়ায় অধিকৃত জড়জগৎ এক

অনুভাষ্য।

বৈকুণ্ঠ ধামে মায়ার কোন প্রকার কুণ্ঠতা নাই। কারণসমুদ্র বৈকুণ্ঠের সর্ব্বদিকে বেষ্টিত। প্রাকৃত দেবীধামের বিচিত্রতার কারণ-সাগরই কারণাব্ধি ॥ ১৭৫ ॥

গড়খাই, বেষ্টন জল। কারণাব্ধি গড়খাই সদৃশ। অনন্ত অসংখ্য-ব্রহ্মাণ্ড নিচয়, অসংখ্য ক্ষুদ্র রাই সর্ষপ সদৃশ। মায়া, ভাণ্ড সদৃশ ॥ ১৭৬॥

সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ ১৭৮ ॥
কামধেনু-কোটিপতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮৭ অ, ১০ম শ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ]

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

াদ। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়ামাত্র। অতএব কোটী কামধেনুপতি কৃষ্ণের াক্ষে একটী ছাগীমাত্র। শুদ্ধভক্তের ইচ্ছাক্রমে বা শুদ্ধভক্তের অনু-রাধে যদি একটী মায়িক ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হইযা যায, তাহাতে কৃষ্ণের ক্ষতি উপলব্ধ হয় না। তাহা দূরে থাকুক যদি সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ।হিত ছাগীরূপ মাযার অস্তিত্ব লোপ হয়, তাহা হইলেও কোটী কাম-:ধনুর পতি ষড়ৈশ্বর্য্যেশ্বর কৃষ্ণের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ছায়া নষ্ট হইলে কি স্বরূপ বস্তুর ক্ষতি হইতে পারে॥ ১৭১-১৭৯ ॥

যাহার সত্ত্বরজগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই অজা অর্থাৎ মায়াকে তুমি বিনষ্ট কর। কেন না, আত্মশক্তিক্রমে মায়াতীত

অনুভাষ্য।

হে অজিত মায়াগুনভিভূত জয়জয় নিজোৎকর্ষমবষ্টমাবিষ্কুরু (কথং বা স করোবীতি বীপ্সার্থঃ) দোষগৃভীতগুণাং দোষ এব বিষয়ে গৃভীতা গৃহীতা, গুণাঃ যয়া তাং (স্বাবৃত্তিরূপয়া অবিদ্যয়া জীবান্ বদ্ধা তদ্রূপয়া এব বিদ্যয়া মোচয়তি) অজাং মায়াং জহি নাশয় (যথা পুনঃ ত্বয়া সৃষ্ট্যাদৌ

অগজ্জগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১৮০ ॥

এই মত সর্ব্বভক্তের কহি সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ॥ ১৮১ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হইল মন ॥ ১৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

তোমাতে সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবস্থিত আছে। তুমিই মায়িক জগতের চরাচরের অখিল ব্যক্তির অববোধক। তুমি আত্মশক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক, কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়া প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তাহাতে কোন প্রকার লীলা করিয়া থাক। বেদ তোমার এই দুই প্রকার লীলা বর্ণন করেন ॥ ১৮০ ॥

অনুভাষ্য।

প্রবদ্ধ জীবান্ ন [illegible] ভাবঃ যৎ যস্মাৎ ত্বং আত্মনা স্ব[illegible] [illegible] তর্হি [illegible] শক্ত্যা [illegible] সম্প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ অসি, বশীকৃতমায়ত্বাৎ। অগজ্জগদোকসাং অগানি [illegible] জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি [illegible] জীবানাং [illegible] মায়াঃ অখিল-শক্ত্যববোধক অখিলাঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃতাঃ যাঃ শক্তয়ঃ তাসাং অববোধকঃ ভোক্তা ক্বচিৎ কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজয়া মায়য়া আত্মনা চরতঃ [illegible] তে তব নিগমঃ অনুচরেৎ প্রতিপাদয়েৎ। (যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।) ॥ ১৮০ ॥

গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যারে করাইলা আবাসে ॥ ১৮৩ ॥
পুরী গোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥ ১৮৪ ॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দরশন নিত্য প্রাতঃকালে ॥ ১৮৫ ॥
প্রভু পাশ আসি সার্ব্বভৌম এক দিন।
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১৮৬ ॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥ ১৮৭ ॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

পাঠান্তরে জলেশ্বরে আছে। এই পাঠ শুদ্ধ ও সার্থক বলিয়া বোধ হয় না। কেননা জলেশ্বরগ্রামে গদাধরপণ্ডিতের কোন লীলার উল্লেখ নাই। সমুদ্র বালুকার নিকট যমেশ্বরটোটা বা টোটা গোপীনাথের মন্দির, কথায় গদাধরপণ্ডিত গোপীনাথের সেবায় ও মহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন ॥ ১৮৩ ॥

অনুভাষ্য।

যমেশ্বর,—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে বালুকোপরি যমেশ্বর টোটা বা বাগান। সেইস্থানে মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে বাস-স্থান দিলেন ॥ ১৮৩ ॥

প্রভু কহে ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি ॥ ১৮৮ ॥
সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিংশ দিন।
প্রভু কহে এ নহে যতিধর্ম্ম চিহ্ন ॥ ১৮৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে পুনঃ দিন পঞ্চদশ।
প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা একই দিবস ॥ ১৯০ ॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দশদিন ভিক্ষা কর কহে বিনতি করিয়া ॥ ১৯১ ॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল।
পাঁচ দিন তার ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল ॥ ১৯২ ॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ ১৯৩ ॥
পুরীগোসাঞির ভিক্ষা মোর পাঁচদিন ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ॥ ১৯৪ ॥
দামোদর স্বরূপ এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে কভু একেশ্বর ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য।

দশজন সন্ন্যাসী। ১। পরমানন্দপুরী ২। দামোদরস্বরূপ। ৩ ব্রহ্মানন্দপুরী। ৪। ব্রহ্মানন্দভারতী। ৫। বিষ্ণুপুরী। ৬। কেশব পুরী। ৭। কৃষ্ণানন্দপুরী। ৮। নৃসিংহতীর্থ। ৯। সুখানন্দ পুরী। ১০। সত্যানন্দ ভারতী॥ ১৯৩ ॥

আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।
একেক দিন একেক জন পূর্ণ হৈল মাসে॥ ১৯৬॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥ ১৯৭॥
তুমিহ নিজ চ্ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আসিবে স্বরূপ দামোদরে॥ ১৯৮॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ ১৯৯॥
ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তিঁহো স্নেহেতে জননী॥ ২০০॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তারে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল॥ ২০১॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।
যেবা শাকফলাদিক আনিল আহরি॥ ২০২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

নিজচ্ছায়ে ;—একলা নিজচ্ছায়া লইয়া॥ ১৯৮॥

অনুভাষ্য।

আর অষ্ট সন্ন্যাসী। পরমানন্দপুরী ও দামোদর স্বরূপ ব্যতীত অন্য আটজন। পূর্ণ হৈল মাসে। শ্রীমহাপ্রভুর ৫ দিন, পরমানন্দপুরীর ৫ দিন, দামোদর স্বরূপের ৪ দিন, আটজন সন্ন্যাসীর ১৬ দিন একত্রে ৩০ দিন হইলেই মাস পূর্ণ হইবে॥ ১৯৬॥

আপনি ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের কর্ম্ম ॥ ২০৩ ॥
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয় ॥ ২০৪ ॥
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥ ২০৫ ॥
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন প্রবেশিতে ॥ ২০৬ ॥
বত্রিশা কলার এক আঙ্গটিয়া পাতে।
তিন মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥ ২০৭ ॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥ ২০৮ ॥
কেয়াপত্র কলাখোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ॥ ২০৯ ॥
দশ প্রকার শাক নিম্ব তিক্ত সুক্ত ঝোল।
মরিচের ঝাল ছানাবড়া বড়া ঘোল ॥ ২১০ ॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেসর লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা ॥ ২১১ ॥

অনুভাষ্য।

উভারিল, ঢালিয়া দিল ॥ ২০৭ ॥

বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার॥ ২১২॥
নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥ ২১৩॥
ভ্রষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥ ২১৪॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট॥ ২১৫॥
কাঁজিবড়া দুগ্ধ-চিড়া দুগ্ধ-লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥ ২১৬॥
ঘৃত সিক্ত পরমান্ন মৃৎ কুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি॥ ২১৭॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥ ২১৮॥

অনুভাষ্য।

দুগ্ধতুম্বী, লাউযুক্তদুগ্ধ। বেসব, সর্ষপবাটা দিয়া যে তরকারী হয় উৎকল দেশে তাহাকে ব্যাসর বলে। শাকরা, মিষ্ট যুক্ত তরকারী॥২১১॥

ভ্রষ্টমাষমুদ্গসূপ, ভাজা কলাইর ডাল ও ভাজামুগের ডাল॥ ২১৪॥

মাষবড়া, কলাই ডালের বড়া॥ ২১৫॥

দুগ্ধলকলকী, চুষীপুলি॥ ২১৬॥

শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥ ২১৯ ॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জলঝারী।
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী ॥ ২২০ ॥
অমৃত গুটিকা পিঠা পানাদি আইল।
জগন্নাথ প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥ ২২১ ॥
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইল তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥ ২২২ ॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥ ২২৩ ॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া ॥ ২২৪ ॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ॥ ২২৫ ॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে ॥ ২২৬ ॥
কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি।
উপর দেখিয়ে যাতে তুলসী মঞ্জরী ॥ ২২৭ ॥

অনুভাষ্য।

শুভ্রপীঠ, শাদা পিঁড়ির উপরি আসন পাতা হইল ॥ ২১৯ ॥

ভাগ্যবান্ তুমি, সকল তোমার উদ্যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ২২৮ ॥
অন্নের সৌরভ্য বর্ণ অতি মনোরম।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহাঁ করিয়াছেন ভোজন ॥ ২২৯
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব ॥ ২৩০ ॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্র করিয়া ॥ ২৩১ ॥
ভট্টাচার্য্য বলে প্রভু না কর বিস্ময়।
যেই খাবে তার শক্ত্যে ভোগসিদ্ধ হয ॥ ২৩২ ॥
উদ্যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই তাহা জানে ॥ ২৩৩ ॥
এইত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥ ২৩৪ ॥
ভট্ট কহে অন্ন-পীঠ সমান প্রসাদ।
অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে, কাহাঁ অপরাধ ॥ ২৩৫ ॥
প্রভু কহে ভাল কৈলে শাস্ত্র আজ্ঞা হয়।

অনুভাষ্য।

সৌরভ্য, সুঘ্রাণ। বর্ণ, শুভ্র বর্ণ ॥ ২২৯ ॥

অন্ন ও পীঠ বা পিঁড়া উভয়ই কৃষ্ণভুক্ত নির্ম্মাল্য। অন্ন ভগবদুচ্ছিষ্ট

কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥ ২৩৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে, ৬ষ্ঠ অ,৩১ শ্লোকে]

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ২৩৭ ॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।

ভট্ট কহে জানি, খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৩৮ ॥

নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।

একেক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥ ২৩৯ ॥

দ্বারকাতে ষোল সহস্র মহিষীর ঘরে।

অমৃতপ্রবাহভাষা।

তোমাকে মাল্য, গন্ধবস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট সকল ভোজন করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব ॥২৩৭॥

অনুভাষ্য।

জানিয়া ভোজন করিয়া সম্মান,—পীঠ ভগবানের আসন কার্য্যে লাগিয়াছে জানিয়া তদবশেষ প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অপরাধ কি প্রকারে হইবে? ॥ ২৩৫ ॥

ত্বয়োপযুক্তস্রগগন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ত্বদ্-যোগ্যমালাসুরভিবস্ত্র-ভূষণৈঃ চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ উচ্ছিষ্টভোজিনঃ উচ্ছিষ্টং প্রসাদান্নং ভোক্তুং শীলং যেষাং তে দাসাঃ বয়ং কিঙ্করাঃ হি তব মায়াং জয়েম জেতুং শক্নুমঃ ॥ ২৩৭ ॥

অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে ॥ ২৪০ ॥
ব্রজে জ্যেঠা খুড়া মামা পিসাদি গোপগণ ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন ॥ ২৪১ ॥
গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি ।
তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥ ২৪২ ॥

অনুভাষ্য ।

টাদশমাতা, দেবকী, রোহিণী প্রভৃতি ।

জে জ্যেঠা । শ্রীরূপঃ শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াং । উপনন্দোঽভি-চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ । উপনন্দ ও অভিনন্দ কৃষ্ণের দুই জ্যেঠা ডা । পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দনন্দনৌ ॥ সন্নন্দ বা র বা সুনন্দ ও নন্দন ইঁহারা কৃষ্ণের খুল্লতাত ।

মা । যশোধর-যশোদেব-সুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ । যশোধর যশো-এবং সুদেব প্রভৃতি কৃষ্ণের মাতুল ।

পসা । মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবেতয়োঃ ক্রমাৎ । পিতৃবাস্থ বাস্থ । মহানীল ও সুনীল কৃষ্ণের দুই পিসামহাশয় । তাঁহারা দা ও নন্দিনী নাম্নী পিসিদ্বয়ের পতিদ্বয় ॥

খাবৃন্দ । বিশালবৃষভৌজস্বী দেবপ্রস্থবরূথপাঃ । মন্দারঃ কুসুমা-মণিবন্ধকরাস্তথা ॥ মন্দরশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দকুলিকাদয়ঃ মা দামা সুদামা বসুদামা তথৈব চ । কিঙ্কিণী ভদ্রসেনাংশুস্তোক-ঃ বিলাসিনঃ । পুণ্ডরীকবিটঙ্কাক্ষকলবিঙ্কপ্রিয়ঙ্করাঃ । সুবলার্জ্জুন-বিবসন্তোজ্জ্বলকোকিলাঃ । সনন্দন বিদগ্ধাদ্যা ॥ ২৪১ ॥

ার লেখে, তাহার তুলনায় ॥ ২৪২ ॥

তুমিত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার ॥ ২৪৩ ॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষমনে ॥ ২৪৪ ॥
হেনকালে অমোঘ, ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তিঁহো ষাঠী কন্যার ভর্ত্তা ॥ ২৪৫ ॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৬ ॥
তিঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আন মন।
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন ॥ ২৪৭ ॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ ॥ ২৪৮ ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটী চাহিল।
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ॥ ২৪৯ ॥
ভট্টাচার্য্য লাঠী লঞা মারিতে ধাইল।
পলাইল অমোঘ তার লাগি না পাইল ॥ ২৫০ ॥
তবে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাধুকরী,—মধুকর বৃত্তিদ্বারা লব্ধ গ্রাস ॥ ২৪৩ ॥
অবধান—মনোযোগ ॥ ২৪৯ ॥

নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥ ২৫১ ॥
শুনি ষাঠীর মাতা শিরে বুকে ঘাত মারে।
ষাঠী রাণ্ডী হউক ইহা বলে বারে বারে ॥ ২৫২ ॥
দুহাঁর দুঃখ দেখি প্রভু দুহাঁ প্রবোধিয়া।
দুহাঁর ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা ॥ ২৫৩ ॥
আচমন করিয়া ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসী মঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস ॥ ২৫৪ ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন ॥ ২৫৫ ॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ ঘরে।
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৬ ॥
প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিল।
ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল ॥ ২৫৭ ॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৫৮ ॥
প্রভু পদে বহু আত্মনিবেদন কৈল।
তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫৯ ॥
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠির মাতা সনে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এলাচি রসবাস,—রস ও সৌগন্ধযুক্ত এলাচ ॥ ২৫৪ ॥

আপনারে নিন্দিয়া কিছু করেন বচনে ॥ ২৬০ ॥

চৈতন্য গোসাঞির নিন্দা শুনি যাহা হৈতে।

তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৬১ ॥

কিম্বা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।

দুই যোগ্য নহে দুই শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

অমোঘ ব্রাহ্মণ, তাহাকে বধ করা যাইতে পারে না। নিজেও ব্রাহ্মণ আত্মহত্যাও অনুচিত, দুই কার্য্যই অযোগ্য। সুতরাং সেই নিন্দুকের মুখ না দেখাই কর্ত্তব্য ॥ ২৬২।২৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতং॥ হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্। কল্পকৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতাপ্রাণশাসনৈঃ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপাঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং॥ যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্ শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতং। তে পচ্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে। ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ। শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্। তদীয় দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্। তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ॥ শ্রীজীবপাদঃ ভক্তিসন্দর্ভে। নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন তৎপরস্য জনস্য বা ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ। ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব। সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা। তত্রাপ্যসমর্থেন

পুনঃ সেই নিন্দুকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈল, তার নাম না লইব ॥ ২৬৩ ॥
ষাঠিরে কহ তারে ছাড়ুক সে হইল পতিত।
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত ॥ ২৬৪ ॥

[স্মৃতিবচনং]

পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥ ২৬৫ ॥

সেই রাত্রে অমোঘ,কাহাঁ পলাঞা রহিল।
প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল ॥ ২৬৬ ॥
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ॥ ২৬৭ ॥
ঈশ্বরেত অপরাধ ফলে ততক্ষণে।
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচনে ॥ ২৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সন্তুষ্টা লোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়-সত্যবাক্।
অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিমপতিতং ভজেৎ ॥ ভা ৭।১১।২৮ ॥

পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

[illegible]পরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ। স্মৃত্যুক্তং দেবা। কর্ণৌ পিধায় [illegible]ষাদ্ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে। ছিন্দ্যাৎ [illegible] প্রভুশ্চেচ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্ম ইতি ॥ ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়। বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং । এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ ॥ ৬৬।২৭২ ॥

মহাভারতে বনপর্ব্বণি ২৪১ অ, ১৭ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবাক্যং

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতং॥ ২৬৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৪র্থ অ, ৩১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ২৭০ ॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভু দরশনে।
প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে॥ ২৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে॥ ২৬৯॥

আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ এ সমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়॥ ২৭০॥

অনুভাষ্য।

হে রাজন্ বিরাট্ মহতা মহাবলেন প্রযত্নেন মহাযুদ্ধেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ গজবাজিরথপতিভিঃ পদাতিভিঃ করণৈঃ যৎ অরিবধঃ কীচকসংহারঃ অনুষ্ঠেয়ঃ সম্পাদনীয়ঃ অদ্য গন্ধর্বৈঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ অনুষ্ঠিতঃ সম্পাদিতঃ শত্রুর্নিপাতিতঃ॥ ২৬৯॥

মহদতিক্রমঃ মহতাং বিষ্ণুবৈষ্ণবানাং অতিক্রমঃ কায়িকমানসিকবাচনিকানাদরোঽপি বৈষ্ণবাপরাধঃ পুংসঃ আয়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ ধর্ম্মং লোকান্ ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্ আশিষঃ নিজবাঞ্ছিতানি এব চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি সাধ্যসাধনানি কল্যাণানি হন্তি বিনাশয়তি॥ ২৭০॥

আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুইজনে।
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবনে॥ ২৭২ ॥
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥ ২৭৩ ॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়॥ ২৭৪ ॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥ ২৭৫ ॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ কৈল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়॥ ২৭৬ ॥
উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥ ২৭৭ ॥
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥ ২৭৮ ॥
কম্প অশ্রু পুলক স্তম্ভ স্বেদ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥ ২৭৯ ॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোরে প্রভু দয়াময়॥ ২৮০ ॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥ ২৮১ ॥

চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥ ২৮২ ॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৮৩
সার্ব্বভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর ॥ ২৮৪ ॥
অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণনাম।
এতবলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম স্থান ॥ ২৮৫
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮৬ ॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর কেনে কর রোষ ॥ ২৮৭ ॥
উঠ স্নান কর দেখ জগন্নাথ মুখ।
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ ॥ ২৮৮॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥ ২৮৯ ॥
প্রভু পদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মারত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা ॥ ২৯০ ॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু তোমার বালক।
বালক দোষ না লয় পিতা তাহাতে পালক ॥ ২৯১ ॥

এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥ ২৯২ ॥
ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর দর্শনে।
স্নান করি মুঞি তাহা আসিছোঁ এখনে ॥ ২৯৩ ॥
প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাঞি রহিবা।
ইহঁ প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমাকে কহিবা ॥ ২৯৪ ॥
এতবলি প্রভু গেলা ঈশ্বর দর্শনে।
ভট্ট স্নান স্মরণ করি করিল ভোজনে ॥ ২৯৫ ॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রেমে নৃত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯৬ ॥
ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন ॥ ২৯৭ ॥
ঐছে ভট্ট গৃহে করে ভোজন বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ ॥ ২৯৮ ॥
সার্ব্বভৌম ঘরে এই ভোজন চরিত।
সার্ব্বভৌম প্রেম যাহা হইলা বিদিত ॥ ২৯৯ ॥

অনুভাষ্য।

ইহঁ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥ ২৯৪ ॥

শাখা নির্ণয়ামৃতে। অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতং প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্ ॥ ২৯৬ ॥

যাঁহার মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ॥ ৩০০॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥ ৩০১॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩০২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজন-বিলাসো নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

অমোঘ প্রভুর নিন্দা করায় অপরাধী হইয়াছিলেন। অপরাধফলে তাঁহার প্রাণান্তক বিসূচিকাব্যাধি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর অমোঘ অপরাধ প্রশমনের সুযোগ পান নাই। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী প্রভুর নিতান্ত কৃপার পাত্র। তাহাদের সম্বন্ধে, প্রভু এই অপরাধী অমোঘের প্রতি দণ্ডবিধানের পরিবর্ত্তে অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমপত্নীর প্রগাঢ় ভক্তি সম্বন্ধ। ভক্তের সহ জামাতৃ সম্বন্ধে অমোঘ সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা না করিলে ভক্তকে গৌণভাবে দণ্ডবিধান করা হয়॥ ৩০০॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—— ::‡✱‡:: ——

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ষোড়শ পরিচ্ছেদের কথাসার।

'হাপ্রভু বৃন্দাবন যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম অনেক
'ার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে গৌড়ীয় ভক্তগণ তৃতীয়বৎসর
।চলে আসিলেন। এবার বৈষ্ণবদিগের গৃহিণী সকল মহাপ্রভুকে
রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে
য়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলে মহাপ্রভু মালা পাঠাইয়া
াদের সম্মান করিলেন। সে বৎসরও গুণ্ডিচামন্দিরের প্রক্ষালনাদি
য় পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হইলে, দেশে
তে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রতিবৎসর নীলাচলে
সতে নিষেধ করিলেন। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নমতে পুনরায় বৈষ্ণব
বলিলেন। এ বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে থাকিয়া ওড়নষষ্ঠী
করিলেন। ভক্তগণ বিদায় হইলে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার
া প্রকাশ করিলেন। বিজয়াদশমী দিবসে প্রস্থান করিলেন। প্রভাত

ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সমজীবয়ৎ। ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রুদ্র রাজা মহাপ্রভুর গমনপথে অনেকপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রোৎপলানদী পার হইলে রামানন্দ, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গদাধরপণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার অনুরোধ করিলে তিনি তাহা শুনিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু পণ্ডিতগোস্বামীকে শপথ দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন। ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। ওড়্রদেশসীমায় পৌঁছিয়া নৌকা-যোগে যবনাধিকারীর সাহায্যে পাণিহাটি পর্য্যন্ত গেলেন। তদনন্তর রাঘবপণ্ডিতের বাটী হইতে কুমারহট্ট হইয়া কুলিয়াগ্রামে অনেকের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। তথা হইতে রামকেলি গিয়া রূপ ও সনাতনকে অঙ্গীকার করিলেন। রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া স্বীয় গৃহে পাঠাইলেন। পুনরায় নীলাচলে আসিয়া একক বৃন্দাবন যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শনামৃত সিঞ্চন দ্বারা ভবাগ্নিদগ্ধ-লোকরূপ লতাকে, গৌররূপ পর্জ্জন্য জীবিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

গৌরমেঘঃ শ্রীগৌরজলধরঃ স্বলোকনামৃতৈঃ নিজদর্শনসুধাভিঃ গৌড়োদ্যানং গৌড়দেশরূপউদ্যানং সিঞ্চন্ বর্ষন্ ভবাগ্নিদগ্ধজনতাবীরুধঃ সংসারবহ্নিনা দগ্ধাঃ যা জনতা লোকপুঞ্জাঃ তা এব লতা তাঃ সমজীবয়ৎ জীবয়ামাস ॥ ১ ॥

প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ৩ ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দুহাঁকে কহেন রাজা বিনয় বচন ॥ ৪ ॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৫ ॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায় ॥ ৬ ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুইজনা স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাব বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥
দুহেঁ কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন ॥ ৮ ॥
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখি যাও এই ভাল রীত ॥ ৯ ॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥ ১০ ॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥ ১১ ॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ ১২ ॥

সবে মেলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥ ১৩ ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৪ ॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ১৫
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রামাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই ॥ ১৬ ॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥ ১৭ ॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্ব ভক্ত চলে তার কে করে গণন ॥ ১৮ ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটী সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥ ১৯ ॥
সবার সর্ব্ব কার্য্য করেন দেন বাসা স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

ঘাটী সমাধান। নির্দ্দিষ্ট পথ ও নদীঘাটের যাত্রীগণের প্রদেয় কর প্রদান ॥ ১৯ ॥

সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত জননী॥ ২১ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী॥ ২২ ॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্য দাস।
তিঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥ ২৩ ॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে চলে তাহার গৃহিণী।
তাহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥ ২৪ ॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥ ২৫ ॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসা স্থান॥ ২৬ ॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্রে পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥ ২৭ ॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দরশন।
আচার্য্য করিল তাহাঁ কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

ঘাটিয়াল, পথের পরিদর্শক। ইহারা যাত্রিগণের নিকট অন্যায় [পূ]র্ব্বক অধিক অবৈধ অর্থ সংগ্রহ করে। তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়া [অ]ধিক দাবী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন॥ ২৬॥

নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক সনে।
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে ॥ ২৯ ॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা।
বারক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা ॥ ৩০ ॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ ॥ ৩১ ॥
মাধবপুরীর কথা গোপাল স্থাপন।
তাহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩২ ॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥ ৩৩ ॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৪ ॥
এইমত চলি চলি কটক আইলা।
সাক্ষীগোপাল দেখি সে দিন রহিলা ॥ ৩৫ ॥
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৬ ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচল ॥ ৩৭ ॥
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুইমালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাত দিয়া ॥ ৩৮ ॥

দুইমালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত গোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥ ৩৯ ॥
তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুইজন ॥ ৪০ ॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগু বাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন ॥ ৪১ ॥
নরেন্দ্র আসিয়া তাহাঁ সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥ ৪২ ॥
সিংহদ্বার নিকট আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥ ৪৩ ॥
সবা লৈয়া কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন ভবন ॥ ৪৪ ॥
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ ৪৫ ॥
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসা স্থান।
তাহাঁ সবা পাঠাইযা করাইল বিশ্রাম ॥ ৪৬ ॥
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন বিলাস ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

আঠারনালা। শ্রীপুরুষোত্তম নগরের প্রান্তভাগে সেতু বিশেষ ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কাল যবে আইল।
সবা লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রক্ষালিল ॥ ৪৮ ॥
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥ ৪৯ ॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল উদ্যানে।
বাপী তীরে তাহাঁ যাই করিল বিশ্রামে ॥ ৫০ ॥
রাঢ়ী এক বিপ্র তিহোঁ নিত্যানন্দ দাস।
মহা ভাগ্যবান্ তিহোঁ নাম কৃষ্ণদাস ॥ ৫১ ॥
ঘট ভরি প্রভুর তিহোঁ অভিষেক কৈল।
তার অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল ॥ ৫২ ॥
বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥ ৫৩ ॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ ॥ ৫৪ ॥
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাপী, ইঁদারা ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য।

উদ্যানে, জগন্নাথবল্লভে। বাপীতীরে, নরেন্দ্র সরোবর তটে ॥ ৫০

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ।। ৫৬ ।।
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্ত্যে দাসী অভিমান স্নেহেতে জননী ।। ৫৭ ।।
আচার্য্যরত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ।। ৫৮ ।।
চাতুর্ম্মাস্য অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ।। ৫৯ ।।
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারেঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে ।। ৬০ ।।
তার মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন ।। ৬১ ।।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

...্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায়। এক দিন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে ...ণ করিয়া মনে করিলেন, যদি অন্য কোন সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গে না ...সেন, তবে প্রভুকে ভাল করিয়া খাওয়াইব। অন্য সন্ন্যাসী সকল ...ক্ষ ক্রিয়ায় বাহির হইয়াছেন, এমন সময় ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা-...সতে না পারিলে প্রভু একক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্নব্যঞ্জন ভোজন ...রেন ।। ৫৫।৫৬ ।।

...র্জ্জা, পয়ারাদি ছন্দের কথা, যাহা অন্য লোকে সহজে বুঝিতে ...র না ।। ৬০ ।।

কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬২ ॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬৩ ॥
প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৪ ॥
তাহাঁ সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে ॥ ৬৫ ॥
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ, তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ ॥ ৬৬ ॥
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম ॥ ৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তর্জ্জা দ্বারা কি প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীশচীনন্দনের আজ্ঞে কি অর্থ হইল তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৬২ ॥

গৌড়দেশে শ্রীমহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে আচণ্ডালে নাম-প্রেমদান-রূপ তাঁহার উদ্দেশ্য, প্রভু নিত্যানন্দ বিনা আর কেহই সিদ্ধি করিতে পারেন না ॥ ৬৪।৬৫ ॥

নিত্যানন্দ কহিলেন, আমি দেহ, তুমি প্রাণ, এই দুই কখন পৃথক্ নয়। তবে যে তুমি নীলাচলে, আমি গৌড়ে, এই যে পৃথক্ কথা কার্য্য সে কেবল তোমার অচিন্ত্যশক্তিতে ঘটনা হয় ॥ ৬৬।৬৭ ॥

তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥ ৬৮ ॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর কর্ত্তব্য আমার সাধন ॥ ৬৯ ॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ ৭০ ॥
তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তার মন ॥ ৭১ ॥
কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ।

কুলীনগ্রামীর পূর্ব্ববৎসরের প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ যার মুখে একবার শুনি ঃনাম ইত্যাদি উক্তি শুনিয়াও কুলীনগ্রামী সেই প্রশ্ন করিলে প্রভু হলেন, যাঁহার বদনে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুন তাঁহাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নিয়া তাঁহার চরণে নিরন্তর ভজন কর।' আবার পরবর্ত্তী বর্ষে কুলীন-

অনুভাষ্য ।

যে বৈষ্ণবের মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাহাকে কোমল-় সকৃৎকৃষ্ণনামোচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ভাগবত নয়া জানিবে। তাঁহার চরণ ভজন করিবে। শ্রীরূপগোস্বামী উপ-শামৃতে। প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্। ভাগবতে একাদশস্কন্ধ য়ে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ যঃ

বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ ৭৩ ॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গ্রামীরগণ সেই একই প্রশ্ন করিলে প্রভু উত্তর করিলেন, যাহাকে দর্শন করিবামাত্র দর্শকের মুখে কৃষ্ণনাম সহজে আইসে তাঁহাকে তুমি বৈষ্ণব-

অনুভাষ্য।

করোতি স মধ্যমঃ। সনাতন শিক্ষায় মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ। শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগবান্ ॥ রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তিতরতম। শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি ॥ মধ্যমভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনমন্ত্রে আরাধন করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন, কখন কখন শ্রীনামে অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া কৃপা করেন। ভগবানে প্রীতি-রহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতিরহিত কেবলপ্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। ভক্তির উপাদানগুলিকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন ॥ ৭২ ॥

যে বৈষ্ণবকে দেখিলে দ্রষ্টার মুখে কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই আসে তাহাকে মহাভাগবত জানিবে। শ্রীরূপ গোস্বামী উপদেশামৃতে, শুশ্রূষয়া

ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥ ৭৫ ॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৬ ॥
স্বরূপ সহিত তার হয় সখ্য প্রীতি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ান বলিয়া জানিবে। এই প্রকার তিন বৎসরে তিন প্রকার উত্তর ার করিয়া দেখিলে প্রভুর বাক্যে, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং বৈষ্ণবতম তিন প্রকার বৈষ্ণবের লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার বৈষ্ণ-সেবা গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। ইহাতে অনুমিত হয় যে, প্রভুর পর্য্য এই যে, যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবীদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ বারও নিরপরাধে কৃষ্ণনাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা াজ্য নয়। কেবল সুহৃদাতিথি বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আব-॥ ৬৯-৭৫ ॥

বিদ্যানিধি,—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

ন-বিক্রমনন্যমনন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা। ভাগবত একা-স্কন্ধ। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্ম-ভাগবতোত্তমঃ॥ সনাতন শিক্ষায় মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ। শ্রদ্ধাবান্ হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥ শাস্ত্র-ন্য সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥ ান্ ভক্তি ও ভক্ত ত্রিবিধ বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত দৃষ্টি ॥৭৫॥

দুই জনায় কৃষ্ণ কথায় একত্রই স্থিতি ॥ ৭৭ ॥
গদাধর পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ন ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ওড়নষষ্ঠী—শীতাগমের প্রথম ষষ্ঠীকে ওড়নষষ্ঠী বলে। সেই দিন জগন্নাথদেবের অঙ্গে শীতবস্ত্র অর্পিত হয়। সে শীত বস্ত্র মাড়ুয়া বসন অর্থাৎ অধৌত তন্তুবায়ের মাড়যুক্তবসন। পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি সে সম্বন্ধে একটু কুটীনাটী প্রকাশপূর্ব্বক দেবতাকে মাড়ুয়া বসন দেওয়ার উৎকলভক্তদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশ করতঃ তাহার উপযুক্ত ফললাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য একাদশ অধ্যায়। একদিন গদাধরদেব প্রভু-স্থানে। কহিলেন পূর্ব্বমন্ত্র দীক্ষার কারণে॥ ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিল কারো প্রতি। সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি॥ সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার। তবে মন প্রসন্নতা হইবে আমার॥ প্রভু বলে তোমার যে উপদেষ্টা আছে। সাবধান তথা অপরাধ হয় পাছে॥ মন্ত্রের কি দায় প্রাণও আমার তোমারি। উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার॥ গদাধর বলে তিঁহো না আছেন এথা। তান পরিবর্ত্তে তুমি করাহ সর্ব্বথা। প্রভু বলে তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি। অনায়াসে তাঁহারে আনিতেছেন বিধি॥ সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি জানেন সকল। গদাধর, বিদ্যানিধি আইলা উৎকল॥ তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি প্রতি। কতদিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি॥ শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তো

জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন ।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৭৯ ॥
সেই রাত্র্যে জগন্নাথ বলাই আসিয়া ।
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ ৮১ ॥
এই মত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ ।
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন ॥ ৮২ ॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ ।
বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ ॥ ৮৩ ॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল ।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ ৮৪ ॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে ।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ডে, দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য ।

। ভাগ্য হেন মানি প্রভু নিকটে রহিঞা ॥ গদাধরে দেখো পুনর্ব্বার । প্রেমনিধি প্রভুস্থানে কৈলেন স্বীকার ॥ আর কি প্রেমনিধির মহিমা । যাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেমসীমা ॥ ৭৮ ॥

বর্ণপ্রয়োগ, পশ্চাদগতি, প্রদত্ত ॥ ৮৫ ॥

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা ॥ ৮৬ ॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দস্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে ॥ ৮৭ ॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন ॥ ৮৮ ॥
অবশ্য চলিব দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৮৯ ॥
গৌড় দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময় ॥ ৯০ ॥
গৌড় দেশ দিয়া যাব তাঁসবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৯১ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯২ ॥
দুঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা ॥ ৯৩ ॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া দশমী দিনে করিল পয়ান ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য।

পয়ান, প্রয়াণ, যাত্রা ॥ ৯৪ ॥

জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিল।
কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈল ॥ ৯৫ ॥
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি আইলা ॥ ৯৬ ॥
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা ॥ ৯৭ ॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ॥ ৯৮ ॥
প্রসাদ ভোজন করি তথায় রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা ॥ ৯৯ ॥
কটক আসিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১০০ ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০১ ॥
ভিক্ষা করি বকুল তলে করিল বিশ্রাম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

।।নীপুর—দানকাঢ়েইপুর অর্থাৎ জানকীদেবীপুরের অগ্রে
র ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

, প্রলেপ, পিঙ্গলবর্ণ। ডোর, রজ্জু ॥ ৯৫ ॥

প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়ান ॥ ১০২ ॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥ ১০৩ ॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয় বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৪ ॥
তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু কৃপা অশ্রুতে তার দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৬ ॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈলা ॥ ১০৭ ॥
ঐছে তাহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা নাম হৈল যায় ॥ ১০৮ ॥
রাজা পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন ॥ ১০৯ ॥
বাহিরে আসি রাজা আজ্ঞাপত্র লেখাইল।
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল ॥ ১১০ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিষয়ী,—যে রাজকর্ম্মচারী গ্রাম তহশীল করে ॥ ১১০ ॥

গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত সব গৃহ সামগ্রী ভরিবা ॥ ১১১ ॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাহা উত্তরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্রহস্ত সেবায় রহিবা ॥ ১১২ ॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্ব্ব কায ॥ ১১৩ ॥
এক নব্য নৌকা আনি রাখ নদী তীরে।
যাহাঁ স্নান করি প্রভু যান নদী পারে ॥ ১১৪ ॥
তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ তাহাঁ যেন মরি ॥ ১১৫ ॥
চতুঃদ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ ॥ ১১৬ ॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল ॥ ১১৭ ॥
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চতুর্দ্বার,—কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বার গ্রামে যাওয়া য়। তাহাকেই সাধারণে চৌদার বলে ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য।

নব্যবাস। নূতন বাসোপযোগী গৃহ ॥ ১১৬ ॥

সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১১৮ ॥
চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষী সকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥ ১১৯ ॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ ১২০ ॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ-প্রেমা হয় য়ার দূর দরশনে ॥ ১২১ ॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইলা চতুর্ব্বার ॥ ১২২ ॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ ১২৩ ॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু জনে ॥ ১২৪ ॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি হরি হরি ॥ ১২৫ ॥
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

চিত্রোৎপলা নদী,—কটক হইতে যে স্থানে মহানদীকে পাওয়া যায় তাহাকে চিত্রোৎপলা নদী বলে। উৎকলপণ্ডিতগণ কোন তন্ত্র হইতে এই কথাটি বলিয়া থাকেন,—'কলৌ চিত্রোৎপলা গঙ্গা ॥ ১১৯ ॥

সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন ॥ ১২৬ ॥
প্রভু সঙ্গে পুরী গোসাঞি স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥ ১২৭ ॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর ॥ ১২৮ ॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিল, সবার কে করে গণন ॥ ১২৯ ॥
গদাধর পণ্ডিত তবে সঙ্গেতে চলিলা।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥ ১৩০ ॥
পণ্ডিত কহে যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক্ রসাতল ॥ ১৩১ ॥
প্রভু কহে ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন ॥ ১৩২ ॥
প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ক্ষেত্রসন্ন্যাস,—যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ববাস-গৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বা নবদ্বীপধামে অথবা মথুরাদি-স্থলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে ক্ষেত্রসন্ন্যাস বলে। এই আশ্রম কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ স্থ। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের এইরূপ ক্ষেত্রসন্ন্যাস উক্ত হইয়াছে ॥১৩০॥

ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ ॥ ১৩৩ ॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর ॥ ১৩৪ ॥
আই দেখিতে যাব না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞা সেবা-ত্যাগ-দোষ তার আমি ভাগী ॥ ১৩৫॥
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৬ ॥
পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণ পায় ॥১৩৭ ॥
তাহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেবায় জীবনযাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গে গৌড়দেশ যাইতে হইলে সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গদোষ এবং সেবা-ত্যাগদোষ, এই দুইটী দোষ হয়। অনুরাগমার্গে এইসকল দোষ মহাত্মাগণ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ সেবনরূপ জীবনের প্রতিজ্ঞা বিফল করাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গলোভে ভগবৎ সেবাকে তৃণপ্রায় দুর্ব্বল ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীগদাধরের গৌরাঙ্গপ্রীতি বোধগম্য নহে ॥ ১৩৭ ॥

তাহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয় রোষ ॥ ১৩৮ ॥
প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলা দূর দেশ ॥ ১৩৯ ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ' স্থখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুঃখ ॥ ১৪০ ॥
মোর স্থখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ যদি আর কিছু বল ॥ ১৪১ ॥
এতবলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥ ১৪২ ॥
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥ ১৪৩ ॥
তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ১৪৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৯ম অ, ৩৪ শ্লোঃ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যং
নিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ১৪৫

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না, এই নিজের প্রতিজ্ঞাত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার অভিপ্রায়ে রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণচন্দ্র ত্যক্তউত্তরীয় হইয়াও আমাকে বধ করিবার হু হু চলিয়াছিলেন ॥ ১৪৫ ॥

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥ ১৪৬ ॥
এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥ ১৪৭ ॥
প্রভু লাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত ধর্ম্ম হানি প্রভুর না যায় সহন ॥ ১৪৮ ॥
প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ ॥ ১৪৯ ॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।
যাজপুর আসি প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥ ১৫০ ॥
প্রভু বিদায় দিল রায় যায় তার সনে।

অনুভাষ্য।

স্বনিগমং অস্ত্রধারণং বিনা পাণ্ডবান্ রক্ষয়িষ্যামীতি নিজপ্রতিজ্ঞাং অপহায় পরিত্যজ্য মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি এবং সঙ্কল্পং ঋতং সত্যং অধিকর্ত্তুং যঃ রথস্থঃ সন্ এব অবপ্লুতঃ অবতীর্ণঃ ধৃত-রথচরণঃ ধৃতঃ রথচরণঃ যেন সঃ ইভং গজং হন্তুং বিনাশয়িতুং হরিঃ সিংহ ইব অভ্যয়াৎ অগ্রতঃ অধাবৎ চলদ্‌গুঃ চলন্তী কম্পমানা গৌঃ ধরা যস্মাৎ সঃ গতোত্তরীয়ঃ গতং উত্তরীয়ং যস্য সঃ মে গতির্ভূয়াৎ ॥ ১৪৫ ॥

দুই রাজপাত্র, হরিচন্দন ও মঙ্গরাজ।

যাজপুর, কটক জেলার একটী মহকুমা বৈতরণী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। বামকূলে ঋষিগণের যজ্ঞ কার্য্য হইতে এইস্থানের নাম

কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে ॥ ১৫১ ॥
প্রতি গ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য গৃহে নানা দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ ১৫২ ॥
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই প্রকারে মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের সঙ্গে আসিতে আসিতে বালেশ্বরের নিকট রেমুণা পেঁাছিবার পূর্ব্বেই ভদ্রক হইতে রামানন্দ-রায়কে বিদায় দিলেন। এইরূপ বর্ণন অনেক স্থানে আছে ॥ ১৫৩ ॥

অনুভাষ্য

যাজপুর হইয়াছে। কাহার ও মতে যযাতি নগর হইতে যাজপুর নাম হইয়াছে। মহাভারত বন পর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়। এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী। যত্রাযজত ধর্ম্মোহপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ। অত্র বৈ ঋষযোহন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥ এখানে অনেক দেবমূর্ত্তি আছেন। অন্মধ্যে শ্রীবরাহ দেবের মূর্ত্তি বিশেষ পূজ্য শাক্তউপাসকগণ বারাহী বৈষ্ণবী ইন্দ্রাণি প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করেন। এইস্থানকে নাভিগয়া, বিরজাক্ষেত্র প্রভৃতি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অনেক গুলি শিবমূর্ত্তি ও দশাশ্বমেধ ঘাট এখানে আছেন ॥ ১৫০ ॥

তথা হৈতে, পাঠান্তরে ভদ্রক হইতে। তথা হৈতে, রেমুণা হইতে বুঝাইলে, চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদ ১৪৯ সংখ্যায় লিখিত রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত পাঠের সহ অমিল হয়। কাহারও মতে রেমুণা তৎকালে ভদ্রক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সে

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫৪ ॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ১৫৫ ॥
তবে ওড্রদেশ সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৫৬ ॥
দিন দুই চারি তিহেঁা করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥ ১৫৭ ॥
মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ ১৫৮ ॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ ১৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

পিছলদা,—তমলুকের নিকটবর্ত্তী রূপনারায়ণনদের ধারে পিছলদা নামক গ্রাম আছে ॥ ১৫৯ ॥

অনুভাষ্য

বিষয়ে ভ্রমণ ভাব। কাহারও মতে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রক স্থানে রেমুণা পাঠ সঙ্গত। কিন্তু ভদ্রক হইতে ফিরিয়া যাওয়াই অধিক সঙ্গত। ভদ্রক বালেশ্বর হইতে চারি যোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং রেমুণা অর্দ্ধযোজন পশ্চিমে অবস্থিত ॥ ১৫৩ ॥

ওড্রদেশ সীমা, সুবর্ণ রেখা নদী উৎকলের সীমা ॥ ১৫৬ ॥

দিন কত রহ সন্ধি করি তাহা সনে।
'তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥ ১৬০ ॥
সেই কালে সে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর॥ ১৬১ ॥
প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু চর কহে সেই যবন পাশ গিয়া॥ ১৬২ ॥
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে॥ ১৬৩ ॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন॥ ১৬৪ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তারে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥ ১৬৫ ॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উড়িয়া কটক,—উৎকল দেশীয় রাজার রাজ্যসীমায় যে সৈন্যকটক অর্থাৎ ছাউনী ছিল, তাহাকেই উড়িয়া কটক বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥১৬১॥

অনুভাষ্য।

বেশান্তর, নিজে যবন হইয়া যাবানিক বেশের পরিবর্ত্তে হিন্দুর বেশ গ্রহণ করিয়া॥ ১৬১ ॥

চর, আভ্যন্তরীণ সকল কথা জানিবার জন্য নিজ পরিচয় গোপন করিয়া অন্য পরিচয় প্রদানকারক॥ ১৬২ ॥

কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥ ১৬৬ ॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি॥ ১৬৭ ॥
এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়॥ ১৬৮ ॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল॥ ১৬৯ ॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভু চরণ বন্দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহ্বল হইল॥ ১৭০ ॥
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী॥ ১৭১ ॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এথাতে আসিয়া।
যবন অধিকারী রায় প্রভুকে মিলিয়া॥ ১৭২ ॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিশ্বাস,—গৌড়দেশীয় যবনরাজার বিশ্বাসখানা বলিয়া একটী দপ্তর ছিল। তাহাতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত কায়স্থগণই কার্য্যভার প্রাপ্ত ছিলেন। রাজার যখন যেখানে প্রধান কার্য্য পড়িত, তথায় কায়স্থবিশ্বাসগণ প্রেরিত হইতেন॥ ১৬৯ ॥

শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় ॥ ১৭৪ ॥
আপনে মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল।
দর্শন স্মরণে যার জগত তারিল ॥ ১৭৫ ॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তার আসি করুক প্রভুর দর্শন ॥ ১৭৬ ॥
প্রতীতি করিয়া যদি নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া ॥ ১৭৭ ॥
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ ১৭৮ ॥
দূরে হৈতে প্রভু দেখে ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া ॥ ১৭৯ ॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৮০ ॥
অধম যবনকুলে কেনে জন্মাইলে।
বিধি মোর হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইলে ॥ ১৮১ ॥
হিন্দু হৈলে পাতাম তোমার চরণ সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ ॥ ১৮২ ॥
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥ ১৮৩ ॥

চণ্ডাল পবিত্র যার শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥ ১৮৪ ॥
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শনপ্রভাব এইমত হয়॥ ১৮৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩৩অ, ৬ষ্ঠ শ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং;

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদযৎ প্রহ্বণাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ১৮৬

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে তুমি কহ কৃষ্ণ হরি॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভগবন্, যাঁহার নাম, শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, উচ্চারণ ও স্মরণ করিবামাত্র চণ্ডাল ও যবন, যজ্ঞের যোগ্য হইয়া উঠে, এমন সেই প্রভু যে তুমি তোমার দর্শন হইতে কি না হয়?॥ ১৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

যৎ যস্য ভগবতঃ নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ নামধেয়স্য শ্রবণং অনুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ যৎ যস্য প্রহ্বণাৎ শিরসা নমস্কারাৎ যৎ ভগবতঃ স্মরণাৎ অপি ক্বচিৎ শ্বাদঃ সর্ব্বাধমঃ শ্বপচঃ অপি সদ্যঃ সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি হে ভগবন্ তে তব দর্শনাৎ পুনঃ কুতঃ সবনায় কল্পতে ইতি যদুক্তং, তদপি ন কিঞ্চিৎ। যতস্তপ আদিকং সর্ব্বং তন্নাম গ্রহণমাত্রান্তর্ভূতমেব স্যাৎ। যতস্তস্য তন্নামগ্রহীতুস্তপআদিকর্ত্তৃভ্যো গরীয়স্ত্বমপি স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহ॥ ১৮৬ ॥

সেই কহে মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার ॥ ১৮৮ ॥
গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা করেছি অপার।
সে পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥ ১৮৯ ॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ ১৯০ ॥
তাহাঁ যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার ॥ ১৯১ ॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হঞা ॥ ১৯২ ॥
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ১৯৩ ॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাইয়া ॥ ১৯৪ ॥
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ১৯৫ ॥
এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর।

অনুভাষ্য।

মিতালি, মিত্রতা, দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিয়া মিত্রতা সংস্থাপন করিল ॥ ১৯৩ ॥

স্বগণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৬ ॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি যায় ॥ ১৯৭ ॥
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৮ ॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদে পার করাইল।
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ১৯৯ ॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে কালে তার প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥২০০
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য ॥ ২০১ ॥
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ কৃপা-সাটী ॥ ২০২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মন্ত্রেশ্বর,—ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকট বৃহৎ নদের নাম মন্ত্রেশ্বর সেই নদ দিয়া নৌকা রূপনারায়ণ তীরবর্ত্তী পিছলদা গ্রামে লাগিল পিছলদাগ্রামের একদিক মন্ত্রেশ্বরের সংলগ্ন ॥ ১৯৯ ॥

অনুভাষ্য।

দুষ্টনদ, জলদস্যু সঙ্কুল দুর্গম পথ। নদীর অতিপরিসরহেতু এবং বেগহেতু দুর্গম ॥ ১৯৯ ॥

প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব কিবা জল স্থল ॥ ২০৩ ॥
রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড় কষ্টসৃষ্ট্যে আইলা ॥ ২০৪ ॥
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস ॥ ২০৫ ॥
তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর।
বাসুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর। ২০৬ ॥
বাচস্পতি গৃহে প্রভু যে মতে রহিলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পানিহাটী,—গঙ্গাতীরে শ্রীপাট খড়দহের অনতিদূরে পানিহাটী গ্রাম ॥ ২০২ ॥

কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে কিছু-দিনের মধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত নবদ্বীপে বাস ত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমারহট্ট হইতে কাঞ্চনপাড়ার অর্থাৎ কাঁচড়া-পাড়ার শিবানন্দসেনের গৃহে গমন করিলেন। শিবানন্দের গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসুদেব দত্তের গৃহে তদনন্তর গিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিমপারে শ্রীবিদ্যানগরে প্রভু গমন করিলেন। বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া গ্রামে মাধবদাসের গৃহে থাকিলেন। তথায় সাতদিন থাকিয়া দেবানন্দ প্রভৃতির অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। কবিরাজগোস্বামী এইস্থানে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে ঐরূপে আগমনের

লোক ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা। ২০৭ ॥

অনুভাষ্য।

কুলিয়া। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে। ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিত-বাট্যামভ্যাযযৌ। ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিত-স্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নামগ্রামে মাধবদাসবাট্যা-মুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনা এবং চলিতুং-বোন্। শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে। অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে কাপি দেশে। শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে। চৈতন্য ভাগবতে অন্ত্য তৃতীয়ে। কুলিয়া নগর আইলেন ন্যাসীমণি। সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ার্ ॥ বাচস্পতির গ্রামে যতেক লোক ছিল। তার কোটি কোটিগুণে সকল বাড়িল ॥ কুলিয়ায় প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল ॥ কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥ নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে বাসকালে চৈতন্য ভাগবত। খাল্লাছাড়া বড় গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥ চৈতন্য মঙ্গল। গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া ॥ মায়ের বচন পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥ প্রেমদাস। নদী-য়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান। ভক্তিরত্নাকর। কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার। পরিক্রমা। কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দ নাম। কুলিয়ার পাট বলিয়া আধুনিক কল্পিত গ্রাম নহে।

মাধবদাস গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দর্শন ॥ ২০৮ ॥
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণ প্রকারে তারিলা ॥ ২০৯ ॥
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে ঐছে আইলা।
শচী মাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ২১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

া উল্লেখ করায় বহু লোকের মনে এরূপ সন্দেহ হয় যে, কাঁচড়াপাড়ার কটেই বা কোন° কুলিয়া থাকিবে। এই মিথ্যা আশঙ্কায় কোন ানকুলিয়ার পাট উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। বস্তুতঃ মহা- ভু বাসুদেবের ঘর হইতে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে গিয়াছিলেন। তথা তে নবদ্বীপের অপর পারে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে ও কুলিয়াগ্রামে য়াছিলেন, এরূপ উক্তি চৈতন্যভাগবতে, চৈতন্যমঙ্গলে, চৈতন্যচন্দ্রোদয়- টকে, প্রেমদাসের ভাষায় এবং চৈতন্যচরিতকাব্যে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, বিরাজগোস্বামী এই যাত্রার রীতিমত বর্ণন করেন নাই বলিয়া এই ল উৎপাত ঘটনা হইয়াছে ॥ ২০৫-২১০ ॥

অনুভাষ্য।

বাচস্পতি গৃহ, চৈতন্য ভাগবত। সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি ম। একদিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ। চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবত- ॥ সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাহার জাঙ্গালে গেলা ভু বিশ্বম্ভর ॥ সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ॥ ২০৭ ॥

শ্রীকরচট্টোপাধ্যায়ের বংশে যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন।

তবে রামকেলি গ্রাম প্রভু যৈছে গেলা।
নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি' আইলা ॥ ২১১ ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ ২১২ ॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥ ২১৩ ॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥ ২১৪ ॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল।
অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিল ॥ ২১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ॥ ২১২ ॥

অনুভাষ্য।

তিনি ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ বিল্বগ্রাম ও পাটুলি হইতে নবদ্বীপান্তর্গত কুলিয়া পাহাড়পুর বা পাড়পুরে আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবদাস, মধ্যম হরিদাস এবং কনিষ্ঠ কৃষ্ণসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের সাধারণ নাম ছকড়ি, তিনকড়ি ও দোকড়ি ছিল। মাধবদাসের পৌত্র বংশীবদন এবং তৎপৌত্র রামচন্দ্রাদির বংশধরগণ বাগনাপাড়া প্রভৃতি পল্লীতে বাস করেন ॥ ২০৮ ॥

নৃসিংহানন্দ। চরিতামৃত আদি দশম ৩৫ সংখ্যা এবং মধ্য প্রথম ১৪৬ হইতে ১৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১৫ ॥

পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৬ ॥
হিরণ্য, গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ ২১৭ ॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুহেঁ বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচারী সৎকুলীন ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য ॥ ২১৮ ॥

অনুভাষ্য।

রঘুনাথ দাস। চরিতামৃত আদি দশম ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১৬ ॥

হিরণ্য গোবর্দ্ধন। শৌক্র কায়স্থকুলোদ্ভূত সহোদর দ্বয়। ইহাঁদিগের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা যায় না। তবে ইহাঁরা সৎকুলীন ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম হিরণ্য এবং কনিষ্ঠের নাম গোবর্দ্ধন গোবর্দ্ধনের তনয় শ্রীরঘুনাথ দাস। ইহাঁদের নাম হইতেই বুঝা যায় যে ইহাঁরা সম্পত্তিমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তগ্রাম। হুগ্লী জিলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা রেলষ্টেশনের সন্নিহিত সরস্বতী নদীর তটে অবস্থিত প্রাচীন নগর। এখানে পর্ত্তুগীজগণ ব্যবসাসূত্রে অর্ণবপোতে আগমন করিতেন। কৃষ্ণপুরপল্লী সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ বঙ্গে সপ্তগ্রাম বিশিষ্টনগর। এই নগরে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে হিরণ্য গোবর্দ্ধন বাস করিতেন। তাঁহাদের বাৎসরিক আদায় তৎকালে বার লক্ষ টাকা ছিল ॥ ২১৭ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর কালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধনগর বিশেষ থাকিলেও তথায় হিরণ্য গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলনরত ব্রাহ্মণের বাসস্থল ছিলমাত্র। সেই শুদ্ধ বিপ্রগণ সপ্তগ্রামবাসী হিরণ্যগোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহা-

নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২১৯ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় ভ্রাতৃব্যবহার ॥ ২২০ ॥
মিশ্র পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥ ২২১ ॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস ॥ ২২২ ॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৩ ॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভুর পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥ ২২৪ ॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা প্রসন্ন ॥ ২২৫ ॥
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।

অনুভাষ্য।

দেবই প্রদত্ত অর্থ ভূমি গ্রামাদি দ্বারা অধ্যাপনা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল এবং তাঁহাদিগের মুক্তহস্তে দানবিষয়ে কোনপ্রকার কুণ্ঠতা ছিল না ॥ ২১৮। ২১৯ ॥

প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥ ২২৬ ॥
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তিহোঁ ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥ ২২৭ ॥
বার বার পলায় তিহোঁ নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে ॥ ২২৮ ॥
পঞ্চ পাইক তারে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে ॥ ২২৯ ॥
একাদশ জন তারে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায দুঃখিত অন্তর ॥ ২৩০ ॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥ ২৩১ ॥
আজ্ঞা দেহ যাইয়া দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥ ২৩২ ॥
শুনি তার পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ করিয়া ॥ ২৩৩ ॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে ॥ ২৩৪ ॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ॥ ২৩৫ ॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।

শিক্ষা রূপে কহে তারে আশ্বাস বচন ॥ ২৩৬ ॥
স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥ ২৩৭ ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥ ২৩৮ ॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥ ২৩৯ ॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মর্কট বৈরাগ্য,—হৃদয়ে বিষয় চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপীন বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন। এই সকল মর্কট বৈরাগীর লক্ষণ ॥ ২৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

মর্কট বৈরাগ্য। ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট বানরগণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি বর্জ্জিত হইয়া বিরাগবিশিষ্ট পুরুষের সহ বাহ্যদর্শনে সম প্রতিপন্ন হয় অথচ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় না তাদৃশ লোকদেখান বৈরাগ্যকে মর্কটবৈরাগ্য বলে। কৃষ্ণসেবাকল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকার মাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না ॥ ২৩৮ ॥

মানব বিশ্বাসে সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবহার সুষ্ঠু তাহা তাদৃশ লোক-সমাজে দেখাইয়া হৃদয়ে প্রাকৃত বস্তুসমূহের অভিনিবেশ পরিত্যাগ

তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ ২৪০ ॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে ।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে তারে কে রাখিতে পারে ॥ ২৪১ ॥
এত কহি মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল ।
ঘরে আসি মহাপ্রভু শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪২ ॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া ।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা ॥ ২৪৩ ॥
দেখি তার পিতা মাতা বড় সুখ পাইল ।
তাহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

রঘুনাথদাস শান্তিপুর হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণ করিতে লাগিলেন। অন্তরে বৈরাগ্য করিয়া, বাহিরে কোন বৈরাগ্য চেষ্টা ও বাতুলতা রাখিলেন না। অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৪২।২৪৩ ॥

অনুভাষ্য ।

বৈধ মর্কট হইয়া ভগবদ্ভক্তি কর। একপভাবে নিষ্কপটহৃদয়ে কৃষ্ণসেবা হইতে থাকিলে কৃষ্ণই তোমাকে সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেন ॥ ২৩৯ ॥

লোকদৃষ্টিতে বিষয়গ্রহণরাহিত্যরূপ উন্মত্ততা সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া যথোপযোগী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৩ ॥

শ্রীরঘুনাথে বাহ্য বৈরাগ্যচিহ্নসমূহ শিথিল দেখিয়া পিতামাতার সংসার-

ইহাঁ প্রভু একেক করি সর্ব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি যত ভক্ত জন ॥ ২৪৫ ॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৬ ॥
সবার সহিত ইহাঁ আমার হইল মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন ॥ ২৪৭ ॥
ইহা হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবন যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥ ২৪৮ ॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা নিল ॥ ২৪৯ ॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ॥ ২৫০ ॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচল আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫১ ॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।

অনুভাষ্য।

প্রবণ হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ দেখা দিল। রঘুনাথের আবরণরূপে পাঁচ জন পদাতিক, চারিজন ভৃত্য এবং দুইজন ব্রাহ্মণ মোট এগার জনের নিয়োগ আবশ্যক বোধ হইল না। সংসারে কার্য্যভারাদি গ্রহণ করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ আবরণ সংখ্যা কমাইয়া দিলেন ॥ ২৪৪ ॥

মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল॥ ২৫২ ॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥ ২৫৩ ॥
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫৪ ॥
গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৫ ॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ ২৫৬ ॥
এত মতে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ ॥ ২৫৭ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৫৮ ॥
যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৫৯ ॥
কষ্টসৃষ্ট্যে করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপ সনাতন নাম ॥ ২৬০ ॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৬১ ॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।

তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ ২৬২ ॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে ॥ ২৬৩ ॥
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমায় উদ্ধারে ॥ ২৬৪ ॥
এত কহি আমি যবে বিদায় তারে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল ॥ ২৬৫ ॥
যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী ॥ ২৬৬ ॥
তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম কানাইর নাটশালগ্রাম ॥ ২৬৭ ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল ॥ ২৬৮ ॥
ভালমত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রহেলী,—প্রহেলিকা, তর্জ্জা ॥ ২৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

তোমরা প্রাকৃতরাজ্যে পরম উত্তম হইয়াও আপনাদিগকে সর্ব্বাধম জ্ঞান করিতেছ তজ্জন্য কৃষ্ণ অগৌণে তোমাদের সংসার মোচন করিয়া স্বনিত্যদাস্যে নিয়োগ করিবেন ॥ ২৬৪ ॥

লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে ॥ ২৬৯ ॥
দুর্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ॥ ২৭০ ॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে।
দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল তারে ॥ ২৭১ ॥
বাদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তথারে।
বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ ২৭২ ॥
একা যাইব কিম্বা সঙ্গে ভৃত্য একজন।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥ ২৭৩ ॥
বৃন্দাবন যাব কাহাঁ একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছে ঢাক বাজাইয়া ॥ ২৭৪ ॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥ ২৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দিয়া অর্থাৎ বেদেগণ বাজি করিবার জন্য স্থান পাতিলে যে রূপ সংঘট্ট হয় সেইরূপ লোকসংঘট্ট লইয়া আমি বৃন্দাবন যাইতেছি ভাল নয় ॥ ২৭২ ॥

অনুভাষ্য।

রিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০ সংখ্যা হইতে ৩৩ সংখ্যা ১৭৯ সংখ্যা ও ১৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭১ ॥

ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে।
আমা সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জনে ॥ ২৭৬ ॥
নির্ব্বিঘ্নে ইবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে।
সবে মেলি যুক্তি দেহ হইয়া পরসন্নে ॥ ২৭৭ ॥
গদাধরে ছাড়ি গেনু ইহঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥ ২৭৮ ॥
তবে গদাধর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া ॥ ২৭৯ ॥
তুমি যাহাঁ যাহাঁ রহ তাঁহা বৃন্দাবন।

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু ইতিপূর্ব্বেই রথাগ্রে নর্ত্তনকালে স্বগণ মধ্যে নিজভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ই শ্রীরাধাকান্তের লীলাভূমি বৃন্দাবন। তথাপি লোকশিক্ষার জন্য প্রপঞ্চোদিত বৃন্দাবনে গমন করেন। প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিষয়মত্ত সাধারণ লোকের ধারণা ভৌমবৃন্দাবন অপ্রাকৃত নহে ইহা অন্য জড়দেশকালপাত্রের সদৃশ। যেরূপ অপর তাদৃশ জড়বস্তুর সঙ্গপ্রভাবে জড়ভাব সমূহ উদিত হয় তদ্রূপ ভোগ্যজড়-বুদ্ধি করিয়া বৃন্দাবনদর্শনাদি করিলে জড়ীয় মঙ্গল হয় কিন্তু উহা “মোর মন বৃন্দাবন” এই শ্রীমহাপ্রভু বাক্যে ও শ্রীভাগবতপদ্যে নিরস্ত হইয়াছে। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থ-বুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ বাস্তবিক ভগবানের অপ্রাকৃতলীলাস্থলী বৃন্দাবনগমনদর্শনাদি লোকশিক্ষা দিবার

তাঁহা যমুনা গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থগণ ॥ ২৮০ ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিখাইতে।
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে ॥ ২৮১ ॥
এই আগে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৮২ ॥
পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল রহ কে করে বারণ ॥ ২৮৩ ॥

অনুভাষ্য।

ন্তু মহাপ্রভু তাদৃশ আচরণ করিয়াছেন। বদ্ধজীব তাহা ভুলিয়া ন্দাবনকে প্রপঞ্চের বিষয়ভোগক্ষেত্র মাত্র মনে করিলে মহাপ্রভু শিক্ষার পরাধ হইবে। সহজিয়াগণ যেপ্রকার শ্রীধামের ধারণা করিয়া সংসারে ঞ্জাল উপস্থিত করেন ভাগবতগণের তাদৃশ ভাব নহে। শ্রীদামোদর রূপ নিত্য ব্রজবাসী হইলেও তাঁহার চরিত্রে ভৌম বৃন্দাবনে যাইবার সঙ্গ আমরা শুনি নাই। শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাসপণ্ডিত, শিবানন্দ ন রামানন্দ প্রভৃতির ও তাদৃশ যাত্রা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। কুর নরোত্তমাদি সিদ্ধ মহাত্মাগণও নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। বার ভক্তিবিহীন কর্ম্মী জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীর ভৌম বৃন্দাবন বাস ন গমনাদির প্রসঙ্গও আখ্যাত হয়। শ্রীধামবাস ভক্তিহীনের নিকট াপবর্গদায়ক পাপপুণ্যজবৈরাগ্যপ্রাপ্য ফলবিশেষ পরন্তু প্রেমাঞ্জন-রঞ্জভক্তিবিলোচনের শ্লোকের অভিপ্রেত ভক্তিমানের শ্রীধাম বৃন্দাবন ই যথার্থ। খেতরিগ্রামে ঠাকুর নরোত্তম, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্য, ল নামে শ্রীভগবান্ দাস প্রভৃতি নৈষ্ঠিক ভক্তগণ অবশ্যই শ্রীবৃন্দা-ব্যতীত অন্য গ্রামে বাস করেন নাই ॥ ২৮০।২৮১ ॥

শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥ ২৮৪ ॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮৫ ॥
সেই দিনে গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৬ ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভু আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৮৭ ॥
এই মত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কথন না যায় বিস্তার ॥ ২৮৮ ॥
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক লীলার তিঁহ নাহি পায় অন্ত ॥ ২৮৯ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমন-
বিলাসো নাম ষোড়শপরিচ্ছেদঃ

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গদাধর পণ্ডিতের নিকট প্রভুর ভিক্ষায় পণ্ডিতের যে স্নেহ এবং প্রভু সেই স্নেহযুক্ত প্রসাদার আস্বাদন করেন এই দুই বিষয়ই মনুষ্যের শক্তিতে বর্ণন হয় না। ২৮৭ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——:‡✱‡:——

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণপগান্ বনে

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সপ্তদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার স্থির করিলেন। রামানন্দ ও স্বরূপ বলভদ্রভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী একটী ব্রাহ্মণ সঙ্গে দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কটক যাত্রা করিয়া দক্ষিণে কটক রাখিয়া নির্জ্জন বনপথে চলিলেন। বনপথে ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতিকে প্রেমে কৃষ্ণনাম গান করাইলেন। যেখানে গ্রাম পান সেখানে ভিক্ষা করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হয়। গ্রামশূন্যস্থলে সঞ্চিত তণ্ডুল পাক হয় এবং বন্যশাকাদি সংগৃহীত হয়। বলভদ্রভট্টাচার্য্যের সদাবহারে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এইরূপে ঝারিখণ্ড বনপথে চলিয়া বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবার সময় তপনমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রভুকে তিনি নিজঘরে লইয়া যত্ন করিয়া রাখিলেন। বারাণসীস্থ চন্দ্রশেখর-বৈদ্য প্রভুর পূর্ব্ব-পরিচিত ভক্ত, প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। কোন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসীপ্রধান প্রকাশানন্দসরস্বতীকে কহিলে, তিনি প্রভুর অনেক নিন্দা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া

প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
শরৎকাল হৈল প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥ ৩ ॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৪ ॥

অমৃত-প্রবাহভাষ্য।

প্রভুকে গিয়া সেই কথা বলিলে এবং প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসীদিগের মুখে কৃষ্ণনাম না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তদুত্তরে মায়াবাদকে অপরাধ বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং মায়াবাদীর সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। কাশীহইতে প্রয়াগপথে মথুরা উপস্থিত হইলেন। মথুরায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে, তাহাকে কৃপা করিয়া, ভিক্ষা করিলেন। বনভ্রমণে মহাপ্রেমে ও শারী-শুক বার্ত্তা শ্রবণ করত চলিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র বৃন্দাবন যাইতে যাইতে বনে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষী-দিগকে কৃষ্ণ-জল্পনায় প্রেমোন্মত্ত করতঃ নৃত্য করাইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ গন্তুং-বহির্গতঃ সন্ বনে ঝারিখণ্ডারণ্যপথি-ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ ব্যাঘ্রগজমৃগপক্ষ্যাদীন্ প্রেমোন্মত্তান্ কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্টান্ সহোন্নৃত্যান্ গৌরেণ সহ উদ্দণ্ডনৃত্যপরান্ কৃষ্ণজল্পিনঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যুচ্চারিণঃ বিদধে কারিতবান্ ॥ ১ ॥

রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একাকী যাইব কাহোঁ সঙ্গে না লইব॥ ৫ ॥
কেহ যদি সঙ্গে লৈতে পাছে উঠি ধায়।
সবাকে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায॥ ৬ ॥
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুঃখ।
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ॥ ৭ ॥
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবা নহে পরতন্ত্র॥ ৮ ॥
কিন্তু আমার দুহাঁর শুন এক নিবেদনে।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে আপনে॥ ৯ ॥
আমা দুহাঁর মনে তবে বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর দয়াময়॥ ১০ ॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি॥ ১১ ॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র এক জন॥ ১২ ॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাহো না লইব।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভোজ্যান্নব্রাহ্মণ,—অন্নভোজ্য, অর্থাৎ যাহার অন্নভোজনে দোষ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ॥ ১২ ॥

একজন নিলে আনের মনে দুঃখ হব ॥ ১৩ ॥
নূতন সঙ্গে হইবেক স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যবে পাই তবে লই এক জন ॥ ১৪ ॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য ॥ ১৫ ॥
প্রথমেই তোমা সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে ॥ ১৬ ॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা ভিক্ষা কৃত্য ॥ ১৭ ॥
ইহা সঙ্গে লহ যদি সবার হয় সুখ।
বন পথে যাইতে তোমার কোন নাই দুঃখ ॥ ১৮ ॥
এই বিপ্র বহি নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন ॥ ১৯ ॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি নিল ॥ ২০ ॥
পূর্ব্ব রাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বে তাঁর কালাকৃষ্ণদাস আদি আমার সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু স্নিগ্ধান্তঃকরণ কোন নূতন সঙ্গীকে লইতে পারি ॥ ১৪ ॥

বস্ত্রাম্বুভাজন,—বস্ত্র ও জলপাত্র ॥ ১৯ ॥

শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ॥ ২১ ॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২২ ॥
স্বরূপ গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন ॥ ২৩ ॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ॥ ২৪ ॥
নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥ ২৫ ॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥ ২৬ ॥
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয ॥ ২৭ ॥
এক দিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৮ ॥
প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান ॥ ৩০ ॥
প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইলা।

কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি যাইলা॥ ৩১ ॥
সেই জল বিন্দু কণা লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায়॥ ৩২ ॥
কেহ ভূমে পড়ে কেহ করয়ে চিৎকার।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার॥ ৩৩ ॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥ ৩৪ ॥
ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি যায প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥ ৩৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ২১শ অ, ১১শ শ্লোকে গোপীবাক্যং]

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশং।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই মূঢ়মতি হরিণী সকল ধন্য, যেহেতু উহারা বিচিত্রবেশ নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের প্রণয়াবলোকন দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখি মূঢ়গতয়ঃ মূঢ়া বিবেকহীনা গতির্জ্ঞানং মতির্বা যাসাং তথাভূতা অপি তির্য্যগ্‌জাতয়োপি এতাঃ হরিণ্যঃ মৃগ্যঃ ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ স্ম

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাত ॥ ৩৭ ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥ ৩৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ১৩শ অ, ৫৫ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং,

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নরব্যাঘ্রাদি যেস্থলে নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ-চেষ্ট হইয়াও এবত্র মিত্র ভাবে বাস করিয়াছিল সেই কৃষ্ণের আরাম স্থান বৃন্দাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধতৃষ্ণাদি পলায়ন করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

যাঃ হরিণ্যঃ বেণুরিফিতং বেণুনাদমাকর্ণ্য শ্রুত্বা সহকৃষ্ণসারাঃ কৃষ্ণসারৈঃ মৃগৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা এব উপাত্তবিচিত্রবেশং উপাত্তাঃ স্বীকৃতাঃ বিচিত্রা বেশাঃ বনমালাবর্হাপীডগুঞ্জাবতংসাদিরূপা যেন তং নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়াবলোকৈঃ প্রণয়সহিতৈরবলোকনৈঃ বিরচিতাং পূজাং সম্মানং দধুঃ কৃতবত্যঃ ॥ ৩৬ ॥

অজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসঃ সদাবস্থিতিঃ তেন হেতুরূপেণ নিজমহিম্না দ্রুতং পলায়িতং রুট্তর্ষাদিকং ক্রোধলোভাদয়ঃ যস্মাৎ তথাভূতং বৃন্দাবনং তত্র। যত্র যস্মিন্ নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ স্বাভাবিকাহপ্রতিকার্য্যবৈরবন্তোপি নরাঃ সিংহাদয়ঃ, অহিনকুলাদয়ঃ সহৈব নৃমৃগাদয়ঃ মিত্রাণীব আসন্ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু যবে বৈল।
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥
নাচে কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে ॥ ৪১ ॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্য চুম্বন ॥ ৪২ ॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা সবাকে তাহা ছাড়ি আগে চলি গেলা ॥ ৪৩ ॥
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হঞা ॥ ৪৪ ॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি ॥ ৪৫ ॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ ৪৬ ॥
যেই গ্রাম দিয়া যান যাহাঁ করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেমভক্তি ॥ ৪৭ ॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণ নাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঝারিখণ্ড, তন্নাম প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন গমনের বক্রপথ বিশেষ ॥ ৪৬ ॥

সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে ।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে ॥ ৪৯ ॥
যদ্যপি প্রভু লোকসংঘট্টের ত্রাসে ।
প্রেম গুপ্ত করে বাহিরে না করে প্রকাশে ॥ ৫০ ॥
তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে ।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ॥ ৫১ ॥
গৌড় বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশ গিয়া ।
লোক নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া ॥ ৫২ ॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড ।
ভিন্ন প্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড ॥ ৫৩ ॥
নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥ ৫৪ ॥
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন ।
শৈল দেখি মনে হয এই গোবর্দ্ধন ॥ ৫৫ ॥
যাহাঁ নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী ।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি ॥ ৫৬ ॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল ।
যাহা যেই পাযেন তাহা লয়েন সকল ॥ ৫৭ ॥
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ ।
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহ দুগ্ধ দধি কেহ ঘৃত খণ্ড আনে ॥ ৫৯ ॥
যাহাঁ বিপ্র নাহি তাহাঁ শূদ্রমহাজন।
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্যব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ ৬১ ॥
দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি ॥ ৬২ ॥
তাহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফল মূলে ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক ॥ ৬৩ ॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে।
মহাসুখ পান যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥ ৬৪ ॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।
তার বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

যেস্থলে শৌক্রবিপ্রের অভাব তথায় শূদ্রমহাজন অর্থাৎ শৌক্রশূদ্র বা সাবিত্র্য শূদ্র হইলেও যাঁহারা দৈক্ষ্যাদি ব্রাহ্মণ মহাজন তাঁহাদের গৃহে ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

শাঙ্কর সন্ন্যাসীগণের বিধিমতে শৌক্রবিপ্রের গৃহব্যতীত ভিক্ষাগ্রহণের বিধি না থাকায় তদভাবে শৌক্রসাবিত্র্য জন্মগণনা না করিয়াও দৈক্ষ্য-বিপ্রের দ্রব্যাদি গৃহীত হইয়াছিল ॥ ৬০ ॥

নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিন বার।
দুই সন্ধ্যা অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার ॥ ৬৬ ॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন ॥ ৬৭ ॥
শুন ভট্টাচার্য্য আমি গেলাও বহু দেশ।
বনপথে দুঃখের কাহাঁ নাহি পাই লেশ ॥ ৬৮ ॥
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বহু কৃপা কৈল।
বনপথে আনি আমায় বড় সুখ দিল ॥ ৬৯ ॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার।
মাতা গঙ্গা ভক্তগণ দেখিব একবার ॥ ৭০ ॥
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন ॥ ৭১ ॥
এত ভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।
মাতা গঙ্গা ভক্ত দেখি সুখী হৈল মন ॥ ৭২ ॥
ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাহা হৈল আমা সঙ্গে ॥ ৭৩ ॥
সনাতনমুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা ॥ ৭৪ ॥
কৃপার সমুদ্র দীন হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয় ॥ ৭৫ ॥

ভট্টাচার্য্য আলিঙ্গিয়া তাহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥ ৭৬ ॥
তিঁহো কহেন তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৭ ॥
মুঞি ছার মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে প্রভু ভিক্ষা কৈলা ॥ ৭৮ ॥
অধম কাকেরে কৈলা গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৭৯ ॥

[ভাবার্থদীপিকায়াং ব্যাখ্যারম্ভে ৬ষ্ঠ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিবাক্যং]

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥ ৮০ ॥

এই মত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমসেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার কৃপা, বোবাকে বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

যৎ যস্য কৃপা অনুকম্পা মূকং বাক্শক্তিহীনং বাচালং বাক্পটুং করোতি পঙ্গুং চলনশক্তিহীনং গিরিং উচ্চপ্রদেশং লঙ্ঘয়তে অহং তং পরমানন্দং মাধবং বন্দে ॥ ৮০ ॥

এই মত নানা সুখে প্রভু আইলা কাশী।
মধ্যাহ্ন স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি॥ ৮২॥
সেই কালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল তার বিস্ময় কিছু জ্ঞান॥ ৮৩॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥ ৮৪॥
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥ ৮৫॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশনে।

অনুভাষ্য

কাশী, নামান্তর বারাণসী বা অবিমুক্ত। অতি প্রাচীন পুরী। অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে। বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে॥ অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা।

মণিকর্ণিকা, কর্ণ হইতে মণি এখানে পতিত হওয়ায় মণিকর্ণিকা। বিষ্ণু কর্ণ হইতে কাহারও মতে শিব কর্ণ হইতে মণি পতিত হইয়াছে। নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ। তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্॥ কাশীখণ্ডে। সংসারচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াং। শিবোঽভিধত্তে সহসান্তকালে তদ্গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি। মুক্তিলক্ষ্মীমহাপীঠমণিস্তচ্চরণাব্জয়োঃ। কর্ণিকেয়ং ততঃ প্রাহুর্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্॥ ৮২॥

বিন্দুমাধব। পঞ্চনদ অর্থাৎ ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা। এই পঞ্চনদের মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গা প্রকাশ্যে প্রবহমানা।

৮৩

তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব চরণে ॥ ৮৬ ॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ৮৭ ॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করাইল ॥ ৮৯ ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন ॥ ৯০ ॥
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা ॥ ৯১ ॥
মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর পূর্ব্ব দাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী বাস ॥ ৯২ ॥
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ (যিনি পরে ভট্ট গোস্বামী হইয়াছিলেন) প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

লিখনবৃত্তি; পুঁথিনকল করিয়া অর্থোপার্জ্জন ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

এখানে প্রাচীন বিন্দুমাধব মন্দির যাহা শ্রীমহাপ্রভু দর্শন করেন উহা আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয় ॥ ৮৬ ॥

প্রভু তারে কৃপায় উঠি কৈল আলিঙ্গন ॥ ৯৩ ॥
চন্দ্রশেখর কহে প্রভু বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯৪ ॥
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
মায়া ব্রহ্মশব্দ বিনা নাহি শুনি কানে ॥ ৯৫ ॥
ষড়্দর্শনব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥ ৯৬ ॥
নিরন্তর দুহেঁ চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন ॥ ৯৭ ॥
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিন কত রহি তার, ভৃত্য দুইজন ॥ ৯৮ ॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তার,—উদ্ধার কর। ভৃত্য দুই জন,—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র এই দুই জন ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

ষড়্দর্শন। ১। জৈমিনীকৃত পূর্ব্ব (কর্ম্ম) মীমাংসা। ২। গৌতম কৃত ন্যায় দর্শন। ৩। কণাদ কৃত বৈশেষিকদর্শন। ৪। পতঞ্জলি কৃত যোগদর্শন। ৫। কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন। ৬। ব্যাস কৃত উত্তর (ব্রহ্ম) মীমাংসা ॥ ৯৬ ॥

এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে ॥ ১০০ ॥
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হয় চমৎকারে ॥ ১০১ ॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয় প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে ॥ ১০২ ॥
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩ ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।

অনুভাষ্য।

প্রকাশানন্দ। শ্রীমহাপ্রভুর সমকালে কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীবিশেষ। শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য তৃতীয় অধ্যায় হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন। বেদ মোরে এই মত করে বিড়ম্বন।। কাশীতে পড়ায় বেটা পরকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।। বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে ।। সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র। অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র ।। পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে। তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ।। মধ্য ২০ অধ্যায়। সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ।। পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে। কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে ।। সত্য মোর লীলা কর্ম্ম সত্য মোর স্থান। ইহা মিথ্যা বলে মোরে করে

বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা॥ ১০৪ ॥
এক বিপ্র দেখি আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাহার॥ ১০৫ ॥
সেই সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাহার মহিমা প্রতাপ না পারি বর্ণিতে॥ ১০৬ ॥
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত কথন।
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ॥ ১০৭ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ॥ ১০৮ ॥
তাহা দেখি জ্ঞান হয়ে এই নারায়ণ।
যেই তারে দেখে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥ ১০৯ ॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥ ১১০ ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়॥ ১১১ ॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য।

[illegible]॥ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সহ ইনি এক-ব্যক্তি নহেন॥ ১০৪॥

জগত মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপম ॥ ১১৩ ॥
দেখিলে সে জানি তারে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ॥ ১১৪ ॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্য লোকপ্রতারক ॥ ১১৬ ॥
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া ॥ ১১৭ ॥
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহনবিদ্যা যে দেখে সে মোহে ॥ ১১৮ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৯ ॥
সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকায়ে তার ভাবকালী ॥ ১২০ ॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভাবকালী ;—ভাবুকের স্বভাব ॥ ১২০ ॥

এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেলা ॥ ১২২ ॥
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ ॥ ১২৩ ॥
শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥ ১২৪ ॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেহ তোমার নাম জানে আপনে কহিল ॥ ১২৫ ॥
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
চৈতন্য চৈতন্য করি কহে তিনবার ॥ ১২৬ ॥
তিন বারে কৃষ্ণ নাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে ॥ ১২৭ ॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি মুখ মোর বলে কৃষ্ণ হরি ॥ ১২৮ ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি ॥ ১২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধির শৃঙ্খল উৎসন্ন করিয়াছে তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ইহলোক ও পরলোক দুই লোকই নাশ হয় ॥ ১২১ ॥

অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান ॥ ১৩০ ॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ ॥ ১৩১ ॥
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু কহিলেন মায়াবাদী জীবতত্ত্বকে অপ্রাকৃত না মানিয়া মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মখণ্ডকে জীব বলিয়া স্থির করে এবং ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানিয়া ভগবদ্বিগ্রহকে মায়াময় বিগ্রহ বলে। ইহাতেই মায়াবাদী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে অনিত্য জানিয়া মহা অপরাধী হইয়াছে। কৃষ্ণের মুখ্যনাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম, আত্মা চৈতন্য ইত্যাদি গৌণ নাম সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে। যদি বা কখন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ এই নামসকল তাহার মুখে বাহির হয় তথাপি তাহার জ্ঞানদোষে শুদ্ধচিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের নাম হয় না। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ দুইই চিদ্বস্তু। নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনই চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহটী জীবরূপ দেহী হইতে পৃথক্ এবং পিতৃদত্ত নামও পৃথক্ ও জড়াশ্রিত। কৃষ্ণে সেরূপ নয়। কৃষ্ণের যে দেহ সেই দেহী। যে নাম সেই নামী। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়সম্বন্ধ না থাকায় দেহ দেহী, নাম নামীর

অনুভাষ্য।

মায়াবাদী, চরিতামৃত আদি সপ্তম পরিচ্ছেদ ২৯ সংখ্যা এবং ৯৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২৯ ॥

[হরিভক্তিবিলাসস্য ১১শ বিলাস ২৬৯ অঙ্ক ধৃতবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনং]

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা নামনামিনোঃ ॥১৩৩॥

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

ভেদ অসম্ভব। বদ্ধজীবের পক্ষই দেহ দেহী নাম নামীর অর্থাৎ নাম দেহ ও স্বরূপ জীব হইতে পৃথক ধর্ম্ম ॥ ১২৯-১৩২ ॥

কৃষ্ণনাম চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা কৃষ্ণচৈতন্য রসের বিগ্রহ স্বরূপ, তাহা পূর্ণ অর্থাৎ, মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়, তাহা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয়; তাহা নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখন জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না। যে হেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই ॥ ১৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

নামনামিনোঃ যন্নাম যস্য নাম চ তয়োঃ অভিন্নত্বাৎ ভেদাভাবাৎ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্বরূপঃ নাম চিন্তামণিঃ সকলাভীষ্টপ্রদাতা। কৃষ্ণনাম চৈতন্যরসবিগ্রহঃ চিন্ময়রসমূর্ত্তিঃ পূর্ণঃ মায়য়া খণ্ডনানর্হতনুঃ শুদ্ধঃ মায়য়াবিমিশ্রঃ নিত্যমুক্তঃ সদা জড়াতীতঃ ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের দেহ এবং কৃষ্ণের বিলাস সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাদি গ্রাহ্য নয়। জীবের ফলভোগময় ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে। স্বয়ং প্রকাশবস্তু। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা সমস্তই নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময়। গুণাত্মগত

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ ॥ ১৩৫ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৮৬ শ্লোকে]

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ১৩৬ ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দলীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণরসায়নাদি গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফুর্ত্তিলাভ করে ॥ ১৩৬ ॥

আমিই ব্রহ্ম, এই বুদ্ধি যাহাদের উদয় হয় তাহাদের মায়া চিন্তা দবীভূত হইয়া চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি রূপ একটু সুখোদয় হয়। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা রূপ চিন্ময় রসবিলাস

অনুভাষ্য।

জড়বস্তুর সহ বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পরের পার্থক্য আছে, একত্ব নাই, কৃষ্ণের তাদৃশ নহে। ১৩৪।১৩৫ ॥

অতঃ নামনামিনোঃ প্রাকৃতভেদাভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণনামাদিঃ শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপগুণলীলাদয়ঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাকৃতভোগপরৈর্নেত্রকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদ্যৈঃ গ্রাহ্যং রূপরসাদিবিষয়ীকৃতং ন ভবেৎ সেবোন্মুখে অপ্রাকৃতবুদ্ধ্যা শুদ্ধকৃষ্ণ-ভজনকালে হি অদঃ কৃষ্ণনাম স্বয়মেব জিহ্বাদৌ স্ফুরতি প্রকটয়তি ॥ ১৩৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১২শ স্কন্ধে ১২অ, ৫২ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং]

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হৃদয়ে উদয় করিতে পারেন, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দলীলারস ভোগ করেন। অতএব পূর্ণানন্দলীলারসরূপ কৃষ্ণলীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া ফেলে ॥ ১৩৭ ॥

যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্ত ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধীয় তত্ত্বদীপ-স্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল পাপনাশী ব্যাসপুত্র শুকদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

স্বসুখনিভৃতচেতাঃ স্বস্য পরমাত্মনঃ সুখেন নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ তৎ তেনৈব ব্যুদস্তঃ সম্যগ্ দূরীকৃতঃ অন্যভাবো যস্য তথাভূতঃ অপি অজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ অজিতস্য কৃষ্ণস্য রুচিরাভিঃ মনোজ্ঞাভিঃ লীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারো যস্য সঃ শুকদেবঃ যঃ তত্ত্বদীপং বস্তুপ্রকাশকং তদীয়ং ভগবল্লীলাময়ং পুরাণং সর্ব্বভাষ্যকং ভাগবতং কৃপয়া সুকৃতিবতাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া ব্যতনুত প্রকটিতবান্ তং অখিল-বৃজিনঘ্নং সর্ব্বপাপসূদং ব্যাসসূনুং দ্বৈপায়নাত্মজং শুকদেবং নতোঽস্মি প্রণমামি ॥ ১৩৮ ॥

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥ ১৩৯ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম অ, ১১শ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং]

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৪০ ॥

এই সব রহু কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৪১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্ক. ১৫শ অ, ৪৩ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই অরবিন্দ-নেত্র ভগবানের পদকমল কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীগন্ধ বায়ু চতুঃসনের নাসিকারন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মপরায়ণ রূপ তাহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপত্তি করিয়াছিল ॥ ১৪২ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৪০ ॥

তস্য অরবিন্দনয়নস্য পদ্মলোচনস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দ-বায়ুঃ চরণকমলয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী তস্যাঃ মকরন্দেন রেণুনা সংযুক্তঃ সমীরণঃ স্ববিবরেণ নাসারন্ধ্রেণ অন্তর্গতঃ প্রবিষ্টঃ সন

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদীগণ যাতে মহাবহির্ম্মুখে ॥ ১৪৩ ॥
ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে ॥ ১৪৪ ॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লঞা যাব।
অল্প স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব ॥ ১৪৫ ॥
এতবলি সেই বিপ্রে আত্মসাথ করি।
প্রাতে উঠি মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥ ১৪৬ ॥
সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল।
দূরে হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৪৭ ॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া।
প্রভুগুণগান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥ ১৪৮ ॥
প্রযাগ আসিয়া প্রভু কৈল নদী স্নান।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চিন্ময় নামরসের ভাজন অতিশয় ভারি বোঝা; পূর্ণশ্রদ্ধামূল্যে তাহা আমি জীবের নিকট বিক্রয় করি। মায়াবাদীর পক্ষে এতভারি বোঝা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া কঠিন, সুতরাং অল্প স্বল্প মূল্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাস-রূপ মূল্য পাইলেই এই স্থলে বেচিয়া যাইব ॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

অক্ষরজুষাং ব্রহ্মপরাণাম্ অপি তেষাং সনকাদীনাং চিত্ততম্বোঃ মনঃ-শরীরয়োঃ সংক্ষোভং হর্ষরোমাঞ্চাদিকং চকার ॥ ১৪২ ॥

মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য গান ॥ ১৪৯ ॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৫০ ॥
এইমত তিন দিন প্রযাগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৫১ ॥
মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৫২ ॥
পূর্ব্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।
পশ্চিম দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ॥ ১৫৩ ॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
তাহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ১৫৪ ॥
মথুরা নিকটে আইলা মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৫ ॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রাম তীর্থে স্নান।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাধব—বেণীমাধব ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য।

প্রয়াগ, তীর্থরাজ। গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গমে অবস্থিত। কাহারও মতে প্রতিষ্ঠানপুর। প্রকৃষ্টো যাগঃ যাগফলং যস্মাৎ।

নদীস্নান, গঙ্গাযমুনার সঙ্গম ত্রিবেণীতে স্নান ॥ ১৪৯ ॥

জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম ॥ ১৫৬ ॥
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোক চমৎকার ॥ ১৫৭ ॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৮ ॥
দুহেঁ প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকোলি।
হরি কৃষ্ণ কহ দুহেঁ বোলে বাহু তুলি ॥ ১৫৯ ॥
লোক হরি হরি বোলে কোলাহল হৈল।
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ ১৬০ ॥
লোকে কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময়।
এরূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ॥ ১৬১ ॥
যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লঞা ॥ ১৬২ ॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৬৩ ॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

বিশ্রামতীর্থ, প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট।

জন্মস্থানে কেশব,—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে কেশবজীর মূর্ত্তি দেখিয়া ॥১৫৬॥

আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ॥ ১৬৫ ॥
বিপ্র কহে শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী ॥ ১৬৬ ॥
কৃপা করি তিহোঁ মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ॥ ১৬৭ ॥
গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা গোবর্দ্ধনে হয় ॥ ১৬৮ ॥
শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৯ ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায় ॥ ১৭০ ॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেনে সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ১৭১ ॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি ॥ ১৭২ ॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাহাঁ যাহা তাহার সম্বন্ধ।
তাহা বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ ॥ ১৭৩ ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তারে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৪ ॥

তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইলা নিজ ঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা সেবা করে॥ ১৭৫॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন॥ ১৭৬॥
পুরীগোসাঞি তোমার ঘরে করিয়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ এই মোর শিক্ষা॥ ১৭৭॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৩য় অ, ২১ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ১৭৮॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেইত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥ ১৭৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কএক ভাগে বিভক্ত; আগরওয়াল, কাল-ওয়ার, সানোড়িয়া ইত্যাদি। তন্মধ্যে আগরওয়ালা অতি শুদ্ধ। কাল-ওয়ার, সানোড়িয়া প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য্য দোষে পতিত। ঐ কাল-ওয়ার ও সানোয়াড়দিগকে যাহারা যাজন করে, তাহাদিগকে সানো-ড়িয়া ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বলে। সানোড়িয়া শব্দে স্বর্ণবণিক। তাহাদের ব্রাহ্মণেরা সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসীগণ ভোজন করেন না॥ ১৭৯॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৭৮॥

তথাপি পুরী দেখি তার বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তার ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥ ১৮০॥
মহাপ্রভু তারে যদি ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল॥ ১৮১॥
তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥ ১৮২॥
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন॥ ১৮৩॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব এক মত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥ ১৮৪॥
ধর্ম্ম স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরী গোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার॥ ১৮৫॥

[একাদশীতত্ত্বে ধৃতব্যাসবচনং]

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ১৮৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয় তিনি ঋষি হইতে পারেন না। এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক সব প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৮৭॥
লক্ষ সংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ॥ ১৮৮ ॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরিধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধ্বনি ॥ ১৮৯ ॥
যমুনার চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

আচ্ছাদিত আছে। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে মহাজন বলিয়া মনে স্থির করা যায়, তিনি যে পন্থাকে শাস্ত্রপন্থা বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর ব্যক্তির গমন করা উচিত ॥১৮৬॥

যমুনার চব্বিশ ঘাট—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ (৪) প্রযাগতীর্থ, (৫) কনখলতীর্থ, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বোধতীর্থ, (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ (১৬) অসিকুণ্ড (১৭) চতুঃসামুদ্রিককূপ, (১৮) অক্রূরতীর্থ, (১৯) যাজ্ঞিক-বিপ্রস্থান, (২০) কুব্জাকূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধস্থান ও (২৪) দশাশ্বমেধ ॥১৯০॥

অনুভাষ্য।

তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ অস্থিরঃ নাচলঃ শ্রুতয়ঃ অপি বিভিন্নাঃ অধিকারভেদেন বিরোধপ্রদর্শনপরাঃ অসৌ ঋষির্ন যস্য মতং সিদ্ধান্তং ভিন্নং ন আসীৎ ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং নিহিতং যেন পথা মহাজনঃ পূর্ব্বতমর্ষিঃ গতঃ প্রাপ্তঃ স পন্থাঃ শুদ্ধমার্গঃ ॥ ১৮৬ ॥

স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল বিস্তর ॥ ১৯১ ॥
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেইত ব্রাহ্মণ প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥ ১৯২ ॥
মধুবন তাল কুমুদ বহুলা বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৯৩ ॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৯৪ ॥
গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥ ১৯৫ ॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গকণ্ডূয়ন।
প্রভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৯৬ ॥
কষ্ট সৃষ্ট্যে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীপাল ॥ ১৯৭
মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বন,—দ্বাদশবন। শ্রীযমুনার পূর্ব্বভাগস্থিত,—ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন ও মহাবন এই ৫টী। যমুনার পশ্চিমভাগে স্থিত,—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন এই সাতটী ॥ ১৯২ ॥

ভয় নাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে ॥ ১৯৮ ॥
শুক পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায় ।
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায় ॥ ১৯৯ ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ ॥ ২০০ ॥
ফুল ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু পায় ।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লয়ে যায় ॥ ২০১ ॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম ।
আনন্দিত বন্ধু হেন দেখে বন্ধুগণ ॥ ২০২ ॥
তাসবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে ।
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে ॥ ২০৩ ॥
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন ।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ২০৪ ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে ।
কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২০৫ ॥
স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি ।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন ।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন ॥ ২০৭ ॥
বৃক্ষডালে শুক শারী দিল দরশন ।

তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥ ২০৮ ॥
শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ শ্লোক পড়ে॥ ২০৯॥

[শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে ২৯ শ্লোকে শারিকাং প্রতি শুকবাক্যং]

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলারমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥২১০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শুক বলিলেন, যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে; যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে; যাহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুখেলা করে; যাঁহার অমলগুণসকল পরার্দ্ধাতীত; যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের অনুরঞ্জন করে; সেই আমার প্রভু জগন্মোহন কৃষ্ণের বিশ্বজনীনকীর্ত্তি বিশ্বকে পালন করুন॥ ২১০ ॥

অনুভাষ্য।

সৌন্দর্য্যং মনোহররূপং যস্য কৃষ্ণস্য সঃ ললনালিধৈর্য্যদলনং ললনালীনাং ব্রজাঙ্গনাসমূহানাং ধৈর্য্যং দলয়িতুং শীলং যস্য সঃ লীলারমাস্তম্ভিনী রমাং স্তম্ভয়িতুং ক্ষোভয়িতুং লীলা যস্য সঃ বীর্য্যং বলং যস্য সঃ কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যঃ গোবর্দ্ধনো যেন সঃ অমলাঃ দোষরহিতাঃ গুণা যস্য সঃ পারে পরার্দ্ধং পরার্দ্ধস্য পারে অহো পরমাদ্ভুতং সর্ব্বজনানুরঞ্জনং সর্ব্বান্ জনান্ অনুরঞ্জয়িতুং শীলং যস্য সঃ বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ বিশ্বজনানাং ব্যাপিনী কীর্ত্তির্যশো যস্য সঃ অয়ং অস্মৎ প্রভুঃ জগন্মোহনঃ কৃষ্ণঃ বিশ্বং অবতাৎ রক্ষতু॥ ২১০ ॥

শুক মুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা বর্ণন॥ ২১১॥

[শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১৩ সর্গে শুকং প্রতি শারিকাবাক্যং]

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥ ২১২॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।
তবে আর শ্লোক শুন করিল পঠন॥ ২১৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শারী কহিলেন; শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্যগানচাতুরী, কবিতা ইত্যাদি গুণসকল জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের চিত্তবিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে॥ ২১২॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা প্রেম, স্বরূপতা অসাধারণ-সৌন্দর্য্যং কিম্বা স্বং আত্মানং রূপ্যতে নিরূপ্যতে যেন তৎ মহাভাবস্বরূপং তস্য ভাবঃ সুশীলতা শোভনং শীলং স্বভাবঃ যস্যাঃ সা নর্ত্তনগানচাতুরী নর্ত্তনং গানঞ্চ তয়োশ্চাতুরী গুণালিসম্পৎ গুণানাং আলিঃ শ্রেণী সৈব সম্পত্তিঃ কবিতা চ জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী জগন্মনোমোহনস্য কৃষ্ণস্য মনোমোহিনী রাজতে বিরাজতে॥ ২১২॥

[শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ং]
বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥ ২১৪॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস।

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥ ২১৫॥

এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময় প্রেমোল্লাস॥ ২১৬॥
শুক শারী উড়ি পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

শুক কহিলেন, হে শারিকে, সেই বংশীধারী জগন্নারীর চিত্তহারী গোপনারীবিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন্॥ ২১৪॥

শারি পরিহাস করিয়া উত্তর করিল, কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান তখনই তিনি মদনমোহন। রাধিকা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ং মদন কর্ত্তৃক মোহিত হন॥ ২১৫॥

অনুভাষ্য।

হে শারিকে বংশীধারী মুরলাধরঃ জগন্নারীচিত্তহারী জগতাং চতুর্দ্দশভুবনানাং নারীণাং চিত্তচোরঃ গোপনারীভিঃ ব্রজাঙ্গনাভিঃ বিহারী স প্রসিদ্ধঃ মদনমোহনঃ জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং॥ ২১৪॥

হে শুক যদা কৃষ্ণঃ রাধাসঙ্গে ভাতি বিরাজতে তদা মদনমোহনঃ অন্যথা রাধাসঙ্গরাহিত্যে বিশ্বমোহঃ বিশ্বমোহনোপি সন্ স্বয়ং মদনমোহিতঃ মদনেন কন্দর্পেণ মোহিতঃ। ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানস ইতি ন্যায়াৎ॥ ২১৫॥

ময়ুরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ২১৭ ॥
ময়ুরের কণ্ঠ দেখি প্রভুর কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হৈলা
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ॥ ২১৮ ॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভু সন্তর্পণ ॥ ২১৯ ॥
আস্তে ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ॥ ২২০ ॥
প্রভু কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি ॥ ২২১ ॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল ॥ ২২২ ॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
বোল বোল করি উঠে করেন নর্ত্তন ॥ ২২৩ ॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্রে কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায় ॥ ২২৪ ॥
প্রভুর প্রেমাবেশে দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২২৫ ॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত গুণ ॥ ২২৬ ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা দর্শনে।

লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥ ২২৭ ॥
অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥ ২২৮ ॥
প্রেমে গর গর মন রাত্রি দিবসে।
স্নানভিক্ষাদিনির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥ ২২৯ ॥
এই মত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন।
একত্র লিখিল সর্ব্বত্র না'যায় বর্ণন ॥২৩০ ॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার।
কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥ ২৩১ ॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিক্ দরশন॥ ২৩২ ॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥ ২৩৩ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাথার,—জলবৃদ্ধিরূপ বন্যা॥ ২৩৩ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

আরিটগ্রামে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড আবিষ্কারপূর্ব্বক মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন হরিদেব দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল দর্শন করিবেন না, এই জন্য অন্নকুটগ্রাম হইতে ম্লেচ্ছভয়ের ছল বাহির করিয়া গোপাল গাঠুলীগ্রামে আসিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপগোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবার জন্য গোপাল তাহার অনেকদিন পরে মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া একমাস ছিলেন। এই প্রস্তাব কবিরাজগোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর নন্দীশ্বর, পাবনসরোবর, শেষশায়ী, খেলা-তীর্থ, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, লোহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন হইল। গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরঘাটে বাসা করিয়া প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়া কালীয়হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চিরঘাট, আমলিতলা ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। কালীয়হ্রদে রাত্রে মৎস্যধারী ধীবরকে কৃষ্ণভ্রমে অনেক লোক আসিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, মহাপ্রভু দর্শন করিয়া সকলের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইলে সন্ন্যাসীর চিৎকণত্ব স্থাপন করিলেন। অক্রূরঘাটে অনেকক্ষণ ডুবিয়া

আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

থাকায় বলভদ্রভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইবার স্থির করিলেন। সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন এই চিন্তায় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোনগ্রামে পাঠান ঘোড়সোয়ারগণ লইয়া, বিজলী খাঁ প্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত দেখিল। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া তাঁহার ধন লইতেছে, এই কথা বলিয়া প্রভুর সঙ্গীগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রভুর প্রেমাবেশ ভঙ্গ হইলে ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত তাঁহার কথোপকথন ও বিচার হইলে কোরাণশাস্ত্র হইতে কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন। বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করতঃ কৃষ্ণভক্ত হইলেন। সেইস্থানে এখনও পাঠান বৈষ্ণবের গ্রাম বলিয়া একটী গ্রাম দেদীপ্যমান। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন।

বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শনদান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দ প্রদান করতঃ এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া স্বয়ং আনন্দ লাভ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

গৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ স্বস্থাবলোকনৈঃ করণৈঃ স্থিরচরান্ স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ তদালোকাৎ স্থাবরাদীনাং অবলোকং প্রাপ্য আত্মানঞ্চ নন্দয়ন্ সন্ পরিতঃ ইতস্ততঃ অভ্রমৎ ॥ ১ ॥

এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট্ গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে ॥ ৩ ॥
অরিষ্টে রাধাকুণ্ডবার্ত্তা পুছে লোক স্থানে।
কেহ নাহি কহে সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৪ ॥
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান ॥ ৫ ॥
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥ ৬ ॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী ॥ ৭ ॥

[লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ৪১ অঙ্ক, ধৃতপদ্মপুরাণবাক্যং]

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

অরিষ্টগ্রাম, যথায় অরিষ্টাসুর বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া 'রাধাকুণ্ড কোথায় ?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না, এবং সঙ্গের ব্রাহ্মণও তাহা জানিত না। তাহাতে সেই তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে জানিয়া নিকটস্থ দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প অল্প জল ছিল তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ স্নান করিলেন। সেই ধান্যক্ষেত্র যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড ছিল তাহা সূচিত হইল ॥ ৩-৫ ॥

অনুভাষ্য।

আরিট্, অরিষ্টগ্রাম বর্ত্তমান অরিঙ্গ্ ॥ ৩ ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে ॥ ৯ ॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তারে রাধাসম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥ ১০ ॥
কুণ্ডের মাধুরি যেন রাধার মধুরিমা।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥ ১১ ॥

[শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ৭ম সর্গে ১০১ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যং]

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয় সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃ-
ত্তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই রাধাকুণ্ড-সরসী কৃষ্ণের শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয়গুণে অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা রাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে একবার স্নান করিলে রাধিকার ন্যায় প্রেমলাভ হয়; অতএব এই জগতে রাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণনা করিতে পারেন? ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা ইব তদীয় সরসী রাধাকুণ্ডং স্বৈঃ অদ্ভুতৈঃ অপূর্ব্বৈঃ গুণৈঃ সেবাতে হরেঃ কৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠা পরমপ্রীতিপ্রদা যস্যাং সরসি শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ তয়া রাধয়া সহ প্রীত্যা অনিশং অবিরতং ক্রীড়তি। যস্যাং

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তাঁরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া ॥ ১৩ ॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি লৈল ॥ ১৪ ॥
তবে চলি আইলা প্রভু সুমন সরোবর।
তাঁহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল ॥ ১৫ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ।
একশিলা আলিঙ্গিযা হইলা উন্মত্ত ॥ ১৬ ॥
প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
হরিদেব দেখি তাঁহা হইলা প্রণাম ॥ ১৭ ॥
মথুরা পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস।
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ ॥ ১৮ ॥
হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সবলোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিযা ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

সুমন সরোবর,—কুসুম সরোবর ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য।

কুণ্ডে সকৃৎ একবারং স্নানকৃৎ অস্মিন্ কুণ্ডে বত রাধিকা ইব প্রেমা লভতে তথা তস্যাঃ রাধাকুণ্ডস্য মহিমা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ ধরায়াং কেন জনেন বর্ণ্যঃ বর্ণনীয়ঃ অস্তু ॥ ১২ ॥

প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ ২০ ॥
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাকযাত্রা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ ২১ ॥
সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥ ২২ ॥
গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল রায়ের দর্শন কেমনে পাইব ॥ ২৩ ॥
এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা।
জানিয়া গোপাল ম্লেচ্ছভয়ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ২৪ ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্য।

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সমদর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাকযাত্রা, অন্নপাক ॥ ২১ ॥

গোবর্দ্ধনশৈল আরোহণ করিব না একপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত এবং আমি কৃষ্ণভক্ত এই অভিমানযুক্ত গৌরচন্দ্রকে গোপাল স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ করিয়া দর্শন দিলেন ॥ ২৫ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণঃ গিরেঃ গোবর্দ্ধনশৈলস্য উচ্চপ্রদেশাৎ অবরুহ্য অবতীর্য্য শৈলং গোবর্দ্ধনগিরিং অনারুরুক্ষবে আরোঢ়ুমনিচ্ছবে ভক্তাভিমানিনে ভক্তদীয়-

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামে বসতি ॥ ২৬ ॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক ধারী সাজিল ॥ ২৭ ॥
আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন।
ঠাকুর লইয়া ভাগ আসিবে কাল যবন ॥ ২৮ ॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠোলি গ্রামে থুইল ॥ ২৯ ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল পলাইল সর্ব্বজন ॥ ৩০ ॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে।
মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

তুড়ুক—মুসলমান সৈন্যবিশেষ ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

বস্তুভিন্নেঽপি সেবকতয়া আত্মানং মন্যমানায় গোবায় স্বস্মৈ আত্মনে স্বং আত্মানম্ দর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥

ভক্তিরত্নাকর, পঞ্চমতরঙ্গ। গোপগোপী ভুঞ্জাবেন কৌতুক অপার। এই হেতু আনিয়োর নাম সে ইহার ॥ অন্নকূট স্থান এই দেখ শ্রীনিবাস। এ স্থান দর্শনে হয় পূর্ণ অভিলাষ ॥ স্তবাবল্যাং ব্রজ-বিলাসে। ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিতভোগমুচ্চৈর্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিকংত্বরঃ। বরেণ

প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ৩২ ॥
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥ ৩৩ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ২১ অ, ১৮ শ্লো, বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বত হরিদাসপ্রধান, যেহেতু ইনি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের পানীয় জল ও খাদ্য ঘাস কন্দর মূলাদি দ্বারা তর্পণ করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

[illegible] অন্নকূটং [illegible] ॥ কুঞ্জের নিকটে [illegible] নিবিড় কানন। এথাই গোপাল ছিলা [illegible] সঙ্গোপনে ॥ ২৬ ॥

গ্রামাকে, গ্রামবাসীকে। [illegible], [illegible] সৈন্য ॥ ২৭ ॥

হে অবলাঃ অয়ম্ অদ্রিঃ গোবর্দ্ধনঃ হরিদাসবর্য্যঃ হরিদাসশ্রেষ্ঠঃ যৎ যস্মাৎ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন প্রমোদো যস্য তাদৃশঃ ভবতি তথা সহগোগণয়োঃ তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ পানীয়ৈঃ সূযবসৈঃ সুকোমলৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দৈঃ মূলৈশ্চ মানং তনোতি ॥ ৩৪ ॥

গোবিন্দ কুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নানে।
তাহাঁ শুনিল গোপাল গাঠুলি গ্রামে॥ ৩৫ ॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥ ৩৬ ॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

গোবিন্দকুণ্ড। পৈঠা গ্রাম হইতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর দিয়া আনোর বা আনিয়োর গ্রাম। এখানে গোবিন্দ ও বলদেবের দুইটী মন্দির এবং গোবিন্দকুণ্ড নামে পুষ্করিণী আছে। কাহারও মতে রাণী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন।

ভক্তিরত্নাকর পঞ্চমতরঙ্গ। এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক॥ ব্রজবিলাসে। নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবং। গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকাৎ তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ॥ মথুরাখণ্ড। যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা। গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদং॥

গাঠোলী গ্রাম। গোপালপুর, বিলছুনি সন্নিকট গাঠোলী গ্রাম। কথিত এখানে ব্রজনবযুবদ্বন্দের প্রণয়গ্রন্থি বন্ধন হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকর। সখী দুঁহু বস্ত্রে গাঁঠি দিল সঙ্গোপনে। ফাগুয়া লৈয়া কেহ গাঁঠি খুলি দিলা। এহেতু গাঠুলি॥ ৩৫॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ২৬শ শ্লোকে]

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥ ৩৮॥

এই মত তিন দিন গোপাল দেখিলা।
চতুর্থ দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥ ৩৯॥
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্য গীত করি।
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি॥ ৪০॥
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥ ৪১॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
সেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় ভাব॥ ৪২॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি উতরে আপনে॥ ৪৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের বামভুজদণ্ডদ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক গিরি-গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে পালন করুন॥ ৩৮॥

অনুভাষ্য।

যেন বামবাহুনা গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং নীতঃ প্রাপ্তঃ তামরসাক্ষস্য পদ্মলোচনস্য কৃষ্ণস্য সঃ প্রসিদ্ধঃ বামভুজদণ্ডঃ বঃ যুষ্মাকং পাতু রক্ষতু॥ ৩৮॥

কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাহাঁ আসি দেখয়ে তাঁহারে ॥ ৪৪ ॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তাঁ সবারে দিয়াছেন দর্শন॥ ৪৫ ॥
বৃদ্ধকালে রূপগোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ ৪৬ ॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্ঠলেশ্বর ঘরে ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরে যখন রূপ-সনাতন আসিয়া ব্রজবাস করেন, তাঁহারাও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাহার উপর চড়িতেন না। গোপাল যেরূপ মহাপ্রভুকে দর্শন দিলেন, তাঁহাদিগকেও দর্শন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধকালে রূপগোসাই গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারক হইলেও গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁহার বাঞ্ছা হইয়াছিল। গোপাল রূপ-গোসাইকে কৃপা করিবার আশয়ে ঐরূপ ম্লেচ্ছভয় ছল উঠাইয়া মথুরা-নগরে বিঠ্ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন ॥ ৪৫-৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

বিঠ্ঠলেশ্বর। ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গ। বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণ-চৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ ॥ শ্রীবিট্ঠলনাথ ভট্টবল্লভতনয়। করিলা যতেক প্রীতি কহিল না হয় ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি। যাঁর তীর্থপর্য্যটনে ধন্য এ ধরণী॥ গাঠোলি

তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈল মথুরায় রঞা ॥ ৪৮ ॥
সঙ্গে গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি আর লোকনাথ ॥ ৪৯ ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি।
শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোসাঞি ॥ ৫০ ॥
শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব দুইজন।

অনুভাষ্য।

গোমে গোপাল আইলা ছল করি। তারে দেখি নৃত্যগীতে মগ্ন গৌরহরি॥ শ্রীদাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিট্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী॥ পিতা শ্রীবল্লভ ভট্ট তাঁর অদর্শনে। কতদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥

শ্রীবল্লভভট্টের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ গোপীনাথ ১৪৩২ শকাব্দে এবং কনিষ্ঠ বিট্ঠলনাথ ১৪৩৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। বিট্ঠলেশ্বর ১৫০৭ শকাব্দায় পরলোক গমন করেন। বিট্ঠলের সপ্ত পুত্র। গিরধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলেশ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। বিট্ঠল অবশিষ্ট সূত্রভাষ্য, সুবোধিনী টিপ্পনী, বিদ্বন্মণ্ডন শৃঙ্গাররসমণ্ডন, ন্যাসাদেশ বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ণ সপ্ততিবর্ষাণি দিনান্যষ্টৌ চ বিংশতিঃ। বসুধায়াং ব্যরাজন্ত শ্রীমদ্বিঠ্ঠল দীক্ষিতাঃ।

শ্রীমহাপ্রভু বল্লভপুত্র বিঠ্ঠলের জন্মের পূর্ব্ববর্ষে বা তৎপূর্ব্ববর্ষে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর বৃদ্ধ বয়সে বল্লভতনয় বিঠ্ঠলনাথের মথুরার আবাসে একমাস গোপাল ছিলেন॥ ৪৭॥

শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ ॥ ৫১ ॥
গোবিন্দ ভক্ত আর বাণী কৃষ্ণ দাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান আর লঘু হরিদাস ॥ ৫২ ॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

লঘু হরিদাস,—অনেক বৈষ্ণবদিগের নাম হরিদাস থাকিত। এই জন্য লঘু মধ্যম ইত্যাদি বিশেষণ হরিদাসদিগের নামে অপর বৈষ্ণবগণ প্রয়োগ করিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে যে লঘু হরিদাস ছিলেন, তিনি প্রয়াগে দেহত্যাগ করেন। এই লঘু হরিদাস অন্য একজন ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য।

লোকনাথ। যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামনিবাসী শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামী। প্রভুর আজ্ঞায় ব্রজবাস করিয়া ভজন করেন। ইনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষা প্রদাতা। নিতান্ত বিরক্ত ভাগবত বলিয়া তাঁহার চরিত্র চরিতামৃতে বিশেষভাবে উল্লেখ নাই।

ভক্তিরত্নাকর পঞ্চতরঙ্গ। গোস্বামী গোপালভট্ট অতি দয়াময়। ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ গুণের আলয় ॥ শ্রীমাধব শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। শ্রীমধু পণ্ডিত যার চরিত্র আশ্চর্য্য ॥ প্রেমী কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। যাদব আচার্য্য নারায়ণ কৃপাবান্। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ গোসাঞি গোবিন্দ ঈশান ॥ শ্রীগোবিন্দ বাণী কৃষ্ণদাস অত্যুদার। শ্রীউদ্ধব মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যার ॥ দ্বিজ হরিদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ। শ্রীগোপাল দাস যার অলৌকিক কায ॥ শ্রীগোপালমাধবাদি যতেক বৈষ্ণব ॥৪৯ ৫২॥

একমাস রহি গোপাল গেলা নিজ স্থানে।
শ্রীরূপ গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥ ৫৪ ॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে॥ ৫৫ ॥
প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেই মত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল॥ ৫৬ ॥
তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥ ৫৭ ॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া॥ ৫৮ ॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।

অনুভাষ্য।

কাম্যবন। আদি বারাহে। চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমং। তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে। এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর। করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর॥ কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাহি তার॥ ৫৫ ॥

নন্দীশ্বর। নন্দীশ্বর নন্দালয়। দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবন পাবন॥ ৫৭ ॥

পাবন সরোবর। মথুরা মাহাত্ম্যে। পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণো নন্দীশ্বরে গিরৌ। দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ। এ পাবন-সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি॥ ৫৮ ॥

লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ ৫৯ ॥
দুইদিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর ॥ ৬০ ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া ॥ ৬১ ॥
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন ॥ ৬২ ॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু খদির বন আইলা ॥ ৬৩ ॥
লীলাস্থল দেখি তাহাঁ গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে। পর্ব্বত উপরে দেখ পুত্রের সহিতে। শ্রীনন্দযশোদা শোভে অপূর্ব্ব গোফাতে॥ ওহে শ্রীনিবাস এথা শ্রীচৈতন্য রায়। করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়॥ শ্রীনন্দ যশোদা দুই দিকে দুইজন। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি প্রফুল্ল নয়ন॥ শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার চরণ বন্দিয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হঞা॥ প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত আরম্ভিল॥ ৫৮-৬২॥

খদিরবন। সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতং। দেখহ খদির বন বিদিত জগতে। বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি এথা গমন মাত্রেতে॥ ৬৩॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অ, ১৯শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ৬৫॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥ ৬৬॥

অনুভাষ্য।

শেষশায়ী। ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরঙ্গে। এই শেষশায়ী ক্ষীরসমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে॥ এই শেষশায়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে॥ করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাড়িল। সে প্রেম আবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল॥ ৬৪॥

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৬৫॥

খেলাতীর্থ। ভক্তিরত্নাকরে। দেখহ খেলনবন এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই॥ মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ বলরাম। এ খেলনবনের শ্রীখেলাতীর্থ নাম॥

ভাণ্ডীর বন। চলয়ে ভাণ্ডীর পথে উল্লাস অন্তরে। এবে লোক কহয় অক্ষয়বট তারে॥ বলরাম কৌতুকে প্রলম্ববধ কৈলা। সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা॥ ব্রজবিলাসে। মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমাগর্ব্বেণ সম্ভাবিতা মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।

শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লোহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন ॥ ৬৭ ॥
যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হইল টলমল॥ ৬৮ ॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র ঘরে ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য।

যস্মিন্ সম্যগুপেযুষা বকভিদা বাধানিযোদ্ধুং মুদা কুর্ব্বাণা মদনস্থ তোষমতনোদ্ভাণ্ডীবকং তং ভজে ॥

ভদ্রবন। অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমং। কৃষ্ণ প্রিয় হয় ভদ্রবন গমনেতে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীবন। বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতং। দেবতা পূজিত বিল্ববন শোভাময়।

লোহবন। লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতং। নবমন্তু বনং দোষ সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ। এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান ॥

মহাবন। মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্। দেখ নন্দ যশোদা আলয় মহাবনে। এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম স্থল। শ্রীগোকুল মহাবন দুই এক হয় ॥ ৬৭ ॥

যমলার্জ্জুন। যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে। এই যমলার্জ্জুন ভঞ্জন তীর্থস্থল। এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বাঁধিলা। বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা ॥ ৬৮ ॥

লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রূর তীর্থে রহিলা আসিয়া ॥ ৭০ ॥
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।
কালীয় হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন ॥ ৭১ ॥
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশীতীর্থ আইলা।

অনুভাষ্য।

অক্রূরতীর্থ। অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ। তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমং। দেখ শ্রীনিবাস এই অক্রূর গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ছিলেন নিভৃতে ॥ ৭০ ॥

বৃন্দাবন। বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন। কৃষ্ণদেহরূপ পঞ্চযোজন এ বন। অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ বৃন্দাবন ষোলক্রোশ লোকে এ প্রচার।

কালীয়হ্রদ। কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। ততঃ কালীয়-তীর্থাখ্যং তীর্থমঘৌঘবিনাশনং। অনৃত্যৎ যত্র ভগবান্ বালঃ কালীয মস্তকে। এ কালীয় তীর্থ তীর্থপাপ বিনাশয। কালীয় তীর্থস্নানে বহু কার্য্য সিদ্ধি হয়।

প্রস্কন্দন। ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভং। তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। দেখ প্রস্কন্দন ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায়। প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায ॥ ওহে শ্রীনিবাস সূর্য্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীতঘর্ম্ম হইল দেহেতে ॥ সেই ঘর্ম্মজল সূর্য্য-কন্যায় মিলিল। এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর। কতদিন ছিলা এই বনের ভিতর ॥ ৭১ ॥

রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ ৭২ ॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥ ৭৩ ॥
এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে অক্রূরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥ ৭৪ ॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান।
তেঁতুলি তলাতে আসি করিল বিশ্রাম ॥ ৭৫ ॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ ॥ ৭৬ ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন শোভা দেখি যমুনার নীর ॥ ৭৭ ॥
তেঁতুলিতলে বসি করেন নাম সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তেঁতুলিতলাতে ;—এইস্থানকে এক্ষণে আম্‌লিতলা বলে ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য

দ্বাদশ আদিত্য। দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনং। তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণাম্মতিত্যা বিনশ্যতি ॥ দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এই খানে। কেশীতীর্থ। আদি বারাহে। গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশীনিপাতিতঃ। কেশীবধ কৈল কৃষ্ণ পরম কৌতুকে ॥ ৭২ ॥

অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোক ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে ॥ ৭৯ ॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নামসংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥ ৮০ ॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবাকে উপদেশ করে নামসংকীর্ত্তন ॥ ৮১ ॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুত জাতি গৃহস্থ যমুনা পারে গ্রাম ॥ ৮২ ॥
কেশীস্নান করি সেই কালীয়দহ যাইতে।
আমলিতলায় গোসাঞি দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৩ ॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার ॥ ৮৪ ॥
প্রভু কহে কে তুমি কাহাঁ তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর ॥ ৮৫ ॥
রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হঙ বৈষ্ণব কিঙ্কর ॥ ৮৬ ॥
কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু ॥ ৮৭ ॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল সেই নাচে বলে হরি ॥ ৮৮ ॥

প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা ॥ ৮৯ ॥
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া ॥ ৯০ ॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল ॥ ৯১ ॥
একদিন মথুরায় লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে ॥ ৯২ ॥
প্রভু দেখি করিল লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে কাহাঁ হৈতে করিলে আগমন ॥ ৯৩ ॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে।
কালি শিরে নৃত্য করে ফণি রত্ন জ্বলে ॥ ৯৪ ॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয় ॥ ৯৫ ॥
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইল দর্শন ॥ ৯৬ ॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল ॥ ৯৭ ॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য ভ্রম ॥ ৯৮ ॥

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ দরশনে॥ ৯৯॥
তবে তারে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া॥ ১০০॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবে কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥ ১০১॥
বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাইয়া॥ ১০২॥
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাহারে পুছিলা॥ ১০৩॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালীয়দহে মৎস্য মারে দিউটী জ্বালিয়া॥ ১০৪॥
দূরে হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥ ১০৫॥
নৌকাতে কালীয় জ্ঞান দীপে রত্ন জ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে॥ ১০৬॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়॥ ১০৭॥
কিন্তু কাহোঁ কৃষ্ণ দেখে কাহোঁ ভ্রমে মানে।
স্থাণু পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে॥ ১০৮॥

প্রভু কহে কাহাঁ পাইলে কৃষ্ণ দরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥ ১০৯॥
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সর্ব্ব লোক হইল নিস্তার॥ ১১০॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিব।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিব॥ ১১১॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণ কণ সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥ ১১২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্থাণু, পল্লববর্জিত বৃক্ষ। কিছু দূরে পল্লবহীন বৃক্ষকে দেখিয়া একটী পুরুষ আসিতেছে বলিয়া বিপরীত জ্ঞান হয়। ব্রজবাসীদিগের সেইরূপ জালিয়ার নৌকাকে কালীয়জ্ঞান, তাহার উপর দীপকে রত্নজ্ঞান এবং মৎস্যধারী জালিয়াকে কৃষ্ণজ্ঞান রূপ ভ্রম উদয় হইয়াছিল ॥ ১০৩-১০৮॥

মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত প্রথা যে, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে নারায়ণ জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-প্রথা নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন, সন্ন্যাসী কখনও ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ

অনুভাষ্য।

জঙ্গম নারায়ণ। চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট নারায়ণ। দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ॥ দণ্ডীগণকে কেবলাদ্বৈত মায়াবাদীগণ ওঁ নমো নারায়ণায় বলিয়া সম্ভাষণ করেন॥ ১০৯॥

জীব ঈশ্বর তত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৩ ॥

[ভগবৎসন্দর্ভে ধৃতসর্বজ্ঞসূক্তং]

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ১১৪ ॥

যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সূর্য্যসম কৃষ্ণ হইতে পারেন না। তিনি চিৎকণ মাত্র, অতএব জীব কৃষ্ণ-সূর্য্যের কিরণকণ সম। তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয় ॥ ১১২।১১৩ ॥

ঈশ্বর সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট। কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত। সুতরাং সংক্লেশ সমূহের আকর ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥১১১-১১৩॥

সচ্চিদানন্দঃ সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিনীশক্তিপূর্ণঃ ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ হ্লাদিন্যা যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষী ভবতি যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তি সংবিদা অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপভূতয়া শক্ত্যা আশ্লিষ্টঃ আলিঙ্গিতঃ। জীবঃ স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ ভগবতঃ বদ্ধজীবমোহিন্যা অবিদ্যয়া মায়য়া শক্ত্যা সম্যক্ আবৃতঃ সন্ সংক্লেশনিকরাকরঃ সংক্লেশানাং জড়ভোগানাং নিকরস্য পুঞ্জস্য আকরঃ খনিঃ ॥ ১১৪ ॥

[হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথমবিলাসে ৭২অং, ধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্রং]

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ১১৬ ॥

লোক কহে তোমাতে কভু নহে জীবমতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি ॥ ১১৭ ॥
আকৃত্যে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১১৮ ॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়।
ঈশ্বর স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণকে সমান করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয় পাষণ্ডী ॥ ১১৬ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ ভাগ্যহীনো জনঃ তু নারায়ণং ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাস্তঃ তয়োরপীশ্বরং ভগবন্তং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ চতুর্ম্মুখপঞ্চমুখাদিনা নারায়ণদাসভূতৈরীশ্বরৈঃ সমত্বেন নিত্যপ্রভুণা মিত্যাদেবাখ্যদাসৈঃ সহ 'সমানতয়া বীক্ষেত পশ্যেৎ সঃ ধ্রুবং নিশ্চিতং পাষণ্ডী ভবেৎ। অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ইতি পদ্মপুরাণে ॥ ১১৬ ॥

যেরূপ মৃগনাভি অঞ্চলে বাঁধা থাকিলেও তাহার গন্ধ, বস্ত্র ভেদ করিয়া

অলৌকিক প্রকৃতি তোমা বুদ্ধি অগোচর।
তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগত পাগল ॥ ১২০ ॥
স্ত্রীবালবৃদ্ধ আর চণ্ডাল যবন।
যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১২১ ॥
কৃষ্ণ নাম লয়ে নাচে হয়ে উন্মত্ত।
আচার্য্য হইল সেই তারিল জগৎ ॥ ১২২ ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার নাম শুনে।
সেহ কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে ॥ ১২৩ ॥
তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥ ১২৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩৩শ অ, ৭ম শ্লোকে]

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্‌যৎ প্রহ্বণাৎ যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥১২৫

এইমত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।
স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অন্যবস্তুর সহিত তুলনা না করিয়া যে স্বতঃসিদ্ধলক্ষণে বস্তু পরিচিত

অনুভাষ্য।

দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করে তদ্রূপ তুমি ভক্তজীবাবরণদ্বারা আত্মগোপন করিলেও তোমার ভগবৎ স্বভাব লুক্কায়িত হয় না ॥ ১১৯ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২৫ ॥

সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল ॥ ১২৭ ॥
এইমত কতদিন অক্রুরে রহিলা।
কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১২৮ ॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ ॥ ১২৯ ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩০ ॥
এক দিন দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১৩২ ॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হয় তাহাই তাহার স্বরূপলক্ষণ। অন্যবস্তুর সহিত তুলনা করিয়া যে লক্ষণে বস্তুর নিজ পরিচয় হয় সেই লক্ষণকে তটস্থ বলে। পূর্ব্বোক্ত মহিমা তটস্থলক্ষণে তোমাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার তোমাকে দেখিবামাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া বোধোদয় হয় ইহাই স্বরূপলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ দ্বারা তোমাকে কৃষ্ণ বলিয়া স্থির হয় ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য।

সেইত ব্রাহ্মণ, সনোড়িয়া চরিতামৃত মধ্য সপ্তদশ ১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥১২৯॥

দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৩ ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১৩৪ ॥
একদিন অক্রূর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥ ১৩৫ ॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল ॥ ১৩৬ ॥
এতবলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১৩৭ ॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অক্রূরঘাট ;—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে অর্দ্ধ পথে সেই ঘাট, যেখানে রথ লাগাইয়া রামকৃষ্ণ লইয়া অক্রূর যমুনা স্নান করিয়াছিলেন। স্নান-সময়ে অক্রূর জলমধ্যে বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসীলোক সেই ঘাটের জলের মধ্যে গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৩৫ ॥

অনুভাষ্য।

কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ গৌড়ব্রাহ্মণ এবং আন্ধ্র, কর্ণাট, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পঞ্চ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ যাঁহারা বৈদিক আচার বিশিষ্ট ছিলেন অর্থাৎ তান্ত্রিক কদাচারে বৈদিকানুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই তাদৃশ দশ প্রকার বৈদিক শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ দৈন্য সহকারে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩৩ ॥

ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল ॥ ১৩৮ ॥
তবে ভট্টাচার্য্য যেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৩৯ ॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি কে উঠাবে তাঁরে ॥ ১৪০ ॥
লোকের সংঘট্ট আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥ ১৪১ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥ ১৪২ ॥
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভু লয়ে যাই।
গঙ্গাতীর পথে যাই তবে সুখ পাই ॥ ১৪৩ ॥
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিযে পয়ান ॥ ১৪৪ ॥
মাঘ মাস লাগিল এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ স্নান কত দিন পাইয়ে ॥ ১৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সোরোক্ষেত্র ;—মথুরা হইতে সর্ব্ব নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরেই সোরোক্ষেত্র। ১৪৪ ॥

অনুভাষ্য।

কাড়িয়ে, লইয়া যাইয়া ॥ ১৪২ ॥

আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকরে পৌঁছিতে প্রয়াগে করিহ সূচন ॥ ১৪৬ ॥
গঙ্গাতীর পথে সুখ জানাইহ তারে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে ॥ ১৪৭ ॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৪৮ ॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায়।
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥১৪৯॥
তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে।
এবে যদি যাই মকরে গঙ্গাস্নান পাইয়ে ॥ ১৫০ ॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি ॥ ১৫১ ॥
যদ্যপি বৃন্দাবনত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন ॥ ১৫২ ॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।

অনুভাষ্য।

কর্ম্মনিষ্ঠগণের প্রয়াগে মাঘমাসে স্নান বিশেষ ফলপ্রদ। মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযামুনসঙ্গমং। গবাং শতসহস্রস্য সম্যক্ দত্তস্য যৎফলং। প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যহং স্নাতস্য তৎফলং ॥ ১৪৫ ॥

গড়বড়ি। লোক যাতায়াতে গণ্ডগোল ॥ ১৪৮ ॥

এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৫৩ ॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেইত করিব।
যাহাঁ লঞা যাহ তুমি তাহাঁই যাইব ॥ ১৫৪ ॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িবা জানি প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৫৫ ॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন ॥ ১৫৬ ॥
এতবলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া ॥ ১৫৭ ॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥ ১৫৮ ॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা সবার পথ শ্রান্তি দেখিয়া ॥ ১৫৯ ॥
সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥ ১৬০ ॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৬১ ॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।

অনুভাষ্য।

মহাবন। গোকুল ॥ ১৫৬ ॥

মুখে ফেনা পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হৈলা ॥ ১৬২ ॥
হেনকালে তাহাঁ আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥ ১৬৩ ॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥ ১৬৪ ॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা ॥ ১৬৫ ॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চ জনেরে বাঁধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা ॥ ১৬৬ ॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয় সে মুখে বড় দড় ॥ ১৬৭ ॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদার পাশ যাই ॥ ১৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাটওয়ার,—পথে যাহারা ডাকাতি করিয়া লয়।
মারি ডারিয়াছে,—মারিয়া ফেলিয়াছে ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

আসোয়ার; অশ্বারোহী সৈন্য ॥ ১৬৩ ॥

পঞ্চ বাটোয়ার, নিরাশ্রয় পথিকের লুণ্ঠনকারী পাঁচজন দস্যু। ১। মাথুর ব্রাহ্মণ (মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদ ১৬৯ সংখ্যা কথিত); ২। কৃষ্ণদাস রাজপুত, ৩। মাধবেন্দ্র পুরী শিষ্য সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ (মধ্য

এ যতি আমার গুরু আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাৎসাহার আগে আমার আছে শত জন ॥ ১৬৯ ॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাবে হইবে সম্বিত ॥ ১৭০ ॥
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে ॥ ১৭১ ॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা সাধু দুই জন।
গৌড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন ॥ ১৭২ ॥
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
দুই শত তুরকী আছে শতেক কামানে ॥ ১৭৩ ॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবা মারি ॥ ১৭৪ ॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুঠ আর চাহ মারিবার ॥ ১৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবহি, এখনি ॥ ১৭০ ॥

ঘোড়া পিড়া ;—ঘোড়া ও তৎপৃষ্ঠস্থিত আসনাদি দ্রব্য ॥ ১৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

১৭ পরিচ্ছেদ ১৭৯ সংখ্যা) ৪। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ৫'। বলভদ্রের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৫ ॥

সিকদার, সিক্কাদার পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ ॥ ১৬৮ ॥

শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চৈতন্য পাইল ॥ ১৭৬ ॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি ॥ ১৭৭ ॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥ ১৭৮ ॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চ জন।
প্রভু না দেখিল নিজ গণের বন্ধন ॥ ১৭৯ ॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল ॥ ১৮০ ॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে এই ঠক পাঁচ জন ॥ ১৮১ ॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া ॥ ১৮২ ॥
প্রভু কহেন ঠক নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন ॥ ১৮৩ ॥
মৃগী ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন ॥ ১৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

লাগে-শেলধার, শল্যের ধারের ন্যায় বিদ্ধ হইল ॥ ১৭৮ ॥

সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালবস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর॥ ১৮৫ ॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া॥ ১৮৬ ॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন॥ ১৮৭ ॥
যেই যেই কহিল প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল॥ ১৮৮ ॥
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥ ১৮৯ ॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিঁহ শ্যাম কলেবর॥ ১৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বশাস্ত্র, কোরাণ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ও অদ্বয় ব্রহ্মবাদ ইহা মুসলমান-দিগের এক সম্প্রদায় স্ফুফি বলিয়া আছে তাঁহাদের মত। ইহাদিগের মহাবাক্য "অনলহক্"। এই স্ফুফি মত শাঙ্করমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ১৮৬।১৮৭॥

অনুভাষ্য।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। অজ্ঞেয় পরিচয় রহিত ঈশ্বর। 'খোদা ও বন্দা' নিত্য ভাবদ্বয় রহিত পারলৌকিক অবস্থান॥ ১৮৬॥

সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদি স্বরূপ ॥ ১৯১ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাহাঁ হৈতে হয়।
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের তিহোঁ সমাশ্রয় ॥ ১৯২ ॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ ॥ ১৯৩ ॥
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার ॥ ১৯৪ ॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক কণ।
পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন ॥ ১৯৫ ॥
কর্ম্মযোগ জ্ঞান আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি স্থাপে ঈশ্বর তাহাঁর সেবন ॥ ১৯৬ ॥
তোমার পণ্ডিত সবের নাহি শাস্ত্র জ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে পর বলবান্ ॥ ১৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তোমার মহম্মদীয় শাস্ত্রে মহম্মদের সপ্তমস্বর্গে ঈশ্বর দর্শন বর্ণনে ঈশ্বরের পূর্ণবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে ॥ ১৯০ ॥

সেই ঈশ্বরের "এবাদৎ" অর্থাৎ পাঁচসময় নমাজাদি সেবা না করিলে জীবের পুরুষার্থলাভ হয় না। তোমার শাস্ত্রেই প্রীতিকে পুরুষার্থ বলিয়াছেন। তাহাতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্থাপন পূর্ব্বক সব শেষে খণ্ডন করতঃ ঈশ্বরের এবাদৎ অর্থাৎ সেবার শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত আছে ॥ ১৯৪ ॥

নিজ শাস্ত্র দেখি তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষ নির্ণয় করিয়া ॥ ১৯৮ ॥
ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয় ॥ ১৯৯ ॥
নির্বিশেষ গোসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান ॥ ২০০ ॥
সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর ॥ ২০১ ॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্যসাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ২০২ ॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ নাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান ॥ ২০৩ ॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পীরের ন্যায় কালবস্ত্রধারী ম্লেচ্ছাচার্য্য কহিল, যে আমাদের শাস্ত্রের গূঢ় কথা সাধারণ পণ্ডিতে বুঝিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের "আল্লার" নিরাকার ভাব লইয়া লোকে ব্যাখ্যান করেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দ আকার যে চরমে সেব্য তাহা জানে না ॥ ১৯৯।২০০ ॥

অনুভাষ্য।

সাকার। মানবের ভোগ্য জড়জ্ঞান অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত চিন্ময় আঁকার যুক্ত ॥ ২০০ ॥

এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ২০৪ ॥
প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণ নাম তুমি লৈলে।
কোটি জন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে ॥ ২০৫ ॥
কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ২০৬ ॥
রামদাস বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজলী খান ॥ ২০৭ ॥
অল্প বয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ॥ ২০৮ ॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেও মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ॥ ২০৯ ॥
তাসবারে কৃপা করি প্রভুত চলিলা।
সেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ॥ ২১০ ॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ ২১১ ॥
সেই বিজুলীখান হৈল মহা ভাগবত।
সর্ব্ব তীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব ॥ ২১২ ॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২১৩ ॥
সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।

গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগ পয়ান ॥ ২১৪ ॥
সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।
যোড় হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা ॥ ২১৫ ॥
প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুহেঁ তোমা সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাহাঁ পাব ॥ ২১৬ ॥
ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাহাঁ করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত ॥ ২১৭ ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা ॥ ২১৮ ॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন।
সেই প্রেমে মত্ত হয় করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥ ২১৯ ॥
তার সঙ্গে অন্যোন্য তার সঙ্গে আন।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ॥ ২২০ ॥
দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।
সেই মত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল ॥ ২২১ ॥

অনুভাষ্য।

সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে। মাধবেন্দ্র পুরীশিষ্য সানোড়িয়া ব্রাহ্মণকে ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে সোরো হইতে বিদায় দিলেন ॥ ২১৫ ॥

পশ্চিমদেশ। কেহ বলেন এই কালে শ্রীমহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া প্রয়াগ যান। কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালীর মন্দিরের নিকট

এইমত চলি প্রভু প্রয়াগ আইলা।
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর স্নান কৈলা ॥ ২২২ ॥
বৃন্দাবন গমন প্রভু চরিত্র অনন্ত।
সহস্র বদন যার নাহি পায় অন্ত ॥ ২২৩ ॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
দিক্ দরশন কৈল সূত্র করিয়া ॥ ২২৪ ॥
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২২৫ ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান ॥ ২২৬ ॥
যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২২৭ ॥
চৈতন্য চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ॥ ২২৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন-
বিলাসো নাম অষ্টাদশপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

গৌর বিগ্রহ অদ্যাপিও বিরাজমান ॥ ২২১ ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ



ন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

রূপসনাতন রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অবধি বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চৈতন্যপাদাশ্রয় পাইবার জন্য কৃষ্ণমন্ত্রে দুইটী পুরশ্চরণ করাইলেন। রূপগোস্বামী গৌড়ে দশহাজার মুদ্রা রাখিয়া নিজের সঞ্চিত সমস্ত ধন নৌকায় উঠাইয়া বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণে, বৈষ্ণবে ও কুটুম্বগণে এবং দণ্ডবন্ধের জন্য অর্থ বিভাগ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বনপথে বৃন্দাবন কোন্ দিন যাত্রা করিবেন ইহা জানিবার জন্য দুইজন চর পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাঠাই-লেন। এ দিকে সনাতনগোস্বামী পীড়াচ্ছলে পণ্ডিতগণ লইয়া ভাগব-তাদি আলোচনা করিতে লাগিলেন। গৌড়েশ্বর পাতসাহা, হোসেন-সাহা প্রথমে বৈদ্যদ্বারা, পরে নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া সনাতনের রাজকার্য্য পরিত্যাগ ছল জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জেলখানায় আবদ্ধ করতঃ উড়িষ্যাদেশে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু বনপথে যাত্রা করিলে রূপগোস্বামী গৃহত্যাগ সময়ে সনাতন-গোস্বামীকে সম্বাদ পাঠাইয়া নিজ ভ্রাতা অনুপমমল্লিকের সহিত মহা-প্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকট

সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিং ।:

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
শ্রীরূপ সনাতন রহে রামকেলিগ্রামে ।
প্রভুকে মিলিয়া, গেলা আপন ভবনে ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

দশ দিন রহিলেন। ইত্যবসরে বল্লভভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সম্মান করিলেন। শ্রীরূপকে মহাপ্রভু বল্লভভট্টের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। তাহার পর রঘুপতিউপাধ্যায় তথায় পৌঁছিলে মহা-প্রভুর সহিত অনেক রসালাপ হইল। এইস্থলে কবিরাজগোস্বামী শ্রীরূপ ও সনাতনের ব্রজজীবন কতকটা বর্ণন করিয়াছেন। প্রয়াগে দশদিবস থাকিয়া মহাপ্রভু রূপকে ভক্তিরসতত্ত্ব সূত্ররূপে শিক্ষা দিয়া রসামৃতসিন্ধু রচনার আজ্ঞা দিলেন। রূপকে তথা হইতে বৃন্দাবন পাঠা-ইয়া মহাপ্রভু কাশী গিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে বাসা গ্রহণ করিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজ শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক কালে লুপ্ত হইয়াছে যে বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা তাহা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য ।

সঃ প্রভুঃ শ্রীগৌরঃ উৎকঃ উৎকণ্ঠিতঃ সন্ প্রাক্ সৃষ্ট্যাদৌ লুপ্তাং লোকসৃষ্টিং বিধৌ বিধাতরি ইব যথা ব্যতনোৎ তথা রূপে রূপগোস্বামিনে নিজশক্তিং সঞ্চার্য্য সঞ্চারং কৃত্বা কালেন কালবশেন লুপ্তাং আচ্ছন্নাং বৃন্দাবনীয়াং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীং রসকেলিবার্ত্তাং পুনঃ ব্যতনোৎ প্রকাশিতবান্ ॥ ১ ॥

দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য চরণ ॥ ৫ ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহু ধন লঞা ॥ ৬ ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে।
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে ॥ ৭ ॥
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।
ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল ॥ ৮ ॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদি ঘরে ॥ ৯ ॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১০ ॥
রূপ গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুইজন।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দণ্ডবন্ধ,—উপস্থিত বিপদ,—রাজদণ্ড ও বন্ধনাদি নিবারণের জন্য ॥৮॥

অনুভাষ্য।

পুরশ্চরণ। চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদ ১০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥৫॥

শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥ ১২॥
এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥ ১৩॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥ ১৪॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥ ১৫॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥ ১৬॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥ ১৭॥
আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ছদ্ম—ছল॥ ১৫॥

যে সময়ে সনাতনগোস্বামী রাজমন্ত্রী ছিলেন, তৎকালে তাঁহার অধীনে কতকগুলি কায়স্থকর্ম্মচারী ছিল। সনাতনের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া তন্মধ্যে কোন কোন জন সনাতনের পদ পাইবার লোভে রাজ-কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। কিম্বদন্তি এই যে সনা-তনগোস্বামী পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী প্রসিদ্ধ পুরন্দর খাঁন ঐ পদ পাইয়াছিলেন॥ ১৬॥

আচম্বিতে গোঁসাঞি সভাতে কৈল আগমন ॥ ১৮

পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ॥ ১৯ ॥

রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

ভাগবত বিচার। বিদ্যা দুই প্রকার। মুণ্ডকে। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। পরাবিদ্যা ব্রহ্মসূত্রে ও বেদান্তে আখ্যাত হইয়াছে। মুক্তিকামী বৈদান্তিক গণ ধর্ম্মার্থকামীর ন্যায় কৈতব যুক্ত। তৎ জন্য অপরাবিদ্যাপর শাস্ত্র সমূহ ও পরাবিদ্যাপর শাস্ত্রের মোক্ষাভিসন্ধি যুক্ত ভাব সমূহ ছলপূর্ণ। ভাগবতশাস্ত্র তাদৃশ নহে। যমদণ্ডাকাঙ্ক্ষীগণ বা অহংগ্রহোপাসকগণ ভাগবত বিচারে সম্পূর্ণ অযোগ্য। বৈষ্ণবগণই একমাত্র ভাগবত বিচার করিয়া ভক্তিদ্বারা সংসার হইতে মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥ ১৭ ॥

গৌড়েশ্বর। আলাউদ্দীন সৈয়দ হোসেন সাহা সেরিফ মক্কা ১৪২০ শকাব্দ হইতে ১৪৪৩ শকাব্দা পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ১৪২৪ শকাব্দায় এই হুসেন সাহ শ্রীসনাতনের সভায় উপস্থিত হন ॥ ১৮ ॥

আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥ ২১ ॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ ॥ ২২ ॥
সনাতন কহে, নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥ ২৩ ॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যুব্যবহার ॥ ২৪ ॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কথিত আছে সনাতনগোস্বামীকে হোসেন সাহা বাদসাহ কনিষ্ঠ ভাই বলিয়া মনে করিতেন। যখন সনাতন কর্ম্মত্যাগের নিতান্ত দৃঢ়তা দেখাইলেন; তখন হোসেন সা প্রণয়রোষে বলিলেন যে, আমি তোমার বড় ভাই; আমি কিছু রাজ্যপালন করি না, আমি সৈন্যগণ লইয়া যুদ্ধ-দ্বারা দেশবিদেশ লুটিয়া বেড়াই এবং জাতিতে যবন হওয়ায় গৌড় চাক-লার মধ্যে সমস্ত পশু মৃগয়া করিয়া বহুবিধ জীব নাশ করি, এইমাত্র। আমার ভরসাই তুমি। তোমার বড় ভাই যে আমি যদি কেবল দস্যু ব্যবহার ও জীবনাশ কার্য্যে রহিলাম, ছোট ভাই যে তুমি কার্য্য পরি-ত্যাগ করিয়া সবকার্য্য নাশ করিলে, এখন রাজ্য কিরূপে চলিবে। সনা-তন রহস্য করিয়া বলিলেন, তুমি গৌড়েশ্বর স্বতন্ত্র রাজা, দণ্ডমুণ্ডের

সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল ॥ ২৬ ॥
এত শুনি, গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইব বলি সনাতনেরে বান্ধিলা ॥ ২৭ ॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে ॥ ২৮ ॥
তিহোঁ কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে ॥ ২৯ ॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥ ৩০ ॥
তবে সেই দুই চর রূপ ঠাঞি আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কর্ত্তা। যিনি যে দোষ করিয়াছেন, তাহাকে তাহার ফল দান কর। এইবাক্যে গূঢ়রহস্য আছে। রাজা নিজে দস্যু ব্যবহার করেন তিনি তাহার ফল গ্রহণ করুন্ এবং মন্ত্রী যখন কার্য্যে আলস্য করেন তখন তাহার কর্ম্মচ্যুতিরূপ ফল হউক্। গৌড়েশ্বর, সনাতনের অভিলষিত বিষয় বুঝিয়া উঠিয়া গেলেন ॥ ২৪-২৭ ॥

অনুভাষ্য।

১৪২৪ শকাব্দায় হুসেন শাহ উৎকল সামন্তরাজগণকে বাধ্য করেন ॥২৮ ॥

শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁই।
বৃন্দাবন চলিল শ্রীচৈতন্য গোসাঞি ॥ ৩২ ॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহাতে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাহাঁ হৈতে ॥৩৩॥
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে ॥ ৩৪ ॥
যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন ॥ ৩৫ ॥
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ॥ ৩৬ ॥
তাহা লঞা শ্রীরূপগোসাঁই প্রয়াগ আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা ॥ ৩৭ ॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥ ৩৮ ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি দুই ভাই,—আমি রূপ ও মদ্‌ভ্রাতা অনুপম বা নামান্তর বল্লভ ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদি দশম পরিচ্ছেদ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৬ ॥

গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে ॥ ৪০ ॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে ।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে ॥ ৪১ ॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বোলে বল হরি হরি ॥ ৪২ ॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার ।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥ ৪৩ ॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয় ।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥ ৪৪ ॥
বিপ্র গৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা ।
শ্রীরূপ বল্লভ দুহেঁ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪৫ ॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুহেঁ দশনে ধরিয়া ।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৪৬ ॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বার বার ।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দুহাঁর ॥ ৪৭ ॥
শ্রীরূপ দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন ।
বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুই জন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্থ ১০ম বিলাসে ৯১ ধৃতঃ ইতিহাসসমুচ্চয়ে]

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥ ৫০ ॥

এই শ্লোক পড়ি দুহাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুহাঁর মাথায় ধরিল চরণ ॥ ৫১ ॥
প্রভু কৃপা পাঞা দুহেঁ দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ॥ ৫২ ॥

[শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং]

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চতুর্ব্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দান পাত্র এবং গ্রহণ পাত্র। ভক্ত আমার ন্যায় পূজ্য ॥ ৫০ ॥

মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভুকে নমস্কার ॥ ৫৩ ॥

অনুভাষ্য।

অভক্তঃ ভক্তিবিহীনঃ চতুর্ব্বেদী চতুর্ব্বেদনিপুণঃ ব্রাহ্মণঃ মে মম প্রিয়ঃ ন। মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ সুনীচোপি মে প্রিয়ঃ। তস্মৈ ভক্তায় নীচকুলোদ্ভবায় শ্বপচায় চতুর্বেদকুশলৈর্ব্রাহ্মণাদিভিঃ সম্মানাদিকং দেয়ং ততঃ নীচকুলোদ্ভূতাৎ শ্বপচাৎ ভক্তাৎ গ্রাহ্যং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ যথা অহং পূজ্যঃ তথা সঃ শ্বপচকুলজাতোপি ভক্তঃ ব্রাহ্মণাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ পূজ্যঃ ॥ ৫০ ॥

[শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ১ম সর্গে ২য় শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যঃ]

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং ।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥৫৪॥

তবে মহাপ্রভু তারে নিকটে বসাইলা ।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাহারে পুছিলা ॥ ৫৫ ॥
রূপ কহেন তিহোঁ বন্দি রাজঘরে ।
তুমি যদি উদ্ধার, তবে হইবে উদ্ধারে ॥ ৫৬ ॥
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন ।
অচিরাতে আমাসহ হইবে মিলন ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

যে দয়ালু পুরুষ অজ্ঞানমত্ত জগৎকে অজ্ঞানব্যাধি হইতে মোচন করতঃ স্বীয় প্রেমসম্পৎসুধাদ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত-চেষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আমি শরণাপন্ন হই ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য ।

মহাবদান্যায় অতুলপরমকরুণাময়ায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায় শিববিরিঞ্চদুর্ল্লভ-কৃষ্ণ-প্রেমদাতৃপ্রবরায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে গৌরকান্তিময়ায় কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় গোবিন্দায় তে তুভ্যং নমঃ ॥ ৫৩ ॥

যঃ কৃপালুঃ করুণাময়বিগ্রহঃ অজ্ঞানমত্তং মায়াবাদকর্ম্মফলভোগাদিমার্গ-নিবতে অজ্ঞানে মত্তং ভুবনং লোকং উল্লাঘয়ন্ তজ্জ জ্ঞানাদিকং প্রশময়ন্ স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়া নিজকৃষ্ণপ্রেমশ্রী এব সুধা তয়া প্রমত্তং ভোগমোক্ষাদি-প্রাকৃতবিষয়ানুসন্ধানরহিতং অকরোৎ অমুং অদ্ভুতেহং অশ্রুতপূর্ব্বচেষ্টা-যুক্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি ॥ ৫৪ ॥

মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপ গোসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা ॥ ৫৮ ॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ-প্রসাদপাত্র দুই ভাই পাইল ॥ ৫৯ ॥
ত্রিবেণী উপর প্রভুর বাসা ঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান ॥ ৬০ ॥
সে কালে বল্লভ ভট্ট রহে আড়াইল গ্রামে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

অড়েলীগ্রাম,—সঙ্গমের নিকট যমুনার অপর পারস্থিত অড়েলীগ্রাম বা আড়াইল গ্রাম।

বল্লভভট্ট,—ইনি বৈষ্ণবপণ্ডিত। প্রথমে শ্রীমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাইয়া বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব

অনুভাষ্য

বল্লভভট্ট ;—ইনি ত্রৈলঙ্গদেশে নিডাডাভলু রেলষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল অন্তরে কাঙ্কড়বাড় বা কাঁকুরপাড় নামক গ্রামনিবাসী লক্ষ্মণ দীক্ষিতের তনয়। অন্ধ্র ব্রাহ্মণ গণের মধ্যে পাঁচটী বিভাগ আছে যথা ১। বেল্লনাটী ২। বেগীনাটী ৩। মুরাকি নাটী ৪। তেলগুনাটী ও ৫। কাশল নাটী। তন্মধ্যে শ্রীবল্লভাচার্য্য বেল্লনাটী আন্ধ্র ব্রাহ্মণ কুলে ১৪০০ শকাব্দায় জাত হন। ইঁহার পিতা, বল্লভের জন্ম হইবার পূর্ব্বে সন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক, গৃহত্যাগ করেন। পরে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে পুত্র রূপে প্রাপ্ত হন। রাজমহেন্দ্রির কতিপয় পণ্ডিতের মুখে এই কথা শ্রুত হইয়াছি।

মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁকেই লোকে বল্লভাচার্য্য বলে। গোকুলে এবং বোম্বাই প্রদেশে ইহাঁর অনেক আধিপত্য। ইহাঁর কৃত অণুভাষ্য ষোড়শ গ্রন্থ-প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য ।

অন্যমতে বিক্রমসংবৎ ১৫৩৫ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দায় চৈত্রকৃষ্ণা একাদশীতিথিতে তৈলঙ্গ বেল্লনাটী ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত খম্ভংপাটীবাহ উপাধিধারী লক্ষ্মণ ভট্টদীক্ষিতের পুত্ররূপে বল্লভাচার্য্য চম্পকারণ্যে প্রাদুর্ভূত হন। একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যা ধ্যয়নানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কামনায় পথিমধ্যে শেষাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গভদ্রাতীরে বিদ্যানগরের বুকরাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাস বিধান করত তিনবার ছয়বর্ষব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশবর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশীতে মহালক্ষ্মী নাম্নী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ তনয়ার পাণি গ্রহণ করেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তিস্থাপনপূর্ব্বক প্রয়াগের নিকট আড়াইল গ্রামে অবস্থিতি করেন। ইহার দুই পুত্র গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শেষবয়সে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ১৪৫২ শকাব্দায় তাহার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। বল্লভের ষোড়শগ্রন্থ, ব্রহ্ম সূত্রের অনুভাষ্য, ভাগবতের সুবোধিনী টীকা প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ ব্যতীত আরোও অনেক গ্রন্থ আছে।

তিহোঁ দণ্ডবৎ কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল ততক্ষণ ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর মহা প্রেম উথলিল।
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥ ৬৩ ॥
অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ।
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন ॥ ৬৪ ॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাহারে মিলাইল ॥ ৬৫ ॥
দুই ভাই দূরে হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হৈয়া ॥ ৬৬ ॥
ভট্ট মিলিবারে যায় দুহেঁ পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুইঁহ মোরে ॥ ৬৭ ॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ ॥ ৬৮ ॥
ইঁহা না স্পর্শিহ ইহোঁ জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ ॥ ৬৯ ॥
দুহাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি ॥ ৭০ ॥
দোহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম ॥ ৭১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩৩অ, ৮ম শ্লোকে দেবহূতিবাক্যং].

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৭২ ॥

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৭৩ ॥

[হরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে ১২।১১শ শ্লোকৌ]

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥৭৪॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপদীপ্তাগ্নি দ্বারা দুর্জাতি কল্মষ দগ্ধ, এবংভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত। নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নন।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা একাদশ পরিচ্ছেদ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৭২ ॥

সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ, ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তিরেব দীপ্তঃ প্রজ্বলিতঃ অগ্নিঃ তেন দগ্ধং নিঃশেষিতং দুর্জ্জাত্যাদিরূপ এব কল্মষং পাপং যস্য সঃ শুচিঃ সদ্ভক্তিমান্ শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যঃ বরণীয়ঃ নাস্তিকঃ ভগবৎসেবাবিমুখঃ বেদজ্ঞোপি বেদশাস্ত্রপারঙ্গতোপি ব্রাহ্মণঃ ন পূজ্যঃ ॥ ৭৪ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার ॥ ৭৬ ॥
সগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া ॥ ৭৭ ॥
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৭৮ ॥
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ ॥ ৭৯ ॥
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইলা।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা ॥ ৮০ ॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল ॥ ৮১ ॥
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যের নয়, লোকরঞ্জন মাত্র ॥ ৭৪।৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য কৃষ্ণসেবাবিমুখস্য জাতিঃ জন্মপ্রভৃতিসংস্কৃতিঃ শাস্ত্রং স্বাধ্যায়াদিকং জপঃ তপঃ সাধনাদিভেদং অপ্রাণস্য মৃতস্য দেহস্য শরীরস্য মণ্ডনং অলঙ্করণমেব অকিঞ্চিৎকরং লোকরঞ্জনং ব্যবহারিকং ॥ ৭৫ ॥

দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥ ৮২ ॥

দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈলা।

আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা ॥ ৮৩ ॥

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে মধ্যাহ্ন করাইয়া।

নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া ॥ ৮৪ ॥

আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।

আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ॥ ৮৫ ॥

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।

নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল ॥ ৮৬ ॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।

ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল ॥ ৮৭ ॥

ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহ যতনে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সে দেশ অনেকটা প্রেমশূন্য ও সমুপস্থিত বল্লভ ভট্টও অনেকটা তর্ক-প্রিয় ব্যক্তি ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু ধৈর্য্য হইলেন ॥ ৮৩ ॥

অনুভাষ্য।

দুর্ব্বার—যাহার প্রকাশ বন্ধ করা যায় না। উদ্ভট—উদার, শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট, প্রসিদ্ধ, অসাধারণ, স্পর্দ্ধা, প্রবল ॥ ৮২ ॥

দেশ পাত্র। মগ্নপ্রায় নৌকার উপর নৃত্যাদি সুবিধাজনক নহে। বল্লভদীক্ষিতের ন্যায় হীন-প্রেম পণ্ডিতের নিকট সাত্ত্বিকভাবের উল্লাস হয় না ॥ ৮৩ ॥

রূপ গোসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে ॥ ৮৮।
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥ ৮৯ ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদসম্বাহন ॥ ৯০ ॥
প্রভু পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তিহোঁ প্রভুর চরণে ॥ ৯১ ॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় ॥ ৯২ ॥
আসি তিহোঁ কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলি প্রভুর কচন ॥ ৯৩ ॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তারে কহিল কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রঘুপতি উপাধ্যায় কৃত কয়েকটি শ্লোক পদ্যাবলীতে পাওয়া যায়। তাঁহার নিবাস তিরহুত, মিথিলাদেশ ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

তিরোহিতা অ টিরহুটিয়া।, বর্ত্তমানকালে সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দারভাঙ্গা এই চারি জিলা তিরহুট বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রদেশের অধিবাসীকে তিরুটিয়া বলে ॥ ৯২ ॥

নিজ কৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল ।
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ॥ ৯৫ ॥

[পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দপ্রণামে প্রথমাদ্যুক্ত-রঘুপত্যুপাধ্যায়-শ্লোকঃ]
শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥ ৯৬ ॥

আগে কহ প্রভু বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল ॥ ৯৭ ॥

[পদ্যাবল্যাং ৯৯ অঙ্কধৃত-রঘুপত্যুপাধ্যায়োক্ত-শ্লোকঃ]
কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু ।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ মহাভারতকে ভজনা করুন্ । আমি শ্রীনন্দের বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে বারান্দায় পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য ।

ভবভীতাঃ সংসারভয়াতুরাঃ অপরে হরিজনেতরাঃ মোক্ষাভিলাষিণঃ শ্রুতিং বেদশাস্ত্রং ইতরে হরিজনেতরাঃ কর্মকামিকর্মিণঃ স্মৃতিং প্রয়োগানুষ্ঠানপরশাস্ত্রং অন্যে যথেচ্ছচারপরাঃ সাংসারিণঃ ভারতং মহাভারতাদিফলকমগ্রন্থপাঠ্যগ্রন্থাদিকং, ভজন্তু । অহং ইহ মানবজন্মনি তং নন্দং ব্রজেন্দ্রং বন্দে যস্য নন্দস্য অলিন্দে বহির্দ্বারপ্রাঙ্গণে পরংব্রহ্ম বিরাজতে ॥ ৯৬ ॥

প্রভু কহেন কহ তিহোঁ পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ মন আলুয়াইলা ॥ ৯৯ ॥
প্রেম দেখি উপধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইহোঁ কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার ॥ ১০০ ॥
প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ-মান কায়।
শ্যামমেব পরং রূপং কহে উপাধ্যায় ॥ ১০১ ॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
পুরী মধুপুরী বয়া কহে উপাধ্যায় ॥ ১০২ ॥

অমৃত প্রবাহভাষ্য।

কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেবা তাহা প্রতীতি করিবে, সূর্য্যতনয়াকুঞ্জে গোপবধূদিগের লম্পট ব্রহ্ম লীলা করেন ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপতিঃ সূর্য্যঃ তস্য তনয়া কালিন্দী তস্যাঃ তটস্থ-কুঞ্জে গোপবধূটীবিটং গোপীনাং বিটং লম্পটং ব্রহ্ম বিরাজতে সম্প্রতি কং জনং প্রতি কথয়িতুং ঈশে সমর্থো ভবামি কঃ জনঃ বা প্রতীতিং বিশ্বাসং আয়াতু ॥ ৯৮ ॥

আলুয়াইলা, অলগ্ন হইল। প্রাকৃত বিচার শূন্য হইয়া মন উদাসীন হওয়ায় দৈহিক ক্রিয়াও শ্লথ হইল ॥ ৯৯ ॥

প্রভু রঘুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবানের অসংখ্য আকার আছে যথা কৃষ্ণ, নারায়ণ, রামনৃসিংহাদি। তন্মধ্যে তুমি কোন্ আকারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ জানিয়াছ ॥ ১০১ ॥

বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায়॥ ১০৩ ॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
আদ্য এব পরো রসঃ কহে উপাধ্যায়॥ ১০৪ ॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ গদ স্বরে॥ ১০৫ ॥

[পদ্যাবল্যাং ৭৩ অঙ্কধৃত-মাধবেন্দ্রপুরীকৃত-শ্লোকঃ]

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্যএব পরো রসঃ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর বয়সই ধ্যেয, আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গাররসই শ্রেষ্ঠ রস॥ ১০৬॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণ কখনও মাথুরমণ্ডলে কখনও বা দ্বারকা পুরে পরব্যোমে অবস্থান করেন। এতদ্ভয়ের মধ্যে মধুপুরার শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল। শ্রীরূপ পাদঃ উপদেশামৃতে। বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী ইত্যাদি॥ ১০২॥

কৃষ্ণের বয়োধর্ম্মের মধ্যে তোমার কোনটী উপাদেয় মনে হয়॥ ১০৩॥

রূপাণাং ভগবন্মূর্ত্তিভেদানাং মধ্যে শ্যামং এব রূপং পরং শ্রেষ্ঠং পুরীণাং বৈকুণ্ঠমথুরাদীনাং মধ্যে মধুপুরী বরা শ্রেষ্ঠা বয়সাং মধ্যে যৌবনপূর্ব্বং কৈশোরকং বয়ঃ ধ্যেয়ং বিবিধরসভেদানাং মধ্যে আদ্যঃ মধুরঃ এব রসঃ শ্রেষ্ঠঃ॥ ১০৬॥

প্রেমাবেশে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন ॥ ১০৭ ॥
দেখি বল্লভ ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল ॥ ১০৮ ॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভু দর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥ ১০৯ ॥
ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ ভট্ট তাহা সব করেন নিবারণ ॥ ১১০ ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাব ইহাঁ না দিব রহিতে ॥ ১১১ ॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন ॥ ১১২ ॥
গঙ্গা পথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া ॥ ১১৩ ॥
লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১১৪ ॥

অনুভাষ্য।

দুইপুত্র, গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। শ্রীমহাপ্রভু ১৪৩৪ বা ৩৫ শকাব্দায় প্রয়াগে উপনীত হন। তৎকালে বিঠ্ঠলের জন্ম হয় নাই। চরিতামৃত মধ্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥ ১১৫ ॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥ ১১৬ ॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা ॥ ১১৭ ॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥ ১১৮ ॥

[শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৯ অঙ্কে ১০৪ শ্লোকে]

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ১১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রান্ত,—সীমা ॥ ১১৫ ॥

কালে বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া

অনুভাষ্য।

ভগবান্ অনন্তশক্তিসম্পন্ন। শক্তিমান্ ভগবান্ হইতে সুকৃতিবান্ জীব কৃপা শক্তি লাভ করেন। মায়াকবলে পতিত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ অজ্ঞানতা বশতঃ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বে অপ্রবিষ্ট থাকেন। ভগবান্ গৌরহরি কৃপা করিয়া রূপগোস্বামীকে তত্ত্ববোধশক্তি পূর্ব্বে অর্পণ করিয়া তত্ত্বশিক্ষা দিলেন ॥ ১১৪ ॥

[তত্রৈব ১ম অ, ৭০ শ্লোকে রূপানুগ্রহে]

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥ ১২০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিস্তার করিবার জন্য কৃপামৃতের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব তথায় রূপকে এবং সনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন॥ ১১৯॥

যিনি পূর্ব্বে প্রিয়গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহচর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে, তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত স্বয়ং রসতুল্য অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব, প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গনদ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন॥ ১২০॥

অনুভাষ্য।

কালেন ভগবদিচ্ছারূপকালবশেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী ক্রীড়া কথা লুপ্তা আচ্ছন্না ইতি কারণাৎ তাং কথাং বিশিষ্য বিশিষ্টাং কৃত্বা খ্যাপয়িতুং প্রকাশিতুং দেবঃ তত্রৈব বৃন্দাবনে এব রূপং চ সনাতনঞ্চ কৃপামৃতেন করুণাসুধাবারিণা অভিষিষেচ অভিষিক্তবান্॥ ১১৯॥

যঃ রূপঃ প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধঃ প্রিয়স্য গৌরস্য গুণগণৈঃ গুণসমূহৈঃ গাঢ়ং অতিশয়ং বদ্ধোঽপি সন্ অপি গেহাধ্যাসাৎ গৃহাসক্তেঃ সকাশাৎ প্রাগেব মুক্তঃ পরঃ অমূর্ত্তঃ পরঃ রস ইব মূর্ত্তঃ সন্ স্বরূপং প্রকটীকৃত্য এব। প্রয়াগে গঙ্গাযামুনসঙ্গমে দেবঃ গৌরঃ প্রেমালাপৈঃ প্রেমযুক্তালাপৈঃ দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ গাঢ়ালিঙ্গনরঙ্গৈঃ অনুপমেন শ্রীবল্লভেন সমং তং শ্রীরূপং অনুজগ্রাহ অনুকম্পাং কৃতবান্॥ ১২০॥

[তত্রৈব নবমাঙ্কে ৭৫ শ্লোকে শক্তিসঞ্চারে]

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥১২১॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে ॥ ১২২ ॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপাগৌরবপাত্র ॥ ১২৩ ॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ-বিশিষ্ট নিজের অনুরূপ এবংভূতস্বরূপ রূপগোস্বামীতে প্রভু স্বীয় বিলাস-রূপ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১২১ ॥

অনুভাষ্য।

প্রিয়স্বরূপে প্রিয়ো ভক্তস্তৎস্বরূপো যস্মিন্ ভক্তরূপে দয়িতস্বরূপে দত্তমাত্মস্বরূপং যস্মৈ স তস্মিন্ একরূপে একং মুখ্যং রূপং যস্য সঃ তস্মিন্ স্ববিলাসরূপে স্বস্য বিলাসঃ ক্রীড়ার্থং রূপং যস্য সঃ তস্মিন্ সহজাভিরূপে সহজং স্বাভাবিকং অভিরূপং মনোজ্ঞং রূপং যস্য সঃ তস্মিন্ নিজানুরূপে প্রেমপ্রকাশকতয়া স্বদৃশং রূপং যস্য স তস্মিন্ প্রেমস্বরূপে প্রেমময়-নিজাভিন্নরূপে রূপে শ্রীরূপ-গোস্বামিনে প্রভুঃ মহাপ্রভুঃ ততান শ্রীরূপদ্বারৈব ভক্তিরসশাস্ত্রং প্রকাশিতবান্ ॥ ১২১ ॥

কর্ণপূর। শিবানন্দসেন তনয় কবিকর্ণপূর শ্রীপরমানন্দ সেন। স্থানে স্থানে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ॥ ১২২ ॥

তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥ ১২৪ ॥

কহ তাহাঁ কৈছে রহে রূপ সনাতন।

কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন ॥১২৫ ॥

কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন।

তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥ ১২৬ ॥

অনিকেতন দুহেঁ বনে যত বৃক্ষগণ।

একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন ॥ ১২৭ ॥

বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাহাঁ মাধুকরী।

শুষ্করুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি ॥ ১২৮ ॥

করোয়া মাত্র হাথে কাঁথা ছিড়া বহির্বাস।

কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস ॥ ১২৯ ॥

অনুভাষ্য।

স্থূলভিক্ষা। যে ভিক্ষা গ্রহণে উদরপূর্ত্তির জন্য অন্যের নিকট অন্য খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে হয় না।

মাধুকরী। মৌমাছি যেরূপ নানা পুষ্প হৈতে মধু সংগ্রহ করিয়া চক্রে লইয়া যায় সেইরূপ নানাস্থান হইতে স্বল্প স্বল্প খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যাহারা উদর পূরণ করেন তাঁহাদের বৃত্তি মাধুকরী।

ভোগপরিহরি। সুখলাভের আশায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বর্দ্ধনার্থ যে সকল উত্তেজকদ্রব্য ব্যবহার হয় ঐগুলি ত্যাগ করিয়া ভজনোপযোগী জীবনরক্ষা করিবার জন্য শুষ্ক রুটি ও ছোলা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। ১২৮ ॥

অষ্ট প্রহর কৃষ্ণভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেম সেহ নহে কোন দিনে ॥ ১৩০ ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্যচিন্তন ॥ ১৩১ ॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাহাঁ তাহে কি বিস্ময় ॥ ১৩২ ॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥ ১৩৩ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাঃ ২য় শ্লোকে]

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোপি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করোয়,—সন্ন্যাসীদিগের হাতের জলপাত্র ॥ ১২৯ ॥

অনুভাষ্য।

এতাদৃশ বৈরাগ্যবিশিষ্ট জীবনে কখন ও ভক্তিরসশাস্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণ ভজন করিতেন, কোন সময়ে নাম সংকীর্ত্তন এবং কোন সময় গৌরলীলা শ্রবণ মননাদি দ্বারা কৃষ্ণ ভজন করিতেন। সহজিয়া দিগের মধ্যে বিশ্বাস যে ভক্তিশাস্ত্র লিখনপঠনাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্খতা সাধনোদ্দেশে শাস্ত্রাদি হইতে বিরামলাভই ভক্তির সাধন। শ্রীরূপানুগ ভক্তের তাদৃশ কথায় আস্থা নাই। তবে শাস্ত্রলিখনপঠনাদিতে অর্থোপার্জ্জন প্রতিষ্ঠালাভ বা অবান্তর কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য থাকে যাহাকে উপশাখা বলে সেরূপ ব্রষ্টাচারীর মঙ্গল হয় না। শ্রীরূপানুগের এরূপ ক্ষুদ্র ফলভোগ কর্ম্ম বাসনা নাই ॥ ১৩১ ॥

তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ১৩৪ ॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ১৩৫ ॥

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

পারাবার-শূন্য গভীর ভক্তিরসসিন্ধু।
তোমাকে চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু ॥ ১৩৭ ॥

এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাহার হৃদ্‌প্রেরণাদ্বারা সামান্য বালকরূপী রূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই চৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

অহং বরাকরূপঃ ক্ষুদ্ররূপঃ অপি যস্য গৌরস্য হৃদি মনসি প্রেরণয়া ভক্তিবিষয়াসু গ্রন্থরচনায় প্রবর্ত্তিতঃ তস্য চৈতন্যদেবস্য হরেঃ কৃষ্ণচৈতন্যস্য পদকমলং করুণার্বিন্দং বন্দে ॥ ১৩৪ ॥

পারাবার শূন্য। পার, একপার ; অবার অন্য পার অর্থাৎ উভয় কূলের সীমা নাই ॥ ১৩৭ ॥

চৌরাশী লক্ষযোনি। বিষ্ণুপুরাণে। জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষ-

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি ।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥ ১৩৯ ॥

[শ্রুতিব্যাখ্যা-ধৃতশ্লোকঃ]

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥১৪০॥

[শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রানুসারে শ্লোকঃ]

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরাশ্রুতিঃ ॥ ১৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতশতাংশসদৃশস্বরূপ জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ । জীব চিৎকণ ও সংখ্যাতীত ॥ ১৪০ ॥

কেশাগ্রের শতভাগকে বড়শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, সেইরূপ জীবসূক্ষ্ম । প্রধান শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য ।

বিংশতিঃ । ক্রমশো ক্ষুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং । ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ ॥ ১৩৮ ॥

কেশাগ্রশতভাগস্য অতিসূক্ষ্মকেশাগ্রস্য শতবিভক্তস্য তাদৃশ পরমসূক্ষ্মাংশস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ পুনঃ শতখণ্ডাংশতুল্যঃ সূক্ষ্মস্বরূপঃ পরমাণুঃ চিৎকণঃ সূক্ষ্মচিদণুখণ্ডঃ অয়ং জীবঃ সংখ্যাতীতঃ অনন্তসংখ্যকো হি ॥
১৪০ ॥

[শ্রুতাধ্যায়স্তাপরিমিতেত্যস্য তোষণ্যাং ধৃতা শ্রুতিঃ]

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥ ১৪২ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮৭ অ, ২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ)

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি নাশাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুবং নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন পাঠে লিখিত আছে ;—

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং।

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহং।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ।

সূক্ষ্মগণের মধ্যে আমি জীব॥ ১৪২ ॥

হে ধ্রুব, তনুভৃজ্জীবসকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত যদি হইত তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে অণু, সামান্যতঃ নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার

অনুভাষ্য।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য বিভক্তস্য চ ভাগঃ খণ্ডঃ যঃ সঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ জীবাকারঃ জ্ঞাতব্যঃ ইতি পরা শ্রেষ্ঠা শ্রুতিঃ আহ ॥ ১৪১ ॥

অহং সূক্ষ্মাণাং অণূনাং মধ্যে জীবঃ ॥ ১৪২ ॥

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অপরিত্যাগেই নিয়ন্তৃ হইতে পারে। অতএব জীব এবং তোমাকে যাহারা এক করিয়া জানে তাহাদের মত মতবাদে দূষিত ॥১৪৩॥

জীব দুই প্রকার, নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যবদ্ধগণ এই স্থাবর জঙ্গমভেদে দুইপ্রকার। যাহারা অচল (বৃক্ষাদি) তাহারা স্থাবরজীব। যাহারা সচল তাহারা জঙ্গম। জঙ্গম তিনপ্রকার, তির্য্যক্-পক্ষীগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অত্যন্ত অল্পসংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ ও শবর পরিত্যক্ত হইলে বাকি বেদনিষ্ঠ মনুষ্য থাকে। বেদনিষ্ঠগণ দুই প্রকার, ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারী মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ, কোটী জ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে একজন বস্তুত মুক্ত; এস্থলে,জড়বুদ্ধি হইতে

অনুভাষ্য।

হে ধ্রুব সর্ব্বাশ্রয় অপরিমিতাঃ বস্তুত এব অনন্তাঃ ধ্রুবাঃ নিত্যাঃ তনু-ভৃতঃ শরীরধারিণো জীবা যদি সর্ব্বগতা বিভবঃ ব্যাপকাঃ তর্হি শাস্যতা, ত্বং শাস্তা ইতি যঃ নিযমঃ সঃ ন স্যাৎ ইতরথা ন ঘটতে নিযম্যনিয়ন্তৃ-ভাবাবস্থিতত্বাৎ যন্ময়ং যদগ্ন্যাদিময়ং স্ফুলিঙ্গাদিকং কার্য্যং জীবাখ্যং বস্তু অজনি জাতং তেষাং জীবানাং নিয়ন্তৃ শাস্তৃ ভবেৎ তদবিমুচ্য তান্ জীবান্ অপরিত্যজ্য যৎ উপাদানরূপং পরমাত্মানং জীবতত্ত্বেন সমং অনুজানতাং মতদুষ্টতয়া মতস্য দুষ্টতয়া অশুদ্ধত্বেন অমতং অজ্ঞাতপ্রায়ং ॥ ১৪৩ ॥

তারমধ্যে, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বদ্ধজীবগণের মধ্যে ॥ ১৪৪ ॥

তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর ॥ ১৪৫ ॥
বেদনিষ্ঠমধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে ॥ ১৪৬ ॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৭ ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ ১৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুক্ত যাহারা তাঁহাদিগকে মুক্ত বলা যায়। সেইসকল মুক্তদিগের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত তিনি, কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণভক্তের কামনা নাই। পূর্ব্বোক্ত মুক্ত পর্য্যন্ত কামনাযুক্ত, ধর্ম্মাচারী পর্য্যন্ত

অনুভাষ্য।

তন্মধ্যে, মনুষ্যজাতির মধ্যে বেদনিষ্ঠের বিপরীত ॥ ১৪৫ ॥

বেদনিষ্ঠ মুখে স্বীকার করিয়া বেদবিরুদ্ধাচারী যথেচ্ছাচারী কুকর্ম্মী ॥ ১৬৪ ॥

কর্ম্মনিষ্ঠ, নিজ ভোগকামনায় যাহারা পুণ্যাদি সৎকর্ম্ম করে। আবার নিষ্কাম কল্পনায় কর্ম্মসমূহ অর্পণকারী ধর্ম্মাচারী। এরূপ কোটিসংখ্যক কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে যাহারা সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াও রজস্তমো নিরসনজন্য নিজ সত্ত্বাধিষ্ঠানের গর্ব্ব না করিয়া প্রাকৃত পুণ্য পাপ উভয় অবস্থা হইতে বিরত হইয়া প্রকৃত্যতীত আত্মার নিষ্ঠাতার অনুসরণ করেন তিনি কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥ ১৪৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৪শ অ, ৪র্থ শ্লোকে পরীক্ষিতবাক্যং)

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে॥ ১৫০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভুক্তিকামী ও মুক্ত পর্য্যন্ত মুক্তিকামী তন্মধ্যে কেহ কেহ যোগফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাহাদের হৃদয়ে এই তিন প্রকার কামনা থাকে, তাহাদিগকে শান্তিদান করে না, এতন্নিবন্ধন তাঁহারা সকলেই অশান্ত। সুতরাং একমাত্র নিষ্কামকৃষ্ণভক্তই শান্ত অর্থাৎ শান্তিপ্রাপ্ত॥১৪৪-১৪৯॥

হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ॥ ১৫০॥

অনুভাষ্য।

জ্ঞানির মধ্যে একজন নিজ সাধন রূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য হইতে মুক্ত হইলে মুক্তজ্ঞানী হন। তাদৃশ কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যেও কৃষ্ণভক্ত বিরল॥ ১৪৮॥

কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কামনা শূন্য এবং কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শান্ত। স্বর্গাদি ভুক্তিকামী কর্ম্মী, নির্ব্বাণাদি মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধিকামী যোগী স্বস্ব কামের বশবর্ত্তী হইয়া তদভাবে অশান্ত আবার কামনা তৃপ্তিতেও অসৎপ্রাপ্তিহেতু কৃষ্ণনিষ্ঠ নহে বলিয়া অশান্ত॥ ১৪৯॥

মুক্তানাং অজ্ঞানবন্ধরহিতানাং সিদ্ধানাং যোগসিদ্ধানাং কোটিষু অপি মধ্যে প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণঃ সুদুর্ল্লভঃ॥ ১৫০॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবসকল আপন আপন কর্ম্মসূত্রে নানাযোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তিজন্মোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয় হয়, তিনি গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে শ্রদ্ধা, তাহা লাভ করেন। সেই বীজ পাইবামাত্র মালীস্বরূপ হইয়া নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎকথা ভক্তকথা শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জলে সেই ক্ষেত্রের সিঞ্চন করেন। ভক্তি-লতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক ভেদকরতঃ পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়।

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মাণ্ড বলিতে চতুর্দ্দশ ভুবন (চরিতামৃত আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৮ সংখ্যা)। ভাগ্যবান্, সুকৃতি সম্পন্নজীব, অজ্ঞান ক্রমে বৈষ্ণব সেবা সাধিত হইলে সেবকের সুকৃতির উদয় হয় (নারদোপাখ্যান)।

গুরু প্রসাদ, গুরু কৃপা করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণভক্তিরূপ সর্ব্বোত্তম অনুগ্রহ প্রদান করেন। ভগবান্ সুকৃতিবান্ যদনুগ্রহযোগ্য জনের পরম শ্রেয়োলাভের উদ্দেশে নিজ প্রিয়তম জনকে মহান্ত গুরুরূপে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজকৃপা শক্তি বিতরণের জন্য প্রেরণ করেন। গুরুদেব কৃষ্ণ সেবা রূপ নিজানুগ্রহ প্রদান করেন।

কৃষ্ণ প্রসাদ, ভক্তিলতার বীজপ্রদাতা গুরুদেবকে শিষ্যের নিকট প্রেরণ কার্য্য কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ এবং কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ লাভ।

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন ॥ ১৫২ ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধি হইয়া তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করতঃ কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তি-লতায় প্রেমফল ফলে। এযাবৎ মালী শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল সেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া সময়ে জলসিঞ্চন ব্যতীত আর একটী

অনুভাষ্য।

ভক্তিলতা বীজ। যে বীজ হইতে ভগবানের সেবারূপ লতিকা উৎপন্ন হয়। ভক্তিলতার কারণ গুরুপ্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ। অন্যাভিলাষ বীজ, কর্ম্মবীজ ও জ্ঞানবীজ হইতে তত্তদ্ বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। এই সকল বীজ হইতে ভক্তিলতার বীজ পৃথক্। গুরু কৃষ্ণের প্রসন্নতা হইতে ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে অন্যাভিলাষ কর্ম্ম বা জ্ঞানবীজের প্রাপ্তি ঘটে। যাঁহাদের প্রকৃত সৌভাগ্য নাই তাহাদের ভক্তিলতাবীজপ্রাপ্তি ঘটে না।

শ্রদ্ধাবান্ জীবই গুরু পাদপদ্মাশ্রয় করেন। গুরুদত্ত অনুগ্রহ মন্ত্র ও প্রদর্শিত পথই ভক্তিমার্গ ॥ ১৫১ ॥

গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া তৎকীর্ত্তন কার্য্যই জল সেচন তদ্দ্বারা বীজকে লতায় পরিণত করা ॥ ১৫২ ॥

ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে ভক্তিলতার আশ্রয় কোন বৃক্ষই নাই। ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী। সেখানে গুণত্রয়সাম্যাবস্থা লক্ষিত

বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ ১৫৩ ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥ ১৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রক্রিয়া আছে। কিছুদিন জলসিঞ্চন করিতে করিতে লতা যখন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন অপর জন্তু আসিয়া তাহার পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে বা উত্তাপাদিতে পাতা শুখাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণব অপরাধই

অনুভাষ্য।

হয়। প্রাকৃত মলসমূহ বিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানীগণের আদর্শ লোক ব্রহ্মলোক। বিরজায় ভক্তিলতাব আশ্রয়োপযোগী বৃক্ষ নাই। ব্রহ্মলোকেও ভক্তিলতার সেবা বৃক্ষাভাব। আশ্রয় বৃক্ষ না পাইয়া শ্রবণ কীর্ত্তন জলসিক্ত লতিকা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোম ধাম লাভ করে ॥ ১৫৩ ॥

ব্রহ্মলোক ও বিরজার একপারে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, উহাই দেবীধাম। দেবীধাম, ইতর ব্যোমাধারে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ অপর পারে স্থিত সেখানে মায়া কিছুই পরিমাণ করিতে সমর্থা হয় না। বৈকুণ্ঠের উপবিভাগে গোলোক বৃন্দাবন অবস্থিত। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুকে আশ্রয় করে। পরব্যোমে পরব্যোমনাথে যে সেবা বিহিত হয় তাহাতে শান্ত দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ রস লক্ষিত হয় পরন্তু গোলোক বৃন্দাবনে শান্ত দাস্য ও গৌরবসখ্যার্দ্ধের সহিত বিশ্রম্ভ সখ্যার্দ্ধ, বাৎসল্য ও মধুরভাব পঞ্চক পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। এখানেই ভক্তিলতিকা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকেন ॥ ১৫৪ ॥

তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল ॥ ১৫৫
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥ ১৫৬ ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দুষ্ট জন্তু স্থলীয় বন্য। সেই বৈষ্ণব অপরাধই হাতির ন্যায় মত্ত হইয়া ঐ সমস্ত ক্ষতি করে। সে সময়ে মালী বেড়া দিয়া বা আবরণ করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে থাকে, তাহাতে অপরাধ হস্তী উদ্গম হয় না।

অনুভাষ্য

তাঁহা। গোলোক বৃন্দাবনে। প্রেমফল অপ্রাকৃত পরম লোভনীয় অদ্ভুত বস্তু। উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রের নিজবস্তু। বদ্ধজীবের ভোগময় প্রাকৃত জড়বুদ্ধির গোচর হয় না।

ইহাঁ। প্রপঞ্চের অন্তর্গত। এখানে থাকিয়া সেই ভক্তিলতার প্রোথিত বীজোপরি অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপ নিত্য জলসেচন করিতে হয় ॥ ১৫৫ ॥

বৈষ্ণব অপরাধ মত্তহস্তী সদৃশ। অপরাধ দশবিধ নামাপরাধ (চরিতামৃত আদিলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। হাতীমাতা প্রবল ভক্তিবিরোধী ভাব গুর্ব্ববজ্ঞা রূপ বৈষ্ণব অপরাধ ভক্তিলতার বিনাশ কারক ॥ ১৫৬

ভক্তিলতার চতুষ্পার্শ্বে ঘেরা দিয়া বেষ্টন করা আবশ্যক। কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ বর্জ্জনরূপ আবরণ না থাকিলে অভক্তসঙ্গক্রমে অপরাধরূপ হস্তী আসিয়া যাহাতে ভক্তিলতাকে উৎপাটিত না করে তদ্বিষয়ে সাবধান

অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম ॥ ১৫৭ ॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ১৫৮ ॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীবহিংসন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈষ্ণবঅপরাধ বা নাম অপরাধ দশবিধ (৩২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সময় আর একটী উৎপাত আছে। যে সময় ভক্তিলতা উঠিতে থাকে সে সময় যদি উপশাখা অধিক বৃদ্ধি হয়, তাহাতে দোষ জন্মে। উপশাখা ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের সম্মান ও নিজের প্রতিষ্ঠার আশা। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি

অনুভাষ্য।

হইতে হয়। শ্রীরূপপাদঃ উপদেশামৃতে। অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ ১৫৭ ॥

উপশাখা। লতার নিজশাখা ব্যতীত অন্য লতার শাখা ঐ লতাকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া লতার অঙ্গীভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করে। বস্তুত তাহা ঐ লতা নহে। ভুক্তি, কর্ম্মফলবাদীর প্রাপ্য। মুক্তি, জ্ঞানবাদীর প্রাপ্য। বাঞ্ছা, সিদ্ধি-বাদীর প্রাপ্য ॥ ১৫৮ ॥

নিষিদ্ধাচার, যে আচারদ্বারা ভক্তি লোপ হয়। যোষিৎসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ। বিষয়ীদর্শন ও স্ত্রীদর্শন।

কুটীনাটী, কৌটিল্যপূর্ণ নাট্য, কপটতা। কু টি এবং না টী অসন্তোষ। জীবহিংসা, কৃষ্ণভক্তিপ্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, অর্থাৎ মায়াবাদী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া। প্রাণী হনন বা প্রাণীক্লেশ দান।

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ ১৫৯॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥ ১৬০॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥ ১৬১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেকজলে উপশাখাগণ অত্যন্ত বাড়িতে থাকে তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থ-

অনুভাষ্য।

লাভ, ধনাদি প্রাপ্তি।

পূজা, সম্মান লাভ।

প্রতিষ্ঠা, যশঃপ্রিয়তা॥ ১৫৯॥

শ্রবণকীর্ত্তনাদি জলসেচনপ্রভাবে উপশাখা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমানা হয় তাহাতে মূল ভক্তিলতিকা বাড়িতে না পাইয়া থামিয়া যায়। শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব ভোগপরায়ণ, বন্ধ মোচনাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধি-লোভী, অসদাচারী, কপটতাযুক্ত, মায়াবাদ, কর্ম্ম ও যথেচ্ছাচারের পরি-পোষণ কারী, প্রাণীহিংসক, মন্ত্রজীবী হইয়া ধনাদি লাভপ্রার্থী সম্মান সংগ্রাহক বৈষ্ণব বলিয়া যশঃ লাভেচ্ছু হইয়া অবান্তর লাভোদ্দেশে লোকের নিকট বঞ্চনা দ্বারা ভক্ত পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করে মাত্র, বাস্তবিক হরিসেবক হইতে পারে না॥ ১৬০॥

যদ্যপি পূর্ব্বকথিত উপশাখা লক্ষ্য করিয়া তাহা সমূলে বিনষ্ট করেন, তাহা হইলে মূল ভক্তিলতিকা শাখা বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমফল প্রসব করে নতুবা উপশাখার প্রাবল্যে ব্রহ্মাণ্ডে ক্লেশলাভই অপরিহার্য্য॥ ১৬১॥

প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ ১৬২॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥ ১৬৩॥
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥ ১৬৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গুলিকে শ্রবণ কীর্ত্তন জলসেচনসময়েই প্রথম হইতে ছেদন করিতে থাকেন। তাহা হইলে, মূলশাখা বৃদ্ধি হইয়া বৃন্দাবন যায়। এই প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য॥ ১৫১-১৬৪॥

অনুভাষ্য।

লতা অবলম্বন করিয়া ভক্ত মালী কৃষ্ণপাদপদ্মবৃক্ষ প্রাপ্ত হন। গোলোক বৃন্দাবনে প্রেমফল পাকিয়া পতিত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্ত তাহা আস্বাদন করিতে পারেন॥ ১৬২॥

তাঁহা, অপ্রাকৃত গোলোকবৃন্দাবনে।

সেই কল্পবৃক্ষের, কৃষ্ণচরণ কল্পতরুর।

আস্বাদন, ভক্ত অপ্রাকৃত ভাবে সেবা করিয়া অপ্রাকৃত সেবাসুখ লাভ করেন॥ ১৬৩॥

তৃণতুল্য, অকিঞ্চিৎকর, তুলনায় মূল্যহীন। প্রেমের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ চতুষ্টয় নিতান্ত অগ্রহণীয়॥ ১৬৪॥

(ললিতমাধবে ৫মাঙ্কে ২য় শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যং শ্রুত্বা নেপথ্যস্থবাক্যং)

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥ ১৬৫ ॥

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥ ১৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণসিদ্ধ ঔষধিরূপ দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালী সিদ্ধি সমূহের বিজয়িতা, সত্যাদি ধর্ম্মসমূহ, সমাধি ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ নিজ চাকচিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

যাবৎ মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং মধুরিপোঃ কৃষ্ণস্য বশীকারে বাধ্য-করণবিষয়ে সিদ্ধৌষধিরূপাণাং প্রেম্নাং শান্তাদীনাং গন্ধলেশোঽপি অন্তঃ-করণসরণীপান্থতাং অন্তঃকরণমার্গপথিকতাং ন প্রয়াতি গচ্ছতি তাবৎ ঋদ্ধা সম্পন্না সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সিদ্ধীনাং অণিমাদ্যষ্টাদশসিদ্ধীনাং ব্রজাঃ সমূহাঃ তান্ বিজয়িতুং শীলং যস্যা সা তস্যাঃ ভাবঃ সত্যধর্ম্মা সত্য-শৌচদানতপোধর্ম্মা সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং গুরুরপি ব্রহ্মানন্দং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্মসুখমপি চমৎকারয়তি এব চমৎকারং করোতি ॥ ১৬৫ ॥

শুদ্ধভক্তি, ত্রিগুণাতীত কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেতরা অহৈতুকী নির্গুণা উত্তমা ॥ ১৬৬ ॥

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥ ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্ত্যাভাসে প্রেমের উৎপত্তি হয় না ; শুদ্ধভক্তি হইতেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই, শুদ্ধ ভক্তিতে স্বীয় উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন পরমাত্মা, ব্রহ্মাদি স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না, জ্ঞান ও কর্ম্ম তৎতৎস্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন যাত্রায় শুদ্ধভক্তির অনুকূল যাহা তাহাই মাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম শুদ্ধভক্তি ॥ ১৬৬।১৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

অন্যবাঞ্ছা, কৃষ্ণেতর বাসনা।

অন্যপূজা, কৃষ্ণেতর পূজা।

কর্ম্ম, স্বরূপবিস্মৃতিতে ফলভোগপিপাসার উদ্দেশে যে সদনুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

জ্ঞান, স্বরূপবিস্মৃতিতে ভোগরাহিত্যপিপাসার উদ্দেশে আত্মোৎকর্ষের জন্য নিত্য অভেদ্য সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তি দ্বয় রহিত সম্বিতের চেষ্টা।

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন, কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণেতর মায়ানুশীলন ত্যাগ পূর্ব্বক অনুকূল ভাবে কৃষ্ণসেবা।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, সকলইন্দ্রিয় দ্বারা। জড়েন্দ্রিয় দ্বারা মায়ার অনুশীলন হয়। জড়েন্দ্রিয় বলিতে বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এবং চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্ ও মনকে বুঝায়। জড়েন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা কৃষ্ণেতর

এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥ ১৬৮॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ১১ অ, ধৃত বাক্যং
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ ১৬৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম ভক্তি। সেই সেবার দুইটী তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপর হইয়া স্বয়ং নির্ম্মল থাকিবে॥ ১৬৯॥

অনুভাষ্য।

মায়াসেবা করিতে গেলে নিজ ভোগতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হয়। তজ্জন্য সাধনভক্তিপর্য্যায়ে চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধনভক্তিবলে বদ্ধজীব, জড়ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিবৃত্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত সেবার অধিকারী হন॥ ১৬৭॥

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ পাঞ্চরাত্রিক এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের উভয়েরই মতেই একার্থ প্রতিপাদক॥ ১৬৮॥

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সকলভেদকধর্ম্মপরিশূন্যং কৃষ্ণেতরান্যাভিলাষিতাবর্জ্জিতং নির্ম্মলং কর্ম্মাবরণ-জ্ঞানবিমোহনাদিসোপাধিক-মল-নির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন কৃষ্ণৈকপরত্বেন আনুকূল্যেন চ হৃষীকেণ ইন্দ্রিয় দ্বারা ("ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ। অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যাং উরুদাম্নি বদ্ধাঃ" শ্লোকতাৎপর্য্যেণ) হৃষীকেশসেবনং সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপবিষ্ণুসেবনং ভক্তিঃ উচ্যতে॥ ১৬৯॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩স্ক, ২৯ অ, ১০ম, ১১শ, ১২ শ্লো, কপিলদেববাক্যং)

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১৭০ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১৭১ ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৭২ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৭৩ ॥

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব ত্রিগুণময়ীমায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমলপ্রেম লাভ করেন ॥১৭৩॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থপরিচ্ছেদ ২০৫।২০৬ এবং ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৭০-১৭২ ॥

স এব আত্যন্তিকঃ অয়মেব ভক্তিযোগাখ্যঃ উদাহৃতঃ কথিতঃ। যেন আত্যন্তিকভক্তিযোগেন ত্রিগুণাং মায়াং অতিব্রজ্য অতিক্রম্য মদ্ভাবায় মম সাক্ষাৎকারায় উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৭৩ ॥

হৃদয়ে কর্ম্মফলভোগবাসনা অথবা সংসারবন্ধ হইতে মুক্তি বাসনা থাকিলে তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্তব্যক্তি যতই কেন চতুঃষষ্টি প্রকার সাধন

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ১৬শ শ্লোকঃ)

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ১৭৫ ॥
সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা এই দুইটী পিশাচী। যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তি-সুখের অভ্যুদয়ও হইতে পারে না ॥ ১৭৫ ॥

ভক্তির তিনটি অবস্থা ; সাধনাবস্থা ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রিয়মাণ হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত অনর্থসকল যত হ্রাস হইতে থাকে ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি উচ্চোচ্চ ভাব ধারণ করতঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি,

অনুভাষ্য।

ভক্তির অনুষ্ঠান করুন না তাহা কর্ম্মমাত্রে অথবা নিষ্ফল জ্ঞানচেষ্টায় পরিণত হইবে সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে সাধনভক্তির ফল প্রেমলাভ ঘটিবে না ॥ ১৭৪ ॥

যাবৎ হৃদি অন্তর্মনসি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা ভোগমোক্ষবাসনাময়ী পিশাচী গ্রাসকারিণী বর্ত্ততে তাবৎ অত্র অন্তঃকরণে ভক্তিসুখস্য কৃষ্ণপ্রীতিবিধায়িনীসেবানন্দস্য কথং কেন প্রকারেণ অভ্যুদয়ো প্রাকট্যং ভবেৎ ॥ ১৭৫ ॥

সাধনভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ২ লহরী ২ সংখ্যা। কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধনীয় ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলে। নিত্যসিদ্ধভাবের হৃদয়ে প্রকাশই সাধন।

রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥ ১৭৬ ॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভাব ও রতি এই সকল নামে পরিচিত হয়। ভাব অনর্থশূন্য হইলে রতিনামে পরিচিত। সাধনভক্তি হইতে রতি উদয় হয়, সেই রতি শ্রবণ কীর্ত্তনাদি আলোচনায় যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই প্রেমাদি নাম ধারণ করে। প্রেম বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। উদাহরণ স্থল এই যে, ইক্ষুরস রতি স্থানীয় বীজস্বরূপ, তাহা যত গাঢ় হয় ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব,

অনুভাষ্য।

রতি। তত্রৈব ৩ লহরী ১৯ সংখ্যা। ব্যক্তং মসৃণতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণং। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি ॥ অন্তস্থিত মসৃণতা প্রকাশিত হইলে উহাই রতির লক্ষণ। মুমুক্ষুগণের বা অপরের এইরূপ মসৃণতা প্রকাশিত হইলে রতি বলা যায় না।

প্রেম। তত্রৈব ৪ লহরী ১ সংখ্যা। সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণিত হইয়া অতিশয় মমতাযুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেমা বলেন ॥ ১৭৬ ॥

স্নেহ। তত্রৈব পশ্চিমবিভাগ ২ লহরী ৩ সংখ্যা। সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা ॥ চিত্তদ্রবভাব ঘনীভূত হইলে প্রেম স্নেহ সংজ্ঞা লাভ করে। তাহাতে ক্ষণকাল বিচ্ছেদ ও সহ্য হয় না।

মান। চরিতামৃত মধ্য দ্বিতীয় ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥ ১৭৭ ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতামিছরী, উত্তমমিশ্রি আর ॥ ১৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শর্করাত্ব, সিতামিছিরিত্ব ও উত্তমমিছিরিত্ব এই সকল অবস্থা লাভ করে। রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত, কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব বলিয়া পরিচিত। রতিকেই সর্ব্বত্র স্থায়িভাব বলিয়া থাকেন। সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চারিটী ভাব মিলিত হইলে রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তিব্যাপারে স্থায়িভাবে ঐসকল সামগ্রীসংযুক্ত হইলে কৃষ্ণভক্তিরস হয়। স্থায়িভাবই রসোদ্দীপনকার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী সামগ্রী সংযোজিত হয়। অতএব স্থায়িভাবই রসের মূল, বিভাব রসের হেতু, অনুভব রসের কার্য্য, সাত্ত্বিক-ভাবও রসেরকার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাবসকল রসের সহায়। বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই

অনুভাষ্য।

প্রণয়। চরিতামৃত মধ্য দ্বিতীয় ৬৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রাগ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পশ্চিমবিভাগ ২ লহরী ৩৫ অ। স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটং। তৎসম্বন্ধলবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি ॥ যে স্নেহে স্পষ্টভাবে দুঃখ, সুখ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই রাগ। এই সম্বন্ধমাত্রে নিজের প্রাণনাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদয় করিবার প্রবৃত্তি হয়।

অনুরাগ। চরিতামৃত মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভাব ও মহাভাব। চরিতামৃত মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥১৭৭॥

এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব ॥ ১৭৯ ॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রকারে বিভক্ত, বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্ত আশ্রয় এবং কৃষ্ণ বিষয়। উদ্দীপন কৃষ্ণের গুণগণ।

অনুভাব ১৩ প্রকার,—

১। নৃত্য	৬। হুঙ্কার	১১। অট্টহ
২। বিলুণ্ঠিত	৭। জৃম্ভন	১২। ঘূর্ণা
৩। গীত	৮। শ্বাসবৃদ্ধি	১৩। হিক্কা
৪। ক্রোশন	৯। লোকাপেক্ষাত্যাগ	
৫। তনুমোটন	১০। লালাস্রাব	

অনুভাষ্য

স্থায়িভাব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণবিভাগ ১ লহরী ২ শ্লোক। বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥ কৃষ্ণরতি স্থায়িভাব শ্রবণাদি দ্বারা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী সম্মিলনে ভক্তগণের হৃদয়ে আস্বাদনীয়ভাবে আনীত হইলে ভক্তিরস হয়।

বিভাব। তত্রৈব ৫ সংখ্যা। তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে। রতির আস্বাদন-হেতুসমূহকে বিভাব বলে। বিভাব আলম্বন ও উদ্দীপনভেদে দ্বিবিধ।

অনুভাব। অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া। যাহারা ইত্যাদিযুক্ত চিত্তস্থ ভাবসমূহের

কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥ ১৮০ ॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত মধুর ॥ ১৮১ ॥
ভক্তভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ পরকার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এককালেই সমস্ত অনুভাব লক্ষণ উদিত হয় না। রসের কার্য্য যেরূপ হইতে থাকে সেইরূপ কোন কোন লক্ষণ সময় সময় উদয় হয়। সাত্ত্বিক ভাব ৮ প্রকার সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ৩৩টী ॥ ১৭৬-১৮০ ॥

অনুভাষ্য।

প্রকাশক বাহ্যে বিকার সদৃশ চেষ্টা প্রদর্শন করে উহারাই অনুভাব।

সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী। চরিতামৃত মধ্য চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ১৬৭ সংখ্যা এবং মধ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৭৯।১৮০ ॥

সিতা, চিনী ॥ ১৮১ ॥

শান্তরতি। মানসে নির্ব্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে। মানসে সংশয়াদি রহিত ভাবকে শম বলা যায়। বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ। আত্মনঃ কথ্যতে সোহত্র স্বভাবঃ শমঃ ইত্যসৌ। প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা। পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতা ॥ বিষয়বাসনা পরিহারে নিজানন্দে অবস্থিতিকে শম স্বভাব বলে। শমপ্রধানব্যক্তিগণের পরমাত্মা জ্ঞানে কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন শান্তরতি জন্মে ॥

দাস্যরতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ ৫ম লহরী ১৫ শ্লোক। স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ। আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ

শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর ॥ ১৮২ ॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ।

অনুভাষ্য।

প্রীতিরিতীরিতা ॥ , তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ। শ্রীভগবান্ হইতে আপনাকে ন্যূনতাভিমানময়রতিবিশিষ্ট হইলে জীব হরির অনুগ্রহের পাত্র হন। ভগবান্ ই আরাধ্য এইরূপ জ্ঞানাত্মিকা প্রীতি নাম্নী রতি, আরাধ্য ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রে আসক্তি বিধান করে এবং ভগবদিতর মায়িকবস্তুর প্রতি প্রীতি বিনাশ করে।

সখ্যরতি। তত্রৈব ১৬ শ্লোক। যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ। সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে। পরিহাসপ্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা ॥ বিবুধ সজ্জনগণের মতে যাঁহারা মুকুন্দ তুল্যত্বাভিমানময়রতিবিশিষ্ট তাঁহারাই সখা। শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর সমভাবহেতু বন্ধনরাহিত্যপ্রকাশিনী বিশ্বাসময়ী রতিকে সখ্যরতি বলে। এই সখ্যরতি পরিহাস ও প্রহাসাদিকারিণী ইহাকে অযন্ত্রণা অর্থাৎ বন্ধনহীনা রতি বলে ॥ ১৮২ ॥

বাৎসল্য রতি। তত্রৈব ১৯ শ্লোক। গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ। অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে। ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ ॥ গুরুত্বাভিমানময়রতিবিশিষ্টজীবগণ ভগবানের পূজ্য। তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্যরতি বলে। এই বাৎসল্যরতিতে লালন কল্যাণসাধন আশীর্ব্বাদ ও চিবুকস্পর্শাদি অনুষ্ঠান আছে।

মধুর রতি। তত্রৈব ২০ শ্লোকে। মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি কারণং। মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ। অস্যাং

রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ ॥ ১৮৩ ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।

অনুভাষ্য।

কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ ॥ শ্রীভগবানের এবং মৃগনয়নীগণের পরস্পর স্মরণ দর্শনাদি আট প্রকার সম্ভোগের মূলকারণ প্রিয়তা বা অন্য সংজ্ঞা মধুরা রতি। মধুরা রতিতে কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং মধুরহাস্যাদি অনুষ্ঠান ॥ ১৮৩ ॥

শান্তভক্তিরস। তত্রৈব পশ্চিমবিভাগে, ১ম লহরী ২।৩।৪ শ্লোক। বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ। স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ ॥ প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাং। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখং ॥ তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্বলীলাদের্ন তথা মতা ॥ শান্তরতিরূপ স্থায়িভাব বক্ষ্যমাণ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া শান্তগণকর্ত্তৃক আস্বাদনীয় হয় অর্থাৎ তদ্রূপতা লাভ করে তখন শান্তভক্তিরস হয়। শান্তরসে যোগিগণের স্বস্বমূলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দপ্রকার জাতীয় সুখ লাভ হয় কিন্তু এই আত্মানন্দ অঘন অর্থাৎ স্বল্প, সচ্চিদানন্দ ভগবৎবিগ্রহ স্ফুর্ত্তিতে প্রচুর সুখই গাঢ়। সাক্ষাৎকার জন্য সুখাধিক্য কিন্তু দাস্যাদিলীলা সাহচর্য্যে তাঁহাদের অদৃশ রুচি হয় না।

দাস্য ভক্তিরস। তত্রৈব ২ লহরী ১ সংখ্যা আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাং। নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসো মতঃ ॥ অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা। ভিদ্যতে সম্ভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি। আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা প্রীতিরতি ভক্তগণের চিত্তে আনীত হইয়া আস্বাদনীয়তা লাভ করিলে উহাই প্রীতি বা দাস্য

কৃষ্ণভক্তি-রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥ ১৮৪ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং ৬৩ শ্লোকঃ)

হাস্যোদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥ ১৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুখ্যরস পঞ্চবিধ, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস এই সাত প্রকার গৌণরস ॥ ১৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

ভক্তিরস হয়। অনুগ্রহযোগ্য দাসগণের দাসত্ব ও লাল্যত্বভেদে দাস্য রসে সম্ভ্রমদাস্য ও গৌরবদাস্য দুই প্রকার প্রীতি লক্ষিত হয়।

সখ্য ভক্তিরস। তত্রৈব ৩ লহরী ১ সংখ্যা। স্থায়িভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ। নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়ানুদীর্য্যতে ॥ আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা স্থায়িভাবে ভক্তগণের চিত্তে সখ্যরতি পুষ্টি লাভ করিলে প্রেয়রস বা সখ্যভক্তিরস হয়।

বাৎসল্য ভক্তিরস। তত্রৈব ৪ লহরী ১ সংখ্যা। বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ ॥ স্থায়িভাব ভক্তচিত্তে বিভাবাদি দ্বারা বাৎসল্যরতিপুষ্টি প্রাপ্ত হইলে সুদক্ষ ভক্তপণ্ডিতগণ তাহাকে বাৎসল্য ভক্তিরস বলেন।

মধুরভক্তিরস। তত্রৈব ৫ লহরী ১ সংখ্যা। আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি। মধুরাখ্যা ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতিঃ। আত্মোচিত বিভাবদ্বারা সদ্ভক্তের হৃদয়ে মধুরা রতি পুষ্টিতা লাভ করিলে মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ১৮৪ ॥

হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধভক্ত্যে গৌণ সপ্তরস হয়॥ ১৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

তথা হাস্যঃ ইতি অদ্ভুতঃ বীরঃ করুণঃ রৌদ্রঃ ভয়ানকঃ অপি বীভৎস ইতি সপ্তধা গৌণরসশ্চ ॥ ১৮৫ ॥

হাস্যভক্তিরস। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উত্তরবিভাগ ১ম লহরী। বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা। হাস্যভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে। বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে হাস্য ভক্তিরস বলেন।

অদ্ভুতভক্তিরস। তত্রৈব ২ লহরী। আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি। সা বিস্ময়রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ॥ আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে বিস্ময়রতি আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে অদ্ভুতভক্তিরস হয়।

বীরভক্তিরস। তত্রৈব ৩ লহরী। সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ। যুদ্ধদানদয়াধর্ম্মৈশ্চতুর্ধা বীর উচ্যতে। আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে উৎসাহরতি আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে বীরভক্তিরস হয়। যুদ্ধ দান দয়া ধর্ম্ম এই চারিপ্রকার বীর কথিত হয়।

করুণভক্তিরস। ৪ লহরী। আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি। ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসো হি করুণাভিধঃ। নিজোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে শোকরতি পুষ্টি লাভ করিলে তাহাকে করুণ ভক্তিরস বলে।

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥ ১৮৭ ॥
শান্তভক্ত নব-যোগেন্দ্র সনকাদি আর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চমুখ্যরস স্থায়িভাবে ভক্ত হৃদয়ে থাকে, হাস্যাদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুক ভাবে উদয় হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্টি করিয়া নিবৃত্ত হয় ॥ ১৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

রৌদ্র ভক্তিরস। ৫ম লহরী। নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ। হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ॥ আত্মোচিত বিভাবদ্বারা ভক্তহৃদয়ে ক্রোধরতি পুষ্টিলাভ করিলে রৌদ্র ভক্তিরস হয়।

ভয়ানক ভক্তিরস। ৬ষ্ঠ লহরী। বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা। ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে। বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা ভয়রতি পুষ্টিলাভ করিলে পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ভয়ানক ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়।

বীভৎস ভক্তিরস। ৭ম লহরী। পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতিরাগতা। অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে॥ আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে ঘৃণারতি পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে বীভৎস ভক্তিরস বলেন।

পঞ্চবিধ ভক্তে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই স্থায়ি পঞ্চরসের ভক্তে হাস্যাদি সাতটী গৌণরস কারণোপলক্ষ করিয়া প্রকাশমান হয় ॥ ১৮৬।১৮৭ ॥

দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥ ১৮৮ ॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন ॥ ১৮৯ ॥
মধুররসে ভক্তমুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥ ১৯০ ॥
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুইত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ আর ॥ ১৯১ ॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥ ১৯২ ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রজে শ্রীদামাদি, পুরে দ্বারকা-লীলায় ভীমার্জ্জুন ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার। অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। পুরীদ্বয়ে, দ্বারকা ও মথুরায় এবং বৈকুণ্ঠাদিতে

অনুভাষ্য।

নব যোগেন্দ্র। ১। কবি ২। হরি ৩। অন্তরীক্ষ ৪। প্রবুদ্ধ ৫। পিপ্পলায়ন ৬। আবির্হোত্র ৭। দ্রবিড় ৮। চমস ও ৯। করভাজন।

সনকাদি। ১। সনক ২। সনন্দ ৩। সনৎকুমার ৪। সনাতন।

দাস্যভাবভক্ত। ১। রক্তকচিত্রক পত্রকাদি গোকুলস্থ দাসগণ ২ দারুকাদি পৌরদাসগণ। ৩। গরুড়াদি বৈকুণ্ঠস্থদাস ৪। হনুমানাদি লীলা দাসগণ ॥ ১৮৮ ॥

দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি ॥ ১৯৩ ॥
শান্ত দাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁ উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুররসে সঙ্কোচন ॥ ১৯৪ ॥
বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুহাঁর মনে ভয় হৈল ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০স্ক ৪৪অ ৩৫শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ১৯৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রাভক্তি। এই জন্য তথায় প্রেম সংকোচিত। কিন্তু গোকুলে কেবলা রতিতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা মানিতে চাহে না ॥ ১৯১-১৯৩ ॥

কাহাঁ, স্থলবিশেষে ॥ ১৯৪ ॥

দেবকী ও বসুদেব, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে জগদীশ্বর জানিয়া শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না ॥ ১৯৬ ॥

অনুভাষ্য।

শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যে স্থানে স্থানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্য লক্ষিত হয়। বিশ্রম্ভ সখ্যে, বাৎসল্যে ও মধুররসে ঐশ্বর্য্যপ্রাধান্য ভাব সঙ্কোচিত ॥ ১৯৪ ॥

দেবকী বসুদেবশ্চ মাতাপিতরৌ পুত্রৌ রামকৃষ্ণৌ জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায শঙ্কিতৌ ভীতৌ সন্তৌ কৃতসংবন্দনৌ অপি তৌ ন সস্বজাতে কিন্তু প্রণতৌ স্তবন্তৌ স্থিতৌ ॥ ১৯৬ ॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয় ।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥ ১৯৭ ॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১১শ অ, ৪১ (ত্রিপাদ) ৪২ (শেষপাদ) শ্লোক]

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥ ১৯৮ ॥

কৃষ্ণে যদি রুক্মিণী করিল পরিহাস ।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥ ১৯৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৬০ অধ্যায়ে ২৪শ শ্লোকে শুকদেববাক্যং)

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোক-বিনষ্ট-বুদ্ধে-
হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এইশব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক তোমাকে সখা-জ্ঞানে তোমার মহিমা না জানিয়া বলপূর্ব্বক বলিয়াছি, হে অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করি ॥ ১৯৮ ॥

দ্বারকায় রুক্মিণীকে কৃষ্ণ পরিহাস করিলে দুঃখভয়শোকবিনষ্ট-বুদ্ধি রুক্মিণীর শ্লথবলয় হস্ত হইতে পাখাখানি পড়িয়া গেল

অনুভাষ্য ।

সখা ইতি মত্বা তব ইদং বিশ্বরূপং মহিমানং অজানতা অননুভবতা ময়া ত্বাং প্রতি প্রসভং হঠাৎ হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখা ইতি যদুক্তং কথিতং অহং অসৎকৃতঃ অপি হে অপ্রমেয়ং তৎ অপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষমস্ব ॥ ১৯৮ ॥

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ২০০ ॥

কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে ॥ ২০১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৮ম অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকঃ)

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাঁহার দেহ সহসা বিক্লব হইয়া বাতবিহত কলাগাছের ন্যায় চুল আলাইয়া পড়িয়া মোহপ্রাপ্ত হইল ॥ ২০০ ॥

বেদত্রয়, সাংখ্যযোগ ও ভক্তিশাস্ত্রের দ্বারা উপগীয়মানমাহাত্ম্য সেই কৃষ্ণকে আপনার পুত্র জানিয়া এবং মর্ত্যশরীরের ন্যায় ব্যক্ত অব্যক্ত

অনুভাষ্য।

সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধেঃ অত্যন্তদুঃখং ভয়ং শোকঃ অনুতাপঃ তৈঃ বিনষ্টা বুদ্ধিঃ যস্যাঃ তস্যাঃ কৃশিন্যাস্তন্যাঃ শ্লথন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ হস্তাৎ ব্যজনং বীজনযন্ত্রং পপাত। বিক্লবধিয়ঃ বিক্লবা ধীর্যস্যাঃ তস্যাঃ সহসা এব দেহঃ চ মুহ্যন্ কেশান প্রবিকীর্য্য বাতবিহতা বায়ুতাড়িতা রম্ভা কদলী (বৃক্ষঃ) ইব পপাত ॥ ২০০ ॥

কেবলার শুদ্ধপ্রেম মাহাত্ম্য ঐশ্বর্য্য প্রধানভক্ত বুঝিতে পারে না। ভগবানে ঐশ্বর্য্য দেখিলে কেবলার তিপরায়ণ ভক্ত নিজ সম্বন্ধ স্বীকার করেন না ॥ ২০১ ॥

ত্রয্যা ইন্দ্রাদিরূপেণ কর্ম্মোপাসনাময্যা উপনিষদ্ভিঃ বেদোত্তরভাগে জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মেতি সাংখ্যৈঃ পুরুষঃ ইতি যোগৈঃ পরমাত্মেতি সাত্বতৈঃ পঞ্চ-

উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজং ॥ ২০২ ॥

(তত্রৈব ৯ম অ, ১২শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।

গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২০৩ ॥

তত্রৈব ১৮শ অ, ১৪শ শ্লোক পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।

বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতং ॥ ২০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অধোক্ষজ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে স্বীয় আত্মজ বুদ্ধিতে যশোদা উদূখলে প্রাকৃত বালকের ন্যায় দড়িদ্বারা বন্ধন করিলেন ॥ ২০২।২০৩ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ পরাজিত হইযা শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিলেন, আর প্রলম্ব রোহিণীপুত্র বলদেবকে বহন করিল ॥ ২০৪ ॥

অনুভাষ্য।

রাত্রাগমৈঃ ভগবান ইতি উপগীয়মানং মাহাত্ম্যং যস্য তং হরিং সা কেবলা-রতিবিশিষ্টা যশোদা আত্মজং তনয়ং অমন্যত ॥ ২০২ ॥

অব্যক্তং অধোক্ষজং মর্ত্ত্যলিঙ্গং জীবানুকম্পয়া স্বীকৃতনরতনুং আত্মজং মত্বা গোপিকা যশোদা প্রাকৃতং বালকং যথা তথা দাম্না রজ্জুনা উলূখলে ববন্ধ ॥ ২০৩ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণঃ পরাজিতঃ সন্ শ্রীদামানং ভদ্রসেনঃ বৃষভং প্রলম্বশ্চ রোহিণীসুতং বলদেবং উবাহ ॥ ২০৪ ॥

(তত্রৈব ১০ম ৩১শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

ত্যক্ত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ।
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ॥ ২০৫ ॥
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥ ২০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কামযান গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রিয় কৃষ্ণ আমাকে ভজন করিতেছেন এইরূপ অহঙ্কারে বনাবশেষে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকা বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যথায় ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল। রাধিকা এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ কহিলেন, আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। এই বলিয়াই কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলে সেই কৃষ্ণবধূ রাধিকা অনুতাপ করিতে লাগিলেন॥ ২০৫।২০৬॥

অনুভাষ্য।

কামযানা গোপীঃ সর্ব্বাঃ ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য অসৌ প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ মাং রাধিকাং ভজতে ইতি দৃপ্তা গর্ব্বিতা সতী রাধিকা ততঃ এবমভিমানানন্তরং বনোদ্দেশং কাননপ্রদেশবিশেষং গত্বা "অহং চলিতুং ন পারয়ে অতঃ যত্র স্থানে তে তুভ্যং গন্তুং মনঃ তত্র স্থানে হে কেশব মাং নয়" ইতি কেশবং অব্রবীৎ। এবং উক্তঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাং প্রিয়াং রাধিকাং মম স্কন্ধমারুহ্যতাং ইতি আহ। ততঃ কৃষ্ণশ্চ অন্তর্দ্দধে সা বধূ রাধিকা অন্বতপ্যত॥ ২০৫।২০৬॥

(তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ৩১অ, ১৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং :

পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলংঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গাতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ ২০৭॥

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।
শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ ইতি শ্রীমুখগাথা॥২০৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে কৃষ্ণ, পতি, পুত্র, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধব সকলকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি, তোমার গীতে মোহিত হইয়া আমরা আসিয়াছি। হে ধূর্ত্ত, রাত্রিকালে যোষিৎগণকে এরূপে পরিত্যাগ কে করে? ॥ ২০৭॥

মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি হইতে শমধর্ম্মটী উদয় হয়। শমধর্ম্ম হইতে শান্ত সুতরাং শান্তরসে কৃষ্ণই এক পরমার্থস্বরূপ। সমস্ত বিশ্বই ইতর বস্তু এই নিষ্ঠা লক্ষিত হয়॥ ২০৮॥

অনুভাষ্য।

হে অচ্যুত গতিবিদঃ তব উদ্গীতমোহিতাঃ উদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ বয়ং পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান পতীন সুতান্ অন্বয়ান্ পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চ অতিবিলঙ্ঘ্য অনাদৃত্য তে তব অন্তি সমীপং আগত্য হে কিতব বঞ্চনশীল নিশি যোষিতঃ কঃ ত্যজেৎ॥ ২০৭॥

শান্তরসে জড়ভোগবুদ্ধি অপনোদিত হইলে জীবের স্বরূপবুদ্ধির উদয় হয় তাহার স্বরূপ কৃষ্ণের একনিষ্ঠতা ধর্ম্ম বিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে শম শব্দের অর্থ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা॥ ২০৮॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্য্যাং ২১ শ্লোক)

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা ॥ ২০৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ১৯অ, ৩৬ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি ॥ ২১১ ॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে ॥ ২১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি হইতে শম এই ভগবদ্বাক্যক্রমে বুঝিতে হইবে যে শান্তিরতি বিনা তন্নিষ্ঠা দুর্ঘট ॥ ২০৯ ॥

মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধি হইতে শমগুণ, ইন্দ্রিয়সংযমকে দম, দুঃখসহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম ধৃতি ॥ ২১০ ॥

অনুভাষ্য।

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা শমঃ ইতি শ্রীভগবদ্বচঃ এতাং শান্তিরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা ভগবন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা দুর্ঘটনীয়া ॥ ২০৯ ॥

বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা শমঃ ইন্দ্রিয়সংযমঃ দমঃ দুঃখসংমর্ষঃ দুঃখসহনং তিতিক্ষা জিহ্বোপস্থজয়ঃ জিহ্বোপস্থয়োঃ বেগধারণং ধৃতিঃ ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণ ব্যতীত বস্তুতে তৃষ্ণারাহিত্যই শান্ত রসের কার্য্য বলিয়া স্বীকার্য্য; সুতরাং একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত ॥ ২১১ ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সুবৃহৎ সংস্করণ।

এই গ্রন্থের ১৪৪৪ পৃষ্ঠা ছাপা হইল। ইহার অনুভাষ্য পাঠ করিয়া 'শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন অনুভাষ্য চরিতামৃত পাঠকের সকল অভাব পূরণ করে। ইহা বেশ ভাল হইতেছে। ইহার তুল্য কোন সংস্করণ অদ্যাবধি প্রকাশ নাই। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বাচস্পতি মহোদয় লিখিয়াছেন "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতস্য সর্ব্বাংশেনৈব সমুৎকর্ষঃ পরিদৃশ্যতে। পরমানন্দবিষয়মেতৎ। অনুভাষ্যেণ গ্রন্থোয়ং সর্ব্বত্র সমাদরং লপ্স্যতে। অনুভাষ্যমিদমনুপমমিতি মন্যামহে। শাস্ত্রে বৈষ্ণবাবৈষ্ণবনির্ব্বিশেষেণ ধীমান্ সর্ব্ব এব জনঃ অস্য গ্রাহকোঽনুগ্রাহকঃ ঠকস্তানুমোদকঃ প্রচারকশ্চ ভবিষ্যতীতি।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বেশ উত্তম হইয়াছে। অনুভাষ্য গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণা পূর্ণ।' শ্রীযুক্ত ভক্তিবিলাস মহাশয় লিয়াছেন, "অনুভাষ্যের ন্যায় সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা অদ্যাপি কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও তত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ফল এইবার বৈষ্ণব জগৎ লাভ করিবেন।" শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সমাজদার মহাশয় বলিয়াছেন যে আমার নিকট চারিপ্রকার শ্রীচরিতামৃতের সংস্করণ আছে কিন্তু এই সংস্করণ ব্যতীত কোনটাতে পাঠকের সকল অভাব নিবৃত্ত হয় না। শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিয়াছেন যে অনুভাষ্যে লিখিত তত্ত্ব বিষয়ক সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানকালে বিশৃঙ্খল বৈষ্ণব জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিবেক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকাশিত চরিতামৃতের ব্যাখ্যায় অনেকে স্বকপোল কল্পিত মত প্রকাশ করিয়াছেন সেই সকল দুষ্টমত অনুভাষ্যে নিরস্ত হইয়াছে। অনুভাষ্যের লিখিত সিদ্ধান্তই গোস্বামী ও শাস্ত্রানুমোদিত। দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সব বিষয়েই বেশ হইতেছে।"

শ্রীপরমানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীউপদেশামৃত।

শ্রীমৎ প্রভু রূপগোস্বামী কৃত মূল, শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী কৃত উপদেশ প্রকাশিকা টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি ও শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাস কৃত অনুবৃত্তি সহ। বৈষ্ণবের একমাত্র প্রয়োজনীয় গ্রন্থ মূল্য ।/১০ বারখানির মূল্য ৩,২০। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ৮/০ মাত্র।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর পোষ্ট অফিস, নদীয়া।

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৭শ অ, ২৪শ শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং]

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ২১৩ ॥

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা-ত্যাগ শান্তের দুই গুণে ॥ ২১২ ॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে ।
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে ॥ ২১৪ ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধহীন ।
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥ ২১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কৃষ্ণে একনিষ্ঠা আর ইতর বস্তুতে তৃষ্ণাত্যাগ এই দুইটী শান্ত রসের গুণ। আকাশের শব্দমাত্র গুণ, যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সকল ভূতে ব্যাপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে আছে। শান্তরসে এই দুইটী গুণ থাকিলেও মমতা, আমার তিনি, এই ধর্ম্মটী নাই সুতরাং সেই রসের উপাস্য বস্তু পরব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি। এই উপাসনা ক্রিয়াটি জ্ঞানপ্রধান। সেই পরমাত্মা আমার

অনুভাষ্য ।

চরিতামৃত মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১৩ ॥

দুইগুণ অর্থাৎ কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণেতর দ্রব্যে লোভ ত্যাগ॥ ২১২ ॥

সবভক্তজনে অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার ভক্তেই অবস্থিত।

চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ ১৮২ ও ১৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২১৪ ॥

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ ২১৬ ॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥ ২১৭ ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের এই দুই গুণ ॥ ২১৮ ॥
শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের সম্ভ্রম গৌরব-সেবা সখ্যে বিশ্বাসময় ॥২১৯॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥ ২২০ ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধানসখ্য গৌরব সম্ভ্রম হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিহ্ন ॥ ২২১ ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্ ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু এবং আমি তাঁহার নিত্য দাস এইরূপ মমতাজ্ঞান যখন তাহাতে সংযুক্ত হয় তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয়। তথাপি তাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান ও সম্ভ্রমরূপ গৌরব প্রচুর ভাবে থাকে। শান্তরসে সেবা ছিল না, দাস্যরসে সেবা আরম্ভ হয়। দাস্যরসে শান্তের গুণ ও মমতা এই দুইটী গুণ দেখা যায়। আবার সখ্যরসে শান্তের গুণ ও

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥ ২২৩ ॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার ॥ ২২৪ ॥
আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥ ২২৫ ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানীগণে ॥ ২২৬ ॥

[হরিভক্তিবিলাসস্য ১৬ বিলাসে ৯৯ অঙ্কধৃত পদ্মপুরাণবাক্যং]

ইতদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দাস্যের গুণ ও আছেই, তাহাতে বিশ্বাসময় প্রেম একটু সংযুক্ত বিশ্বাসের নাম বিশ্রম্ভ। সেই বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্যরসে গৌরব সম্ভ্রম নাই। সুতরাং সখ্যরসে তিনটী গুণ। দাস্যে যে মমতা ছিল সখ্যে আত্মসম হইয়া তাহাই বৃদ্ধি হইল। বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন পালন-রূপে পরিণত সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব জনিত তাড়ন ভৎর্সন ব্যবহার এবং আপনাকে পালক জ্ঞান ও কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান এবংবিধ চারি-রসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান হইয়াছে ॥ ২১২-২২৫ ॥

অনুভাষ্য

ঐশ্বর্য্যপ্রধান জ্ঞানীগণ কৃষ্ণের নিজভক্তবশ্যতা গুণ বলিয়া থাকেন ॥২২৬॥

তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ২২৭ ॥

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয় ॥ ২২৮ ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ ॥ ২২৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভগবন্ আমি তোমাকে শত শতবার প্রেমপূর্ব্বক বন্দনা করি। এই প্রকার স্বীয় লীলাদ্বারা আনন্দকুণ্ডে গোপীদিগকে তুমি নিমজ্জন করিতেছ এবং তোমার ঐশ্বর্য্য জ্ঞানাপন্ন ভক্তদের দ্বারা তুমি স্বয়ং পরাজিত হইতেছ ॥ ২২৭ ॥

শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্তের অতিশয় সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ সেবা ও বাৎসল্যে মমতাধিক্য লালন এই সকল ভাবে কান্তভাবগত নিজাঙ্গ-দানরূপ সেবা দৃঢ়রূপ সংযুক্ত হইলে পঞ্চগুণবিশিষ্ট মধুর রস হয়। এই

অনুভাষ্য।

ইতি অনয়া দামোদরলীলয়া ঈদৃক্ স্বলীলাভিঃ, ঈদৃশীভিঃ দামোদর-লীলাসদৃশীভিঃ স্বাভিঃ লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ স্বঘোষং স্বস্য গোপ্যাদীনাং ঘোষো যথা স্যাত্তথা আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং পরমসুখবিশেষমনুভবন্তং তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভগবদৈশ্বর্য্যপরেষু ভক্তৈর্জিতত্বং আত্মনো ভক্তবশ্যতাং আখ্যাপয়ন্তং তাং ঈশ্বরং প্রেমতঃ ভক্তিবিশেষেণ শতাবৃত্তি শতবারান্ বন্দে ॥ ২২৭ ॥

আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ ২৩০ ॥
এইমত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএবাস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ ২৩১ ॥
এই ভক্তিরসের করিল দিগ্ দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ ২৩২ ॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে ॥ ২৩৩ ॥
এতবলি প্রভু তারে করিল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥ ২৩৪ ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥ ২৩৫ ॥
আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণ সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ তরঙ্গে ॥ ২৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মধুররসে সমস্ত ভাবের সমাহার আছে। অতএব আস্বাদাধিক্যক্রমে অত্যন্ত চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয়। এই সংক্ষেপে কথিত ভক্তিরসের সূত্রবিচারপূর্ব্বক ভক্তিরসসিন্ধু রূপ শাস্ত্র উদয় করাইবে ॥২২৮-২৩১ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৩০ ॥

প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥ ২৩৭ ॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ॥ ২৩৮ ॥
তারে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাহাঞি পড়িলা ॥ ২৩৯ ॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ২৪০ ॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহির আসি ॥ ২৪১ ॥
রাত্রে তেহোঁ স্বপ্ন দেখে প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে ॥ ২৪২ ॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজ গৃহে লঞা গেলা ॥ ২৪৩ ॥
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২৪৪ ॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ২৪৫ ॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে প্রভু পায় ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি ॥ ২৪৬ ॥

যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥ ২৪৭ ॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহোঁ না করিব ॥ ২৪৮ ॥
এত জানি তার ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার।
বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৪৯ ॥
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি তাহাঁরে মিলিলা।
প্রভু তারে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা ॥ ২৫০ ॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করেন দরশন ॥ ২৫১ ॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল।
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল ॥ ২৫২ ॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য চরণে ॥ ২৫৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিংশতিপরিচ্ছেদের কথাসার।

সনাতনগোস্বামী গৌড়ের বন্দিশালে আছেন, এমত সময় রূপগোস্বামী লিখিলেন মহাপ্রভু মথুরা গিয়াছেন। বন্দীরক্ষককে মিষ্টবাক্যে এবং ৭০০০ মুদ্রা দিয়া সনাতন গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিলেন। সঙ্গী ঈশানের নিকট আটটী স্বর্ণমুদ্রা থাকায় পাতড়া পর্ব্বতের ভৌমিক সেই মুদ্রা মারিয়া লইবার আশয়ে সনাতনের আতিথ্য করিলেন। সনাতন ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই মুদ্রাকে অনর্থ জানিয়া ভূঞাকে দিয়া পর্ব্বতময় দেশ অতিবাহিত করিলেন। ঈশানকে পর্ব্বত পার হইয়া দেশে বিদায় দিলেন। হাজিপুরে পৌঁছিলে রাজকর্ম্মচারী ও তদীয় ভগ্নিপতি শ্রীকান্ত তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে গঙ্গাপার করিয়া দিলেন। তিনি চলিয়া চলিয়া কাশীধামে চন্দ্রশেখরের দ্বারে পৌঁছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক বেশ পরিবর্ত্তন ও ভদ্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন ভদ্র হইয়া আসিলে, তপনমিশ্র প্রদত্ত পুরাতন বস্ত্রকে কৌপীন বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন।

নীচোঽপি যৎ প্রসাদাৎ স্যাদ্ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২ ॥

এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপগোসাঞির পত্রী আইল হেন কালে॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সঙ্গের ভোট কম্বলটী বদল করিয়া গঙ্গাতীর হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা ধারণপূর্ব্বক প্রভুর আনন্দ উৎপত্তি করিলেন। সনাতন তথায় অবস্থিতি করিয়া মহাপ্রভুকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমে জীবের স্বরূপ ও কৃষ্ণশক্তি বুঝাইলেন। সম্বন্ধ জ্ঞান শিখাইয়া অভিধেয়রূপ ভক্তির ব্যাখ্যা করিলেন। কৃষ্ণের স্বরূপ বিচারে ব্রহ্ম আত্মা ভগবানের বিচার, স্বয়ংরূপে, তদেকাত্ম ও আবেশ, তন্মধ্যে বৈভব ও প্রাভব বিলাসাদিক্রমে ভগবানের মূর্ত্তিভেদ সকলের বিচার করিয়া দিলেন। পুরুষাবতারের মায়াবৈভব, মন্বন্তরাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার ও বাল্যপৌগণ্ড বয়সভেদে লীলা সকল এবং কিশোরলীলার নিত্যতা ব্যাখ্যা করিলেন।

যাঁহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, সেই অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যৎ যস্য প্রসাদাৎ কৃপয়া নীচঃ বিষয়ী অপি ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ভক্তি-শাস্ত্রলেখকঃ স্যাৎ তুং অনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং অশেষাপূর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুং বন্দে॥ ১ ॥

পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা ॥ ৪ ॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥ ৫ ॥
এক বন্দি ছাড়ি যদি নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥ ৬ ॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার ॥ ৭ ॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার ॥ ৮ ॥
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।
তোমারে ছাড়িবো কিন্তু করি রাজভয় ॥ ৯ ॥
সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পত্রী ;—উজ্জ্বলচন্দ্রিকাগ্রন্থের টীকাকার লিখিয়াছেন, যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী শ্রীরূপ বাক্‌লা হইতে লিখিয়া গৌড়ের বন্দীশালে সনাতনকে পাঠাইয়াছিলেন। এই শ্লোক মহাপ্রভুর মথুরা গমনের সঙ্কেত থাকায় রূপগোস্বামীর পত্রী বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। "যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥ ৩ ॥

জিন্দাপীর ;—জীবিত পীর ॥ ৫ ॥

দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটী আওয়য় ॥ ১০ ॥
তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল ॥ ১১ ॥
অনেকে দেখিল তার লাগি না পাইল।
দাড়ুকা সহিত ডুবি কাহাঁ বহি গেল ॥ ১২ ॥
কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব ॥ ১৩ ॥
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল।
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল ॥ ১৪ ॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥ ১৫ ॥
গড়িদ্বার পথ ছাড়িল নারে তাহা যাইতে।
রাত্রি দিন চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে ॥ ১৬ ॥
তথা এক ভূমিক হয় তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমায় বিনতি করিলা ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দাড়ুক—বেড়ী ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য।

লেউটী আওয়য়, ফিরিয়া আসেন। লৌটু আওয়য়ে পশ্চিম দেশীয় ভাষা ॥ ১০ ॥

সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা।
ভূঞা কাণে কহে সেই জানি এই কথা ॥ ১৮ ॥
ইঁহার ঠাঞি স্বর্ণের অষ্টমোহর হয়।
শুনি আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥ ১৯ ॥
রাত্র্যে পর্ব্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥ ২০ ॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদী স্নান ॥ ২১ ॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে ॥ ২২ ॥
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল ॥ ২৩ ॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঞি সাত মোহর হয় ॥ ২৪ ॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভৎর্সন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কালযম ॥ ২৫ ॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।

অনুভাষ্য।

দুই উপবাসে, দুইদিন উপবাস করিয়া ॥ ২২ ॥
হয়, আছে, পশ্চিম দেশীয় ভাষায় হায় ॥ ২৪ ॥

ভুঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥ ২৬ ॥
এই সুবর্ণ সাত মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি পর্ব্বত কর পার ॥ ২৭ ॥
রাজবন্দি আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি ॥ ২৮ ॥
ভুঞা হাসি কহে আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে ॥ ২৯ ॥
তোমা মারি মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে।
ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলাম পাপ হৈতে ॥ ৩০ ॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব ॥ ৩১ ॥
গোসাঞি কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি ॥ ৩২ ॥
তবে ভুঞা গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্র্যে রাত্র্যে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥ ৩৩ ॥
পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।
জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে ॥ ৩৪ ॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ ॥ ৩৫ ॥
তাঁরে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিল একলা।

হাতে করোয়া, ছিড়া কান্থা নির্ভয় হইলা ॥ ৩৬ ॥
চলি চলি গোসাঞি তবে আইল হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে ॥ ৩৭ ॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহাঁর নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম ॥ ৩৮ ॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥ ৩৯ ॥
টুঙ্গির উপর বসি সেই গোসাঞিকে দেখিল।
রাত্র্যে একজন সঙ্গে গোসাঞি পাশ আইল ॥৪০॥
দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
বন্ধন-মোক্ষণ কথা সকলি গোসাঁই কহিল ॥ ৪১ ॥
তিহোঁ কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র হও ছাড় এই মলিন বসনে ॥ ৪২ ॥
গোসাঞি কহে একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গা পার করি দেহ এক্ষণে চলিব ॥ ৪৩ ॥
যত্ন করি তিহোঁ এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গা পার করি দিল গোসাঞি চলিল ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হাজিপুর,—গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর সঙ্গম স্থলে, পাটনার অপরপারে হাজিপুর ॥ ৩৭ ॥

তবে বারাণসী-গোসাঞি আইল কতদিনে।
শুনি আনন্দিত হইল প্রভুর আগমনে ॥ ৪৫ ॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দ্বারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥ ৪৬ ॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দ্বারে ॥ ৪৭ ॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় করি প্রভু তাহারে পুছিল ॥ ৪৮ ॥
তিহোঁ কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তারে আন প্রভু বাক্য কহিল আসি তারে ॥ ৪৯ ॥
প্রভু তোমায় বোলায, আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥ ৫০ ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ৫১ ॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ কহে গদ্গদ বচন ॥ ৫২ ॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥ ৫৩ ॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে তারে আপন পাশ বসাইলা ॥ ৫৪ ॥

শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তিহোঁ কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন ॥ ৫৫ ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥ ৫৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৩ অ, ৮ম শ্লোকে বিতুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং]

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ ৫৭ ॥

[হরিভক্তিবিলাসস্থ ১০ম বিলাসে ৯১অ ধৃত ইতিহাস-
সমুচ্চয়োক্তভগবদ্বাক্যং]

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥ ৫৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৯ম অ, ৯ম শ্লোকে শ্রীনৃসিংহং
প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং]

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্টব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্বপচও শ্রেষ্ঠ, কেননা আমি মনে করি কৃষ্ণেতে অর্পিত মন, বচন, চেষ্টা ও অর্থ যাঁহার

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৬৩ সংখ্যা ॥ ৫৭ ॥
চরিতামৃত মধ্যলীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ৫০ সংখ্যা ॥ ৫৮ ॥

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৫৯ ॥

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।

সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্রে নিরূপণ ॥ ৬০ ॥

[হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩ অ, ২য় শ্লোকঃ]

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।

জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তিনি স্বীয় কুলের সহিত নিজ প্রাণকে পবিত্র করেন। ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না ॥ ৫৯ ॥

হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল, তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল, তোমার মত ব্যক্তির কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল, কেননা জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্লভ ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য।

অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ পদ্মনাভকৃষ্ণস্য পাদপদ্মাৎ বিমুখাৎ দ্বিষড়্গুণযুতাদ্ দ্বাদশগুণবিশিষ্টাৎ (মহাভারতে সনৎসুজাতীয়ে। ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাহনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥) বিপ্রাৎ তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং তৎ তস্মিন অরবিন্দনাভে কৃষ্ণে অর্পিতা মনাদয়ঃ মনঃ বচনঃ ঈহিতং কর্ম্ম অর্থং প্রাণশ্চ যেন তং শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে যতঃ সঃ শ্বপচঃ কুলং পুনাতি ভূরিমানঃ ভূরি মানো গর্ব্বো যস্য স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি কুতঃ কুলং ॥ ৫৯ ॥

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত পাবন ॥ ৬২ ॥
মহা-রৌরব হৈতে তোমায় করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥ ৬৩ ॥
সনাতন কহে কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমা কৃপা মানি ॥ ৬৪ ॥
কেমনে ছুটিলা বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহো শুনাইল ॥ ৬৫ ॥
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দুহেঁ বৃন্দাবন গেলা ॥ ৬৬ ॥
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥ ৬৭ ॥
তপন মিশ্র তবে তারে কৈল নিমন্ত্রণ।

অনুভাষ্য।

ত্বাদৃশদর্শনং ত্বাদৃশানাং ভবদ্বিধানাং ভাগবতানাং দর্শনং অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং অঙ্গস্পর্শঃ তনোঃ ফলং শরীরস্য ফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনঃ ত্বাদৃশানাং ভক্তানাং গুণকীর্ত্তনং জিহ্বাফলং অতএব লোকে ভাগবতা হি এব সুদুর্ল্লভা ॥ ৬১ ॥

মহারৌরব। জীবিকার্থে জন্তুবধকারী মহারৌরব সংজ্ঞক নরকভোগ প্রাপ্ত করে ॥ ৬৩ ॥

প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন ॥ ৬৮ ॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর যাহ ইঁহা লঞা ॥ ৬৯ ॥
ভদ্র করাইয়া তারে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তারে নূতন বস্ত্র দিল ॥ ৭০ ॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥ ৭১ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রের ঘরে ॥ ৭২ ॥
পাদপ্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা ॥ ৭৩ ॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর প্রসাদ তারে দিব পাছে ॥ ৭৪ ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিল।
মিশ্র প্রভু শেষপাত্র সনাতনে দিল ॥ ৭৫ ॥
মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভদ্র করাইয়া ;—ক্ষৌর করাইয়া। দরবেশী দাড়ী চুল ক্ষৌর করাইয়া, শুদ্ধবৈষ্ণব করাইয়া ॥ ৭০ ॥

বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো করে নিবেদন ॥ ৭৬ ॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন ॥ ৭৭ ॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল ॥ ৭৮ ॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সেই বিপ্র তারে কৈল মহা নিমন্ত্রণে ॥ ৭৯ ॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে ॥ ৮০ ॥
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব ॥ ৮১ ॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥ ৮২ ॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায় ॥ ৮৩ ॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া দিয়াছে কান্থা ধুঞা শুকাইতে ॥৮৪॥
তারে কহে ওরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে ॥ ৮৫ ॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।

বহু মূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা ॥ ৮৬ ॥
তিহোঁ কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি ॥ ৮৭ ॥
এত বলি কাঁথা লইল ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া ॥ ৮৮ ॥
প্রভু কহে তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল?
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥ ৮৯ ॥
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥ ৯০ ॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥ ৯১ ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্ম হানি হয় লোকে করে উপহাস ॥ ৯২ ॥
গোসাঞি কহে যে খণ্ডিল কুবিষয় ভোগ।
তার ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয় রোগ ॥ ৯৩ ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তারে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তার শক্তি হৈল ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য।

প্রামাণিক। বিচারাদর্শ চরিত্র ॥ ৮৬ ॥

কুবিষয় ভোগ। পাপ বিষয় সেবা ॥ ৯৩ ॥

পূর্ব্বে যৈছে রায় পাশ প্রভু প্রশ্ন কৈল।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁর উত্তর দিল ॥ ৯৫ ॥
ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্বনিরূপণ ॥ ৯৬ ॥

[চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থকারস্য বাক্যং]

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥ ৯৭ ॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥ ৯৮ ॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
কুবিষয় কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপমাধুর্য্য ও স্বরূপঐশ্বর্য্য ভক্তিরসাশ্রয়রূপ তত্ত্ব ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে উপদেশ করিলেন ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

স ঈশঃ মহাপ্রভুঃ কৃপয়া অতুলকরুণয়া সনাতনায় সনাতন-গোস্বামিনে কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং কৃষ্ণস্য স্বরূপং পরমানন্দঃ মাধুর্য্যং অসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং স্বাভাবিকরূপগুণলীলাদিসৌষ্ঠবং ঐশ্বর্য্যং অসমোর্দ্ধানন্তস্বাভাবিকপ্রভুতা ভক্তিরসশ্চ তে অধিশ্রিতবত্তত্ত্বং উপদিদেশ উপদিষ্টবান্ ॥ ৯৭ ॥

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত তাহি সত্য মানি ॥ ১০০ ॥
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার ॥ ১০১ ॥
কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ॥ ১০২ ॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে ? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জরিত করিতেছে, এবং আমার কিরূপে হিত হয় ? সাধ্য সাধন তত্ত্ব আমি জিজ্ঞাসা করিতে অক্ষম, আপনি কৃপা করিয়া আমায় জ্ঞাতব্য বলুন ॥ ১০১।১০৩ ॥

অনুভাষ্য।

গ্রাম্য ব্যবহার। স্ত্রীপুরুষগত লৌকিক ব্যবহার ॥ ১০০ ॥

তাপত্রয়। ১। আধ্যাত্মিক ২। আধিভৌতিক ৩। আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিকতাপ দুই প্রকার ১। শারীরিক, যথা জ্বরাদি রোগ ২। মানসিক যথা প্রিয়বিয়োগ। আধিভৌতিক-তাপ চারি প্রকার ১। জরায়ুজ প্রাণী হইতে তাপ ২। অণ্ডজ প্রাণী হইতে তাপ ৩। স্বেদজ প্রাণী হইতে তাপ ৪। উদ্ভিজ্জ হইতে তাপ। আধিদৈবিক তাপ অর্থাৎ দেবতা হইতে উৎপন্ন তাপ যথা শীত, বজ্রপতন ॥ ১০২ ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ॥ ১০৪ ॥
কৃষ্ণ ভক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ॥ ১০৫ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৪৭ অঙ্কে]

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১০৬ ॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিযে তোমাতে ॥ ১০৭ ॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥ ১০৮ ॥
সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয ॥ ১০৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় ॥ ১০৬ ॥

অনুভাষ্য।

সদ্ধর্ম্মস্য নিত্যোপাদেয়ভাগবতধর্ম্মস্য অববোধায় জ্ঞাতুং যেষাং মতিঃ রুচির্ব্বুদ্ধির্বা নির্ব্বন্ধিনী অচঞ্চলা এবাং শুদ্ধচিত্তানাং নির্ম্মলচেতসাং অভীপ্সিতঃ প্রার্থিতঃ সর্ব্বার্থঃ অচিরাৎ এব সিদ্ধ্যতি সফলো ভবতি ॥ ১০৬॥

চরিতামৃত, আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৮॥ ১০৯

[শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বংরজস্তম ইতি ত্রিবিদেক মিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ১ ম অংশে ২৯ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকঃ]

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"কে আমি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিতেছেন যে, তুমি জীব। এই জড়সম্ভূত শরীরটী যে তুমি, তাহা নও; অথবা তোমার মন-বুদ্ধি অহঙ্কার স্বরূপ লিঙ্গ-শরীর যে তুমি, নও। তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ এই দুএর মধ্যগত সীমায় স্থিত হইয়া তোমার উভয় জগতের সম্বন্ধ থাকায় তুমি তটস্থা শক্তি। কৃষ্ণের সহিত তোমার ভেদাভেদ-প্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ। চিন্ময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কৃষ্ণের তুমি অভেদ প্রকাশ এবং অণুচৈতন্যরূপ ধর্ম্মবশতঃ বৃহৎ চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ। ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থস্বভাব হইতে এই যুগপৎ ভেদাভেদ প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের জীব অংশকিরণ। উদ্দীপ্ত অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গরূপ জ্বালাচয় জীব সমূহের উদাহরণ স্থল ॥ ১০৮।১০৯ ॥

একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি সেইরূপ অখিল জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য।

একদেশস্থিতস্য নির্দ্দিষ্টস্থানাধিষ্ঠিতস্য অগ্নেঃ জ্যোৎস্না প্রভা যথা বিস্তারিণী ব্যাপিনী তথা ইদং অখিলং জগৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ ॥ ১১০ ॥

চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥ ১১১ ॥

[ভগবৎসন্দর্ভধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্থ ৬ অং, ৭ অ, ৬০ শ্লোকঃ]

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥ ১১২ ॥

[ভগবৎসন্দর্ভধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ১ মঅং, ৩য় অ, ২য় শ্লোকঃ]

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সমস্তভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরশক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদিভাব-শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্মতা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, ব্রহ্মের সেইরূপ শক্তিসকল স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তমপরিচ্ছেদ ১১৯ সংখ্যা এবং মধ্যষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১২ ॥

হে তপতাং শ্রেষ্ঠ যথা পাবকস্য অগ্নেঃ উষ্ণতা দাহকত্বাদিশক্তয়ঃ সন্তি তথা সর্ব্বভাবানাং অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ মানববুদ্ধেরগোচরাঃ যতঃ অতঃ ব্রহ্মণঃ তাস্ত তথাবিধাঃ সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ ভবন্তি ॥ ১১৩ ॥

[বিষ্ণুপুরাণীয় ৬ষ্ঠাংশ ৭ম অ, ৬১।৬২তম শ্লোকৌ]

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১১৪ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১১৫ ॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ম অ, ৫ম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ ॥ ১১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণের নিত্যদাস স্বরূপ, এই কথা ভুলিয়া জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থ-শক্তিরূপ জীব চিজ্জগৎ ও মায়াজগতের সন্ধিসীমায় অবস্থিতিকালে মায়াভোগ বাসনা করিলে অমনি মায়ায় প্রবেশ হয়। মায়া প্রবেশ হইতেই মায়িককালের গণনা। সেই কালগণনার অগ্রে বহির্ম্মুখতা হওয়ায় তাহাকে অনাদি বলা যায়। যেহেতু তাহা মায়িক কালের পূর্ব্বে হইয়াছে ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠপরিচ্ছেদ ১৫৫।১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৪। ১১৫ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৬ ॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ ১১৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২য় অ, ৩৫ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিযোগেন্দ্রবাক্যং]

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥১১৯॥

অমৃত-প্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া তাহাতে অভিনিবিষ্টতা প্রযুক্ত জীবের ভয় উপস্থিত হয় এবং সেই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় মায়াজনিত বিপরীত স্মৃতি। এতন্নিবন্ধন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুকে দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনন্য ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজনা করেন ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

মুক্তজীব নিত্যকাল কৃষ্ণবিস্মৃত হন না। অনাদি কাল হইতে সম্মুখ থাকিয়া হরিসেবারূপ নিত্যবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত। যে সকল জীব কৃষ্ণসেবাধিকার বিস্মৃত হইয়া অনাদি কর্ম্মফল ভোগবাসনাক্রমে মায়ার অনুশীলন করিয়া নিজে কর্ম্মফল ভোক্তা বুদ্ধি করে তাহাদের মায়াকর্ত্তৃক কর্ম্মফল ভোগ নির্দ্দিষ্ট হয়। রাজার পুরস্কার ও দণ্ডের ন্যায় কর্ম্মফলে পুণ্যপ্রভাবে বদ্ধজীব স্বর্গে দেবপদারূঢ় হইয়া সুখ ভোগ করেন আবার পাপবলে নরকাদিতে ক্লেশ লাভ করেন ॥ ১১৮ ॥

ঈশাৎ ভগবতঃ অপেতস্য বিমুখস্য বদ্ধজীবস্য তন্মায়য়া তস্য ভগবতঃ মায়য়া শক্ত্যা অস্মৃতিঃ স্বরূপস্য ধারণাভাবঃ বিপর্য্যয়ঃ মায়াকৃতকর্ম্মফল-ভোগপরাভিমানঃ ভবতি দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্বরূপাদন্যবস্তুনি নিজ-

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ ১২০ ॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ম অ, ১৪ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং]

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতেই জীবের পতন, ইহা সাধু ও শাস্ত্র কৃপায় জানা যায়। তাহা জানিয়া যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হন তিনি নিস্তার লাভ করেন এবং মায়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে ॥ ১২০ ॥

এই ত্রিগুণময়ী মদীয় মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায়। আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন ॥১২১॥

অনুভাষ্য।

ভোগজকল্পনাতঃ ভয়ং স্যাৎ দ্রবিণদেহসম্বন্ধিনির্মিত্তং আশঙ্কা ভবতি অতঃ বুধঃ কৃষ্ণোন্মুখী জীবঃ তং ঈশং ভগবন্তং আভজেৎ তত্তঃ গুরুদেবাত্মা গুরুঃ এব দেবতা আত্মা চ যস্য তথাভূতঃ সন্ একয়া ভক্ত্যা কেবলয়া সেবনপরা ইতরজ্ঞানকর্ম্মমার্গানুসরণত্যাগেন ভজেৎ ॥ ১১৯ ॥

জীব কৃষ্ণবিমুখ থাকিয়া সংসারে সুখভোগে ব্যস্ত হন। বৈষ্ণব কৃপায় ও শাস্ত্রানুগ্রহে কর্ম্মফলভোগবাসনা নির্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ সেবায় উন্মুখ হইলে ভোগবাসনা বা মুক্ত হইবার পিপাসা হইতে নিস্তার লাভ করেন। কৃষ্ণসেবাপর বুদ্ধি হইলে বিষয়ভোগবাসনা রূপামায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে অহংগ্রহোপাসনায় মত্ত হইয়া জ্ঞানী মুক্তিকামী বা বিষয় ভোগবাসনাক্রমে ফলভোগকামী হইয়া কৃষ্ণেৎ

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥ ১২২ ॥
শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥ ১২৩ ॥
বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্যের সাধন॥ ১২৪ ॥

অনুভাষ্য

হর বস্তুতে আবদ্ধ হন না, মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করেন॥১২০॥

মম পরমেশ্বরস্য এষা গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোময়ী দৈবী অলৌকিকী মায়া দুরত্যয়া ভুক্তিমুক্তিবাসনাবদ্ধজীবানাং দুরতিক্রমা মাং সর্ব্বলোকৈকগতিং ভগবন্তং কৃষ্ণং যে জনাঃ প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং জীববিমোহিনীং শক্তিং তরন্তি॥ ১২১ ॥

মায়ামুগ্ধজীব প্রতিক্ষণে প্রতিবিষয়ে স্বরূপবিভ্রান্তিক্রমে নিজভোগফলে নিযুক্ত থাকেন। কখন তিনি বদ্ধবুদ্ধিতে ফলভোগ হইতে বিমোচন আকাঙ্ক্ষা করেন কখনও বা ফলকামী হইয়া অনিত্য ভোগকে বহুমানন করেন। উভয়স্থলেই মায়াচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণের স্মরণাভাব লক্ষিত হয়। তজ্জন্য পরমকারুণিক কৃষ্ণ তাদৃশ ভ্রান্তবুদ্ধি বিচারপর বা ভোগপর ব্যক্তির তাদৃশ অমঙ্গল হইতে উদ্ধারের জন্য বেদ পুরাণাদি প্রকাশ করিয়াছেন॥ ১২২ ॥

ভগবান্ শাস্ত্র, গুরু ও চৈত্ত্য গুরু এই তিন রূপে উদয় হইয়া বদ্ধ জীবের হৃদয়ে জীবের প্রভু, জীবের উদ্ধারকর্ত্তা প্রভৃতি ভাব সমূহ প্রকাশ করাইয়া দেন॥ ১২৩ ॥

অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥ ১২৫ ॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবা-প্রাপ্ত্যের কারণ।
কৃষ্ণে সেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন ॥ ১২৬ ॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া অপার করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে এবং শাস্ত্রার্থপ্রদর্শক গুরু এবং অন্তর্যামী আত্মারূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয় জ্ঞান ও প্রয়োজন জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যে তত্ত্ব তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনের নাম ভক্তি তাহাকে অভিধেয় বলে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে প্রেম নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে তাহার নাম প্রয়োজন ॥ ১২৩-১২৫ ॥

জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে নিজের স্বরূপস্মৃতি লুপ্ত হইলে কৃষ্ণ

অনুভাষ্য।

বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই ত্রিবিধ বিষয় আখ্যাত হয়। শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই সম্বন্ধ, প্রাপ্য কৃষ্ণের সেবাসাধনই অভিধেয়, ধর্ম্মার্থকামভোগপর ও ভোগরহিত মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাধন কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন ॥ ১২৫ ॥

তুমি কেনে এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥ ১২৮॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ পুরাণ, জীবে কৃষ্ণ উপদেশ॥ ১২৯॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥ ১৩০॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥ ১৩১॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে॥ ১৩২॥
পশ্চিমে খুদিবে তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥ ১৩৩॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥ ১৩৪॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥ ১৩৫॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বেদপুরাণাদি করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। দরিদ্র ও সর্ব্বজ্ঞের কথা তাহার উপমা ॥ ১২৭॥

ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বেদ ও পুরাণ শাস্ত্র অনেক প্রকার উপায়ের কথা স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন। তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল বরুলী অর্থাৎ বোলতারূপ কর্ম্ম কাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞানকাণ্ডরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণ অজগর রূপ যোগগত-কৈবল্য আছে। কোন দিকে অল্প পরিশ্রমে রক্ষিতধনের পাত্র হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্রেই কর্ম্ম জ্ঞান যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিপথে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ইহা বলিয়াছেন ॥ ১৩৫ । ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

দিক্	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর
উপমা	ধন	ভীমরুলবরুলী	যক্ষ	কৃষ্ণসর্প
উপমেয়	কৃষ্ণভক্তি	কর্ম্মকাণ্ড	সিদ্ধিকাণ্ড	জ্ঞানকাণ্ড
মতান্তরে	কৃষ্ণভক্তি	কর্ম্মকাণ্ড	জ্ঞানকাণ্ড	যোগকাণ্ড

দক্ষিণা মার্গীয় সাধন ফলভোগপর কর্ম্মকাণ্ড। যমদণ্ড্যগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া ফলারোপ করেন। কর্ম্মমার্গে জীব ভোগবাসনারূপ ভীমরুল বরুলী কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া ক্লেশ লাভ করেন মাত্র। ভোগ আশা পূর্ণ হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

উত্তরা মার্গীয় সাধন বাঞ্ছাসিদ্ধিপর যোগমার্গ। কৈবল্য অজগর কৃষ্ণসর্প শুদ্ধজীবসত্ত্বাকে গ্রাস করে। কাহারও মতে উত্তরামার্গীয় সাধন নিষ্কাম জ্ঞানমার্গ তথায় সাযুজ্যরূপ কৃষ্ণসর্পকবলে শুদ্ধজীবসত্ত্বা গ্রস্ত হয়।

যক্ষ, ধনের রক্ষাকর্ত্তা কাহাকেও প্রদাতা নহে। যক্ষের নিকট প্রার্থী

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে, ১৪শ অ, ১৯।২৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ১৩৭ ॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্য শ্রদ্ধাজনিত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হই। ভক্তিই মন্নিষ্ঠ চণ্ডালকেও জন্ম দোষ হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

ধনের বিনাশ ব্যতীত ধনলাভ দুরাশামাত্র। জ্ঞানকাণ্ড, বা যোগমার্গে সাযুজ্য বা কৈবল্য জীবসত্তার সংহারকর্ত্তা। বস্তুত ধনলোভে লুব্ধ করিয়া পরিশেষে গ্রাহকেরই বিনাশকারী।

কৃষ্ণভক্তি বদ্ধজীবের পূর্ব্বধন। তাহা লাভ করিয়া নিত্যকাল শুদ্ধ জীব ধনী হন। ভক্তিহীন নির্ধনী অভাবগ্রস্ত হইয়া কখন কর্ম্মরূপ ভীমরুলের দংশনে ছটফট করেন, ধন পান না। আবার কখনও কৃষ্ণের দিকে পশ্চাৎ করিয়া অহং গ্রহোপাসনায় বা যোগে ব্যস্ত হইয়া যক্ষ কর্ত্তৃক ধন হইতে বঞ্চিত হন। উত্তরদিক্ অর্থাৎ শুদ্ধজীবসত্তা রাহিত্যে সাযুজ্য বা কৈবল্য সর্প গ্রাসে পতিত হইলে ধন লাভ ঘটে না ॥ ১৩২-১৩৬ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৭ ॥

সতাং প্রিয়ঃ নিত্যসেবকানাং সজ্জনানাং সেব্যঃ আত্মা অহং একয়া অহৈতুক্যা শ্রদ্ধয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ। ভক্তিঃ মন্নিষ্ঠা

অতএব ভক্তি, কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ ১৩৯॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ ভোগ ফল পায়।
সুখ ভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥ ১৪০॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥ ১৪১॥
দারিদ্র নাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
ভোগ প্রেম-সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥ ১৪২॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন॥ ১৪৩॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্যসম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥ ১৪৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণাস্বাদের মুখ্যফল প্রেম সুখ। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই জীবের দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতার নাশ এবং সংসার ক্ষয় কৃষ্ণাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফলরূপে উদয় হয়। কিন্তু মুখ্যফল নয়॥ ১৪২॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণসেবনধর্ম্মপরান্ মুভবঃ শ্বপাকান্ নীচজনান্ সম্ভবাৎ শৌক্রজাতিদোষাৎ অপি পুনাতি॥ ১৩৮॥

[রসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ৫৯অ ধৃতং পাদ্মবচনং]

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপরেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ১৪৫ ॥

গৌণ মুখ্যবৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ ১৪৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ২১ অ, ৪০শ্লো উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই সেই পুরাণ আগম গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য প্রধান বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন্। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্ত-স্থলে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকেই নিশ্চয় করিবেন ॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

চরাচরস্য স্থিরজঙ্গমস্য জগতঃ ব্যামোহায় অজ্ঞানায় তে তে পুরাণাগমাঃ স্মৃতিতন্ত্রাদয়ঃ কল্পাবধি কল্পকালপর্য্যন্তং তাং তাং দেবতাং এব পরমিকাং শ্রেষ্ঠাং জল্পন্তু পুনঃ সমস্তাগমব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং বিচারঃ ব্যতি-করঃ আসঙ্গঃ তং নীতেষু তত্তদ্ব্যাপারেষু যঃ সিদ্ধান্তস্তস্মিন্ একঃ এব বিষ্ণুর্ভগবান্ নিশ্চীয়তে ॥ ১৪৫ ॥

লক্ষণা ও রূঢ়ি বৃত্তি অথবা অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শনেও কৃষ্ণকেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে নির্দ্দেশ করে ॥ ১৪৬ ॥

ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥১৪৭॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্য তে হ্যহং।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ১৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধানকরে, এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, এবং কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে এইরূপ বেদের তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি, আমাকেই বেদবচন সকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। সর্ব্ব বেদার্থের আমি একমাত্র তাৎপর্য্য। মায়া মাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করতঃ প্রসন্ন হয় ॥ ১৪৭। ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য।

কিং বিধত্তে বেদশাস্ত্রঃ কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিদধাতি কিং আচষ্টে দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিং কথয়তি কিং অনূদ্য জ্ঞানকাণ্ডে কিমাশ্রিত্য বিকল্পয়েৎ ইতি অস্যাঃ শ্রুতেঃ হৃদয়ং লোকে ইহ জগতি মৎ মত্তঃ অন্যঃ কশ্চন ন বেদ জানাতি মাং যজ্ঞরূপং বিধত্তে মাং তত্তদ্দেবতারূপং অভিধত্তে অহং বিকল্প্য সন্দেহং কৃত্বা অপোহ্যতে নিরাক্রিয়তে। এতাবান এব সর্ব্ববেদার্থঃ সর্ব্বেষাং বেদানাং তাৎপর্য্যঃ শব্দঃ বেদঃ মাং পরমাত্মরূপমাশ্রিত্য ভিদাং অবতারাদিরূপাং মায়ামাত্রমিতানূদ্য প্রতিষিধ্য নিষিধ্য তদন্তে শেষে প্রসীদতি নিবৃত্তিব্যাপারো ভবতি মাং শ্রীকৃষ্ণরূপমেবাস্থায় আলম্ব্য কৃতকৃত্যো ভবতি ॥ ১৪৭ ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর ॥ ১৪৯ ॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তি কার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণসমাশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতস্য ১০ম স্কন্ধস্য ১ম শ্লোকব্যাখ্যায়াং স্বামিনোক্তং]

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৫১ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৫২ ॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বরূপশক্তি এবং সমস্ত শক্তির কার্য্যরূপ জগৎ ইঁহাদিগের কৃষ্ণই এক-মাত্র সমাশ্রয় ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৯৫ সংখ্যা-দ্রষ্টব্য ॥ ১৫১ ॥

হে সনাতন, কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার এই যে কৃষ্ণ ব্রজধামে ব্রজপতি নন্দের কুমার। তিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই চারিপ্রকার তত্ত্বে মায়াজনিত পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণ নাম রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে মায়িকভেদ বিধি কার্য্য করিতে পারে না ॥ ১৫২ ॥

কৃষ্ণ সকলবিষ্ণুতত্ত্বের ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি। তাঁহা হইতে সকল

[ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, ১ম শ্লোকঃ]

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥ ১৫৪ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ ১৫৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে, ৩য় অ, ২৮ শ্লো শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৫৬ ॥

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ১৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরনাম,—শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্যনাম। কৃষ্ণগোবিন্দ ইত্যাদি ভগবানের মুখ্য নাম ॥ ১৫৫ ॥

যাঁহারা নির্ব্বিশেষজ্ঞানদ্বারা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রতীত হন। যাহারা অষ্টাঙ্গ

অনুভাষ্য।

অংশ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি পূর্ণ কিশোরবয়ঃ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তিনি সকলের প্রভু এবং সকল বস্তু তাঁহার আশ্রিত ॥ ১৫৩ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণের আবাসস্থল সকল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, অবিনাশী নিত্যকালস্থিত গোলোক ॥ ১৫৫ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৫৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্ক, ২য় অ, ১১শ শ্লোকে সূতবাক্যং]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১৫৮॥

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষপ্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥ ১৫৯॥

[ব্রহ্মসংহিতাযাং ৫ম অ, ৪৬ শ্লোকঃ]

যস্য প্রভা-প্রভবতো জগদণ্ডকোটী-
কোটীষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষ-ভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১৬০॥

পরমাত্মা যিহোঁ তিহোঁ কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥ ১৬১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যোগমার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট হৃদ্দেশস্থিত হইয়া জগদ্গত পরমাত্মা উদয় হন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি দ্বারা পরমতত্ত্বের সাধন করেন তাঁহারা ভগবানকে দর্শন করেন॥ ১৫৭॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৫৮॥

চরিতামৃত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৬০॥

মায়িক অনুভূতিক্রমে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে মায়াজগতের অংশ সমূহের অংশী বলিয়া সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষ্ণ

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ১৪ অ, ৫২ শ্লোকে শুকবাক্যং)

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ১৬২॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ম অ, ৪২ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১৬৩॥

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥ ১৬৪॥
স্বয়ংরূপ তদেকাত্মরূপ আবেশ নাম।
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্॥ ১৬৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অখিলাত্মার আত্মাস্বরূপ এই কৃষ্ণকে জান। জগতের হিত কামনায় যিনি মনুষ্যের ন্যায় এখানে স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে প্রকট হইয়াছেন॥ ১৬২॥

অনুভাষ্য।

সকল চিদচিৎ প্রকাশের ও যাবতীয় পরমাত্মার পরমাত্মা বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ১৬১॥

ত্বং এনং অখিলাত্মনাং আত্মানং সকলদেবনরাদীনাং প্রাণস্বরূপং কৃষ্ণং অবেহি জানীহি। যঃ অপি অত্র জগদ্ধিতায় পৃথিব্যাঃ মঙ্গলায় মায়য়া দেহী ইব আভাতি প্রকাশয়তি॥ ১৬২॥

চরিতামৃত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১৬৩॥

স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ, দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥ ১৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তিতে তাঁহার উপাসনা করিলে ভগবানের পূর্ণরূপ অনুভূত হয় সেই এক নিত্যবিগ্রহে অনন্তস্বরূপ প্রতিভাত হয়। প্রথমেই স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশরূপ এই তিনরূপে ভগবান্ পরিদৃশ্য হন। স্বয়ংরূপে স্বয়ং প্রকাশ এবং তদেকাত্ম ও আবেশরূপে তাঁহার স্ফূর্ত্তি। স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপমূর্ত্তিরূপে কৃষ্ণ উদিত। ভাগবতামৃতমতে কৃষ্ণের গোপমূর্ত্তি স্বয়ংরূপ কেননা তাহা অন্য কোনরূপকে অপেক্ষা করে না। যেরূপ স্বয়ংরূপ হইতে অভেদ অথচ আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন,

অনুভাষ্য।

স্বযং রূপ। লঘু ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ড ১২ অ। অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে। যে রূপ অন্যরূপকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণরূপ তাহাকেই স্বয়ংরূপ বলা যায়।

তদেকাত্মকরূপ। তত্রৈব ১৫ অ। যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ॥ যেরূপ স্বযংরূপে প্রকাশ পায় কিন্তু আকৃতি ও বৈভবাদিতে ভিন্ন তজ্জন্য তাহাকে তদেকাত্মরূপ বলে।

আবেশরূপ। তত্রৈব ২১ অ। জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ যে সকল জীবে জ্ঞানশক্ত্যাদি কলা দ্বারা জনার্দ্দন আবিষ্ট হন সেই সকল মহত্তম জীবকে আবেশ বলা যায়॥ ১৬৫ ॥

প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ ১৬৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহাকেই তদেকাত্মরূপ বলে। যে সকল জীবে ভগবচ্ছক্তি প্রবেশপূর্ব্বক মহৎকার্য্য করেন, তাহারাই ভগবানের আবেশরূপ ॥ ১৬৪-১৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

লঘুভাগবতামৃতে যুগাবতারপ্রকরণে ১০ অ। হরিস্বরূপরূপা যে পরাবস্থেভ্য ঊণকাঃ। শক্তীনাং তারতম্যেন ক্রমাত্তে তত্তদাখ্যকাঃ॥ প্রাভবশ্চ দ্বিধা তত্র দৃশ্যন্তে শাস্ত্রদৃষ্টিতঃ। একেনাতিচিরব্যক্তা নাতি-বিস্তৃতকীর্ত্তয়ঃ॥ তে মোহিনী চ হংসশ্চ শুক্লাদ্যাশ্চ যুগানুগাঃ॥ অপরে শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রায়ঃ স্যুর্মুনিচেষ্টিতাঃ। ধন্বন্তর্য্যৃষভৌ ব্যাসো দত্তশ্চ কপিলশ্চ তে॥ অথ স্যুর্বৈভবাবস্থাস্তে চ কূর্ম্মো ঝষাধিপঃ। নারায়ণো নরসখঃ শ্রীবরাহহয়াননৌ। পৃশ্নিগর্ভঃ প্রলম্বঘ্নো যজ্ঞাদ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ। ইত্যমী বৈভবাবস্থা একবিংশতিরীরিতাঃ॥ যাহারা হরির স্বরূপ রূপ-বিশিষ্ট এবং পরাবস্থা হইতে ন্যূন তাঁহারা শক্তির তারতম্য বশতঃ প্রাভব ও বৈভব সংজ্ঞা লাভ করেন। শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রাভব দুই প্রকার। এক-প্রকার চিরস্থায়ী হয় না। দ্বিতীয় প্রকার অতিবিস্তৃতকীর্ত্তি হয় না। প্রথম প্রাভব যুগানুগত মোহিনী হংস এবং শুক্ল প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রাভব শাস্ত্রকর্ত্তা মুনিগণ ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয় ও কপিল। বৈভবাবস্থ অবতার সকল যথা ১। কূর্ম্ম ২। মৎস্য ৩। নারায়ণ ৪। বরাহ ৫। হয়গ্রীব ৬। পৃশ্নীগর্ভ ৭। প্রলম্বঘ্ন বলদেব এবং ৮। যজ্ঞ ৯। বিভু ১০। সত্যসেন ১১। হরি ১২। বৈকুণ্ঠ ১৩।

মহিষী বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রাভব বিলাস এই শাস্ত্র পরসিদ্ধি ॥ ১৬৮ ॥
সৌভর্য্যাদি প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥ ১৬৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৬৯ অ ২ শ্লো পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ১৭০ ॥

সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ॥ ১৭১ ॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার বর্ণ অস্ত্র ভেদ নাম বিভেদ ॥ ১৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সৌভর্য্যাদিঋষিগণ যোগবলে কায়ব্যূহ হইয়া নিজনিজ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি প্রকাশ সেরূপ নয়। কেন না যোগমার্গের কায়ব্যূহ দেখিলে নারদের বিস্ময় জন্মে না ॥ ১৬৯ ॥

অনুভাষ্য।

অজিত ১৪। বামন ১৫। সার্ব্বভৌম ১৬। ঋষভ ১৭। বিষ্বক্সেন ১৮। ধর্ম্মসেতু ১৯। সুধামা ২০। যোগেশ্বর ২১। বৃহদ্ভানু এই একুশটী ॥ ১৬৭ ॥

পরসিদ্ধি, প্রসিদ্ধি ॥ ১৬৮ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৭৪ সংখ্যা ॥ ১৭০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৪০ অ, ৭ম শ্লোকে যমুনাজলে
শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিং দৃষ্ট্বা অক্রূরস্তবঃ)

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং ॥ ১৭৩ ॥
বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অভিহিত বিধি দ্বারা যাঁহারা সংস্কৃত আত্মা তাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তি স্বরূপ আপনাকে যজন করেন ॥ ১৭৩ ॥

স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ, বৈভব, প্রাভব ইত্যাদি পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—শ্রীকৃষ্ণের আদি তিনরূপ ॥

১। স্বয়ংরূপ,—ব্রজে গোপমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ।

২। তদেকাত্মরূপ,—

(১) স্বাংশ,—

(ক) সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী।

অনুভাষ্য।

অন্যে চ তে ত্বয়া অভিহিতেন বিধিনা পাঞ্চরাত্রিকবিধানেন সংস্কৃতাত্মানঃ সংস্কৃতঃ আত্মা দেহঃ যেষাং তে ত্বন্ময়াঃ ত্বন্ময়ত্বেন আত্মানং অপ্রাকৃতসেবনধর্ম্মপরং ভাবয়ন্তঃ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং বহ্ব্যো বাসুদেবাদয়ঃ মৎস্যাদয়শ্চ মূর্ত্তয়ো যস্য একা মহানারায়ণরূপা মূর্ত্তির্যস্য তঞ্চ তঞ্চ বহুমূর্ত্তিকরূপ্যেকমূর্ত্তিকং ত্বাং বৈ যজন্তি অর্চ্চয়ন্তি ॥ ১৭৩ ॥

বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী তনুজ।
দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥ ১৭৫ ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস ॥ ১৭৬ ॥
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ॥ ১৭৭
সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ॥ ১৭৮ ॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

(খ) মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি।

২) বিলাস,—

(ক) প্রাভব,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ।

খ) বৈভব,—২৪মূর্ত্তি। আবরণ চতুর্ব্যূহগত বাসুদেবাদি চারিজন। প্রত্যেক তিন তিনটী মূর্ত্তি করিয়া ১২ জন বারমাসের ও দ্বাদশতিলকের দেবতা। ঐ চারিজনের পুরুষোত্তম অচ্যুতাদি ৮ জন বিলাসমূর্ত্তি। এই ২৪ জনই অস্ত্রধারণভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ১৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

বসুদেব নন্দনের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধ্যবিলাস অপেক্ষা ব্রজেন্দ্রনন্দনে এই বিলাসচতুষ্টয় অধিক উল্লাস বিশিষ্ট ॥ ১৭৮ ॥

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দরশনে ॥ ১৮০ ॥

(ললিতমাধবে ৪র্থাঙ্কে ১০ম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

উদগীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলি-কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখে, এই চারণ আমার দ্বিতীয়স্বরূপের ন্যায় অদ্ভুতমাধুরীপরিমল-যুক্ত গোপলীলাময় আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলিকুতূহলের দ্বারা তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র দৃষ্টি করতঃ ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে ॥ ১৮১ ॥

অনুভাষ্য।

নন্দনন্দনের লোভনীয় মাধুর্য্য দেখিয়া বাসুদেব কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হন এবং সেই মাধুরী আস্বাদনে লুব্ধ হইবার প্রসঙ্গ মথুরায় গন্ধর্ব্ব নৃত্য দর্শনে পরিব্যক্ত হইয়াছে ॥ ১৭৯।১৮০ ॥

অসৌ চারণঃ নটঃ উদগীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্য উদগীর্ণঃ উত্থিতঃ অপূর্ব্বমাধুরীণাং পরিমলঃ যস্য সঃ তস্য আভীরলীলস্য গোপক্রীড়স্য মে মম দ্বৈতং দ্বিতীয়মূর্ত্তিং সমক্ষয়ন্ দর্শয়ন্ মুহুঃ পুনঃ পুনঃ চিত্রীয়তে হন্ত হে সখে সত্যং যস্য সরূপতাং সাদৃশ্যং প্রেক্ষ্য মামকং মদীয়ং চেতঃ কেলি-কুতূহলোত্তরলিতং কেলিষু ব্রজজনোচিতক্রীড়াসু কুতূহলায় কৌতুকায় উত্তরলিতং অতিশয়েন উৎসুকং সৎ ব্রজবধূসারূপ্যং শ্রীবার্ষভানব্যাঃ সদৃশ-রূপতাং অন্বিচ্ছতি ॥ ১৮১ ॥

পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র বিলোকনে ॥ ১৮০ ॥

(ললিতমাধবে ৮অ ২৮ শ্লো মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতু মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ১৮২ ॥

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি ভেদে তদেকাত্ম নাম তার ॥ ১৮৩ ॥
তদেকাত্মরূপে বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।
বিলাস স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥ ১৮৪ ॥
প্রাভব বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত প্রকার ॥ ১৮৫ ॥
প্রাভব বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মুখ্য চারিজন ॥ ১৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৮২ ॥

বিলাস। চরিতামৃত আদি প্রথম পরিচ্ছেদ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বাংশ। লঘু ভাগবতামৃত পূর্ব্বখণ্ড ৯ অ। তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। তাদৃশ হইয়াও যিনি ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন তাঁহাকে স্বাংশ বলে ॥ ১৮৪ ॥

ব্রজে গোপভাব রামের পুরে-ক্ষত্রিয় ভাবন।
বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম ॥ ১৮৭ ॥
বৈভব প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে।
এক মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥ ১৮৮ ॥
আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ ॥ ১৮৯ ॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব বিলাস।
দ্বারকামথুরাপুরে নিত্য ইহার বাস ॥ ১৯০ ॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব বিলাস ॥ ১৯১ ॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্ব রূপে।
পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥ ১৯২ ॥

অনুভাষ্য।

বলদেব কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ। তিনিই আদি চারিব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই প্রাভববিলাসচতুষ্টয়ে ভাবভেদে প্রকাশিত ॥ ১৮৮ ॥

অনন্ত চতুর্ব্যূহ আদি চতুর্ব্যূহের তুল্য নহে। আদি চারিব্যূহ প্রাভব বিলাস অন্য চারি ব্যূহগণ বৈভববিলাস। বৈভব বিলাসের প্রকট লাভের কারণই প্রাভববিলাস ॥ ১৮৯ ॥

পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোকের ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে মথুরা ও দ্বারকা পুরীতে কৃষ্ণের প্রাভববিলাস নিত্য অবস্থিত। গোকুলে বৈভব-

তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারিদিকে যার বাসে ॥ ১৯৩ ॥
চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥ ১৯৪ ॥
চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব।
বাসুদেবের মূর্ত্তি কেশব নারায়ণ মাধব ॥ ১৯৫ ॥
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ, নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯৬ ॥
প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর ॥১৯৭॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বার জন।
মার্গশীর্ষে কেশব পৌষে নারায়ণ ॥ ১৯৮ ॥
মাঘের দেবতা মাধব গোবিন্দ ফাল্গুনে।

অনুভাষ্য।

প্রকাশ বলদেব নিত্য বিরাজমান। প্রাভববিলাসচতুষ্টয় হইতে চারিজনের অস্ত্রভেদে চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তি বৈভববিলাস প্রকাশিত ॥ ১৯০।১৯১ ॥

উপরিভাগ গোলোকের নিম্নভাগে পরব্যোমে কৃষ্ণই চতুর্ভুজবিশিষ্ট হইয়া নারায়ণরূপে অবস্থিত ॥ ১৯২ ॥

পরব্যোমনাথ নারায়ণ হইতে পুনরায় আবরণরূপে চারিদিকে অনন্ত চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত ॥ ১৯৩ ॥

চৈত্রে বিষ্ণু বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ॥ ১৯৯ ॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ ॥ ২০০ ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধা দামোদর অন্য ব্রজেন্দ্র কোঙর ॥ ২০১ ॥
দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান ॥ ২০২ ॥
এই চারি জনের বিলাস মূর্ত্তি আর অষ্ট জন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আচমন,—আহ্নিকপূজার পর যে মুখে জল স্পর্শরূপ আচমন করা যায় ॥ ২০২ ॥

অনুভাষ্য।

দ্বাদশতিলকমন্ত্র। ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনঃ। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।

বৈষ্ণবাচমনং। হরিভক্তিবিলাস তৃতীয়বিলাস ১০২ সংখ্যা। ত্রিঃপানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ। প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যোর্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ। মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জ্জনেঽঙ্গ ত্রিবিক্রমং। উন্মার্জ্জনেঽপ্যধরয়োর্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥ প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ। পদ্মনাভং প্রোক্ষণে তু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ ॥ ২০২ ॥

তাসবার নাম কহি শুন সনাতন ॥ ২০৩ ॥
পুরুষোত্তম অচ্যুত নৃসিংহ জনার্দ্দন।
হরি কৃষ্ণ অধোক্ষজ উপেন্দ্র অষ্টজন ॥ ২০৪ ॥
বাসুদেবের বিলাস দুই অধোক্ষজ পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র অচ্যুত দুইজন ॥ ২০৫ ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস হরি কৃষ্ণ দুই জন ॥ ২০৬ ॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভব বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥ ২০৭ ॥
ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার বেশ ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ ॥ ২০৮ ॥
পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন।
হরি কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ॥ ২০৯ ॥
কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারি জন।
সেই চারি জনার বিলাস বিংশতি গণন ॥ ২১০ ॥
ইহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোম ধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥ ২১১ ॥
যদ্যপি পরব্যোমে সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাহোঁ সন্নিধান ॥ ২১২ ॥
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি।

পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥ ২১৩ ॥
এক কৃষ্ণ লোক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
গোকুলাখ্য মথুরাখ্য দ্বারকাখ্য আর ॥ ২১৪ ॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম ॥ ২১৫ ॥
প্রয়াগে মাধব মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন ॥ ২১৬ ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ ২১৭ ॥
এই মত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাহার বিলাস ॥ ২১৮ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রহ্মাণ্ডে অর্চ্চা মূর্ত্তিরূপে মথুরায় কেশব, নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ, প্রয়াগে বেণীমাধব, মন্দারে মধুসূদন, কেরলদেশে দাক্ষিণাত্যে আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ ও জনার্দ্দন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে বরদরাজ বিষ্ণু, মায়াপুরে হরি এবং অন্যান্য স্থানে নানামূর্ত্তিতে বিরাজমান আছেন ॥ ২১৭ ॥

সিদ্ধান্ত শিরোমণৌ গোলাধ্যায়ে গোলপ্রশংসা-প্রকরণে। ভূমেরর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধোরুদক্‌স্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্‌কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ ॥ শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ। দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তরমেকমেকং

সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে॥ ২১৯॥
ইহার মধ্যে কার হয় অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন॥ ২২০॥
অস্ত্রধৃতি ভেদ নাম ভেদের কারণ।
চক্রাদি ধারণ ভেদ শুন সনাতন॥ ২২১॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধো পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্রধারণের গণনার অন্ত॥ ২২২॥
সিদ্ধার্থ সংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তার মতে আগে কহি চক্রাদি ধারণ॥ ২২৩॥
বাসুদেব গদা শঙ্খ চক্র পদ্মধর।

অনুভাষ্য।

সমুদ্রয়োর্দ্বীপমুদাহরন্তি॥ ১। জম্বুদ্বীপ ২। শাকদ্বীপ ৩। শাল্মলদ্বীপ ৪। কুশদ্বীপ ৫। ক্রৌঞ্চদ্বীপ ৬। গোমেদদ্বীপ ৭। পুষ্করদ্বীপ।

১। ভারতবর্ষ ২। কিম্নরবর্ষ ৩। হরিবর্ষ ৪। কুরুবর্ষ ৫। হিরণ্ময় বর্ষ ৬। রম্যকবর্ষ ৭। ইলাবর্ষ ৮। ভদ্রাশ্ববর্ষ ৯। কেতুমালবর্ষ এই নবখণ্ড ভূমি দ্বারা গঠিত। পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে খণ্ড বা বর্ষ বলে॥ গোলাধ্যায় ভুবনকোশ দ্রষ্টব্য॥ ২১৮॥

চতুর্ভুজ বিষ্ণুর ১। দক্ষিণ দিকের নিম্নস্থ হস্ত ২। দক্ষিণদিকের ঊর্দ্ধস্থ-হস্ত ৩। বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্ত ৪। বামদিকের নিম্নস্থ হস্তে পর্য্যায়ক্রমে চারিপ্রকার অস্ত্রগণনা লিখিত হইয়াছে॥ ২২২॥

সঙ্কর্ষণ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্রকর ॥ ২২৪ ॥
প্রদ্যুম্ন চক্র শঙ্খ গদা পদ্মধর।
অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্মকর ॥ ২২৫ ॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর।
তার মত কহি যেই সব অস্ত্রকর ॥ ২২৬ ॥
শ্রীকেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদাধর।
নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্রধর ॥ ২২৭ ॥
শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্মকর।
শ্রীগোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খধর ॥ ২২৮ ॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা পদ্ম শঙ্খ চক্রকর।
মধুসূদন চক্র শঙ্খ পদ্ম গদাধর ॥ ২২৯ ॥
ত্রিবিক্রম পদ্ম গদা চক্র শঙ্খকর।
শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর ॥ ২৩০ ॥

অনুভাষ্য।

চব্বিশমূর্ত্তি। ১। বাসুদেব ২। সঙ্কর্ষণ ৩। প্রদ্যুম্ন ৪। অনিরুদ্ধ ৫। কেশব ৬। নারায়ণ ৭। মাধব ৮। গোবিন্দ ৯। বিষ্ণু ১০। মধুসূদন ১১। ত্রিবিক্রম ১২। বামন ১৩। শ্রীধর ১৪। হৃষীকেশ ১৫। পদ্মনাভ ১৬। দামোদর ১৭। পুরুষোত্তম ১৮। অচ্যুত ১৯। নৃসিংহ ২০। জনার্দ্দন ২১। হরি ২২। কৃষ্ণ ২৩। অধোক্ষজ ২৪। উপেন্দ্র।

সিদ্ধার্থ সংহিতায়াং। হরিভক্তিবিলাস পঞ্চমবিলাস ১৭৬ ও ১৭৭ সংখ্যা। বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ। পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং

শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খকর।
হৃষীকেশ গদা চক্র পদ্ম শঙ্খধর ॥ ২৩১ ॥
পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদাকর।
দামোদর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খধর ॥ ২৩২ ॥
পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদাধর।
শ্রীঅচ্যুত গদা পদ্ম চক্র শঙ্খধর ॥ ২৩৩ ॥
নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খধর।
জনার্দ্দন পদ্ম চক্র শঙ্খ গদাকর ॥ ২৩৪ ॥
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র পদ্ম গদাকর।
শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা চক্র পদ্মকর ॥ ২৩৫ ॥
অধোক্ষজ পদ্ম গদা শঙ্খচক্রকর।
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা চক্র পদ্মকর ॥ ২৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

গদাং বহতি কেশবঃ। শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা। গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ। চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ। পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ॥ সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃতঃ। চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধত্তে ভুজৈঃ। গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ। চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ। গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা। শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ। চক্রশঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে। পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন।
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ।। ২৩৭ ।।
কেশব ভেদে পদ্ম শঙ্খ গদা চক্রধর।
মাধব ভেদে চক্র গদা শঙ্খ পদ্মকর ॥ ২৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ। চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ। পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ। অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খপদ্মগ-সন্ধুক্ষঃ। হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ। পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাস্তথা। পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা। শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ। শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ ॥ ২২৪-২৩৬॥

ষোলজন। ১। বাসুদেব ২। সঙ্কর্ষণ ৩। প্রদ্যুম্ন ৪। অনিরুদ্ধ ৫ কেশব ৬। নারায়ণ ৭। মাধব ৮। গোবিন্দ ৯। বিষ্ণু ১০। মধুসূদন ১১। ত্রিবিক্রম ১২। বামন ১৩। শ্রীধর ১৪। হৃষীকেশ ১৫। পদ্মনাভ ১৬। দামোদর ॥ ২৩৭ ॥

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে। তত্রৈব ১৬৮-১৭৫। আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণ-মথাস্বজৎ। চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তং একৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা। কেশবাদি-প্রভেদেন মূর্ত্তির্দ্বাদশকং স্মৃতং। পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ শাঙ্খমস্য তদোপরি। বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতং ॥ আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে। অধরোত্তরভাবেন কৃতমেত-ত্তু যত্র বৈ। নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তিমুক্তিদা। সব্যাধঃ

নারায়ণ ভেদে নানা ভেদ অস্ত্রধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥ ২৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

পঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি। দক্ষিণোর্দ্ধং গদা, যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতং। আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরিস্থিতা। বামোর্দ্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতং। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে। দক্ষিণোপরি পদ্মন্তু গদা চাধো ব্যবস্থিতা। সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দ্যতে। দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে। বামোপরি তথা পদ্মং গদা চাধঃ প্রদৃশ্যতে। মধুসূদননামায়ং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ। বামোর্দ্ধসংস্থিতঞ্চক্রমধঃশঙ্খং প্রদৃশ্যতে। ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগং। বলিবঞ্চনসংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃস্থিতং। বামোর্দ্ধে কৌমোদী যস্য পুণ্ডরীকমধঃস্থিতং। দক্ষিণোর্দ্ধং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃস্থিতং। সপ্ততালপ্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা। ঊর্দ্ধং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃ পদ্মং ব্যবস্থিতং। পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা। স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগো বিলাসবান্। প্রদ্যুম্নস্য চ ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে। দক্ষিণোর্দ্ধং মহাচক্রং কৌমোদী তদধঃস্থিতা। বামোর্দ্ধে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে। হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ। দক্ষিণোর্দ্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যমধস্তথা। বামোর্দ্ধে সংস্থিতং চক্রং কৌমোদী তদধঃস্থিতা। পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী। দক্ষিণোর্দ্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ং। সব্যোর্দ্ধে কৌমোদী চৈব হেতিরাজমধঃস্থিতং। অনিরুদ্ধস্য

স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪০ ॥
পুরীর আবরণ রূপে পুরীর নব দেশে।
নবব্যূহ রূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে ॥ ২৪১ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতিকথনে)

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥ ২৪২ ॥

প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ ইবে শুন সনাতন ॥ ২৪৩ ॥
সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক দুই ভেদ আর।
পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদি অবতার ॥ ২৪৪ ॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্বিধ প্রকার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাসুদেবাদি চারিজন, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ব্রহ্মা এই নয় জন ॥ ২৪২ ॥

অনুভাষ্য।

ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ। এতেষাস্তু স্ত্রিয়ৌ কার্য্যৌ পদ্মবীণাধরে-শুভে। ইতি ক্রমেণ মার্গাদি মাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ ॥২৩৮।২৩৯॥

বাসুদেবাদ্যাঃ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ চত্বারঃ নারায়ণ-নৃসিংহকৌ দ্বৌ হয়গ্রীবঃ বরাহশ্চ ব্রহ্মা চ ইতি নবমূর্ত্তয়ঃ উদিতাঃ কথিতাঃ ॥ ২৪২ ॥

পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর ॥ ২৪৫ ॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥ ২৪৬ ॥
বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৪৭ ॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগ দরশন ॥ ২৪৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধ, ৩য় অ, ২৬ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।

অনুভাষ্য।

পুরুষাবতার। সঙ্কর্ষণ হইতে কারণার্ণব, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকশায়ী। লীলাবতার। মৎস্যাদি ॥ ২৪৫ ॥

গুণাবতার। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব।

মন্বন্তরাবতার। ১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ, ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিষ্বক্সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪ বৃহদ্ভানু।

যুগাবতার। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীতবর্ণ।

শক্ত্যাবেশাবতার। পৃথু, ব্যাস, পরশুরাম, বুদ্ধ ॥ ২৪৬ ॥

শাখাচন্দ্রন্যায়। ভূমিস্থিত সমতলে বৃক্ষশাখা নির্দ্দেশ করিয়া আকাশ-গোলস্থিত চন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশের ন্যায় দিক্ প্রদর্শন মাত্র। অবতার সমূহ লৌকিকদর্শনের গোচরীভূত হইলেও তাঁহারা মায়িক নহেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত লীলা অন্বয়ভাবে জড়জীবের জ্ঞেয় ॥ ২৪৮ ॥

তথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪৯ ॥

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার।
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥ ২৫০ ॥

[লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে অবতারপ্রকরণে ৯অঙ্ক ধৃতং সাত্বততন্ত্রং]

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ২৫১ ॥

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম ॥ ২৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে দ্বিজসকল, সত্ত্বনিধি হরির অবতার অসংখ্য, যেমন মহাজলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয় তদ্রূপ ॥ ২৪৯ ॥

সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার। এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণের বহুবিধ স্বরূপ বিচারিত হইল এখন কৃষ্ণের শক্তি বিচারিত হইবে ॥ ২৫০ ॥

অনুভাষ্য।

হে দ্বিজাঃ সত্ত্বনিধেঃ সর্ব্বসত্বাশ্রয়স্য হরেঃ কৃষ্ণস্য অবতারাঃ হি অসংখ্যেয়াঃ গণনাতীতাঃ যথা অবিদাসিনঃ অপক্ষয়হীনাৎ সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাঃ সহস্রশঃ স্যুঃ সম্ভবন্তি ॥ ২৪৯ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৭৭ সংখ্যা ॥ ২৫১ ॥

ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥ ২৫৩ ॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মেলি প্রপঞ্চ রচন ॥ ২৫৪ ॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥ ২৫৫ ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥ ২৫৬ ॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥ ২৫৭ ॥

[ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫মোধ্যায়ে ২য় শ্লোকঃ]

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ২৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই অদ্বয়তত্ত্বকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি আছে। তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই তিনটী সর্ব্বকার্য্যে বিশেষ পরিচয় আছে। ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ যাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব আর ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ। এই তিনের তিন শক্তি লইয়া প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণের ইচ্ছায় চিৎশক্তি দ্বারা চিচ্ছক্তি বিলাসরূপ গোলোক বৈকুণ্ঠাদিধাম প্রকট করিয়াছে ॥ ২৫২ ২৫৬ ॥

মায়া দ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ ॥ ২৫৯ ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥ ২৬০ ॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহশক্তি ॥ ২৬১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৪৬ অ, ২২ শ্লোকে উদ্ধবো নন্দমাহ)

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥২৬২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোকুলাখ্য মহৎপদ সহস্রপদ্মপত্র। তাহার কর্ণিকার ও তদাধার সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব ॥ ২৫৮ ॥

এই রামকৃষ্ণ এই বিশ্বের বীজযোনি স্বরূপ। তাঁহারাই দুইজন সমস্ত ভূতে প্রবেশ পূর্ব্বক পরস্পর ভেদজ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন ॥ ২৬২ ॥

অনুভাষ্য।

সহস্রপত্রং কমলং মহৎপদং তৎ অনন্তাংশসম্ভবং বলদেবাংশজাতং তৎকর্ণিকারং পুষ্পমধ্যং গোকুলাখ্যং তৎকৃষ্ণস্য ধাম ॥ ২৫৮ ॥

চরিতামৃত আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ বিশেষতঃ ৬০ সংখ্যা হইতে ৬৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ॥ ২৫৯-২৬১ ॥

রামঃ মুকুন্দশ্চ এতৌ বিশ্বস্য বীজযোনী হি পুরুষঃ প্রধানং। ইমৌ পুরাণৌ সনাতনৌ পুরুষৌ ভূতেষু অন্বীয় বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চ ঈশাতে নিয়ন্তারৌ ॥ ২৬২ ॥

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥ ২৬৩॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥ ২৬৪॥
সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥ ২৬৫॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩য় অ, ১ম-শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং)

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ ২৬৬॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৬ষ্ঠাধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥২৬৭

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত কারণ॥ ২৬৮॥
কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥ ২৬৯॥

অনুভাষ্য।

আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৬৪॥
আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৬৬॥
আদি পঞ্চম ৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ২৬৭॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৯ম অ ১০ম শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥২৭০॥

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান ॥২৭১॥
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যের আধান ॥২৭২॥
স্বাঙ্গ বিশেষাভাস রূপে প্রকৃতিস্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ ॥ ২৭৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে, ২৬শ অ, ১৮ শ্লোকে কপিলদেববাক্যং)

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাহসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং ॥ ২৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে বৈকুণ্ঠে রজস্তম বা তাহাদের সহিত মিশ্রিতসত্ত্ব অথবা কালবিক্রম নাই এবং যেখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই, অন্যের কি কথা। সেই খানে শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত সুরাসুরার্চ্চিত পার্ষদভক্তগণ বাস করেন ॥ ২৭০ ॥

অনুভাষ্য।

যত্র বৈকুণ্ঠে রজস্তমস্তয়োঃ মিশ্রং সত্ত্বং চ কালবিক্রমঃ ন প্রবর্ত্ততে যত্র বৈকুণ্ঠে মায়া ন অপরে মায়াসম্বন্ধিনঃ ন সন্তি বর্ত্তন্তে কিমুত যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ হরেঃ অনুব্রতাঃ পার্ষদা বর্ত্তন্তে ॥ ২৭০ ॥

চরিতামৃত আদি পঞ্চম ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭১ ॥

(তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে, ৫ম অ, ২৬ শ্লোকে বিদুরং প্রতি মৈত্রেয়বাক্যং)

'কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ২৭৫ ॥

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।

যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার ॥ ২৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ দৈবাৎক্ষুভিত ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজ বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন ॥ ২৭৪ ॥

গুণময়ী মায়ায় আত্মস্বরূপ বীর্য্যবান্ অধোক্ষজ পুরুষ কালবৃত্তিদ্বারা বীর্য্য আধান করিয়াছিলেন ॥ ২৭৫ ॥

ত্রিবিধ অহঙ্কার।—বৈকারিক, তৈজস ও তামস ॥ ২৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

দৈবাৎ কালাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাঃ তস্যাঃ স্বস্যাং যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে পরঃ পুমান্ বীর্য্যং জীবশক্তিং আধত্ত আহিতবান্। সা প্রকৃতিঃ হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলং মহত্তত্ত্বং অসূত ॥ ২৭৪ ॥

বীর্য্যবান্ অধোক্ষজঃ আত্মভূতেন স্বাংশেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ কালবৃত্ত্যা নিমিত্তভূতয়া মায়য়া গুণময্যাং ক্ষুভিতগুণায়াং মায়ায়াং বীর্য্যং জীবাখ্যশক্তিং আধত্ত ॥ ২৭৫ ॥

মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় তামসকৃতাদি অহঙ্কার হইতে তন্মাত্র এবং তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র উভয় প্রবৃত্ত হয়। সাংখ্যকারিকা। সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ। ভূতাদেস্তন্মাত্রং স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ॥ ২৭৬ ॥

সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন ॥ ২৭৭ ॥
এহোঁ মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥ ২৭৮ ॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায় ।
পুরুষ নিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥ ২৭৯ ॥
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর ।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া পার ॥ ২৮০ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫মাধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে)

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৮১ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহা অন্তর্যামী ।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী ॥ ২৮২ ॥
এইত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব ।

অনুভাষ্য ।

মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা আদিপুরুষাবতারের নাম মহাবিষ্ণু । মহাবিষ্ণুর লোমকূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আশ্রিত ॥ ২৭৮ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৮১

দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥ ২৮৩ ॥
সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা॥ ২৮৪ ॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥ ২৮৫ ॥
নিজাঙ্গ স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল॥ ২৮৬ ॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল একপদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম ॥ ২৮৭ ॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তিহোঁ ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি কৈরল সৃজন॥ ২৮৮ ॥
বিষ্ণু রূপ হঞা করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণুস্পর্শ নাহি মায়া সনে॥ ২৮৯ ॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।

অনুভাষ্য।

সদ্ম, গৃহ, নিকেতন, আবাস, জল॥ ২৮৭॥

বিষ্ণুকে, ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না। বিষ্ণু গুণাতীত বস্তু তজ্জন্য মায়িক গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব মায়ার অধীন। বিষ্ণু তাদৃশ নহেন। মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ॥ ২৮৯॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাহার ॥ ২৯০ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তার গুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিন অধিকার ॥ ২৯১ ॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গায়ী ॥ ২৯২ ॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়া পার ॥ ২৯৩ ॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার ॥ ২৯৪ ॥
বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিহোঁ অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিহোঁ পালনকর্ত্তা স্বামী ॥ ২৯৫ ॥
পুরুষাবতারের এই কহিল নিরূপণ।
লীলাবতারের ইবে শুন সনাতন ॥ ২৯৬ ॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্ দরশন ॥ ২৯৭ ॥
মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যাঁর না পায় গণন ॥ ২৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদিত্যাদি ঋক্সূক্ত ॥ ২৯২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২য় অ, ৩৪ শ্লোকে দেবস্তুতিঃ)

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ২৯৯॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্ দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥ ৩০০॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥ ৩০১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মৎস্য, অশ্বগ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, পরশুরাম, বামন ইত্যাদি বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক। হে যদূত্তম তোমাকে বন্দন করি হে ঈশ্বর এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর॥ ২৯৯॥

অনুভাষ্য।

হে ঈশ যথা মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ সন্ মৎস্যহয়গ্রীবকূর্ম্মবরাহনৃসিংহহংসদাশরথিপরশুরামাদি-রূপাণি প্রকাশ্য ত্বং নঃ অস্মান্ দেবান্ ত্রিভুবনং ভূর্ভুবঃস্বরিতি লোক-ত্রয়ান্ পাসি রক্ষসি তথা অধুনা ভুবঃ ভারং হর। হে যদূত্তম যদুকুল-শ্রেষ্ঠ তে ভূভ্যং বন্দনং কুর্ম্মঃ॥ ২৯৯॥

ত্রিগুণাঙ্গীকরি, রজ সত্ত্ব ও তমো গুণত্রয় অঙ্গীকার করিয়া অর্থাৎ স্বীকারপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়াদিব্যবহার উদ্দেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন গুণাবতার॥ ৩০১॥

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম ।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ॥ ৩০২ ॥
গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি ।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি ॥ ৩০৩ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫মোধ্যায়ে ৫০ শ্লোকে)

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

সেই গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার বিষ্ণু সত্ত্ব রজ তমগুণ আশ্রয় করিয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিনটী গুণাবতার প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে কোন জীবোত্তমকে ভক্তিমিশ্রপুণ্যক্রমে রজোগুণে বিভাবিত করিয়া, তাঁহাতে নিজশক্তি সঞ্চারকরতঃ ব্রহ্মারূপে ব্যষ্টি সৃষ্টি করেন ॥৩০১-৩০৩॥

পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে সূর্য্য নিজ তেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ, কোন জীবে স্বীয় শক্তি আধান পূর্ব্বক ব্রহ্মা হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩০৪ ॥

অনুভাষ্য।

যথা ভাস্বান্ সূর্য্যঃ নিজেষু নিত্যা স্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু অশ্মসকলেষু সূর্য্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিয়ত্তেজঃ কিঞ্চিৎ প্রভাবং প্রকটয়তি অপি তদ্বৎ, যঃ এষঃ পুরুষঃ অত্র ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টিসৃষ্টি-কর্ত্তা ভবতি তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি ॥ ৩০৪ ॥

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥ ৩০৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৬৮ অ, ২৬ শ্লোকে দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং)

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং কঃ॥ ৩০৬ ॥

নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমো গুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥ ৩০৭ ॥

অনুভাষ্য।

কল্প,ব্রহ্মায়ুকাল, ব্রহ্মার শতবর্ষ স্থিতিকাল। ব্রহ্মার একদিবসে অর্থাৎ সহস্রচতুর্যুগে-৪৩২০০০০০০০ সৌর বর্ষে মানবের কল্প- অর্থাৎ ব্রহ্মদিন। তাদৃশ ৩৬০ দিনে ব্রহ্ম বর্ষ, তাদৃশ শতবর্ষে ব্রহ্মায়ু॥ ৩০৫ ॥

আদিলীলা পঞ্চমপরিচ্ছেদ ১৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৩০৬ ॥

কৃষ্ণ নিজ সঙ্কর্ষণরূপের অংশ কারণার্ণবশায়ীর কলা গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হইয়া তমো গুণ গ্রহণ করিয়া জগৎ সংহারের জন্য ভবানীপতি গুণাবতার রুদ্র রূপ ধারণ করেন। বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠান স্বীকৃত হইলেও মায়াধীনতা সম্ভবপর নহে। যেখানে বিষ্ণুত্বের অভাব সেইখানে, শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব তাহাতে মায়ার সংযোগ আছে। বিষ্ণুমায়ায় অভিভাব্য শিবত্ব ও ব্রহ্মত্ব॥ ৩০৭ ॥

মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ ৩০৮ ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তরে বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ॥ ৩০৯ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ৫১ শ্লোকঃ)

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিজ অংশ-কলায় তমোগুণ অঙ্গীকার করতঃ সংহারের উদ্দেশ্যে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধারণ করেন। মায়াসঙ্গবিকারে রুদ্র ভেদাভেদ প্রকাশরূপ তত্ত্ব সুতরাং জীবতত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত হন ; কৃষ্ণের স্বরূপ হন না ॥ ৩০৭। ৩০৮ ॥

অনুভাষ্য।

রুদ্র বিষ্ণুর সহ ভেদাভেদ তত্ত্ব। মায়া সঙ্গে বিকার লাভ করায় ভেদ এবং স্বয়ং বিষ্ণুর সহ অভেদ। বিষ্ণু বিষ্ণুর সহ কখন ভিন্ন নহেন কিন্তু মায়াবশে শিব ব্রহ্মাদি বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। মায়া সংযোগেই ভেদ। বিষ্ণু কখনই বিকারী নহেন। যেখানে ঈশ্বরত্বে মায়িক বিকার লক্ষিত হয় তাহা বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, শিব বা ব্রহ্মা গুণাবতার সংজ্ঞক। সুতরাং ভেদাভেদ-তত্ত্ব বিকার বিশিষ্ট রুদ্র জীবতত্ত্ব। কৃষ্ণ স্বরূপ বিষ্ণু তত্ত্ব নহেন, বৈষ্ণব তত্ত্ব। ঈশ্বররূপ দুগ্ধ মায়ারূপ অম্লযোগে দুগ্ধাবস্থা হইতে দুগ্ধবিকার দধি রূপে অন্তরিত হওয়ায় দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও কখনই দুগ্ধ পরিচয় ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩০৯ ॥

যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা-
দ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১০ ॥

শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমো গুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥ ৩১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৮ অ, ৩য় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিকারবিশেষ যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হইয়া জাত হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে আর কোন হেতু নাই, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কার্য্যক্রমে শম্ভুতা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩১০ ॥

অনুভাষ্য।

ক্ষীরং দুগ্ধং যথা বিকারবিশেষযোগাৎ অম্লসংযোগেন দধি সংজায়তে ততঃ হেতোঃ ক্ষীরাৎ ন পৃথগ্ অস্তি তু তথা কার্য্যাৎ প্রাকৃতসংহারার্থং যঃ পুরুষঃ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুঃ শম্ভুতাং অপি সমুপৈতি তমাদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি ॥ ৩১০ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু, ত্রিগুণাতীত স্বীয়-মায়ায় অনভিভাব্য স্বতন্ত্র বস্তু এবং পরমেশ্বর। ভাগবত শিব, ত্রিগুণের অন্যতম তমো গুণাধীশ হইয়া মায়া সম্বন্ধ যুক্ত। মায়াশক্তির সঙ্গ বলে তৎ সংশ্লিষ্ট। ভগবানে মায়ার অনাশ্রয়। মায়ার অস্তিত্বানুভূতিতে শিবের সত্ত্বা সুতরাং বিষ্ণুতত্ত্ব না হইয়া মায়ার সংপৃক্ত তত্ত্ব বিশেষ। নিজ ভাগবত সত্ত্বানুভূতিতে শিবের মায়াপৃক্তিত্ব বুদ্ধি বিগত হইলে হরিজনত্ব ॥ ৩১১ ॥

[তত্রৈব ৮৮ অ, ৪র্থ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৩১৩ ॥

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণমায়া পার ॥ ৩১৪ ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী তিহোঁ অংশ বেদে হেন গায় ॥ ৩১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত্ত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই শিব ॥ ৩১২ ॥

প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ হরি তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে জীব নির্গুণ হয় ॥ ৩১৩ ॥

ব্রহ্মা শক্ত্যাবেশ হইয়া ও গুণাবতার। রুদ্র ভেদাভেদ হইয়া ও গুণাবতার। কিন্তু বিষ্ণু স্বাংশরূপে গুণাবতার। তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বগুণ-

অনুভাষ্য।

শিবঃ শশ্বৎ নিত্যং শক্তিযুতঃ মায়াশক্তিসমন্বিতঃ ত্রিলিঙ্গঃ গুণত্রয়োপাধিবিশিষ্টঃ বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ তৈজসঃ রাজসঃ তামসশ্চ ইতি অহংতত্ত্বং ত্রিধা স চ তদধিষ্ঠাতা গুণসংবৃতঃ ॥ ৩১২ ॥

প্রকৃতেঃ পরং সাক্ষাৎ পুরুষঃ নির্গুণঃ হরিহি। স হরিঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মশিবানাং দৃক্ উপদ্রষ্টা আদিসাক্ষী তং হরিং ভজন্ সেবাং কুর্ব্বন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৩১৩ ॥

[ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫মাধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে]

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৩১৬॥

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥ ৩১৭॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৬০ অ, ৩০ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দৃষ্টে তাঁহাকে মায়াগুণের অতীত বলিতে হইবে। বিষ্ণু অংশ কৃষ্ণ তাঁহার অংশী অতএব কৃষ্ণের ন্যায় স্বরূপৈশ্বর্য্য পূর্ণ॥ ৩১৪-৩১৫॥

দীপরশ্মি যে রূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমান ধর্ম্মা তদ্রূপ যে আদি পুরুষ গোবিন্দ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহাকে আমি ভজনা করি॥ ৩১৬॥

অনুভাষ্য।

দীপার্চ্চিঃ প্রদীপশিখা এব হি দশান্তরং মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়া অন্য-দীপঃ অভ্যুপেত্য বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা দীপায়তে জ্যোতীরূপত্বাংশে যথা তেন সহ সাম্যং তাদৃক্ এব যঃ পুরুষঃ বিষ্ণুতয়া চ বিভাতি হি তং আদিপুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি॥ ৩১৬॥

পালনশক্তিধৃক্ বিষ্ণু কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন। তিনি স্বরূপ পরন্তু ব্রহ্মা বা শিব আজ্ঞাকারী ভক্তঅবতার ভৃত্য॥ ৩১৭॥

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩১৮ ॥

মন্বন্তরাবতার ইবে শুন সনাতন ।
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ ॥ ৩১৯ ॥
ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর ।
এ চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর ॥ ৩২০ ॥
চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারি শত বিশ ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ সহস্র চল্লিশ ॥ ৩২১ ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হরির নিয়োগমতে আমি সৃজন করি, তাঁহার আজ্ঞাগত শিব নাশ করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরি পুরুষ রূপে বিশ্বকে পালন করেন ॥ ৩১৮ ॥

মন্বন্তরাবতার । ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর তাহাতে ১৪ অবতার । ব্রহ্মার ১ মাসে ৪২০ একবৎসরে ৫০৪০ অবতার । ব্রহ্মার জীবনে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার ॥ ৩১৯ ॥

অনুভাষ্য ।

অহং ব্রহ্মা তন্নিযুক্তঃ সন্ তস্য হরেঃ অনুজ্ঞয়া বিশ্বং সৃজামি । হরঃ শিবঃ তদ্বশঃ সন্ তস্য হরেরনুজ্ঞয়া হরতি বিশ্বং বিনাশয়তি । ত্রিশক্তিধৃক্ বিষ্ণুঃ স্বয়ং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ॥ ৩১৮ ॥

মন্বন্তরাবতার, আদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৯৭ সংখ্যা অমৃতপ্রবাহভাষ্য দ্রষ্টব্য এবং আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৭ । ৮ । ৯ সংখ্যা অনুভাষ্য এবং মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ ২৬৭ সংখ্যা অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৩১৯ ॥

পঞ্চ লক্ষ চারি সহস্র মন্বন্তরাবতার ॥ ৩২২ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর এক শ্বাসে ব্রহ্মার জীবন ॥ ৩২৩ ॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত ॥ ৩২৪ ॥
স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভু নাম।
উত্তমে সত্যসেন তামসে হরি অভিধান ॥ ৩২৫ ॥
রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন।
সাবর্ণ্যে সার্ব্বভৌম, দক্ষ সাবর্ণ্যে ঋষভ গণন ॥৩২৬॥
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে বিশ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণ্যে।
রুদ্রসাবর্ণ্যে সুধামা, যোগেশ্বর দেবসাবর্ণ্যে ॥ ৩২৭ ॥
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে বৃহদ্ভানু অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ॥ ৩২৮ ॥
যুগাবতার ইথে শুন সনাতন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বায়ম্ভুবে ;— স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞ অবতার, স্বারোচিষ মন্বন্তরে বিভু ইত্যাদি ১৪ মন্বন্তরে ১৪ অবতার ॥ ৩২৫ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ ৩১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য রুদ্র সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি ইন্দ্রসাবর্ণি মামান্তর রুদ্রপুত্র, রৌচ্য ও ভৌত্যক ॥ ৩২৮ ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের গণন ॥ ৩২৯ ॥
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারিবর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥ ৩৩০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮ম অ, ৯ম শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৩৩১

সত্যযুগে ধ্যান কর্ম্ম করয়ে শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি ॥ ৩৩২ ॥
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্ত বর্ণ ধরি ॥ ৩৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কর্দ্দম,— প্রজাপতি যিনি মনুকন্যা দেবহূতিকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার পুত্র কপিলদেব। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৩৩২ ॥

অনুভাষ্য।

সত্যযুগে শুক্ল যুগাবতার, ত্রেতাযুগে রক্ত যুগাবতার, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ যুগাবতার, কলিযুগে পীতযুগাবতার। চারি প্রকার বর্ণ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ যুগাবতার ধর্ম্ম রক্ষা করেন ॥ ৩৩০ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় ২১ শ্লোকে। কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটিলো বল্কলাম্বরঃ। কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড কমণ্ডলূন্ ॥ ৩৩২ ॥

কৃষ্ণ পদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম ।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম ॥ ৩৩৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্ক, ৫ম অ, ২৫ শ্লো জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং]

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৩৩৫ ॥

(তত্রৈব ১১শ স্ক, ৫ম অ, ২৮শ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং)

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন ।
কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ ৩৩৭ ॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন ।
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ৩৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

ভগবান্ বাসুদেবকে, সঙ্কর্ষণকে, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার ॥৩৩৬॥

অনুভাষ্য ।

ভাগবতে তত্রৈব ২৪ শ্লোকে । ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রি-মেখলঃ । হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ৩৩৩ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩৫ ॥

ভগবতে-বাসুদেবায় তে নমঃ সঙ্কর্ষণায় নমঃ প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় চ তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৩৬ ॥

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন ॥ ৩৩৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে, ৫ম অ, ২৯শ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৩৪০ ॥

আর তিনযুগে ধ্যানাদিকে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥ ৩৪১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১২ শ স্কন্ধে ৩য় অ ৩৪শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৩৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে রাজন্ দোষনিধি কলির একটি মহদ্গুণ আছে, কলিযুগে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতে জীব অত্যন্তবন্ধ মুক্তিলাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়া কলিযুগের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিলেন। ভক্তগণের সহিত লোকসমূহকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৩৩৮ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪০ ॥

হে রাজন্ দোষনিধেঃ দোষাণাং আধারস্যাপি কলেঃ কলিযুগস্য একঃ মহান্ গুণঃ অস্তি হি যতঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাৎ এব মুক্তসঙ্গঃ অন্যাভিলাষ-রহিতজ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতঃ সন্ পরং পঞ্চমপুরুষার্থং প্রেমভজনং ব্রজেৎ লভেৎ ॥ ৩৪২ ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৪৩ ॥

(হরিভক্তিবিলাসস্থ ১১শ বিলাসে ২৩৯ অঙ্কধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্থ দ্বিতীয়াধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকঃ)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং ॥৩৪৪॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অঃ ৩৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফললাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়। ৩৪২।৩৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

কৃতে সত্যযুগে বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ হরিধ্যানপরস্য ত্রেতায়াং মখৈঃ যজ্ঞাদিভির্যজতঃ বৈদিকবিধানেন অনুষ্ঠানপরস্য দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং পাঞ্চরাত্রিকবিধানেন অর্চ্চনা দিনা যৎ ফলং লভতে তৎসর্ব্বং কলৌ হরিকীর্ত্তনাৎ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৪৩ ॥

কৃতে সত্যযুগে ধ্যায়ন্ ধ্যানানুষ্ঠানেন ত্রেতায়াং যজ্ঞৈঃ যজন যজ্ঞেশ্বরং পরিতোষয়ন্ দ্বাপরে অর্চ্চয়ন্ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং পূজয়ন্ যদাপ্নোতি যৎ ফলং লভতে কলৌ কেশবং সংকীর্ত্ত্য তৎ সর্ব্বং আপ্নোতি ॥ ৩৪৪ ॥

অত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোপি লভ্যতে ॥ ৩৪৫ ॥

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন ॥ ৩৪৬ ॥
চারি যুগাবতারে এইত গণন।
শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন ॥ ৩৪৭ ॥
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ মতি ॥ ৩৪৮ ॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন অবতার ॥ ৩৪৯ ॥
প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি ॥ ৩৫০ ॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্রপ্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান ॥ ৩৫১ ॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষসকল কলিকে এই জন্য ধন্য বলিয়া থাকেন যে সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয় ॥ ৩৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

যত্র কলৌ সঙ্কীর্ত্তনেন কীর্ত্তনাখ্যাভক্ত্যনুষ্ঠানেন এব সর্ব্বঃ অপি স্বার্থঃ সর্ব্বস্বার্থঃ লভ্যতে গুণজ্ঞাঃ আর্য্যাঃ সারভাগিনঃ তং কলিং সভা- ॥ ৩৪৫ ॥

মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥ ৩৫২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ১০অ, ২৮শ শ্লোকে যমলার্জ্জুনবাক্যং)

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।

তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৫৩ ॥

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।

এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ ৩৫৪ ॥

আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ স্বরূপ লক্ষণ।

কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥ ৩৫৫ ॥

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রাকৃত অশরীরী, পরমেশ্বরে শরীরী অপ্রাকৃত অবতারতত্ত্ব অবগত হওয়া জীবের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। অতুল্য অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্য দ্বারা অবতার সকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন ॥ ৩৫৩ ॥

আকৃতি, আকার। প্রকৃতি স্বভাব। স্বরূপ, শ্রীমূর্ত্তি। স্বরূপ লক্ষণ সেই বিগ্রহের ব্যবহার। কার্য্য দ্বারা জ্ঞান তটস্থ লক্ষণ ॥ ৩৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

অতুল্যাতিশয়ৈঃ নাস্তি তুল্যং অতিশয়ঃ আধিক্যং যেভ্যঃ তৈঃ দেহিষু অসঙ্গতৈঃ তৈঃ তৈঃ বার্য্যৈবিভবৈঃ শরীরিষু প্রপঞ্চে প্রকটিতেষু অশরীরিণঃ প্রাকৃতশরীরবর্জ্জিতস্য যস্য অবতারাঃ জ্ঞায়ন্তে ॥ ৩৫৩ ॥

আকৃতি, প্রকৃতি এবং স্বরূপ এই তিনটী স্বরূপ বা মূল লক্ষণ। কার্য্য দ্বারা জ্ঞান তটস্থ বা গৌণ লক্ষণ ॥ ৩৫৫ ॥

পরমেশ্বর নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥ ৩৫৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১ম অ, ১ম শ্লোকে ব্যাসবাক্যং)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ৩৫৭॥

এই শ্লোকে পরং শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
সত্যং শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ॥ ৩৫৮ ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥ ৩৫৯ ॥
এই সব কার্য্য তার তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥ ৩৬০ ॥
অবতারকালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥ ৩৬১ ॥
সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।

অনুভাষ্য।

ভাগবতের জন্মাদ্যস্য শ্লোকে সত্যং এবং শব্দদ্বয়ে স্বরূপ লক্ষণ এবং বিশ্বসৃষ্টিস্থিতিলয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে বস্তুজ্ঞান, অর্থাভিজ্ঞতা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া পরমেশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩৫৬ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৫৭ ॥

পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেমদানসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৬২ ॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥ ৩৬৩ ॥
প্রভু কহে চতুরালি ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥ ৩৬৪ ॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৩৬৫ ॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে অবতার আভাসে বিভূতি লিখি ॥ ৩৬৬ ॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ॥ ৩৬৭ ॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শক্ত্যাবেশ গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার। সাক্ষাৎ শক্তির যাহা'ত অবতার তিনি মুখ্যশক্ত্যাবেশ অবতার; এবং যেস্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতিরূপে দেখা যায়, সেস্থলে গৌণশক্ত্যাবেশ অবতার ॥ ৩৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

কলিকালে যুগাবতারের আকার পীতবর্ণ স্বরূপ লক্ষণ, তটস্থলক্ষণ কার্য্য প্রেমদান সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৬২ ॥

চতুরালি, কৌশলে মনোগত অভিপ্রায় স্থাপন, নৈপুণ্যপ্রদর্শন, বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ। ৩৬৪ ॥

এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ॥ ৩৬৮ ॥

সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি।

ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি ॥ ৩৬৯ ॥

শেষে স্বসেবনশক্তি পৃথুতে পালন।

পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ ॥ ৩৭০ ॥

[লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশপ্রকরণে চতুর্থ শ্লোকে]

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।

ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ ॥ ৩৭১ ॥

বিভূতি কহিল যৈছে গীতা একাদশে।

জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাবাবেশে ॥ ৩৭২ ॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অ ৪১ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং]

যদযদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শেষে স্ব সেবনশক্তি,—শেষরূপী ভগবদবতারে স্বীয় সেবারূপশক্তি অর্পিত হইয়াছে ॥ ৩৭০ ॥

জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলা দ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ সেই মহত্তম জীবসকল আবেশ অবতার বলিয়া গণিত হন ॥ ৩৭১ ॥

অনুভাষ্য।

জনার্দ্দনঃ জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্র মহোত্তমে জীবে আবিষ্টঃ তে মহোত্তমাঃ জীবাঃ এব আবেশাঃ আবেশাবতারাঃ নিগদ্যন্তে কথ্যন্তে ॥ ৩৭১ ॥

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৩৭৩ ॥

[তত্রৈব ৪২ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৩৭৪ ॥

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥ ৩৭৫ ॥
কিশোর-শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥ ৩৭৬ ॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিকলীলাক্রমে ॥ ৩৭৭ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ২৭ শ্লোকে]

বয়সো বিবিধত্বেপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে সকল বিভূতিমান্ ও শ্রীমান্ জীব তাঁহাদিগকে আমার তেজাংশ-সম্ভব বলিয়া জান ॥ ৩৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

বিভূতিমৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমদূর্জ্জিতং বলপ্রভাবাদ্যধিকং সম্পত্তিযুক্তং এব বা যৎ যৎ সত্ত্বং বস্তু ভবতি তত্তৎ এব মম তেজোঽংশ সম্ভবঃ প্রভাবকলয়া সিদ্ধং ত্বং অবগচ্ছ ॥ ৩৭৩ ॥

চরিতামৃত আদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭৪ ॥

ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্ ।। ৩৭৮ ।।

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ।। ৩৭৯ ।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ।। ৩৮০ ।।

এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ।। ৩৮১ ।।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিত্যলীলাবিলাসবান সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় কৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকিলেও কিশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ ।। ৩৭৮ ।।

অনুভাষ্য।

বয়সঃ বিবিধত্বেপি বালপৌগণ্ডকিশোরাদিপ্রকারভেদেপি অত্র সর্ব্বভক্তি-রসাশ্রয়ঃ নিত্যলীলাবিলাসবান্ কিশোরঃ এব ধর্ম্মী সর্ব্ববয়ো-ধর্ম্মবিশিষ্টঃ পূর্ণঃ প্রকাশবান ।। ৩৭৮ ।।

কৃষ্ণের লীলা নিত্য প্রকট। অনন্ত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডে কালে কালে ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলা প্রকটিত হয়। এক ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণজন্ম লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৫ বর্ষকাল মৌষলান্ত লীলা পর্য্যন্ত প্রকটিত হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা অপ্রকট হয়। কৃষ্ণের লীলার ক্ষণকাল এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইয়া প্রথমক্ষণান্তে দ্বিতীয়ক্ষণ আরম্ভ হইলে প্রথম ক্ষণ সম্বন্ধীয় লীলা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ অসংখ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিক্ষণ সম্বন্ধীয় লীলাপ্রকট হইয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আবার সেইক্ষণ সম্বন্ধীয় লীলা উদয় হয়। ইহার উদাহরণে সূর্য্যের ভ্রমণমার্গ জ্যোতিশ্চক্র ভ্রমণ

ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি ॥৩৮২॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥ ৩৮৩ ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে ॥ ৩৮৪ ॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যৈছে ফিরে রাত্রি দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ ৩৮৫ ॥
রাত্রি দিনে হয় ষষ্টি দণ্ড পরিমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান ॥ ৩৮৬ ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টি পল ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয় ॥ ৩৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

কথিত হইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা ক্রমে ক্রমে উদয় হইয়া অপ্রকটিত হইতেছে। জীবজ্ঞানে সেই অনন্ত লীলার উপলব্ধির সম্ভাবনা নাই। গঙ্গাধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন, কুলালচক্র ভ্রমণ যেরূপ অনবচ্ছিন্ন ব্যাপক তাদৃশ কৃষ্ণলীলার নিরবচ্ছিন্ন প্রাকট্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধ হয়। নিত্যকালই কৃষ্ণের জন্ম বাল্য পৌগণ্ড-কিশোরাদি লীলা সংঘটিত হইতেছে। কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত জীবের, লীলার নিত্যপ্রাকট্য অনুভূতি না হইলেও তাঁহার লীলার নিত্যতা আছে। সকল লীলার এককালে নিত্য প্রাকট্যের নাম নিত্যলীলা।

এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥ ৩৮৮॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥ ৩৮৯॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥ ৩৯০॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥ ৩৯১॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥ ৩৯২॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে নিত্য লীলা কহে নিগম পুরাণ॥ ৩৯৩॥
গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥ ৩৯৪॥

অনুভাষ্য।

কিন্তু প্রপঞ্চে অনুক্রমে লীলার প্রাকট্য হয়। তৎকালে অন্যান্য লীলা অপর ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকে বলিয়া কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে এককালে নিখিল উপলব্ধি হয় না; বস্তুতঃ লীলা নিত্য। চৌদ্দ মন্বন্তর অর্থাৎ কল্পের নির্দ্দিষ্টকালে কোন এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণলীলা মণ্ডল পুনরাবর্ত্তিত হয়। লীলা অনিত্য নহে। অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য

অতএব গোলোকস্থান নিত্য বিহার ।
ব্রহ্মাণ্ডগণের ক্রমে প্রকট তাহার ॥ ৩৯৫ ॥
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম ।
পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ ॥ ৩৯৬ ॥

অনুভাষ্য ।

লীলা পরিদৃশ্য হয় বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক নিত্যলীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বেদ পুরাণাদি নিত্য লীলার কথা বলেন। গোলোকের নিত্যবিহারস্থলী ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয় ॥ ৩৭৯-৩৯৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকায় এই প্রসঙ্গ অবলম্বনে লিখিয়াছেন :—সাধকদেহেঽনুরাগোৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ। ব্রজেঽভবন্নিতি অবতারসময়ে নিত্যপ্রিয়াস্তা যথা আবির্ভবন্তি তথৈব গোপিকাগর্ভে সাধনসিদ্ধা অপি আবির্ভবন্তি। সাধকদেহভঙ্গসময়ে এব তস্মৈ প্রেমবতে ভক্তায় × × চিদানন্দময়ী গোপিকাতনুশ্চ দীয়তে : সৈব তনুঃ যোগমায়য়া বৃন্দাবনীয়প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিবারপ্রাদুর্ভাবসময়ে গোপীগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। নাত্র কালবিলম্বগন্ধোঽপি। প্রকটলীলায়া অপি বিচ্ছেদাভাবাৎ। যস্মিন্নেব ব্রহ্মাণ্ডে তদানীং বৃন্দাবনীয়লীলানাং প্রাকট্যং তত্রৈবাস্মাকমেব ব্রজভূমৌ, অতঃ সাধকপ্রেমিভক্তদেহভঙ্গসমকালেঽপি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবঃ যদেবাস্তি, ইতি ভো ভো মহানুরাগিসোৎকণ্ঠভক্তা যাভৈষ্ট সুস্থিরাস্তিষ্ঠত স্বস্ত্যেবাস্তি ভবদ্ভ্যঃ ইতি ॥ ৩৯৩-৩৯৫ ॥

কৃষ্ণ ব্রজে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন পূর্ণতম। দ্বারকা ও মথুরা পুরীদ্বয়ে কৃষ্ণ তদপেক্ষা ন্যূন সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১১০ শ্লোকে]

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯৭ ॥

(তত্রৈব একাদশাধিক-শত-শ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামি-বাক্যং)

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥ ৩৯৮ ॥

(তত্রৈব দ্বাদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং)

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥ ৩৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দদ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ পূর্ণ-হরি পূর্ণতর-হরি ও পূর্ণতমহরি এই তিন প্রকার ॥ ৩৯৭ ॥

অল্প গুণের প্রকাশক হরি পূর্ণ। সর্ব্বগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি পূর্ণতর। অখিলগুণপ্রকাশিত হরি পূর্ণতম। ইহা পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করেন ॥৩৯৮॥

অনুভাষ্য।

তজ্জন্য পূর্ণতর এবং পরব্যোম বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ পুরীদ্বয় অপেক্ষা ন্যূন সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশ করেন তজ্জন্য পূর্ণ ॥ ৩৯৬ ॥

নাট্যে নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈঃ যঃ হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯৭ ॥

প্রকাশিতাখিলগুণঃ পূর্ণতমঃ অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ অল্পদর্শকঃ পূর্ণঃ বুধৈঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯৮ ॥

এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণনাম ॥ ৪০০ ॥
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥ ৪০১ ॥
অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন ॥ ৪০২ ॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥ ৪০৩ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪০৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপতত্ত্বরূপ শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা ছিল, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল ॥ ৩৯৯ ॥

অনুভাষ্য।

গোকুলান্তরে কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ পরব্যোমে পূর্ণতা দ্বারকা-মথুরাদিষু পূর্ণতরতা ॥ ৩৯৯

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন পূর্ণতম প্রকাশ, দ্বারকানাথ মথুরেশ পূর্ণতর প্রকাশ এবং বৈকুণ্ঠনাথ পূর্ণ প্রকাশ ॥ ৪০০ ॥

শাখাচন্দ্র ন্যায়। চরিতামৃত মধ্য বিংশপরিচ্ছেদ ২৪৮ সংখ্যা ॥ ৪০২ ॥

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণলোকতত্ত্ব, পরব্যোমতত্ত্ব, কারণবারিতত্ত্ব এবং মায়িক ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব বর্ণন করিয়া কৃষ্ণের দ্বারকায় ব্রহ্মার দর্পচূর্ণরূপ একটী লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তদনন্তর কৃষ্ণরূপের সৌন্দর্য্য প্রকাশক একটী মধুর পদ্য মহাপ্রভুর বাক্য বলিয়া লিখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল।

অগতির গতি এবং অর্থহীনগণের প্রতি অধিক উপকারক শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করতঃ তাঁহার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যকণা বর্ণনা করিতেছি॥ ১॥

অনুভাষ্য।

অগত্যেকগতিং গতিহীনানাং একমাত্রাবলম্বনং হীনার্থাধিকসাধকং হীনানাং দরিদ্রাণাং যে অর্থাঃ প্রয়োজনানি তেষাং অধিকং যথা স্যাৎ তথা সাধকং শ্রীচৈতন্যং নত্বা অস্য ভগবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং মাধুর্য্যে যদৈশ্বর্য্যকণং মাধুর্য্যকণং ঐশ্বর্য্যকণঞ্চ বা তল্লিখামি॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক পৃথক বৈকুণ্ঠ নাহিক গণনে ॥ ৩ ॥
শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটী যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥ ৪ ॥
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ সব হয় ॥ ৫ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥ ৬ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণ-লোক কর্ণিকার গণি ॥ ৭ ॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য স্থান অবতার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চিন্ময়জগত একটী পদ্মস্বরূপ সেই পদ্মের উচ্চভাগ কর্ণিকার কৃষ্ণলোক চতুর্দ্দিকস্থ দলশ্রেণীরূপে অনন্তবৈকুণ্ঠ পরব্যোম বিরাজমান ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য।

বৈকুণ্ঠের মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় পরিমাণ নাই। শতসহস্র অযুতলক্ষ, কোটি অসংখ্য যোজন বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠ। যাহাতে কোন প্রকার পরিমাণ বিশিষ্ট কুণ্ঠধর্ম্ম নাই তাহাই বৈকুণ্ঠ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় জীব কোন ছার ॥ ৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অ, ২১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তবঃ]

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ৯ ॥

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥ ১০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অ, ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

গুণাত্মনস্তেপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভূমন, হে ভগবন, হে পরাত্মন্, হে যোগেশ্বর! এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোথায়, কিরূপ, কোন্ দিন যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাক তাহা কে জানিতে পারে? ॥ ৯ ॥

অনুভাষ্য।

বৈকুণ্ঠের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান এবং ষড়ৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট অবতারের সীমা, মায়া রাজ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা বা শিবাদির গোচর হইতে পারে না, ক্ষুদ্র জীবের তো কথাই নাই ॥ ৮ ॥

হে ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বর ভবতঃ ঊতীঃ লীলাঃ ক্ব্যতিব্বা ক কথং বা কদা কতি বা ইতি ত্রিলোক্যাং কঃ বেত্তি ন কোঽপি জানাতি যতো যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি ॥ ৯ ॥

কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকাদ্যুভাসঃ ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মাদি রহু! সহস্র বদনে অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পণ্ডিত সকল ভূমির রেণুকণ এবং আকাশের হিমকণ, নক্ষত্রাদি কাল গণনা করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কে বা জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং অনন্ত গুণস্বরূপ যে তুমি, তোমার গুণসকল গণনা করিতে সক্ষম হয় ॥ ১১ ॥

আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিসকল মায়াধীশ পুরুষের অন্ত জানিতে পারি না; অপরে কে জানিবে। সহস্রানন অনন্তদেব তাহার গুণগণ গান করিতে করিতে আজ ও পর্য্যন্ত পার পান নাই ॥ ১২ ॥

অনুভাষ্য।

গুণাত্মনঃ ত্রিগুণাধিষ্ঠাতুঃ অস্য বিশ্বস্য হিতাবতীর্ণস্য মঙ্গলায় প্রকটমানস্য অপি তে তব গুণান্ বিমাতুং গণয়িতুং যৈঃ সুকল্পৈঃ সুনিপুণৈঃ কালেন ভূ-পাংশবঃ পৃথ্বীপরমাণবঃ খে আকাশে মিহিকাদ্যুভাসঃ হিমকণাঃ দিব-জ্যোতিষ্কাণাং কিরণপরমাণবো বা বিমিতাঃ বিশেষেণ গণিতাঃ কে লোকাঃ ঈশিরে ॥ ১১ ॥

চতুর্মুখে ব্রহ্মা বা পঞ্চমুখে শিব দূরে যাক্, অনন্ত, নিরন্তর সহস্রমুখে গান করিয়াও যাঁহার গুণের সীমা প্রাপ্ত হন না। পাঠান্তরে ব্রহ্মাদিও বহুসহস্র বদনে অনন্ত। অন্যপাঠে। ব্রহ্মাদি বহু অনন্ত সহস্র বদন। নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গণন ॥ ১২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ম অ, ৪০ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ১৩ ॥

সেহো রহু, সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ গুণের অন্ত না পায় হয়েন সতৃষ্ণ ॥ ১৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৮৭ অ, ৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিবাক্যং

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আপনি অনন্ত, সেইজন্য সেই দেবতাগণ আপনার অন্ত পান নাই। আপনিও আপনার গুণের অন্ত পান না। আকাশে পরমাণুগণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই

অনুভাষ্য।

তে তব মায়াবলস্য পুরুষস্য ভগবতঃ অন্তং অহং ন বিদামি অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ ন জানন্তি যে অপরে কুতঃ বিদন্তি দশশতাননঃ সহস্রবদনঃ আদিদেবঃ শেষঃ অপি অস্য গুণান্ গায়ন্ অধুনা অপি পারং ন সমবস্যতি—ন প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

সেহো রহু। অনন্তদেব ও দূরে থাকুন্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও নিজগুণের সাম্য প্রাপ্ত না হইয়া তৃষ্ণান্বিত ॥ ১৪ ॥

খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎশ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ১৫ ॥
সেই রহু, ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥ ১৬ ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠাজাণ্ড স্বস্বনাথ সনে ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কারণে শ্রুতিগণ আপনাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাহাকেই লক্ষ্য করে, তাহা আপনি নন এইরূপ করিতে করিতে সমস্তই আপনাতে পর্য্যবসিত হয় এরূপ স্থির করিয়া আপনি যে সকলের আধার এই সিদ্ধান্ত করে ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মহিমা পরীক্ষা করিবার জন্য গোবৎস ও গোপসকল চুরি করিলে কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত বস্তু সমস্ত প্রকট করিয়াছিলেন। চিন্ময় গো ও গোপবালক ও অশেষ

অনুভাষ্য।

শ্রুতয়ঃ ঊচুঃ হে ভগবন্ অনন্ত দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাধিপাঃ ব্রহ্মাদয়োঽপি এব তে তব অন্তং গুণসীমাং ন যযুঃ ন প্রাপুঃ। ত্বমপি যদন্তরা যদ্ গুণান্তং গুণসীমা তব অন্তরা নিজগুণান্ গণয়িতুং অসমর্থঃ। নন্ বয়সা খে আকাশে রজাংসি ইব সাবরণাঃ আবরণসমন্বিতাঃ অণ্ডনিচয়াঃ ব্রহ্মাণ্ডগণাঃ সহ বান্তি পরিভ্রমন্তি ভবন্নিধনাঃ ভবতি নিধনং যাসাং তাঃ শ্রুতয়ঃ অতন্নিরসনেন ত্বয়ি ফলন্তি হি ॥ ১৫ ॥

একক্ষণমধ্যে কৃষ্ণ পরব্যোমনাথ সহ অসংখ্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ এবং রুদ্রব্রহ্মাদি সহ অসংখ্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৭ ॥

এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত॥ ১৮ ॥
কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপসংখ্যা নাহি জানি॥ ১৯ ॥
একেক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি অর্ব্বুদ শঙ্খ পদ্ম তার গণন॥ ২০ ॥
বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥ ২১ ॥
সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক পৃথক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥ ২২ ॥
এক কৃষ্ণ দেহ হৈতে সবার প্রকাশে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বকুণ্ঠতত্ত্ব প্রকট করিয়া অপ্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। স্বীয় স্বীয় ব্রহ্মার [illegible] অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রাকৃত সৃষ্টি করিলেন। এই অদ্ভুত [illegible] শ্রবণ করিলে চিত্তমল ধৌত হয়। অসংখ্য কৃষ্ণবৎস এই শব্দদ্বারা [illegible] গোবৎস সকল এবং গোবালক সকল অসংখ্য রূপে প্রকট হইল॥ ১৭-২০ ॥

অনুভাষ্য।

একং দশশতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতং চৈব কোটির্ব্বুদ-মব চ॥ বৃন্দঃ খর্ব্বো নিখর্ব্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং [illegible]দ্ধিশ্চ দশবৃদ্ধ্যা যথাক্রমম্॥ ২০ ॥

ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥ ২৩ ॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি সেই পাছে করিল নিশ্চিত ॥ ২৪ ॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক কায়মনে মুঞি এই মানো ॥ ২৫ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অ, ৩৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণের মহিমা রহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন স্থানের আশ্চর্য্য বিভুতা ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহারা বলেন, আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি, তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো আমি এইমাত্র বলি তোমার বৈভবসকল আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

হে প্রভো জানন্তঃ বিজ্ঞাঃ এব জানন্তু বহূক্ত্যা কিং অধিক-বাগ্‌যোগেন ফলং নাস্তি। তব বৈভবং মে মম ব্রহ্মণঃ মনসঃ বপুষঃ বাচঃ কায়মনো-বাক্যানাং ন গোচরঃ ন স্পর্শনাধিকারঃ ॥ ২৭ ॥

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রের প্রকাশে।
তার এক দেশে বৈকুণ্ঠাজাণ্ডগণ ভাসে॥ ২৯॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্রন্যায় করি দিগ্ দরশন॥ ৩০॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা প্রভু হইল ফাঁপর॥ ৩১॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥ ৩২॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্ক ২ অ, ২১ শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং)

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রজমণ্ডলে যে দ্বাদশবন আছে যে সমস্ত মিলিয়া চৌরাশি ক্রোশ হয়। তন্মধ্যে বৃন্দাবন নামক বনটী বর্ত্তমান বৃন্দাবন নগরের সীমা হইতে নন্দগ্রাম বৃষভানুপুর পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ॥ ২৯॥

শাখাচন্দ্র ন্যায়,—চন্দ্রের এক শাখা দেখাইয়া যেমন চন্দ্রের পরিচয় দেওয়া যায় সেইরূপ কোন তত্ত্বের এক দেশ দেখাইয়া সর্ব্বদেশের কিঞ্চিৎ জ্ঞান দেওয়া যায়। এই ন্যায়কে শাখাচন্দ্র ন্যায় বলে॥ ৩০॥

অনুভাষ্য।

শাস্ত্রে বৃন্দাবন ষোলক্রোশ বলিয়া উক্ত আছে। ইহারই একপার্শ্বে যাবতীয় বৈকুণ্ঠ ও সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রকাশিত॥ ২৯॥

শাখাচন্দ্রন্যায়। মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ ২৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৩০॥

বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥ ৩৩

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড় তার সম কেহ নাহি আন॥ ৩৪॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ম অ, প্রথম শ্লোকঃ)

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৩৫॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের কৃষ্ণ অধীশ্বর॥ ৩৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের অধীশ্বর, অতএব সমানহীন ও অতিশয় বর্জ্জিত স্বারাজ্যলক্ষ্মী দ্বারা সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চিরদিন লোকপাল সকল তাঁহার পূজা দিতে আসিয়া তাঁহার পাদপীঠে কীরিট-কোটী-শোভিত মস্তকসকল নম্র করিয়া শব্দ করিয়া থাকেন॥ ৩৩॥

অনুভাষ্য।

অসাম্যাতিশয়ঃ ন সাম্যং অতিশয়শ্চ যস্মাৎ ত্র্যধীশঃ গোলোকপরব্যোম-দেবীধামপতিঃ কারণসমষ্টিব্যষ্টিসর্গানাং অধিপতির্বা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবেশ্বরো বা গোকুল-মথুরা-দ্বারকাধামেশো বা স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ চিদানন্দ-স্বরূপসম্পত্ত্যা লব্ধনিখিলভোগঃ বলিং করং হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিঃ চিরলোক-পালৈঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ কোটিমুকুটাগ্রেণ বন্দিত-পাদসিংহাসনং যস্য সঃ স্বয়ং তু॥ ৩৩॥

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৩৫॥

ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু জগৎপালনকর্ত্তা, হর জগৎ সংহারকর্ত্তা এই কর্ত্তৃত্রয় কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর॥ ৩৬॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে, ৬ অ, ৩০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

সৃজামি তন্নিযুক্তোহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩৭ ॥

এ সামান্য ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগত কারণ তিন পুরুষাবতার ॥ ৩৮ ॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব অন্তর্যামী ॥ ৩৯ ॥
এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগত ঈশ্বর।
এহোঁ কলা অংশ যাঁর কৃষ্ণ অধীশ্বর ॥ ৪০ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫অ, ৫৪ শ্লোকঃ)

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

এই অর্থ বাহ্য গূঢ় শুন অর্থ আর।
তিন আবাস স্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥৪২॥

অনুভাষা।

মধ্য লীলা ২০ পরিচ্ছেদ ৩১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

আদিলীলা পঞ্চমপরিচ্ছেদ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

তিন আবাস স্থান। ১। অন্তরাবাস গোলোক। ২। মধ্যমাবাস পরব্যোম। ৩। বাহ্যাবাস দেবীধাম ॥ ৪২ ॥

অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ ॥ ৪৩ ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি-লীলা সার ॥ ৪৪ ॥

(গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ)

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥৪৫॥

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।
নারায়ণ আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥ ৪৬ ॥
মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
অনন্ত-স্বরূপ যাঁহা করেন বিহার ॥ ৪৭ ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করুণাসমূহ দ্বারা কোমল, মধুরৈশ্বর্য্য বিশেষ যুক্ত ব্রজরাজনন্দন জয়যুক্ত হওয়ায় আমাদিগের চিন্তাকণিকাও অভ্যুদয় হয় না ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

করুণানিকুরম্বকোমলে করুণাসমূহেন কোমলঃ স্বভাবো যস্ত সঃ তস্মিন্ মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবিচিত্রসম্পত্তিসম্পন্নে ব্রজরাজনন্দনে কৃষ্ণে জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বতি নঃ অস্মাকং চিন্তাকণিকা ন অভ্যুদেতি ॥ ৪৫ ॥

(ব্রহ্মসংহিতায়াং ৫ অ, ৪৯ শ্লোকঃ)

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নিতলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৮৭অ ধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং)

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোলোকনামা নিজ ধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধামনিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন; সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৯ ॥

প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম এই দুয়ের মধ্যে বিরজা নদী তাহা মঙ্গলজনক বেদাঙ্গ ঘর্ম্মজনিতজলে স্রাবিত ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য।

তস্য কৃষ্ণস্য গোলোকনাম্নি নিজধাম্নিতলে দেবীমহেশহরিধামসু পারম্পর্য্যক্রমেণ বৈকুণ্ঠ-শিবধাম-দেবীধামসু তেষু তেষু চ যেন গোবিন্দেন তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি ॥৪৯॥

প্রধানপরমব্যোম্নোঃ দেবীধামবৈকুণ্ঠয়োঃ অন্তরে মধ্যে বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈঃ বেদাঃ অঙ্গানি যস্য তস্য ভগবতঃ ঘর্ম্মোদ্ভবৈঃ তোয়ৈঃ সলিলৈঃ প্রস্রাবিতা প্রবাহিতা শুভা বিরজা নদী ॥ ৫০ ॥

(তত্রৈব বিষ্ণোর্ধামকথনে ৮৮ অ, ধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং)

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥ ৫১ ॥

তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥ ৫২ ॥
দেবীধাম নাম তার জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়াদাসী ॥ ৫৩ ॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরমপদস্বরূপ, ত্রিপাদভূত, পরব্যোম আছেন তাৎপর্য্য এই যে পরব্যোম চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয়, অমৃতরূপ ত্রিপাদ বিভূতি তাহাতে নিত্যবর্ত্তমান। মায়িক ব্যাপার সমুদায় মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদ বিভূতিমাত্র ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য।

তস্যাঃ বিরজাখ্যাঃ নদ্যাঃ পারে ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনং অমৃতং অক্ষয়ং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদং পরব্যোম ॥ ৫১ ॥

জীব—বদ্ধ ভোগপরায়ণ জীব দেবীধামে বাস করে। স্বারাজ্যলক্ষ্মী কৃষ্ণসেবিকা হইয়া কৃষ্ণের অভীষ্ট পালন করেন, জগল্লক্ষ্মী দেবীধামবাসী জীবগণের রক্ষা করেন। যাঁহা এই দেবীধামে, জগল্লক্ষ্মীর দাসী মায়া অধিষ্ঠাত্রী ॥ ৫৩ ॥

গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর ॥ ৫৪ ॥

চিচ্ছক্তি বিভূতিধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।

মায়িক বিভূতি এক পাদ অভিধান ॥ ৫৫ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে,পূর্ব্বখণ্ডে ত্রিপাদভূমিকথনে ৪ অ, ধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং)

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং।

বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥ ৫৬ ॥

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর।

এক পাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥ ৫৭ ॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা রুদ্রগণ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

ত্রিপাদবিভূতিধাম বলিয়া সেই পদকে ত্রিপাদভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক-বিভূতি একপাদ মাত্র ॥ ৫৬ ॥

অনুভাষ্য।

তিন ধাম। সর্ব্বোপরিধাম গোলোক, হরিধাম পরব্যোম ও দেবীধাম। দেবীধাম হইতে মুক্ত জীব পরব্যোমে হরিসেবা না পাইলে মহেশ ধাম লাভ করে। উহা দেবীধামের উপরে হইলেও হরিধাম-পরব্যোম নহে ॥৫৪॥

হরিধাম পরব্যোম ও গোলোক অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তিবিভূতি বিশিষ্ট ধাম। তাহা ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নামে আখ্যাত হয়। মায়িক বিভূতিযুক্ত দেবীধাম এক পাদ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৫৫ ॥

তৎপদং ত্রিপাদবিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি ত্রিচরণাত্মকং উচ্যতে যতঃ সর্ব্বা মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা একচরণা প্রোক্তা ॥ ৫৬ ॥

চিরলোকপাল শব্দে তাহার গণন ॥ ৫৮ ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাল কৃষ্ণেরে ॥ ৫৯ ॥
কৃষ্ণ কহেন কোন্ ব্রহ্মা কি নাম তাহার।
দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছে আর বার ॥ ৬০ ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া সনক-পিতা-চতুর্ম্মুখ আইলা ॥ ৬১ ॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ৬২ ॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তারে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইহাঁ আগমন হৈল ॥ ৬৩ ॥
ব্রহ্মা কহে তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন ॥ ৬৪ ॥
কোন্ ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ॥ ৬৫
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।

অনুভাষ্য।

চিরলোকপাল শব্দে ব্রহ্মাণ্ডের আধিকারিক চিরস্থায়ী কার্য্যকারক ব্রহ্মা-রুদ্রাদি। লোকপাল সাধারণতঃ দিক্‌পাল। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নৈঋত, বায়ু, কুবের ও শিব ॥ ৫৮ ॥

অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে ॥ ৬৬ ॥
দশ বিশ শত সহস্রাযুত লক্ষবদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন ॥ ৬৮ ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তীগণ মধ্যে যেন শশক রহিলা ॥ ৬৯ ॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥ ৭০ ॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥ ৭১ ॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥ ৭২ ॥
যোড় হাতে ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ ॥ ৭৩ ॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি ॥ ৭৪ ॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥ ৭৫ ॥
সুখী হও সবে কিছু নাহি দৈত্য ভয়।

তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥ ৭৬ ॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়াছিল ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার ॥ ৭৭ ॥
দ্বারকাদি বিভূতির এই ত প্রমাণ।
আমারেই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ নাথ হৈল জ্ঞান ॥ ৭৮ ॥
কৃষ্ণ সহ দ্বারকা বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র মিলনে কেহ কাহোঁ না দেখিল ॥ ৭৯ ॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিল।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেল ॥ ৮০ ॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি করিল নমস্কার ॥ ৮১ ॥
ব্রহ্মা বলে পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিল।

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণ এবং দ্বারকাধামের অলৌকিক বিভূতি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুভব করিলেন। অষ্টাদি ও দশমুখ বিশমুখ শত সহস্র অযুত লক্ষ কোটি মুখ ব্রহ্মা ও রুদ্রগণ একত্র মিলিত হইলেন এই সম্মিলন চতুর্ম্মুখ ও কৃষ্ণ দেখিলেন পরন্তু কৃষ্ণেচ্ছায় আগত বৃহৎব্রহ্মা ও বৃহৎ শিব সমূহের তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। অথবা ব্রহ্মশিবপুঞ্জের এতাদৃশ সংঘট্ট হইল যে পরস্পরে দেখাসাক্ষাৎ আলাপাদি করিবার একেবারেই তাঁহাদের অবসর হয় নাই। কেহ কাহাকেও আদর অভ্যর্থনা করিবার অবকাশ পান নাই ॥ ৭৯ ॥

তার উদাহরণ আমি আজিত দেখিল ॥ ৮২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অ, ৩৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ)

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন ।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন ॥ ৮৪ ॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শত-কোটি কোন লক্ষকোটি ।
কোন নিযুত-কোটি কোন কোটি-কোটি ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য ।

মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ ২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ড শত কোটীযোজন ধরিলে তদৰ্দ্ধ পঞ্চাশৎ কোটিযোজন। মনু লিখিয়াছেন। স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ১২ অধ্যায় ৯০ শ্লোক। খব্যোম খত্রয় খসাগর ষট্কনাগ-ব্যোমা-ষ্টশূন্য যমরূপ নগাষ্টচন্দ্রাঃ। ব্রহ্মাণ্ডসম্পুটপরিভ্রমণং সমন্তাদভ্যন্তরে দিনকরস্য করপ্রসারঃ ॥ সিদ্ধান্ত শিরোমণৌ গ্রহগণিতে মধ্যমাধিকারে কক্ষা-প্রক্রমে তথা গোলাধ্যায়ে ভুবন-কোশে ৬৭ শ্লোকে। কোটি-য়ৈর্নখনন্দষট্ক নখভূভূভৃদ্ভুজঙ্গেন্দুভির্জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ। তদ্ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ ॥ ১৮৭১২০৬৯২০০০০০০০০ যোজন খকক্ষা। উহাকে কেহ কেহ ব্রহ্মাণ্ড কটাহ দ্বয়ের মিলন স্থলের বেষ্টন পরিমাণ বলেন ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ ৮৬ ॥
একপাদ বিভূতি ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ ॥ ৮৭ ॥

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ২৮ অঙ্ক ধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং)

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥ ৮৮ ॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ জানন না যায় ॥ ৮৯ ॥
ত্র্যধীশ্বর শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।
ত্রিশব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥ ৯০ ॥
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥ ৯১ ॥
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৮৮ ॥

গোলোকে প্রকোষ্ঠত্রয় ১। গোকুল ২। মথুরা ৩। দ্বারকা। কৃষ্ণলীলার প্রকোষ্ঠত্রয়ের ন্যায় গৌরলীলারও অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রকোষ্ঠত্রয় আছে। ১। নবদ্বীপ মণ্ডল ২। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ৩। দাক্ষিণাত্য ও ব্রজমণ্ডল ॥ ৯১ ॥

তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৯২ ॥
পূর্ব্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥ ৯৩ ॥
তা সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥ ৯৪ ॥
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥ ৯৫ ॥
নিজচিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম ॥ ৯৬ ॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৯৭ ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি তার ছুঁইল এক বিন্দু ॥ ৯৮ ॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।

অনুভাষ্য।

মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণ স্বারাজ্যলক্ষ্মীরূপ নিজ চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট হইয়া নিত্য বিরাজমান। ভগবানের চিচ্ছক্তিসম্পত্তিকেই ষড়ৈশ্বর্য্য বলে। চিচ্ছক্তি চিন্ময় শক্তিমান্ বিগ্রহের নিজ শক্তি ও কৃষ্ণ সেবিকা। মায়াশক্তি চিদ্বিগ্রহের ঈক্ষণে ক্রিয়াবতী হইলেও মায়াশক্তিমান্‌কে মায়িক অনিত্য ভোগপর করে ॥ ৯৬ ॥

মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল ॥ ৯৯ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্ক ২য় অ, ১২ শ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং]

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং ॥ ১০০

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য ঋদ্ধির পরমপদ ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ॥ ১০০ ॥

অনুভাষ্য।

স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা নিজচিচ্ছক্তিবীর্য্যং প্রকাশয়তা যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং যন্মর্ত্ত্যলীলাসু ঔপয়িকং যোগ্যং নরাকৃতিঃ গৃহীতং স্বস্য চ বিস্মাপনং নিজবিস্ময়জনকং যতঃ সৌভগর্দ্ধেঃ সৌভাগ্যাতিশয়স্য পরং পদং পরা প্রতিষ্ঠা ভূষণভূষণাঙ্গং ভূষণানাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্মিন্ তম্ ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণের গোকুল লীলা, বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদি পরব্যোম লীলা, কারণার্ণবাদি-শায়ী পুরুষাবতার লীলা, মৎস্যকূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার লীলা, ব্রহ্ম-

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।।ধ্রু।। ১০২ ।।
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে।। ১০৩ ।।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার চিচ্ছক্তিনামক যোগমায়ার সন্ধিনীগত বিশুদ্ধসত্ত্ব তত্ত্বের পরিণাম স্বরূপ ।। ১০৩ ।।

অনুভাষ্য।

শিবাদি গুণাবতার লীলা, পৃথু ব্যাসাদি আবেশাবতার লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের খেলা সমূহের মধ্যে তারতম্য বিচারে নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণ স্বরূপ নরলীলার সদৃশ কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন, প্রভৃতি প্রাকৃত মলবিশিষ্ট নহে ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণের মধুররূপের এককণা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা ভুবনত্রয়কে বা অন্তঃপুর গোলোকবৃন্দাবন মধ্যমাবাস পরব্যোম ও বাহ্যাবাস দেবীধাম ত্রিভুবনকে ডুবাইয়া দিতে সমর্থ এবং তত্তত্ত্রিভুবনস্থ প্রাণীগণকে রূপমাধুর্য্যাতে আকৃষ্ট করে ॥ ১০২ ॥

পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তার ধাম ॥ ১০৪ ॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ মন ॥ ১০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহ যে চিত্তত্ত্বের পরমসৌভাগ্য তাহা এই কৃষ্ণরূপেই নিত্য অবস্থিতি করে ॥ ১০৪ ॥

অনুভাষ্য।

দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় রত্নস্বরূপ বস্তু নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন ॥ ১০৩ ॥

কৃষ্ণরূপের অসামান্য চমৎকারিতা এরূপ যে তাহা কৃষ্ণেরই বিস্ময় উৎপন্ন করে এবং উহা আস্বাদন করিবার জন্য কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। সমগ্র সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, বৈরাগ্যাত্মক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিজ সৌভাগ্যাতিশয় কৃষ্ণেই নিত্যস্থিত ॥ ১০৪ ॥

অলঙ্কার অঙ্গের ভূষণ। কিন্তু অলঙ্কারের অলঙ্কার কৃষ্ণের অঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গ শোভা এতাদৃশ অপরূপ। তাদৃশ অঙ্গশোভা সত্ত্বেও অধিক পরিমাণে শোভা ললিত ত্রিভঙ্গে বৃদ্ধি হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও চক্ষুর উপরিভাগে ধনুস্তুল্য ভ্রূ নৃত্য করিতেছে। তির্য্যগ্ভাবে অপাঙ্গদৃষ্টি

ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম,　　তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি,　　যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥ ১০৬ ॥
চড়ি গোপী-মনোরথে,　　মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প,　　স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য।

রূপ বাণ ভ্রূধনুতে সংযুক্ত হইয়া রাধা এবং তদনুগ গোপীগণের মনকে বিদ্ধিবার উদ্দেশে দৃঢ়ভাবে সন্ধান করিতেছে ॥ ১০৫ ॥

কৃষ্ণের রূপ এতাদৃশ মনোহর যে প্রাকৃত জগতের সকল প্রাণী ও দেবতা দূরে থাক্ ব্রহ্মাণ্ডের উপরি পরব্যোমস্থ নারায়ণাদি স্বরূপের ও মন বলক্রমে হরণ করে। বেদে যে লক্ষ্মীগণকে একমাত্র পতিব্রতা শিরোমণি বলিয়া উক্তি করেন তাঁহারাও কৃষ্ণসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মাভিলাষ করেন ॥ ১০৬ ॥

গোপীর অনুকূল চিত্তবৃত্তিরূপ মনোরথে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজসেবা স্বীকারপূর্ব্বক কন্দর্পের মনোমথন করিয়া মদনমোহন নামে সংজ্ঞিত হন। রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শাত্মক পঞ্চকামবাণাধিপ মদনের স্বসৌন্দর্য্য দ্বারা নারীবিমোহনরূপ অহঙ্কার পদদলিত করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং নবকন্দর্প সজ্জায় গোপীগণের সহ রাসে ক্রীড়া করেন ॥ ১০৭ ॥

নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণু ধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥ ১০৮॥
মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগত শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত ধার॥ ১০৯॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্রবীর্য্য, সমগ্রযশ, সমগ্রসৌন্দর্য্য, সমগ্রজ্ঞান, সমগ্রবৈরাগ্য এই ছয়টী গুণকে ভগবত্তা বলে তন্মধ্যে সমগ্রশ্রীর

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণের গলদেশে যে মুক্তামালার হার আছে উহা শুভ্র বকশ্রেণীর সদৃশ, কৃষ্ণের শিরোদেশে যে ময়ূর পাখা আছে তাহা ইন্দ্রধনুসদৃশ এবং কৃষ্ণের পীতবসন বিদ্যুতের ন্যায়। কৃষ্ণ নবমেঘসদৃশ গোপীজনজগৎ শস্য সদৃশ। সেই শস্যের উপর কৃষ্ণ লীলামৃত ধারা বারি বর্ষণের ন্যায় জীবনসঞ্চারী। বর্ষাকালে বক উড়ে, রামধনু দেখা যায়ও তড়িৎ দৃষ্ট হয়॥ ১০৯॥

স্থানে স্থানে ভাগবতে,   বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে,   শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন হাতে ধরি।
গোপী ভাগ্য কৃষ্ণ গুণ,   যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরা নাগরী ॥ ১১১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৪ অ, ১৩ শ্লোকে যোষিদ্বাক্যং)

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপম্
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ষাম মাধুর্য্য। তাহাই ষড়্বিধ ভগবত্তার সার। তাহারই নামান্তর মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে মাধুর্য্যপ্রধানভগবত্তা। নারায়ণাদিমূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবত্তা ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের ভগবত্তাসারই মাধুর্য্য। ঐ মাধুর্য্য ব্রজেই প্রচারিত হইয়াছে। সেই ভক্তহৃদয়োন্মাদিনী মাধুর্য্যকণা দ্বৈপায়নপুত্র শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে ভক্তগণের জন্য বর্ণন করিয়াছেন ॥ ১১০ ॥

মথুরাবাসিনীগণ গোপীর অসামান্য সৌভাগ্য ও কৃষ্ণের অলৌকিকগুণ ভাবভরে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণরস বলিতে গিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়া সনাতনের হাত ধরিয়া প্রেমাবেশে সেইশ্লোক পড়িলেন ॥ ১১১ ॥

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥ ১১২ ॥

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
তাহা ডুবায় না হয় উদ্গম ॥ ১১৩ ॥
সখি হে কোন তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥ ধ্রু ॥ ১১৪ ॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যার সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যেহোঁ সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥ ১১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিত্যতরুণতারূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গবৎ লাবণ্যসার কৃষ্ণশরীরে লক্ষ্য হয়। তাহাতে ভাবোদ্গমরূপ আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণী; বংশীধ্বনি ঘূর্ণীবায়ু, এমতস্থলে নারীর চিত্ত তৃণপাতের ন্যায় পড়িয়া গেলে আর উঠিতে পারে না ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১২ ॥

চক্রবাত, গোলাকার চক্রসদৃশ ঘূর্ণিবায়ু ॥ ১১৩ ॥

তাতে সাক্ষী সেই রমা,   নারায়ণের প্রিয়তমা,
পতিব্রতা গণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে,   ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা ॥ ১১৬ ॥
সেইত মাধুর্য্য সার,   অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।
আর সব প্রকাশে,   তার দত্ত গুণ ভাসে,
যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥ ১১৭ ॥
গোপীভাব দর্পণ,   নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি,   বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥ ১১৮ ॥
কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান,   বিধি ভক্তি জপ ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্লভ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই কৃষ্ণমাধুর্য্য অনন্তসিদ্ধ অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ; অন্য কোন গুণাদিদ্বারা সিদ্ধ নয়। সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি, অন্যান্য প্রকাশে অর্থাৎ নারায়ণাদি মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রকাশের দ্বারা যে কার্য্য হইবে সেই রূপ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি গুণ প্রকট করাইয়াছেন ॥ ১১৭ ॥

কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ॥ ১১৯ ॥
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্বঅংশী সর্ব্বাশ্রয় ॥ ১২০ ॥
শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি, ধৈর্য্য বৈশারদী মতি,
এসব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল মৃদু বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নারায়ণাদির যে বৈভবসত্তা তাহাকে কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা বলিয়া জানিবে ॥ ১২০ ॥

নারায়ণে যে শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি-রূপ যে সকল গুণগণ প্রদীপ্ত সেসমস্ত কৃষ্ণের দ্বারা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সৌশীল্য, মৃদুতা ও বদান্যতা কৃষ্ণবিনা অন্য প্রকাশে দেখা যায় না ॥ ১২১ ॥

অনুভাষ্য।

কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধিভক্তি, জপ, ধ্যান প্রভৃতি সাধনবশে মাধুর্য্য প্রাপ্তি ঘটে না। কেবলমাত্র রাগমার্গে কৃষ্ণনামভজনে অনুরাগ বিশিষ্ট ব্যক্তিরই মাধুর্য্য সহজপ্রাপ্য ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণ দেখি যত জন,   কৈল নিমিষনিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ। •
সেই সব শ্লোক পড়ি,   মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ১২২ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ২৪ অ, ৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥ ১২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার মুখচন্দ্র মকরকুণ্ডল শোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌভাগ্য, সবিলাসহাস এই সমস্ত নিত্যোৎসবস্বরূপ চক্ষুদ্বারা পান করিয়া নরনারীগণে পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শনবাধাকারী চক্ষুর নিমেষের প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইতেন ॥ ১২৩ ॥

অনুভাষ্য।

নিমিষ নিন্দন। চক্ষের আবরণ পত্রকে পক্ষ্ম বলে। তাহা চক্ষের উপরে সন্নিবেশ করায় দৃষ্টি বাধা হয় বলিয়া নিন্দা ॥ ১২২ ॥

যস্য কৃষ্ণস্য মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারু সমুজ্জ্বলৌ কর্ণৌ তাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ-যৌ কপোলৌ গণ্ডদেশৌ তাভ্যাং সুভগং সবিলাসহাসং নিত্যোৎসবং আননং নার্য্যঃ নরাঃ দৃশিভিঃ নেত্রৈঃ পিবন্ত্যঃ অপি ন ততৃপুঃ তৃপ্তাঃ নিমেশ্চ তৎকর্ত্তুঃ কুপিতাঃ বভূবুঃ ॥১২৩॥

(তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ৩১ অ, ১৫ শ্লো, শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং)

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥১২৪॥

যথা রাগঃ।

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ, করি উদয়,
ত্রিজগত কৈল কামময়॥ ১২৫॥
সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥ ১২৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কামগায়ত্রীমন্ত্র কৃষ্ণস্বরূপ। কামবীজকে অর্দ্ধ অক্ষর ধরিয়া তাহাতে সাড়ে চব্বিশ অক্ষর হয়॥ ১২৫॥

দ্বিজরাজরাজ—চন্দ্রের রাজা। সেই কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র রাজা হইয়া, কৃষ্ণ শরীররূপ সিংহাসনে বসিয়া, মাধুর্য্যরাজ্য চন্দ্রের সমাজ লইয়া শাসন করিতেছেন। কোথায় কোন চন্দ্র, পরে কথিত আছে॥ ১২৬॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১২৪॥

কামগায়ত্রী। চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টমপরিচ্ছেদ ১৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কামগায়ত্রীর সাড়ে চব্বিশ অক্ষর কৃষ্ণাঙ্গে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র এবং উঁহাই কৃষ্ণ স্বরূপ, যেহেতু সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বত্রয় সমন্বিত॥১২৫॥

দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণি সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ ১২৭ ॥
করনখ চান্দের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥ ১২৮ ॥
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্রলীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অষ্টমী ইন্দু,—অৰ্দ্ধচন্দ্র ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণমুখ চন্দ্রই চন্দ্ররাজ। ১। মুখচন্দ্র ২। বামগণ্ড চন্দ্র ৩। দক্ষিণ গণ্ডচন্দ্র ৪। চন্দনবিন্দু চন্দ্র ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। করনখচন্দ্র। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। পদনখচন্দ্র। ২৪।০ ললাটের অৰ্দ্ধচন্দ্র। এই সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রের সমাজ লইয়া কৃষ্ণ মুখচন্দ্র রাজ্য করিতেছেন ॥ ১২৭ ॥

ঠাট, স্থিতি। নাট, নাট্য ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণমুখ চন্দ্র রাজা বিলাসী। সেই মুখচন্দ্র মকরকুণ্ডল ও নেত্র পদ্মকে সর্ব্বদা নৃত্য করান। ভ্রূ ধনুঃসদৃশ, নাসা তাহা'র শর। কর্ণ

ভ্রূধনু নাসাবাণ, ধনুগুর্ণ দুই কাণ,
নারী মন লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥ ১২৯ ॥
এই চান্দের বড় নাট, পসারি চান্দের হাট,
বিনা মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহোঁ স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥ ১৩০ ॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন মদ ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যাঁর এ দুই নয়ন।
লাবণ্য-কেলি-সদন, জননেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দবদন ॥ ১৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই কৃষ্ণমুখরূপ রাজার বিপুল বিস্তৃত অরুণস্বরূপ দুই নয়ন মন্ত্রী, তাহা মদনের মদকে নষ্ট করে ॥ ১৩১ ॥

অনুভাষ্য।

দুয়ে ধনু ও গুণ আবদ্ধ। তদ্দ্বারা নারীমনরূপ লক্ষ্য বস্তুকে বিদ্ধ করে ॥ ১২৯ ॥

এই মুখচন্দ্রের নাট্য সকলকে অতিক্রম করে এবং অন্য সাড়ে তেইশটী চন্দ্র রূপ পণ্য দ্রব্যে হাট প্রসারিত করিয়া নিজামৃত বিনামূল্যে বিতরণ করে। কোন ক্রেতাকে মধুর হাস্যরূপজ্যোৎস্নামৃতে কোন ক্রেতাকে অধরামৃতে এবং অন্যান্য সকলকে অন্য প্রকারে আপ্যায়িত করেন ॥ ১৩০ ॥

যার পুণ্য পুঞ্জফলে,　　সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ,　　পিতে নারে মনঃ ক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥ ১৩২ ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি,　　সবে দিল আঁখি দুটি,
তাতে দিল নিমিষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন,　　রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দুই আখি কি করিবে পানে,— দর্শকের দুইটী চক্ষু কিরূপে সেই অমৃত সমুদ্রপান করিতে পারে? ॥ ১৩২ ॥

অনুভাষ্য।

ভক্তিজনিত অনুষ্ঠানে সুকৃতি উৎপন্ন হয়। তাদৃশ কৃষ্ণমুখ অবলোকনকারীর দুইটী চক্ষুদ্বারা কতটুকু পান সম্ভব হয়। তাহার তৃষ্ণা ও লোভ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইলেও অভীপ্সিত পান করিতে না পাইয়া নিজ অযোগ্যতা ও অভাববশতঃ তাহার মন ক্ষুব্ধ হয়। দ্রষ্টা দুঃখিতচিত্তে তখন নিজসৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষ দেন মাত্র ॥ ১৩২ ॥

অতৃপ্ত দ্রষ্টা তখন খেদ সহকারে বলেন যে আমার লক্ষকোটি চক্ষু নাই কেবল মাত্র দুইটী আছে আবার তাহার উপর পাতা দিয়া ঢাকা। মাঝে মাঝে যখন স্পন্দনের জন্য পলক পতিত হয় তৎকালেও কৃষ্ণ দর্শনের ব্যাঘাত হয়। এজন্য শরীর বিধান কর্ত্তা নির্বোধ তপস্বী

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥ ১৩৪ ॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু, মুখ সুমধুর ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সুকিরণ।
এতিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥ ১৩৫ ॥

[শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিনবতি-শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং]

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥১৩৬॥

অমৃত প্রবাহভাষ্য।

এতিনে লাগিল মন,— কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু, তাঁহার সুমধুর মুখচন্দ্র এবং তাঁহার মধুর হাঁসির কিরণ এই তিনটীতে মন লাগিল ॥ ১৩৫ ॥

এই কৃষ্ণের বপু মধুর, ইঁহার বদন মধুর ও ইঁহার মৃদুহাস্য মধুগন্ধি। অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর ॥ ১৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

বলিয়া রসজ্ঞ নহেন শুষ্ক কার্য্যকারক মাত্র। কোথায় কিরূপ বিধান করা উচিত তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ॥ ১৩৩ ॥

আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদ্রষ্টার কোটি চক্ষু বিধান করিলে সৃষ্টিকরণ বিষয়ে যোগ্য বলিয়া জানিতাম ॥ ১৩৪ ॥

যথা রাগঃ।

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।

মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,

দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥ ধ্রু॥ ১৩৭॥

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ধাতুতে ত্রিদোষ জন্মিলে সন্নিপাত বলে। আমার যখন মন, কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য কৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য ও কৃষ্ণের হাস্যমাধুর্য্য, এই তিনটীর আঘাত পাইয়া পীড়িত হইয়াছে, তখন আমার মন যে সন্নিপাতরোগে পীড়িত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সেই সৌন্দর্য্য রসসমুদ্রের প্রতি পিপাসু হইয়া দৌড়িতেছে। সাধারণ সন্নিপাত রোগের বৈদ্য যেরূপ রোগীকে এক বিন্দু ও জলপান করিতে দেয় না, আমার এ রোগের বৈদ্য কৃষ্ণ বই আর কেহ নহেন, তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যামৃতসমুদ্রের এক বিন্দু ও পান করিতে দেন না, ইহাই দুঃখ॥ ১৩৭॥

অনুভাষ্য।

সাধারণতঃ প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণের অঙ্গে মাধুর্য্য সমুদ্র দর্শন, দ্বিতীয় দৃষ্টিতে সুমধুর মুখচন্দ্র এবং সাবশেষে তৃতীয় দর্শনে মৃদুমধুর হাস্যরূপ মুখ-চন্দ্র কিরণে এই তিনের মাধুর্য্য ক্রমে ক্রমে শ্লোক পাঠ কালে উদয় হইতে থাকায় এবং হস্তচালন রূপ আঙ্গিক বিকার দেখা দিল॥ ১৩৫॥

অস্য বিভোঃ কৃষ্ণস্য বপুঃ মধুরং মধুরং অন্যবস্তুতারতম্যেন অতিমধুরং কৃষ্ণস্য বদনং মধুরং মধুরং মধুরং কৃষ্ণদেহতারতম্যেন অতিতরং মধুরং অহো এতৎ মধুগন্ধি মধুরস্মিতযুক্তং মৃদুস্মিতং মন্দহাস্যং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং কৃষ্ণদেহকৃষ্ণমুখতারতম্যেন অতিতমং মধুরম্॥ ১৩৬॥

তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্না ভর ॥ ১৩৮ ॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক ব্যাপে যার পূর ॥ ১৩৯ ॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনি রূপে পাইয়া পরিণামে ॥ ১৪০ ॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য।

তার, কৃষ্ণমুখচন্দ্রের। কৃষ্ণ মুখে মন্দহাস্য গোপীজনাহ্লাদকারিণী চন্দ্রিকায় পূর্ণালোক ॥ ১৩৮ ॥

যদিও শ্রীমুখের একপার্শ্বে সেই হাঁসি দেখা দেয় তাহা হইলেও গোলোকে, পরব্যোমে ও দেবীধামে ব্যাপ্ত হইয়া দশদিক্ আলোকে ভরিয়া যায় ॥ ১৩৯ ॥

ধ্বনি বড় উদ্ধত,   পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি কোলে হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে,   যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ ১৪২ ॥
নীবী খসায় পতি আগে,   গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়,   সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ ১৪৩ ॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বুঝিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥ ১৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নীবী,—ঘাগরার কোমরবন্ধ রশি ॥ ১৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

স্মিতকিরণসুকর্পূর, অল্পহাস্যরূপ কিরণকর্পূর। পৈশে, প্রবেশ করে ॥১৪০।

অণ্ডভেদি, ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাকৃত রাজ্যভেদ করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ গমন করে এবং বলপূর্ব্বক গোপীজনজগতের কর্ণে প্রবেশ করে ॥ ১৪১ ॥

বংশীর রব গোপীজনের কর্ণে আবাস স্থাপন করিয়া আপনা হইতেই ধ্বনির স্ফূর্ত্তিতে গোপী উন্মত্তপ্রায় থাকেন তখন তাহার কর্ণে অন্য কোন শব্দ প্রবেশ করিতে না পাইয়া অন্যমনা হইয়া যথাযথ উত্তর দিতে পারে না। বংশীধ্বনি গোপীকে সম্পূর্ণ বিমনা করিয়া ফেলে ॥ ১৪৪ ॥

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥ ১৪৫ ॥
আমিত বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি ॥ ১৪৬ ॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে।
মনে এক করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥ ১৪৭ ॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১৪৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচার-শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশতি পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কাণের ভিতর বাসা করে,—আমরা গোপী আমাদের কাণের ভিতর বংশীধ্বনি বাসা করে অর্থাৎ সর্ব্বদা যেন কাণে লাগিয়া আছে ॥ ১৪৪ ॥

এই প্রেমাবেশে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মহাপ্রভু যে রসসন্দর্ভ আনিলেন, তাহার এই স্থানে স্থল নয় অতএব বলিতেছেন, আমি অন্যবিষয় বলিতে অন্য বিষয় বলিতেছি। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার নিজ ঐশ্বর্য্যমাধুরী আমার চিত্তে ভ্রম জন্মাইয়া তোমাকে শুনাইলেন ॥ ১৪৫

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু অভিধেয় তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমেই জীবের তত্ত্ব, পরে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং কেবল জ্ঞানযোগাদির অকর্ম্মণ্যতা, সর্ব্বজীবের ভক্তি বিষয় কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞানিদিগের মুক্তাভিমান যে বৃথা তাহাও দেখাইয়াছেন। ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিযোগে সমস্ত সিদ্ধি হয়। যদিও কোন ব্যক্তির ভজন-কালে সেই সেই কাম অজ্ঞতা বশতঃ অনুস্যূত থাকে কৃষ্ণ তাহা দূর করিয়া শুদ্ধ ভক্তি দেন। মহৎ কৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না, এইজন্য সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তিতে অধিকার দেয়। তাহার প্রকারভেদ এবং অনন্যভক্তদিগের প্রকারভেদ এবং বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিকসকল বর্ণন করিয়াছেন। স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্ত সঙ্গই অসৎসঙ্গ। এই দুই পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমাসক্তি ছাড়িয়া কৃষ্ণের শরণাগতি হওয়া চাই। শরণাগতির ছয় লক্ষণ ব্যাখ্যাও হইয়াছে। সাধনভক্তি বৈধীরাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। বৈধীভক্তির ৬৪ অঙ্গ.

কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এইত কহিল সম্বন্ধ তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার ॥ ৩ ॥

এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তন্মধ্যে শেষ পঞ্চাঙ্গ অত্যন্ত বলবান্। ভক্তির একাঙ্গ বা বহুঅঙ্গ সাধনে ফল হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্যযোগাদি ভক্তির অঙ্গ নয়। অহিংসা, যম, নিয়মাদিজন্য কোন পৃথক্ চেষ্টা পাইতে হয় না; তাহারা ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রাগানুগাভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী, ব্রজবাসী-গণের রাগাত্মিকাভক্তি মুখ্য। রাগাত্মিকার লক্ষণ বলিয়া রাগানুগার সাধন লক্ষণ বলিয়াছেন।

করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। যাহা কর্ত্তৃক অতি গূঢ়াভক্তি কলিকালেও প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

কলৌ ধর্ম্মরহিতে যুগে অপি যেন অতিগূঢ়া ধর্ম্মবহুলে সত্যত্রেতাদ্বাপরযুগে সৎকর্ম্মজ্ঞৈরজ্ঞাতা ইয়ং ভক্তিঃ হেতুরহিতা কৃষ্ণসেবা প্রকাশিতা সাধারণ্যে প্রচারিতা তং করুণার্ণবং জীবদয়াসাগরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং অহং বন্দে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥

[মুনিবাক্যং]

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিম্
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥ ৬ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাতাস্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধনবিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উপদেশ করেন, পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতির অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর, আপনি একমাত্র শরণ ইহা সত্যরূপে আমি জানিলাম। ৬ ॥

অনুভাষ্য।

মাতা মাতৃবদ্ধিতাভিলাষিণী জীবপালয়িত্রী শ্রুতিঃ পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা সতী ভবদারাধনবিধিং কৃষ্ণসেবাং দিশতি আজ্ঞাপয়তি যথা মাতুঃ শ্রুতে-র্বাণী কথা ভগিনী স্মৃতিঃ অপি তথা বক্তি প্রকাশয়তি কৃষ্ণভক্তিং কথয়তি। যে বা সহজনিবহাঃ সহোদরাঃ পুরাণাদ্যাঃ পুরাণাগমাদয়ঃ তদনুগা মাতৃভগিন্যোঃ অনুগামিনঃ সন্তঃ কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশপরাঃ অতঃ হে মুরহর ভবান্ এব শরণং ইতি সত্যং জ্ঞাতং ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ তত্ত্ব। ভ্রান্তিক্রমে শক্তি শব্দে কেহ জীবের স্বরূপাবরণী মায়াশক্তিকে না বুঝেন। যে শক্তি

স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ ৭ ॥
স্বাংশ বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ ৮ ॥
স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন ॥ ৯ ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার ॥ ১০ ॥
নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বাংশ অর্থাৎ চতুর্ব্যূহ ও তদবতাররূপে। স্বাংশ অবস্থায় কৃষ্ণের সম্বরূপত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহার বিভিন্নাংশরূপ জীব। জীবও কৃষ্ণের শক্তিমধ্যে গণিত। জীব দুইপ্রকার নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনই মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া কৃষ্ণপারিষদ নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণ সেবাসুখই তাঁহাদের ভোগ। নিত্যবদ্ধ জীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গনরকাদি সুখদুঃখ ভোগ করেন কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষের জন্য মায়ারূপ পিশাচী তাহাদিগকে স্থূললিঙ্গ

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণ স্বরূপের সেবায় কেবলমাত্র নিযুক্তা সেই শক্তি মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তিমান্ কৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত ॥৭॥

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ
নিত্যসংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥ ১২ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে ॥ ১৩ ॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥ ১৪ ॥
তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥ ১৫ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ]

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড করিয়া থাকেন। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহাদিগকে জারিত করে। কামক্রোধাদি ষড়ূর্ম্মির বশীভূত হইয়া মায়াপিশাচির লাথি খাইতে থাকে। ইহাই জীবের রোগ। উপর্য্যধ সংসারে ভ্রমিতে যদি কখন সাধুবৈদ্য লাভ করে, তাহার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায় এবং জীবও কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করে॥ ৮-১৫ ॥

হে ভগবন্ কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা উপশান্তি

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান ॥ ১৭ ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হইল না। হে যদুপতে আপাতত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি-লাভ করতঃ তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রে অনেকস্থলে কর্ম্মকে অনেক স্থলে যোগকে এবং অনেকস্থলে জ্ঞানকে অভিধেয় বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। এবং সর্ব্বত্র ভক্তিকে প্রধান অভিধেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণভক্তি পরমপুরুষার্থলাভের একমাত্র প্রধান অর্থাৎ সাক্ষাৎ অভিধেয় কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানের যে অভিধেয়ত্ব তাহা গৌণ কেন না, ভক্তির মুখ অপেক্ষা করিয়া তাহাদের ফলাদি হয়। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম্মযোগ

অনুভাষ্য।

কামাদীনাং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাদীনাং তুর্নিদেশা দুষ্টাদেশাঃ কতি প্রকারা অস্মাভিঃ ন পালিতাঃ অপি তু পালিতা এব তেষাং কামাদিরিপূণাং ময়ি করুণা দয়া ত্রপা লজ্জা উপশান্তিঃ মমবিসর্জ্জনেচ্ছা ন জাতা। অথ অনন্তরং হে যদুপতে সাম্প্রতং ইদানীং তান্ কামাদীন্ উৎসৃজ্য রিপুপারবশ্যং ত্যক্ত্বা লব্ধবুদ্ধিঃ অভিজ্ঞঃ সন্ অভয়ং শরণং ত্বাং আয়াতঃ প্রাপ্তঃ মাং আত্মদাস্যে নিজকৈঙ্কর্য্যে নিযুঙ্ক্ষ্ব নিযোজয় ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ॥ ১৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৫ম অ, ১২ শ্লোকে ব্যাসদেবং প্রতি নারদবাক্যং]

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১৯॥

(তত্রৈব ২য় স্কন্ধে ৪র্থ অ, ১৭শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ও জ্ঞান কোন ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলে কর্ম্ম ও যোগের ফল যে ভুক্তি এবং জ্ঞান ও যোগের ফল যে মুক্তি, তাহা দিতে পারে ॥ ১৭।১৮ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপে নির্ম্মলজ্ঞান অচ্যুতভক্তি বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না। তখন স্বয়ং সর্ব্বদা অভদ্র যে কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কি সে শোভা পাইবে ॥ ১৯ ॥

তপস্বীসকল, দানপর ব্যক্তিসকল, যশস্বীব্যক্তিগণ, মনস্বীগণ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুমঙ্গল হইলেও তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম যাঁহাকে

অনুভাষ্য।

অচ্যুতভাববর্জ্জিতং অচ্যুতে কৃষ্ণে ভাববর্জ্জিতং অনুকূলানুশীলনবিহীনং চেৎ নিরঞ্জনং নিরুপাধিকং নৈষ্কর্ম্ম্যং ফলভোগরহিতং অপি জ্ঞানং অলং ন শোভতে শশ্বৎ, সর্ব্বসময়ে সাধনদশায়াং প্রাপ্তিকালে চ অভদ্রং কল্যাণহীনং দুঃখাত্মকং কাম্যং অকারণং অকাম্যং কর্ম্ম ঈশ্বরে ন অর্পিতং নোদ্দিষ্টং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে পরোপায় কল্পতে ॥ ১৯ ॥

ক্ষেমং ন বিন্দন্তি যদর্পণং বিনা তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥২০

কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা ॥২১ক॥

(তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ১৪শ অ, ৪র্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

শ্রেয়ঃস্তৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো

ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না সেই সুভদ্রশ্রবা ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ২০॥

জ্ঞানতঃ সুলভামুক্তি এই শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে জ্ঞানই মুক্তি দিতে পারে কিন্তু তাহাতে একটু গূঢ় কথা আছে। ভক্তির আশ্রয়ে জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকেন ॥ ২১ক॥

হে বিভো শ্রেয়পথ তোমাতে ভক্তি। তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি বোধলাভের জন্য অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এইটী স্থির জানিবার

অনুভাষ্য।

তপস্বিনঃ দানপরা যশস্বিনঃ মনস্বিনঃ মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ যদর্পণং বিনা স্বস্বপ্রাপ্যফলসমর্পণং ঋতে ক্ষেমং কল্যাণং ন বিন্দন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে মঙ্গলকীর্ত্তিবিগ্রহায় ভগবতে নমো নমঃ ॥ ২০ ॥

কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিরহিত সম্বিদ্বৃত্তি অনুভব জীবকে জড়বন্ধ হইতে মোচন করিতে পারে না। যতই কেন না জীব অতন্নিরসন করুন্ কৃষ্ণস্বরূপের অজ্ঞানতাক্রমে অহংগ্রহোপাসনা প্রবল হইয়া অধঃপতিত হন ॥ ২১ ॥

হে বিভো শ্রেয়ঃস্তৃতিং শ্রেয়সাং অভ্যুদয়ঃ তে তব ভক্তিং উদস্য ত্যক্ত্বা যে জনা কেবলবোধলব্ধয়ে ভক্তিরহিতজ্ঞানমাত্রপ্রাপ্ত্যর্থং ক্লিশ্যন্তি

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥ ২১খ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ম অ, ১৪শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন তাহাদের স্থূলতুষকে যাহারা পেষণ করে তাহারা যেরূপ তণ্ডুল পায় না সেইরূপ ক্লেশমাত্র অবশেষ হয় ॥২২॥

পক্ষান্তরে কৃষ্ণোন্মুখী সেই ভক্তি হইলে কোন জ্ঞানচেষ্টা না করিলেও মুক্তি আপনি হয় ॥ ২১খ ॥

এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বলজীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই কেবল এই মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন ॥ ২৩ ॥

অনুভাষ্য।

ক্লেশাদিকং স্বীকুর্ব্বন্তি তেষাং স্থূলতুষাববাতিনাং অন্তঃশস্যকণহীনান্ তুষান্ অবঘ্নতাং যথা ব্যর্থশ্রমঃ তথা অসৌ শাস্ত্রাভ্যাসস্তপো যটকসাধনাদিজনিতঃ ক্লেশলঃ এব অবশিষ্যতে ন অন্যৎ তেষাং জ্ঞানপ্রাপ্তিরপি দুর্ল্লভঃ ॥ ২২ ॥

জ্ঞানানুশীলন না করিয়াও জীব কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইলে জ্ঞানফল জড়বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণ-স্বরূপানুভব প্রাপ্ত হয় ॥ ২১খ ॥

মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥২৩ ॥

কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তাঁর গলায় বান্ধিল ॥ ২৪ ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ২৫ ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ ২৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অ, ২য় শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

অনুভাষ্য।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস এই সত্য বিস্মৃত হওয়ায় মায়া জীবকে নানা-প্রকারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করিয়া গলদেশে আবদ্ধ করিলেন। তাহাতে বদ্ধজীবের ভোগবাসনা রূপ মায়িকরজ্জুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট হইল ॥ ২৪ ॥

গুরু-সেবা ও কৃষ্ণভজনফলে বদ্ধজীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ বর্ণ ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও অথবা ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী নিজ নিজ আশ্রম ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াও যদি কৃষ্ণ ভজন না করে তাহা হইলে প্রাকৃত অভিমানবশে উচ্চতা লাভ করিয়াও অবশেষে পুণ্যক্ষয়ে রৌরবে অবশ্যই পতিত হয়। অপ্রাকৃত ভক্তি অনুশীলন ব্যতীত বিষয়ী বর্ণাশ্রমীর কোন মঙ্গল নাই ॥ ২৬ ॥

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২৭ ॥

(তত্রৈব ৩য় শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং)

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র এই চারিবর্ণ পৃথক পৃথক আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত জন্মিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবানের সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া নিজ নিজবর্ণাশ্রম অহঙ্কারে ভজনে অবজ্ঞা করেন তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

পুরুষস্য ভগবতঃ মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমগুণৈঃ আশ্রমৈঃ ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থভিক্ষুকাশ্রমচতুষ্টয়ৈঃ সহ পৃথক্ বিপ্রাদয়ঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ চত্বারঃ বর্ণা জজ্ঞিরে ॥ ২৭ ॥

এষাং বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থযতীনাং মধ্যে যে জনাঃ সাক্ষাদাত্মপ্রভবং ঈশ্বরং ন ভজন্তি বর্ণাশ্রমমর্যাদয়া কৃষ্ণভজন-স্যাবশ্যকং নাস্তি ইতি মন্যন্তে অবজানন্তি তে স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ সন্তঃ অধঃ পতন্তি। যতঃ প্রাকৃতবর্ণাশ্রমধর্মাঃ অনিত্যাঃ কালক্ষুব্ধাঃ তাৎকালিক-ফলোপযোগিনঃ অসচ্ছব্দবাচ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ২৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২য় অ. ২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবস্তুতিঃ

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ॥ ৩

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মায়াবাদী প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে আপনি জ্ঞানী বলিয় থাকেন কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না ॥ ২৯ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ যাহারা বিমুক্ত হইয়াছি অভিমান করে তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। অনেক ক্লেশে যাহারা পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তি অনাদরং করতঃ অধঃ পতিত হয় ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য।

যদিও জ্ঞানী মনে করিতে পারেন আমি জীবদ্দশায় সংসার বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছি তথাপি কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অহংগ্রহোপাসনায় বুদ্ধি শুদ্ধ হইতে পারে না যেহেতু মুক্তিকামী আপনার বদ্ধ অবস্থা জানিয়া তাহা হইতে মোচন এবং মুক্ত অবস্থা জানিয়া তদতিরিক্ত বৃত্তান্তে বদ্ধ মনে করায় এরূপ অনিত্য ভাবসমূহের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ পদ্মলোচন অন্যে অভক্তা জনাঃ যে বিমুক্তমানিন বিমুক্তাঃ জ্ঞানিনঃ বয়ং ইতি মন্যমানাঃ ত্বয়ি ভগবতি অস্তভাবাৎ অনুশীলন রাহিত্যে অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ মুক্তিপিশাচীং বহুমন্যমানাঃ জ্ঞানাবরণজনিতা নির্ম্মল মতিঃ কৃচ্ছ্রেণ বহুজন্মার্জ্জিতজ্ঞানাভ্যাসবিধিনা পরং পদং মোক্ষপীঠাদ ব্যবহিতপ্রদেশং আরুহ্য অনাদৃতযুষ্মদ পুনঃ ভবপাদপদ্মনিত্যসেবানাদরে

কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥ ৩১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৫ম অ, ১৩ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিয়া মায়া বিলজ্জমানা। সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমি আমার এই প্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণকৃপারজ্জুবিচ্ছিন্নাঃ সন্তঃ ততঃ পরমোচ্চজ্ঞানাখ্যপীঠপ্রাস্তাৎ অধঃ পতন্তি অজ্ঞানান্ধকাররূপং সুনীচস্থলং প্রাপ্নুবন্তি॥ ৩০॥

ভাগবত চতুঃ শ্লোকীতে লিখিত আছে যে,ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসঃ যথা তমঃ। আলোক থাকিলে যেরূপ অন্ধকার থাকে না তদ্রূপ জীব কৃষ্ণ উন্মুখ হইলে মায়িক বাসনার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত জ্ঞানী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে মায়া গ্রাস করে॥ ৩১॥

এইখানে পাঠান্তরে ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ সপ্তমঅধ্যায় ৪৭ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং। শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা। তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্। বৃহৎ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম বলিয়া মুনিগণ যে বস্তুকে জানেন তাহাই পরমপুরুষ ভগবানের প্রথম প্রতীতি স্বরূপ। ঐ ব্রহ্ম

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ ৩৩॥

(হরিভক্তিবিলাসস্থ ১১শ বিলাসে ৩৯৭ অ, ধৃত রামায়ণবচনং)

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥ ৩৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহারা প্রত্যহ কেবল মুখে অভ্যাসক্রমে "কৃষ্ণ, আমি তোমার' এই কথা বারম্বার বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা সহৃদয় নয়। কি যিনি একবারও সহৃদয়ে "হে কৃষ্ণ, আমি তোমার দাস" এই কথা বলে মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তাঁহাকে পার করেন॥ ৩৩॥

আমার এই ব্রত যে যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবার "তোমার আমি" এই কথা বলিয়া অভয় যাচ্ঞা করে, আমি তাহা তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি॥ ৩৪॥

অনুভাষ্য।

অজস্রসুখবিশিষ্ট, বিশোক, নিত্যপ্রশান্ত, ভেদশূন্য, অভয়, জ্ঞানৈ রস, শুদ্ধ, বিষয়করণ সঙ্গশূন্য, পরমাত্মতত্ত্ব, উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ ক্রি ফলপ্রকাশক কর্ম্মকাণ্ডীয় শব্দ ব্যাপার তাহার বোধক হইতে পারে এবং মায়া যাহার সম্মুখ হইতে লজ্জা বিশিষ্টা হইয়া পলায়ন করে॥

যস্য ভগবতঃ ঈক্ষাপথে নেত্রগোচরে স্থাতুং বিলজ্জমানযা মৎকপটোহং জানাতীতি লজ্জাযুক্তয়া অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা অস্মদাদয়ো দুর্দ্ধি অবিদ্যাকৃতজ্ঞানা এব কেবলমহং মমাহং ইতি বিকল্পন্তে আত্মানং শ্লাঘন্তে॥৩

যঃ প্রপন্নঃ শরণাগতঃ তবাস্মি ভবামি ইতি সকৃদেব বারমেকং যাচ সর্ব্বদা তস্মৈ অভয়ং দদামি এতৎ মম ব্রতম্॥ ৩৪॥

মুক্তি ভুক্তি সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ৩৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৩য় অ, ১০ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥ ৩৮ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

দুর্ব্বাসনা দুঃসঙ্গক্রমে জীবের মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকাম উদয় হয়। যদি কোন সুসঙ্গে সুবুদ্ধি উদয় হয়, তবে মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাঢ় শুদ্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণকে ভজন করে ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বে অকামী থাকুক, সর্ব্বকামীই থাকুক বা মোক্ষকামীই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র তীব্রশুদ্ধ ভক্তিযোগে পরমপুরুষ কৃষ্ণের যজন করেন ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

সর্ব্বকামঃ উক্তানুক্তসর্ব্বকামঃ মোক্ষকামঃ অকামঃ বা একান্তভক্তঃ উদারধীঃ সুধীঃ পুরুষঃ তীব্রেণ দৃঢ়েণ স্বভাবতঃ এব অনুপঘাতেন ভক্তিযোগেন পরং পুরুষং যজেত ॥ ৩৬ ॥

স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥ ৩৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ২৯ অ, ১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুক্তি ভুক্তি ও সিদ্ধিকামীগণ শুদ্ধ ভক্তিকামী নন। তাঁহারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে, সাধনভক্তির ফল যে প্রেম তাহা যদি তখনও তাহাদের উদ্দেশে না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা তাহাদিগকে দেন। কৃষ্ণ এই কথা বলেন যে, এই সম্প্রতি ভজনপ্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয় সুখস্পৃহা ছিল এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ স্বভাবগত হইয়া আছে। এ ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা করে, অতএব বড় মূর্খ। এ ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে সদ্বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমি উহার পক্ষে যাহা সদসৎ তাহা জানি, অতএব স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইয়া দিব ॥৩৭-৩৯।

কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলে মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা উদয় হয় সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম-

অনুভাষ্য

তৈঃ কামিভিঃ অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ নৃণাং কামিনাং অর্থিতং প্রার্থিতং দ্রব্যং দিশতি দদাতি সত্যং তথাপি অর্থদঃ পরমার্থদো ন ভবত্যেব যৎ যস্মাৎ যতঃ দত্তাদনন্তরং পুনঃ অপি অর্থিতা ভবতি। অনিচ্ছতাং

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ ৪১॥

(হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ম অ, ধ্রুবচরিতে ২৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধ্রুববাক্যং)

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ৪২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শান্তিকারী তাঁহার পাদপল্লব যাঁহারা কেবল পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজনা করেন তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ং সেই পাদপল্লবই দিয়া থাকেন॥ ৪০॥

সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন অবলম্বন করে তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে কৃষ্ণভজন প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট বিষয় কামত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে॥ ৪১॥

অনুভাষ্য।

নিষ্কামাণান্তু ভজতাং ইচ্ছাপিধানং, ইচ্ছানাং পিধানং বাসনানাং আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়ং বিধত্তে স্বয়মেব সম্পাদয়তি॥ ৪০॥

স্থানাভিলাষী স্থানং পদং অভিলাষিতুং শীলমস্য তথাভূতোঽহং তপসি স্থিতঃ হে প্রভো কাচং বিচিন্বন্ দিব্যরত্নং ইব দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং দেব-

সংসার ভ্রমিতে কোন্ ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥ ৪৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৮ অ, ৪র্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য অক্রূরবাক্যং)

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন স্বামিন্ আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম। এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি আর বর যাচ্ঞা করি না ॥ ৪২ ॥

আমি অত্যন্ত অধম বলিয়া ভগবদ্দর্শন পাইব না এরূপ আশঙ্কা আমার মিথ্যা। কালনদীর বেগে বাহিত হইয়া কেহ কদাচিৎ নদী পার হইয়া যান ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য।

মুনীন্দ্রাণাং দুর্ল্লভং ত্বাং প্রাপ্তবান্ অহং কৃতার্থঃ অস্মি অতঃ হে স্বামিন্ বরমন্যং ন যাচে ন প্রার্থয়ে ॥ ৪২ ॥

অনন্ত কৃষ্ণবিমুখজীব নিরুপায় হইয়া সংসারে উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন সুকৃতি উদয় হইলে সেই ব্যক্ত মহৎ পাদসেবা প্রভাবে উত্তীর্ণ হন। নদীতে অনেক কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে প্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতে কোন এক কাষ্ঠখণ্ড কূলে আসিয়া উপস্থিত হয় অন্যগুলি জলপ্রবাহে নীত হইতে থাকে ॥ ৪৩ ॥

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥ ৪৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৫১ অ, ৩৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং)

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এইস্থলে ভাগ্যশব্দের অর্থ কি কেবল ঘটনামাত্র না আর কিছু ভক্তি-শাস্ত্র সুকৃতিকে ভাগ্য বলেন। সুকৃতি তিন প্রকার অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতি ভোগোন্মুখী সুকৃতি ও মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি। যে সমস্ত কার্য্য সংসারে ভক্তিজনক বলিয়া স্থির আছে সেই সকল ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতিকে উৎপন্ন করে। যে সকল কার্য্যের ফল বিষয়ভোগ সেই সকল কার্য্য বিষয়োন্মুখী সুকৃতি। যে সকল কার্য্যের ফল মোক্ষ সেই সকল কার্য্যই মোক্ষোন্মুখী সুকৃতিজনক। সংসার ক্ষয়পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয় তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার হন এবং তাঁহার কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয় ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

নৈবং অধমস্য নীচস্যাপি মম অচ্যুতদর্শনং স্যাদেব। যতঃ কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ কশ্চন কচিত্তরতি। যথা নদ্যাঃ হ্রিয়মাণানাং তৃণাদীনাং কিঞ্চিৎ কদাচিত্তরতি তথা কর্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণানাং কচিৎ জীবানামপি মধ্যে কশ্চিৎ তরেৎ ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী রূপে শিক্ষায় আপনে ॥ ৪৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২৯ অ, ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যং)

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে অচ্যুত, ভব এবং অপবর্গ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীবের সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে তখনই সদ্গতি ও পরাবরেশ্বর স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদিও কোন মহাত্মা-পুরুষ উপস্থিত না হন, তথাপি কৃষ্ণ অন্তর্যামী গুরুরূপে তাঁহাকে শুদ্ধ-ভক্তি শিক্ষা দেন ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

হে অচ্যুত ভ্রমতঃ সংসরতঃ জনস্য যদা ভগবদনুকম্পয়া ভবাপবর্গঃ ভবস্য সংসারস্য অপবর্গঃ নাশঃ-ভবেৎ প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ তর্হি তদা সৎ-সমাগমঃ সাধুসঙ্গঃ ভবেৎ যর্হি যদা সৎসঙ্গমঃ ভবেৎ তদা এব সদ্গতৌ সর্ব্বোত্তমজন প্রাপ্যে নিত্যপরমপদে পরাবরেশে ভগবতি কৃষ্ণে অয়ি-রতিঃ জায়তে ॥ ৪৬ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২০ অ, ৮ম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ৫০ ॥

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদৃচ্ছাক্রমে আমার কথাতে যে পুরুষ শ্রদ্ধাবান্ যে পুরুষ অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ নহেন ও অতিশয় আসক্তিরহিত নন তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ ভক্তিসিদ্ধি দিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য।

যদৃচ্ছয়া কেনাপি ভাগ্যোদয়েন মৎকথাদৌ তু জাতশ্রদ্ধঃ যঃ পুমান্ ন অতিসক্তঃ সংসারে অত্যভিনিবিষ্টঃ ন নির্ব্বিণ্ণঃ অতিবিরক্তঃ অস্য ভক্তি-যোগঃ সিদ্ধিদঃ অভীষ্টপ্রদঃ ভবতি ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মকাণ্ডীয় কোন প্রাকৃত সুকৃতি দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি হয় না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয় সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণভক্তি দূরে থাক্ প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত মহত্ত্বের সম্ভাবনা অন্য কোন জীবে সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্রাকৃত। প্রাকৃত দর্শনে তাঁহাকে কেহ কেহ প্রাকৃত মনে করে। সকল প্রাকৃত বস্তু অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় জানিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষু হইলে প্রাকৃত ভোগ থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবাধিকার লাভ হয় ॥৫১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১২০ অ, ১২ শ্লোকে রহূগণং প্রতি ভরতবাক্যং)

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্ব্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকম্‌॥৫২॥

(তত্রৈব ৭ম স্কন্ধে ৫ম অ, ২৫ শ্লোকে গুরুপুত্রং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৫৩॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে রহূগণ ভগবদ্ভক্তি তপস্যাদ্বারা বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা গার্হস্থ্য দ্বারা বেদপাঠ দ্বারা জলাগ্নিসূর্য্যদ্বারা মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা লব্ধ হয় না ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য।

হে রহূগণ মহৎপাদরজোভিষেকং বিনা কৃষ্ণভক্তপদরেণুনা অভিষেচনং ঋতে এতৎ অপ্রাকৃতং ভগবত্তত্ত্বং ছন্দসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ন গৃহাৎ গার্হস্থ্যেন ন তপসা বানপ্রস্থধর্ম্মেণ ন নির্ব্বপণাৎ সন্ন্যাসাৎ ন ইজ্যয়া দেবার্চ্চনেন চ ন জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ তত্তদুপাসিতৈঃ ন যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ৫২ ॥

এষাং গৃহব্রতানাং মতিঃ প্রবৃত্তিঃ উরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং উরুক্রমস্য পদং তাবৎ কালং ন স্পৃশতি প্রাপ্নোতি অনর্থাপগমঃ অনর্থস্য অসদবগ্রহস্য তৎপাদস্পর্শবিঘ্নস্য অপগমঃ বিনাশঃ যদর্থঃ যস্য অর্থং ফলম্‌ যাবৎ নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তসকলবিষয়াভিমানানাং মহীয়সাং মহত্তমানাং বৈষ্ণবানাং পাদরজোভিষেকং পদরজসা অভিষেচনং প্রারম্ভিকমাঙ্গল্যস্নপনাদিকমনুষ্ঠানং ন বৃণীত ॥ ৫৩ ॥

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৫৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৮অ, ১৩ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং)

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥ ৫৬ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অ, ৬৪।৬৫ শ্লোকে অর্জ্জুনংপ্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং ॥ ৫৭ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মানবদিগের মতি তাবৎ অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শ করিতে পারে না যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলী দ্বারা অভিষিক্ত না হয় ॥৫৩॥

ভগবৎসঙ্গি সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয় তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের বিন্দুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

লব, নিমেষকাল ১১।০ সওয়া এগার ভাগের এক সেকেণ্ড ॥ ৫৪ ॥

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য হরিজনসঙ্গস্য লবেন অত্যল্পক্ষণেন অপি স্বর্গং আদর্শ-সুখভোগস্থানং ন তুলয়াম তুল্যং পশ্যামঃ। অপুনর্ভবং মোক্ষং ন তুলয়াম মর্ত্ত্যানাং প্রাকৃতবিপ্ররাজন্যানাং আশিষঃ কল্যাণেন কিমুত ॥ ৫৫ ॥

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৫৮॥

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্ ॥ ৫৯ ॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ ৬০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২০ অ, ১০ম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

তুমি আমার নিতান্ত আত্মীয় অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি। তুমি মন্মনা মদ্ভক্ত ও মদ্‌যাজী হও। আমার শরণাগত হও তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয় পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সেইজন্যই আমার এই প্রতিজ্ঞাবাক্য তোমাকে বলিলাম ॥ ৫৭।৫৮ ॥

অনুভাষ্য।

হে অর্জ্জুন পরমং সর্ব্বগুহ্যতমং অত্যন্ত গোপ্যং মে মম বচঃ ভূয়ঃ শৃণু। দৃঢ়ং মে মম ইষ্টঃ প্রিয়তমঃ অসি ততঃ তে তব হিতং মঙ্গলং বক্ষ্যামি। মন্মনা মচ্চিত্তঃ মদ্ভক্তঃ মদ্ভজনশীলঃ মদ্‌যাজী মমার্চ্চনশীলঃ ভব মামেব নমস্কুরু ন মে প্রিয়ঃ অসি অতঃ সত্যং তে তুভ্যং অহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি মামেব এষ্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৭ । ৫৮ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬১ ॥

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥ ৬২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ৩১ অ, ১২ শ্লোকে প্রচেতসং প্রতি নারদবচনং)

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥৬৩॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয় এই সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে ভক্ত্যধিকারদায়িনী শ্রদ্ধা বলে॥ ৬২ ॥

যেরূপ তরুর মূলে জলসেচন করিলে সেই তরুর স্কন্ধ ভুজ উপশাখা সকলই তৃপ্তিলাভ করে, প্রাণের তৃপ্তি যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিলে সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়॥ ৬৩॥

অনুভাষ্য।

সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। কৃষ্ণ সেবা করিলে প্রাকৃত রাজ্যে যাবতীয় পিতৃভূতদেব-ঋণ-শোধনাদি কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। কর্ম্ম, জীবের, ভোগপর অনুষ্ঠানমাত্র; ভগবদ্ভক্তি উদয় হইলে কর্ম্মফলে জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। কর্ম্মফলের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমলভ্য বস্তু বৈরাগ্য ভক্তেই সর্ব্বদা অবস্থিত॥ ৬২ ॥

যথা তরোঃ বৃক্ষস্য মূলনিষেচনেন পাদদেশে জলপ্রক্ষেপেণ তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ সর্ব্বাণি বৃক্ষাঙ্গানি তৃপ্যন্তি যথা প্রাণোপহারাৎ প্রাণস্য উপহারাৎ ভোজনাদিতঃ ইন্দ্রিয়াণাং চ তৃপ্তিঃ ন তু তথা অচ্যুতেজ্যা ভগবদর্চ্চনং সর্ব্বার্হণং সকল-দেবতারাধনম্॥ ৬৩ ॥

উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী ॥ ৬৪ ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার ॥ ৬৫ ॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান্ ॥৬৬॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেহোঁ ভক্ত হইবে উত্তম ॥ ৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। ভক্তের বিশ্বাসের নিশ্চয়াত্মক দার্ঢ্যের তারতম্যেই অধিকারের উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠত্ব নির্ভর করে ॥ ৬৪ ॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পূর্ববিভাগ দ্বিতীয় লহরী একাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন, শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥ ভক্তিশাস্ত্রে দক্ষ ও তদিতরমার্গ নিরসনে দৃঢ় যুক্তিপটু এরূপ প্রৌঢ়শ্রদ্ধ ব্যক্তিই ভক্তগণের মধ্যে উত্তম অধিকারী ॥ ৬৫ ॥

ঐ স্থলে দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন যে, যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ। 'যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে। মধ্যমভক্ত শ্রদ্ধাবান্ হইলেও শাস্ত্রাদি তাৎপর্য্যে তাদৃশ কুশল নহেন এবং যিনি কোমলশ্রদ্ধ তিনি কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণের সঙ্গক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্মের কোমলশ্রদ্ধা হইতে বিচ্যুত হইতে

রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তরতম।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥৬৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বোক্তমত শ্রদ্ধা যাঁহার হৃদয়ে হইয়াছে তিনিই ভক্তির অধিকারী। সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে দক্ষ হইয়া দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়াছেন তিনি উত্তমাধিকারী। যিনি দৃঢ়শাস্ত্রযুক্তি জানেন না অথচ শ্রদ্ধাবান্ তিনি মধ্যম অধিকারী। যাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। এই ত্রিবিধ বিভাগ দ্বারা ভক্তলোকের বিভাগ হইল, এরূপ নয়, কেবল শুদ্ধভক্তির অধিকারী ব্যক্তির বিভাগ হইল। কনিষ্ঠ শ্রদ্ধ কেবল কৃষ্ণভক্তি ভাল এইটুকু বিশ্বাস করেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কি এবং ভক্তির তটস্থলক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ যে প্রক্রিয়া তাহা কি, তাহা জানেন না। এইজন্য কোমলশ্রদ্ধদিগের হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্মের মিশ্রভাব পাওয়া যায। সেইটুকু তিরোহিত হইলেই মধ্যমাধিকারী হন। আবার সেই মধ্যমাধিকারগত শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা যখন দৃঢ়ীকৃত হয় তখন তিনি উত্তমাধিকারী হইবেন।

ইহার পূর্ব্বে ভক্তির অধিকার নির্ণীত হইল, এখন ভক্তদিগের বিভাগ করিতেছেন। রতি ও প্রেমের তারতম্যে ভক্ত, ভক্ততর ও ভক্ততম এইরূপ ত্রিবিধ ॥৬৪-৬৮॥

অনুভাষ্য।

পারেন। মধ্যমাধিকারী শাস্ত্রাদি তাৎপর্য্য দ্বারা অভক্ত সঙ্গে কুফল হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রাদি ও হরিজন সঙ্গপ্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। উত্তমাধিকারীকে অভক্ত সঙ্গে কিছুতেই

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২য় অ, ৪৩ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৬৯ ॥

(তত্রৈব ৪৪শ শ্লোকে জনকং প্রতি নবযোগেন্দ্রবাক্যং)

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ৭০

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্ত মৈত্রী, মূঢ়লোকে কৃপা এবং দ্বেষী লোকের প্রতি উপেক্ষা করেন তিনি মধ্যম ভক্ত ॥ ৭০ ॥

অনুভাষ্য।

তাঁহার শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না। শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির অধিকার উন্নত হয় ॥ ৬৬।৬৭ ॥

অজাত রুচিভক্তের শ্রদ্ধার পরিমাণানুসারে (জাতরুচিভক্তে শ্রদ্ধা যাহাকে রুচি বলে) রতির তারতম্য হয়। রতি তারতম্যভেদে প্রেম ভক্তি রসের তারতম্য। একাদশ স্কন্ধে ভক্তের অধিকার লিখিত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥

চরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৯ ॥

যঃ ঈশ্বরে ভগবতি কৃষ্ণে প্রেমাণং করোতি তদধীনেষু উত্তমমধ্যম কনিষ্ঠাধিকারিণি ভগবদ্ভক্তে মৈত্রীং শুশ্রূষা প্রণতিসন্মাদরাদিবর্ত্তাদি মধ্যতাং করোতি বালিশেষু ভক্ত্যনভিজ্ঞেষু কৃপাং করোতি দ্বিষৎসু ভগবদ্বিরোধিভাগবতবিরোধিজনেষু উপেক্ষাং করোতি বর্জ্জয়তি স ভাগবত মধ্যমসংজ্ঞকঃ ॥ ৭০ ॥

[তত্রৈব ২য় অ, ৪৫ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং]

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ৭১ ॥

সর্ব্ব মহা গুণগণ বৈষ্ণব শরীরে ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

লৌকিক ও পারিবারিক প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন অথচ শুদ্ধভক্তিতত্ব শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা অবগত না হওয়ায় হরিভক্ত জনে পূজা করেন না তিনি প্রাকৃতভক্ত অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে, ভক্তপ্রায় ও বৈষ্ণবাভাস এই সকল শব্দে উক্তি করা যায় ॥ ৭১ ॥

তাৎপর্য্য এই যে যখন ক্রমে তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তগণ প্রতি মৈত্রী, মূঢ়জনের প্রতি কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও ভগবদ্ভক্তবিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিতে সক্ষম, তখন তিনি মধ্যমভক্তের মধ্যে পরিগণিত হন। পরে ভজন করিতে করিতে যখন তাঁহার সর্ব্বভূতে স্বীয়সম্বন্ধে ভগবদ্ভাব এবং আত্মস্বরূপ ভগবৎপদার্থে সমস্ত ভূতের বর্ত্তমানতা দৃষ্টি পড়ে তখন তাঁহার ঈশ্বর সেবক বা ভক্ত এবং বিদ্বেষীর প্রতি ভেদভাব থাকে না। সেই অবস্থায় তিনি ভাগবতোত্তম হন ॥ ৬৯-৭১ ॥

অনুভাষ্য ।

যঃ হরয়ে অর্চ্চায়াং শ্রীবিগ্রহে শ্রদ্ধয়া দীক্ষিতঃ সন্ পাঞ্চরাত্রিকবিধানেন পূজাং ঈহতে তদ্ভক্তেষু হরিজনেষু পূজাং ন ঈহতে অন্যেষু হরিবিমুখসঙ্গং বর্জ্জয়তি স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ কনিষ্ঠঃ স্মৃতঃ ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥ ৭২ ॥

[তত্রৈব ৫ম স্কন্ধে ১৮ অ, ১৩ শ্লোকে ভদ্রশ্রবো বাক্যং]

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৭৩ ॥

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায় করি দিগ্ দরশন ॥ ৭৪ ॥
কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত-ষড়্গুণ ॥ ৭৬ ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।

অনুভাষ্য।

ভক্তের একমাত্র বস্তু ভগবান্। ভগবদ্গুণসমূহ ভক্তেরই সম্পত্তি। ভগবানের সকল গুণ ভক্তে সঞ্চারিত হয় ॥ ৭২ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

যস্য ভক্তস্য ভগবতি কৃষ্ণে অকিঞ্চনা অহৈতুকী ভক্তিঃ অস্তি তত্র তস্মিন্ ভক্তে সর্ব্বৈর্গুণৈঃ সহ সুরাঃ দেবাঃ সমাসতে বসন্তি। হরৌ অভক্তস্য মহদ্গুণাঃ কুতঃ ন সম্ভবন্তি যতঃ তস্য অভক্তস্য মনোরথেন অন্যাভিলাষরূপেণ বহিঃ জড়ে অসতি অনিত্যে পরিণামশীলে বর্ত্মনি ধাবতি ॥ ৭৩ ॥

গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥ ৭৭ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে অ. ২০ শ্লো, কপিলদেববাক্যং]

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ৭৮ ॥

[তত্রৈব ৫ম স্কন্ধে ৫ম অ, ২য় শ্লোকে স্বপুত্রশতং প্রতি ঋষভদেবোক্তিঃ]

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥৭৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃপালু হইতে মৌনী পর্য্যন্ত গুণগণ বৈষ্ণবের লক্ষণ বিশেষ ॥৭৫-৭৭॥

তিতিক্ষাযুক্ত কারুণিক সর্ব্বজীবের সুহৃদ অজাতশত্রু শান্ত সাধুভূষণ সাধু সকল ॥ ৭৮ ॥

বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ মহৎসেবা, যোষিৎদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি তাহাদিগের সঙ্গ তমোদ্বার। যাহারা সাধু তাহারা মহদ্ব্যবসায়ী সমচিত্ত প্রশান্ত অক্রোধী এবং সর্ব্বসুহৃদ ॥ ৭৯ ॥

অনুভাষ্য।

তিতিক্ষবঃ সহিষ্ণবঃ কারুণিকাঃ দয়ার্দ্রচিত্তাঃ সর্ব্বদেহিনাং সুহৃদঃ অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধুভূষণাঃ সাধবঃ উচ্যন্তে ॥ ৭৮ ॥

মহৎসেবাং বৈষ্ণবপরিচর্য্যাং বিমুক্তেঃ সংসারবন্ধনাৎ মোচনদ্বারং আহুঃ যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং স্ত্রীসঙ্গিবিষয়িনাং ভোক্তৃণাং সঙ্গং তমোদ্বারং সংসারদ্বারং যে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবঃ তে মহান্তঃ ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ॥ ৮০ ক ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৫১ অ, ৩৫ শ্লোঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্য

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

(তত্রৈব ১১ স্ক ২য় অ, ২৮ শ্লোকঃ)

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥ ৮২

কৃষ্ণ-প্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ ৮০ খ ॥

[তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে ২৫ অ, ১৩ শ্লো, দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং]

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৮৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে নিষ্পাপসকল, আপনাদের নিকট হইতে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিব। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধপরিমাণ সাধুসঙ্গই জীবদিগের পক্ষে অমূল্যরত্ন॥ ৮২ ॥

সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গ আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত। ৮০খ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮১ ॥

অতঃ ভগবদ্দর্শনদুর্ল্লভত্বাৎ অনঘাঃ নিষ্পাপাঃ ঋষয়ঃ ভবতঃ আত্যন্তিকং নিরতিশয়ং ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ। অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধঃ অত্যল্পকালং অপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং সেবধিঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ নিধিঃ ॥ ৮২ ॥

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ ৮৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্ক, ৩১ অ, ৩৫ শ্লো দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সাধুসঙ্গ যেরূপ অন্বয়রূপে বৈষ্ণব আচরণ, অসৎসঙ্গত্যাগ ও ব্যতিরেক রূপে বৈষ্ণব আচার। অসৎ দুইপ্রকার স্ত্রীসঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রীলোকে আসক্ত একপ্রকার অসাধু ও কৃষ্ণেতে অভক্ত দ্বিতীয় প্রকার অসাধু। শুদ্ধভক্ত এই দুই প্রকার অসৎসঙ্গত্যাগে বিশেষ যত্নবান থাকিবেন ॥৮৪॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮৩ ॥

বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার এই যে অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগ। অবৈষ্ণব বলিলে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণ অভক্ত এই দুই শ্রেণীকে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ। বৈধধর্ম্ম-পর স্ত্রীসঙ্গ যাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অধর্ম্ম-পর এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-হেতু কর্ম্মফলজন্য নরকাদি। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি বৈষ্ণব নামের একেবারেই অযোগ্য। ধর্ম্ম অর্থ কাম নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। মোক্ষনামক বর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয় না। কৃষ্ণবৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গীর ন্যায় অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা নাশের কারণ। মায়াবাদী ফলভোগকামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য জড়-ভোগত্যাগী, স্ত্রীসঙ্গী ভোগী, উভয়ই ফলান্বেষী কৈতবপূর্ণ। কৃষ্ণদাস নহে ॥ ৮৪ ॥

(ভাগবত ৩১ অ, ৩৩।৩৪ শ্লো, দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং)

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রী শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥ ৮৬ ॥
তেষশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥ ৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অন্যপ্রসঙ্গে জীবের একরূপ মোহবন্ধ হয় না যেরূপ স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গে হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

সত্য শৌচ দয়া মৌন বুদ্ধি লজ্জা শ্রী যশ ক্ষমা শম দম ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় সেই যোষিৎক্রীড়া-মৃগ শোচ্য আত্মবিনাশকারী অশান্ত মূঢ় অসাধুতে কখনই সঙ্গ করিবে না ॥ ৮৬।৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

যথা যোষিৎ সঙ্গাৎ ভোগ্যসহবাসেন ক্লেশঃ যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ভোক্তৃসহবাসেন পুংসঃ মোহঃ বুদ্ধিনাশঃ বন্ধঃ ভোগবন্ধঃ চ ভবেৎ তথা অন্যপ্রসঙ্গতঃ ন ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥

যৎ অসৎসঙ্গাৎ সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধিঃ হ্রীঃ শ্রীঃ যশঃ ক্ষমা শমঃ দমঃ ভগশ্চ ইতি সংক্ষয়ং সম্যক্ বিনাশং যাতি ॥ ৮৬ ॥

তেষু অশান্তেষু মূঢ়েষু অসাধুষু খণ্ডিতাত্মসু প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃতাত্মবুদ্ধিষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু স্ত্রীণাং ক্রীড়ামৃগঃ ইব স্ত্রৈণেষু শোচ্যেষু দুঃখাশ্রয়েষু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৮৭ ॥

হরিভক্তিবিলাসস্থ ১০ম বিলাসে ২২৫ শ্লো, ধৃতকাত্যায়নসংহিতাবচনং

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসম্বাসবৈশসম্ ॥ ৮৮ ॥

(গোস্বামিপাদোক্তপাদঃ)

মাদ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥৮৯॥

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অগ্নি জ্বালা এবং আবদ্ধ হইয়া যে ক্লেশ হয় তাহা বরং সহ্য করা উচিত তথাপি কৃষ্ণচিন্তা বহির্ম্মুখজনের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করিবে না। তাৎপর্য্য এই যদি কাহার অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয় এবং কারা-রুদ্ধ হইতে হয় তাহাও স্বীকার করিবে তথাপি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত সঙ্গ করিবে না ॥ ৮৮ ॥

ক্ষীণপুণ্য ভগবদ্ভক্তিহীন মনুষ্যগণকে কখন দেখিও না ॥ ৮৯ ॥

এই দুই প্রকার অসৎ সঙ্গ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকিঞ্চনভাবে একমাত্র কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও ॥ ৯০ ॥

অনুভাষ্য।

হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ প্রজ্বলিতবহ্নৌ পঞ্জরমধ্যনিবাসঃ অপি বরং প্রার্থনীয়ঃ শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস-বৈশসং কৃষ্ণচিন্তায়াঃ অপি বিমুখঃ যো জনঃ তেন সহ বাসঃ এব বৈশসং ক্রীড়া ন বরং ॥ ৮৮ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীনান্ কৃষ্ণসেবাবিহীনান্ ক্ষীণপুণ্যান্ মন্দভাগ্যান্ মনুষ্যান্ কচিৎ লৌকিককার্য্যাদৌ অপি মা ন দ্রাক্ষীঃ ॥ ৮৯ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অ, ৬৭ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৯১॥

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ ৯২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৮ অ, ২২ শ্লো, শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রূরবাক্যং)

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-

দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।

সর্ব্বান্দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-

নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৯৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

প্রিয় সত্যবাক্ সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়। ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত আপনি দিয়া থাকেন অথচ আপনার হ্রাস বৃদ্ধি নাই ॥ ৯৩ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯১ ॥

কোন পণ্ডিতই, ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, উদার ও সামর্থবান্ কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেতর তুচ্ছ বস্তুর ভজনা করেন না। যিনি কৃষ্ণ ভজন ছাড়িয়া বিষয়ে মুগ্ধ হন, তাঁহার তুল্য মূর্খ আত্মঘাতী জন বিরল ॥ ৯২ ॥

ভজতঃ সুহৃদঃ ভজনশীলান্ মিত্রান্ যঃ সর্ব্বান্ অভিকামান্ সকল বাসনাঃ আত্মানং নিজবিগ্রহমপি দদাতি যস্য উপচয়াপচয়ৌ হ্রাসবৃদ্ধী ন

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ জ্ঞান।

অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥ ৯৪॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২য় অ, ২১ শ্লোকে, বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং)

অহো বকী যং স্তনকালকূটং

জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ৯৫॥

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অহো এই বকাসুর ভগ্নী পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু বৃত্তি হইয়াও স্তনকালকূটপান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও মাতৃযোগ্য গতি লাভ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত আর কোন দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি॥ ৯৫॥

অনুভাষ্য

কঃ ভক্তিপ্রবাৎ ঋতগিরঃ সদ্ভাবাৎ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ ত্বৎ অপরং ত্বাং বিনা কঃ পণ্ডিতঃ শরণং সমীয়াৎ॥ ৯৩॥

কৃষ্ণগুণ জ্ঞান হইবামাত্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করেন। এবিষয়ে উদ্ধবই প্রমাণ স্বরূপ॥ ৯৪॥

অহো জিঘাংসয়া হন্তুমিচ্ছয়া অপি স্তনকালকূটং স্তনয়োঃ গৃহীতং কালকূটং বিষং যং কৃষ্ণং অপায়য়ৎ বকী পূতনা অসাধ্বী অপি ধাত্র্যুচিতাং পালয়িত্র্যা যোগ্যাং গতিং লেভে ততঃ অন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ ৯৫॥

তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥ ৯৬ ॥

(হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ৪১৭ অঙ্ক ধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্রং)

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥ ৯৭ ॥
আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অকিঞ্চন-ভক্ত ও শরণাগত-ভক্ত এ দুইর একই লক্ষণ। ইহার মধ্যে শরণাগতের আত্মসমর্পণরূপ একটী লক্ষণ অধিক ॥ ৯৬ ॥

শরণাগতির ছয়প্রকার লক্ষণ। (১) আনুকূল্যসঙ্কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল হয় তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব এই সঙ্কল্প। (২) প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জন অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল তাহা আমি অবশ্য বর্জ্জন করিব। (৩) তিনি রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আমি মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইতে পারি এরূপ নয়। কৃষ্ণ যখন কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাস। (৪) কৃষ্ণকে গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবা আমি তৎ তৎ অধিষ্ঠাতৃ

অনুভাষ্য।

আনুকূল্যস্য কৃষ্ণভজনসহায়স্য সঙ্কল্পঃ সম্যক্ নির্ণয়ঃ গ্রহণং বা প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনং কৃষ্ণভজনবিরোধিবস্তুসঙ্গত্যাগঃ গোপ্তৃত্বে প্রভুত্বে পতিত্বে বা বরণং প্রার্থনং অঙ্গীকরণং বা রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যং আত্মসমর্পণঃ স্বীয়দৈন্যজ্ঞাপকং কৃষ্ণায় কাকুভাবণঞ্চ ইতি শরণাগতিঃ ষড়্‌বিধা ॥ ৯৭।৯৮ ॥

(তত্রৈব ৪১৮ অঙ্ক ধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্রং)

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥ ৯৯॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥ ১০০॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২৯ অ, ৩২ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ১০১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দেবতাকর্ত্তৃক পালিত হইব এরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালনকর্ত্তা দেব মনুষ্যের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই এইরূপ স্থির বিশ্বাস। (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয় কৃষ্ণ ইচ্ছার পরতন্ত্র এইরূপ বুদ্ধিতে কার্য্য করা। (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাতে দীন বুদ্ধি॥ ৯৭।৯৮॥

শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর দ্বারা আশ্রয়পূর্ব্বক হে ভগবান্ আমি তোমার ইহা বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৯৯॥

অনুভাষ্য।

তব অস্মি ইতি বাচা বদন্ তথা এব মনসা বিদন্ আত্মানং সেবাপরং জানন্ তন্বা শরীরেণ তৎস্থানং ভগবতঃ স্থানং আশ্রিতঃ সন্ তস্য কৃষ্ণভজনানুকূলনিবাসঃ সন্ মোদতে স এব শরণাগতঃ॥ ৯৯॥

যদা মনুষ্যঃ ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা বিরতভোগমোক্ষঃ ভবতি মে মহ্যং

এবে সাধনভক্তি লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥ ১০২॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ২য় শ্লোকঃ]

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥ ১০৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

মরণশীল জীব সমস্তকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার প্রতি নিবেদন করিয়া ক্রিয়া করিয়া থাকেন তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত চিৎস্বরূপ ভোগে কল্পিত হন॥ ১০১॥

সাধ্যভাবভক্তি যখন কৃতিসাধ্য হন তখন তাঁহাকে সাধন ভক্তি বলি ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব তাহাকে হৃদয়ে প্রাকট্য অবস্থায় আনাব নাম সাধ্যতা॥ তাৎপর্য্য এই জীব চিৎকণ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের আনন্দ-কণ স্বভাবত জীবে আছে মায়া বদ্ধ হইয়া তাহা লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্য-সিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটযোগ্য। এই অবস্থাতেই নিতসিদ্ধ বস্তুর সাধ্য অবস্থা হইল। সেই সাধ্য ভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত হইতে থাকে তখন তাহার নাম সাধন ভক্তি॥ ১০৩॥

অনুভাষ্য।

নিবেদিতাত্মা আত্মসমর্পণং করোতি তদা অসৌ ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশেষেণ কর্তুমভিলষিতো ভবতি অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ ময়া সহ আত্মভূয়ায় মৎ সহ সমানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি॥ ১০১॥

কৃতিসাধ্যা কৃত্যা ইন্দ্রিয়-প্রেরণয়া সাধনীয়া সা সাধ্যভাবা সাধনীয়ঃ ভাবঃ যয়া সা সাধনাভিধা ভবেৎ। হৃদি নিত্যসিদ্ধস্য সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্য ভাবস্য প্রাকট্যং আবিষ্করণং সাধ্যস্য সাধনযোগ্যতা॥ ১০৩॥

শ্রবণাদিক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥ ১০৪ ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥ ১০৫ ॥
এইত সাধনভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর ॥ ১০৬ ॥
রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥ ১০৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ১মঅ, ৫ম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আনুকূল্য ভাবের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ সেই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। অন্যাভিলাষ ত্যাগ এবং জ্ঞান কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদন দ্বারা সেই স্বরূপ লক্ষণের কার্য্য হইতে প্রেমধনের উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু তাহা কখন সাধ্য নয়। শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তাহার উদয় মাত্র সম্ভব। অতএব শ্রবণাদি ক্রিয়াই প্রথমতঃ সাধন ভক্তি তাহা দুই প্রকার। বৈধী ও রাগানুগা। যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় হয় নাই তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন প্রবৃত্তি হয় তাহাই বৈধীভক্তি ॥ ১০৪-১০৭ ॥

[তত্রৈব ১১শ স্কন্ধে, ৫ম অ, ৩য় শ্লোকে জনকং প্রতি চমসবাক্যং]

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১০৯ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৬ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং)

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরি অভয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদা শ্রোতব্য কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য ॥ ১০৮ ॥

বিষ্ণু সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য। কখনই বিস্মর্ত্তব্য নন। এই দুইটী কথার অনুগত সমস্ত বিধি নিষেধ। তাৎপর্য্য এই শাস্ত্রে যত প্রকার বিধি জন্মিয়াছে ও নিষেধ উক্ত হইয়াছে সে সমস্তই উক্ত দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়া হইতেছে। যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান স্মরণপথে আসেন তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি। যে কার্য্য দ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয় সেই কার্য্যই নিষেধ॥ ১১০॥

অনুভাষ্য।

হে ভারত তস্মাৎ অভয়ং ইচ্ছতা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ত্যাগমভিলষতা জনেন সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চ ॥১০৮॥

চরিতামৃত মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০৯ ॥

বিষ্ণুঃ সততং স্মর্ত্তব্যঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ এতয়োঃ স্মরণাস্মরণরূপয়োঃ বিধিনিষেধয়োঃ দ্বয়োঃ এব কিঙ্করাঃ অনুগতা ভৃত্যাঃ স্যুঃ ॥ ১১০॥

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥ ১১১ ॥
গুরু পাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা পৃচ্ছা,সাধুমার্গানুগমন ॥ ১১২ ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস ।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥ ১১৩ ॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গোবিপ্র-বৈষ্ণব পূজন ।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিবর্জ্জন ॥ ১১৪ ॥
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, বহু শিষ্য না করিব ।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥ ১১৫ ॥
হানি লাভ সম শোকাদির বশ না হইব ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

(১) গুরুপাদাশ্রয় (২) দীক্ষা, মন্ত্রদীক্ষা (৩) গুরুসেবা (৪) সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা ও জিজ্ঞাসা । (৫) সাধুদিগের পথানুগমন (৬) কৃষ্ণপ্রীতির জন্য নিজের ভোগত্যাগ (৭) কৃষ্ণতীর্থ বাস (৮) যাহা পাইলে নির্ব্বাহ হয় সেইরূপ প্রতিগ্রহ (৯) একাদশী উপবাস এবং (১০) ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবের সম্মান এই দশটী অঙ্গ ভজনের প্রারম্ভরূপ। (১১) সেবাপরাধ ও নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন (১২) অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ (১৩) বহুশিষ্য না করা (১৪) বহুগ্রন্থের কলা অর্থাৎ অংশ অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাবাদত্যাগ (১৫) হানিতে এবং লাভে সমবুদ্ধি (১৬) শোকাদির বশ না হওয়া (১৭) অন্য দেব বা শাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা (১৮) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা

অন্যদেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ ১১৬ ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণীমাত্রে মনো বাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥ ১১৭ ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ ১১৮ ॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥ ১১৯ ॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥ ১২০ ॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

(১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা স্ত্রী পুরুষের গৃহবার্ত্তা না শুনা (২০) প্রাণীমাত্রের মনের উদ্বেগ না জন্মান। এই শেষ দশটী নিষেধ লক্ষণ অঙ্গ ব্যতিরেক ভাবে অনুষ্ঠান করিবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ব্যবহারে অকার্পণ্য আর মহারম্ভের অনুদ্যম এই দুইটী ঐ দশ অঙ্গের মধ্যে ধরিয়াছেন। এই গ্রন্থে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে এই অঙ্গটী এই দশ অঙ্গ মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ধৃত হয় নাই।

এই কুড়িটী অঙ্গ ভজনমন্দিরের প্রবেশ দ্বারস্বরূপ। গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা ও গুরুসেবা এই তিনটী প্রধান অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত। (১) শ্রবণ (২) কীর্ত্তন (৩) স্মরণ (৪) পূজন (৫) বন্দন (৬) পরিচর্য্যা (৭) দাস্য (৮) সখ্য (৯) আত্মনিবেদন (১০) শ্রীবিগ্রহ অগ্রে নৃত্য

নিজ প্রিয় দান, ধ্যান, তদীয় সেবন ॥ ১২১ ॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ ১২৩ ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

(১১) গীত, (১২) বিজ্ঞপ্তি, (১৩) দণ্ডবৎ প্রণাম, (১৪) অভ্যুত্থান অর্থাৎ ভগবান আসিতেছেন দেখিয়া দাঁড়ান, (১৫) অনুব্রজ্যা, ভগবান যাত্রা করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়া, (১৬) তীর্থ এবং ভগবদ্গৃহে গমন, (১৭) পরিক্রমা, (১৮) স্তবপাঠ, (১৯) জপ, (২০) সংকীর্ত্তন, (২১) ধূপ ও মাল্যের গন্ধগ্রহণ, (২২) মহাপ্রসাদ সেবন, (২৩) আরাত্রিক মহোৎসব দর্শন, (২৪) শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, (২৫) নিজ প্রিয়বস্তু ভগবানকে অর্পণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) তদীয় অর্থাৎ তুলসী সেবন, (২৮) বৈষ্ণব সেবন, (২৯) মথুরাবাস, (৩০) ভাগবত আস্বাদ, (৩১) কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, (৩২) তাঁহার কৃপা, (৩৩) ভক্তগণের সহিত জন্মদিনাদির মহোৎসব, (৩৪) সর্ব্বপ্রকার শরণাপত্তি, (৩৫) কার্ত্তিকাদিব্রত এই পঁয়ত্রিশটী অঙ্গে আর চারিটী অঙ্গ যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ ১। বৈষ্ণবচিহ্নধারণ, ২। হরিনামাক্ষর দেহে ধারণ, ৩। নির্ম্মাল্যধারণ ও ৪। চরণামৃত পান এই চারিটী অঙ্গ অর্চ্চনাদির অন্তর্গত বলিয়া কবিরাজগোস্বামী মনে করিয়া লইয়াছেন। এই চারিটী যোগে ৩৯ অঙ্গ হয়। তাহাতে আর ১। সাধুসঙ্গ, ২। নামকীর্ত্তন,

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥ ১২৫ ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ-প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ ১২৬ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৪০ শ্লোকে)

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ১২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

৩। ভাগবত শ্রবণ, ; ৪। মথুরাবাস, ৫। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিসেবারূপ পাঁচটী অঙ্গ পুনরায় যোগ করিতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামী লিখিয় গিয়াছেন ; "অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্ববিলিখিতস্য চ। নিখিলশ্রেষ্ঠবোধায় পুনরপ্যত্র শংসনং।" এই পাঁচটী যোগ করিয়া ৪৪ অঙ্গ হয়। এই ৪৪ পূর্ব্বোক্ত ২০ সহিত যোগে ৬৪ হয়। এই ৬৪ অঙ্গ শরীর ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা, ইহার মধ্যে কতক গুলি একেবারে পৃথক্ আর কতকগুলি মিশ্রভাবাপন্ন ॥ ১১৭-১২৬ ॥

একজাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

সজাতীয়াশয়ে সমজাতীয়বাসনাবিশিষ্টে স্নিগ্ধে স্নেহপরে স্বতো বরে শ্রেষ্ঠে সাধৌ সঙ্গঃ কার্য্যঃ। শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাং রসিকৈঃ কৃষ্ণভক্তরস বিজ্ঞৈঃ সহ আস্বাদঃ তাৎপর্য্যগ্রহণম্। বৈয়াকরণাৎ শাব্দিকাৎ পু

(তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৭১০ অঙ্কে)

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরংঘ্রিসেবনে ।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ১২৮ ॥

(তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৮৭ শ্লোকে)

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে ।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১২৯ ॥

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নামসঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরা-মণ্ডলে অবস্থিতি ॥ ১২৮ ॥

অনুভাষ্য ।

ত্রত্বাৎ বা পারমহংস্যশাস্ত্রার্থবোধাসম্ভবাৎ । কৌপীনজীবিনাং মন্ত্রজীবিনাং তালবৃন্তজীবিনাং নিস্বিনাং চ গ্রন্থার্থগ্রহণে অনধিকারত্বাৎ ॥ ১২৭ ॥

শ্রদ্ধাবিশেষতঃ বিশেষেণ শ্রীমূর্ত্তের্অঙ্ঘ্রিসেবনে প্রীতিঃ বহিঃপূজায়াং অর্চ্চনে সামান্যতঃ যুক্তে দম্পত্যোঃ মানসসেবায়াং বিশেষতঃ সার্ব্বকালিক ভজনানুরাগঃ নামসংকীর্ত্তনং নামভজনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ কৃষ্ণ-বসতিস্থলে অবস্থানং শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমৌ চিন্তামণিজ্ঞানং তদেব মথুরা-বাসঃ ইতি শ্রীমন্নরোত্তমপ্রভুচরণৈঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং নির্ণিতঃ শ্রীগৌরবিলাসভূমিঃ শ্রীমায়াপুরাদিধামবাসঃ শ্রীক্ষেত্রদাক্ষিণাত্যব্রজ-মণ্ডলাদিধামবাসশ্চ মথুরাবাসেন সহ অভিন্নো জ্ঞেয়ঃ । তদ্ভেদবাদিনাং মথুরাবাসোপি প্রাকৃত-ভোগময়ঃ ॥ ১২৮ ॥

নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥ ১৩০ ॥

এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ॥ ১৩১ ক ॥

(পদ্যাবল্যাং তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ সাধনভক্তিলহর্য্যাং ২০০ অঙ্ক ধৃতঃ)

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥১৩২॥

অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ॥ ১৩১ খ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শেষোক্ত দুরূহ অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন পাঁচটী অঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলে নিরপরাধী ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির সহসা হেতু হয় ॥১২৯॥

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদংঘ্রিভজনে, পৃথুরাজ পূজনে, অক্রূর অভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলি সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩১ ॥

অনুভাষ্য।

অস্মিন দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে সাধুসঙ্গাদ্যঙ্গপঞ্চকে শ্রদ্ধা দূরে অল্প যত্র সাধন-শ্রেষ্ঠাঙ্গপঞ্চকে স্বল্পঃ সম্বন্ধঃ অপি সুধিয়াং সদ্বুদ্ধিমতাং সুষ্ঠুরাগানাং দোষবর্জ্জিতানাং ভাবজন্মনে ভাবস্য অভিব্যক্তয়ে সমর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

ভক্তাঙ্গস্থিতিমন্তেন জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উদয় হয়। নিষ্ঠা হইতে প্রেম জাত হয় ॥ ১৩০ ॥

পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত-হরিকথাশ্রবণে বৈয়াসকি-

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ৪র্থ অ, ১৬ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ১৩৩ ॥

তত্রৈব ৪র্থ অ, ১৭শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অম্বরীষরাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, স্বায় করদ্বয় হরিমন্দির মার্জ্জনাদিতে ও কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রবণপ্রভাবাৎ, বৈয়াসকিঃ শুকদেবঃ শ্রীভাগবতকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদঃ স্মরণে, লক্ষ্মীঃ তদংঘ্রিভজনে পাদপদ্মসেবনে, পৃথুঃ পূজনে, অক্রূরস্ত অভিবন্দনে, কপিপতির্হনুমান্ দাস্যে রামকৈঙ্কর্য্যে, অর্জ্জুনঃ সখ্যে, বলিঃ সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে পরং কেবলং নিষ্ঠিতঃ অভূৎ। এষাং হরিজনানাং একৈকাঙ্গনিষ্ঠয়া কৃষ্ণাপ্তিঃ কৃষ্ণলাভোঽভূৎ ॥ ১৩১ ॥

সঃ অম্বরীষঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ মনঃ বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে হরিগুণমহিমাকথনে বচাংসি বাক্যানি হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু করৌ ভগবদালয়নীরাজন লেপনাদিকর্ম্মণি ভুজদ্বয়ং, অচ্যুতসৎকথোদয়ে শ্রুতিং চকার নিযুক্তবান্ ॥ ১৩৩ ॥

ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ১৩৪ ॥

(তত্রৈব ৪র্থ অ, ১৮ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ১৩৫ ॥

কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম সৌরভে ঘ্রাণ এবং কৃষ্ণার্পিত তুলসী আস্বাদনে রসনা, পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্র অনুগমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে, কাম কাম্য-রহিত দাস্যে একপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যে তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতি উদয় হয় ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে কৃষ্ণমন্দিরদর্শনে দৃশৌ নেত্রৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গমং হরিজনশরীরস্পর্শনে উত্তমাঙ্গস্পর্শনং শ্রীমত্তুলস্যাঃ তৎপাদ-সরোজসৌরভে ভগবৎপদসেবিততুলসীগন্ধে ঘ্রাণঞ্চ তদর্পিতে কৃষ্ণনিবে-দিতে মহাপ্রসাদে রসনাং জিহ্বাং নিযুক্তবান্ ॥ ১৩৪ ॥

হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে পাদৌ, হৃষীকেশপদাভিবন্দনে শিরঃ, দাস্যে কামং চ ন তু কামকাম্যয়া ভোগেচ্ছায়াং উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ যথা ॥ ১৩৫ ॥

দেবঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥ ১৩৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অ ৩৭ শ্লোকে করভাজনবাক্যং)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ ১৩৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্ তিনি দেবতা, ঋষি, অন্যভূত, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের আর ঋণী থাকেন না ॥

তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্য জন্মিবামাত্র ঐ সমস্ত ঋণে ঋণী হন, এবং শাস্ত্রমতে বহুবিধ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সমস্ত কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণচরণে শরণাপন্ন হন, তাঁহার ঐ সমস্ত ঋণ উপযুক্ত অনুষ্ঠান না করিলেও পরিশোধিত হইয়া যায় ॥ ১৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও মনুষ্যঋণ এই পঞ্চঋণ পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥ হোমদ্বারা দেবযজ্ঞ, অধ্যাপনদ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণ দ্বারা পিতৃযজ্ঞ, বলি দ্বারা ভূতযজ্ঞ ও অতিথিপূজাদ্বারা নৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয় ॥ ১৩৬ ॥

হে রাজন্ যঃ জনঃ কর্ত্তং কৃত্যং পরিহৃত্য সর্ব্বাত্মনা শরণ্যং মুকুন্দং শরণং গতঃ অয়ং দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করঃ বাধ্যঃ ন ঋণী ॥ ১৩৭ ॥

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ১৩৮ ॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করান প্রায়শ্চিত্ত ॥১৩৯॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অ, ৩৮ শ্লোকে করভাজনবাক্যং)

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি বৈদিক বিধিগত ধর্ম্মসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজনা করেন তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধপাপাচারে মতি হয় না, যদি কোন কারণেও পাপ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে, কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন ॥ ১৩৮।১৩৯ ॥

অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক হরির স্বীয় পাদমূল যিনি ভজন করেন, সেই প্রিয় ব্যক্তির যদি কখন বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য।

হরিঃ স্বপাদমূলং ভজতঃ নিজপাদমূল-সেবনকারিণঃ ত্যক্তান্যভাবস্য অন্যভাবরহিতস্য তস্য কথঞ্চিৎ যচ্চ বিকর্ম্ম নিষিদ্ধকর্ম্ম উৎপতিতং ভবেৎ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ পরেশঃ তদপি সর্ব্বং ধুনোতি বিনাশয়তি ॥ ১৪০ ॥

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। ১৪১ ক।

(তত্রৈব ২০ অ, ৩১ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥১৪২॥

অহিংসা যম নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ॥ ১৪১ খ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার ভক্তিযুক্ত প্রিয়যোগী সকলের পক্ষে জ্ঞানচেষ্টা ও বৈরাগ্যচেষ্টা প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। তাৎপর্য্য এই যে ভক্তি স্বতন্ত্রা জ্ঞানবৈরাগ্য-যোগাদি তাঁহার ঈষৎ প্রথমে উপযোগী হইলেও অঙ্গমধ্যে পরিগণিত নয় ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য।

অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে জ্ঞান ও কর্ম্ম জন্য বৈরাগ্য ভগবদ্ভক্তির সোপান, বস্তুতঃ তাহা নিশ্চয়ই নহে। জ্ঞান বা কর্ম্মজ-বিরাগ নিজ স্বরূপ তাৎপর্য্য বিশিষ্ট নহে বলিয়া এবং অনিত্য অবস্থার পরিণামশীল কৃত্যবিশেষ তজ্জন্য নিত্য কৃষ্ণদাস্যের অঙ্গ নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের ফল নিজ পরিণামশীল অনিত্যানুভূতির বিকার বিশেষ তজ্জন্য ভোগ বা মোক্ষই তাহার পরিণতি নিত্য ভক্তির সহ কোন সম্বন্ধ নাই। জ্ঞান বা বৈরাগ্য পরিত্যক্ত হইলে ভক্ত হইতে পারে ॥ ১৪১ক ॥

তস্মাৎ ভক্তেঃ সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তত্বাৎ বৈ মদাত্মনঃ মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ ইহ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ ভবেৎ ॥ ১৪২ ॥

কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসাশূন্য সংযত এবং নিয়মরত। তাঁহার ঐ সকল সদ্গুণ উপার্জ্জন করিতে হয় না ॥ ১৪১খ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০২ অঙ্কধৃত স্কান্দবচনম্)

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥১৪৩॥

বৈধীভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥ ১৪৪ ॥

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্য ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥ ১৪৫ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০৪ অঙ্কে)

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয় কেন না যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয় তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না ॥ ১৪৩ ॥

ব্রজবাসী ভক্তজনের যে রাগস্বরূপভক্তি তাহাই মুখ্য অর্থাৎ সেরূপ ভক্তি আর কুত্রাপি নাই। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া যে ভক্তি বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম রাগানুগাভক্তি ॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

হে ব্যাধ তব এতে অহিংসাদয়ঃ গুণাঃ ন হি অদ্ভুতা অসাধারণী যতো জনাঃ হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাঃ তে পরতাপিনঃ ন স্যুঃ অপরদ্রোহপরা নবন্তি ॥ ১৪৩ ॥

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ১৪৬ ॥

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ॥ ১৪৭ ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥ ১৪৮ ॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী হইলে রাগাত্মিকা নামে উক্ত হন ॥ ১৪৬ ॥

অনুগতি,—অনুগমন ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য।

ইষ্টে অভীষ্টবস্তুনি স্বারসিকী স্বরসোপযোগিনী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা যা সা রাগঃ ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভক্তিঃ ভবেৎ অত্র সা রাগাত্মিকা উদিতা কথিতা ॥ ১৪৬ ॥

স্বীয় আনুকূল্য বিষয়ে অর্থাৎ অভীষ্টবস্তুতে তৃষ্ণারূপ রাগই মুখ্য স্বরূপ লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান যাহাকে তটস্থলক্ষণ বলে এক্ষেত্রে উহা অভীষ্টবস্তুতে আবিষ্টতা ॥ ১৪৭ ॥

ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইয়া তদ্ভাবেচ্ছানুগমনে রাগানুগ ভক্তগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। জাতরুচি ভক্তগণ স্বভাবক্রমে শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ রুচির বিরুদ্ধে অন্যে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিতে আসিলে তাহা স্বীকার করেন না। এতদ্দ্বারা সহজিয়া প্রভৃতি কুপথ্য,

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০৩ অঙ্কে)

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।

রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ১৫০ ॥

(তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১১৮ অঙ্কে)

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যশ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥১৫১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ব্রজবাসীজনাদিতে অভিব্যক্তরূপ রাগাত্মিকাভক্তি বিরাজমানা সেই ভক্তির অনুসৃত যে ভক্তি তাহাই রাগানুগা ॥ ১৫০ ॥

ব্রজবাসীদিগের ভাবাদি মাধুর্য্য শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে তাহাই রাগানুগাভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি লক্ষণ নয় ॥ ১৫১ ॥

অনুভাষ্য।

মিশ্রত সম্প্রদায়ে, বাস্তবিক-অজাতরুচি হইয়া রাগানুগাভিমানে ভক্তিগ্রন্থ আলোচনা ও শ্রীরূপানুগ পথ পরিত্যাগ করিয়া মূর্খজনোচিত প্রাকৃত-রুচির পোষণ করিয়া আত্ম সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। তাহারা বঞ্চিত দুর্ভাগা ॥ ১৪৯ ॥

ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং যথাস্যাত্তথা সুপ্রকাশিতাং বিরাজন্তীং শোভমানাং রাগাত্মিকাং অনুসৃতা যা সা রাগানুগা উচ্যতে ॥ ১৫০ ॥

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে ব্রজবাসিনাং শান্তদাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুররসাশ্রিত-ভাবাদিমাধুর্য্যে. শ্রুতে শ্রবণেন অনুভূতে সতি জাতরুচিমহাভাগবত-গুরুমুখাৎ শ্রীমদ্ভাগবতপদ্মপুরাণাদিসিদ্ধশাস্ত্রাদ্বা যৎ যস্য ধীঃ বুদ্ধিঃ শাস্ত্রং ন যুক্তিং চ ন অপেক্ষতে অত্র তদেব লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥ ১৫১ ॥

বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥ ১৫২ ॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ ১৫৩ ॥

(তত্রৈব ১১৮ অঙ্কে)

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ১৫৪ ॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্ম্মনা হঞা॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

রাগাত্মিকাভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্যে এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তরে সেবা করিবেন ॥ ১৫৪ ॥

ব্রজবাসী ভক্তগণ কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ; তন্মধ্যে যিনি যে রসভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট মনে করেন, তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্ম্মনারূপে নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

অত্র রাগানুগাভক্তিসাধনে তদ্ভাবলিপ্সুনা তৎ তস্য ব্রজস্থিতস্য নিজাভীষ্টস্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য গুরোঃ যঃ ভাবঃ তল্লিপ্সুনা তদনুগমনেন নিজায়ত্তকরণেচ্ছুনা সাধকরূপেণ সাধকশরীরেণ কীর্ত্তনাদ্যভক্ত্যাশ্রিতাঃ, সিদ্ধরূপেণ নিত্যসেবনোপযোগি-মানসদেহেন চ ব্রজলোকানুসারতঃ তদনুরাগ-জনানুগত্যেন হি সেবা কার্য্যাঃ করণীয়াঃ॥ ১৫৪ ॥

(তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১৫০ অঙ্কে)

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥ ১৫৬॥

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥ ১৫৭॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ২৫ অ, ৩৪ শ্লোকে কপিলদেববাক্যং)

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ এবং তদীয় নিজ নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণ পূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন, শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে, মনে মনে ব্রজবাস করিবেন॥ ১৫৬॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণং অস্য কৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং নিজাভীষ্টং জনং চ স্মরন্ অসৌ সাধকঃ তত্তৎকথারতঃ তত্তদ্রসোচিতকথানুরক্তঃ সন্ সদা নিত্য-কালং ব্রজে বাসং কুর্য্যাৎ স্থূলশরীরে মনসাপি চ নিত্যনিবাসং স্থাপয়েৎ। কৃষ্ণভজনবিহীনস্য ধামবাসঃ প্রাকৃতবিষয়বিমূঢ়স্য কদাপি ন ভবতি পরন্তু নিত্যভজনশীলস্য অহরহঃ লৌকিকদৃষ্ট্যা অন্যত্রাবস্থানেপি নিত্যধামবাসঃ স্যাৎ॥ ১৫৬॥

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ১৫৮ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং)

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোপীহ নমো নমঃ ॥১৫৯॥

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় প্রীতি ॥ ১৬০ ॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতি ভাব হয়ে দুই নাম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাহাদিগের আমি প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ, দৈব ও ইষ্ট তাহারা সর্ব্বদা মৎপর। হে শান্তরূপা জননী আমার কালচক্র তাহাদিগকে কখন নাশ করে না ॥ ১৫৮ ॥

পতি, পুত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র এইরূপে হরিকে সদা উদ্যুক্ত হইয়া যে ধ্যান করে তাহাদিগকে বারবার নমস্কার ॥ ১৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

হে মাতঃ যেষামহং প্রিয়ঃ সুতঃ আত্মা সখা গুরুঃ সুহৃদঃ দৈবং ইষ্টং চ মৎপরাঃ শান্তরূপে শান্তং বিকাররহিতং রূপং যস্য যস্মিন্ নিত্যধাম্নি কাহিচিৎ কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি নির্ব্বিশেষাঃ ভবন্তি অনিমিষঃ মে হেতিঃ কালচক্রং ন লেঢ়ি তান্ ন গ্রসতে ॥ ১৫৮ ॥

ইহ অস্মিন্ জগতি যে সদা উদ্যুক্তাঃ সন্তঃ হরিং ভগবন্তং পতিপুত্রসুহৃৎভ্রাতৃপিতৃবৎ মিত্রবৎ চ ধ্যায়ন্তি তেভ্যোঽপি নমো নমঃ ॥ ১৫৯ ॥

যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥ ১৬১ ॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সেবন।
এইত কহিল অভিধেয় বিবরণ ॥ ১৬২ ॥
অভিধেয় সাধন ভক্তি ইবে কহিল সনাতন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ॥ ১৬৩ ॥
অভিধেয় সাধন ভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ ১৬৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ব বিচারো নাম দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীঅঙ্কুরে রতিভাব হয় দুই নাম;—প্রীতির অঙ্কুরের দুইটী নাম অর্থাৎ রতি ও ভাব ॥ ১৬১ ॥

অনুভাষ্য।

এইমত অর্থাৎ বাহ্যে সাধকদেহে শ্রবণ কীর্তন দ্বারা সেবা এবং মনে কৃষ্ণসেবোপযোগী নিজরুচোচিত সিদ্ধদেহে সর্ব্বকাল ব্রজে যিনি রাধাকৃষ্ণের সেবা করেন তিনি শাস্ত্র বা গুরুশাসন বলে বৈধীভক্তির পরিবর্ত্তে নিজজাতরুচিপ্রভাবে রাগানুগা পথে চলিতে চলিতে কৃষ্ণের চরণে প্রগাঢ় প্রীতি লাভ করেন। রাগানুগা মার্গেই রতি ও ভাব হৈতে ভগবান্ বশীভূত হন এবং কৃষ্ণপ্রেমসেবা প্রাপ্তি ঘটে ॥ ১৬২ ॥

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ।

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

ভাবের লক্ষণ, প্রেমের এবং প্রেম প্রাদুর্ভাবের লক্ষণ এবং উদিত ভাব ব্যক্তিদিগের ব্যবহার লক্ষণ বর্ণন করিয়া প্রেম যে ক্রমে মহাভাব হয় তাহা এবং পঞ্চপ্রকার রতির ব্যাখ্যায় সেই সেই রসের ব্যাখ্যা, রসের স্থিতি বর্ণন, শৃঙ্গার রসের সর্ব্বোৎকর্ষ, তাহার স্বকীয় পারকীয় ভেদে বিবিধত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কৃষ্ণের ৬৪ গুণের ব্যাখ্যা, রাধিকার ২৫ গুণের ব্যাখ্যা এবং কৃষ্ণভক্তিরসের অধিকারীর স্বরূপ ও অষ্টাঙ্গ লক্ষণ বর্ণন করিলেন। সনাতনকে ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত হরিবংশ লিখিত গোলোকের নিত্যলীলা কেশাবতারের বিরুদ্ধব্যাখ্যা ও শুদ্ধব্যাখ্যা এই সমস্ত শিক্ষা দিয়া সনাতনের মস্তকে হস্তার্পণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিলেন।

স্বীয় প্রেমনামামৃতরূপ গুপ্তবিত্ত যাহা ইহার পূর্ব্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই তাহাই অত্যুদার-স্বভাব যে গৌরকৃষ্ণ আপামর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি প্রপন্ন হই ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়-গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ীভাব নাম ॥ ৪ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে তৃতীয়লহর্য্যাং প্রথম-শ্লোকে]

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থানীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তং মসৃণ করে তাহাকেই ভাব বলে ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য।

অত্যুদারঃ যঃ গৌরঃ কৃষ্ণঃ চিরাদদত্তং অনর্পিতং নিজগুপ্তবিত্ত স্বগোপনীয়ধনং স্বপ্রেমনামামৃতং আপামরং জনেভ্যঃ বিততার তং গৌর কৃষ্ণং অহং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ভগবতঃ সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্ত্যাঃ সংবিদাখ্য বৃত্তিঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষঃ যঃ স এব আত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানং তস্য নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্ প্রেমসূর্য্যকিরণসাদৃশ্য শালী প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপঃ ইত্যর্থঃ রুচিভিঃ প্রাপ্ত্যভিলাষ-সকর্তৃকানু কুল্যাভিলাষ-সৌহার্দাভিলাষৈঃ চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ অসৌ ভাবঃ উচ্যতে ॥ ৫ ।

এই দুই, ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন ॥ ৬ ॥

(তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাং প্রথম-শ্লোকে)

সম্যক্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥

(হরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে ৩৮২ অঙ্কধৃতঃ নারদপঞ্চরাত্রে)

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই দুই, ভাবের স্বরূপতটস্থ লক্ষণ। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ এইটী ভাবের স্বরূপ লক্ষণ। রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে এইটী ভাবের তটস্থ লক্ষণ ॥ ৬ ॥

যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয় তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল প্রেম বলিয়া উক্তি করেন ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য।

এই দুই। শ্লোক লিখিত ১। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাদি ভাবের স্বরূপ লক্ষণ ২। রুচিদ্বারা চিত্তদ্রবকৃৎ ভাবের তটস্থ লক্ষণ।

দুই ভাবের। ১। সাধনাভিনিবেশজ ভাব ২। কৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত-প্রসাদজ ভাব। সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতি-ধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥ আবার কেহ কেহ দুই ভাবের অর্থে কেবলা ও মিশ্রা অর্থ করেন। এই অর্থ এখানে সুসঙ্গত নহে। পূর্ব্বোক্ত অর্থের সঙ্গতি হয় ॥ ৬ ॥

কোন্ ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥ ৯ ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন ॥ ১০ ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয় ॥ ১১ ॥
রুচি হৈতে ভক্তি হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥ ১২ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিষ্ণুতে অনন্য মমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমমতার পাত্র আর কেহই নাই এরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম প্রহ্লাদ উদ্ধব নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভক্তি বলিয়া উক্তি করেন ॥ ৮ ॥

কোন ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতিবলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতে শ্রবণকীর্ত্তন হয়। শ্রবণ কীর্ত্তন যে পরিমাণে

অনুভাষ্য।

সম্যক্ মসৃণিতস্বান্তঃ সম্যক্ মসৃণিতঃ স্বান্তো যস্মাৎ মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ মমত্বাতিশয়যুক্তঃ সান্দ্রাত্মা ভাবঃ এব বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে কথ্যতে ॥ ৭ ॥

বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসঙ্গতা অনন্য-মমতা বা মমতা হয়ার্যমিতিভাবঃ ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ভক্তৈঃ ভক্তিঃ উচ্যতে ॥ ৮ ॥

সাধনভক্তিতে আদিতে সাধকের শ্রদ্ধা, তৎফলে সাধুসঙ্গ বা গুরু-পাদাশ্রয়, তৎফলে ভজনক্রিয়া, তৎফলে অনর্থনিবৃত্তি, তৎফলে নিষ্ঠা,

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥ ১৩ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১১ শ্লোকে)

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হইতে থাকে সাধনভক্তিতে সেই পরিমাণে সকল অনর্থ নিবৃত্তি হইতে থাকে। শ্রদ্ধোদয়কালে শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা স্থূল স্থূল অনর্থনিবৃত্তি হইলে হইতে শ্রদ্ধাই অনন্যভক্তির প্রতি নিষ্ঠারূপে উদয় হয়। আবার যত অনর্থ নিবৃত্তি হইতে থাকে নিষ্ঠা ক্রমে রুচি হইয়া পড়ে। সেইরূপ রুচি হইতে পরে আসক্তি হয়, আসক্তি নির্ম্মল হইলে কৃষ্ণপ্রীতির অঙ্কুরস্বরূপ ভাব বা রতি হয়। সেই রতি গাঢ় হইলে প্রেম নাম হয়। এই প্রেমই সর্ব্বানন্দধামস্বরূপ প্রয়োজন তত্ত্ব ॥ ৯-১৩ ॥

অনুভাষ্য।

বা অবিক্ষেপ সাতত্য, তৎফলে রুচি বুদ্ধিপূর্ব্বিকা ইচ্ছা, তৎফলে আসক্তি স্বারসিকী রুচি। সাধন ভক্তি হইতে আসক্তি ফলে রতি উদিত হয় তাহাই ভাব।

ভাবভক্তি। প্রেমসূর্য্যকিরণের সদৃশ তাহার কার্য্য রুচির দ্বারা চিত্তার্দ্রতা। প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাবভক্তি বলে। প্রেমের পূর্ব্বেই ভাব পরে উৎকৃষ্ট হইলে প্রেমভক্তি তজ্জন্য প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ বলিয়া ভাব ও প্রেমভক্তির তারতম্য লিখিয়াছেন। জাতরতি ভক্ত উৎকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ প্রেমভক্তি লাভ করেন। রতি গাঢ় হইলে তাহাকেই প্রেম বলে ॥ প্রেমই ভক্তির ফল, প্রয়োজন এবং পরমানন্দময় ॥ ৯-১৩ ॥

ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ ১৪ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে, ২৫ অ, ২২ শ্লো দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি

শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ক্রমশঃ ভাব, অবশেষে প্রেম উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে ॥১৪।১৫॥

অনুভাষ্য।

আদৌ শ্রদ্ধা অসতি পরিণামশীলে বস্তুনি শিথিলানুরাগঃ সন্ অপ্রাকৃতে শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ ততঃ লব্ধশিক্ষাসাৎ সাধুসঙ্গঃ অপ্রাকৃতবুদ্ধ্যা গুরুচরণাশ্রয়ঃ ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ অথ গুরুপাদাশ্রয়াৎ ভজনক্রিয়া কৃষ্ণভজনানুষ্ঠানং ততঃ ভজনানুষ্ঠানেন অনর্থনিবৃত্তিঃ স্বার্থে প্রবৃত্তৌ তু ভক্তিতরবিষয়-ভোগনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ভবতি ততঃ, বিষয়সঙ্গত্যাগাদনন্তরং নিষ্ঠা অবিক্ষেপেণ সাতত্যং,ততঃ রুচিঃ বুদ্ধিপূর্ব্বিকেচ্ছা অথ তদনন্তরং আসক্তিঃ স্বারসিকী রুচিঃ ততঃ ভাবঃ ততঃ প্রেমা অভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে অয়ং ক্রমো ভবেৎ ॥ ১৪।১৫ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ১৭ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ১১ শ্লোকে)

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥ ১৮ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥ ১৯ ॥

এই সব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায় এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা হঠাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ; সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি এই প্রকার অনুভাব সকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয় ॥ ১৮।১৯ ॥

অনুভাষ্য।

ভাবাঙ্কুরিত হইলে অর্থাৎ রতির উদয়ে নয়টী লক্ষণ সাধকে দৃষ্ট হয় ॥১৭॥

জাতভাবাঙ্কুরে জনে জাতরুচিভক্তে ক্ষান্তিঃ ক্ষোভহেতৌ প্রাপ্তে অক্ষুভিতাত্মতা অব্যর্থকালত্বং কৃষ্ণসম্বন্ধবস্তুনি কেবলকালক্ষেপঃ বিরক্তিঃ কৃষ্ণেতরবস্তুনি ইন্দ্রিয়ার্থানাং অরোচকতা, মানশূন্যতা উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং, আশাবন্ধঃ ভগবতঃ দৃঢ়া প্রাপ্তিসম্ভাবনা, সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা, নামগানে সদারুচিঃ তদ্গুণাখ্যানে আসক্তিঃ তদ্বসতিস্থলে প্রীতিঃ ইত্যাদয়ঃ অনুভাবাঃ স্যুঃ বর্ত্তন্তে ॥ ১৮।১৯ ॥

প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ ২০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে, ১৯ অ, ১৫ শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা

গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা

দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়। ২২ক।

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ধৃতে হরিভক্তিসুধোদয়স্য ১২ অ ৩৮ শ্লোকঃ]

বাগ্‌ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ

ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আপনারা বিপ্রগণ এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত এবং কৃষ্ণে ধৃতচিত্ত বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ প্রেরিত কুহকই হউক বা তক্ষকই হউক আমাকে যথেচ্ছা দংশন করুন, কৃষ্ণকথা গান হইতে থাকুক ॥ ২১ ॥

ভক্তসকল নেত্রে জলধারার সহিত বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা

অনুভাষ্য।

পূর্ব্বলিখিত নয়টী প্রীত্যঙ্কুর ভাব যাহার চিত্তে উদয় হইয়াছে তাহার প্রাকৃত বাহ্য অসুবিধার বিষয় হইলে তাহা তিনি গণনা করেন না ॥২০॥

হে বিপ্রাঃ ভবন্তঃ দেবী গঙ্গা চ ঈশে ধৃতচিত্তং তং মা মাং উপযাতং শরণাগতং প্রতিযন্তু জানন্তু। দ্বিজোপসৃষ্টঃ দ্বিজপ্রেরিতঃ কুহকঃ তক্ষকো বা অলং দশতু, বিষ্ণুগাথাঃ গায়ত ॥ ২১ ॥

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ ২২খ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৪ অ, ৪২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।

জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে ॥ ২৫ক ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং ১৫ অঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং)

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।

ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥ ২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

স্মরণ, শরীরের দ্বারা নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা সমস্ত আয়ু হরিতে সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ভরতরাজা উত্তমশ্লোক কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় হৃদয়গ্রাহী পত্নী, পুত্র সুহৃদ্ রাজ্য যুবাকালেই মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তির লক্ষণ ॥ ২৪ ॥

অনুভাষ্য।

ভক্তাঃ অনিশং সর্ব্বকালং বাগ্ভিঃ স্তুবন্তঃ মনসা স্মরন্তঃ তন্বা নমন্তঃ অপি ন তৃপ্তাঃ। অবনেত্রজলাঃ সন্তঃ সমগ্রং আয়ুঃ হরেঃ এব সমর্পয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

জাতরতিভক্তের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ, অণিমাদি সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয় তর্পণাদি শোভা পায় না এবং ঐগুলির তাঁহার প্রয়োজন নাই ॥ ২২ খ ॥

যঃ ভরতঃ উত্তমঃশ্লোকলালসঃ কৃষ্ণোৎকণ্ঠঃ সন্ হৃদিস্পৃশঃ মনোজ্ঞান্ দুস্ত্যজান্ সুহৃদ্রাজ্যং দারসুতান্ যুবৈব মলবৎ জহৌ ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥ ২৫খ ॥

(শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং)

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং ॥ ২৭।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান ॥ ২৮ক ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

— হরিতে রতিযুক্ত হইয়া এই রাজশিরোমণি অরিপুরে ভিক্ষাটনে চণ্ডালকেও বন্দন করিতেছেন ॥ ২৬ ॥

আমার প্রেম, শ্রবণাদি ভক্তি, বৈষ্ণবযোগ, জ্ঞান বা শুভকর্ম্ম অথবা সজ্জাতি কিছুই নাই। হে গোপীজনবল্লভ, অকিঞ্চনের অর্থসাধকরূপ তোমাতে একপ্রকার অচ্ছেদ্যমূল যে শুদ্ধ আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ এষঃ হরৌ রতিং বহন্ অরিপুরে শত্রুনিবাসে ভিক্ষাং অটন্ শ্বপাকং সুনীচং অপি বন্দতে ॥ ২৬ ॥

প্রেমা বা শ্রবণাদিভক্তিঃ অপি অথবা বৈষ্ণবঃ যোগঃ জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা অহো কিয়ৎ সজ্জাতিরপি সদ্বংশজাতসম্মানমপি বা ন অস্তি, হে গোপীজনবল্লভ হীনার্থাধিকসাধকে যোগ্যতাপরিমাণাধিকফলদাতরি ত্বয়ি অচ্ছেদ্যমূলা সতী হা হা মৎ আশা মাং ব্যথয়তে ॥ ২৭ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৩২ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং)

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ২৯ ॥

নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণ নাম ॥ ২৮খ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ১৬ শ্লোকে)

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি ॥ ৩১ক ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৯২ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং)

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে গোবিন্দ, এই স্বল্পবয়স্কা রাধিকা অদ্য তাঁহার নয়নকমলে লোতক-বিন্দুর সহিত মধুরকণ্ঠে তোমার নামাবলী গান করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

হে গোবিন্দ অদ্য রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরা রোদনবিন্দবঃ এব মকরন্দাঃ পুষ্পরসাঃ তে স্যন্দতঃ দৃগিন্দীবরাভ্যাং নেত্রনীলপদ্মাভ্যাং যস্যাঃ সা মধুরস্বরকণ্ঠী বালা রাধিকা তব নামাবলীং গায়তি ॥৩০॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ-লীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥ ৩১খ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১৫ শ্লোকে)

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণ-প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥ ৩৪ ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞে ন বুঝয় ॥ ৩৫ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১২ শ্লোকে)

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি কবে তোমার নামকীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্বাষ্প হইয়া যমুনাতীরে নৃত্য করিতে থাকিব ॥ ৩৩ ॥

যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে নবপ্রেম উদিত হয়, তাহার ক্রিয়া মুদ্রাসকল অর্থাৎ চিহ্নসকল শাস্ত্রজ্ঞপুরুষদিগেরও সুদুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

হে পুণ্ডরীকাক্ষ কদা অহং যমুনাতীরে তব নামানি কীর্ত্তয়ন্ উদ্বাষ্পঃ সন্ তাণ্ডবং নৃত্যং রচয়িষ্যামি ॥ ৩৩ ॥

উদিতপ্রেমা ভক্তের বাক্য, অনুষ্ঠান ও মুদ্রা বিচক্ষণ পণ্ডিতেও বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২ অ, ৩৯ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং)

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥৩৭॥

প্রেমা ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥ ৩৮ ॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার ।
শর্করাসিতা মিশ্রি শুদ্ধমিশ্রি আর ॥ ৩৯ ॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ ।
রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥ ৪০ ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার ।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর ॥ ৪১ ॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চ রস ।

অনুভাষ্য ।

যস্য ধন্যস্য সফলার্থস্য ভক্তজনস্য চেতসি নবপ্রেমা উন্মীলতি প্রকটো ভবতি অস্য মুদ্রা চেষ্টা অস্তর্বাণিভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিঃ অপি সুষ্ঠু সুদুর্গমা বোদ্ধুং অশক্যা ॥৩৬।

চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

রতি। ব্যক্তং মসৃণিতেবান্তর্লক্ষ্যতে রতিলক্ষণং। মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্নহি ॥ অন্তর্মসৃণতা বা আর্দ্রতা যাহা প্রকাশিত হয় উহাই রতি লক্ষণ কিন্তু মুমুক্ষু বা বুভুক্ষুদিগের মধ্যে লক্ষিত হইলে উহা রতিপদবাচ্য নহে ॥ ৪০ ॥

যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ ॥ ৪২ ॥
প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস রূপে পায় পরিণামে ॥ ৪৩ ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব রস হয় এই চারি মিলি ॥ ৪৪ ॥
দধি যেন খণ্ডমরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥ ৪৫ ॥
দ্বিবিধ বিভাব ; আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

স্থায়ীভাব ;— অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভগবান্ যো বশতাং নয়ন্। সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে। স্থায়ীভাবোঽত্র সংপ্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ। হাস্যাদি অবিরুদ্ধ ভাব এবং ক্রোধাদি বিরুদ্ধভাব সমূহকে যে ভাব বশীভূত করিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজ করে তাহাই স্থায়ী ভাব। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ারতিকে স্থায়ীভাব বলা যায় ॥৪২॥

অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়াঃ নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা ॥ বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥ এষা কৃষ্ণ রতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ৪৩।৪৪ ॥

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন-হেতবঃ। তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥ রতির আস্বাদনের কারণকে বিভাব বলে।

আলম্বন। কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদে-

অনুভাব, স্মিত নৃত্য গীতাদি, উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উদ্ভাস্বর, আঙ্গিক অনুভাববিশেষ, পঞ্চপ্রকার, বেশভূষায় শৈথিল্য, গাত্রমোটন, জৃম্ভা, ঘ্রাণের ফুল্লত্ব, নিশ্বাস প্রশ্বাস ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ। রতি ইত্যাদির (অর্থাৎ গৌণ হাস্যাদি-রস) বিষয়ত্ব রূপে কৃষ্ণ এবং আধার স্বরূপে কৃষ্ণভক্ত এই দুইকে পণ্ডিতগণ আলম্বন বলেন।

উদ্দীপন। উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টাপ্রসাধনং। স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশশৃঙ্গনূপুর-কম্ববঃ। পদাঙ্ক-ক্ষেত্রতুলসী ভক্তত্বাসরাদয়ঃ॥ যাহারা ভাব উদ্দীপন করে তাহারাই উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা ও প্রসাধন। স্মিত-হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, তদ্বাসর একাদশ্যাদি ॥ ৪৬ ॥

অনুভাব। অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥ নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনু-মোটনং। হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। লালাস্রা-বোট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োপি চ। চিত্তস্থ ভাবসমূহের প্রকাশক বাহ্য-বিকারপ্রায় উদ্ভাস্বর নামে প্রসিদ্ধ তাহারাই অনুভাব। নৃত্য, ভূমিতে গড়াগড়ি, গান, উচ্চরব, গামোড়া, হুঙ্কার, হাঁইতোলা, দীর্ঘনিশ্বাস, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা ও হিক্কা।

উদ্ভাস্বর। উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ। নীব্যুত্তরীয়-

নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী ॥ ৪৮ ॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর রস শৃঙ্গারভাবেতে প্রাবল্য ॥ ৪৯ ॥
শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥ ৫০ ॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য।

ধম্মিল্লস্র সনং গাত্রমোটনং। জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥ ভাবযুক্ত ব্যক্তির শরীরে যাহা যাহা প্রকাশিত হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে উদ্ভাস্বর বলেন। নীবী, উত্তরীয় বসন, খোঁপা খুলিয়া পড়া, গাত্রমোড়া, জৃম্ভা, নাসিকার প্রফুল্লতা এবং নিশ্বাস বিলুণ্ঠনহিক্কাদি পূর্ব্ব লিখিত বাহ্য বিকার সমূহ ॥

স্তম্ভাদি। মধ্য ১৪ পরিচ্ছেদ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৭ ॥

নির্ব্বেদ হর্ষাদি। মধ্য ১৪ পরিচ্ছেদ ১৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ব্যভিচারী। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি। বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে। ব্যভিচারী ভাব সমূহ বিশেষতঃ প্রাধান্যরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে। বাক্য, অঙ্গ (ভ্রূনেত্রাদি) এবং সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব দ্বারা যে ব্যভিচারী ভাবসকল ভাবের গতি সঞ্চার

শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য ।

করে তজ্জন্য উহাকে সঞ্চারী বলা হয়। ইহারা স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া তরঙ্গের ন্যায় বর্দ্ধিত করাইয়া তদ্রূপতা লাভ করে ॥৪৮॥

শান্তরসে রতি বৃদ্ধি পাইয়া প্রেমসীমা লাভ করে। দাস্যরসে দাস্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে। সখ্যরসে সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বাড়ে। বাৎসল্যরসে বাৎসল্য-রত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিশেষ এই যে সখ্য রসাশ্রিত সুবল প্রভৃতির সখ্যরতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান হয় ॥ ৫০।৫১ ॥

ভক্তিরসামৃত পশ্চিম বিভাগ ২ লহরী ৪১ শ্লোক। অযোগযোগা-বেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ। এই প্রীতভক্তি রসের অযোগ ও যোগ এই ভেদদ্বয় কথিত হইয়াছে।

অযোগ। সঙ্গাভাবো হরেধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে। অযোগে তন্মনস্কত্বং তদ্গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ। পণ্ডিতগণ ভগবানের সহিত সঙ্গাভাবকে অযোগ বলেন। অযোগে হরিমনস্কতা অর্থাৎ হরিতে মন সমর্পণ এবং হরির গুণাদির অনুসন্ধান করা হয়। দাসাদি-ভক্তের সকলেরই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ভাবনাক্রিয়া কথিত হয়।

যোগ। কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ বলে।

শান্তাদিরসের। শান্ত ও দাস্যে যোগ ও বিয়োগ দুই ভেদ। তথায়

রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা নিকরে ॥৫৩॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন, বিরহে মোহন নাম তাঁর ॥ ৫৪ ॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদ্ঘূর্ণা, চিত্রজল্প মোহনে দুই ভেদ ॥ ৫৫ ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চিত্রজল্প ১০ প্রকার। প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

যোগ ও অযোগের অনেক ভেদ নাই। পাঁচপ্রকার রসেই যোগ ও অযোগ ভেদ আছে কিন্তু সখ্য ও বাৎসল্যে যোগ ও অযোগের অনেক বিভেদ আছে।

যোগবিভেদ। যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিস্থিতিরিতি ত্রিধা। যোগের ত্রিবিধ ভেদ ১। সিদ্ধি ২। তুষ্টি ৩। স্থিতি।

অযোগবিভেদ। উৎকণ্ঠিতং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে। অযোগ দুই প্রকার ১। উৎকণ্ঠিত ২। বিয়োগ ॥ ৫২ ॥

মধুর রসে মধুর রতি স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রূঢ় ও অধিরূঢ় মহাভাব কেবলমাত্র মধুর রসেই দৃষ্ট হয়। দ্বারকায় রূঢ় এবং গোকুলেই কেবল অধিরূঢ় ভাব দৃষ্ট হয় ॥ ৫৩ ॥

ভ্রমর গীতার দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥ ৫৬ ॥
উদ্‌ঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান ॥ ৫৭ ॥
সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ॥ ৫৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভ্রমরগীতা,—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে আছে ॥ ৫৬ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫৪-৫৭ ॥

স বিপ্রলম্ভসম্ভোগ-ভেদেন দ্বিবিধো মতঃ। মধুর রস সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে দ্বিবিধ ॥

বিপ্রলম্ভ। যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ। অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে। স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ ॥ নায়কনায়িকার প্রথম মিলনের পূর্ব্বে অযুক্ত, লব্ধমিলনের পর যুক্ত। এই সময়দ্বয়ে পরস্পর অভীষ্ট আলিঙ্গনাদি অপ্রাপ্তিতে যে ভাব হয়, উহাকে বিপ্রলম্ভ বলে। উহা সম্ভোগের পুষ্টিকারক।

সম্ভোগ। দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া। যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥ দর্শন ও আলিঙ্গনাদির পরস্পর সুখতাৎপর্য্য নিষেবন দ্বারা নায়ক নায়িকার উল্লাসোপরি আরোহণ পূর্ব্বক যে ভাব তাহাকে সম্ভোগ বলে। জাগ্রদবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকার। ১। পূর্ব্বরাগানন্তর সংক্ষিপ্ত, ২। মানানন্তর সঙ্কীর্ণ ৩। কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসানন্তর সম্পন্ন ৪। সুদূর প্রবাসানন্তর সমৃদ্ধিমান্। স্বপ্নাবস্থায় গৌণ সম্ভোগ ও পূর্ব্বের ন্যায় চারিপ্রকার ॥ ৫৮ ॥

বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান ॥ ৫৯ ॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস, মানে।
প্রেমবৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥ ৬০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাধিকাদি গোপীগণে চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভের মধ্যে পূর্ব্ব রাগ, প্রবাস ও মান এই তিনটী প্রসিদ্ধ। দ্বারকায় মহিষীগণে প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ ॥৬০॥

অনুভাষ্য।

পূর্ব্বরাগ। রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে। যে রতি সঙ্গমের পূর্ব্বে দর্শন শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া উভয়ের বিভাবাদির মিশ্রণে আস্বাদময়ী হয় উহাই পূর্ব্বরাগ ॥

মান। দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥ পরস্পর অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত বা ভিন্ন স্থানে স্থিত নায়ক নায়িকার স্বাভীষ্ট ঈক্ষণ ও আলিঙ্গনাদির নিরোধী ভাবকে মান বলে।

প্রবাস। পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ। ব্যবধানন্তু যৎ-প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥ পূর্ব্ব সঙ্গমবিশিষ্ট দম্পতির দেশান্তরাদি ব্যবধানকে প্রাজ্ঞগণ প্রবাস বলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্য। প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবক্রমে প্রিয় সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তৎসহ বিরহভয়ে যে আর্ত্তি উপস্থিত হয় তাহাই প্রেমবৈচিত্ত্য ॥ ৫৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৯০ অ ৭ শ্লোকে কুররীং প্রতি মহিষীবাক্যং)

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ৬১ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ॥ ৬২ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ৭ শ্লোকে)

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণা�ঃ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে কুররি, তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না। তুমি বিলাপ করিতেছ। দেখ রাত্রে গুপ্তবেশে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন। হে সখি, তুমি কি আমাদের ন্যায় পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস ও উদারলীলা দর্শনে নিবদ্ধচিত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ ॥ ৬১ ॥

অনুভাষ্য।

হে কুররি জগতি ত্বং এব একা বীতনিদ্রা সতী ন শেষে শয়নেচ্ছাং অপি ন কুরুষে যতঃ বিলপসি ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ রাত্র্যাং গুপ্তবোধঃ শেতে। হে সখি কচ্চিৎ নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন পদ্মলোচনস্য অকুণ্ঠিতস্মিতকটাক্ষেন বয়ং ইব গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা অতিশয়েন আকৃষ্টচিত্তা ॥ ৬১ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ১ শ্লোকধৃত-বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রং)

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ৬৪ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্ত কাণ ॥ ৬৫ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১১ ধৃত ১ম শ্লোকে)

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥ ৬৬ ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥ ৬৭ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥ ৬৮ ॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥ ৬৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, নায়কগণের শিরোরত্ন সেই কৃষ্ণে মহাগুণ সকল নিত্যরূপে বিরাজমান ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

নায়কানাং মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্তু শিরোরত্নং চূড়ামণিঃ যত্র কৃষ্ণে সর্ব্বে মহাগুণাঃ নিত্যতয়া বিরাজন্তে শোভন্তে ॥ ৬৩ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮৩ সংখ্যা ॥ ৬৪ ॥

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥ ৭০॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তঃ লোকসাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ-মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥ ৭১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই কৃষ্ণরূপ নায়ক ১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, ৩। সুন্দর ৪। মহাতেজা, ৫। বলবান্, ৬। কিশোরবয়সযুক্ত, ৭। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০। বাকপটু, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান, ১৩। প্রতিভাযুক্ত, ১৪। বিদগ্ধ, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকাল পাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১। শুচি, ২২। বশী, ২৩। স্থির, ২৪। দমনশীল, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্, ২৮। সমসৌম্যচরিত, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্ম্মিক,

অনুভাষ্য।

অয়ং নেতা নায়কঃ কৃষ্ণঃ সুরম্যাঙ্গঃ পরমরমণীয়াঙ্গসন্নিবেশঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ সামুদ্রিকশাস্ত্রোক্তগুণোত্থ-দ্বাত্রিংশৎশুভচিহ্নযুক্তঃ অঙ্কোপ-ষোড়শরেখাসমন্বিতশ্চ রুচিরঃ লোচনানন্দিসৌন্দর্য্যবিশিষ্টঃ তেজসা যুক্তঃ বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ নিত্যকিশোরবয়ঃ বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ নানাপূর্ব্ব-ভাব-ভাষাকুশলঃ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ বাবদূকঃ শ্রুতিমধুররসালঙ্কারাদিযুক্ত-বচনপ্রয়োগক্ষমঃ সুপাণ্ডিত্যঃ অপ্রাকৃতবিদ্যানিপুণঃ প্রতিভান্বিতঃ নবনব-প্রকাশশালিনীবুদ্ধিযুক্তঃ বিদগ্ধঃ কলাবিলাসকুশলঃ চতুরঃ দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচিঃ বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ স্থিরঃ আফলোদয়কর্ম্মকৃৎ দান্তঃ ক্লেশসহিষ্ণুঃ ক্ষমাশীলঃ পরাপরাধসহনঃ গম্ভীরঃ

বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥ ৭২ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১২ শ্লোক)

জীবেষ্বেতে বসন্তোপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মানদ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। লজ্জাযুত, ৩৭। শরণাগতপালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তবন্ধু, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্ব্বসুখকারী, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্ত্তিমান, ৪৪। লোকানুরক্ত, ৪৫। সাধুদিগের সমাশ্রয়, ৪৬। নারীমনোহারী, ৪৭। সর্ব্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। শ্রেষ্ঠ ও ৫০। ঐশ্বর্য্যযুক্ত, এই পঞ্চাশটী গুণযুক্ত ॥ ৬৬-৭২ ॥

এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্ররূপে কৃষ্ণে বর্ত্তমান ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

ধৃতিমান্ পূর্ণকামঃ সমঃ রাগদ্বেষবিহীনঃ বদান্যঃ উদারঃ ধার্ম্মিকঃ শূরঃ সমরে উৎসাহান্বিতঃ করুণঃ মান্যমানকৃৎ মাননীয়জনেষু পূজকঃ দক্ষিণঃ সরলৌদার্য্যঃ বিনয়ী হ্রীমান্ আত্মপ্রশংসায়াং লজ্জাশীলঃ শরণাগতপালকঃ সুখী ভক্তসুহৃৎ সেবকমিত্রঃ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ সর্ব্বেষাং হিতকারী প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ লোকানুরাগপাত্রঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ সজ্জনপক্ষাশ্রিতঃ নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চ। ইতি অমী পঞ্চাশৎ গুণাঃ অনুকীর্ত্তিতাঃ। তস্য হরেঃ গুণাঃ সমুদ্রা পাররহিতাঃ ইব দুর্ব্বিগাহা সম্যক্ জ্ঞাতুং অশক্যাঃ ॥ ৬৬-৭২ ॥

[তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ১৪ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য]

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥ ৭৪ ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ৭৫ ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই পঞ্চাশের উপর আর পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদিদেবতায় বর্তমান ॥ ১। সর্ব্বদা স্বরূপ সম্প্রাপ্ত, ২। সর্ব্বজ্ঞ, ৩। নিত্যনূতন, ৪। সচ্চিদানন্দ, ঘনীভূত স্বরূপ, ৫। অখিলসিদ্ধিবশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত ॥ ৭৪।৭৫ ॥

পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আর পাঁচটীগুণ বর্ত্তমান আছে; তাহা কৃষ্ণে ও পরিপূর্ণ ভাবে থাকে কিন্তু শিবাদি দেবতা কিম্বা জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটীব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল

অনুভাষ্য।

এতে গুণাঃ বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ জীবেষু বসন্তঃ অপি তত্রৈব পুরুষোত্তমে পরিপূর্ণতয়া ভান্তি ॥ ৭৩ ॥

অথ গিরিশাদিষু শিবাদিষু যে পঞ্চগুণাঃ অংশেন অপূর্ণভাবেন স্যুঃ বর্ত্তন্তে তদুচ্যন্তে। সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তঃ মায়য়াঃ অনভিভাব্যানুভূতবিশিষ্টঃ সর্ব্বজ্ঞঃ নিত্যনূতনঃ স্বমাধুরীভিঃ অননুভূতমিব নবনবায়মানঃ সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ ঘনসচ্চিদানন্দবিগ্রহাকারঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ। পাঠান্তরে স্ববশেত্যাদি শেষাঙ্ঘ্রিচরণয়োরভাবঃ ॥ ৭৫ ॥

অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥ ৭৭ ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলা-কল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অবতার বীজত্ব, (৪) হতশত্রুসুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব, এই পাঁচটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান ৭৬। ৭৭ ॥

এই যাটগুণের অতিরিক্ত আর চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে; তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলায় কল্লোলসমুদ্র; (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেম দ্বারা শোভাবিশিষ্ট

অনুভাষ্য।

অথ লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ নারায়ণাদিবিগ্রহে বর্ত্তমানাঃ যে পঞ্চ গুণাঃ তদ্গানে। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহো যস্য সঃ অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ নিহতশত্রূণামপি মুক্তিদাতা আত্মারামগণাকর্ষী ইতি অমী কৃষ্ণে অদ্ভুতাঃ কিল। ৭৬।৭৭ ॥

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলা-কল্লোলবারিধিঃ সর্ব্বেষাং অদ্ভুতানাং চমৎকারঃ বিস্ময়োৎপাদকঃ যতঃ এবংভূতা যা লীলাকল্লোলানাং তরঙ্গাণাং বারিধিঃ সকলবিচিত্রবিস্ময়কারিণীলীলাশ্রয়ঃ অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ অতুল্যেন মধুরপ্রেম্ণা মণ্ডিতং প্রিয়জনসমূহো যেন সঃ অনুপমমধুরপ্রেমা-লঙ্কৃত-নিজপ্রেষ্ঠজনঃ ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ গোলোক-

ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥ ৭৯ ॥
লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং ॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৮০ ॥
অনন্তগুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী গীত গান; (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধরূপসৌন্দর্য্য যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে ॥ ৭৮ । ৭৯ ॥

এইপ্রকার প্রেমময়ী লীলা অত্যুৎকৃষ্ট প্রিয়াসঙ্গ রূপমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্য এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ, চারি প্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ জীব, গিরিশাদি দেবতা, নারায়ণাদিপরমেশ্বর স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ গোবিন্দভেদে ৬৪ গণনায় উদাহৃত হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য ।

পরব্যোমদেবীধামত্রয়াণাং ত্রিজগতাং মানসানি আকর্ষ্টুং শীলমস্য তথাভূতং মুরল্যাঃ বংশ্যাঃ কলং মধুরব্যক্তস্ফুটং কূজিতং ধ্বনির্যস্য সঃ অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরং যেন সহ সমং যস্মাৎ উর্দ্ধং রূপং অন্যেষাং নাস্তি তাদৃশ-সৌন্দর্য্যশ্রিয়া বিস্মাপিতং কৌতূহলোৎপাদিতং চরাচরং স্থিরজঙ্গমং যেন সঃ ॥ ৭৮।৭৯ ॥

লীলাপ্রেম্ণাপ্রিয়াধিক্যং বেণুরূপয়োঃ মাধুর্য্যে ইতি গোবিন্দস্য অসাধারণং চতুষ্টয়ং প্রোক্তং এবং চতুর্ভেদা গুণাঃ চতুঃষষ্টিঃ উদাহৃতাঃ ॥ ৮০ ॥

যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ৮১ ॥

(উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে ৯ম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং)

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥ ৮২ ॥
চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥ ৮৩ ॥
বিনীতা করুণা-পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যা গাম্ভীর্য্যশালিনী ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন হইতেছে। (১) মধুরা, (২) নবীনবয়সযুক্তা, (৩) চঞ্চল-নেত্রা, (৪) উজ্জ্বল হাস্যযুক্তা, (৫) সুন্দর সৌভাগ্য রেখাযুক্তা, (৬) সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, (৭) সঙ্গীত প্রসারজ্ঞা, (৮) রমণীয় বাক্‌বিশিষ্টা, (৯) নর্ম্ম গুণে পণ্ডিতা, (১০) বিনীতা, (১১) করুণা-পূর্ণা, (১২) চতুরা, (১৩)

অনুভাষ্য

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ প্রবরাঃ প্রধানাঃ গুণাঃ কীর্ত্ত্যন্তে। ইয়ং শ্রীরাধিকা মধুরা মাধুর্য্যবতী নববয়া নবং বয়ঃ যস্যাঃ সা কিশোরী চলাপাঙ্গা চঞ্চলঃ অপাঙ্গো যস্যাঃ সা উজ্জ্বলস্মিতা উজ্জ্বলং স্মিতং মন্দহাস্যং যস্যাঃ সা চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা চারবঃ সৌভাগ্যরেখাঃ তাভিঃ আঢ্যা যুক্তা গন্ধোন্মাদিতমাধবা গন্ধেন স্বীয়াঙ্গসুরভিনা উন্মাদিতো মাধবো যয়া সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা সঙ্গীতস্য প্রসরে বিস্তারে অভিজ্ঞা পারদর্শিনী রম্যবাক্ রম্যা শ্রুতিমনোজ্ঞা বাক্ যস্যাঃ সা নর্ম্মপণ্ডিতা নর্ম্মাণি পরিহাস-

সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতির্জ্জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশঃ ॥ ৮৫ ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতা-বশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা ॥ ৮৬ ॥
নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাটবান্বিতা, (১৪) লজ্জাশীলা, (১৫) সুমর্য্যাদা, (১৬) ধৈর্য্যযুক্তা, (১৭) গাম্ভীর্য্যময়ী, (১৮) সুবিলাসযুক্তা, (১৯) পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, (২০) গোকুল প্রেমের বসতি, (২১) জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশযুক্তা, (২২) গুরুলোকে অর্পিত গুরু স্নেহবতী, (২৩) সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মুখ্যা, (২৫) সর্ব্বদা কেশবাধানকারিণী ॥ ৮৫ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

কর্ম্মণি পণ্ডিতা অভিজ্ঞা বিনীতা করুণাপূর্ণা পরদুঃখসহনে অসমর্থা দয়াময়ী বিদগ্ধা রতিকলাভিজ্ঞা পাটবান্বিতা কর্ত্তব্যকুশলা লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা কৃষ্ণ-গৌরবিণী ধৈর্য্যা গাম্ভীর্য্যশালিনী সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী মহাভাবস্য পরমোৎকর্ষবিষয়ে তৃষ্ণান্বিতা গোকুলপ্রেম-বসতিঃ গোকুলবাসিনাং প্রেমাস্পদং জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ জগতাং শ্রেণিষু লসন্তি যশাংসি যস্যাঃ সা গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা গুরুজনানাং অধিক স্নেহ-পাত্রী সখীপ্রণয়িতাবশা সখীনাং প্রণয়িতয়োঃ বশা বশীভূতা কৃষ্ণপ্রিয়া-বলীমুখ্যা কৃষ্ণপ্রিয়তমা সন্ততাশ্রবকেশবা সন্ততং অবিরতং আশ্রবঃ কেশবঃ যস্যাঃ সা ॥ ৮২-৮৬ ॥

সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮৭ ॥
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ৪ শ্লোকে),

ভক্তিনির্ধূত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং ॥ ৮৯ ॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তিদ্বারা নির্ধূতদোষ, প্রসন্ন উজ্জ্বল চিত্ত, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিকগণের সঙ্গে রঙ্গযুক্ত, গোবিন্দচরণ-ভক্তিসুখশ্রী যাঁহাদের জীবন স্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্য সকলের অনুষ্ঠানকারী ভক্তদিগের হৃদয়ে

অনুভাষ্য।

যেরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও বৃষভানুকুমারী মধুররসে শ্রেষ্ঠ আলম্বনদ্বয় সেইমত দাস্যরসে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও চিত্রক রক্তক পত্রক প্রভৃতি এবং সখ্যরসে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও শ্রীদাম সুদাম সুবলাদি সখা ও বাৎসল্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ও নন্দ যশোদাদি শ্রেষ্ঠ আলম্বন সমূহ ॥ ৮৮ ॥

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং ভক্ত্যা নির্দ্ধূতাঃ ক্ষালিতাঃ দোষাঃ যেষাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং প্রসন্নং উজ্জ্বলং চেতো যেষাং শ্রীভাগবতরক্তানাং শ্রীভাগবতার্থানাং আস্বাদনে অনুরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাং রসিকানাং রসাস্বাদনতৎপরাণাং জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং জীবনীভূত

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥ ৯১॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥ ৯২॥

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণ ভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥ ৯৩॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে পঞ্চমলহর্য্যাং ৭১ শ্লোকে)
সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥ ৯৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরাতন ও আধুনিক সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বল আনন্দরূপা রতি, রসতা লাভ করিয়া বিরাজমানা হন। কৃষ্ণাদির বিভাবাদি দ্বারা অনুভব পথে প্রৌঢ়ানন্দচমৎকার রূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন॥ ৮৯-৯২॥

অভক্তগণের পক্ষে এই ভগবদ্রস সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ। কৃষ্ণ-পাদ পদ্ম যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ভক্তিরস তাঁহাদেরই লভ্য॥ ৯৪॥

অনুভাষ্য।

গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রীঃ কৃষ্ণসেবাসুখসম্পত্তিঃ যেষাং প্রেমান্ত-রঙ্গভূতানি প্রেম্ণঃ অন্তরঙ্গভূতানি কৃত্যানি অনুষ্ঠানাদীনি অনুতিষ্ঠতাং ভক্তানাং হৃদি সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি এব রাজন্তী তু অনুভবাধ্বনি কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ গতৈঃ রস্যতাং নীয়মানা পরাং প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠাং আপদ্যতে॥ ৮৯-৯২॥

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ৯৫ ॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে ॥ ৯৬ ॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ ৯৭ ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতিশাস্ত্র করি করহ প্রচার ॥ ৯৮ ॥
যুক্ত-বৈরাগ্যস্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র,—হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

অভক্তৈঃ ভুক্তিমুক্তিপিপাসুভিঃ হরিবিমুখৈর্জনৈঃ অয়ং ভগবদ্রসঃ সর্ব্বথা এব দুরূহঃ কিন্তু তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈঃ ঐকান্তিকভক্তৈঃ এব অনুবস্তুতে আস্বাদ্যঃ স্যাৎ ॥ ৯৪ ॥

এখানে পাঠান্তরে অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ এই শ্লোক রসামৃত সিন্ধু পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহরী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার। শ্রীদশম টীপ্পনী ও বৃহদ্ ভাগবতামৃতে; বৃন্দাবনের কুণ্ডাদি ও অন্যান্য স্থানের নিরূপণ ॥ ৯৭ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১২ অ, ১২ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১০০ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০১ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১০২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগৎকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্যবহার করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। জগৎকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সন্ন্যাস করিলে শুষ্কবৈরাগ্য হয় ॥ ৯৯ ॥

সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, মমতারহিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় যোগী মদর্পিত মনোবুদ্ধি এরূপ যে ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ১০০ । ১০১ ॥

যাহা হইতে লোক উদ্বেগ না পায়, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না, হর্ষ, ক্রোধ ভয়রূপ উদ্বেগ হইতে মুক্ত যে ভক্ত সেই আমার প্রিয় ॥১০২॥

অনুভাষ্য।

সর্ব্বভূতানাং সকলজীবানাং অদ্বেষ্টা হিংসারহিতঃ মৈত্রঃ করুণঃ নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ সুখদুঃখে তুল্যভাববিশিষ্টঃ ক্ষমী অপরাধসহনশীলঃ ॥ ১০০ ॥

সততং সন্তুষ্টঃ যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ মদ্ভক্তঃ ॥ ১০১ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৩।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৪।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৫ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, পটু, উদাসীন, ব্যথারহিত, সর্ব্বারম্ভত্যাগী যে ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ১০৩ ॥

যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত, শুভাশুভ ফল ত্যাগী, এরূপ ভক্তিমান আমার প্রিয়। ১০৪ ॥

অনুভাষ্য।

লোকঃ যস্মাৎ ন উদ্বিজতে যঃ লোকান্ ন উদ্বিজতে যঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ সুখদুঃখভয়োদ্বেগৈর্যুক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১০২ ॥

যঃ অনপেক্ষঃ অন্যাপেক্ষারহিতঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স মে প্রিয়ঃ ভক্তঃ ॥ ১০৩ ॥

যঃ ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

শত্রৌ মিত্রে চ সমঃ তুল্যব্যবহারঃ তথা মানাপমানয়োঃ সম্মানাসম্মানেষু তুল্যবুদ্ধিঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ অপরসহায়হীনঃ ॥ ১০৫ ॥

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১০৬ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১০৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ২ অ, ৫ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাংঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥ ১০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শত্রুমিত্রে ও মানাপমানে সমবুদ্ধি, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, আসক্তিরহিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, মৌনী, যাহা তাহাতে সন্তুষ্ট, গৃহরহিত, স্থিরমতি ভক্তিমান্ আমার প্রিয় ॥ ১০৫ । ১০৬ ॥

যাঁহারা এই ধর্ম্মামৃত শ্রদ্ধধান হইয়া উপাসনা করেন, এবং মৎপর হইয়া ভক্ত হন তাঁহারা আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ১০৭ ॥

অহো, পথে কি জীর্ণ কাপড় পড়িয়া থাকে না, বৃক্ষ সকল কি ভিক্ষা-

অনুভাষ্য।

তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ প্রশংসানিন্দাসাম্যজ্ঞানং মৌনী যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ অনিকেতঃ গৃহবর্জ্জিতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ নরঃ মে মম প্রিয়ঃ ॥ ১০৬ ॥

যে ভক্তাঃ যথোক্তং ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধধানা মৎপরমা মন্নিরতাঃ তে মে অতীব প্রিয়াঃ ভবন্তি ॥ ১০৭ ॥

পথি কিং চীরাণি ছিন্নবস্ত্রাণি ন সন্তি ত্যক্তানি ভবন্তি। পরভৃতঃ

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবতগূঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিলা ॥ ১০৯ ॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি।
ইন্দ্র আসি করিল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দান করে না, নদী ইত্যাদি কি সর্ব শুষ্ক হইয়াছে? গুহা সকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপসন্ন ব্যক্তিদিগকে পালন করেন না? যদি এ সকল হয় তবে পণ্ডিতসকল ধন দুর্মদান্ধ ব্যক্তিদিগকে কেন ভজন করেন? ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

অঙ্ঘ্রিপাঃ বৃক্ষাঃ ভিক্ষাং ন এব দিশন্তি ন দাস্যন্তি। সরিতঃ নদ্যঃ অপি অশুষ্যন্ কিং শুষ্কাঃ গুহাঃ কিং রুদ্ধাঃ অজিতঃ কিং উপসন্নাং শরণাগতান্ ন অবতি রক্ষতি কবয়ঃ হরিরসবিদঃ কস্মাৎ কেন হেতুনা ধনদুর্মদান্ধান্ ধনেন যঃ দুর্মদঃ তেন অন্ধান্ ভজন্তি ॥ ১০৮ ॥

হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ১৯ অধ্যায। মনুষ্যলোকাদূর্দ্ধং তু খগানাং গতিরুচ্যতে। আকাশস্যোপরি রবির্দ্বারং স্বর্গস্য ভানুমান্। স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাম্। তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণঃ মহাকাশগতো মহান্। উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহম্। ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ। গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ ॥ স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। গোবং

মৌষল লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥ ১১১ ॥

অনুভাষ্য।

দমন শারণের পর ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে উপরিলিখিত স্তব করেন। মনুষ্য-লোকের ঊর্দ্ধভাগে পক্ষীগণের গতি। আকাশের উপর স্বর্গের প্রকাশমান পর্য্যন্ত। স্বর্গের ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মলোক, যাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে। দেবীধামের উপরে উমার সহিত শিব যথায় বর্ত্তমান, তপস্যাসম্পন্ন ব্রহ্মাদি মুক্তপুরুষগণের আবাসস্থল। বৈকুণ্ঠের উপরে গোলোক তাহা শ্রীমতী রাধিকাদি ও নন্দ যশোদাদি সাধ্যগণ পালন করেন। বৈকুণ্ঠাদি গোলোকের তুলনায় স্বল্পাকাশ। গোলোক মহাকাশ। আমরা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও আপনার তপোময়ী গতি সর্ব্বোপরি গোলোকগতির উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নারায়ণদাস্যে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। গোগণের লোক গোলোক দুরারোহ। সেই লোক সহ তুমি এখানে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং আমি যে উপদ্রব করিয়াছি তাহা আমার মূঢ়তামাত্র তাহাই স্তবের দ্বারা জানাইতেছি ॥১১০॥

মহাভারতের মৌষললীলা, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানলীলা, কেশাবতার ও মহিষীহরণ প্রভৃতি আখ্যায়িকা সমস্তই মিথ্যা, নিত্য অপ্রাকৃতলীলা নহে। মূঢ়মতি প্রাপঞ্চিক লোকদিগের ভ্রমোৎপত্তির উদ্দেশে ঐগুলি বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

কেশাবতার। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে ২৬ শ্লোক। ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ বিষ্ণু-

মহিষীহরণ আদি সব মায়ময়।
ব্যাখ্যা শিক্ষাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥ ১১২॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ-গুচ্ছ লঞা॥ ১১৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কাককৃষ্ণকেশরূপ কৃষ্ণাবতার এই যে বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান তাহাকে ধিক্কার করিয়া ক ঈশ কেশ অর্থাৎ ব্রহ্মার ঈশ্বর এইরূপ শুদ্ধ ব্যাখ্যান শিক্ষা দিয়াছেন॥ ১১১॥

অনুভাষ্য।

পুরাণে। উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবলঃ। মহাভারতে। স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশঃ যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত ইতি। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে কেশাবতারের উল্লেখ আছে। আপনার মস্তক হইতে হরি শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিলেন। কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীতে প্রবিষ্ট হইয়া শ্বেত কেশ হইতে বর্ণানুসারে বলদেব ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ কেশ হইতে কৃষ্ণ উৎপন্ন হইলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুরেতর অসুরগণকর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইলে ধরার ক্লেশ নাশের জন্য যিনি অংশদ্বারা সিতকৃষ্ণ হন সেই হরি অবতীর্ণ হইয়া নিজ মহত্ত্ব-সূচক কর্ম্ম করিবেন॥ ১১১-১১২॥

নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিক্ষাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর ॥ ১১৪ ॥
তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুইঁতে নারে ইহার একবিন্দু ॥ ১১৫ ॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়ে চরণ ॥ ১১৬ ॥
মুঞি যে শিক্ষাইমু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল ॥ ১১৭ ॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥ ১১৮ ॥
সংক্ষেপে কহিব প্রেম প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি কহন না যায প্রভুর প্রসাদ ॥ ১১৯ ॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনয়ে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজন-
বিচারনাম ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—‡*‡—

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার।

সনাতনের প্রার্থনা মতে মহাপ্রভু আত্মারামাশ্চ মুনয় এই শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ করিলেন। পৃথক্ পৃথক্ পদ ব্যাখ্যা করতঃ চ অপি শব্দদ্বয়ের এই অর্থ সংযোগে এই সকল অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন। অবশেষে এই শ্লোকের অর্থে জ্ঞানী কর্ম্মী যোগী সকলেই নিজ নিজ দোষ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভজন করেন এই নিশ্চয়ার্থ স্থির করিয়া দিলেন। মধ্যে নারদ ব্যাধের একটী সংবাদে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিলেন। নারদপর্ব্বতমুনিকে আনিয়া ব্যাধের হরিভক্তি দেখাইলেন। সনাতনের স্তব শুনিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সনাতনের ইচ্ছামত মহাপ্রভু হরিভক্তিবিলাসের সূত্রগুলি বলিয়া দিলেন।

অনুভাষ্য।

যঃ চৈতন্যদেবঃ আত্মারামেতি পদ্যার্কস্য শ্লোকসূর্য্যস্য অর্থাংশূন্ অর্থাঃ তে এব অংশবঃ কিরণাস্তান্ প্রকাশয়ন্ জগত্তমো জহার সঃ চৈতন্যোদয়াচলঃ অব্যাৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌম স্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে ॥ ৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ অ ১০ শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতোক্তিঃ)

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৫ ॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ ॥ ৬ ॥

প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে ॥ ৭ ॥

কিবা প্রলাপিলাম তারে নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয মনে ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি "আত্মারামেতি" পদ্যসূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসকল প্রকাশ করিয়া জগতের তমঃ হরণ করিয়াছিলেন, সেই উদয়াচলচৈতন্য জগৎ পালন করুন্ ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ।

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥ ৯ ॥
একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক্ পৃথক্ নানা অর্থপদে করে ঝলমল ॥ ১০ ॥
আত্মাশব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব এই সাত অর্থ প্রাপ্তি ॥ ১১ ॥

[বিশ্বপ্রকাশে]

আত্মা-দেহ-মনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ ॥ ১২ ॥

এই সাতে রমে যেই সেই আত্মারামগণ।
আত্মরামগণের আগে করিয়ে গণন ॥ ১৩ ॥
মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন ॥ ১৪ ॥
মুনি শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী।
তপস্বী ব্রতী যতি আর ঋষি মুনি ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আত্মা শব্দে দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন। বিশ্ব প্রকাশে ॥১২॥

অনুভাষ্য।

একাদশ পদ। ১। আত্মারামাঃ ২। চ ৩। মুনয়ঃ ৪। নির্গ্রন্থাঃ ৫। অপি ৬। উরুক্রমে ৭। কুর্ব্বন্তি ৮। অহৈতুকীং ৯। ভক্তিং ১০। ইত্থম্ভূতগুণঃ ১১। হরিঃ ॥ ১০ ॥

নির্গ্রন্থ শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থি হীন।
বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি বিহীন॥ ১৬ ॥
মূর্খ নীচ ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্ত গণ।
ধনসঞ্চয়ী নির্গ্রন্থ আর যে নির্ধন॥ ১৭ ॥

[বিশ্বে]

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ॥ ১৮ ॥

উরুক্রম শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
ক্রম শব্দে কহে এই পাদবিক্ষেপণ॥ ১৯ ॥
শক্তি কম্পযুক্ত পরিপাটী, শক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥ ২০ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ অ, ৩৯ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

নি উপসর্গে, নিশ্চয়ে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণে, নিষেধে। গ্রন্থ শব্দ ধনে, সন্দর্ভে, বর্ণ সংগ্রহণে ব্যবহৃত হয়॥ ১৮ ॥

উরুক্রম শব্দে উরু বড় বড়। ক্রম শব্দে পাদবিক্ষেপণ এবং কম্পাদি। ইহাতে উরুক্রম শব্দে বামনাকার বিষ্ণুকে বুঝাইল। কেননা বড় বড় চরণক্রম দ্বারা তিনি জগৎকে কাঁপাইয়াছিলেন॥ ২০ ॥

চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানম্ ॥ ২১ ॥

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥ ২২ ॥
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
উরুক্রম শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পৃথিবীর রজসমূহ গণনা করিতে পারিলেও বিষ্ণুর বীর্য্যসকল কে গণনা করিতে পারে? যিনি বামনরূপে তাঁহার অস্খলিত পদবেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির মূল হইতে ত্রিপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য।

ইহ অস্মিন্ সংসারে যঃ কবিঃ পার্থিবানি রজাংসি পৃথিব্যাঃ পরমাণূন্ অপি বিমমে বিগণিতবান্ কতমঃ নু যঃ বিষ্ণুঃ যস্মাৎ অস্খলতা প্রতিঘাত-শূন্যেন স্বরংহসা স্বপাদবেগেন ত্রিসাম্যসদনাৎ ত্রিসাম্যরূপং সদনমধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাৎ উরু কম্পযানং অধিককম্পেন যানং যস্য ত্রিপৃষ্ঠং সত্য-লোকং চস্কম্ভ ধৃতবান্ বিষ্ণোঃ বীর্য্যগণনাং কর্ত্তুং অর্হতি। মন্ত্রঃ ওঁ বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কভ্নাৎ উত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিভুরূপে ত্রিভুবন ব্যাপন করেন এবং শক্তি দ্বারা তাহাদের ধারণ ও পোষণ করেন। মাধুর্য্য শক্তি দ্বারা গোলোকের ধারণ ও পোষণ

[বিশ্বে]

ক্রমঃ শক্তৌ পারিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ ॥ ২৪ ॥

কুর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।

কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥ ২৫ ॥

[পাণিনিঃ]

স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥ ২৬ ॥

হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।

ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি মুখ্য এতিন প্রকারে ॥ ২৭ ॥

এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।

সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চবিধাকার ॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ক্রম শব্দে শক্তি পরিপাটী চালন ও কম্পন ॥ ২৪ ॥

উভয়পদী ধাতুর স্বরিত স্বর ও ঞ ইৎ হয়। ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আত্মনেপদ হয়। এস্থলে তাহা না হওয়ায় পরস্মৈ পদপ্রযোজ্য ॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য।

করেন, ঐশ্বর্য্য শক্তি দ্বারা পরব্যোমের ধারণ ও পোষণ করেন এবং মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদির পরিপাটী সৃজন করেন ॥ ২২।২৩ ॥

কুর্ব্বন্তি পদ পরস্মৈপদের প্রয়োগ। কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে আত্মনেপদের প্রয়োগ হইত। কৃষ্ণের সুখের জন্য কৃষ্ণ ভজন করে এরূপ তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥ ২৯ ॥
ভক্তি-শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নব প্রকার ॥ ৩০ ॥
রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা মহাভাব লক্ষণারূপ আর ॥ ৩১ ॥
শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্য ভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত ॥ ৩২ ॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ মাতৃ স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত ॥ ৩৩ ॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা।
ভক্তি শব্দে কহিল এই অর্থের মহিমা ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সিদ্ধি অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ॥ ২৮ ॥

প্রেমভক্তি। নয় প্রকার,—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব ॥ ৩০ ॥

অনুভাষ্য।

সাধনভক্তির একপ্রকার লক্ষণ, প্রেমভক্তির নয় প্রকার লক্ষণ। রতি লক্ষণা, প্রেমলক্ষণা, স্নেহলক্ষণা, মানলক্ষণা, প্রণয়লক্ষণা, রাগলক্ষণা, অনুরাগলক্ষণা, ভাবলক্ষণা ও মহাভাব লক্ষণা ॥ ৩০।৩১ ॥

ইত্থংভূতগুণঃ শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
ইত্থং শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণ শব্দের আন ॥ ৩৫ ॥
ইত্থম্ভূত শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥ ৩৬ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং ২৮অ ধৃতে]

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বেশে করে সর্ব্ব বিস্মরণ ॥ ৩৮ ॥
ভুক্তিসুখ মুক্তি সিদ্ধি ছাড়য় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তি গুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে ॥ ৩৯ ॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাব গুণে যাতে মাধুর্য্যের সার ॥ ৪০ ॥
গুণশব্দের অর্থ গুণ কৃষ্ণের অনন্ত।
সৎচিৎরূপ গুণ সর্ব্বপূর্ণানন্দ ॥ ৪১ ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৭ ॥

অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥ ৪৩ ॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণ। ৪৪ ক।

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১৫ অ, ৪৪ শ্লো কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৪৫ ॥

শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ॥ ৪৪ খ ॥

[তত্রৈব ২য় স্কন্ধে ১ম অ, ১০ম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীঅঙ্গ রূপে হরে গোপিকার মন ॥ ৪৭ ক ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হওত শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

হে রাজর্ষে নৈর্গুণ্যে, পরিনিষ্ঠিতঃ অপি অহং উত্তমঃশ্লোকলীলয়া গৃহীতচেতাঃ আকৃষ্টচিত্তঃ সন্ যদাখ্যানং অধীতবান্ ॥ ৪৬ ॥

(তত্রৈব ১০ ম স্কন্ধে ২৯ অ, ৩৫ শ্লো শ্রীকৃষ্ণ প্রতি গোপীবাক্যং)

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তবকুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৪৮ ॥

রূপ গুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ ॥ ৪৭ খ ॥

(তত্রৈব ১৫ অ, ২৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য রুক্মিণীবাক্যং)

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোহঙ্গতাপম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে কৃষ্ণ, তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধা-যুক্ত ঈষদ্ধাস্যের সহিত অবলোকন, অভয় দত্ত ভুজদণ্ডদ্বয় এবং একমাত্র শ্রী দ্বারা শোভিত বক্ষ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম ॥ ৪৮ ॥

হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণগণ শ্রবণকারী ব্যক্তিদিগের কর্ণবিবর-দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্গতাপ নাশ করে। চক্ষুষ্মান্‌ব্যক্তিদিগের তোমার

অনুভাষ্য।

তব অলকাবৃতমুখং কেশাগ্রৈরাবৃতমুখং কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুধং কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ মুখং হসিতাবলোকং হসিতেন সহ অবলোকং যস্মিন্ তচ্চ মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং দত্তং অভয়ং যেন ভুজদণ্ডযুগং শ্রিয়ৈকরমণং শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ একং মুখ্যং রমণং রতিজনকং বক্ষঃ চ বিলোক্য দাস্যঃ ভবাম ॥ ৪৮ ॥

রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভম্
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৪৯ ॥

বংশী গীতে হরে লক্ষ্ম্যাদিকের মন ॥ ৫০ ক ॥

(তত্রৈব ১৬ অ, ৩২ শ্লো শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং)

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৫১

যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ ॥ ৫০ খ ॥

(তত্রৈব ২৯ অ, ৩৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং)

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রূপ দর্শনে অখিলার্থ লাভ হয়। সেই গুণসকল শ্রবণ করিয়া হে অচ্যুত, আমার চিত্ত নির্লজ্জ হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার কলপদামৃত বেণুগীত দ্বারা সম্মোহিত হইয়া কোন্ স্ত্রী ত্রিলোকীর মধ্যে আর্য্যচরিত হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলো-

অনুভাষ্য।

হে ভুবনসুন্দর হে অচ্যুত শৃণ্বতাং শ্রোতৃবর্গাণাং কর্ণবিবরৈরন্তঃ প্রবিশ্য অঙ্গতাপং হরতঃ তে তব গুণান্ দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং দৃশাং অখিলার্থলাভং রূপং চ শ্রুত্বা মে মম চিত্তং অপত্রপং লজ্জাবিহীনং সৎ ত্বয়ি আবিশতি অনুসন্ধান-রাহিত্যেন মগ্নং ভবতি ॥ ৪৯ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৪৭ সংখ্যা ॥ ৫১ ॥

ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপম্
যদেগাদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৫২ ॥

গুরু তুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদি গণ ॥ ৫৩ ॥
পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥ ৫৪ ॥

(পূর্ব্বশ্লোকস্য পরার্দ্ধে)

ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদেগাদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৫৫ ॥

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥ ৫৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোয় সৌভগস্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গোসকল, পক্ষীসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলকধারণ করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য।

হে অঙ্গ কৃষ্ণ তে তব কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতা কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তৎ চ তদায়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং চ যৎ অমৃতমিতিপাঠে অমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা আকৃষ্টহৃদয়া ত্রৈলোক্য-সৌভগং ত্রৈলোক্যস্য উর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানস্য যাবল্লোকস্য সৌভগং জনপ্রিয়ত্বং সৌন্দর্য্যং বা ইদং রূপঞ্চ নিরীক্ষ্য যৎ গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকানি অবিভ্রন্ অবিভরুঃ কা সা স্ত্রী যা আর্য্যচরিতাৎ নিজধর্ম্মাৎ ন চলেৎ ॥ ৫২ ॥

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥ ৫৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ শ স্কন্ধে ১৪ অ ১৮ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ৫৮ ॥

তবে করে ভক্তিবাধক-কর্ম্ম অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ॥ ৫৯ ॥
নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।

অমৃত প্রবাহ ভাষ্য।

চারিবিধ তাপ—চারিবিধ পাতকের তাপ। ১। পাতক ২। উপপাতক ৩। মহাপাতক ৪। অতিপাতক ॥ ৫৭ ॥

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ সমস্ত কাষ্ঠকে পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মৎবিষয়া ভক্তি, হে উদ্ধব, সর্ব্ববিধপাপকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণভক্তি সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া ভক্তিবাধক কর্ম্মসকল নাশ করে। পরে পাপবীজ অবিদ্যাকে নাশ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনের ফল যে প্রেম তাহাকে উদয় করায় ॥ ৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

হে উদ্ধব যথা সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ সুসমৃদ্ধা অর্চ্চিঃ যস্য সঃ অগ্নিঃ এধাংসি কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ করোতি তথা মদ্বিষয়া ভক্তিঃ কৃৎস্নশঃ এনাংসি পাপানি বিনাশয়তি ॥ ৫৮ ॥

ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ ঐছে তাঁর গুণ ॥ ৬০ ॥

চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।

হরি শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ ॥ ৬১ ॥

অপি চ দুই শব্দ তাতে অব্যয় হয়।

যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয় ॥ ৬২ ॥

তথাপি চকারের কহে মুখ্য অর্থ সাত ॥ ৬৩ ক ॥

(বিশ্বপ্রকাশে)

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।

যত্নান্তরে তথা পাদপূরণে ব্যবধারণে ॥ ৬৪ ॥

অপি শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥ ৬৩ খ ॥

(বিশ্বপ্রকাশে)

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে।

তথাযুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অন্বাচয়ে অর্থাৎ অনুগম্যসমুহার্থে, সমাহারে, অন্যোন্যার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে ও অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে চ প্রয়োগ হয় ॥৬৪॥

অপি শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা, সমুচ্চয়ে, যুক্ত পদার্থে, কামচার ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

হরি, জীবের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাত্মক চারি পুরুষার্থ লাভ পিপাসা ছাড়াইয়া দেন এবং সকলের মন হরণ করিয়া নিজ প্রেমাকৃষ্ট করেন ॥৬১॥

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি যথা যে লাগয় ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যার সম ॥ ৬৭ ॥

(বিষ্ণুপুরাণে ১ অং ১২ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোকঃ)

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারী যৎ ॥ ৬৮ ॥

(১১শ স্কন্ধে ২য় অ, ৪৪ শ্লোক-ব্যাখ্যাযাং শ্রীধরধৃততন্ত্রং)

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৬৯ ॥

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৃহত্বপ্রযুক্ত, বৃংহণত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধিকারকত্ব প্রযুক্ত সেই তত্ত্বকে পরমব্রহ্ম বলে। হে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম ॥৬৮॥

বিস্তৃতত্ব প্রযুক্ত ও পরিমাতৃত্ব প্রযুক্ত হরিই পরমাত্মা ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য।

বৃহত্বাদ্ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ সম্বর্দ্ধকত্বাৎ তৎ পরমং ব্রহ্ম বিদুঃ। হে সর্ব্বাত্মন্ তে তব যৎ যোগিচিন্ত্যাবিকারী স্বরূপং তস্মৈ নমঃ ॥ ৬৮ ॥

আততত্বাৎ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বাৎ চ আত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৬৯ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধে ২য় অ ১১ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং]

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ৭১ ॥

সেই অদ্বয় তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্রপ্রমাণ ॥ ৭২ ॥

(তত্রৈব ২য় স্কন্ধে ৯ অ, ৩২ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৭৩॥

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরমস্বরূপ ॥ ৭৪ ॥

[১১শ স্কন্ধ ২য় অ, ৪৪ শ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃত-তন্ত্রং]

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ ৭৫ ॥

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥ ৭৬ ॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১ সংখ্যা ॥ ৭১ ॥
চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৩ সংখ্যা ॥ ৭৩ ॥
চরিতামৃত মধ্য ২৪ পরিচ্ছেদ ৬৯ সংখ্যা ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্ত্বে প্রকাশে ॥ ৭৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ, ১১শ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭৮ ॥

ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।

রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥ ৭৯ ॥

জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।

যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে ॥ ৮০ ॥

রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।

স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুইত স্বরূপ ॥ ৮১ ॥

রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায় ॥ ৮২ ক ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৯ম অ, ১৭ শ্লো পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৮৩ ॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥ ৮২ খ ॥

(তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে ১৫ অ ২৫ শ্লোকে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা

দূরে-যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১ সংখ্যা ॥ ৭৮ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ২২৭ সংখ্যা ॥ ৮৩ ॥

ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-

বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ৮৪ ॥

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।

অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥ ৮৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৩য় অ, ১১শ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ৮৬ ॥

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহারা পরস্পর কৃষ্ণকথা বর্ণনে অনুরাগ বৈক্লব্য বাষ্পকলা দ্বারা পুলকিত অঙ্গ, তাঁহারা দেবাদিদেব কৃষ্ণের অনুবৃত্তিক্রমে যম নিয়মাদি দূরে নিক্ষেপ করত আমাদের উপরিভাগে স্পৃহণীয়শীল হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

অনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা অনিমিষাং কালানধীনানাং ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ তস্য অনুবৃত্ত্যা দূরে-যমাঃ দূরে যমঃ যেষাং স্পৃহণীয়শীলাঃ স্পৃহণীয়ং শীলং যেষাং তে ভর্ত্তুঃ হরেঃ সুযশসঃ তস্য মিথঃ কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া কথনে যঃ অনুরাগঃ তেন বৈক্লব্যং তেন বাষ্পকলা তয়া সহ পুলকীকৃতাঙ্গাঃ পুলকীকৃতং অঙ্গং যেষাং তে চ নঃ অস্মাকং উপরি যং ব্রজন্তি ॥ ৮৪ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ৩৬ সংখ্যা ॥ ৮৬ ॥

নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৮৭ ॥

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।

সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥ ৮৮ ॥

অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।

অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥ ৮৯ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৭ম অ, ১৬ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্লোকে উদারধী অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ যদি বিচারজ্ঞ হন, তাহা হইলে কামবাসনাসত্ত্বেও কৃষ্ণের ভজন করিবেন ॥ ৮৭ ॥

হে অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার লোক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবান্ হইলে সেই সেই কাম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করে ॥ ৯০ ॥

অনুভাষ্য।

ভক্তিব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন নিতান্ত নিষ্ফল। কখনই ফল প্রসব করিতে পারে না। যেহেতু অজার গলদেশস্থ স্তন যেরূপ দুগ্ধ দিতে পারে না অনভিজ্ঞ লোকের মিথ্যা ভ্রমের বিষয় মাত্র হয় তদ্রূপ ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান কর্ম্মের সাধনে ফল হয় না ॥ ৮৯ ॥

হে অর্জ্জুন, হে ভরতর্ষভ, সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে তে চ চতুর্ব্বিধাঃ আর্ত্তঃ ক্লিষ্টঃ জিজ্ঞাসুঃ আত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থার্থী সুখসম্পদিচ্ছুঃ জ্ঞানী লব্ধবোধঃ চ ॥ ৯০ ॥

আর্ত্ত, অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি॥ ৯১ ॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্॥ ৯২ ॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥ ৯৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১০ম অ, ১১শ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং ;

সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥ ৯৪ ॥

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁহার কীর্ত্ত্যমান, রুচিকর যশ একবার শুনিয়া কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না॥ ৯৪॥

অনুভাষ্য।

সৎসঙ্গাৎ কৃষ্ণভক্তসঙ্গাৎ হেতোঃ মুক্তদুঃসঙ্গঃ মুক্তঃ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যভিলাষ-বিষয়ঃ দুঃসঙ্গো যেন সঃ বুধঃ কীর্ত্ত্যমানং রোচনং যস্য যশঃ সকৃৎ আকর্ণ্য হাতুং ন উৎসহতে॥ ৯৪ ॥

ছলনাবিশিষ্ট আত্মবঞ্চকই দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণভক্তি কামনা ব্যতীত অপর কামই দুঃসঙ্গ॥ ৯৫ ॥

(তত্রৈব ১ম অ, ২য় শ্লোকে ব্যাসবাক্যং)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৯৬ ॥

প্র শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এক শ্লোক শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান ॥৯৭॥
সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥ ৯৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৯ অ ২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ)

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৯৯॥

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এতিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণে ভাব ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইচ্ছার পিধান, ইচ্ছা আচ্ছাদন ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৯১ সংখ্যা ॥ ৯৬ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাবিংশপরিচ্ছেদ ৪০ সংখ্যা ॥ ৯৯ ॥

এই তিনে। কৃষ্ণজন সঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ, মায়াপ্রদত্ত যাবতীয় সৌভাগ্য এবং অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞান সেবা-প্রবৃত্তি সমস্তই ছাড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণে ভাব উৎপন্ন করে ॥ ১০০ ॥

আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব॥ ১০১ ॥
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ॥ ১০২ ॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্মোপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥ ১০৩ ॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়॥ ১০৪ ॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্ত-ব্রহ্মময়॥ ১০৫ ॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥ ১০৬ ॥
ভক্ত-দেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জ্ঞানমার্গের উপাসক, কেবল ব্রহ্মোপাসক ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ভেদে দ্বিবিধ। কৈবল্য বাসনায় ব্রহ্মোপাসনা করিলে কেবলব্রহ্মোপাসক হয়। তাহাদের তিন অবস্থা, সাধক অবস্থা, ব্রহ্মময় অবস্থা, ব্রহ্মলয় অবস্থা। ভক্তি বিনা জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রাপ্তব্রহ্মময় সেই ভক্তি সাধন করিতে পারে। ভক্তিসাধন উপস্থিত হইলে ভক্তির স্বভাব উপস্থিত হয়। সেই স্বভাবক্রমে ব্রহ্মকে আকর্ষণ করতঃ দিব্যদেহ দিয়া

'গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন'॥ ১০৭ ॥

(শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতশ্রুতিঃ)

মুক্তা অপি লীলযা বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তীত্যাদি ॥১০৮।

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ১০৯ ॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ ১১০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১৫ অ০৩৪ শ্লোকে দেবাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাম্
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১১১ ॥

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ ভজন করে। ভক্তের মনোনীত দেহ পাইলে কৃষ্ণের সকল গুণের স্মরণ হয়। আর সেই গুণাকৃষ্ট হইয়া নির্ম্মল ভজন করে ॥ ১০৩-১০৭॥

মুক্তগণ ও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজন করে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে। ভক্তিসাধন করি যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥ ১০৫ ॥

পাঠান্তরে। ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ ॥ ১০৬ ॥

চরিতামৃত মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ ১৪২ সংখ্যা ॥ ১১১॥

কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥ ১১২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম অ ১১ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং)

হরেগু´ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ ১১৩ ॥

নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥ ১১৪ ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তি-বিবরণ ॥ ১১৫ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাং ৭ম শ্লোকে)

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীম্
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গম্
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥ ১১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়া বৈষ্ণবপ্রিয় ভগবান্ শুকদেব এই মহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য।

নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়াঃ যস্য সঃ বাদরায়ণিঃ ভগবান্ হরেঃ গুণাক্ষিপ্তমতিঃ গুণেন আক্ষিপ্তা মতির্যস্য সঃ মহদাখ্যানং অধ্যগাৎ অধীতবান্ ॥ ১১৩ ॥

শ্রুতিজ্ঞাঃ বেদকুশলাঃ নবযোগেন্দ্রাঃ জায়ন্তেয়াঃ কমলভুবঃ পদ্মযোনেঃ

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥ ১১৭ ॥
মুমুক্ষু অনেক জগতে সংসারী জন।
মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ১১৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ ২৬ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং)

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১১৯ ॥
সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নৈবযোগীন্দ্র ব্রহ্মার ক্লেশশূন্য গোষ্ঠীতে প্রবেশপূর্ব্বক উপনিষদ্ শ্রবণ করতঃ শ্রুতিমুখ ও পুলকধারী হইয়া ভক্ত সঙ্গমের জন্য যত্নপুর রঙ্গক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১১৬ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অথচ তাঁহাদের প্রতি অসূয়া রহিত হইয়া নারায়ণ কলা সকল ভজনা করেন ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

অক্লেশাং গোষ্ঠীং ক্লেশবর্জ্জিতাং সভাং প্রবিশ্য শ্রুতিশিবসাং শ্রুতিং শ্রবণং কুর্ব্বন্তঃ অপি যত্নপুরসঙ্গমায় দ্বারকাং গন্তুং পুলকভৃতঃ সন্তঃ উত্তুঙ্গং রঙ্গং অবাপ্তঃ ॥ ১১৬ ॥

অথ মুমুক্ষবঃ জ্ঞানিনঃ অনসূয়বঃ অহিংস্রব্রতাঃ ঘোররূপান্ ভূতপতীন্ হিত্বা শান্তাঃ নারায়ণকলা হি ভজন্তি ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষা ছাড়ায় ॥ ১২০ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং)

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥১২১॥

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন ॥ ১২২ ॥
কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায় ॥ ১২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চতুঃসন ও শুকদেবের ব্রহ্মময়তা, এবং নবযোগীশ্বরদিগের সাধকত্ব দেখাইয়া মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত প্রাপ্তস্বরূপ এইরূপ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী তিন প্রকার বিচার করতঃ প্রথমে মুমুক্ষুদিগের কথা কহিতেছেন, সেই মুমুক্ষুগণ সাধুসঙ্গে ভগবৎ গুণস্ফূর্ত্তি হইতে মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজন করে ॥ ১২০ ॥

হে মহাত্মন্ এই ভবসংসারে বহুদোষ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ একটী মহা গুণ আছে। সেই এক সুখাবহ গুণের দ্বারা অদ্য আমাদের মুক্তি-বাঞ্ছা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল ॥ ১২১ ॥

এই বৃষ্ণিপত্তন দ্বারকায় চিৎসুখঘনমূর্ত্তি কৃষ্ণ স্ফুরিত হইলে আমার

অনুভাষ্য।

হে মহাত্মন্ অহো এষ ভবঃ জন্ম বহুদোষদুষ্টঃ অপি সুখাবহেন সৎ-সঙ্গমাখ্যেন একেন গুণেন ভবতি যেন গুণেন অদ্য নঃ অস্মাকং মুমুক্ষা কৃশা ক্ষয়ী কৃতা ॥ ১২১ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্য্যাং ১৩ শ্লোকে)

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥ ১২৪ ॥

জীবন্মুক্ত অনেক সেই দুই ভেদ জানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি ॥ ১২৫ ॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্টে কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ॥ ১২৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২ অ ২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ॥ ১২৭॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৮ অ ৫৪ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সুখোদয় হইল। হায়, আত্মারামতা অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অনেক দিন বৃথা গিয়াছে ॥ ১২৪ ॥

অপরাধে অধো মজে, শুষ্কজ্ঞানজনিত জীবন্মুক্তগণ অপরাধক্রমে অধঃ-পতন হইয়া মজে অর্থাৎ নষ্ট হয় ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য।

বৃষ্ণিপত্তনে দ্বারকানগর্য্যাং সুখঘনমূর্ত্তৌ অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি স্ফুরতি সতি আত্মারামতয়া মে মম চিরং কালঃ বৃথা গতঃ ॥ ১২৪ ॥

চরিতামৃত মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৩০ সংখ্যা ॥ ২২৭ ॥

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১২৮ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিংশত্যঙ্কধৃত বিল্বমঙ্গলকৃত-শ্লোকঃ)

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১২৯॥

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ পায় ॥ ১৩০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ১০ম অ, ৬ষ্ঠ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয় ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

শক্তিগণের সহিত আত্মার অনুশয়নকে জীবের নিরোধ বলা যায়। অন্য প্রকাররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব রূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি ॥১৩১॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ ৬৫ সংখ্যা ॥ ১২৮ ॥

চরিতামৃত মধ্য দশম পরিচ্ছেদ ১৭৮ সংখ্যা ॥ ১২৯ ॥

অস্য আত্মনঃ শক্তিভিঃ সহ 'অনুশয়নং' নিরোধঃ। অন্যথারূপং অবিদ্যয়াধ্যস্তং হিত্বা স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ স্বরূপসাক্ষাৎকারঃ মুক্তিঃ ॥১৩১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্ক, ২য় অ, ৩৫ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং)

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তম্
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১৩৩ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৭ম অ, ১৪শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৩৪ ॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়। ১৩৫ক।

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪শ অ, চতুর্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ১৩৬ ॥

(তত্রৈব ২য় অ, ২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ)

যেন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ ১১৯ সংখ্যা ॥ ১৩৩ ॥
চরিতামৃত মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ ১২১ সংখ্যা ॥ ১৩৪ ॥
চরিতামৃত মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ২২ সংখ্যা ॥ ১৩৬ ॥

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ॥১৩৭॥

(তত্রৈব ১১শ স্কন্ধে ৫ম অ, ২য় শ্লোকে জনকং প্রতি চমসবাক্যং)

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ১৩৮ ॥

তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥ ১৩৫খ ॥

(ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতাশ্রুতিঃ)

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥১৩৯॥

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।

পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহা অপির অর্থ কয় ॥ ১৪০ ॥

আত্মারামাশ্চ অপি করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।

মুনয়ঃ সন্ত ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥ ১৪১ ॥

নির্গ্রন্থাঃ অবিদ্যাহীন কেহ বিধিহীন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ঃ

ছয় আত্মারাম,—সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্তব্রহ্মলয়। মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্তস্বরূপ, এই ছয় প্রকার আত্মারাম ॥ ১৪০ ॥

মুনয়ঃ সন্তীতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ;—আত্মারাম সকল মুনি হইয়া কৃষ্ণমননে আসক্ত হন ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৩০ সংখ্যা ॥ ১৩৭ ॥

চরিতামৃত মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ২৭ সংখ্যা ॥ ১৩৮ ॥

মধ্যলীলা চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ১০৮ সংখ্যা ॥ ১৩৯ ॥

যাহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন ॥ ১৪২ ॥
চ-শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥ ১৪৩ ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চ কারে লুপ্ত হয় ॥ ১৪৪ ॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষ রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে ॥ ১৪৫ ॥

(বিশ্বপ্রকাশে)

স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামাশ্চ রামাশ্চ রামাশ্চ রামা ইতি বৎ ॥ ১৪৬ ॥

তবে যে চকার সেই সমুচ্চয় কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয় ॥ ১৪৭ ॥
নির্গ্রন্থা অপি এই অপি সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে ॥ ১৪৮ ॥
অন্তর্যামী উপাসক আত্মারাম কয়।
সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয় ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বরূপদিগের একশেষ ও এক বিভক্তিতে যাহাদের অর্থ উক্ত হয়, তথায় একস্বরূপ রাখিয়া অন্য সব স্বরূপের অপ্রয়োগ হয় যথা,—রামাশ্চ রামাশ্চ, রামাশ্চ পরিবর্ত্তে একটী রামা প্রয়োগ হয় ॥ ১৪৬ ॥

সগর্ভ, নিগর্ভ এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥ ১৫০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ২য় অ, ৮ম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

চিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৫১ ॥

তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে ২৮ অ, ৩৪ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং)

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন কোন যোগী স্বীয় দেহান্তর হৃদয়মধ্যে প্রাদেশমাত্র চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধারী পুরুষকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন, ইহাই সগর্ভ যোগীর লক্ষণ ॥ ১৫১ ॥

অনুভাষ্য।

সগর্ভযোগী,—যাঁহারা রূপ ধ্যানাদি আলম্বন পর যোগী। নিগর্ভযোগী,—শূন্য ধ্যানাদিপর অবলম্বনরহিত যোগী ॥ ১। সগর্ভ যোগারুরুক্ষু ২। নিগর্ভ যোগারুরুক্ষু ৩। সগর্ভ যোগারূঢ় ৪। নিগর্ভ যোগারূঢ় ৫। সগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি ৬। নিগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি ॥ ১৫০ ॥

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে নিজশরীরাভ্যন্তরে যদ্ধৃদয়ং তত্র যোগাভ্যাসিন্ বসন্তং প্রাদেশমাত্রং অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যোর্বিস্তারঃ চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং পদ্মচক্রশঙ্খগদাধারিণং পুরুষং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ১৫১॥

উৎকণ্ঠবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-

স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্ব্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ১৫২

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর।

এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥ ১৫৩ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬ অ, ৪।৫ শ্লো অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ১৫৪ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।

সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এইরূপ ভগবান্ হরিতে লব্ধভাব হইয়া ভক্তিদ্বারা হৃদয়দ্রবও পুলকা[দি] উৎপন্ন হয় এবং আনন্দক্রমে উৎকণ্ঠ বাষ্পকলার দ্বারা মুহুর্মুহু পীড়ি[ত] হইয়া ধ্যানযুক্তচিত্ত বড়িশ (মাছধরাকাঁটা) অল্প অল্প করিয়া বাহি[র] করিয়া ফেলে ইহাই নিগর্ভযোগীর উদাহরণ ॥ ১৫২ ॥

যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা যাঁহার তিনি আরুরুক্ষু, সে আরুরুক্ষু মুনির যমনিয়ম আসন ও প্রাণায়াম রূপ কর্ম্মই কারণ

অনুভাষ্য।

এবং ধ্যানপথা ভগবতি হরৌ প্রতিলব্ধভাবঃ ভক্ত্যা শ্রবণাদিনা দ্রবদ্‌দয়ঃ দ্রবদ্ হৃদয়ং যস্য সঃ প্রমোদাৎ উৎপুলকঃ উদ্গতানি পুলকানি যস্য সঃ ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুঃ অর্দ্দমানঃ আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জমানঃ চ তৎ বড়িশং কৌটিল্যং তস্য চিত্তং শনকৈঃ বিযুঙ্‌ক্তে বিযুক্তমপি ভবতি ॥১৫২॥

এইত্‌ য় যোগী সাধুসঙ্গাদি-হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া॥ ১৫৬॥
চ শব্দে অপির অর্থ ইহাও কহয়।
মুনি নির্গ্রন্থ শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়॥ ১৫৭॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাহাঁ কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ॥ ১৫৮॥
এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্ত ভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥ ১৫৯॥
আত্মা শব্দে মন কহে মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥ ১৬০॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮৭ অ, ১৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ)

উদরমুপাসতে য ঋষি বর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োদহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥ ১৬১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যানধারণাপ্রত্যাহাররূপ শমই কারণ। ইন্দ্রিয়ার্থ এবং কর্ম্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগী তখন সমাধিযুক্ত বা যোগারূঢ় হন॥ ১৫৪।১৫৫॥

এই সব শান্ত যবে ভজে,—এই সব যোগী শান্তরসারূঢ় হইয়া ভজন করে॥ ১৫৯॥

এই কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নিগ্রর্ন্থ হঞা॥ ১৬২॥
আত্মা শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।
মুনয়োপি কৃষ্ণ ভজে নিগ্রর্ন্থ হঞা॥ ১৬৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে ঋষিগণ কর্ম্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরে উপাসনা করেন তাঁহারা কূর্পদৃশ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি এবং আরুণী ঋষি প্রভৃতি হৃদয়াকাশে যোগ পদ্ধতি উন্নত করেন। হে অনন্ত তাহা হইতে উৎকৃষ্ট শিরোগত সহস্র-দল পদ্মস্বরূপ তোমার ধামে উঠিয়া আর কৃতান্তমুখে সংসারে পতিত হন না॥ ১৬১॥

অনুভাষ্য।

এই তের। ১। সাধক ২। ব্রহ্মময় ৩। প্রাপ্তব্রহ্মলয় ৪। মুমুক্ষু ৫। জীবন্মুক্ত ৬। প্রাপ্তস্বরূপ এই ছয় আত্মারাম এবং ৭। নিগ্রর্ন্থ মুনি ৮। সগর্ভ যোগারুরুক্ষু ৯। নিগর্ভযোগারুরুক্ষু ১০। সগর্ভ যোগারূঢ় ১১। নিগর্ভ যোগারূঢ় ১২। সগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি ১৩। নিগর্ভ প্রাপ্তসিদ্ধি।

ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং বর্ত্মসু সম্প্রদায়মার্গেষু যে কূর্পদৃশঃ শার্করাক্ষাঃ স্থূলদৃষ্টয়ঃ উদরং মণিপুরকস্থং ব্রহ্মেতি উপাসতে ধ্যায়ন্তি আরুণয়ঃ আরুণ্যাখ্যা ঋষয়স্তু পরিসরপদ্ধতিং পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরা নাড্যস্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসবণস্থানং দহরং আকাশাখ্যং হে অনন্ত ততঃ হৃদয়াৎ তব ধাম উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং পরমং শ্রেষ্ঠং শিবঃ মূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উদসর্পৎ যৎ সমেত্য প্রাপ্য ইহ কৃতান্তমুখে কৃতা-ন্তস্য কালস্য মুখে সংসারে ন পতন্তি॥ ১৬১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৫ অ, ১৮ শ্লোকে ব্যাসং প্রতি নারদবাক্যং)

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ১৬৪ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমস্ক-ধৃতনারদীয়ং)

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥ ১৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

যাহা সত্যলোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উপরিধামে এবং সুতল অতল প্রভৃতি অধোদেশে ভ্রমণ করিলেও পাওয়া যায় না এরূপ দুর্ল্লভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতসকল যত্ন করিবেন। কেন না চতুর্দ্দশ ভুবনের উপরি এবং অধোদেশে যে সুখ আছে সে সমস্তই গভীর বেগযুক্ত কালের দ্বারাই দুঃখের ন্যায় অনায়াসে পাওয়া যায় ॥ ১৬৪ ॥

সদ্ধর্ম্মের অববোধের জন্য যাহাদের নির্ব্বন্ধিনী মতি আছে, তাহাদের অতি শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য ।

উপর্য্যধঃ আব্রহ্মলোকাৎ স্থাবরপর্য্যন্তং ভ্রমতাং ভ্রমণকুশলানাং যৎ ন লভ্যতে কোবিদঃ বিবেকশীলঃ তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত। গভীররংহসা অনবগাহ্যবেগেন কালেন দুঃখবৎ তৎ বিষয়সুখং অন্যতঃ প্রাক্তনবশেন সর্ব্বত্র সর্ব্বযোনিষু প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে ॥ ১৬৭ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ ১৩৬ সংখ্যা ॥ ১৬৫ ॥

চ শব্দে অপি অর্থে অপি অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ১৬৬ ॥

(তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সামান্যনিরূপণে ২৩ শ্লোকে)

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৬৭

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অ, ১১শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৬৮ ॥

আত্মা শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে ॥ ১৬৯ ॥
মুনি শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ নির্গ্রন্থ মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দুঁহার ভজন ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তি দুইপ্রকারে সুদুর্ল্লভা অর্থাৎ আসঙ্গশূন্য সহস্র সহস্র সাধনেও শীঘ্র লভ্য হন না এবং কৃষ্ণও ভক্তি সহসা দেন না ॥ ১৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

অনাসঙ্গৈঃ সঙ্গরহিতৈঃ সাধনৌঘৈঃ সাধনপুঞ্জৈঃ সুচিরাৎ বহুকালাৎ অপি অলভ্যা লব্ধুমশক্যা হরিণা আশু অদেয়া চ ইতি সা ভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা দ্বিধা স্যাৎ প্রকারদ্বয়েনাপি দুর্ল্লভত্বং ॥ ১৬৭ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৯ সংখ্যা ॥ ১৬৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২১অ, ১৪ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং)

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥ ১৭১॥

(তত্রৈব ১৫ অ ৬ষ্ঠ শ্লোকে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থম্
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে মাতঃ এই বনে পক্ষীগণ প্রায় মুনিরূপে সুন্দর বৃক্ষডাল পালায় আরোহণপূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত করিয়া এবং অন্য শব্দশূন্য হইয়া কৃষ্ণ-কৃপাপ্রাপ্ত ও তদুদিত কলবেণু গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন॥ ১৭১॥

হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এই অলি সকল তোমার অখিল লোক-পবিত্রকারী যশসমূহ গান করিতে করিতে মুনিস্বরূপ হইয়া গূঢ়রূপে আত্ম-

অনুভাষ্য।

হে অম্ব অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ পক্ষিণঃ তে প্রায়েণ মুনয়ঃ এব যতস্তে কৃষ্ণেক্ষিতং রুচিরপ্রবালান্ বিচিত্রোপশাখাযুতান্ দ্রুমভুজান্ আরুহ্য অতিক্রম্য মীলিতদৃশঃ বিগতান্যবাচঃ ত্যক্তান্যবাচঃ সন্তঃ তদুদিতং তেনৈব প্রকটিতং কলবেণুগীতং মধুরমুরলীনিনাদং শৃণ্বন্ত॥ ১৭১॥

হে আদি-পুরুষ, এতে অলিনঃ ভৃঙ্গাঃ অখিললোকতীর্থং সকললোক-পাবনং তব যশঃ গায়ন্তঃ সন্তঃ অনুপথং পথি পথি ত্বাং ভজন্তে হে অনঘ

প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেপি ন জহত্যনবাত্মদৈবম্ ॥ ১৭২ ॥

(তত্রৈব ৩৫ অ ১১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং)

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দেবতারূপ তোমাকে বনে ভজন করিতেছে এবং কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করে না ॥ ১৭২ ॥

জলাশয়ে সারস হংস প্রভৃতি পক্ষীগণ চারুগীতদ্বারা হৃতচিত্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক যতচিত্ত মুদিতনয়ন ধৃতমৌন ভাবে হরিকে উপাসনা করিতেছে ॥ ১৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

অমী প্রায়ঃ ভবদীয়মুখ্যাঃ মুনিগণাঃ বনেগূঢ়ং অজ্ঞাতং অপি আত্মদৈবং ন জহতি ন ত্যজন্তি ॥ ১৭২ ॥

এখানে পাঠান্তরে। নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন কোকিলগণাঃ গৃহমাগতায়। ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ হে স্তুত্যার্হ, ময়ূরগণপরমানন্দ নৃত্য করিতেছে হরিণীগণ গোপীগণের সদৃশ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া এবং কোকিলগণ মধুর শব্দ করিয়া গৃহাগত তোমাকে প্রীতি প্রদান করিতেছে বৃন্দাবনবাসীগণ ধন্য যেহেতু নিজ নিজ বস্তুপ্রদানই সাধুস্বভাব ॥

সরসি সরোবরে যে চারুগীতহৃতচেতসঃ চারুণা বেণুগীতেন হৃতানি আকৃষ্টানি চেতাংসি যেষাং তে যতচিত্তাঃ সারসহংসবিহঙ্গাঃ তে এত্য

(তত্রৈব ২য় স্কন্ধে ৪র্থ অ ১৮ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা

আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ।

যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ

শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ১৭৪ ॥

কিম্বা ধৃতি শব্দে নিজ পূর্ণতাদি জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্তো মহাপূর্ণ হয়॥ ১৭৫ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ৬০ শ্লোকে)

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কিরাত, হূন, অন্ধ, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন ও খশাদি এবং আর যে সকল পাপযোনি আছে তাহারা আশ্রিত-বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই প্রভাববিশিষ্ট বিষ্ণুকে নমস্কার করি॥ ১৭৪ ॥

উত্তম লাভ দ্বারা দুঃখাভাব এবং পূর্ণতা জ্ঞানেই ধৃতি। সেই ধৃতি,

অনুভাষ্য।

আগত্য ধৃতমৌনাঃ মীলিতদৃশঃ সন্তঃ হন্ত বিস্ময়ে হরিং উপাসত অভজন্ত॥ ১৭৩ ॥

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসাঃ আভীরকঙ্কাঃ যবনাঃ খশাদয়ঃ অন্যে যে পাপাঃ পাপজাতয়ঃ যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ যদপাশ্রয়াঃ ভাগবতবৈষ্ণবাঃ তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে প্রভবণশীলায় নমঃ॥ ১৭৪ ॥

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ ১৭৭ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ৪র্থ অ, ৬০ শ্লোকে]

মৎ সেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ১৭৮ ॥

[শ্রীগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ]

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানিহ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥ ১৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অপ্রাপ্ত ও অতীত অর্থ নষ্ট হইলে যে শোক, হয় তাহাকে নিবারণ করে ॥ ১৭৬ ॥

এই জীবচঞ্চলে অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল হৃষীকেশ কৃষ্ণে স্থির হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্যলাভ করিয়াছেন ॥১৭৯॥

অনুভাষ্য।

জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎ-সম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন তথা উত্তমস্য প্রেম্নঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসঃ অচাঞ্চল্যং সা ধৃতিঃ অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিশোচনাদিকৃৎ অপ্রাপ্তস্য অতীতস্য নষ্টস্য চ বিষয়স্য চ অনভিশোচনং অভিশোচনাভাবং করোতি ইতি সা ॥ ১৭৬ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০৮ সংখ্যা ॥ ১৭৮ ॥

যস্য হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশে সর্ব্বনিয়ন্তরি ভগবতি স্থৈর্য্যগতানি স এব জীবচঞ্চলে ক্ষণভঙ্গুরে সংসারে ধৈর্য্যং আপ্নোতি হি ॥ ১৭৯ ॥

চ অবধারণে ইহা অপি সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খ চয়ে ॥ ১৮০ ॥
আত্ম শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধি বিশেষ।
সামান্য বুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ ॥ ১৮১ ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মরাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ নির্গ্রন্থ মূর্খ আর ॥ ১৮২ ॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধবুদ্ধ্যে পায় ॥ ১৮৩ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ম অ, ৮ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি সকলের প্রভবস্থান এবং আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপ জানিয়া পণ্ডিতসকল ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥১৮৪॥

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ পায়। কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে বিচার বুদ্ধি পায় ॥ ১৮৩ ॥

অহং কৃষ্ণঃ সর্ব্বস্য প্রভবঃ বিধিরুদ্রাণ্যং প্রপঞ্চস্য চ হেতুঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে মদধীনপ্রবৃত্তিকম্। ইতি মত্বা বুধাঃ কৃষ্ণরসবিদঃ ভাবসমন্বিতাঃ প্রেমযুক্তাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে ॥ ১৮৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৭ম অ, ৩৪ শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াম্
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥১৮৫॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায় ॥ ১৮৬ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ম অ, ১১ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্বাক্যং)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদি অদ্ভুতক্রম-পরায়ণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রাপ্ত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত হয়, তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর এবং অপর পাপজীব সকল আমাকে জানিয়া আমার মায়া হইতে উদ্ধার হয়। পশ্বাদি তির্য্যকগণও উদ্ধার হয়, শ্রোত ব্যক্তিদিগের কথা কি ॥ ১৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

যদি অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঃ অদ্ভুতাঃ বিস্ময়োৎপাদিকাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসাঃ যস্য তস্য হরেঃ পরায়ণা ভক্তজনাস্তেষাং শীলে স্বভাবে শিক্ষিত যে কৃষ্ণভক্তসঙ্গৈঃ গঠিতচরিত্রাঃ এবম্ভূতাঃ স্ত্রীশূদ্রহূনশবরাঃ পাপজীবাঃ তে অপি তির্য্যক্জনাঃ অপি দেবমায়াং বিদন্তি অতিতরন্তি চ যে শ্রুত-ধারণাঃ শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনো নিয়মনং যেষাং তে মায়াং বিদন্তি অতিতরন্তি কিমু বক্তব্যং ॥ ১৮৫ ॥

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণ-সেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজেবাস এই পঞ্চসাধন প্রধান ॥ ১৮৮ ॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥ ১৮৯ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ৮৭ শ্লোকে)

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ১৯০ ॥
উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥১৯১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৩য় অ, ১০ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১৯২ ॥
ভক্তি প্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভাগবত নাম,—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণনাম ॥ ১৮৮ ।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৯ সংখ্যা ॥ ১৮৭ ॥

কৃষ্ণভক্তসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণকথাবিগ্রহ ভাগবত, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ব্রজে বাস এই পাঁচটী প্রধান সাধন ॥ ১৮৮ ।

মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ১২৯ সংখ্যা ॥ ১৯০ ॥

মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৩৬ সংখ্যা ॥ ১৯২ ॥

কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥ ১৯৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম অ, ১০ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৯৪ ॥

(তত্রৈব ৫ম স্কন্ধে ১৯ অ, ২৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবানাং স্তুতিঃ)

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং

নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-

মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ১৯৫ ॥

আত্মা শব্দে স্বভাব কহে তাতে যেই রমে ।

আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে ॥ ১৯৬ ॥

জীবের স্বভাব কৃষ্ণে দাস অভিমান ।

দেহে আত্মা জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥১৯৭॥

চ শব্দ এব অপি শব্দ সমুচ্চয়ে ।

আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥ ১৯৮ ॥

এই জীব সনকাদি সব মুনি জন ।

নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর জঙ্গম ॥ ১৯৯ ॥

অনুভাষ্য ।

মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৮৬ সংখ্যা ॥ ১৯৪ ॥

মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৪০ সংখ্যা ॥ ১৯৫ ॥

ব্যাস শুক সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদির শুন বিবরণ॥ ২০০॥
কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে সবার উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়॥ ২০১॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৫ অ, ৯ম শ্লোকে বলদেবং প্রতি কৃষ্ণবাক্যং)

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ-বীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎ স্পৃহা শ্রীঃ॥২০২॥

(তত্রৈব ২১ অ, ২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং)

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই ব্রজভূমি অদ্য ধন্য হইল। তোমার পাদস্পর্শে তৃণবিরুধসকল ধন্য হইল। তোমার অঙ্গুলীস্পর্শে দ্রুমলতা ধন্য হইল। তোমার সদয়াবলোকনে নদী-অদ্রি-খগ মৃগসকল ধন্য হইল। লক্ষ্মীর স্পৃহণীয় তোমার ভুজান্তর মধ্য হইয়া গোপীসকল ধন্য হইয়াছেন॥ ২০২॥

অনুভাষ্য।

অদ্য তব চরণস্পর্শাৎ ইয়ং ধরণী ধন্যা তথা ত্বৎপাদস্পৃশঃ পাদৌ স্পৃশন্তীতি তৃণবীরুধঃ তৃণলতাদয়ঃ করজাভিমৃষ্টাঃ নখস্পৃষ্টাঃ দ্রুমলতাঃ সদয়াবলোকৈঃ নদ্যঃ অদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ ভুজয়োঃ অন্তরেণ শ্রীঃ যৎস্পৃহা লক্ষ্মীস্পৃহণীয়-বক্ষমধ্যস্থাঃ গোপ্যঃ অপি ধন্যাশ্চ॥ ২০২॥

অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ২০৩ ॥

(তত্রৈব ৩৫ অ, ৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীগীতং)

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃস্ম ॥২০৪॥

(তত্রৈব ২য় স্কন্ধে ৪র্থ অ, ১৮ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসাঃ
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ২০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখীগণ, গো-গোপদিগের সহিত বনে বনে গমনশীল গোবন্ধনরজ্জু ইত্যাদি ধারণ লক্ষণ কৃষ্ণ-বলদেবের উদার বেণুরব ও গীত দ্বারা দেহিদিগের স্থগতি, গমনশীল ব্যক্তিদিগের স্তম্ভ, তরুদিগের পুলক হয়, এইসকল অতি বিচিত্র ॥ ২০৩ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখ্যঃ গোপকৈঃ বালকৈঃ সহ অনুবনং প্রতিবনং গাঃ নয়তোঃ চারয়তোঃ নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োঃ নির্যোগাঃ দোহনকালীয়পদবন্ধনরজ্জবঃ পাশাঃ গবাং রজ্জবঃ তৈঃ কৃতং লক্ষণং যয়োস্তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ কলপদৈঃ মধুরশব্দৈঃ উদারবেণুস্বনৈঃ তনুভৃৎসু শরীরধারিষু গতিমতাং অস্পন্দনং তরূণাং পুলকঃ বিচিত্রম্ ॥ ২০৩ ॥

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৭৬ সংখ্যা ॥ ২০৪ ॥

আগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই।
উনবিংশতি অর্থ হইল মিলি এই দুই ॥ ২০৬ ॥

এই উনইশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
আত্ম শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার ॥ ২০৭ ॥

দেহারামী দেহ ভজে দেহোপাধি-ব্রহ্ম।
সৎ সঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥ ২০৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮৭ অঃ ১৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রুতিস্তুতিঃ)
উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োদহরম্।

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ১০২ সংখ্যা ॥ ২০৫ ॥

আগে তের অর্থাৎ ১৫৮ শ্লোকের অনুভাষ্য।

আর ছয় এই। ১। ১৬০ সংখ্যা লিখিত মনোরমণশীল ২। যাত্ম রমণশীল (১৬৩ সংখ্যা) ৩। ১৬৯ সংখ্যা লিখিত ধৈর্য্যশীল ৪। ১৮০ সংখ্যা লিখিত বুদ্ধ্যারাম পণ্ডিত মুনি ৫। ১৮১ সংখ্যা লিখিত বুদ্ধীরাম নির্গ্রন্থ মূর্খ ৬। ১৯৭ সংখ্যা লিখিত কৃষ্ণদাস স্বভাববিশিষ্ট আত্মারাম ॥ ২০৬ ॥

দেহের চারি অর্থ। ১। ঔপাধিক ব্রহ্মদেহ (২০৮ সংখ্যা) ২। কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকের কর্ম্ম দেহ (২১০ সংখ্যা) ৩। তপো দেহ (২১২ সংখ্যা) ৪। সর্ব্বকাম দেহ (২১৫ সংখ্যা) ॥ ২০৭ ॥

দেহারামী দেহকে ঔপাধিক ব্রহ্মমূর্ত্তি জানিয়া নিজ দেহের সেবা করিতে করিতে সাধুসঙ্গে তদ্বুদ্ধি ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করেন ॥ ২০৮ ॥

ততউদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য নংপতন্তি কৃতাত্মমুখে॥ ২০৯ ॥

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি, করয়ে ভজন ॥ ২১০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ১৮ অ. ১২ শ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকাদিবাক্যং)

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ২১১ ॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥ ২১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আশ্বাস বর্জ্জিত এই কর্ম্মমার্গে ধূমদ্বারা ধূম্রস্বরূপভূত আমাদিগকে আপনি গোবিন্দপাদপদ্মের আসব মধুপান করাইতেছেন ॥ ২১১ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ১৬১ সংখ্যা ॥ ২০৯ ॥

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যজ্ঞাদিপর। তিনি ভক্তসঙ্গে কর্ম্মনিষ্ঠারূপ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করেন ॥ ২১০ ॥

ধূমধূম্রাত্মনাং ধূমেন ধূম্রো বিবর্ণো আত্মানৌ শরীর-চিত্তে যেষাং অস্মাকং অস্মিন অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে কর্ম্মণি সত্রযোগে ভবান্ মধু মধুরং গোবিন্দপাদপদ্মাসবং আপায়য়তি ॥ ২১১ ॥

দেহারামী তপস্বী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তসঙ্গে তপস্যা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-ভজন করে ॥ ২১২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ২১ অ, ৩০ শ্লোকে সভ্যান্ প্রতি পৃথুবাক্যং)

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যণহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ২১৩ ॥

দেহারামী সর্ব্বকাম সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম ॥ ২১৪ ॥

[হরিভক্তিসুধোদয়ে ৭ম অ, ধ্রুবচরিতে ২৮ শ্লোকে]

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার পাদসেবারুচি তপস্বীদিগের অশেষ জন্মলব্ধ বুদ্ধিমল সদ্যঃ নাশ করিয়া কৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃত গঙ্গানদীর ন্যায় প্রতিদিন পবিত্রতা বৃদ্ধি হইতেছে ॥ ২১৩ ॥

অনুভাষ্য।

যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ পাদপদ্মোদ্ভবা গঙ্গা যৎপাদসেবাভিরুচিঃ যস্য পাদয়োঃ সেবায়াঃ অভিরুচিঃ অন্বহং অহনি অহনি এধতী বর্দ্ধমানা সতী তপস্বিনাং সংসারতাপতপ্তানাং অশেষজন্মোপচিতং পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়ঃ মলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি ক্ষপয়তি ॥ ২১৩ ॥

দেহারামী সর্ব্বকামী সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুগ্রহে কৃষ্ণভজন করেন ॥ ২১৪ ॥

কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নম্
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥ ২১৫ ॥

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ ২১৬ ॥

চ শব্দ সমুচ্চয়ে, আর অর্থ কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২১৭ ॥

নির্গ্রন্থ হইয়া, ইহা অপি নির্দ্ধারণে।
রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহারয়ে বনে ॥ ২১৮ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৪২ সংখ্যা ॥ ২১৫ ॥

পূর্ব্বকথিত উনিশ অর্থের সহিত আত্মারাম অর্থে চারিপ্রকার দেহারাম বুঝাইলে তেইশ অর্থ হয়।

আর তিন অর্থ। ১। চ শব্দের সমুচ্চয় অর্থ গ্রহণ ২। চ শব্দের এবার্থ এবং অপি শব্দের গর্হা অর্থ গ্রহণে ৩। নির্গ্রন্থ শব্দে নির্ধন অর্থ গ্রহণ ॥ ২১৬ ॥

চ শব্দের সমুচ্চয়ার্থ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা আত্মারাম এবং মুনি কৃষ্ণ ভজন করেন।

আর অর্থ। সমুচ্চয় অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ। অপি নির্দ্ধারণার্থে প্রযুক্ত হয়। নির্গ্রন্থা, আত্মারাম ও মুনি উভয়ের বিশেষণ।

ইহা, এস্থলে। যথা, যেরূপ রাম এবং কৃষ্ণ বনে বিহার করেন বলিলে উভয়েরই বনবিহার উদ্দিষ্ট হয় তদ্রূপ আত্মারাম এবং মুনি উভয়েই নির্গ্রন্থ বুঝায় ॥ ২১৮ ॥

চ শব্দে অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয় যৈছে প্রকার ॥ ২১৯ ॥
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
আত্মারাম অপি ভজে গৌণ অর্থ কয় ॥ ২২০ ॥
চ এবার্থে মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারাম অপি, অপি গর্হা অর্থ কয় ॥ ২২১ ॥
নির্গ্রন্থ হঞা এই দুহাঁর বিশেষণ।
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥ ২২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

"বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়,—"হে বটু, ভিক্ষায় চল, গরুও আন।" এই বাক্যে চ শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ করে সেইরূপ আত্মারাম শ্লোকে অর্থকর ॥২১৯॥

অনুভাষ্য।

চ শব্দের অন্বাচয় অর্থাৎ একের প্রাধান্য ও অন্যের অপ্রাধান্য। উদাহরণ স্বরূপ হে ব্রাহ্মণবালক ভিক্ষা কর এবং যদি পাও গোরুও আন,। ভিক্ষার প্রাধান্য গবানয়নে অপ্রাধান্য। কৃষ্ণমননশীল মুনির সর্ব্বদা কৃষ্ণভজনে প্রাধান্য। আত্মারামগণের গৌণভাবে কৃষ্ণভজনে অপ্রাধান্য। অন্বাচয়ার্থের প্রয়োগ ॥ ২১৯।২২০ ॥

চ শব্দের এবার্থে এবং অপি শব্দের নিন্দার্থে প্রসক্ত হইলে আত্মারাম হইয়াও তাদৃশ অবস্থায় গৌরবত্যাগে মুনিগণই কৃষ্ণভজন করেন ॥২২১॥

আত্মারাম ও মুনি এই উভয়েরই বিশেষণ নির্গ্রন্থ। অপর তৃতীয় বা ষড়্‌বিংশতম অর্থ সাধু নারদের সঙ্গমে, যেরূপ ব্যাধে লক্ষিত হইয়াছিল তদ্রূপ ॥ ২২২ ॥

নির্গ্রন্থ শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেই করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥ ২২৩ ॥
কৃষ্ণ রামশ্চ এব কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম॥ ২২৪ ॥
এক ব্যাধের কথা ভক্ত শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ মহিমার জ্ঞানে॥ ২২৫ ॥
এক দিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণী স্নানে প্রয়াগ করিল গমন॥ ২২৬ ॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমি পড়ি।
বাণ-বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়ি॥ ২২৭ ॥
আর কতদূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়॥ ২২৮ ॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কতদূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥ ২২৯ ॥
কতদূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষে ওত হঞা।

অনুভাষ্য।

নির্গ্রন্থ শব্দার্থ নির্দ্ধারণার্থে প্রযুক্ত হইলে সাধনাদি, ধনবিহীন অযোগ্য ব্যাধ ও নারদের ন্যায় সাধুর সঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণারাম হইয়া ভজন করেন॥ ২২৩॥

আত্ম শব্দের অর্থ কৃষ্ণ। কৃষ্ণে রমণশীল কৃষ্ণারাম এবং সেই কৃষ্ণারামই কৃষ্ণমননশীল॥ ২২৪॥

মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥ ২৩০ ॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম-দণ্ডধর ॥ ২৩১ ॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকট চলিলা।
নারদ দেখি মৃগ সব পলাইয়া গেলা ॥ ২৩২ ॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদ প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয ॥ ২৩৩ ॥
গোসাঞি, প্রযাণ পথ ছাড়ি কেনে আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ॥ ২৩৪ ॥
নারদ কহে পথ ভুলি আইলাম পুছিতে ॥
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে ॥ ২৩৫ ॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত নিশ্চয় ॥ ২৩৬ ॥
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধ মারা কর কেন, না লও পরাণ ॥ ২৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ওত,—অন্তরালে, মধ্যগত হইয়া ॥ ২৩০ ॥

অনুভাষ্য।

প্রযাণ পথ, পাঠান্তরে প্রমাণ পথ। যে নির্দ্দিষ্ট পথ দিযা পথিকগণ চলিযা থাকে। প্রচলিত পথ ॥ ২৩৪ ॥

ব্যাধ কহে শুন গোসাঞি মৃগারি মোর নাম।
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম॥ ২৩৮ ॥
অর্দ্ধ মারা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে॥ ২৩৯ ॥
নারদ কহে একবস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লহ যেই তোমার মনে॥ ২৪০ ॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘরে।
যেই চাহ তাহা দিব মৃগ-ব্যাঘ্রাম্বরে॥ ২৪১ ॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছু নাহি চাহি।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমা ঠাঞি॥ ২৪২ ॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমে মারিবে অর্দ্ধমারা না করিবে॥ ২৪৩ ॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলে আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয় তাহা কহ মোরে॥ ২৪৪ ॥
নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিতেছ তোমার হইবে অবস্থা॥ ২৪৫ ॥
ব্যাধ তুমি জীব মার অল্প অপরাধ তোমার।
কদর্থনা দিয়া মার এ পাপ অপার॥ ২৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কদর্থনা দিয়া,—কষ্ট দিয়া॥ ২৪৬॥

কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম জন্মান্তরে ॥২৪৭॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হইল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল ॥ ২৪৮ ॥
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পামর অধম ॥ ২৪৯ ॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তোমার পায় ॥ ২৫০ ॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন।
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥ ২৫১ ॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব ॥ ২৫২ ॥
ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।
নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতি দিনে ॥ ২৫৩ ॥
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল।
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল ॥ ২৫৪ ॥
ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।
এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন ॥ ২৫৫ ॥
নদী তীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া।
তার আগে একপিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥ ২৫৬ ॥

তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিহ কীর্ত্তন ॥ ২৫৭ ॥
আমি তোমার বহু অন্ন পাঠাইব দিনে।
সেই অন্ন লবে যেন খাও দুই জনে ॥ ২৫৮ ॥
তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।
সুস্থ হঞা মৃগাদি তিনে ধাঞা পলাইল ॥ ২৫৯ ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।
ঘরে গেলা ব্যাধ, গুরুকে কৈল নমস্কার ॥ ২৬০ ॥
যথা স্থানে নারদ গেলা ব্যাধ ঘর আইলা।
নারদের উপদেশ সকল করিলা ॥ ২৬১ ॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।
গ্রামের লোক সব অন্ন আনি দিতে লাগিল ॥ ২৬২ ॥
এক দিন অন্ন আনে দশ বিশ জনে।
দিনে তত লয় যত খায় দুই জনে ॥ ২৬৩ ॥
এক দিন নারদ কহে শুনহ পর্ব্বতে।
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে ॥ ২৬৪ ॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ স্থানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নারদের উপদেশ, নারদের উপদেশ মত ॥ ২৬১ ॥

শুনহ পর্ব্বতে;—ওহে পর্ব্বত মুনি, শুন ॥ ২৬৪ ॥

দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥ ২৬৫ ॥
আস্তেব্যস্তে ধাঞা আসে পথ নাহি পায়।
পথের পিপীলিকা ইতি উতি ধরে পায় ॥ ২৬৬ ॥
দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ২৬৭ ॥
নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য ॥ ২৬৮ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ১০২ অঙ্কধৃতঃ]

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥২৬৯॥

তবে সেই ব্যাধ দুহাঁ অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দুহাঁ ভক্ত্যে বসাইল ॥ ২৭০ ॥
জল আনি ভক্ত্যে দুহাঁর পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে লইল ॥ ২৭১ ॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণ নাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া ॥ ২৭২ ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ১৪৩ সংখ্যায়। ২৬৯ ॥

নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি ।। ২৭৩ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১০ অ ধৃত স্কন্দপুরাণে)

অহো ধন্যোসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ ।
নীচোপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥ ২৭৪ ॥

নারদ কহে বৈষ্ণব তোমারে অন্ন কিছু আয় ।
ব্যাধ কহে যারে পাঠাও সেই দিয়া যায় ॥ ২৭৫ ॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাঞি ।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্য মাত্র চাই ॥ ২৭৬ ॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্ ।
এতবলি দুই জন হইলা অন্তর্দ্ধান ॥ ২৭৭ ॥
এইত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান ।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব জ্ঞান ॥ ২৭৮ ॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল ।
এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল ॥ ২৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হে দেবর্ষি, তুমি ধন্য, তোমার কৃপায় নীচলুব্ধক অর্থাৎ ব্যাধও উৎ-পুলক হইয়া কৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছিল ।। ২৭৪ ।।

অনুভাষ্য ।

হে দেবর্ষে, নারদ অহো ধন্যঃ অসি যস্য তব কৃপয়া নীচঃ লুব্ধকঃ ব্যাধঃ উৎপুলকঃ সন্ অচ্যুতে রতিং লেভে প্রাপ ।। ২৭৪ ।।

আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।
স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার॥ ২৮০॥
আত্ম শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান আর ভগবানাখ্যান॥ ২৮১॥

অনুভাষ্য।

এই দুই অর্থ মিলি। পূর্ব্ব কথিত তেইশপ্রকার অর্থ এবং এক্ষণে এই তিন প্রকার অর্থ এই দুই দফায় ছাব্বিশ প্রকার অর্থ হইল॥২৭৯॥

স্থূলে দুই। মোটামুটি সাধারণত দুই প্রকার ১। বৈধভক্ত ২। রাগভক্ত।

সূক্ষ্মে বত্রিশপ্রকার। সূক্ষ্মভাবে বিশেষভাবে ভেদগণনা করিতে গেলে বত্রিশ প্রকার। বৈধভক্ত ১৬ প্রকার। ১। পারিষদ দাস ২। পারিষদ সখা ৩। পারিষদ পিত্রাদিগুরু ৪। পারিষদ কান্তা ৫। সাধনসিদ্ধ দাস ৬। সাধনসিদ্ধসখা ৭। সাধনসিদ্ধ পিত্রাদিগুরু ৮। সাধনসিদ্ধ কান্তা ৯। জাতরতি সাধক দাস ১০। জাতরতি সাধক সখা ১১। জাতরতি সাধকপিত্রাদি গুরু ১২। জাতরতি সাধক কান্তা ১৩। অজাত রতি সাধক দাস ১৪। অজাত রতি সাধকসখা ১৫। অজাত রতি সাধক পিত্রাদি গুরু ১৬। অজাত রতি সাধক কান্তা। রাগভক্ত ও তাদৃশ ষোড়শ। মোট ৩২ প্রকার আত্মারাম ভক্ত॥২৮০॥

আত্মশব্দদ্বারা সর্ব্ববিধ ভগবান্‌কে বুঝায়। সর্ব্ববিধ অর্থে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্। এক অর্থাৎ সর্ব্ববিধভগবানের ভগবান্, স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ববিধ ভগবৎ পর্য্যায়ের ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে ভগবদাখ্যা দেওয়া যায় মাত্র। ভগবান্ বলিলে জ্ঞানীর প্রাপ্য ব্রহ্ম ও যোগীর প্রাপ্য পরমাত্মা

তাতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম।
বিধিভক্ত, রাগভক্ত দুইবিধ নাম ॥ ২৮২ ॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ ২৮৩ ॥
জাত অজাত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ ॥ ২৮৪ ॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ দাস।
সখা গুরু কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ ॥ ২৮৫ ॥
সাধনসিদ্ধ, দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধকভক্ত চারিবিধ জন ॥ ২৮৬ ॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥ ২৮৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পারিষদ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতিসাধক ও অজাতরতি-সাধক। বৈধ ও রাগমার্গভেদে এই চারি চারি প্রকার। নিত্যসিদ্ধ পারিষদগণ দাস, সখা, গুরু ও কান্তা ভেদে পুনরায় চারি প্রকার। সাধনসিদ্ধ, উৎপন্নরতিসাধক, অজাতরতিসাধক ইহাদের প্রত্যেকে ঐ চারি চারি প্রকার আছে ॥ ২৮৩-২৮৭ ॥

অনুভাষ্য।

বুঝাইলেও ভক্তের সেব্য ভগবান্ই স্বয়ং ভগবান্। জ্ঞানী ও যোগীর প্রাপ্য বস্তু ভগবৎ পর্য্যায়ে গণিত হইলেও স্বয়ং ভগবান্ নহেন। ভগবৎ প্রতীতি মাত্র ॥ ২৮১ ॥

রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ॥ ২৮৮॥
মুনি নির্গ্রন্থ চ অপি চারি শব্দের অর্থ।
যাহাঁ যেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ॥ ২৮৯॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্ট পঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ॥ ২৯০॥
ইতরেতর চ দিয়া সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে॥ ২৯১॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার॥ ২৯২॥

(পাণিনিঃ)

স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইতি॥২৯৩॥

আটান্নবারে আত্মারাম সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয়॥ ২৯৪॥

(পাণিনিঃ)

উক্তার্থানামপ্রয়োগ ইত্যাদি॥

অনুভাষ্য

ভক্ত পর্য্যায়ে বত্রিশ প্রকার এবং জ্ঞানী ও যোগীপর্য্যায়ে ছাব্বিশ প্রকার একত্র সংখ্যা সমষ্টিতে আটান্ন প্রকার হইল॥ ২৯০॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদ ১৪৬ সংখ্যা॥ ২৯৩॥

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ॥২৯৫

আস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥ ২৯৬ ॥
আত্মারাম সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।
মুনয়শ্চ ভক্তি করে এই অর্থ তার ॥ ২৯৭ ॥
নিগ্রন্থা এব হঞা, অপি নির্দ্ধারণে।
এই উনষষ্টিপ্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে ॥ ২৯৮ ॥
সর্ব্ব সমুচ্চয় এক আর অর্থ হয়।
আত্মারামাশ্চ মুনযশ্চ নিগ্রন্থাশ্চ ভজয় ॥ ২৯৯ ॥
অপি শব্দ অবধারণে সেই চারি বার।
চারি শব্দ সঙ্গে এব করিব উচ্চার ॥ ৩০০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ, বৃক্ষাঃ শব্দে উক্ত হয় অতএব এইস্থলে উক্তার্থদিগের অপ্রয়োগ ॥ ২৯৫ ॥

অনুভাষ্য।

আটার প্রকার আত্মারাম এবং মুনিগণ কৃষ্ণভক্তি করেন ইহাই উনষষ্টিতম অর্থ ॥ ২৯৭।২৯৮ ॥

সর্ব্ব সমুচ্চয় অর্থাৎ আত্মারাম, মুনি এবং নিগ্রন্থগণ সকলেই কৃষ্ণভজন করেন। অপি শব্দের অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থ গ্রহণ করিয়া ষাটি প্রকার অর্থ হইয়াছে ॥ ৩০০ ॥

উরুক্রম এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব ॥ ৩০১ ॥

এইত কহিল শ্লোকের ষষ্টি সংখ্যা অর্থ।
এক অর্থ শুন আর প্রমাণে সমর্থ ॥ ৩০২ ॥
আত্মা শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন ॥ ৩০৩ ॥

(শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বংরজস্তম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতৌ বিষ্ণুপুরাণীয়
৬ষ্ঠ অং, ৭ অঁ, ৬০ শ্লোকঃ)

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞা চ তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩০৪ ॥

(অমরঃ)

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥ ৩০৫॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সবে সব ত্যজি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৩০৬ ॥
ষাটি অর্থ কহিল সব কৃষ্ণের ভজন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উরুক্রম, ভক্তি, অহৈতুকী এবং কুর্ব্বন্তি, এই চারি শব্দে এব যোগ করিয়া আর একটী অর্থ করিব ॥ ৩০১ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতি বুঝায় ॥ ৩০৫ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৯ সংখ্যা ॥ ৩০৪ ॥

সেই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ ।। ৩০৭ ।।

এক ষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।

তোমার ভক্তি বশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ।। ৩০৮ ।।

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।

স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ।। ৩০৯ ।।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন ।। ৩১০ ।।

তুমি বক্তা ভাগবতের তুমি জান অর্থ।

তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ।। ৩১১ ।।

প্রভু কহে কেনে কর আমার স্তবন।

ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ ।। ৩১২ ।।

কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।

প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় ।। ৩১৩ ।

প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।

যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ।। ৩১৪ ।।

অমুভাষ্য।

আত্মা শব্দের জীব অর্থ করিলে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত সকলেই জীবশক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণ নিগ্রন্থ মুনি হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করেন। ইহাই একষষ্টিপ্রকার অর্থ ।। ৩০৮ ।।

(প্রাচীনকৃত-শ্লোকঃ)

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥ ৩১৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্ক ১ম অ ২৩ শ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকাদিবাক্যং)

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ৩১৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাদেব বলিলেন, আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন। ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন; বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা হন না ॥ ৩১৫ ॥

যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ কৃষ্ণ স্বীয় কাষ্ঠা সংপ্রতি লাভ করায়, ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইয়াছেন বল ॥ ৩১৬ ॥

অনুভাষ্য।

অহং শিবঃ ভাগবতং শাস্ত্রং বেদ্মি জানামি শুকো বেত্তি জানাতি ব্যাসঃ বেত্তি বা ন বেত্তীতি সন্দেহঃ। ভাগবতং পরমহংসং শাস্ত্রং ভক্ত্যা আনুকূল্যেন হরি-সেবয়া গ্রাহ্যং বুদ্ধ্যা ন টীকয়া ন চ গ্রাহ্যং ॥ ৩১৫ ॥

যোগেশ্বরে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি কবচবদ্গোপ্তরি কৃষ্ণে স্বাং কাষ্ঠাং দিশং স্বরূপং উপেতে প্রাপ্তে অধুনা ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ কমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি তদপি ব্রূহি ॥ ৩১৬ ॥

(তত্রৈব ৩য় অ ৪৩ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং)

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ৩১৭ ॥

এইমত কহিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ ॥ ৩১৮ ॥
আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥ ৩১৯ ॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণবস্মৃতি করিবারে ॥ ৩২০ ॥
মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার ॥ ৩২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত নষ্টচক্ষু কলিজনের সম্বন্ধে এই পুরাণার্ক এখন উদিত হইয়াছেন ॥ ৩১৭ ॥

নীচজাতি,—সনাতন কহিলেন, আমি ম্লেচ্ছ সংসর্গে পতিত ব্রাহ্মণ-জাতি ॥ ৩২১ ॥

অনুভাষ্য।

ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ কৃষ্ণে স্বধাম উপগতে নিত্যলীলাস্থানং প্রাপ্তে সতি অধুনা কলৌ নষ্টদৃশাং সদ্ধর্ম্মজ্ঞানরহিতানাং এষঃ পুরাণার্কঃ উদিতঃ ॥ ৩১৭ ॥

বৈষ্ণবস্মৃতি। বৈষ্ণবের লৌকিক আচার বিষয়ক ব্যবহার শাস্ত্র হরিভক্তিবিলাস ॥ ৩২০ ॥

সূত্রকরি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥ ৩২২ ॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়।
ঈশ্বর তুমি যে করাহ সেই সিদ্ধ হয় ॥ ৩২৩ ॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥ ৩২৪ ॥
তথাপি এই সূত্র শুন দিগ্ দরশন।

অনুভাষ্য।

জাতি ত্রিবিধ শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য। যদিও শ্রীসনাতন পবিত্র কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে শরীর লাভ করিয়াছিলেন তথাপি লৌকিক দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছের দাস্যবৃত্তি নীচজাতিত্বের নিদর্শন মাত্র। বর্ত্তমানকালে কেবল শৌক্রজন্মই জাতি বলিয়া পরিচিত বস্তুতঃ তাহা অনভিজ্ঞত্বের পরিচয় মাত্র ॥ ৩২১ ॥

সর্ব্বাবরণ দেবতার স্বরূপ। পাঠান্তরে সর্ব্বকারণ, সকলের কারণ স্বরূপ। গুরু আশ্রয়ণ আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৩৫ সংখ্যা ও ৮৬ সংখ্যা।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস। প্রথম বিলাস। আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ। গুরুশিষ্যপরীক্ষাদির্ভগবান্ মনবোঽস্য চ। মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধ্যাদিশোধনং মন্ত্রসংস্ক্রিয়া ॥ দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা। প্রাতঃস্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনং। নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ। মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনং। স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদি সংস্ক্রিয়া ॥ তুলস্যাদ্যাহৃতির্গেহস্নানমুষ্ণোদকাদিকং। বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধপুণ্ড্রং শ্রীগোপী-

সর্ব্বাবরণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥ ৩২৫ ॥

অনুভাষ্য।

চন্দনাদিকং। চক্রাদিমুদ্রা মালা চ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ। মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনং। পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদিস্থাপনং বিঘ্নবারণং। শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনং। ন্যাসামুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে। পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তিশালগ্রামশিলাস্তথা॥ দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনং। আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদি সমর্পণং। স্নপনং শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যং নামসহস্রকং। পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণং। গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনং কুসুমানি চ। পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনং। ধূপো দীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া। অবগণ্ডুষাস্যাস্য বাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ। রাজোপচারাঃ গীতাদি মহানীরাজনং তথা। শঙ্খাদিবাদনং সাম্বুশঙ্খনীরাজনং স্তুতিঃ। নতিঃ প্রদক্ষিণাকর্ম্মাদ্যর্পণং জপযাচনে। আগঃ ক্ষমাপণং নার্মাগাংসি নির্ম্মাল্যধারণং। শঙ্খাম্বুতীর্থং তুলসীপূজা তন্মৃত্তিকাদি চ। ধাত্রীস্নাননিষেধস্য কালো গৃহেরুপার্জ্জনং। মধ্যাহ্নে বৈশ্বদেবাদিশ্রাদ্ধং চানর্প্যমচ্যুতে। বিনার্চ্চাঅর্পনে দোষাস্তথানর্পিত-ভোজনে। নৈবেদ্যভক্ষণং সন্তঃ সৎসঙ্গোঽসদসঙ্গতিঃ। অসদগতির্বৈষ্ণবোপহাসনিন্দাদিদুষ্ফলং॥ সতাং ভক্তির্বিষ্ণুশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা। লীলাকথা চ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ সায়ং নিজক্রিয়াঃ। কর্ম্মাপাত-পরীহারস্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ। নক্তং কৃত্যান্যথো পূজাফলসন্ধ্যাদিদর্শনং। বিষ্ণ্বর্থদানং বিবিধোপচারান্যূনপূরণং। শয়নং মহিমাচর্য্যায়াঃ শ্রীমন্নাম্নস্তথাদ্ভুতঃ। নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাথাশ্রয়ণাদয়ঃ। পক্ষেষেকাদশী সাঙ্গা শ্রীদ্বাদশ্যষ্টকং মহৎ। কৃত্যানি মার্গশীর্ষাদি মাসেষু দ্বাদশেষ্বপি। পুরশ্চরণকৃত্যানি মন্ত্রং সিদ্ধস্য লক্ষণং।

গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ দুহাঁর পরীক্ষণ।

অনুভাষ্য।

মূর্ত্যাবির্ভাবনং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা কৃষ্ণমন্দিরং। জীর্ণোদ্ধৃতিঃ শ্রীতুলসীবিবাহোৎসবোদ্যং কর্ম্ম চ॥ ৩২৫॥

গুরু লক্ষণ। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ। ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ ১২ অধ্যায় ১১ শ্লোকোক্ত লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হয়। শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ। ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ। মহাভাবতটীকায় নীলকণ্ঠ বলেন শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতঃ ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব। ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলে বা অনভিজ্ঞ গণের দ্বারা তাদৃশ পরিচয় থাকিলেই যে কোন ব্যক্তি গুরুপদে যোগ্য ব্রাহ্মণ বিবেচিত হইবেন এরূপ নহে। শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সদ্ব্রাহ্মণ গণ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ ছিলেন বালয়াই শ্রীগঙ্গানারায়ণ, রামকৃষ্ণাদি শৌক্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য ব্রাহ্মণ নিরূপণ করিয়াছিলেন। মহাভাগবত বলিলে তাপ, পুণ্ড্র, বিষ্ণুদাস্যপর নাম, মন্ত্র ও উপাসনা বিশিষ্ট পঞ্চসংস্কার সম্পন্ন, অর্চ্চন মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম সঙ্কীর্ত্তন, সেবা চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, বৈষ্ণবারাধন সম্পন্ন নবেজ্যা কর্ম্মকারক, উপাস্য ভগবান্, তৎপরমপদ তদ্দ্রব্য, তন্মন্ত্র ও জীবাত্মা এই পঞ্চতত্ত্বার্থবিৎ ব্রাহ্মণকেই জানিতে হইবে। তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগ-

সেব্য ভগবান্ সব মন্ত্র-বিচারণ ॥ ৩২৬ ॥

অনুভাষ্য।

বতঃ স্মৃতঃ। এইরূপ মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভকরিয়া যিনি মানবগণের হরিতুল্য পূজনীয় হন তিনিই গুরু পদলাভে যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্রশাখা অধ্যয়নে পারঙ্গত অবৈষ্ণব হইলে তিনি গুরু হইতে পারেন না। বৈষ্ণবতার অন্তরালে ব্রাহ্মণতা যেখানে ভিন্ন সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরুযোগ্য ব্রহ্মণ্য নাই আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে তথায় শৌক্র বর্ণান্তর লৌকিক দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। অধ্যাপন প্রভৃতি আচার অপর বর্ণের সম্ভাবনা না থাকায় গুরু পদের যোগ্যতায় ব্রাহ্মণতা স্বতঃ সিদ্ধ। বৈষ্ণব মাত্রেই জগতের গুরু সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই বর্তমান। নিজ বাহ্যিক দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া অনেকে লৌকিক দৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাই তাহাতে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার অভাব হয় নাই।

শিষ্যলক্ষণ। 'অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্'। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তিতা ত্যাগ করিয়া যিনি কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত গ্রহণে নিপুণ এবং প্রাকৃত আমি ও আমার বস্তুতে মমতাশূন্য এবং অপ্রাকৃত গুরুপাদপদ্মে অবিনাশী প্রণয়যুক্ত, ধৈর্য্যশীলতাক্রমে অচঞ্চল, পরমার্থ-জিজ্ঞাসাপর, গুণসমূহে দোষ দিতে যিনি প্রস্তুত নহেন এবং বৃথা অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানাদি কথায় প্রমত্ত না হইয়া হরিকথায় স্থিরবুদ্ধি, তিনি শিষ্য হইবার যোগ্য।

দুহাঁর পরীক্ষণ। শিষ্যের যে অপ্রাকৃতবস্তু আবশ্যক তাহার ভিক্ষু হইয়া যখন গুরুপাদাশ্রয় তখন সেই বস্তু কোন গুরুযোগ্যজনে

মন্ত্র অধিকারী মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি শোধন।

অনুভাষ্য।

আছে কিনা এবং কি পরিমাণে আছে তাহা শিষ্যের একবর্ষকাল দেখা উচিত। গুরুও শিষ্যের অপ্রাকৃত উপলব্ধির যোগ্যতা কিরূপ তাহা বিশেষরূপে দেখিবেন। কেন না বিষয়ী শিষ্যের সঙ্গক্রমে গুরুদেবের লঘুত্ব অবশ্যম্ভাবী। গুরু যদি শিষ্যকে যোষা বা ভোগ্য অনুগত বুদ্ধি করিয়া প্রাকৃত অর্থ গ্রহণাদি সম্বন্ধ করেন তাহা হইলে লৌকিক স্মার্ত্ত-গণের ন্যায় পরমার্থ হইতে চ্যুত হইবেন। এইরূপ গুরুগুলিকে বঞ্চক এবং শিষ্যগুলিকে বঞ্চিত বলা হয়। ইহাতে পরমার্থ ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া আচার্য্য সম্প্রদায়াশ্রিত গোস্বামী মতস্থিত অভিমান সত্ত্বেও বাউল সহজিয়া বাদেরই শাখা বিশেষে পরিণত হয়।

সেব্য ভগবান্। ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সেব্য। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতা উপাসনার আবশ্যকতা নাই। বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্য দেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ। যেপ্যন্য-দেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষ্যেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত হইলে নির্গুণ হইয়া জীব ভক্ত হন এবং ভগবানের উপাসনা করেন। সত্ত্বগুণে রজগুণ সংযুক্ত হইলে জীব সূর্য্যের, সত্ত্বগুণে তমোগুণ মিলিত হইলে গণপতির, রজোগুণে তমোগুণ মিলিত হইলে জীব মায়াশক্তির, তমোগুণে উপাসনা করিলে শিবের এবং রজোগুণ প্রবল হইলে জীব পঞ্চোপাসনার সকল গুলিকেই ভজন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গুণের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে ভগবানই একমাত্র নিত্য সেব্য বুঝিতে পারেন।

দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥ ৩২৭ ॥

অনুভাষ্য।

সব মন্ত্রবিচারণ। দ্বাদশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর, নারসিংহ, রাম, গোপাল, প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তিতারতম্য বিচার ॥ ৩২৬ ॥

মন্ত্র অধিকারী। তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি। সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং ॥ পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদীক্ষায় সাধ্বীস্ত্রী ও সদ্বুদ্ধি বিশিষ্টপুরুষ গণের ন্যায় স্ত্রী ও শূদ্রগণের অধিকার আছে। বৈদিক দীক্ষায় স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণেরই অধিকার। অযোগ্য শূদ্র বা স্ত্রীগণের বৈদিক দীক্ষায় অধিকার নাই। যোগ্যতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরই ভাগবত বৈদিক অধিকার। যোগ্যতাপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরই পাঞ্চরাত্রিক তান্ত্রিকাধিকার। উভয় মার্গেরই ফল সাম্য।

সিদ্ধাদি। সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ। ১। সিদ্ধ ২। সাধ্য ৩। সুসিদ্ধ ৪। অরি। ১। সিদ্ধ সিদ্ধ ২। সিদ্ধ সাধ্য ৩। সিদ্ধ সুসিদ্ধ ৪। সিদ্ধ অরি ৫। সাধ্যসিদ্ধ ৬। সাধ্য সাধ্য ৭। সাধ্য সুসিদ্ধ ৮। সাধ্য অরি ৯। সুসিদ্ধ সিদ্ধ ১০। সুসিদ্ধ সাধ্য ১১। সুসিদ্ধ সুসিদ্ধ ১২। সুসিদ্ধ অরি ১৩। অরি সিদ্ধ ১৪। অরি সাধ্য ১৫। অরি সুসিদ্ধ ১৬। অরি অরি। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে সিদ্ধ্যাদি বিচার নাই। ন চাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা। ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে। নাত্র চিন্ত্যাহরিশুদ্ধ্যাদির্নারিমিত্রাদিলক্ষণং।

শোধন। জননং জীবনাঞ্চেতি তাড়নং বোধনং তথা। অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥ তর্পণং দীপনং গুপ্তি দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ। বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং ন হি ॥

অনুভাষ্য।

দীক্ষা। চরিতামৃত মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ১০৮ সংখ্যা। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষিতব্যক্তি ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং। দীক্ষাকাল। দুর্লভে সদ্গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে। তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥ যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ॥

প্রাতঃ স্মৃতি। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্। স্মৃত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতত্ত্বদীরয়েৎ। জয়তি জননিবাসঃ। স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং। পবিত্রমাম্নায়গিরামগম্যং। উদগায়তীনামরবিন্দলোচনং। স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

প্রাতঃকৃত্য। মৈত্রাদিকৃত্য। ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর। দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ॥

শৌচ। গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ। দশ বামকরে চাপি সপ্তপাণিদ্বয়ে মৃদঃ॥ একৈকাং পাদয়োর্দদ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদঃ স্মৃতাঃ॥

আচমন। স্বচ্ছেনাগন্ধফেণেন জলেনাবুদ্বুদেন চ। আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ। নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ। ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ॥ ৩২৭॥

দন্তধাবন। অথ মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্নীয়াৎ দন্তধাবনং। আচান্তোপ্যশুচির্যস্মাৎ অকৃত্বা দন্তধাবনং। দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি।

গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ ।। ৩২৮ ।।

অনুভাষ্য ।

স্নান । প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ । যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ ॥ সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা ॥ সন্ধ্যাবন্দন । সন্ধ্যা দ্বিবিধ । বৈদিকী ও তান্ত্রিকী । বৈদিকীসন্ধ্যা । প্রাপ্নুয়াঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ । বিহায় সন্ধ্যা-প্রণতিং স যাতি নরকাযুতং ॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং ইত্যাচমনং । প্রোক্ষণান্তরং সন্ধ্যামুপাসয়েৎ । গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা আপোমার্জ্জনং । ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ । ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব । পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ । ওঁ আপো হিষ্ঠাময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন । মহে রণায় চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ । আপো জনয়থা চ নঃ । ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত । ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ । সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোহজায়ত । অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ । দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥

তান্ত্রিকী সন্ধ্যা । মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে । শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী । ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে । কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরং । রাসক্রীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্যমণ্ডলে ।

গোপীচন্দন মালাধৃতি, তুলসী আহরণ ।

অনুভাষ্য।

গুরু সেবা। প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলং। নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ। তুষ্যেয়ং সর্ব্বদেবাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং। তস্মাদ্ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ। মন্ত্রকো ধারয়েন্নিত্যং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং। যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতং। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ। বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং। চরিতামৃত মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ ২০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥

চক্রাদিধারণ। চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেপি দক্ষিণে। গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ। শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে। খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ। ইতি পঞ্চায়ুধাদ্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ। শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহং। ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি কিল তানি হি ॥ ৩২৮ ॥

গোপীচন্দনধারণ। ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হৈতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ। গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ যস্যান্তকালে খগ। গোপীচন্দনং বাহ্বোর্ললাটে হৃদি মস্তকে চ। প্রযাতি লোকং কমলালয়ং প্রভোর্গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ।

বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ ৩২৯ ॥

অনুভাষ্য।

মালাধারণ। ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ। পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ। ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ। পদ্মাক্ষ শব্দে পদ্মবীজের মালা। অক্ষশব্দে ভ্রমক্রমে কেহ রুদ্রাক্ষ মনে না করেন। ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ যে কণ্ঠলগ্নতুলসী নলিনাক্ষমালা যে বা ললাটপটলে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ। যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥

তুলসীআহরণ। প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞাস্তু বৈষ্ণবঃ। সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদিঞ্চ তথোদিতং॥ অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ। সোপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ আহরণ মন্ত্র। তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া। কেশবার্থে বিচিনোমি বরদা ভব শোভনে॥ ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা ছিত্বা দক্ষিণপাণিনা। চয়ন নিষেধকাল। ন ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ॥

বস্ত্রসংস্কার। তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ। অংশুভিঃ শোধয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ। ঊর্ণপট্টাংশুক ক্ষৌমদুকূলাবিরচর্ম্মণাং॥ অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণাৎপ্রোক্ষণাদিভিঃ। কুসুম্ভকুঙ্কুমাবক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ। প্রক্ষালনেন শুদ্ধ্যন্তি চণ্ডাল স্পর্শনে তথা।

পীঠ সংস্কার। পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ। উষ্ণাম্বুনাঞ্চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।

অনুভাষ্য।

গৃহসংস্কার। মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধ্যুরাচমনাদিকং। কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ। শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা। ভক্ত্যা তৎপবিত্রো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনং। স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে। করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ। গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া॥

কৃষ্ণপ্রবোধন। ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্বোধপূর্ব্বকং। প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদং॥ দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব। অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পালয়াচ্যুতেতি॥৩২৯॥

পাঠান্তরে। পঞ্চ, দশ, ষোড়শ, সপর্য্যা, চৌষট।

পাঠান্তরে। চৌষট্টি ষোড়শ দশ পঞ্চোপাচারে অর্চ্চন।

পঞ্চোপচার। ১। গন্ধ ২। পুষ্প ৩। ধূপ ৪। দীপ ৫। নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার। ১। আসন ২। স্বাগত (কুশলপ্রশ্ন) ৩। অর্ঘ ৪। পাদ্য ৫। আচমনীয় ৬। মধুপর্ক ৭। আচমন ৮। স্নান ৯। বস্ত্র ১০। অলঙ্কার ১১। সুগন্ধ ১২। সুপুষ্প ১৩। ধূপ ১৪। দীপ ১৫। নৈবেদ্য ১৬। বন্দনা।

পঞ্চাশোপচার। হরিভক্তিবিলাসে পঞ্চাশৎ উপচার কথা নাই। চতুঃষষ্টি উপচারের মধ্যে ১৪টী ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাশ হইতে পারে। কোন্ ১৪টী ছাড়িতে হইবে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে স্বকপোল কল্পনা আশ্রয় করে।

পঞ্চকাল পূজারতি কৃষ্ণের ভোজন শয়ন ॥ ৩৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

দশোপচার। ১। অর্ঘ্য ২। পাদ্য ৩। আচমন ৪। মধুপর্ক ৫। আচমন ৬। গন্ধ ৭। পুষ্প ৮। ধূপ ৯। দীপ ১০। নৈবেদ্য।

চতুঃষষ্টি উপচার। চৌষন অর্থে চৌষট্টি। ১। বাদ্য স্তবদ্বারা প্রবোধন ২। জয় শব্দোচ্চারণ ৩। নমস্কার ৪। মঙ্গলারাত্রিক ৫। আসন ৬। দন্তকাষ্ঠ ৭। পাদ্য ৮। অর্ঘ্য ৯। আচমন ১০। মধুপর্কসহ আচমন ১১। পাদুকা সমর্পণ ১২। অঙ্গমার্জ্জন ১৩। তৈলাভ্যঙ্গন ১৪। তৈলাপসারণ ১৫। সুগন্ধি পুষ্পজলে স্নান ১৬। দুগ্ধস্নান ১৭। দধিস্নান ১৮। ঘৃতস্নান ১৯। মধুস্নান ২০। শর্করাস্নান ২১। মন্ত্রজলে স্নান ২২। গামছা ২৩। পরিধান ও উত্তরীয় ২৪। যজ্ঞসূত্র ২৫। পুনরাচমন ২৬। অনুলেপন ২৭। অলঙ্কার ২৮। পুষ্প ২৯। ধূপ ৩০। দীপ ৩১। দুষ্টদৃষ্টিনিবারণ ৩২। নৈবেদ্য ৩৩। মুখবাস ৩৪। তাম্বূল ৩৫। উত্তম শয্যা ৩৬। কেশপ্রসাধন ৩৭। উত্তম বস্ত্র ৩৮। উত্তমমুকুট ৩৯। উত্তম গন্ধলেপন ৪০। কৌস্তুভাদিভূষণ ৪১। বিচিত্রদিব্যপুষ্প ৪২। মঙ্গলারাত্রিক ৪৩। দর্পণ ৪৪। উত্তম যানে মণ্ডপ যাত্রা ৪৫। সিংহাসনে উপবেশন ৪৬। পুনঃ পাদ্য ৪৭। পুনর্নৈবেদ্য ৪৮। মহানীরাজন ৪৯। চামরব্যজন ছত্র ৫০। গীত ৫১। বাদ্য ৫২। নৃত্য ৫৩। প্রদক্ষিণ ৫৪। প্রণাম ৫৫। শ্রীচরণ যুগলে স্তুতি ৫৬। চরণে মস্তকস্থাপন ৫৭। শিরে নির্ম্মাল্যধারণ ৫৮। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ৫৯। পদসম্বাহনার্থ উপবেশন ৬০। পুষ্পশয্যা ৬১। হস্তপ্রদান ৬২। শয্যায় আগমন ৬৩। পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন ৬৪। শেষ পর্য্যঙ্কশয়ন ও পাদ সম্বাহনাদি।

শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা কৃষ্ণ মূর্ত্তি দরশন ॥ ৩৩১ ॥
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।

অনুভাষ্য।

পঞ্চকাল। অরুণোদয়, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও প্রদোষ।

পূজারত্তি। পূজা এবং আবাত্রিক নীবাজনাদি।

কৃষ্ণের ভোজন। অষ্টমবিলাস ৮৫০। ৫১। মন্ত্রেনবাক্তারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা। শালীভক্তং সুভক্তং শিশিরকরসিতং পায়সং পূপসূপং লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যং। আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরীচস্বাদীয়ঃ শাকবাজী পরিকর• মমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥

কৃষ্ণের শয়ন। একাদশবিলাস। বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়। আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব। এবং প্রার্থ্য সমর্পাস্মৈ পাত্রক শয়নালয়ং। আনীয় দেবং তত্রত্যান্ উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। বিশেষাত্তা পর্যেকত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করং ॥ তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনং ॥ ৩৩০॥

শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ।• চরিতামৃত ১৪৯৫ হইতে ১৪৯৭ পৃষ্ঠা।

শালগ্রামলক্ষণ। হরিভক্তিবিলাস পঞ্চমবিলাস ॥ ৩৩১ ॥

নামমহিমা। একাদশবিলাস।

নামাপরাধ। চরিতামৃত ৩২৩ পৃষ্ঠা।

বৈষ্ণব লক্ষণ। বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ। দশমবিলাস।

সেবাপরাধ-খণ্ডন। স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে বাসবাক্য। অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।

বৈষ্ণব লক্ষণ সেবাঅপরাধ খণ্ডন ॥ ৩৩২ ॥
শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ।
জপ স্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন ॥ ৩৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

দ্বারকামাহাত্ম্যে। সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুযাদপি। অপরাধ-সহস্রাণি ন স লিপ্যেৎ কদাচন। দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসী-স্তবং। দ্বাত্রিংশদপরাধান্ হি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ। তুলস্যাঃ কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনং। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশব। দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ। ১। যান বা পাদুকাবলম্বনে ভগবদ্গৃহে গমন। ২। দেবাগ্রে অপ্রণাম ৩। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচাবস্থায় ভগবদ্বন্দন ৪। একহস্ত প্রণাম ৫। তদগ্রে অন্য দেব প্রদক্ষিণ ৬। তদগ্রে পদপ্রসারণ ৭। জানু-দ্বয় হস্তদ্বয় দ্বারা বেষ্টন করিয়া উপবেশন ৮। শয়ন ৯। ভোজন ১০। মিথ্যাভাষণ ১১। উচ্চভাষণ ১২। পরস্পর জল্পনা ১৩। ক্রন্দন ১৪। অপর ব্যক্তিকে দয়া ১৫। নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ১৬। কম্বলাবরণ ১৭। পরনিন্দা ১৮। পরপ্রশংসা ১৯। অশ্লীলভাষণ ২০। অধোবায়ুবিমোক্ষণ ২১। সামর্থসত্ত্বে উপচারাভাবে পূজা ২২। অনিবেদিত ভক্ষণ ২৩। তত্তৎ-কালীয় ফলের অনর্পণ ২৪। অবশিষ্টাংশ নিবেদন ২৫। দেবতাকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। ২৬। অন্যকে অভিবাদন ২৭। গুরুর নিকট স্তব না করিয়া উপবেশন ২৮। আত্মপ্রশংসা ২৯। দেবনিন্দা ৩০। অপর ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দয়তা ৩১। উৎসব অকরণ ৩২। কলহ ॥ ৩৩২ ॥

পুষ্পলক্ষণ। সপ্তমবিলাস।

ধূপাদি লক্ষণ। অষ্টমবিলাস।

পুরশ্চরণ বিধি, কৃষ্ণ-প্রসাদ ভোজন।
অনিবেদিত ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন ॥ ৩৩৪ ॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন।
অসৎসঙ্গত্যাগ, শ্রীভাগবতশ্রবণ ॥ ৩৩৫ ॥
দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধিবিচারণ ॥ ৩৩৬ ॥
একাদশী জন্মাষ্টমী বামনদ্বাদশী।

অনুভাষ্য।

অষ্টমবিলাসে জপ স্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ ও বন্দন বিষয়ক আলোচনা আছে ॥ ৩৩৩ ॥

পুরশ্চরণ বিধি। চরিতামৃত ১২২০ পৃষ্ঠা।

কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন। সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নবকং ব্রজেৎ। অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ।

অনিবেদিত ত্যাগ। অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা ॥ ৯ বি, ১০৮ সংখ্যা ॥

বৈষ্ণবনিন্দা বর্জ্জন। চরিতামৃত ১২৪৬ পৃষ্ঠা ॥ ৩৩৪ ॥

দিনকৃত্য। দিবসের কালোচিত কৃত্যসমূহ।

পক্ষকৃত্য। তিথিতে বিশেষতঃ একাদশ্যাদিতে অনুষ্ঠানযোগ্য কৃত্যসমূহ।

মাসকৃত্য। দ্বাদশমাসের কৃত্যসমূহ।

একাদশ্যাদি বিবরণ। দ্বাদশ বিলাস।

জন্মাষ্টম্যাদি বিধি বিচারণ। দ্বাদশবিলাস ॥ ৩৩৬ ॥

শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥ ৩৩৭ ॥
এই সবে বিদ্ধা ত্যাগ অবিদ্ধাকরণ।
অকরণে দোষ কৈলে ভক্তির লম্ভন ॥ ৩৩৮ ॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিয়ে পুরাণ বচন।
শ্রীমূর্ত্তি, বিষ্ণুমন্দির করণ লক্ষণ ॥ ৩৩৯ ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার ॥ ৩৪০ ॥
এই সংক্ষেপে কহিল দিগ্ দরশন।
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥৩৪১॥
এইত কহিল প্রভুর সনাতনেরে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥৩৪২॥
নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গৌড়েন্দ্র হোসেনসাহা পাৎসাহার সভার বিভূষণমণিস্বরূপ রূপাগ্রজ সনাতন সমৃদ্ধ-বাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীনবৈরাগ্য লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে ভক্তিরসে পূর্ণরিস বাহে অবধূতাকারি শৈবাল

অনুভাষ্য।

একাদশীতে অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্যব্রতে সূর্য্যোদয় বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধ ব্রত পালনীয়। বিদ্ধা যুক্ত ব্রতপালনে দোষ, ত্যক্ত ব্রতে ভক্তি হয় ॥ ৩৩৮ ॥

সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিযাছে লিখিয়া ॥৩৪৩॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৯ অঙ্কে প্রতাপরুদ্রং প্রতি ধার্ত্তাহারিবাক্যং)

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ম্
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহা সর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্ ॥৩৪৪॥

ং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণোর্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বারা আচ্ছাদিত মহা সরোবরের ন্যায়] সেই সনাতন তাঁহার তত্ত্ববিদ্গণের প্রীতিপ্রদ। ৩৪৪ ॥

সেই চম্পক গৌর, সনাতন উপস্থিত হইলেন দেখিবামাত্র অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করতঃ অনুকম্পা প্রকাশ করিলেন ॥ ৩৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিঃ গৌড়েশ্বরস্য সভায়াং বিভূষণে অলঙ্করণে মণিরিব যঃ রূপস্য অগ্রজঃ এষঃ সনাতনঃ এব ঋদ্ধাং সমৃদ্ধাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা তরুণীং নবীনাং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং বৈরাগ্যসম্পত্তিং দধে আশ্রিতবান্। শৈবালৈঃ পিহিতং আচ্ছাদিতং মহাসরঃ ইব অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ঃ বাহ্যে অবধূতাকৃতিঃ, অবধূতস্যেব আকৃতির্যস্য সঃ তদ্বিদাং ভক্তিতত্ত্ববিদাং প্রীতিপ্রদঃ অভূৎ জাতঃ ॥ ৩৪৪ ॥

অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ নিরতিশয়য়া দয়য়া আর্দ্রঃ চম্পকগৌরঃ চম্পককুসুমবৎ পীতবর্ণঃ অক্ষ্ণোঃ নয়নয়োঃ দৃষ্টিমাত্রং উপাগতং হীনবেশেন সমায়াতং

আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ॥ ৩৪৫॥

(তত্রৈব প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং)

কালেন বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ নাথস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥৩৪৬॥

এই ত কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ ॥ ৩৪৭ ॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।
বিধি রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান ॥ ৩৪৮ ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥ ৩৪৯ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ।
যার প্রাণধন সেই পায় সেই ধন ॥ ৩৫০ ॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি
শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম
চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥

অনুভাষ্য।

তং সনাতনং পরিঘায়তদোর্ভ্যাং পরিঘঃ দীর্ঘাকারঃ অস্ত্রঃ তদ্বৎ আয়তাভ্যাং দোর্ভ্যাং ভুজাভ্যাং সানুকম্পং যথাস্যাত্তথা আলিলিঙ্গ ॥ ৩৪৫ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪৬ ॥

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

—∘⁂∘—

বৈষ্ণবীকৃত্যসন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর দাস। তাঁহার যশ শুনিলে তাঁহার আনন্দ হয়। একদিবস সন্ন্যাসীদিগকে ও মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রিত করতঃ, সন্ন্যাসীদিগকে মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন, তাহা, আদি ৭ম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। সেই দিবস হইতে বারাণসী গ্রামে প্রভুর মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। নগরবাসী অনেকেই প্রভুর অনুগত হইলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কোন শিষ্য প্রভুর অনুগত। স্বীয় মায়াবাদের নিন্দা ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধ ভক্তিবাদের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে, প্রকাশানন্দস্বামী নানা যুক্তি দ্বারা তাঁহার পক্ষসমর্থন করিলেন। মহাপ্রভু পঞ্চনদ স্নানের পর ভক্তবৃন্দসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে, সশিষ্যে প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পড়িয়া আপনার পূর্ব্বকার্য্যের ধিক্কার এবং বেদান্ত সম্মত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রহ্মসম্প্রদায় সিদ্ধ অপূর্ব্ব ভক্তিবাদ

সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ৩ ॥

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শিখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তাহা দেখাইয়া দিলেন। চতুঃশ্লোকীয় ব্যাখ্যার সমস্ত তত্ত্ব বলিলেন। সেই দিন হইতে সন্ন্যাসীগণ ভক্ত হইল। মহাপ্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া এবং বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা করিয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও সুবুদ্ধিরায়ের কিছু কিছু ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন। ঝারিখণ্ড দিয়া মহাপ্রভু বলভদ্রের সহিত যাত্রা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে মধ্য-লীলার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়গুলি বলিয়া শ্রীকবিরাজগোস্বামী সর্ব্বজীবকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

সন্ন্যাসী প্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়া এবং সনাতনকে উত্তমরূপে সংস্কার করতঃ প্রভু নীলাদ্রি আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ কাশীনিবাসিনঃ বারাণসীবাস্তব্যান্ সন্ন্যাসিমুখান্ তুর্য্যাশ্রমিবরান্ প্রকাশানন্দাদীন্ বৈষ্ণবীকৃত্য সনাতনং সুসংস্কৃত্য সুবৈষ্ণববেশং দত্ত্বা নীলাদ্রিং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রং আগমৎ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(দ্বাদশ খণ্ড)

পূজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

বিরচিত।

রাধাসরসীতট-কুঞ্জস্থিত

শ্রীশ্রীমৎ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্য

এবং

অকিঞ্চন শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস

সঙ্কলিত অনুভাষ্য।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর ব্রজপত্তনস্থিত "শ্রীভাগবত যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৮।

প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতি বড় রঙ্গী ॥ ৪ ॥
সন্ন্যাসীর গণ প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্ত দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৫ ॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৬ ॥
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় করয়ে চিন্তন ॥ ৭ ॥
প্রভুর স্বভাব যেবা দেখে সন্নিধানে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁকে ঈশ্বর কহি মানে ॥ ৮ ॥
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি সন্ন্যাসীগণ হবে ইহাঁর ভক্তে ॥ ৯ ॥
বারাণসী বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে ॥ ১০ ॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১১ ॥
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভু পদে কৈল নিবেদন ॥ ১২ ॥
ভক্ত দুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া,—আদিলীলা সপ্তমপরিচ্ছেদ ॥ ৬

সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল॥ ১৩ ॥
হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিয়া চরণ ॥ ১৪ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা ॥ ১৫ ॥
তাহাঁ যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৬ ॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি হয়েত কথন।
তাহাঁ যে লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৭ ॥
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল॥ ১৮ ॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥১৯॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥ ২০ ॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান প্রসঙ্গে এই লীলা বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্ম মধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন॥ ২২ ॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান॥ ২৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম॥ ২৪ ॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মনকাণ॥ ২৫ ॥
সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥ ২৬ ॥
আচার্য্য কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে হয় হয় করে হৃদয়ে না মানে॥ ২৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥ ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আচার্য্য,—শঙ্করাচার্য্য॥ ২৬ ॥

অনুভাষ্য।

সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ বেদান্ত পঠন পরিত্যাগ করিয়া নিজ গোষ্ঠীমধ্যে মিলিত হইয়া মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তিপথ সম্বন্ধে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২২ ॥

হরের্নাম শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ ২৯ ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ৩০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪ অ ৪র্থ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদযথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৩১ ॥

(তত্রৈব ২য় অ ২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ২২ সংখ্যা ॥ ৩১ ॥
চরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৩০ সংখ্যা ॥ ৩২ ॥

তারে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান ॥ ৩৩ ॥
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস।
তাহা নাহি মানে পণ্ডিত করে উপহাস ॥ ৩৪ ॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ ৩৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৯ অ, ৩ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।

অনুভাষ্য।

ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ বলিয়া স্থাপন করিলে তাঁহার অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব অভাবে পূর্ণশক্তিমত্তায় ব্যাঘাত হয়। নির্ব্বিশেষত্ব একটি শক্তির অপূর্ণ পরিচয়মাত্র ॥ ৩৩ ॥

বেদশাস্ত্র ও পুরাণ সকল কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাসের পরমনিত্যত্ব স্থাপন করেন। নিজ ভোগময় জড় পাণ্ডিত্য দ্বারা আত্মম্ভরিতাক্রমে পণ্ডিতাভিমানী চিচ্ছক্তির বিলাস হইতে পারে না এবং উহা মায়াশক্তির অন্যতম জ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া উপহাস করে ॥ ৩৪ ॥

সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহকে মায়াকল্পিত ও মায়ানির্ম্মিত ঈশ্বরবিগ্রহ মনে করিয়া ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব বুঝিতে অক্ষম হয়। এই দাম্ভিকতা বা নাস্তিকতাই গুরুতর অপরাধ। শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য সবিশেষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহই নিত্য সত্য চিদ্‌বিলাসময় তাহাই সত্য ॥ ৩৫ ॥

হে পরম যৎ আনন্দমাত্রং আনন্দং ব্রহ্মনির্ব্বিশেষচিদ্রূপং মাত্রা অংশঃ যস্য তং আনন্দময়বিগ্রহং অবিকল্পং ন বিদ্যতে বিচিত্রঃ কল্পঃ সৃষ্টিঃ যত্র

পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোস্মি ॥ ৩৬ ॥

(তত্রৈব ৪থ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

যদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানেস্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে পরম, তোমার এই আনন্দমাত্র অবিকল্প এবং মায়াতীত তেজ-স্বরূপ, যে স্বরূপ এখন আমি দেখিতেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠস্বরূপ আর নাই। হে আত্মন, বিশ্বসৃজনকারী অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক এই যে রূপ তোমার দেখিতেছি, ইহাকে উপাশ্রয় করিতেছি॥৩৬॥

হে ভুবনমঙ্গল আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনায় যোগ্য এই স্বরূপ যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে আমরা নমস্কার করি, এবং পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ দূষিত নরকভাক্-ব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তির আদর করে না ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

তং নিত্যস্থিতং অবিদ্ধবর্চ্চঃ অবিদ্ধং বর্চ্চঃ তেজঃ যস্য মায়াশক্ত্যতীতস্বরূপ-শক্তিধৃক্ ভবতঃ স্বরূপং পূর্ণভগবদ্রূপং অতঃপরং শ্রেষ্ঠং ন পশ্যামি। হে আত্মন্ অতঃ কারণাৎ বিশ্বসৃজং অবিশ্বং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং অপ্রাকৃতং তে তব অদঃ রূপং উপাশ্রিতঃ অস্মি ॥ ৩৬ ॥

হে ভুবনমঙ্গল উপাসকানাং নঃ অস্মাকং মঙ্গলায় ধ্যানে তথা তে তব ইদং রূপং দর্শিতং স্ম। নরকভাগ্ভিঃ অসদ্বার্ত্তাভিঃ অসৎপ্রসঙ্গৈঃ

তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যম্
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৩৭ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৯ম অ, ১১শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৩৮ ॥

(তত্রৈব ১৬শ অ, ১৯ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মনুষ্য আকারধারী আমাকে মূঢ়লোক অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ আমার নিত্য চিন্ময়দেহকে মায়াশ্রিত বোধ করিয়া অবজ্ঞা করে। কেননা, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বর স্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তির সর্ব্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না ॥ ৩৮ ॥

আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূরনরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরীযোনি প্রভৃতি যোনিতে আমি মুহুর্মুহু ক্ষেপণ করি ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

নির্ব্বিশেষবিচারৈঃ অজ্ঞানকল্পিতবাক্যৈঃ যঃ পুরুষঃ ন আদৃতঃ তস্মৈ ভগবতে তুভ্যং নমঃ অনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম ॥ ৩৭ ॥

ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বপ্রাণিনামধীশ্বরং মম পরং ভাবং অপ্রাকৃতং রসবিগ্রহং তত্ত্বং অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং পাঞ্চভৌতিকীং তনুং আশ্রিতং মাং অবজানন্তি অবমন্যন্তে ॥ ৩৮॥

সূত্রে পরিণাম-বাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া ॥ ৪০ ॥
এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায় ॥ ৪১ ॥
পরমার্থ বিচার গেল কবি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুঞি পাব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪২ ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বচন ॥ ৪৩ ॥
চৈতন্য গোসাঞি যেই কহে সেইমত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার ॥ ৪৪ ॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অন্য সন্ন্যাসীর ভক্তিসাপেক্ষ বচন শ্রবণ করতঃ প্রকাশানন্দসরস্বতী কহিতেছেন, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ স্থাপনে আগ্রহাতিশয়প্রযুক্ত সূত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা কৃত হইয়াছে। ভগবত্তা মানিলে, অদ্বৈতবাদ

অনুভাষ্য।

দ্বিষতঃ দ্বেষপরায়ণান্ ক্রূরান্ হিংস্রান্ অশুভান্ নিষিদ্ধাচাররতান্ নরাধমান্ তান্ জনান্ এব সংসারেষু আসুরীষু হিংসালোভসমন্বিতাসু অজস্রং পুনঃ পুনঃ অহং ক্ষিপামি ॥ ৩৯ ॥

আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ১২১-১২৬ সংখ্যা ॥ ৪০ ॥

আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাঁতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ ৪৬ ॥
ভগবত্তা মানিতে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪৭ ॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হৈতে ॥ ৪৮ ॥
মীমাংসক কহে ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥ ৪৯ ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

থাকে না। এই জন্য আচার্য্য ভগবত্তত্ত্বপ্রতিপাদক অন্য সকল শাস্ত্র খণ্ডন করিয়াছেন। মতবাদের নিয়ম এই নিজমত স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের সহজ অর্থ পরিত্যাগ করা। দেখ জৈমিন্যাদি মীমাংসক বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন। কপিলাদি সাংখ্যগণ বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোতমকণাদাদি ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন। সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্বিশেষব্রহ্মকে জগতের কারণ দেখাইয়াছেন। পতঞ্জলি তাহার শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপ তত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এইসকল মতবাদপরায়ণ আচার্য্যগণ, বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ

পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান।
কহে তাঁরে বেদমতে স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৫১ ॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা বেদান্ত বর্ণন ॥ ৫২ ॥
বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহ হয়ত সগুণ ॥ ৫৩ ॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ ৫৪ ॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥ ৫৫ ॥

(একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশীবিচারে ধৃত-হেমাদ্রিনিবন্ধীয়ব্যাসবচনং)

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করিয়া তাঁহার খণ্ডভাবে একটী একটী মত স্থাপন করিয়াছেন। ষড় দর্শনের ছয়মত উত্তমরূপে আলোচনাপূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া ভগবৎপ্রতিপাদক বেদসূত্র সকল অবলম্বন পূর্ব্বক বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্বিশেষবাদীগণ নির্গুণ বিশেষস্থলে ভগবানকে সগুণ বলিয়া প্রতিপাদন করেন। মতবাদীদের মতে পরমকারণ ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। অতএব মহাজন যাহা বলেন তাহাই সত্য বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৪৫-৫৫ ॥

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্বসার ॥ ৫৭ ॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥ ৫৮ ॥
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি ॥ ৫৯ ॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল ॥ ৬০ ॥
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৬১ ॥
শেখর পরমানন্দ তপন সনাতন।
চারিজন মিলি করে নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ৬২ ॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ৬৩ ॥
চৌদিকেতে লোক লক্ষ বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ১৮৬ সংখ্যা ॥ ৫৬ ॥

নিকটে হরিধ্বনি শুনি প্রকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥ ৬৫ ॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য প্রেম দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি ॥ ৬৬ ॥
হর্ষ দৈন্য চাপল্যাদি সঞ্চারি বিকার।
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥ ৬৭ ॥
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য যবে হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল ॥ ৬৮ ॥
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ ॥ ৬৯ ॥
প্রভু কহে তুমি জগদ্গুরু প্রিয়তম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম ॥ ৭০ ॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেনে কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম ॥ ৭১ ॥
যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সম ভাসে।
লোক শিক্ষা লাগি এমত করিতে না আইসে ॥ ৭২ ॥
তেঁহো কহে তোমায় নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ স্পর্শে সব ক্ষয় গেল ॥ ৭৩ ॥

(১ম স্কন্ধে ৫মাধ্যায়স্থ নৈষ্কর্ম্যমিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতঃ)

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাং।

যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥ ৭৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৪ অ, ৮ম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং)

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥ ৭৫ ॥

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন ॥ ৭৬ ॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম সম।
নারায়ণে মানে তার পাষণ্ডে গণন ॥ ৭৭ ॥

(পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১৩ অ, ১২শ শ্লোক:)

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবন্মুক্তগণ যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হন তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসার বাসনায় পতিত হন ॥ ৭৪ ॥

সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে বিগত অশুভ হইয়া সর্পশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের অর্চিত পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

অচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবতি যদি অপরাধিনঃ ভবন্তি তদা জীবন্মুক্তাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং যান্তি লভন্তে ॥ ৭৪ ॥

স সর্পঃ বৈ ভাগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ শ্রীমতঃ পাদস্য স্পর্শেন হতং অশুভং শাপরূপং যস্য তথাভূতঃ সন্ সর্পবপুঃ হিত্বা বিদ্যাধরার্চ্চিতং রূপং ভেজে প্রাপ ॥ ৭৫ ॥

সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্'॥ ৭৮ ॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥ ৭৯ ॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় এই তোমার নিন্দাতে ॥ ৮০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠস্কন্ধে, ১৪ অ, ৪র্থ শ্লো, শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং)

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
'সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ৮১ ॥

(তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে, ৪র্থ অ, ৩২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৮২ ॥

(তত্রৈব ৭ম স্কন্ধে, ৫ম অ, ২৬'শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥৮৩॥

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ১১৬ সংখ্যা ॥ ৭৮ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ ১৫০ সংখ্যা ॥ ৮১ ॥

মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ২৭০ সংখ্যা ॥ ৮২ ॥

মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ৫৩ সংখ্যা ॥ ৮৩ ॥

তথি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি ॥ ৮৪ ॥
এত বলি প্রভু লঞা তথায়ে বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা ॥ ৮৫ ॥
মায়াবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৮৬ ॥
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন ॥ ৮৭ ॥
তুমিত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপ রূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি ॥ ৮৮ ॥
প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছজ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্ ॥ ৮৯ ॥
তার সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিযাছে ব্যাখ্যানে ॥ ৯০ ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥ ৯১ ॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সংক্ষেপরূপে কহ—প্রত্যেক সূত্রের মুখ্যার্থ আপনি যাহা কহিয়াছিলেন তাহা আমি শুনিয়াছি। সম্প্রতি আমি বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য সংক্ষেপরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।। ৮৮ ॥

সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কথ। ৯২ ॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল ॥ ৯৩ ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥ ৯৪ ॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ ॥ ৯৫ ॥
চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥ ৯৬ ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক শ্লোক নিবন্ধন ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রণবই সর্ব্ববেদের মহাবাক্য সেই প্রণবে যে অর্থ আছে তাহাই গায়ত্রীতে আছে এবং সেই অর্থ শ্রীভাগবতে অহমেবাসমেবাগ্রে এইশ্লোক হইতে ৪টী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস এই সম্প্রদায়-ক্রমান্বয়ে বেদ সকল ও তাহার তাৎপর্য্য শ্রীভাগবতে আসিয়াছে। শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ ॥ ৯২-৯৫ ॥

ঋক্, বেদমন্ত্র। বিষয়বচন, উদ্দেশ্য। ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৯৭ ॥

অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোকে উপনিষদ কহে এক মত ॥ ৯৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৮ম স্ক ১ম অ, ৯ম শ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য মনুবাক্যং)

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ৯৯ ॥

ভাগবতের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাহা কিছু এই জগতে দেখিতেছ সমস্তই এই বিশ্ব আত্মা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। হে জীবসকল, সেই আত্মাই তোমাদের নিয়ন্তা ও পাতা, তাঁহার প্রসাদ দত্ত দ্রব্য বলিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য ভোগ কর। অন্যের ধন হরণ করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্রহ্মসূত্রের ঈশোপনিষদ্ মন্ত্র "ঈশাবাস্যমিদং বিশ্বং" বিষয় বচন আছে শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ঋক্ আত্মাবাস্যমিদং বলিয়া শ্লোকনিবন্ধ হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত সূত্রের ঋক্ বচন সকল ভাগবত শ্লোকে নিবদ্ধিত আছে ॥ ৯৯ ॥

অনুভাষ্য।

জগত্যাং লোকে যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ বদ্ধজীবভোগ্যং মায়াশক্তিপরিণতং ইদং সর্ব্বং আত্মাবাস্যং প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন অপ্রাকৃত-দর্শনেন আত্মনা ভগবতা অবাস্যং ব্যাপ্যং তেন হেতুনা, ত্যক্তেন সেবা-কাম্যয়া ভগবদর্পণেন ততঃ ভগবদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টেন ভুঞ্জীথাঃ কস্যচিৎ ভগ-বদিতরস্যায়াঃ ধনং প্রাকৃতভোগাদিকং মা গৃধঃ অভিকাঙ্ক্ষীঃ ॥ ৯৯ ॥

আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয নাম ॥ ১০১ ॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥ ১০২ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৯ম অ, ৩০শ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০৩ ॥

এই তিন অর্থ আমি কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ ১০৪ ॥
যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি ॥ ১০৫ ॥
আমার কৃপায় এসব স্ফুরুক তোমারে।
এতবলি তিন তত্ত্ব কহিল তাহারে ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীব তুমি, হে ব্রহ্মা তুমি জীব। আমার কৃপা ব্যতীত পরম গুহ্যজ্ঞান জানিতে পারিবে না ॥ ১০৪ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৫১ সংখ্যা ॥ ১০৩ ॥
এই তিন। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন ॥ ১০৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৯ম অ, ৩১শ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০৭ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমিত হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥ ১০৮ ॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে ॥ ১০৯ ॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥ ১১০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৯ম অ, ৩০শ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১১১ ॥

অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৫২ সংখ্যা ॥ ১০৭ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৩ সংখ্যা ॥ ১১১ ॥

"অহমেব" শ্লোকে তিনবার অহমেব শব্দ আছে। প্রথম চরণে অহমেব, তৃতীয়চরণে পশ্চাদহং এবং চতুর্থ চরণেও সোঽস্ম্যহং শব্দ এতদ্দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হইল। তিনি কেবল নির্বিশেষ নহেন ॥ ১১২ ॥

যে বিগ্রহ নাহি মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে ॥ ১১৩ ॥
এই সব শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক।
মায়া কার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥ ১১৪ ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥ ১১৫ ॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥ ১১৬ ॥

(তত্রৈব ৩২শ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

অনুভাষ্য

নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের ব্যক্তিগত সবিশেষ বিগ্রহ স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার বিচার ভ্রমপূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য এই কথা হৃদয়ে ধারণা করাইবার জন্য অহমেব তিনবার বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন ॥১১৩॥

জ্ঞান শাস্ত্রোত্থ। বিজ্ঞান অনুভব। গুরু বা শাস্ত্র অর্থাৎ অন্য হইতে আগত বিবেক অনেক সময় নির্ব্বিশেষপর। নিজানুভূতি হইতে বিবেক উদিত হইলে ভগবদ্বিগ্রহের উপলব্ধি হয়। ভগবানের নিজ বিগ্রহ মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সে বোধ হয় না। যেরূপ সূর্য্যে রশ্মি প্রকাশিত কিন্তু রশ্মি সূর্য্য হইতে ভিন্ন; আবার সূর্য্য ব্যতীত রশ্মির স্বতন্ত্র প্রকাশ সিদ্ধ হয় না। ভগবান্ ও মায়া দুইটীর ভিন্ন প্রতীতি মায়াতীত না হইলে অনুভব হয় না; মায়ান্তর্গত বুদ্ধিতে বিগ্রহ বুঝা যায় না ॥ ১১৬ ॥

তদ্বিজ্ঞাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ১১৭ ॥

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার ।
সর্ব্ব জন দেশ কাল দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ১১৮ ॥
ধর্ম্মাদি বিষয় যৈছে এ চারি বিচার ।
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার ॥ ১১৯ ॥
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য ।
গুরু পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥ ১২০ ॥

(তত্রৈব ৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, গুরুর নিকট শিক্ষা করিবার জন্য যেরূপ চারিটী বিচারিত হইয়াছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদঙ্গ ও তদ্রহস্য বিচার করিবার জন্য উপদেশ হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, ধর্ম্মাদি ৪টী বিষয় সামান্য সংসার নীতির অনুগত। এই তাত্ত্বিক চারিটী বিচার সেরূপ নয়। এই তাত্ত্বিক চারিটীর মধ্যে প্রাথমিক যে সাধন ভক্তি তাহাও ধর্ম্মাদি চারি তত্ত্বের উপর শ্রেষ্ঠ ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য ।

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৪ সংখ্যা ॥ ১১৭ ॥

অভিধেয় সাধনভক্তি সকল পাত্র, দেশ, কাল এবং অবস্থায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১১৮ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৬ সংখ্যা ॥ ১২১ ॥

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্য দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ॥ ১২২॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥ ১২৩॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৯ম অ, ৩৪ শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ ১২৪॥

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে॥ ১২৫॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২য় অ, ৫০ শ্লোকে জনকং প্রতি হবিবাক্যং)

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোপ্যঘৌঘনাশঃ
প্রণয়রসনয়া ধৃতাংঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥১২৬

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সর্ব্বপাপবিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জুদ্বারা যাঁহার হৃদয়ে তাঁহার পাদপদ্ম আবদ্ধ আছে তিনি ভাগবত প্রধান॥ ১২৬॥

অনুভাষ্য।

যেরূপ প্রাণীগণের ভিতরে পঞ্চভূত এবং বাহিরে পঞ্চভূত তদ্রূপ আমি ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হই। ভক্তগণ আপনাদিগকে ভগবানের প্রীতিসেবার বিগ্রহ জানেন এবং ভক্তেতর বস্তুদিগকেও ভগবৎ প্রীতিসেবার উপকরণ মাত্র জানেন॥ ১২৩॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৫৫ সংখ্যা॥ ১২৪॥

(তত্রৈব ২য় অ, ৪১ শ্লোকে জনকং প্রতি হবি-যোগেন্দ্রবাক্যং)

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১২৭॥

(তত্রৈব ১০ম স্কন্ধে ৩০ অ, ৫ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমন্বিষ্য গোপীবাক্যং)

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ১২৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একত্র মিলিত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় একবন হইতে অন্যবনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় বহি ও অন্তরস্থিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতিদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন॥ ১২৮॥

অনুভাষ্য।

অবশাভিহিতঃ অপি অবশেনাপি কীর্ত্তিতঃ অঘৌঘনাশঃ অঘৌঘং অপরাধপুঞ্জং নাশয়তি যঃ সঃ হরিঃ এব সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি মুঞ্চতি প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ ধৃতং অন্তর্বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ ভাগবতপ্রধানঃ ইতি উক্তো ভবতি॥ ১২৬॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৭৫ সংখ্যা॥ ১২৭॥

সংহতাঃ অন্যোন্যং সম্মিলিতাঃ যতাঃ উচ্চৈঃ গায়ন্ত্যঃ বনাদ্বনং গচ্ছন্ত্যঃ অমুং কৃষ্ণং এব উন্মত্তকবৎ বিচিক্যুঃ অন্বগয়ন্। আকাশবৎ ভূতেষু বহিঃ

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়।
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময় ॥ ১২৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ, ১১শ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১৩০ ॥

এই সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ ১৩১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ১৪ অ, ২০ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং)

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

অনুভাষ্য।

অস্মিন্ সন্তং বর্ত্তমানং পুরুষং স্বনায়কং প্রেমবিবর্ত্তবশাৎ তাদৃশস্ফূর্ত্তিঃ বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ জিজ্ঞাসযামাসুঃ ॥ ১২৮ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১১ সংখ্যা ॥ ১৩০ ॥

এখানে পাঠান্তরে আরো ও দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ভা ৩।৫।২৩। ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব ভগবৎসহ একীভূত ছিল যেহেতু তিনি জীবেরও পরস্বরূপ, সৃষ্ট্যাদি ইচ্ছা তৎকালে তাঁহাতেই লীন ছিল এবং বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে উপলক্ষণ যুক্ত হইয়া ভগবানই ছিলেন। "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ ভা ১।৩।২৮।

ভাগবতের প্রতি শ্লোকেই অভিধেয় সাধনভক্তির কথা ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ১৩১ ॥

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাং ॥ ১৩২ ॥

এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥ ১৩৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৩য় অ, ৩১ শ্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং)

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঘোঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥ ১৩৪

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অঘসমূহহরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে, করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে সাধনভক্তি সংজাত-প্রেমভক্তি দ্বারা উৎপুলক তনু ধারণ করে ॥ ১৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ ১৩৮ সংখ্যা ॥ ১৩২ ॥

এখানে পাঠান্তরে আরোও দুইটী শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। ভা ১১।১৪।১৯। ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা। আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৭৬ সংখ্যা। মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ ১১৯ সংখ্যা। ভা ১১।২।৩৫ ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

এবং ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা প্রেমভক্ত্যা অঘৌঘহরং পাপপুঞ্জং বিনাশয়তি যস্তং হরিং স্মরন্তঃ মিথঃ পরস্পরং স্মারয়ন্তশ্চ উৎপুলকাং তনুং লোমাঞ্চাং বিভ্রতি ॥ ১৩৪ ॥

(তত্রৈব ২য় অ, ৩৯ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং)

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১৩৫ ॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ।
নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য স্বরূপ ॥ ১৩৬ ॥

(হরিভক্তিবিলাসস্য ১০ম বিলাসে ২৮৩ অঙ্ক ধৃত-গরুড়পুরাণং)

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥ ১৩৭ ॥

(১ম স্কন্ধস্য ১ম শ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃত গরুড়পুরাণীয়-শ্লোকদ্বয়ং)

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপা এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বন্ধিত ॥ ১৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৪ সংখ্যা ॥ ১৩৫ ॥

অয়ং ভাগবতাভিধঃ শাস্ত্রঃ ব্রহ্মসূত্রাণাং উত্তরমীমাংসাখ্য-বেদান্তসূত্রাণাং অর্থঃ অভিধেয়রূপঃ ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ মহাভারতস্য অর্থানাং নির্ণয়ঃ যস্মিন্। অসৌ ভাগবতঃ গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ গায়ত্র্যাঃ তাৎপর্য্যপ্রকাশকঃ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ বেদার্থৈঃ সংবর্দ্ধিতঃ ॥ ১৩৭ ॥

সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১৩৮ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ১৩৯ ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
সত্যং পরং সম্বন্ধ, ধীমহি সাধনে প্রয়োজন ॥ ১৪০

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

১৮০০০শ্লোকপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সমস্ত বেদ ইতিহাসের সার সমস্ত হইতে সমুদ্ধৃত। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া বলা যায়, ভাগবতের রসামৃততৃপ্ত পুরুষের অন্যকোন শাস্ত্রে রতি হয় না ॥ ১৩৮। ১৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

এখানে পাঠান্তরে একটী অধিক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ। অষ্টাদশসাহস্রঃ অষ্টাদশসহস্রৈঃ শ্লোকৈঃ পরিনির্ম্মিতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ গ্রন্থঃ। সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সকল-নিগমেতিহাসানাং সারং সারং সর্ব্বোৎ-কর্ষভাগঃ অস্মিন্ গ্রন্থে সমুদ্ধৃতম্ ॥ ১৩৮ ॥

সর্ব্ববেদান্তসারং সকলোপনিষৎপ্রতিপাদ্যোৎকৃষ্টভাগঃ হি শ্রীভাগবতং ইষ্যতে। যতস্তস্য ভাগবতস্য রস এব অমৃতং তেন তৃপ্তিমাপন্নস্য জনস্য অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ ভাগবদিতর-জনাদিষু ক্বচিৎ রতিঃ ন স্যাৎ ন সম্ভবেৎ ॥ ১৩৯ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ। পরম সত্য সম্বন্ধ। ধ্যান চেষ্টা বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই অভিধেয় এবং প্রাপ্ত ধ্যান বা প্রেমভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য প্রয়োজন ফল ॥ ১৪০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে ১ম অ, ১ম শ্লোকঃ)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১৪১ ॥
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥১৪২

কৃষ্ণ-ভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥ ১৪৩ ॥

(তত্রৈব ৩য় শ্লোকঃ)

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতং দ্রবসংযুতম্।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ ২৬৬ সংখ্যা ॥ ১৪১ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৯১ সংখ্যা ॥ ১৪২ ॥

শ্রীভাগবত কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ। বেদশাস্ত্র ভগবদ্বাণী মাত্র বৃক্ষ সদৃশ। ভাগবত সে বৃক্ষের প্রপক্ব ফল সুতরাং বেদ অপেক্ষা তারতম্যে পরম মহান্ ॥ ১৪৩ ॥

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ১৪৪॥

(তত্রৈব ১ম স্কন্ধে ১ অ, ১৯ শ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকাদিবাক্যং)

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ-শ্লোকবিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ১৪৫ ॥

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিতফল, শুকদেবের মুখামৃত দ্রব-সংযুক্ত এই রসস্বরূপ ফলকে, হে রসিকসকল, সর্ব্বদা পান কর । হে ভাবুকসকল রসতত্ত্বে পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব যে পর্য্যন্ত না হয় এই জগতে ভাবুকরূপে ভাগবত আস্বাদন কর ; বিমগ্ন হইলে এই পরম রস আবার নিত্য পান করিতে থাকিবে ॥ ১৪৪ ॥

আমরা উত্তম-শ্লোক কৃষ্ণের বিক্রম যত শুনিতেছি ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে । তৃষ্ণোপশমরূপ তৃপ্তি হইতেছে না । কেননা রসজ্ঞ শ্রোতৃদিগের কৃষ্ণকথায় পদে পদে স্বাদু উদয় হয় ॥ ১৪৫ ॥

অনু ভাষ্য ।

অহো ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনচতুরাঃ রসিকাঃ ভগবৎ-সেবারসবিদঃ নিগমকল্পতরোঃ বেদরূপকল্পবৃক্ষস্য শুকমুখাৎ ভুবি গলিতং অমৃতদ্রবসংযুতং রসং ফলং ভাগবতং আলয়ং লয়মভিব্যাপ্য মুহুঃ পিবত ॥ ১৪৪ ॥

যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদু স্বাদু স্বাদুতোপি স্বাদু তস্মিন্ উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে কৃষ্ণস্য বিক্রমে বয়ং তু ন বিতৃপ্যামঃ বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ অন্যে তু তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু ন ॥ ১৪৫ ॥

ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার ॥ ১৪৬ ॥

নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।

হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন ॥ ১৪৭ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ম-অ, ৫৪ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৪৮ ॥

(ভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতশ্রুতিঃ)

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১৪৯

(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ১ম অ, ১০ম শ্লো পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ-শ্লোকলীলয়া।

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ১৫০ ॥

অনুভাষ্য।

ভাগবত বিচার করিলে ব্রহ্মসূত্রের এবং উপনিষদ্গুলির প্রকৃত সার অর্থ জানিতে পারিবে। ভাগবত বিচার না করিয়া যিনি বেদান্ত পড়িতে বা উপনিষদর্থ জানিতে চান তাঁহার অসার অর্থ লাভ অবশ্যম্ভাবী ॥ ১৪৬ ॥

চরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ ৬৫ সংখ্যা ॥ ১৪৮ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ১০৮ সংখ্যা ॥ ১৪৯ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ৪৬ সংখ্যা ॥ ১৫০ ॥

(তত্রৈব ২য় স্কন্ধে ১৫ অ, ৪৪ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং)

তস্যারবিন্দ নয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৫১ ॥

(তত্রৈব ১ম স্কন্ধে ৭ম অ, ১০ম শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং)

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৫২ ॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ ॥ ১৫৩ ॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু এক ষষ্টি প্রকার।
করিযাছেন যাহা শুনি লোকে চমৎকার ॥ ১৫৪ ॥
তবে সব লোক শুনি আগ্রহ করিল।
এক ষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল ॥ ১৫৫ ॥
শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্য গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল ॥ ১৫৬ ॥
এত কহি উঠিযা চলিল গৌরহরি।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ১৪২ সংখ্যা ॥ ১৫১ ॥
চরিতামৃত মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৮৬ সংখ্যা ॥ ১৫২ ॥

নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১৫৭ ॥
সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৫৮ ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুরী প্রভু করিল নিস্তার ॥ ১৫৯ ॥
নিজ লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈলা দ্বিতীয় নদীয়া নগর ॥ ১৬০ ॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আইল ভাবুকালি ॥ ১৬১ ॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি বস্তু না বিকায়।
পুনরপি দেশে বহি লওয়া নাহি যায় ॥ ১৬২ ॥
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥ ১৬৩ ॥
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার ॥ ১৬৪ ॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ ॥ ১৬৫ ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥ ১৬৬ ॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন।

সংকীর্ণস্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥ ১৬৭ ॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে।
ছুইদিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে ॥ ১৬৮ ॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১৬৯ ॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ১৭০ ॥
রাত্র্যে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ লইল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥ ১৭১ ॥
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কার্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন ॥ ১৭২ ॥
সব চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে ॥ ১৭৩ ॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে ॥ ১৭৪ ॥
সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার ছুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৭৫ ॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন ॥ ১৭৬ ॥
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।

সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ১৭৭ ॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥ ১৭৮ ॥
এথা রূপগোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ ১৭৯ ॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিল গৌড়ে অধিকারী।
হুঁসেন খাঁ সৈয়দ করে তাহার চাকরী ॥ ১৮০ ॥
দিঘী খোদাইতে তারে মুনসীফ কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল ॥ ১৮১ ॥
পাছে যবে হুঁসেন খাঁ গৌড়ে রাজা হইল।
সুবুদ্ধি রায়ের তিহঁ বহু বাড়াইল ॥ ১৮২ ॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্ন।
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে ॥ ১৮৩ ॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুনসীফ,—ইনসাফ শব্দ হইতে মুনসিফ শব্দের উৎপত্তি, যিনি কে বিষয় বুঝিয়া লন; তাঁহাকে মুনসিফ বলে।

ছিদ্র পাঞা, দোষ দেখিয়া ॥ ১৮১ ॥

তার স্ত্রী, হোসেনসার বেগম। মারণের চিহ্ন, সুবুদ্ধি রায় যে চাবুক মারিয়া ছিল তাহার চিহ্ন ॥ ১৮৩ ॥

তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ ১৮৪ ॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইহঁ নাহি জীবে ॥ ১৮৫ ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িল।
করোয়ার পানী তার মুখে দেওয়াইলা ॥ ১৮৬ ॥
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা।
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৮৭ ॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিহঁ পণ্ডিতের গণে।
তারা কহে তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ॥ ১৮৮ ॥
কেহু কহে এই নহে অল্প দোষ হয়।
শুনিযা রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৮৯ ॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ॥ ১৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কারোওয়ার পানী,—যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে তাহাকে কারোওয়া বলে। সেই কারোওয়া হইতে মুসলমান স্পৃষ্টজল সুবুদ্ধিরায়ের মুখে দেওয়া হইয়াছিল ॥ ১৮৬ ॥

ছদ্ম, ছল। সুবুদ্ধিরায়ের পূর্ব্বেই বিষয়ত্যাগের ইচ্ছা ছিল। জাতিনষ্টছলে পরিবারদিগকে ত্যাগ করিলেন ॥ ১৮৭ ॥

মহাপ্রভু মথুরায় যাইবার পূর্ব্বে যখন বারাণসী আসেন সেই সময় সুবুদ্ধিরায়ের সহিত মিলন হয় ॥ ১৯০ ॥

প্রভু কহে ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ॥ ১৯১ ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে ॥ ১৯২ ॥
আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিতি ॥ ১৯৩ ॥
রায় আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥ ১৯৪
কতক দিবস নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ যাইলা ॥ ১৯৫ ॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইলা।
প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈলা ॥১৯৬
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে ॥ ১৯৭ ॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পয়সা বাণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ ১৯৮ ॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দ্দন ॥ ১৯৯ ॥
রূপগোসাঞি আসি তারে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন দেখাইলা ॥ ২০০ ॥

মাস মাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥ ২০১ ॥
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেরে আইলা।
তাহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা ॥ ২০২ ॥
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া ॥ ২০৩ ॥
মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা।
রূপ অনুপম কথা সকলি কহিলা ॥ ২০৪ ॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাহা সনে না হৈল মিলন ॥ ২০৫ ॥
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ২০৬ ॥
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥ ২০৭ ॥
মথুরামাহাত্ম্যশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহা শুনি,—রূপগোস্বামী মথুরায় শুনিলেন পূর্ব্বে মহাপ্রভু গঙ্গাতীর-পথে মথুরায় গিয়াছিলেন, সেই পথ দেখিবার উৎসাহে অনুপমের সহিত সেই পথে আসিলেন ॥ ২০২ ॥

ব্যবহার স্নেহ,—সংসারসম্বন্ধীয় স্নেহ ॥ ২০৬ ॥

লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ২০৮ ॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা ॥ ২০৯ ॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্রতপন।
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন ॥ ২১০ ॥
শেখরের ঘরে বাসা মিশ্র-ঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা ॥ ২১১ ॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে ॥ ২১২ ॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ২১৩ ॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ২১৪ ॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে মহা সুখ পাইলা ॥ ২১৫ ॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈল নানারঙ্গে ॥ ২১৬ ॥
আঠারনালাকে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে ॥ ২১৭ ॥
শুনিয়া ভক্তের গণ পুনরপি জীলা।

দেহে প্রাণ আইল যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥ ২১৮ ॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৯ ॥
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলেন চরণ।
দুহেঁ মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥ ২২০ ॥
দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ কাশীশ্বর গোবিন্দ বক্রেশ্বর ॥ ২২১ ॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ২২২ ॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ২২৩ ॥
আনন্দ সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে ॥ ২২৪ ॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা ॥ ২২৫ ॥
জগন্নাথ-সেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বান্দিলা ॥ ২২৬ ॥
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈলা।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিলা ॥ ২২৭ ॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্রবাসা আইলা।

সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ ২২৮॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইহাঁ আজি করিব ভোজনে ॥ ২২৯ ॥
তবে দুহেঁ জগন্নাথপ্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল ॥ ২৩০ ॥
এইত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন ॥ ২৩১ ॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ ॥ ২৩২ ॥
মধ্যলীলার করিল এই দিগ্ দরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন ॥ ২৩৩ ॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন বিলাস ॥ ২৩৪ ॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥ ২৩৫ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রগণ।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ ২৩৬ ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপবর্ণন।
তাঁহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্ দরশন ॥ ২৩৭ ॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।

আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস ॥ ২৩৮ ॥
চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন ক্ষীর চুরির বর্ণন ॥ ২৩৯ ॥
পঞ্চমে সাক্ষীগোপাল চরিত্র বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করে আস্বাদন ॥ ২৪০ ॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেব নিস্তার ॥ ২৪১ ॥
অষ্টমে রামানন্দ সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার ॥ ২৪২ ॥
নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থ ভ্রমণ।
দশমে কহিল সব বৈষ্ণব মিলন ॥ ২৪৩ ॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়াসংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ক্ষালন ॥ ২৪৪ ॥
ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমী যাত্রা দরশন ॥ ২৪৫ ॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল, প্রভু কৈল আস্বাদন ॥ ২৪৬ ॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ আপনে কহিল।
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা অমোঘ তারিল ॥ ২৪৭ ॥
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশ পথে।

পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে ॥ ২৪৮ ॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন বিহার বর্ণন ॥ ২৪৯ ॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগ গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি সঞ্চারণ ॥ ২৫০ ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন ॥ ২৫১ ॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধনভক্তি বিবরণ ॥ ২৫২ ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম শ্লোকার্থ বর্ণন ॥ ২৫৩ ॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥ ২৫৪ ॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ ॥ ২৫৫ ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা সার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২৫৬ ॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশেদেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥ ২৫৭ ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব আর।

ভাবতত্ত্ব রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব সার ॥ ২৫৮ ॥
শ্রীভাগবত তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত জানাইল সংসার ॥ ২৫৯ ॥
ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপনি বদনে।
কাহোঁ ভক্ত মুখে কাহোঁ শুনিলা আপনে ॥ ২৬০ ॥
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥ ২৬১ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য চরণ ॥ ২৬২ ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব সার।
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পার ॥ ২৬৩ ॥

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শতধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণলীলামৃতই সারবস্তু তদিতরবস্তু অসার। কৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শতধারা কৃষ্ণলীলামৃত হইতে দশদিকে প্রবাহিত। কৃষ্ণলীলামৃতসারই শ্রীচৈতন্য লীলা। চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া নবকল্পনা প্রভাবে বর্ত্তমানকালের উদ্ভাবিত "নদীয়া নাগরী ও গৌর নাগরী লীলা" সৃষ্টি করিবার চেষ্টা। থিয়সফিষ্ট দলের কেহ কেহ এবং অন্যান্য ভক্তিবিরোধী বাউল সহজিয়া দলে শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দমনীয় প্রাকৃত বৃত্তির ছাঁচে ঢালিয়া কেহ ব্রাহ্ম-

সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ ২৬৪ ॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য বচন।
তোমা সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥ ধ্রু ॥ ২৬৫ ॥
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু করি আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২৬৬ ॥
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে বসে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত হংস করয়ে আহার ॥ ২৬৭ ॥

অনুভাষ্য।

নৈতিক নেতা কেহ বা শক্তি উপাসক কেহ বা নাগরীর লম্পট ধারণা করিয়াছেন। শ্রীগোলোকের নিত্যলীলাই প্রকটকালে প্রপঞ্চে উদিত হয় তৎকালে শ্রীরূপাদি গৌরলীলার পার্ষদবর্গ কেহই যখন গৌরনাগরী লীলা দেখিতে বা বুঝিতে পারেন নাই তখন উহা নিশ্চয়ই চৈতন্যলীলা নহে। শ্রীরূপানুগবৈষ্ণব গুরুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া গৌরভক্তি কর। কল্পনা সরোবরে অবগাহন করিয়া নবগোরার দল করিয়া ফল নাই ॥ ২৬৪ ॥

চৈতন্যলীলা অক্ষয় সরোবর। সেই সরোবরের পদ্মবন কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তসমূহ। কুমুদ বন প্রেমরস। ভক্তের মন ভৃঙ্গ ॥ ২৬৬ ॥

সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হঞা,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥ ২৬৮॥'
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন॥ ২৬৯॥
চৈতন্যলীলামৃত পূর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুহেঁ মিলি হয় সুমাধুর্য্য।

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণকেলিপদ্মই ভক্তরূপহংসের আহার। নিত্যসম্ভোগরস-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়া, নিত্য বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ নিত্যাভিন্নতনু গৌরসুন্দরের আশ্রিত নিত্য সেবক ভক্তগণেরই আহার্য্য বস্তু॥ ২৬৭॥

গৌরভক্ত চৈতন্য লীলা সরোবরে গমন পূর্ব্বক নিত্যকাল শ্রীগৌর-পদাশ্রিত হংস চক্রবাক হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে করিতে গৌরউপাসনা-রূপ সরোবরে বিলাস কর। তাহা হইলে গৌরাঙ্গকে ভোগ্যজড়বিশেষ-কল্পনা করিয়া কৃষ্ণেতর সেবারূপ দুঃখ পাইতে হইবে না এবং কৃষ্ণসেবা-রূপ পরমসুখ লাভ করিবে ও কৃষ্ণপ্রেমোল্লাসে মত্ত হইবে॥ ২৬৮॥

গৌরপদাশ্রিত সাধুমহান্ত-মেঘসমূহ, কৃষ্ণলীলামৃত সর্ব্বদা জগৎ রূপ উদ্যানে বরিষণ করেন। এই বারিধারা সেচনপ্রভাবে প্রেমামৃত ফল ফলিলে ভক্তগণ নিরন্তর পান এবং তৎপ্রেমে বিশ্ববাসী জীবনধারণ করেন॥ ২৬৯॥

সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥ ২৭০ ॥
যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দুপানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মনুষ্য অন্নপানের দ্বারা পুষ্ট হয়, ভক্তগণ বহির্ম্মুখদিগের ন্যায় অন্নপান-গ্রহণ করিয়াও কৃষ্ণলীলা সম্পৃক্ত চৈতন্যলীলামৃত পান না করিলে দুর্ব্বল জীবন হইয়া পড়েন ॥ ২৭১ ॥

অনুভাষ্য।

সেই প্রেমামৃতফলের চৈতন্য লীলামৃত পূরসদৃশ এবং কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর তুল্য এই লীলামৃতদ্বয়ের একত্রমিলনেই সুমাধুর্য্য। কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য চৈতন্যলীলামৃত সহযোগে পুষ্ট হইয়া কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য সুমাধুর্য্যময়। গৌরবিরোধীদল গৌরলীলা ও গৌরমন্ত্র স্বীকার করেন না সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণলীলামাধুর্য্য আস্বাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। আবার কৃষ্ণবিরোধী দল কৃষ্ণলীলামৃতে উদাসীন হইয়া নদীয়ানাগরীর অনুগত নাগরী অভিমানে বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণাভিন্নতনুগৌরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ সম্ভোগরসবিগ্রহ করিয়া মাধুর্য্য, আমূলে বিনাশ করেন। সাধু গুরুপ্রসাদক্রমে অর্থাৎ রূপানুগ হইয়া গৌরলীলামৃত ও কৃষ্ণলীলামৃত অভিন্ন জানিয়া লীলাদ্বয়ের একত্রসম্মিলনেই কেবল প্রচুর মাধুরী আস্বাদন হয় তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস করেন ॥ ২৭০ ॥

এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২৭২ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ, করি শিরে ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ ॥ ২৭৩ ॥
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
শিরে ধরি যার করি আশ।
কৃষ্ণ লীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ২৭৪ ॥
শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীমদনগোপাল গোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যার্পিত হউক ॥ ২৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণ ও গৌরলীলা ভিন্ন জ্ঞানে কুতর্ক করিয়া অপবিত্র কর্কশঘূর্ণিবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া গৌরভজন করিলে বা গৌরসেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিলে সর্ব্বনাশ হয় ॥ ২৭২ ॥

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলু সমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥ ২৭৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসিবৈষ্ণবকরণ
পুনর্নীলাচলগমনঞ্চ পঞ্চবিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ।

ইতি মধ্যলীলা সমাপ্তা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই অতি রহস্য গৌরলীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হইলেও অনধিকারীগণ ইহাকে নিশ্চয় আদর করে না। ইহাতে আমার ক্ষতি নাই পরন্তু যে সকল সহৃদয় সাধু কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে এই লীলামৃত আস্বাদিত হইয়াছে, সেই মহাত্মাদিগের এই গ্রন্থ আনন্দ বিস্তার করুক্ ॥ ২৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমন্মদনগোপালঃ গোবিন্দদেবঃ চ তয়োঃ তুষ্টয়ে প্রীত্যৈ এতৎ চৈতন্যচরিতামৃতং চৈতন্যার্পিতমস্তু ॥ ২৭৫ ॥

অতিরহস্যং পরমগোপনীয়ং তদ্ গৌরলীলামৃতং ইদং গ্রন্থরত্নং খলু নিশ্চিতং সমুদয়লোকৈঃ অসদ্ভিরনধিকারিভিঃ সর্ব্বৈঃ ন আদৃতং যতঃ তৈঃ অলভ্যং লব্ধুমশক্যং। ইহ অস্মিন্ মে মম ইয়ং কা ক্ষতিঃ অনিষ্টঃ যৎ অস্মিন্ সহৃদয়সুমনোভিঃ ঐকান্তিকচিত্তৈঃ এষাং সুমনসাং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ স্বাদিতং মোদং তনোতি বিস্তারয়তি ॥ ২৭৬ ॥